বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ
১ম সংখ্যা

সোমবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮
১লা ফাল্গুন ১৩৮৪

বার্ষিক ৯·৫০ সডাক ১০·৫০
নগদ ২০ পয়সা

পার্টি পার্টি—পার্টি, পার্টি, পার্টি।
দখল করো যেখানে যা ঘাঁটি।
তারপরেতে শাসন-দুয়ার আঁটি—
পার্টির মধ্যে প্রসাদ নিও বাঁটি॥
—পার্টি, পার্টি পার্টি॥

• • •

এইভাবে দেশ হল অনেক মাটি।
এই কথাটা জেনে রেখো খাঁটি—
পার্টিই হবে বাঁচার সোনার কাঠি,
আসবে আলো—আঁধার যাবে কাটি॥
—পার্টি, পার্টি, পার্টি।

কলিকাতায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই

রাজ্যগুলিকে আরো ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট ভাষণ

প্রধান মন্ত্রীর কলিকাতা আগমন

বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী বুধবার, ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই কলিকাতা সফরে আসেন এবং সারাদিন অনেকগুলি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং সেইদিনই দিল্লীতে ফিরে যান। তাঁর কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ব্যাপার ছিল—কলকাতার শহীদ ময়দানে জনসভা। প্রধানমন্ত্রী বিমান বন্দর থেকে নামার পর দমদম থেকে রাজভবন রাস্তার দু'পাশে অগণিত জনতা তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানান।

কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতা সম্পর্কে

বিশাল জনসভায় তুমুল আনন্দধ্বনির মধ্যে শ্রীদেশাই তাঁর ভাষণ সুরু করেন। ৮২ বৎসরের বৃদ্ধ সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ৪২ মিনিট ধ'রে ভাষণ দান করেন। সর্ব্বপ্রথম রাজ্য সরকারের নতুন দাবীর উত্তর দেন। রাজ্য সরকারের দাবী—কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতা আরো সীমিত ক'রে রাজ্যের হাতে আরো অনেক রকম অনেক বেশী ক্ষমতা দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী এই সব দাবীর উত্তর দিয়েছেন—অত্যন্ত শান্ত ভাবে, যুক্তিপূর্ণ মিষ্টি ভাষায়। প্রতিপক্ষের প্রতি আক্রমনাত্মক কোনো আচরণ তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি বলেন কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতা সীমা সম্পর্কে আলোচনা কেউ ওঠাতে চাইলে ওঠাতে পারেন বৈকি। তবে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে—কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হতে পারে—এমনভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নতুন ব্যবস্থার রূপায়ন হতে পারে। তবে তার মধ্যে কতকগুলি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়কে শক্তিশালী হতে হবে

ঐ বিষয়ে নিজ বক্তব্য হিসাবে শ্রীমোরারজী বলেন যে, ঐক্যবদ্ধ ভারতের অগ্রগতির জন্য, নিরাপত্তার জন্য, কেন্দ্রকেও যেমন শক্তিশালী রাখতে হবে—তেমন তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপ রাজ্যগুলিকেও সমভাবে শক্তিশালী রাখতে হবে। দেশটা খুব বড়ো, সেজন্য দেখতে হবে কেন্দ্র যেন কোনোভাবে শক্তিবিহীন না হয়ে পড়ে। তিনি বলেন—নির্ব্বাচনের পর গণতন্ত্র ফিরে এসেছে। বিদেশে ভারতের সম্মান বেড়েছে। সকলে মিলেমিশে থাকলে এই সম্মান আরো বাড়বে।

দেশের সাধারণ মানুষের উন্নয়নের প্রশ্ন

শ্রীদেশাই বলেন যে, দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ আজও অবনতির অন্ধকারে রয়েছেন। তাঁদের দ্রুত উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রেরও দায়িত্ব আছে। তিনি বলেন—দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ পিছিয়ে পড়া গ্রামে রয়েছেন। জনতা পার্টি এদের উন্নয়নের বিষয়ে গভীরভাবে ব্যগ্র।

শিক্ষা ও পঞ্চায়েৎ সম্পর্কে

শ্রীদেশাই বলেন—দেশের জনগণের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য তাঁরা শিক্ষা বা পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করতে চান। তিনি বলেন—শিক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপ ভাল নয়। কোথাও হ'য়ে থাকলে, সে হস্তক্ষেপ অপসারিত হওয়া উচিত।

কেউ চালাকী করলে, তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে

গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রী জনসাধারণকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন এখন দেখতে হবে—কোনো রকম নির্বাচনে—সে লোকসভা, বিধান সভা নির্বাচনেই হোক বা পঞ্চায়েৎ নির্বাচনই হোক—সব নির্বাচনই যেন স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়—কেউ যেন বল প্রয়োগ না করতে পারেন। গত কয়েক বছর ধ'রে গণতন্ত্রকে ফাঁকি দিয়ে, ক্ষমতা করায়ত্ত করার চেষ্টা চলছিল। তার পরিণতি কী হয়েছে—জনসাধারণ জানেন। ভবিষ্যতেও কেউ যদি ঐ রকম করেন—তাঁর একই হাল হবে। এদেশের জনতা গণতন্ত্র ধ্বংস হতে দেবে না। তেমন চেষ্টা হলে জনতাই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন।

জনসভায় জনতা রাজ্য সভাপতির বক্তব্য

জনসভায় জনতা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন যে, কেন্দ্রের হাত থেকে আরো ক্ষমতা নেবার কথা হচ্ছে। কিন্তু আরো বেশী প্রয়োজন জেলা পঞ্চায়েৎ ব্লক পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ পৌরসভাগুলির হাতে সত্যকার শাসন ক্ষমতার অংশ দেওয়া। এই পথেই লোক শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থার কিছু হেরফের হতে পারে—তবে দেশকে শক্তিশালী করতে হলে সকলের আগে পঞ্চায়েতগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে। গ্রামগুলিকে স্বশাসিত, স্বনির্ভর ক'রে তুলতে হবে। দলের কথা ভুলে, সৎ ও নিষ্ঠাবান লোকদের পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতায় বসাতে হবে।

বাহির বিশ্ব

ভারত মার্কিন সম্পর্ক

—অতুল দত্ত

সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী জেমস্ ক্যালাহান ভারত সফরে এসেছিলেন। জিমি কার্টারের তিন দিনের সফর রাজকীয় আড়ম্বরে। তাঁর সঙ্গে আসেন পাঁচশো ছোট বড় সহকারী। আমেরিকার একটি টেলিভিসন কোম্পানী তাঁর সঙ্গে ৫৯ জন লোক পাঠিয়েছিল। দুই বিমান ভর্তি মার্কিন রিপোর্টার ও ক্যামেরাম্যান কার্টারকে অনুসরণ করেন। জেমস্ ক্যালাহানের সফরে কোনও আড়ম্বর ছিল না। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাত্র ২০ জন সেক্রেটারী, বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং এর দুই জন লোক এবং দু-তিন জন সংবাদপত্রের রিপোর্টার।

সাড়ম্বরে কার্টারের এই ভারত সফর এবং এখানে বিভিন্ন বক্তৃতায় তাঁর মুখে ভারতীয় গণতন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রেসিডেন্ট নিকসনের আমলে মার্কিন-ভারত সম্পর্কে যে চিড় ধরেছিল, তা তিনি কতকটা সংস্কার করতে চেয়েছেন। তখন ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক এতদূর অবনত হয় যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যুদ্ধের সময় আমেরিকার ৭ম নৌবহর রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। বর্তমানে ভারত সম্পর্কে আমেরিকা তার পূর্ব্ববর্তী নীতির পরিবর্তনে আগ্রহী হওয়ার বিভিন্ন আন্তর্জ্জাতিক কারণ আছে। তা ছাড়া, ভারতে শাসক গোষ্ঠী পরিবর্ত্তিত হওয়ায় কার্টার উৎসাহিত হয়েছেন। দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়ায় ভারত বিশাল অকম্যুনিষ্ট দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন এমন একটি দেশের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্রমবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতা আমেরিকা যথেষ্ট উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল। ভারতে শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তনে ভারতীয় পররাষ্ট্র-নীতিতে নেহেরু ট্র্যাডিশনের (ঐতিহ্যের) অবসান হবে বলে কার্টার সরকার মনে করেছেন। এই সময় মার্কিন হৃদ্যতার ইঙ্গিতে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী শিথিল হতে পারে বলে তাঁদের আশা।

ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক অনেক দিন থেকেই মধুর নয়; তারই চূড়ান্ত পরিণতি বর্তমান দশকের প্রথম দিকে। ভারতের জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি আমেরিকা গোড়া থেকেই সুনজরে দেখেনি। পঞ্চাশের দশকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফষ্টার ডালেস্ জোট নিরপেক্ষতাকে ইমমর‍্যাল (দুর্নীতিগ্রস্ত) বলতেন। পাকিস্থান সুবোধ বালকের মত মার্কিন জোটে প্রবেশ করেন, কিন্তু অবাধ্য ভারত গেল না—এটা অসহ্য ছিল। তাই, ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাকে জোটে ভিড়তে বাধ্য করার জন্য পাকিস্থানের ভারত-বিরোধিতায় আমেরিকার সক্রিয় সহযোগিতা সুরু হল। সম্প্রতিক কাল পর্য্যন্ত এই ডলেসীনীতি আমেরিকার পররাষ্ট্রীয় আচরণকে প্রভাবিত করেছে। কম্যুনিজম্ প্রতিরোধের নামে পাকিস্থানকে অস্ত্রসজ্জিত করা হয়েছিল প্রকৃত পক্ষে ভারতের বিরুদ্ধে তাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই। যে সব ভারি ট্যাঙ্ক একমাত্র সমতলভূমিতে ব্যবহার করা সম্ভব, তা যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পার্ব্বত্য-যুদ্ধে প্রয়োগের জন্য পাকিস্থানকে সরবরাহ করা হয় নি, তা দুই দুইবার পাক-ভারত যুদ্ধে প্রতিপন্ন হয়েছে। আমেরিকার এই ক্রুর ভারত বিরোধী নীতির ফল হয় উল্টো—ভারত চাপে পড়ে মার্কিন সামরিক জোটের নিকটবর্ত্তী হয় না। ক্রমেই সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে আরম্ভ করে। ১৯৫৭ সালে দুইবার এবং ১৯৬৩ সালে একবার রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন সমর্থিত ভারত-বিরোধী কাশ্মীর প্রস্তাব রাশিয়ার ভিটোয় অগ্রাহ্য হয়ে যায়। 'ভিটো' কথাটির অর্থ কি, তা এখানে বলে নেওয়া ভাল। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎ পাঁচটি শক্তির—আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স ও চীনের যে কোনও একটি শক্তি আপত্তি জানালে কোনও সাবস্ট্যানটিভ্ (কার্য্যকর) প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে না। এই আপত্তিই হল ভিটো। বিগত ১৯৬১ সালে গোয়া সম্পর্কে মার্কিন সমর্থিত ভারত-বিরোধী প্রস্তাবে রাশিয়া ভিটো প্রয়োগ করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ব্যাপারে দুইটি ভারত-বিরোধী প্রস্তাব রাশিয়ার ভিটোয় বাতিল হয়। তা ছাড়া, ভিয়েৎনামে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ের পর সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত উদ্যোগী হয়েছিল। এই উদ্যোগের ফলে ১৯৫৪ সালে জেনীভায় যে সম্মেলন আহূত হয়, আমেরিকা তার বিরোধীতা করে, এবং এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য কোরে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রতিষ্ঠিত তাঁবেদার সরকারের কাঁধে বন্দুক রেখে প্রায় বিশ বৎসর উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়। স্বভাবতঃ, ভারত বরাবর ভিয়েৎনামে আমেরিকার সামরিক তৎপরতার বিরোধিতা করে এসেছে, এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে ভারতের এই রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা আরও নিবিড় হয় দুই পক্ষের অর্থনৈতিক সহযোগিতায় ভারতীয় অর্থনৈতিক রাষ্ট্রায়াত্ত এলাকায় বনিয়াদী শিল্প স্থাপনে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাগ্রহে বিপুলভাবে সহযোগিতা করেছে। দীর্ঘকালের এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার পরিণতিতেই ১৯৭১ সালে সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি, যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সর্ত হল চুক্তিবদ্ধ কোনও এক পক্ষের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ হলে উভয়ে তৎক্ষণাৎ পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য মিলিত হবে।

ভিয়েৎনামে বিপুল ব্যর্থতায় আমেরিকার বড় রকমের শিক্ষা হয়েছে। ছয় লক্ষ সৈন্য এবং সার্ব্বাধুনিক সময়োপকরণ প্রয়োগ করে একটি ক্ষুদ্র দেশকে পরাভূত করতে অসমর্থ হওয়ায় আমেরিকা বুঝেছে যে, একটা আত্মসচেতন সঙ্কল্পবদ্ধ জাতিকে শুধু খাকি ও ইস্পাতের জোরে দখল করা সম্ভব নয়। ভারত সম্পর্কেও আমেরিকার এই চেতনা হওয়া স্বাভাবিক যে, প্রধানতঃ তারই অহমিকা ও ভ্রান্ত নীতির ফলে নিরপেক্ষ ভারত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দোরগোড়ায় গিয়ে পৌঁছেছে। এই সময় ভারতে কংগ্রেসী শাসনের অবসান হওয়ার পর নূতন শাসকগোষ্ঠী পররাষ্ট্রক্ষেত্রে "বিশুদ্ধ" নিরপেক্ষতার কথা বলতে আরম্ভ করেন, যার নির্গলিতার্থ---ভারত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দিকে তার ঝোঁক সামলে নেবে। সুতরাং কার্টার সরকারের উৎসাহিত হওয়ার কারণ ছিল। কিন্তু জনতা সরকার গত দশ মাস তাঁদের পররাষ্ট্র নীতিতে বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন; পূর্ব্ববর্ত্তী সরকারের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তনের কোনও লক্ষণ তাঁরা দেখান নি। প্রেসিডেন্ট কার্টার ভারতে এসে একটি ব্যাপারে কতকটা নিরাশ হয়েছেন। ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী সরকার পরমাণু অস্ত্রের প্রসার নিবারণী চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অসম্মত হন এই যুক্তিতে যে, প্রধান পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি নিজেদের পরমাণু অস্ত্রের ভাণ্ডার অটুট রেখে এই সম্পর্কে অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চাইছে। কার্টার আশা করেছিলেন যে, পরমাণুর শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা কার্য্য পরিচালনার জন্য ভারতকে কোনও কোনও উপকরণ সরবরাহের আশ্বাস দিয়ে পরমাণু অস্ত্রের প্রসার নিবারণী চুক্তিতে তাকে স্বাক্ষর করানো যাবে। কিন্তু কার্টারের সে আশা ফলবতী হয় নি। ভারতের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, পরমাণু অস্ত্র তৈরীর কোনও অভিপ্রায় তাঁদের নেই বটে, তবে এই সম্পর্কে বৈষম্যমূলক নীতি কখনও তাঁদের সমর্থন পাবে না। অর্থাৎ এই ব্যাপারে পূর্ব্ববর্ত্তী সরকারের নীতিতেই তাঁরা অটুট রইলেন।

ভারত ও বৃটেনের মধ্যে কোনও সমস্যা নেই। তেমনি বৃটিশ প্রধান ক্যালাহানের সাম্প্রতিক ভারত সফরেরও কোনও বিশেষ গুরুত্ব নেই। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাধারণভাবে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা হয়। এই আলোচনার সময় ক্যালাহান্ ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব্বস্থলে জলের সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত, বাংলাদেশ ও নেপালের সঙ্গে বৃটেনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। এই আশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিত ফারাক্কা চুক্তিতে গঙ্গার জলস্রোত বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে গঙ্গাকে যুক্ত করার এক দীর্ঘমেয়াদী ব্যায়বহুল প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট ও ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর

অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ জিমি কার্টার বিগত ১লা জানুয়ারী এবং ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ জেমস্ কালাখান তার কয়েকদিন পরই ভরাতে সম্প্রীতি সফরে আগমন করেন। তাঁরা উভয়েই ভারতবর্ষের রাষ্ট্র প্রধানদের সঙ্গে বহু বিষয়ে আলোচনা করেন। এবং তাঁদের বিদায় ভাষণে তাঁরা বলেন যে, এই যোগাযোগে ভারতের সঙ্গে তাঁদের দেশের আরো বেশী নৈকট্য ও সম্প্রীতি স্থাপিত হয়েছে।

মুক্তি

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮, সোমবার

মুক্তির নববর্ষ

মুক্তি ৩৮ বৎসরে পদার্পণ করল। আমরা এই দিনে সকল শুভেচ্ছুকে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বামফ্রণ্ট রাজ্য সরকারের প্রতি বিশেষ আবেদন

মুক্তির বিগত সংখ্যায় প্রকাশ করেছি এক নিরীহ সাধারণ মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জমি কী রকম অপকৌশলে আত্মসাৎ করা হয়েছে। সে ব্যক্তি এক অত্যন্ত সাধারণ মানুষ; এবং জমির পরিমাণ সামান্য। অনেকে হয়তো এহেন ব্যাপারটিকে এত গুরুত্ব দেওয়ার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে পারবেন না। আমাদের বিশ্বাস—বামফ্রণ্ট সরকার বিষয়টির গুরুত্ব নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন।

বিষয়টির গুরুত্ব বামফ্রণ্ট সরকারের কাছে যে যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে হবে—তার কথা বলছি। সবচেয়ে শেষের স্তরে যে সব মানুষ আছেন—তাদের অধিকার রক্ষাই বামফ্রণ্ট সরকারের সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব বলে সরকার ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া, দায়িত্বশীল শাসনযন্ত্রের কাছে মানুষের ন্যায়সঙ্গত সমস্ত অধিকারই—তা সামান্য বিষয়েই হোক আর বড়ো বিষয়েই হোক—তা' রক্ষার মহনীয় দায়িত্ব রয়েছে। বামফ্রণ্ট সরকার নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য মনে করেন না যে, কংগ্রেস আমলের মত শাসনকারী দলের অনুগামীরা ক্ষমতার সুযোগে,—ছিনতাই কারীরভূমিকা নেবেন বা অপরের স্বার্থ বিপন্ন করবেন। বামফ্রণ্ট সরকার নিশ্চয়ই নিজের দলের এহেন উপদ্রব জেনে বুঝে সমর্থন করবেন না।

শাসনকারী দলের কিছু কিছু লোক এখানে ওখানে অপরের ন্যায়সঙ্গত অধিকার অপহরণের ব্যাপারে জড়িত হচ্ছেন এহেন কিছু কিছু সংবাদ আরো পাওয়া যাচ্ছে—একে একে সেগুলি প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ করছি। বামফ্রণ্টের হাতে ক্ষমতা এসে যাওয়ায়—কিছু কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষ ঐ ফ্রণ্টে ঢুকে পড়েছেন এবং স্বার্থসাধনের চেষ্টাও করছেন—এটাও স্বাভাবিক। এবং এটাও স্বাভাবিক যে বামফ্রণ্ট দল বা সরকারের নজরে এত শীঘ্র সব বিষয় না আসাও সম্ভব। এবং আমরা গভীরভাবে আশা করছি যে তাঁদের গোচরে এলে এগুলির প্রতিকার নিশ্চয়ই তাঁরা করবেন। সেজন্য অবস্থার প্রথম পর্য্যায়েই আমরা বিষয়গুলি তাঁদের কাছে জানাবার বিশেষ দায়িত্ববোধ করছি। চারা শিশু থাকতে তার মূল উচ্ছেদ করাই দরকার।

কিছুদিন পূর্ব্বে বান্দোয়ান ব্লকের ও মানবাজার দু নম্বর ব্লকের লোক-সেবক সংঘের কর্ম্মীরা মিলিতভাবে এক বৈঠকের আয়োজন করেন এবং তাতে আমাকে উপস্থিত থাকার জন্য বলেন। বান্দোয়ানে অনুষ্ঠিত ঐ বৈঠকে আমি উপস্থিত হই। তাতে কর্ম্মীরা বলেন যে, ঐ সব অঞ্চলে ক্ষমতাসীন দলের জন কয়েক কর্ম্মী, কংগ্রেস আমলের অনুচরদের মত নানা দুর্নীতি ও অত্যাচারের ব্যাপার করছেন। এবং কংগ্রেস আমলের মতই স্থানীয় শাসন যন্ত্র সব জেনেও তাঁদের ঐ সব কাজকে বাধা দিচ্ছেন না। তাঁরা চুপ ক'রে থেকে ঐ সব ব্যাপার অনুষ্ঠিত হবার সুযোগ দিচ্ছেন। এই অবস্থায় আমাদের এখন এই নিষ্ক্রিয় শাসন যন্ত্রের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াতে হয়।

কর্ম্মীদের উষ্মা বিক্ষোভ ও বক্তব্য শুনে আমি তাঁদের বলি যে, এই সব ভুল ত্রুটি অন্যায় অবিচার বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আজ পরিষ্কার করে নিতে হবে। গণতন্ত্রের হন্তারকদের বিতাড়নকারী জনতা পার্টি ও বামফ্রণ্টকে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে এখন সাহায্য দিতে হবে—যাতে এঁরা দুর্ব্বল না হন। এঁদের দুর্ব্বলতার সুযোগে যাতে দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারেন।

অন্যপক্ষে, শাসনকারী দলগুলির যে সব ভুল ত্রুটি, দুর্ব্বলতা দেখা যাবে—সেগুলি যাতে দূর হয়ে ঐ দলগুলি যাতে আরো শক্তিশালী হন—তা আমাদের দেখতে হবে। ঐ দলগুলির কল্যাণেই—প্রয়োজন হলে—আন্দোলনও করতে হবে। তবে সেটা প্রথম পর্য্যায়েই নয়—অনেক ধরণের চেষ্টার পর ব্যর্থ হ'লেই তবে ঐ আন্দোলনও অনুসৃত হতে পারবে।

প্রথম পর্য্যায়ের চেষ্টা সমূহ কি কি হবে—সেটাও সেই বৈঠকে আলোচনা করি। সে সম্পর্কে বলি যে, সর্ব্বপ্রথম খুব ভালভাবে—সম্পূর্ণ প্রমাণ-যোগ্যভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। যেগুলি ব্যাপক জনজীবন সম্পর্কিত সেগুলির তথ্য জনসমক্ষে উপস্থিত করতে হবে। যেগুলি ঐসব দলের জেলাস্তরে প্রতিকারযোগ্য মনে হবে—সেগুলি জেলাস্তরে প্রতিকারের জন্য জানাতে হবে। যেগুলি রাজ্যস্তরে প্রতিকারের যোগ্য মনে হবে—সেগুলি ঐ দলগুলির রাজ্যস্তরে বা কেন্দ্রীয় স্তরে জানাতে হবে।

ঐ দলগুলি বিকেন্দ্রিত কর্ম্মধারার প্রয়োজনীয়তাও ঘোষণা করেছেন। সেজন্য আমরা মনে করি—ঐ দলগুলির জেলাস্তরের কমিটির বা কর্ম্মীদের দায়িত্বের বিশেষ গুরুত্ব আছে। কিন্তু যদি আমরা জেলাস্তরের কর্ম্মীদের মধ্যে সে রকম সংগঠন, দায়িত্ববোধ, উদ্যোগ বা আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি না দেখি, আমাদের বিশ্বাস—এই অবস্থায়—রাজ্যস্তরে জানালে, রাজ্যস্তরের উপযুক্ত যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিকারে এগিয়ে আসবেন ও সম্যক প্রতিকার ব্যবস্থা করবেন।

অনেক সময়, সদিচ্ছা বা যোগ্যতা থাকলেও, বর্তমান শাসন কাঠামোয়,—নানা কাজের ভীড়ে, এসব ব্যাপারের প্রতি সরকারগুলি লক্ষ্য দেবার মত সময় না পেতে পারেন। কিন্তু শাসন যখন হাতে নিয়েছেন—এ সবগুলি দেখার মত কার্য্যকরী কর্ম্ম-আয়োজন শীঘ্রই গ'ড়ে তোলা আজ সরকারগুলির কর্ত্তব্য রয়েছে। যে সরকারের সত্যকার যোগ্যতা আছে—সে সরকার নিশ্চয়ই ঐ ধারা অবিলম্বে গ'ড়ে তুলতে নিশ্চয়ই সমর্থ হবেন। সমর্থ না হ'লে—আবার কংগ্রেস-আমলের মতই অবস্থা হবে। কারণ বিষয়টি গুরুতর। সুবিচারের ব্যবস্থা করতে ব্যাপকভাবে অপরাগ হ'তে থাকলে অপারগ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্রজনমত ক্রমশঃই পুঞ্জীভূত ও ব্যাপক হতে থাকবে।

বর্তমান শাসন জীবনের অবস্থায়—সব ব্যাপার ঠিকমতো দেখার সময় হয়তো নাও হ'তে পারে। তা স্বাভাবিক। কিন্তু সময় হচ্ছে না ব'লে, এ বিষয়ে কোনো চেষ্টাই না থাকা খুবই খারাপ পরিস্থিতির কারণ হবে। সব জিনিষ দেখার সময় না থাকলেও, আপাততঃ কিছু কিছু অবিচারেরও প্রতিকারে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে থাকলে; সরকার যে নিষ্ক্রিয়, নীরব নন, লোকের ধারণা হবে এবং তাতে উপদ্রবকারীরাও দেখবে ব্যাপার সুবিধের নয়। এভাবে পরিস্থিতি পালটাতে থাকবে।

তাছাড়া, অভিযোগগুলি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হতে থাকলে বা সরকারের কাছে পৌঁছুতে থাকলে,—তদন্তের জন্য—প্রতিকারের জন্য—সরকারগুলি যদি সময় নাও পান—তবু যদি ঐ সংবাদ পত্রগুলি বা অভিযোগকারীদের তাঁরা জানান যে, সময় হলেই তাঁরা দেখছেন—এবং আপাততঃ জানাচ্ছেন যে, ঐ বিষয়গুলি সত্য হ'লে গুরুতর অন্যায় হয়েছে—প্রতিকার ব্যবস্থা হচ্ছে।" এতেও লোক অনেকটা আশ্বস্ত হবে। কিন্তু একেবারে নীরব থাকলে লোকের এই ধারণা হবে যে, সরকারের কোনো সুবিচারের মনোভাব নেই; সরকারগুলি চান—তাঁদের অনুচরেরাও কংগ্রেস আমলের মত তাঁদের সহযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ—গ্রামে সহরে যেভাবে ইচ্ছে—চ'রে খেয়ে নিক।

আমরা সততার সঙ্গেই চাই যে জনতা সরকার বা বামফ্রণ্ট সরকারের প্রতি জনগণের ধারণা যেন খারাপ না হয় ক্রমশঃই আস্থা যেন বাড়ে। কারণ দেশে সুস্থ গণতান্ত্রিক জীবনধারা পেতেই হবে। কংগ্রেসের আমলের মত সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক বিভৎস শাসন জীবন দেশের জীবনে আর হবে না—আমরা সত্যই বিশ্বাস করি। এবং এই নতুন সরকারগুলির হাতে গণতান্ত্রিক কাঠামো পরিচালিত হবে আমরা গভীরভাবেই আশা ও বিশ্বাস করি। তবে আমাদের আন্তরিক কামনা এই যে, এঁদের হাতে গণতান্ত্রিক শাসন নিত্য উন্নততর, পরিশুদ্ধতর, জন সমর্থনে বলিষ্ঠতর হোক; সুবিচারের জন্য আবেদনগুলিতে দ্রুত কার্য্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হোক।

মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা

বিগত ২৩শে ডাহুয়ারী তারিখে, সকাল ১০টায় পুরুলিয়া রেল ষ্টেশনে মাল গোদামের কাছে রেল লাইনের ওপর একটি লাশ পড়ে থাকার খবর রেল কর্তৃপক্ষীয় শ্রীযুক্তীন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাংঘাতিকভাবে আহত হন এবং বেলা ১০টা ২০ মিনিট হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অবসর গ্রহণের দু বৎসর বাকি ছিল। তাঁর পুত্র দুটি এবং কন্যা পাঁচটি। ছেলেমেয়ে সকলেই কর্মহীন এবং মেয়েগুলি সবই অবিবাহিতা। অবিলম্বে ছেলে এবং মেয়েকে চাকুরী দিয়ে এই বিপন্ন পরিবারকে সাহায্য করা রেল কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা শুনে সুখী হলাম এ বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন হয়ে ব্যবস্থা করার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন। তজ্জন্য সরকার জানাই। এই বিপন্ন পরিবারের দুঃখ মোচনে আমরা আশা করি কর্তৃপক্ষকে তাঁদের আশ্বাস কার্যকরী করতে অনুরোধ করি।

চিঠিপত্র

গণতান্ত্রিক শাসনের পুলিশের বেআইনী ব্যাপার

গত ৪ই ফেব্রুয়ারী আমাদের বাড়ীতে একটি সাইকেল চোরে চুরি হয়। আমি উক্ত সাইকেল চুরির ডাইরীতে কাহারও নাম উল্লেখ না করেই থানায় দিই। তারপরে আমরা গ্রামের বোলআনা সন্ধান পাইয়া সদর সিংএর বাড়ীতে যাই এবং তাহার বাড়ীতে সাইকেলের চিহ্নও পাই। তখন তাহাকে জানি এবং আমরা বলি যে তুমিই সাইকেল আনিয়াছ। আমাদের কথা শুনিয়া সে স্বীকার করেও। গ্রামের লোক তাহাকে সমঝে দেয় এ অন্যায় মারপিট করার পর সে স্বীকার করে এবং আমাদের কথামত উক্ত সাইকেলটি ওই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা সর্বাস্ত আনিয়া দিবে। কিন্তু সাইকেলটি উক্ত তারিখে আনিয়া না দিয়া তাহার পূর্বেই আমাদের বিরুদ্ধে থানায় আসিয়া ডাইরী দেয়। ৭-২-৭৮ তারিখে আবার বোলআনার ওরফে হইতে আমি থানায় ডাইরী দিতে আসিলে আমাকে গ্রেপ্তার করে। এবং থানার জমাদার আমাকে ক্রোধান্বিত হইয়া বলেন যে তোমাকে মারিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দিব—তোমরা দেশের আগুন লাগা লোক। গত ২৬শে জানুয়ারী তোমরা পুলিশ নাই। তুমি জান? ঐ জায়গাটা ভগবতি মাহাতের বাকি গরু এবং ভগবতি মাহাতের নামে রলিয়া। সেদিন পুরু-সভ্রতা রাখিয়াছি। ভগবতি মাহাত ও তাঁহার ভাইকে আমাদের হাজতে ঢোকান উচিত ছিল। এই সব কথা বলার সময় আমাকে একজন বাহিরের পুলিশ বলেন যে "তুমি কি আইয়াছ"? আমি উত্তরে বলি "কিছু খাই নাই"। তখন পুলিশ গুলি ও লাঠি দেখায় ও বলেন সন্ধ্যায় লাঠি খাওয়াইব। ইতি—

শ্রীভূষণ চন্দ্র মাহাত
গ্রাম—গদ্দামারা

বীট কনষ্টেবল অফিসার ও গার্ডের অন্যায় অবিচার

গত ৮-২-৭৮ তারিখে মানবাজার থানার অধীন বামনী মাকিচিচা অঞ্চলাধীন নাথুবুরি মৌজা নং ২৮ মধ্যে আমার বেকজুলুক ভাতি সত্ত্বেও গোডাউনে মাতার ৪৫ নং ২৮ একটী মহুল গাছ আছে। মাঠে সিংরাজ বন-রক্ষনে চালা তৈরীর জন্য আমার পুত্র শ্রীব্রিলোচন মাহাত উক্ত গাছ হইতে একটী ডাল কাটিতেছিল ইতাবসরে কেন্দা বীট অফিসের অফিসার ও গার্ড তাকে বেলা প্রায় ১১টার সময় গ্রেপ্তার করে। আমরা গ্রামের কয়েকজন গিয়ে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করি কাংশা এ দোঁড়া আমাদের ওয়াক্তি সঁওের অমীনে। কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার কোনরূপ আখাস দেননি। তারা বলেন ২০ সকাল টাকা দিলে ছেড়ে দিতে পারি নতুবা পুরুলিয়া চালান করবো এই বলে ভয় দেখায়। আমিটাকা দিতে অস্বীকার করায় অবশেষে ত্রিলোচনকে আটকিয়া গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় এবং সারাদিন আটকে রাখে। এটা যে ব্যারাম সম্পর্কিয় গাছ তা ভগ্ন করতে বারবার অনুরোধ করা এবং তাকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কোন ফল হয় নাই। অবশেষে নাম ঠিকানা লিখে বিকালে ছেড়ে দেয়। আমার ১টীও কুঠার দেয়নি। উক্তরূপ কর্তৃপক্ষের নিকট আমার অনুরোধ এইরূপ অন্যায় ও অবিচারের আমরা প্রতিকার চাই। ইতি—

বিনীত
শ্রীকৃষ্ণরাম মাহাত
গ্রাম নাথুবুরি, পোঃ বামনী
থানা মানবাজার, পুরুলিয়া।

'পথ চল—'৭৮। ওয়াক—'78'

রক্তদানকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে ষ্টুডেন্টস ফেডারেশন 'পথ চলার' আহ্বান। সেই ডাকে সাড়া দিতে পুরুলিয়া শাখার উক্ত আহ্বান পুরুলিয়ার সর্বস্তরের মানুষের কাছে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী '৭৮ (বুধবার) সকাল ৮টায় 'ডুবিবী কম্পাউণ্ড' থেকে পথ পরিক্রমা শুরু হবে। তারপর এই মৌন মিছিল এসিড বাবে কালীমেলা ছাড়িয়ে হকিনে অবশেষে দত্ত ষ্ট্রীট ধরে পুরোণ মানবাজার রোড, পরেবর্দ্ধমান মোড় ষ্ট্রীট ধরে চাইবাসা রোড ধরে হাটের পাশ দিয়ে কোর্টের পাশ দিয়ে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনে।

এই শোকযাত্রায় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, চিকিৎসক ব্যবসায়ী সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে বিশিষ্ট সরকারী অফিসারগণও থাকবেন। সংগৃহীত অর্থ ষ্টুডেন্টস ফেডারেশন হোমের তহবিলে অসুস্থ ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসার জন্য জমা পড়বে।

জমির সার N-2 ফসলের চৌকিদার

(জৈব সার)

N-2: ইউরিয়ার সঙ্গে ব্যবহারে ইউরিয়ার কাজ বেশী দিন পাওয়া যাবে (ঘ চুইয়ে এবং উবে নষ্ট হয়ে যায়)

N-2: যে কোনো রাসায়নিক বা জৈব সারের সঙ্গে অল্প মিশিয়ে ব্যবহারে ঐ সারের শক্তিসার হিসাবে কার্যকারীতা বাড়িয়ে দেয়।

N-2: ব্যবহারে ফসল ও ফসলের প্রোটিনের পরিমান বাড়ে।

N-2: ব্যবহারে জমির অম্লত্ব ও ভার কমায়। উর্বরতা বাড়ায়।

N-2: নিয়মিত জমিতে ব্যবহারে মাটির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে, পোকা মাকড়ের (উই) উপদ্রব কমবে।

N-2: মোষালি, গুবরাপোকা, ঘীংগুড়ে, মাছ, মাছুরকে কোনো ক্ষতি করে না সম্পূর্ণ ভাবে নিরাপদ।

N-2: ফসলে স্প্রে (৭ থেকে ১৫ দিন অন্তর) করলে পল্লাশ, ছত্রাকোক জাবপোকা, থ্রাম পোকা, মাছি, কীটপতঙ্গের দমন হয়।

N-2: ডি, ডি, টি পাউডার এর সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহারে স্থায়ী উপকার হয়। কলুতক নিম থেকে তৈরি বিষাক্ত নয়।

সবচায়ে ০ সবসময়ে ০ ব্যবহার করা যায়

পাওয়া যাবে ঃ—লোকব্রতী — পুরুলিয়া

তেল একবার মাত্র বীজে মাখিয়ে রেখে দিলে পোকামাকড়ের উপদ্রব কমবে, যেমন, গম, ছোলায়, বাজরা, ভুট্টা ছোলা, মুগ, কলাই, মুসুর ইত্যাদি ফসলে ও ফলটি বীজে সমান ফলপ্রদ।

তেল বীজে মাখিয়ে রাখলে ঐ বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতার তারতম্য হয় না।

তেল আখালো জল আবার প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় কোন দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না সম্পূর্ণ নিরাপদ।

তেল, ধান, গম, কর্পাস, আলু, বেগুন, কপি, পত্র, পান ও ডাল জাতীয় সব রকম ফসলে সাধারন ও জল সহ স্প্রে (সাত থেকে ১৫ দিন অন্তর) করলে নানা রকম পোকা-মাকড়, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির আক্রমণ প্রতিরোধ করে অধচ নিরাপত্তার ব্যবস্থার যোগ্য কলুতক নিম থেকে তৈরি বিষাক্ত নয়।

নিরাপদ ০ N-2 ০ প্রতিষেধক

এগুলি 'লোকব্রতীতে' পাওয়া যাবে

Office of the Sponsored Teachers' Training College Purulia.

P. O. & Dist. PURULIA.

"Applications in prescribed form duly filled in for admission in the B. Ed. course of theUniversity of Burdwan at this college during the session 1978-79, are invited from candidates who are (atleast graduates (both male and female), deputed teachers not above 40 years of age and Freshers not above 30 years of age should apply for admission. Application forms and prospectus will be issued from the college office with affect from 2nd March '78 on payment of Rs. 2/- only by cash or postal order (payable to the Principal of the college) along with a self addressed 40 paise stamped envelope (Size 9" × 4").

No tution fee is charged. Completed application forms in prescribed forms should be sent so as to reach the office of the undersigned latest by 4-00 P. M. on 31.3.78.

Applic tions received after that date and hour will be rejected.

Principal.

ছাত্রদের প্রয়োজনে বিশেষ সংবাদ

• ষ্টুডিও অনুরূপা •

চকবাজার—পুরুলিয়া

(ডাগ হাউসের পাশে দত্ত টাকোং এর উপর তলায়)

শহরের একমাত্র ষ্টুডিও যেখানে—

- পাসপোর্ট ফটোতে ষ্টুডেন্ট কনসেশন দেওয়া হয়।
- দুই ঘন্টায় Urgent Passport Photo করা হয়।
- পুরোন ফটোর থেকে নুতন কপি করা হয়।

এবং

আপনার সৌখীন ও ব্যবসায়ীক ফটোগ্রাফের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

প্রখ্যাত ফিনিশিং আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
শ্রীঅরোল মুখার্জী

মুক্তি পড়ুন—

অপরকে পড়ান!

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প—কির্লোস্কার পাম্প



অন্য সব পাম্পের চেয়ে দাম বেশী। তবুও সারা ভারতজুড়ে এর দারুণ চাহিদা। কারণ কম জলী বাজে পাম্প কিনে আজীবন কষ্ট পাবেন। আর কিছু বেশী খরচ ক'রে একবার কির্লোস্কার পাম্প কিনতে পারলে বহু বছর ধরে এই পাম্প প্রোড় সেবা দেবে।

• • • • •

যাঁরা সরকারী ঋণ বা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে পাম্প কিনতে চান তাঁরা কির্লোস্কার পাম্প যদি কিনতে চান তবে ব্যাঙ্কে বা সরকারে দাবী জানান কির্লোস্কার পাম্প চাই। তাঁরা তা অনুমোদন করতে বাধ্য। লোকব্রতীতে এই পাম্প পাবেন।

• • • • •

বর্ত্তমানে দাম কমলো। এখন দাম ৪৮০০। ব্যাঙ্ক ও সরকার এই দাম অনুমোদন করেছেন।

কৃষি সংবাদ

গমের পরিচর্য্যা

(•) অনেক সময় বিশেষ করে চরা অবস্থায় গমের পাতায় হলদে ভাব দেখা যায়। যদি পাতায় হলদে ভাব লক্ষ্য করেন তা হলে একর প্রতি ৩ কেজি ইউরিয়া ২ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ এবং ৫০০ গ্রাম ডাইথেন এফ ৪৫ একত্রে ৩০০ লিঃ জলে গুলে স্প্রে করবেন।

(•) মাঘ মাসের মাঝামাঝি থেকে গমে রাষ্ট বা মরিচা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখন পাতায় হলদে-বাদামী রং এর গুঁড়া মত দেখতে পেলে একর প্রতি ৫০০ গ্রাম ডাইথেন এফ-৪৫ ৩০০ লি. জলে গুলে স্প্রে করুন। দানা বেঁধে গেলে এই ঔষধ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

বোরো ধান

(•) পাশকাঠি ছাড়ার সময় অর্থাৎ মাঘ মাসের শেষ দিকে প্রতি বিঘা জমিতে ১৫-১৬ কেজি ইউরিয়া বা ৩৩-৪০ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট চাপান সার হিসাবে ছড়িয়ে দিয়ে ভাল করে জমি ঘেঁটে দিন। চাপান সার দেওয়ার ৪ ৫ দিন আগে সেচ দেওয়া বন্ধ রাখুন। চাপান সার দেওয়ার পর ৩৫-৩৬ ঘণ্টার পর আবার সেচ দিন।

(•) মাজরা পোকা বোরোধানের প্রধান শত্রু সাধারণত মাঘ মাসের শেষ দিকে এদের আক্রমণ সুরু হয়। মাজরা পোকার ডিম বা মথ দেখলে বুঝবেন যে এই ক্ষেতে এই পোকার আক্রমণ হয়েছে। এই পোকার আক্রমণ প্রতিরোধে নিচে দেওয়া দানাদার বা তরল যে কোন একটি ঔষধ ব্যবহার করুন।

দানাদার ঔষধ	প্রতি একরে ঔষধের পরিমাণ
থাইমেট ১০-জি	৫ কেজি
ফিউরাডন ৩-জি	৭ কেজি
থায়োডান ৪-জি	১২ কেজি

তরল ঔষধ	
ডিমেক্রন-১০০	১৫০ মি, লি,
একালাকা-২৫ শতাংশ	৪৫০ মি, লি,
থায়োডান-৩৫ শতাংশ	৬০০ মি, লি,
মেট্রাসিড-৫০ শতাংশ	৩০০ মি, লি,

দানাদার ঔষধ ছড়াবার সময় থেকে জমিতে ১ থেকে ১॥ ইঞ্চি জল ৫-৭ দিন জমিতে ধরে রাখুন। তরল ঔষধের যে কোন একটি ৩০০ লি. জলে গুলে স্প্রে করুন।

প্রকল্প আধিকারিক (বহু মুখী শস্য) ও পদাধিকার বলে জেলা কৃষি আধিকারিকের পক্ষে শ্রীবাণীধর চট্টোপাধ্যায়, সার উন্নয়ন আধিকারিক পুরুলিয়া কর্ত্তৃক প্রচারিত।

তারিখ—৪-২-৭৮

Government of West Bengal
Office of the Executive Engineer, Purulia
(Agri. Irrigation) Division, Belguma, Purulia.

NOTICE : INVITING : TENDER

Sealed tender as per annexture is hereby invited in prescribed West Bengal Form No. 2911 ii) by the Executive Engineer Purulia (Agri. Irrigation) Division, Purulia on behalf of Governor of West Bengal from the bonafide registered or enlisted working contractors under P. W. D. & I. & W. D. C. P. W. D. Railways etc. and working contractors of this Department and all other resourceful and reliable contractors having actually working experiences of Building works in the dist. of Purulia. Other details may be had from the office of the Executive Engineer, Purulia (A. I) Division Belguma, Purulia in any working days.

ANNEXTURE

1. Name of work :—Construction of Administrative Buildings for N. E S. Block at Para in the dist. of Purulia,
2. Scheduled amount : Rs. 1,39.75 /-
3. Earnest money :— Rs. 2,795/-
4. Last date of application for issuing tender paper :— 27.2.78 up to 3-00 P. M.
5. Last date of selling tender paper :— 2.3.78 up to 4-00 P. M.
6. Date of opening :— 3.3.78.
7. Time of completion :—6(six) months from the date of formal work order.

Executive Engineer,
Purulia (A. I) Division Purulia.

WANTED

Wanted the following teachers for Keshargarh Sri Krishnananda Vidyapith (High School), P. O. Rakab, Dist. Purulia (i) A Science graduate trained in Work Education. (ii) A graduate trained in Physical Education. Apply by post so as to reach the Secretary on or before 25-2-78.

Wanted a bio Science teacher duly qualified (Temporary) for G. S. Dinanath High School, Dimdiha. Apply to the Secretary on or before 22.2.78. The applicants are requested to appear before Selection Committee on 26.2 78 at 11 A. M. in the school premises.

ট্রাকটার ভাড়া

লোকব্রতী সোসাইটির ৩৫ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন ট্রাকটার চাষীদের ভাড়ায় দেবার জন্য আছে। জমি চষার কাজ ছাড়াও, কুরলের কাজ এতে হয়। তাতে জমি সমতল করা হয়। ট্রাকটারের প্রয়োজন হ'লে আগে থেকে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ২য় সংখ্যা | সোমবার, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ ৮ই ফাল্গুন ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

যে যায় লঙ্কায় সেই- হয় কি রাবণ?
সারা দেশে এই প্রশ্ন কেন অনুক্ষণ।
লঙ্কায় গেলেই নাকি যত অনুচর—
তাণ্ডব আরম্ভ করে- বিকট বর্ব্বর॥

• • •

নিবেদন তাই আজি ওগো লঙ্কা-জয়ী!
লঙ্কার লঙ্কাত্ব আজ ফেলো সব দহি'।
সুশাসনে জনগণে দেখাও নিশ্চিত—
"লঙ্কা হ'তে দশানন আজি বিতাড়িত॥"

রাজ্যে রাজ্যে নির্ব্বাচন ও দেশ বিদেশের বিভিন্ন খবর

নির্ব্বাচন আসন্ন

আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী ভারতের পাঁচটি রাজ্যে ও একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে নির্ব্বাচন হবে। রাজ্যগুলি হচ্ছে—আসাম, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, মেঘালয়, অন্ধ্র, এবং কেন্দ্রশাসিত অরুণাচল প্রদেশ।

বিভিন্ন দলের জোর প্রচার

ঐ সব রাজ্যে জনতা পার্টি, সি, পি, এম, ইন্দিরা কংগ্রেস, রেড্ডি কংগ্রেস জোর প্রচার কার্য্য চালাচ্ছেন।

বিভিন্ন প্রচার সভায় হিংসাত্মক আক্রমণ

মহারাষ্ট্রে নির্ব্বাচনী সফরকালে জনতা পার্টির সর্ব্বভারতীয় চেয়ারম্যান শ্রীচন্দ্রশেখর সোলাপুরে বিরোধী দলের দ্বারা আক্রান্ত হন। লাঠী ও ইট বর্ষিত হয়। মাথায় আঘাত লাগে। আক্রমণ করে কংগ্রেস কর্ম্মীরা। পুলিস এদের উপদ্রবের সহায়ক হচ্ছে।

আসামে শিলচরে নির্ব্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা প্রদানকালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি ঢিল বর্ষণ হতে থাকে। ইন্দিরাজীর সহকর্ম্মীরা সভার আসরে পাতা বালিসগুলো দিয়ে ইন্দিরাজীকে রক্ষা করেন। তাঁর লাগে নি। "বিপ্লবী যুব ছাত্র লীগ" এই নামে একদল যুবক "গো ব্যাক ইন্দিরা" ব'লে ঐ সব হামলা করে। পুলিস লাঠী চালায় ও অবস্থা আয়ত্তে আনে। সভা আরম্ভ হবার ১৫ মিনিট মধ্যেই মিটিং সাঙ্গ ক'রে সদলে ইন্দিরাজী চলে যান।

বাঙ্গালোরে একটি জনসভায় ভাষণ দান কালে পাঞ্জাবের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্ঞানী জইল সিং ইঁট বর্ষণের ফলে আঘাত পান। তিনি ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন।

বাংলা দেশে নির্ব্বাচন

আগামী ডিসেম্বরে বাংলাদেশে নির্ব্বাচন হবে- একথা ঘোষণা করেছেন—বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট তথা সামরিক প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। বাংলাদেশে বর্ত্তমানে গণতান্ত্রিক শাসন নেই, বাংলাদেশ আজ মিলিটারী শাসনের অধীন। বাংলাদেশে কী ধরণের নির্ব্বাচন হয়—তা দেখবার জন্য ভারতের সকলে উৎসুক হয়ে আছেন।

পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন

পশ্চিম বাংলায় পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন আসন্ন। এপ্রিলের শেষ বা মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন পর্ব্ব শেষ করার কথা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েৎ, অঞ্চল পঞ্চায়েৎ এবং জেলা পরিষদ এই তিন স্তর নিয়ে পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন হবে। পঞ্চায়েতের ৩৫ হাজার কেন্দ্রের নির্ব্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার জন্য ২৮শে ফেব্রুয়ারী বামফ্রন্ট কমিটির বৈঠক বসছে। লোকসভা, বিধান সভার মত পঞ্চায়েতেও দল হিসাবে লড়াই করা যাবে। রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণ করেছেন।

ভারতের প্রধান বিচারপতি

শ্রীযশোবন্ত বিষ্ণু চন্দ্রচূড় ভারতের প্রধান বিচারপতি মনোনীত হলেন। বিচারপতি হিসাবে চাকুরীতে অন্যান্যদের চেয়ে অগ্রগণ্য ব'লে ওঁকে গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রীচন্দ্রচূড়ের নিয়োগ ব্যাপারে সারাদেশে বেশ মতভেদ দেখা দিয়েছিল। জরুরী আইনের সময়ে তাঁর কার্য্যধারা বাঞ্ছিত ছিল না ব'লে ওঁকে বাদ দিয়ে অন্যকে করার জন্য জোর দাবী উঠেছিল। আর একদলের মত ছিল যে, যাই ঘটে থাক, চাকুরীতে উনি সকলের চেয়ে বড়ো; সেই হিসাবে ওঁকেই নেওয়া উচিত। জনতা পার্টিতেও এই দু'মত দেখা দেয়। অবশেষে জনতা সরকার শ্রীচন্দ্র চূড়কেই প্রধান বিচারপতিরূপে নিয়োগ করলেন।

কেন্দ্রে ও রাজ্যে বাজেট পেশ

কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী শ্রী এইচ, এম; প্যাটেল আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য আর্থিক বায়জট পেশ করবেন।

রাজ্য বিধান সভার আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিম বঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীঅশোক মিত্র ১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য আর্থিক বাজেট উত্থাপন করবেন।

শা কমিশন ও অন্যান্য কমিশনের কাজ চলছে

জরুরী আইনে বাড়াবাড়ীর বিষয়ে তদন্তের জন্য শা কমিশনের কাজ এগিয়ে চলেছে। ইন্দিরাজীর বিরুদ্ধে অনেক গুলি অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। ইন্দিরাজীকে বলা হয়েছে—ঐ সম্পর্কে তাঁর নিজের জবাব তিনি নিজে বা তাঁর নিয়োজিত আইনজ্ঞের দ্বারা দিতে পারবেন। বেশ কিছুদিন হয়ে গেল কিন্তু ইন্দিরাজী জবাব দেবেন কিনা এখনো কিছু জানান নি। আরো কতকগুলি ব্যাপারে তদন্ত আসন্ন। সেজন্য ইন্দিরাজীকে কমিশনে হাজির হ'তে আবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

শোক সংবাদ

পুরুলিয়া জেলার শ্রীজগবন্ধু মৌলিক কলকাতায় বিগত ১৯।১।৭৮ হৃদ্‌রোগে পরলোক গমন করেছেন। তিনি স্বাধীনতার সংগ্রামে কারাবরণ করেন। এবং ১৯৩০ সালে পুরুলিয়া সহরে নড়িহায় তরুণ সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বিপ্লবী স্বর্গত পুলিন দাসের শিষ্যরূপে লাঠীখেলা মুযুৎসু প্রভৃতি শিক্ষালাভ ক'রে সহরের তরুণ সমাজকে দেহচর্চ্চায় ও লাঠী-খেলা প্রভৃতিতে উৎসাহিত ও সংগঠিত করেন। ঋষি নিবারণচন্দ্রের আহ্বানে দেশসেবার কাজে নামেন। বয়স হয়েছিল—৭০ বৎসর। পরে কলকাতায় পড়াশুনো ক'রে চাটার্ড একাউটেন্ট হন। তিনি স্ত্রী দু কন্যা জামাতা নাতি নাতনী রেখে গেছেন। তাঁর আত্মার সদগতি কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

বর্দ্ধমানে রাজ্যভিত্তিক কৃষি আলোচনা চক্র

ষষ্ঠ পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি সম্পর্কিত রাজ্যভিত্তিক আলোচনা চক্রের চারদিনব্যাপী অধিবেশন ৩০শে জানুয়ারী থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান ফার্ম্মে অনুষ্ঠিত হোল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন এবং কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহ সভাপতিত্ব করেন। ভূমি ও ভূমি রাজস্বমন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী, অর্থমন্ত্রী ডাঃ অশোক মিত্র আলোচনাচক্রে ভাষণ দেন। কিন্তু সমবায় ও মৎস্যমন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল উপস্থিত হতে পারেন নি।

এই আলোচনাচক্রে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন কৃষি কমিশনার শ্রীএস, কে ঘোষ, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ রমারঞ্জন মুখার্জী, শ্রীরাজকৃষ্ণ দাঁ এম-পি; শ্রীদেবরঞ্জন সেনগুপ্ত এম এল-এ; অধ্যাপক পি-এন ভাদুড়ী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ডাঃ এন পি দত্ত; ডাঃ শঙ্কর মুখার্জী, শ্রীজে কে দাশগুপ্ত, চীফ ইঞ্জিনীয়ার-২ সেচ বিভাগ শ্রীডি এম মুখার্জী, চীফ ইঞ্জিনীয়ার (কৃষি); শ্রীকে দাশগুপ্ত, চেয়ারম্যান, স্টেট ওয়াটার বোর্ড; ডাঃ এস এন ব্যানার্জী, প্ল্যান্ট প্রোটেকসান এ্যাডভাইজার ভারত সরকার, প্রমুখেরা।

প্রথম অধিবেশন : কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল ও পদ্ধতি

সভাপতি : ডাঃ এস কে মুখার্জী, উপাচার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সঙ্কলক : ডাঃ ডি কে দাশগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় অধিবেশন : সম্পদের সদ্ব্যবহার

সভাপতি : ডাঃ এস কে মুখার্জী, খয়রা অধ্যাপক (কৃষি)

সঙ্কলক : শ্রীবিষ্ণু মণ্ডল, সি-এ-ডি সি

তৃতীয় অধিবেশন : শস্য উৎপাদনে মাটী ও জলের সদ্ব্যবহার ও কীটবিনাশ

সভাপতি : ডাঃ বি সি মণ্ডল, কৃষি উপদেষ্টা (এস-পি-বি) বিহার

সঙ্কলক : ডাঃ বি এন চ্যাটার্জী, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী

চতুর্থ অধিবেশন : সম্প্রসারণ ও গ্রাম উন্নয়ন

সভাপতি : ডাঃ এম এম চক্রবর্ত্তী, উপাচার্য্য বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সঙ্কলক : ডাঃ এস কে সরকার, কৃষি অর্থনীতিবিদ, পশ্চিমবঙ্গ

পঞ্চম অধিবেশন : কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারে সংবাদ পত্রের ভূমিকা

সভাপতি : শ্রীঅশোক চৌধুরী (সমবায়ের কথা)

আহ্বায়ক : শ্রীহলধর পটল (সত্যযুগ)

প্রকাশ্য অধিবেশন :

সভাপতি : ডাঃ কালিদাস সেনগুপ্ত, কৃষি অধিকর্ত্তা কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহ সমাপ্তি ভাষণে পশ্চিমবঙ্গে কর্ম বিপ্লবের উদাত্ত আহ্বান দেন। কৃষি বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্ত্তা ডাঃ জে. এন লাহিড়ী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

(বিশদ বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে)

স্থানীয় সংবাদ

শ্রীমা শতবর্ষ জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির পুরুলিয়া শাখার উদ্যোগে ঋষি অরবিন্দ শিশু বিদ্যানিকেতনে পুরুলিয়া জেলা শ্রীমা শতবর্ষ জন্ম জয়ন্তী দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। সোসাইটির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার শ্রীমায়ের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন এবং বিদ্যানিকেতনের শিশুরা কুচকাওয়াজ করে পতাকা অভিবাদন করে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ উপচার্য্য শ্রীপূর্ণেন্দু কুমার বসু সভাপতির আসন, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রধান অতিথির আসন এবং শ্রীঅনিল কুমার বসু বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বিদ্যানিকেতনের শিশুরা শারীর শিক্ষা, কাঠিনাচ, ব্রতচারী নাচ, আসন প্রভৃতি প্রদর্শন করে।

বৈকালে মহকুমা শাসক শ্রীপ্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য প্রদর্শনীর দ্বারোদ-ঘাটন করেন এবং আলোচনা সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে স্বাগত ভাষণ দেন। এই সভায় পুরুলিয়া শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীরামকমল অধিকারী সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীঅশোক চৌধুরী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর শ্রীমার জন্ম শতবর্ষের তাৎপর্য্য ও সাবিত্রীর ব্যাখ্যা করে শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীসুধীর কুমার দেওয়ান মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

এই অনুষ্ঠানের পর বিদ্যানিকেতনের শিশুদের সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নাটক পরিবেশন বিশেষ উপভোগ্য হয়। রাত্রিতে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও পণ্ডিচেরী আশ্রম সম্পর্কে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী বিদ্যানিকেতনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ সভায় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীবিরজা প্রসন্ন লাহিড়ী সভাপতিত্ব করেন এবং পঃ বঃ মুখ্য শারীর শিক্ষা ও যুব কল্যাণ (মহিলা) পরিদর্শক শ্রীমতী লীলা দে পুরস্কার বিতরণ করেন। জেলা শারীর শিক্ষা আধিকারিক শ্রীঅসীম প্রসাদ ব্যানার্জ্জী বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

বৈকালে শ্রীমায়ের জীবন ও সাধনা সম্পর্কিত আলোচনা সভায় শ্রীহরেন্দ্র কুমার মজুমদার সভাপতিত্ব করেন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবি নিশিকান্তের "লীলায়ন" পরিবেশিত হয়।

লায়ন্স ক্লাবের প্রথম দাতব্য চক্ষু চিকিৎসা শিবির

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে বেলগুমা ক্যাথলিক আশ্রমে প্রথম দাতব্য চক্ষু চিকিৎসা শিবির উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর লায়ন্স ক্লাবের ইন্টারন্যাশানাল ডাইরেক্টার লাল বিহারী আগরওয়াল এই শিবির উদ্বোধন করেন এবং ডিষ্ট্রীক গভর্নর ডাঃ কে, বি. সেনগুপ্ত ও জেলাশাসক শ্রীকমল কান্তি নস্কর প্রধান ও বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ বৈদিক মন্ত্র ও মঙ্গলাচরণ করেন। লায়ন্স গৌতম খেড়িয়া সভাপতিত্ব করেন।

রাঁচী রাজেন্দ্র মেডিক্যাল কলেজের খ্যাতনামা চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ বি, পি, কাশ্যপ চারজন আই-সার্জ্জন সহ ১৫০ জন চক্ষু রোগীর ছানীতে অস্ত্রোপচার করেন। ক্যাথলিক আশ্রমের ফাদার ডি মালডার শিবিরের চক্ষু রোগীদের সেবা যত্ন প্রভৃতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এম-ডি-টি-সির সাংবাদিক সম্মেলন

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ মিনারেল ডেভেলাপমেন্ট এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশনের পুরুলিয়া অফিসে (স্বপন পুরী) এক সাংবাদিক সম্মেলনে উক্ত কর্পোরেশনের পুরুলিয়ার কার্য্যকলাপ ও জেলার খনিজ সম্পদ সম্পর্কে তথ্যাদি পরিবেশন করেন। এই জেলায় চুনাপাথর, চীনামাটী, ফেলসপার, কোয়াৎজ, রক ফসফেট প্রভৃতি খনিজ সম্পদ কি পরিমাণে আছে এবং খনিজ

(৪র্থ পাতায় দেখুন)

মুক্তি

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮, সোমবার

অভিমন্যু ও সপ্তরথী

মহাভারতে আমরা পাই—সপ্তরথী মিলে বীর অভিমন্যুকে বধ করেছিল। আমাদের বর্ত্তমান ভারতে আমরা দেখতে পাই গণতন্ত্ররূপী অভিমন্যুকে আরেক দল সপ্তরথী প্রায় বধ করে এনে ছিল—শেষে বহু চেষ্টায় আবার অভিমন্যুকে উদ্ধার করা গেল। আপনারা জানতে চাইছেন এই সপ্তরথী কে কে।

গণতন্ত্ররূপী অভিমন্যুকে যারা বধ করতে চেয়েছিল—সেই ঘাতকদের মধ্যে ১লা নম্বর ঘাতক হচ্ছে—দেশের শাসন যন্ত্র। এই শাসন যন্ত্র দু নম্বর ঘাতক বিধানতন্ত্রকে ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে হাতের মুঠোয় আনে। সেও এই ষড়যন্ত্রে সামিল হয়। এই সপ্তরথীদের মধ্যে আর বাকী অর্থাৎ তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম—কে কে তাই একে একে বলছি। তারা হচ্ছে—বিচার যন্ত্র, আমলাতন্ত্র, রাষ্ট্রপ্রধান, রাজনৈতিক দল ও জনসাধারণ।

এই সপ্তরথী মিলে কী ভাবে গণতন্ত্রকে হত্যার চেষ্টা করল দেখা যাক। কোনো এক রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক আদর্শ ও ন্যায়-নীতি বর্জ্জিত হয়ে, দেশের কায়েমী স্বার্থ-গোষ্ঠীর কাছ থেকে টাকা খেয়ে, জনগণকে প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্ত ক'রে, ভোটে জয়ী হল।

ভোটে জয়ী হ'য়ে তারা দুটি ভাগে বিভক্ত হোল—শাসনযন্ত্র ও আইন তৈরীর যন্ত্র। এরা যুক্তভাবে, এক ষড়যন্ত্রে মিলে, গণতন্ত্রকে শেষ করার কাজে লাগল। জনগণকে শোষণ করতে, দমন করতে, শক্তিবিহীন করতে, আইন তৈরী হতে লাগল আর সেই আইনের সাহায্যে নির্ম্মম শাসন দণ্ড চালাতে লাগল। অন্যদিকে আবার, এদের ভয়ে,—এদের কাছ থেকে অনুগ্রহ পাবার লোভে, বিরাট আমলাতন্ত্র মনুষ্যত্ব বিহীন হয়ে একেবারে এদের তাঁবেদার হল এবং এদের সকল অন্যায় অপকর্ম্মের তল্পীবাহক হোল। এরাও গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্রে পুরোপুরি সামিল হলো।

এদিকে আবার সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারসমূহ রক্ষার ভার ছিল—বিচারযন্ত্রের ওপর। শাসনযন্ত্র ও বিধানতন্ত্র কোথায় কোথায় সংবিধান বিরোধী,—আইন বিরোধী কাজ করছে—তা দেখবার ভার ছিল এদের ওপর। কিন্তু বিচারযন্ত্রের অধিকাংশ গোষ্ঠী, নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে,—শাসনযন্ত্রের ও বিধানযন্ত্রের মন রেখে চলতে লাগলেন—অনেক ন্যায় বিচার সম্পর্কে এরা নীরব হয়ে বসে রইলেন। ফলে, গণতন্ত্রের নাভিশ্বাস আরো জোরে জোরে উঠতে আরম্ভ করল।

এখন রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর কী দায়িত্ব ছিল আর তিনি কী করলেন দেখা যাক। বিশাল এই সারা দেশের অগণিত প্রতিনিধির ভোটে রাষ্ট্রপ্রধানের আসনে যাঁকে বসানো হল—তাঁর ওপর গুরুতর দায়িত্ব দেওয়া হল যে, যখন শাসনযন্ত্র, বিধানতন্ত্র, বিচারযন্ত্র সংবিধান-সম্মতভাবে দেশ চালাতে অপারগ হ'বে তখন তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে, দেশের জনগণকে তিনি সুযোগ দেবেন—নতুনভাবে দেশের বিধানযন্ত্র—শাসনযন্ত্র গড়বার জন্য। কিন্তু ঐ রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে এই দায়িত্ব বিষয়ে সচেতনতা ও সবলতা না থাকায়—তিনিও সময়োপযোগী সাহস দেখাতে পারলেন না। শাসনযন্ত্র ও বিধানতন্ত্রের সমস্ত অন্যায় উপদ্রব অব্যাহতভাবে চলতে অবাধ সুযোগ দিলেন। ফলে, গণতন্ত্রের শেষ আশাটুকুও নষ্ট হল।

এর পর গণতন্ত্রের নূতন ভাগ্য পরীক্ষার সুযোগ এল—পাঁচ বছর পরে। যে রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে, জনগণকে শোষিত, লাঞ্ছিত, আশাহত করেছে—তাকে সরাবার সুযোগ এল দেশের জনসাধারণের কাছে অর্থাৎ ভোটার সাধারণের কাছে। এই অত্যন্ত জরুরী মুহূর্ত্তে, দেশের জনসাধারণও গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করল। নিজেদের ভবিষ্যৎ, নিজেদের অগ্রগতি, দেশের বৃহত্তর তথা সত্যকার স্বার্থের কথা না ভেবে, তারা সাময়িক ক্ষুদ্র লোভে, অজ্ঞতায় ভয়ে, পুনরায় সেই বিশ্বাস ঘাতকদেরই দেশের শাসন আসনে বসালো। এইভাবে একবার নয়, দুবার নয়, বারবার গণতন্ত্রকে আঘাত দিয়ে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে দেশের এই সব অন্ধ বিবেকহীন জনগণও সামিল হোল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—এই বিবেকহীন, স্বার্থান্ধ, অপরিণামদর্শী সপ্তরথী অর্থাৎ শাসনযন্ত্র, বিধানতন্ত্র, আমলাতন্ত্র, বিচার যন্ত্র রাষ্ট্রপ্রধান, রাজনৈতিক দল ও চেতনাহীন জনসাধারণ সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্ররূপী অভিমন্যুকে প্রায় বধ করার অবস্থায় এনে ফেলল।

সহসা জাগরণের জোয়ার এল। দুর্ব্বিসহ পীড়নে, আঘাতে, অপমানে লাঞ্ছনায় অতিষ্ঠ জনসাধারণ, এবারে একটা নির্ব্বাচনের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে, পুরোণো দুষ্ট-চক্রকে অপসারিত করল। এই বিরাট পরিবর্ত্তনের কাজে, জনগণকে সুযোগ দিতে, দেশের বিবেক সম্পন্ন রাজনৈতিক দলেরা বলিষ্ঠ ভূমিকা উদ্‌যাপিত করলেন। দেশ গণতন্ত্রকে ফিরে পেল।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। যে সপ্তরথীর সাহায্যে গণতন্ত্রকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল আজ গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে, তাকে আরো শক্তিশালী ক'রে গড়তে গেলে, ঐ সপ্তরথীর সম্পূর্ণ সহযোগিতা চাই। নতুবা গণতন্ত্র আবার ওদের হাতেই বিপন্ন হবে। এই সঙ্গে এই কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, গণতন্ত্রকে কোনো রকমে রক্ষা করা গেছে—দেশের দুটো শক্তির সাহায্যে। এক, রাজনৈতিক দলের শক্তি অপরটি গণশক্তি।

কিন্তু এই শক্তিগুলিও সংগঠন ও সংহতির একটা প্রাথমিক রূপ পেয়েছে মাত্র। এদের আরো অনেক বেশী শক্তিশালী ক'রে গড়ে তুলতে হবে। এবং নতুন ভাবে গণতান্ত্রিক এই পট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, শাসনযন্ত্র, বিধানতন্ত্র, বিচারতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও রাষ্ট্র প্রধান—এই ব্যবস্থা যাহাগুলিতেও অনেকটা পরিবর্ত্তন এসেছে সত্য; কিন্তু এগুলিকে আরো বহুভাবে উন্নত গণতান্ত্রিক জীবনের অনুকূলরূপে গ'ড়ে তোলার বহু কাজ এখনো বাকি আছে।

সেজন্য আজকে দেশের চিন্তাশীলদের দেশের কর্ম্মীদের গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করতে হবে যে, ঐ সপ্তরথীর প্রত্যেকটিকে উন্নততরভাবে গ'ড়ে তুলতে, কীভাবে কী ব্যবস্থা সমূহ আজ করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে আজ ঐ গুলির ত্রুটি বিচ্যুতি কোথায় কী আছে—তাও ভালভাবে দেখতে হবে। এইভাবে ত্রুটি বিচ্যুতির পর্য্যালোচনাকে বিরোধীতা বা বিরূপতা মনে করা কখনই সমীচীন হবে না। ঐ সাতটি দিকের সঙ্গে আমরা সকলেই কোনো না কোনো ভাবে জড়িত। তাই এ সম্পর্কে আত্ম-বিচারও আজ সকলের প্রয়োজন।

দেশের অনেকে মনে করেন—দেশের শাসন যাদের হাতে আছে—তারা ঠিক থাকলেই সব ঠিক চলবে। আমরা কিন্তু তা মনে করি না। আমরা মনে করি—ঐ সাতটি দিককেই একসঙ্গে বাঞ্ছিতভাবে গ'ড়ে তোলার কাজ ক'রে যেতে হবে। নতুবা দেশের অগ্রগতি বা গণতন্ত্রের সাফল্য বা তার রক্ষা কখনো সম্ভব নয়।

ঐ প্রত্যেক দিকেরই দেশকে বিপন্ন করার কী সাংঘাতিক ক্ষমতা আছে এবং দেশকে গ'ড়ে তোলারও ঐ প্রত্যেকটি দিকেরই বা কী দারুণ ক্ষমতা আছে—তা আমরা আমাদের সাধ্য অনুসারে আলোচনা করার চেষ্টা করব। সেজন্য আমরা আন্তরিকভাবে চাই—এ বিষয়ে যাঁরা চিন্তা ভাবনা ক'রে থাকেন—তাঁদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হোক।

গণতান্ত্রিক জীবনের অগ্রগতির এক অন্যতম শক্তি হোল—জনমত গঠন ও জাতীয় পরিকল্পনার শক্তি। এদিক দিয়ে যদি আমরা স্বচ্ছ, স্থিরনিশ্চিত, এবং অনবদ্য যুক্তিতে শক্তি-সম্পন্ন হতে পারি—তবে গণতন্ত্রের অগ্রগতি সুনিশ্চিত হতে থাকবে। এবং এই চিন্তা ভাবনার বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের সকলের মত বিনিময়ের তৎপরতা, আমাদের গণতান্ত্রিক মনের সচলতা ও সবলতার পরিচয় হয়েই উঠবে।

স্থানীয় সংবাদ

(২য় পাতার পর)

ভিত্তিক কি কি শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে সে সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা হয়। পুরুলিয়া জেলার ভূগর্ভস্থ মাটির ৮০ শতাংশই এ্যাজাইট পাথর হওয়ায় এই জেলায় ব্যাপকভাবে প্রস্তর খণ্ড তৈয়ারী দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণের উপকরণ প্রস্তুতের সম্ভাবনার উপর বিশেষ জোর দেন।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান

গত ৩১শে জানুয়ারী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে সকালে প্রভাত ফেরী সহকারে শোভাযাত্রা এবং সন্ধ্যায় ইউনিয়ন ক্লাব প্রাঙ্গনে এক অধিবেশনে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে ভারত সেবাশ্রমের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা হয়।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী ইউনিয়ন ক্লাব প্রাঙ্গণের বিশেষ অধিবেশন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সভাপতিত্ব করেন এবং জেলা শাসক শ্রীকমলকান্তি নস্কর সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সেবাশ্রম সংঘের যুগ্ম সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বৈদিক শান্তিযজ্ঞ হয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতির উপর বক্তব্য রাখেন স্বামী হিরন্ময়ানন্দ ও স্বামী বুদ্ধানন্দ।

অনুষ্ঠানে বহু জনসমাগম হয়।

রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

১৫ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ পৌরহিত্য ও পুরস্কার বিতরণ করেন। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী অর্পনা দত্ত বার্ষিক বিবরণী পাঠ প্রসঙ্গে জানান এই বৎসর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের ১০০ শতাংশ ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে এবং অন্যান্য বিবিধ অনুষ্ঠানেও বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অভাব অসুবিধা প্রসঙ্গে জানান যে বিদ্যালয়ের ১৬টি শ্রেণীর জন্য মাত্র ১৪ জন শিক্ষয়িত্রী আছেন—সে ছাড়া রসায়ণ, গণিত, কর্ম্মশিক্ষা, শারীর শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে এক থেকে দুই বৎসরের অধিক শিক্ষয়িত্রীর পদ শূণ্য আছে। পাঠাগারে পুস্তকের সংখ্যা ৬ হাজার হইলেও কোনও গ্রন্থাগারিক নাই আর অফিসের জন্য মাত্র একজন করণিক আছেন। স্কুলের বাস বৎসরাধিককাল বন্ধ আছে। এ সকল অভাব অসুবিধার মধ্যেও বিদ্যালয় শিক্ষা, কর্ম্মশিক্ষা, শারীর শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে।

সভাপতির ভাষণে স্বামী প্রভানন্দ বিদ্যালয়ের কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন যে অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের মত পুরুলিয়া জেলা স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিশেষ পশ্চাৎপদ আছে। তিনি বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে ছাত্রছাত্রীরা সারা দিনের মধ্যে মাত্র ১১-৫ শতাংশ সময় বিদ্যালয়ে থাকে বাকী ৮৯ শতাংশ সময় বিদ্যালয়ের বাহিরে কাটায়। আর একশত বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষার যে সমস্যা ছিল—আজও মূলতঃ তাই আছে।

বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণের পর ছাত্রীরা আবৃত্তি, সঙ্গীত, কৌতুক নাট্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি পরিবেশন করে। বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর শিশুদের "সঙ্গীহারা হাঁড়ী চাঁচা" ও "গন্ধ বিচার" কৌতুক নাট্য দুটি বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। আর ইংরাজী নাটক "দি নেভ আফ হার্টস" এবং রবীন্দ্রনাথের "শাপ মোচন" নৃত্য নাট্য সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়।

পি, ডি, বি, বি, এ-র গৌরব

গত ২১, ২২ ও ২৩শে জানুয়ারী হুগলী জেলার চুঁচুড়াতে অনুষ্ঠিত সিনিয়ার ষ্টেট বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতায় লাইট ওয়েট বিভাগে পুরুলিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বডি বিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে স্থানীয় নডিহা জিমন্যাষ্টিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য শ্রীঅনুপ মুখার্জি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। উল্লেখ্য শ্রী মুখার্জি পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ইতিমধ্যে বহু সুনাম অর্জ্জন করেছেন। পি, ডি, বি, বি, এ-র সাধারণ সম্পাদক শ্রীদীপক দত্ত আগামী দিনে পুরুলিয়া শ্রী প্রতিযোগিতা ও একটি ব্যায়াম প্রদর্শনী করার পরিকল্পনার কথা জানান।

ষ্টুডেণ্টস হেলথ হোমের ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া অনুষ্ঠান

"একটি ফোঁটা অমর প্রতিশ্রুতি
একটি প্রদীপ ছড়ায় লক্ষ দ্যুতি"

ষ্টুডেণ্টস্ হেলথ হোমের অভিনব উপায়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসবের তৃতীয় বর্ষে পুরুলিয়ার বোনেরা অতি উৎসাহে অংশ গ্রহণ করে তাদের যথাসম্ভব সঞ্চয় রোগগ্রস্ত ভায়েদের চিকিৎসার জন্য হেলথ হোমকে তুলে দেয়।

ভাইয়েদের প্রতি প্রীতির নিদর্শন হিসাবে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ভাঁড় শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজের বোনেদের হাতে দেওয়া হয় পুজোর আগে এবং সেই ভাঁড় থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ তিন হাজার দু'শ চুরানব্বই টাকা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠানে বোনেদের এই সাগ্রহ অংশ গ্রহণে তাদের অভিনন্দন জানাতে হেলথ হোমের তরফ থেকে গতই ১২ই ডিসেম্বর '৭৭ এ কস্তুরবা গার্লস স্কুলে উপস্থিত হয়ে প্রথম ভাঁড় ভেঙ্গে গননা শুরু করেন পুরুলিয়ার এস. ডি, ও সাউথ শ্রীযুক্ত সুব্রত স্যান্নাল। ১৩ই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন গার্লস স্কুলে এস. ডি, ও নর্থ শ্রীযুক্ত প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্যের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত অনিল কুমার বসু হেলথ হোমের তরফ থেকে বোনেদের উৎসাহিত করেন এবং লেপ্রসী মিশনের শ্রীযুক্ত স্টেন্ প্রথম ভাঁড় ভেঙ্গে তাঁর অভিনন্দন জানান। বুধবার ১৪ই ডিসেম্বর সুপারিন-টেনডেণ্ট অব্ পুলিশ শ্রীযুক্ত কঁওলজিৎ সিং শান্তময়ী গার্লস স্কুলে উপস্থিত থেকে প্রথম ভাঁড়ে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ঘোষণা করে বোনেদের এই কার্য্যের প্রশংসা করেন। ওই অনুষ্ঠানেও শ্রীযুক্ত বসু এবং শ্রীমতী কমলা দেবী হেলথ হোমের পক্ষ থেকে বোনেদের অভিনন্দন জানান।

আনুষ্ঠানিক ভাঁড় ভাঙ্গার শেষ দিনে নিস্তারিনী কলেজে উপস্থিত থাকেন জেলা সমাহর্ত্তা শ্রীযুক্ত নস্কর। শ্রীমতী নস্করের ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিতি বোনেদের উৎসাহিত করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যাঁরা ঐদিন উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন ইউনাইটেড ব্যাংকের ডি, ডি, ও শ্রীযুক্ত বিশ্বাস এবং ঐ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ের শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী পলিটেক-নিকের অধ্যক্ষের বিশেষ প্রতিনিধি যান্ত্রিক বিভাগের প্রধান শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন দত্ত এবং হেলথ হোমের কর্মীদের মধ্যে আহ্বায়ক শ্রীশংকর ঘোষ, শ্রীদেবদাস দত্ত, শ্রীচিতাংশু শেখর পাড়ুই ও শ্রীমাখন চন্দ্র রায়।

ষ্টেট ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়ার পুরুলিয়া শাখার কর্মীবৃন্দ ভাঁড়ের সংগৃহীত অর্থ গননা করে এবং বিনা ব্যয়ে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট মারফৎ কেন্দ্রীয় সংস্থায় টাকা পাঠানোর ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন।

পুরুলিয়া যজ্ঞেশ্বর স্মৃতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী '৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত দেশবন্ধু স্পোর্টস্ অ্যাসো: আয়োজিত যজ্ঞেশ্বর স্মৃতি ক্রীকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা স্থানীয় নডিহা জিমন্যাষ্টিক অ্যাসোসিয়েশন ও টাউন ক্লাবের খেলার মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটে। খেলায় নডিহা জিমন্যাষ্টিক অ্যাসোসিয়েশন জয়লাভ করে ও টাউন ক্লাব রাণার্স আপ হয়।

পুরুলিয়া জেলা দেহ সৌষ্ঠব ও যোগাসন প্রতিযোগিতা

আগামী ২রা ও ৩রা মার্চ '৭৮ তারিখদ্বয়ে নেহেরু যুবক কেন্দ্রের উদ্যোগে ও পি, ডি, বি, বি, এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় পুরুলিয়া মেলা প্রাঙ্গণে (এম, এস, এ ময়দানে) প্রথম বর্ষ দেহ সৌষ্টব ও যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮।

যোগাযোগের ঠিকানা
শ্রীদীপক দত্ত, সাধারণ সম্পাদক
পুরুলিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বডি বিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশন
নডিহা, পুরুলিয়া ৭২৩১০২

অন্ধ্রের জন্য বাস ওনার্স এসোসিয়েশনের দান

পুরুলিয়া বাস ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের জয়েণ্ট সেক্রেটারী শ্রীদিলীপ কুমার দে জানাইতেছেন যে, গত ১২-১২-৭৭ তারিখে পুরুলিয়া বাস ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দের পক্ষ হইতে অন্ধ্র ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের সাহায্যার্থে ১০০১্ টাকা জেলা শাসক মহাশয়ের হাতে মুখ্যমন্ত্রী তহবিলে অনুদান স্বরূপ পাঠানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ চৌকিদার দফাদার সঙ্ঘ ও পঞ্চায়েত কর আদায়কারী সংঘের পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন

গত ৬।২।৭৮ পুরুলিয়া ধর্ম্মশালায় উক্ত সঙ্ঘের পুরুলিয়া জেলার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সঙ্ঘের জেলা সভাপতি শ্রীদুঃখভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ চৌকিদার-দফাদার ও আদায়কারীদের সমস্যাবলী সম্পর্কে এক দীর্ঘ ভাষণ দেন ও এদের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

চৌকিদার দফাদারদের দুঃখ দুর্দ্দশার চিত্র তুলে ধরেন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅজিত কুমার বসু। স্থানীয় 'সমবায়ের কথা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোক চৌধুরী, সঙ্ঘের জেলা সম্পাদক শ্রীবিমল কুমার মণ্ডল ও অল বেঙ্গল অরগ্যানাইজার প্রাইমারী টিচার্স এ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক শ্রীভক্তরঞ্জন ধবল বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনের শেষে সমস্ত চৌকিদার দফাদার আদায়কারী এক মিছিল সহকারে পুরুলিয়া জেলা শাসকের নিকট আসেন। তাঁর অনুপস্থিতির জন্য সাউথ এস. ডি, ওর নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

WANTED

Wanted a qualified peon for Nigamnagar High School P.O. Adra Dist. Purulia.

Apply to the Secretary within Seven days

TENDER NOTICE

Sealed tender are invited for supplying of one Steel Book case and will be received by the senior Geologist Govt. of west Bengal, G. P. Branch, purulia upto 27. 2. 1978 and will be opened on 27. 2. 78 at 11-30 a. m. Detailed specifications regarding quantity and tender conditions obtainable from his office by sending one self addressed stamped envelope marked with the name of the materials for which tender conditions are required.

Wanted

Wanted a B A. preferbly trained, aganist permanent vacancy for Keshargarh Sri Krishnananda Vidyapith (High School), P o. Rakab, Dist Purulia

Apply by post so as to reach the Secretary on or before.

বিজ্ঞাপন

১৯৪০ সালের মঃ আঃ ১৯১ (বি রুল অনুযায়ী অবগত করান যাইতেছে যে রাত্রি ৮টা হইতে ভোর ৫টা পর্য্যন্ত জজ্ বাংলো ক্রসিং হইতে সদর হাসপাতাল এর ক্রসিং পর্য্যন্ত কোন হর্ণ বাজান নিষিদ্ধ করা যাইতেছে। আদেশ অমান্যকারীদের মাঃ আঃ অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবে।

জেলা শাসক পুরুলিয়া।

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প—কির্লোস্কার পাম্প

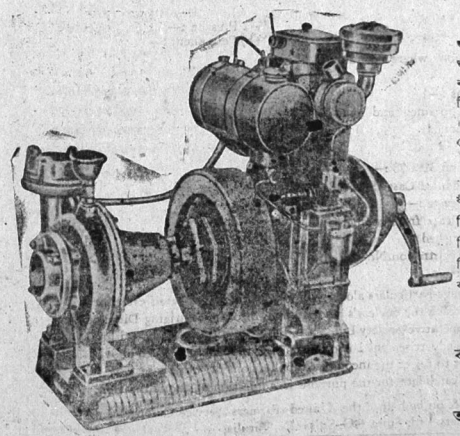

অন্য সব পাম্পের চেয়ে দাম বেশী। তবুও সারা ভারতজুড়ে এর দারুণ চাহিদা। কারণ কম দামী বাজে পাম্প কিনে আজীবন কষ্ট পাবেন। আর কিছু বেশী খরচ ক'রে একবার কির্লোস্কার পাম্প কিনতে পারলে বহু বছর ধরে এই পাম্প শ্রেষ্ঠ সেবা দেবে।

• • • •

যাঁরা সরকারী ঋণ বা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে পাম্প কিনতে চান তাঁরা কির্লোস্কার পাম্প যদি কিনতে চান তবে ব্যাঙ্কে বা সরকারে দাবী জানান কির্লোস্কার পাম্প চাই। তাঁরা তা অনুমোদন করতে বাধ্য। লোকব্রতীতে এই পাম্প পাবেন।

• • • •

বর্ত্তমানে দাম কমলো। এখন দাম ৪৮-০০্। ব্যাঙ্ক ও সরকার এই দাম অনুমোদন করেছেন।

ADVERTISEMENT NO. S/R-I/78.

United Farmers' Service Co-operative Society Ltd. Suisa, P.O. Suisa, (Bagmundih P. S.) district Purulia invites applications from the suitable candidates in plain papers in their own handwriting af per proforma given below to prepare a panel for recruitment of the following posts as and when required.

Preference will be given to the local candidates and candidates having experience in Co-operative Societies workings or training in co-operative line. Upper age limit will be relaxabie by 5 years in case of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe.

Name of post	Scale of pay	Qualifications	Age	No. of posts
1. Accountant : 2. Field Supervisor :	Rs. 250-10-450/- Rs. 250-10-400/-	B. Com. Higher Secondary with training in Co-operation or Co-operative background,	25-35 Yrs 18-30 Yrs.	1 2
3. Cashier cum Clerk :	Rs. 150-10-300/-	School Final. Certificate in Type Writing. (Selected candidate will be liable to furnish requisite security deposit)	18-30 Yrs.	1
4. Class-IV staff including one Night Guard :	Rs. 100-5-180/-	Read upto Class VIII of Secondary school.	18-30 Yrs.	3

One post of Class—IV staff under Sl. No. 4 above is reserved for Scheduled Tribe candidate.

PROFORMA FOR SUBMISSION OF APPLICATION

1. Name of candidate in full (in block letters)
2. Father's name :—
3. Address :— (a) Present :— (b) Permanent :—
4. Name of Police Station where candidate resides :—
5. Accademic Qualifications :— (Percentage of marks obtained and year of passing should be mentioned)
6. Experiences if any :—
7. Date of birth and age as on 31-1-78 :—
8. Whether belongs to Scheduled Caste Scheduled Tribe and name of Sub-caste :— (attested copy of certificate from competent authority should be furnished)
9. Employment Exchenge Registration No—(if any)
10. Any other information :—

The applications with above particulars along with attested copies of certificates for Caste, Education etc should reach the Society's office addressed to the Managing Director, United Farmers, Service co-operative Society Ltd, Suisa, P. O Suisa, Dt, Purulia within 15 days from the date of this advertisement i. e. on 21-2-78 at the address given above. The Society reserves the right to reject the incomplete applications or otherwise. Any form of canvassing of a candidate for the purpose is a question of disqualification.

For & on be half of the United Farmers Service Co-operative Society Ltd, Suisa P.O. Suisa Dt, Purulia.

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্ত প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উন্নিক্ত জাগ্রত প্রাণাবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ৩য় সংখ্যা | সোমবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ | ১৫ই ফাল্গুন ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯·০০ সডাক ।১০·০০ | নগদ - ২০ পয়সা

অগেরা শুনেরা জাগছে আবার—
বুকেতে বাড়ছে বল।
হে মহা-রাজ ! জাসিয়ার—এই
ফুশানদের দল।

• • •

বহু জল ঘেঁটে গণতন্ত্রের
ভিরে পাওয়া গেছে জাল।
যে দেশ প্রেমিক, রাখো তার প্রাণ—
রাখো আজ জাতি আজ।

কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা ভোটের নানা সংবাদ

কর্ণাটক ও অন্ধ্রের নির্বাচনী সংবাদ

এই দুটি রাজ্যেই ইন্দিরা কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছে। বেজিপন্থী কংগ্রেসীরা কর্ণাটকে প্রায় নির্মূল। জনতা পার্টি অনেক পিছিয়ে। কর্ণাটকে মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করছেন—শ্রীদেবরাজ আরস। অন্ধ্রে ইন্দিরা কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করতে চলেছেন।

অনেকে বলছেন—কর্ণাটকে ইন্দিরা কংগ্রেসের সাফল্যের কারণ এই যে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীআরস নিজেদের পিছিয়ে পড়া জাতিগুলির ভেতরে বহু সরকারী কাজের ব্যবস্থা করেছিলেন। জনতা পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীচন্দ্র শেখর বলেছেন—ঐ রাজ্যগুলির নির্বাচনে নৈতিক প্রভাবের চেয়ে অর্থনৈতিক প্রভাব কাজ করেছে।

মহারাষ্ট্র ও ওয়াসাদের নির্বাচনী সংবাদ

এ পর্যন্ত যতটুকু সংবাদ পাওয়া গেছে—তাতে জানা গেছে যে, এই দুরাজ্যে একক সংখ্যা গরিষ্ঠ কেউই হতে পারবেন না। তবে তারই মধ্যে এ দু জায়গায় জনতা পার্টি এগিয়ে আছেন।

মেঘালয় রাজ্যের ও অরুণাচলের নির্বাচনী সংবাদ

এ রাজ্যে নির্বাচনী ফলাফলের গণনা চলছে। এ পর্যন্ত কেন্দ্রে কংগ্রেস এগিয়ে আছে। অরুণাচল প্রদেশের সঠিক সংবাদ এখনো পাওয়া যায়নি। তবে এপর্যন্ত জানা গেছে জনতা পার্টি গোটা দুই আসন পেয়েছে।

পশ্চিম বাংলা বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট সংবাদ

বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীঅশোক মিত্র আগামী ১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য বাজেট পেশ করেন। এই সরকার শাসন হাতে নিয়েই অন্তবর্তীকালীন বাজেট পেশ করেন পূর্ণাঙ্গ বাজেট পাস করার সময় পর্যন্ত কাজ চালাবার জন্য। বিগত অন্তবর্তীকালীন বাজেট তৈরী হয়েছিল—বিগত কংগ্রেস সরকারের তৈরী বাজেটের কাঠামো থেকে। এড়াড়া উপায় ছিল না। এবারের বাজেট পূর্ণাঙ্গভাবে বামফ্রন্ট সরকারের তৈরী। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে—রাজ্য সরকারের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কী।

বাজেটের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(১) নতুন কর কিছু প্রবর্তিত হচ্ছে। নতুন করের মাধ্যমে বাড়তি রাজস্ব হবে ৩০ কোটি টাকা।

(২) এ বছরের বাজেটে ঘাটতি হচ্ছে ২৫ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা।

(৩) বাজেটে ধার্য্য হয়েছে - বেকার ভাতা। দেড় লক্ষ বেকারের জন্য মাসে ৫০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে।

(৪) দেশের স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীদের রাজনৈতিক পেনসন দেওয়া হবে।

(৫) নতুন যে কর বসছে তারমধ্যে অন্যতম জমির উৎপাদন ক্ষমতার বিচারে নতুন কর ধার্য্য করে বছরে অতিরিক্ত ৯ কোটি টাকা রাজস্বের ব্যবস্থা করা হবে।

বেকারভাতা ও পেনসন বিষয়ে বিভিন্ন মত

বাজেটে রাজ্য সরকার যে দুটি বড় সংস্কার ঘোষণা করেছেন তা নিয়ে শনিবারই বিরোধী মহলে কিছুটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছেন, আংশিক বেকার ভাতা দান এবং ৬৭ সনের পর রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীদের রাজনৈতিক পেনসন দান দুইটির প্রবর্তন দলগত স্বার্থে কিনা—এই টাকার বেশীটাই কি নি শ্চি ত রূপে লোকজন পাবে কিনা ?

অর্থমন্ত্রী শ্রীঅশোক মিত্র অবশ্য বলেছেন যে এই দুই প্রকল্পের পিছনে কোনও দলগত স্বার্থগত উদ্দেশ্য নেই। সরকার নীতি গ্রহণ করে দেবেন এবং যাঁরা তার ভেতরে পড়বেন তাঁরাই এই সুবিধা পাবেন।

দাম বাড়বে কি বাড়বে না

সব বিরোধী রাজনৈতিক দল মনে করেন রাজ্যের এই বাজেটের ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। কিন্তু অর্থমন্ত্রী বলেন, তাঁর বাজেটের ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে না। সরকার ফলে রাজ্য সরকার উৎস থেকে জিনিসপত্র কিনবেন—দাম বৃদ্ধি রোধ করার জন্য।

বিরোধী দলনেতা জনতা পার্টির পরিষদ প্রধান শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র শনিবার বলেন: এমনিতেই জিনিসপত্রের দাম বেড়ে আছে তার উপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পণ্য প্রবেশ কর বৃদ্ধির যে প্রস্তাব বাজেটে করা হয়েছে, তার ফলে বহু জিনিসের দাম বেড়ে যাবেই।

কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীসুবনাল আবেদিন বলেছেন: এই বাজেট জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির সহায়ক। কংগ্রেসেরই অপর নেতা ভোলানাথ সেন বলেছেন: কয়লা এবং সাবের উপর কর বৃদ্ধি এবং পণ্য প্রবেশ কর বৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবঙ্গে সব জিনিসেরই দাম হু হু করে বেড়ে যাবে। বামফ্রন্ট সমর্থকরা তা অস্বীকার করেছেন।

জনতা সরকারের রেল বাজেটে বিশেষ সুযোগ সুবিধা

রেলমন্ত্রী শ্রীমধু দণ্ডবতে লোক সভায় রেল বাজেট পেশ করেছেন—১৫শে ফেব্রুয়ারী। এবারেও উদ্বৃত্ত বাজেট এবং—দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য নানা রকম সুবিধে দেওয়া হয়েছে। সেই বিশেষ সুবিধেগুলি এই—

১) যাত্রী ভাড়া ও মালের মাশুল এবার বাড়ানো হয় নি—যেমন আগের বারও এই সরকার বাড়ান নি।

২) দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রতি রাত্রের জন্য শোবার জন্য ৫ হারে ভাড়া লাগত। এবারে কয়েক রাত হলেও একদিনের ভাড়াতেই চলবে।

৩) দ্রুতগামী ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীতেও সিটে গদী দেওয়া হবে।

৪) বসার আসন সংরক্ষণের চার্জ্জ ৬০ পয়সা থেকে ২৫ করা হোল।

কলকাতায় শাতাল রেল, হাওড়া-আমতা, বজবজিয়া-চাঁপাডাঙ্গা ব্রড গেজ,—কল্যাণী থেকে কল্যাণী টাউনসিপ পর্য্যন্ত ৫ কিলোমিটার নতুন শাখা লাইন প্রভৃতির জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে।

আরো নানাবিধ উন্নয়ন ব্যবস্থা ও রেল কর্ম্মীদের সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পুরুলিয়া মেলার উদ্বোধন ও পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপালের আগমন

বিগত ১৩শে ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া সহরে এম, এস, এ ময়দানে (জেলখানার পাশের ময়দানে) সমারোহের সহিত পুরুলিয়া মেলা আরম্ভ হয়। মেলা উদ্বোধন করেন—পশ্চিম বঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিং মহোদয়। এই মেলা ১৮ দিন ব্যাপী চলবে।

ময়দান ব্যাপী বড় ষ্টল তৈরী করা হয়েছে। ঐ সব ষ্টলে সরকারী বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য ধারা কীভাবে চলছে ও অগ্রগতি কীভাবে হচ্ছে তা দেখানো হয়েছে। বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী সংস্থা প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছেন।

রাজ্যপাল যখন মেলায় প্রবেশ করেন তখন মেলা কমিটির সভাপতি জেলা শাসক শ্রীকমলকান্তি নস্কর, মেলা কমিটির সম্পাদক শ্রীএম, এল, এ শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায় ও মেলা কমিটির সদস্যেরা তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তিনি সভা মঞ্চে আগমন করলে, সভায় সমবেত শ্রোতারা দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন।

মেলা কমিটির সম্পাদক শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বাগত ভাষণে রাজ্যপালের কাছে জেলার বিবিধ সমস্যার কথা উল্লেখ ক'রে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাজ্যপাল ভাষণ দিতে উঠে প্রথমে বাংলায় বলেন যে, "আমি বাংলা কিছুটা জানি বাংলা ভাষায় বলার ইচ্ছে থাকলেও, আমি আমার সমস্ত বক্তব্য বাংলায় ঠিকমতো শুরু শুরু করতে পারবো না। সেজন্য হিন্দিতেই আমি বলছি।

তিনি বলেন যে, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র বাংলা দেশের যে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা রূপ দেখেছিলেন, আমি আসবার সময় পথে পথে এই জেলায় সেই রূপ দেখতে পেলাম না। চারিদিকের শুষ্ক শস্যহীন বিশাল সব প্রান্তর দেখে আমি খুবই বেদনা পেয়েছি। আপনাদের সব চেয়ে বড় সমস্যা জল। এই জেলার জন্য জলের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। একথা আমার মনে রইল। আমি এ বিষয়ে এই জেলাকে সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করব।

রাজ্যপাল আরো বলেন যে, পুরুলিয়া বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চল গুলিকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল রূপে ঘোষণা করা দরকার ব'লে তিনি উপলব্ধি করেছেন। এই বিশেষ অঞ্চল হ'লে নানা বিধ বিশেষ সুযোগ সুবিধে পাওয়া এই সব অঞ্চলের পক্ষে সম্ভব হবে।

রাজ্যপাল বলেন যে, জেলা কমিটির সম্পাদক তাঁর ভাষণে কোটশিলা রেলপথের কথা বলেছেন যে, এটি এই জেলার জন্য একটি গুরুত্ব পূর্ণ দাবী। রাজ্যপাল বলেন যে, জেলাবাসীর এই দাবীর অনুকূল তিনি বিশেষ চেষ্টা করবেন। এই দাবি নিয়ে দিল্লীও যাবার দরকার হ'লে তিনি দিল্লীও যাবেন। তাঁর ভাষণের পর মেলা কমিটির সভাপতি শ্রীকমলকান্তি নস্কর রাজ্যপালকে ধন্যবাদ দেন যে, তিনি মেলায় যোগদান ক'রে এর মর্য্যাদা বাড়িয়েছেন। মেলায় এসে সভায়োগিতা করার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ দেন।

জনসভা শেষ হলে রাজ্যপাল মেলা প্রদর্শন করেন এবং তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ছৌনাচ দেখেন।

বিখ্যাত ছৌ শিল্পী শ্রীগম্ভীর সিং তাঁর দল সহ গণেশ নৃত্য এবং অভিমন্যু বধ দেখান। শ্রীআদালত মাহাতর দল ছৌ নাচের ভেতর দিয়ে কৃষি কার্য্যের বিভিন্ন পর্য্যায় দেখান।

(৪র পৃষ্ঠার পর হইতে)

ভলিবল প্রতিযোগিতা

জেলা ক্রিড়া সংস্থার সহ-সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ বাানার্জী জানাচ্ছেন যে, গত ১৯ এবং ২০শে ফেব্রুয়ারী মানভূম স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত ভলিবল প্রতিযোগিতা জেলা ষ্টেডিয়ামেই অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতার মোট ১২টি দল অংশ গ্রহণ করে।

এই প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় বাসুদেবপুর তরুণ সঙ্ঘ, বি, এড, ক্লাব, পুরুলিয়াকে ১৫-১৩, ১১-১৫, ৮-১৫, ১৫-১৩, ১৫-১০ গেমে পরাজিত করে। এই প্রতিযোগিতা অত্যন্ত উপভোগ্য হয়।

প্রতিযোগিতার পুরস্কার দেন শ্রীঅমলি কুমার বোস মহাশয়।

মুক্তি
৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ১৩৮৩, বুধবার

ক্ষুধার্ত পৃথিবী

বিজ্ঞানের অন্ধকার উত্তর অন্ধার দিকে তাকিয়ে, আমরা গৌরব অনুভব করি যে, বিশ্বের মানুষ আজ সব কিছু দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এবং আমরা "এই গর্ব করি যে," বিশ্বের সঙ্গেই এবং আমাদের দেশেও খাদ্যের উৎপাদন ক্রমশই বাড়ছে।

সারা বিশ্বে খাদ্যের উৎপাদন যে বাড়ছে—তা সত্য। কারণ বিশ্ব সংস্থাগুলির তথ্য বিবরণীতেই তা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ঐ বিশ্ব সংস্থাগুলির তথ্য বিবরণ থেকেই এক অন্য সত্য প্রকাশিত হয়েছে যে, খাদ্যের উৎপাদন ক্রমবর্দ্ধমান হওয়া সত্ত্বেও, সারা বিশ্বে মানুষের অনাহার বাড়ছে। এই সত্য আমাদের দেশের জন্য আরও বেশী ভাবে প্রযোজ্য। আজকের খবর—বিশ্বের প্রায় ৪০ কোটি লোক অর্থাৎ প্রতি ৬ জনে একজন আজও ক্ষুধার্ত!

এই মুহূর্তে আমার বিশ্বের হিসাবে ৬ জনে একজন ক্ষুধার্ত হলেও আমাদের দেশের এই ক্ষুধার্তের হার—৬ জনে এক জনের হারের চেয়েও অনেক বেশী।

একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন—"আসলে অনাহারের সমস্যা কিন্তু উৎপাদনের স্বল্পতা জনিত সমস্যা নয়।" উৎপাদনের সুযোগটা সারা বিশ্ব এবং ভারতেও ধনী চাষীদের হাতগতে উপকৃত ও সন্তুষ্ট করছে। দেশের শতকরা ৮০।৯০ ভাগ ক্ষুদ্র চাষী তখন ক্ষমতার সুযোগ পাচ্ছে না। তারা খাদ্যও পাচ্ছে না—ক্রয়ক্ষমতাও পাচ্ছে না।

প্রতি দেশের হাতে নানাভাবে বহু পুঁজি সঞ্চিত হচ্ছে—বিজ্ঞানের কৃপায়ে নানাবিধ কলাকৌশলেরও দারুণ অগ্রগতি হচ্ছে—সারা বিশ্বে বহু খাদ্যের উৎপাদন ও তার গুদাম বাড়ছে। প্রতি দেশেকেনাবেচার বাজারও সমৃদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু আসল সমস্যা হোল এই যে, এই সমৃদ্ধ অগ্রগতির সুযোগ থেকে বিশ্বের অধিকাংশ দরিদ্র মানুষেরা বঞ্চিত হয়ে থাকছে। ফলে বিশ্বের বহু দিকে বহু অগ্রগতি সত্ত্বেও অবাধ ক্ষুধার্ততা থেকেই যাচ্ছে। এবং হোল দরিদ্র চাষী, দরিদ্র শিল্পী, ভূমিহীন মজুর এবং অপর কর্মহীন বেকেরা।

বিশ্বের বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে, আজকের ক্ষুধার্ত বিশ্বের যে সমস্যা সে সমস্যা হল—প্রধানতঃ ঐসব ব্যবস্থার বন্ধন দ্বারা সম্পর্কিত সমস্যা এবং তাঁরা আর একটু অগ্রসর হয়ে বলেছেন—ঠিকমত বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—এটি রাজনৈতিক সমস্যাও বটে।

এটা একটা গুরুতর কথা। দেশে দেশে সুবিধেগুলির মূল বন্টন ব্যবস্থা করার ভার দেশের সরকারগুলির ওপর। যেসরকারের ওপর ঐসব সুযোগ সুবিধে দেশের মানুষকে বৈষম্যহার ভার রয়েছে—সেই সরকারের শাসনাধীনেই যদি দেশের সমৃদ্ধশালী গোষ্ঠীরাই সেই সব সুযোগ সুবিধা ক্রমাগত পেতে থাকে—আর যারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র সম্প্রদায় তারা যদি ঐ সব সুযোগ সুবিধে ঠিক মতো পারার অনুরূপ পরিবেশ না পায়—তবে অনাহার বাড়তেই থাকবে এবং তাতে বুঝতে হবে—এর মধ্যে শাসনযন্ত্রের নিশ্চয়ই একটা বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। আর যদি শাসনযন্ত্রের রাজনৈতিক কর্ণধার এই তত্ত্ব যে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্রদের সর্বতোভাবে আজ অর্থনৈতিক, সামাজিক সুযোগ সুবিধে দিতে হবে—তার ফলশ্রুতি দাঁড়াবে ক্রত অগ্রগতির অবদান।

এই মাপকাঠি দিয়ে আজ জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচার হবে। বিগত তিন বছরের শাসন ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে, কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কী ছিল, তা ধরা পড়েছে। কংগ্রেস দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শুরুতরভাবে অবনত ক'রে গেছে। আজকে এক বিশৃঙ্খলাভাবে বিশৃঙ্খল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টকে শাসনভার নিতে হবেছে।

কাজ কঠিন হলেও, ঠিকমতো ব্যবস্থানুযু ক'রে উঠতে পেরে হবে, আজকে তাঁদের পরিকল্পনার রূপায়ণ ও শিথাধারাই, তাঁদের রাজনৈতিক লক্ষ্য পরিস্ফুট ক'রে তুলবে। তাঁরা যে সব পরিবর্তনের অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন—তাকে তাঁরা খাঁটি ক'লে আজকে সেই পরিবর্তন সাধনের অনুকূলে তাঁদের দৃঢ় রাজনৈতিক সংকল্পের পরিচয় দিতে হবে।

বিশেষজ্ঞেরা বলছেন—"পৃথিবীতে আজকে যত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, তা সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে বেঁটে দিলে দুনিয়ার সকলেই ভালভাবে খেতে পাবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য দৈনিক ৩০০০ ক্যালরির সংস্থান হবে।" আমাদের দেশে অপরিত মানুষ দৈনিক গড় ১০০০ ক্যালোরিক পায় না। এর সঙ্গে আরো আশ্চর্যজনক কথা এই যে, রাষ্ট্র সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে, বিশ্বের আরাধযোগ্য জমির অর্দ্ধেকেরও কম জমিতে আজ ফসল ফলানো হয়।

বিশ্বে সকলের জন্যই খাদ্য রয়েছে—সকলের জন্য আরো অনেক খাদ্য বাড়াবার সুযোগ রয়েছে কিন্তু তবুও বিশ্বের এক ষষ্ঠমাংশ লোক আজও অনাহে অর্দ্ধাহে অবস্থায় দিন কাটায়। ভারতবর্ষে ক্ষুধার্তের হার আরো বেশী। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি—আসল সমস্যা কোথায়। আসল সমস্যা—সুযোগ ও সম্পদের বন্টন সমস্যা।

বিশ্বের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা আজ জোর দিচ্ছেন যে ক্ষুদ্র প্রতীদের, ক্ষুদ্র জমির মালিকদের—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের শিল্পীদের আজ তাদের উৎপাদন করার পূর্ণ শক্তি নিয়োগের সুযোগ দিতে হবে—তাদের উৎপাদিত জিনিষের বাজার ও উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে এবং তাদের উপযুক্ত ক্রয় শক্তির অঙ্কে তাদের চাহিদা পূরণের উপযোগী যোগানও দিতে হবে। দেশের শতকরা ৯০ জনের এই যোগ্যেরা একভাবে সুযোগ পেলেই দেশের শক্তির দূর হতে পারে। আজ শাসন ক্ষমতায় আসীন দলগুলিকে ঐ ব্যবস্থার দিকে পরিপূর্ণভাবে অগ্রসর হতে হবে।

সম্পদ উৎপাদনের সুযোগ এবং কাজের সুযোগ, ভাল আয় ও প্রয়োজনীয় যোগ্যপণ্যের যোগান এই গুলির বিষয়ে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সংব্যবস্থা করতে হবে—বিশ্বের বেশভূমিকে, বিনিয়তাকে। তবেই বিশ্বের জীবন থেকে বৈষম্য যেতে পারে—ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার দূর হতে পারে।

বিশ্বের জীবনে ঐ দুর্দিনটা যাতে উদিত হয়—তার চেষ্টার তরুণ আজকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে। বিশ্বের সব দেশ নিজেদের জীবনে ঐ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির সমাক বন্টন ব্যবস্থা করুক দেশের সকলের জন্য—সমাক পরিকল্পনার—রাজনৈতিক দৃঢ় সিদ্ধান্ত সহকারে।

বর্তমানে বিশ্বের লোক সংখ্যা অত্যন্ত বেশী বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও, বিশেষজ্ঞেরা বলছেন—বিশ্বে যা খাদ্য আছে তাতে সকলের ভালভাবে খাবার যোগান হতে পারে এবং বিশ্বে যত জমিতে খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে আরো অন্তত পরিমাণ জমি খাদ্য উৎপাদনের জন্য পাওয়া যেতে পারে। এই তথ্য পেয়ে আমরা যেন সারা বিশ্বের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সাংঘাতিক ভাবনা না ভাবি। বর্তমানে অবশ্য মাই-ই থাক, সারা বিশ্বে লোক সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। খাদ্য জীবনের সব বিকের সব বস্তুর, বিষয়টিকে, গভীর গুরুত্ব দেওয়ার সঙ্গে, বিশ্বের অনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকেও আজ অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে।

দেশের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, আজ আমাদের জেলার অবস্থা ও ব্যবস্থার কথা আমাদের সবচেয়ে বিবেচ্য বিষয়। আমাদের জেলার ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষী অত্ত অনেক জেলার চাইতে বেশী। এই চাষীদের অত্ত জমি কেনা ও সেচের জন্য সহায়তা, সস্তা দরে বীজ ও সারের ব্যবস্থা গুরু করা হোক। তাদের উন্নত কৃষি শিক্ষার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা, তাহলত, সমবেত ব্যবস্থার প্রভৃতি আজ অত্যন্ত দরকার। এর সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে অবাধ সুযোগ সুবিধে আনায় করছে—শ্রম তার প্রাথমিক সংযোন ব্যবস্থা করা। এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলি করতে হবে—কেন্দ্র ও রাজ্যের মিলিত ব্যবস্থায়।

রাজ্যের জন্য অধিক ক্ষমতা দাবীর মধ্যে সবচেয়ে আগে দেখতে হবে—সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মূল ব্যবস্থায় কী কী আশু পরিবর্তন দরকার সেগুলির নির্ণয় ও তার সংখ্যা আগে দাবী করবার। যেমন, রাজ্যের বহু সাধারণ চাষীর অত্ত সংসারে সাক্ষরতা ব্যবস্থা, গৌরবেরী বহু বেশী গৌর করার ব্যবস্থা, দূর অঞ্চলে কম করা, চলচ্ছক্তি বন্ধ করা ইত্যাদি। এই দাবীগুলি অত্যন্ত জরুরী। আরো বহু কার্যকরী বিষয়ে দাবী করার আছে। সেই দাবীগুলির উত্থাপন আগে করা হোক।

কিন্তু আজ সকলের চেয়ে বড়ো বিষয় হোল সরকারের ক্ষমতা রয়েছে ক্ষুদ্র ও শ্রান্তিক চাষী, দরিদ্র শিল্পী ও ভূমিহীন মজুরদের জন্য সারা বছর কর্ম দেবার পরিবেশ ও ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি করার। সে বিষয়ে তাঁরা কতদূর সচেতন আছেন এবং সেই লক্ষ্যে তাঁরা কী করছেন। তা দেখে মানুষকে তাঁরা বিশ্বাস জানান।

ভূমি সমস্যার একটি গুরুতর দিক

ভূমি সমস্যার সমাধান একটি বিরাট জাতীয় ব্যাপার। এর বহুদিক আছে—যা সমাক সমাধানের জন্যই দাবী রাখে। ভূমিকে কেন্দ্র ক'রে, একটা পরিবারের প্রয়োজনীয় আয়ের উপযোগী অপরিহার্য্য ক্ষেত্র নির্ণয় করা—প্রত্যেকের সঙ্কোচ ভূমিসীমা নির্দ্ধারণ করা—জমির মালিকানা কার হাতে কিভাবে থাকবে তা নির্ণয় করা—চাষীর বা জমির মালিকের কাছ থেকে ভূমি-সীমার বাইরে বাড়তি জমি ফিরিয়ে নেওয়ার বিধিবিধান ও অতি পুরণের বিষয় নির্দ্ধারণ করা—ভূমি সমস্যার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। আমরা আজ ঐ সব বিষয়ের আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না। আমরা আজ আলোচনা করছি—যে জমি চাষীর প্রাণ—সে জমি তার হাতছাড়া হচ্ছে কিনা—তার জমি ঠিকমতো রেকর্ড-ভুক্ত হচ্ছে কি না।

চাষীর জায়সঙ্গত জমি রেকর্ড ক'রে দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু জমির মত, এমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সম্পদের রেকর্ড বিষয়ে স্বাধীন ভারতে সরকারের কোনো দায়িত্ব বোধ দেখা যায়নি—নিতান্ত ছেলে খেলাই করা হয়েছে। কার কত জমি আছে—কে কোন জমি রাখতে চায়—এটা ভালভাবে তদন্তভাবে জেনে রেকর্ড করা সরকারের কাজ। চাষীদের আবেদন দেওয়া হয়েছে কি তিনমে বিচার বাও। অজ্ঞ নিরক্ষর চাষীদের হাতেরী ফরম দেওয়া হয়েছে। তারা কী লিখবে বুঝে উঠতে পারেনি দেশের সরল চাষীরা দালালদের হাতে পড়েছে।

জমি চলে যাবে—এই আতঙ্কে তারা দালালদের সুপরামর্শ করেছে—দালালেরা বি ফরমে যাতাই লিখে দিয়েছে রাজস্ব বিভাগের অফিসারেরা জমি ভেঙে করেছেন—জীরাও একরকা অবাধে লুট করেছেন—শেষে চাষীর জায়সঙ্গতভাবে প্রাপ্য জমি সরকারে চলে গেছে। এমন বহু ঘটনাও আছে যে, চাষীর যথা সর্ব্বস্ব জমি ভেঙে হয়ে গেছে। তারপর এই সব চাষী বহু আবেদন নিবেদন করেও কোনো প্রতিকার পান নি। তাঁরা ন্যায়সঙ্গত জমি থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। বি ফরমের ব্যাপার ছাড়াও, জমির জরিপের ব্যাপার নিয়েও একেবারে বহুচক্রীর বাজারের ব্যাপার হয়েছে।

৩০ বছর ধরে কংগ্রেস সরকার জমির রেকর্ড নিয়ে এইভাবে ছিনিমিনি খেলেছে। সরকার দায়িত্বশীল হ'লে, তাঁর অধীনে যেভাবে জমির রেকর্ড বা বি ফরমে বিবরণ নেওয়ার কথাবার্তা হওয়া উচিত ছিল তার কথা বলছি।

দায়িত্বশীল অফিসারদের দায়িত্ব দেওয়া উচিতছিল—গ্রামে বহু লোকের জমায়েতের মধ্যে বসে চাষীদের ডেকে তাদের রেকর্ডগুলি দেখে, কোন্ কোন্ জমি রাখবে বা না রাখবে তাদের ইচ্ছা জানিয়ে জেনে, ঠিকমতো বাংলা ভাষায় ফরম পূরণ করা। এক একজনের রেকর্ড করেকজন গ্রামবাসীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা। তথ্য বিবরণ যা দেওয়া হল—তা ঠিকমতে লিপিবদ্ধ না হ'লে, তাতে ভুল থাকলে, অফিসারদের দায়ী করা—তাদের শাস্তি বিধান করা।

একজনের জমি আছে ব'লে সে চোরের দায়ে ধরা পড়েছে। বি ফরমে তথ্য বিবরণ দেবার আদেশ দেলা। চাষীর স্থবিধে অসুবিধে কিছু দেখা হল না। ফরম সময়ে দাখিল না করার জন্য বা ঠিক মতো দাখিল না করার জন্য জমির মালিকের জায়সঙ্গত জমি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল!

কিছুদিন আগে, কংগ্রেস আমলে, বরদামপুর থানার ঘাটবেড়া গ্রামের একজন চাষী এসে আমাদের জানালেন যে, বি ফরমের ব্যাপারে গোলমালের কারণে তাঁর সমস্ত জমি সরকারে ভেষ্ট ক'রে গেছে। নানা সরকারী দপ্তরারে বহু আবেদন নিবেদন ক'রেও কিছু হয় নি। আমাদের মধ্যস্থলে—আমরা যদি প্রতিকার বিষয়ে কিছু সাহায্য করতে পারি। আমরা তাঁরা সরকারের বিভাগীয় অফিসারকে বলকাতায় সব বললাম। খুবই বিবেচক অফিসার বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি সব শুনে—তাঁর আইন সঙ্গতভাবে প্রাপ্য সব জমি ফিরিয়ে দিলেন।

কংগ্রেস আমলে বি ফরম জনিত গোলমালে বা অন্য কারণে যাদের জায়সঙ্গত জমি ভেষ্ট হয়েছে আজ তার নতুন ক'রে তথ্যাদি নিয়ে ঐ সব লোকের জমি ফেরৎ দেওয়া হোক। তাছাড়া, অন্যায়ভাবে যাদের জমি কেড়ে নিয়ে, অপরকে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে—তাদের কাছ থেকে জমি নিয়ে আসল মালিককে ফেরৎ দেওয়া হোক। যাদের ঐ ফরম ভেষ্ট করা জমি দেওয়া হয়েছিল—তাদের অন্য জমি দেওয়া হোক। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সরকার অবিলম্বে এ বিষয়ে ব্যবস্থা করুন—এই অনুরোধ।

পরলোকে লোকসেবক সংঘের বিশিষ্ট সদস্য, সমাজসেবী ও ব্যবহারজীবি শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (ফেলুবাবু)

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৭টায় পুরুলিয়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী, ব্যবহারজীবি ও লোকসেবকসংঘের জেলা পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য জগদীশ চট্টোপাধ্যায়, তাঁর বাসভবনে মাত্র ৬৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁর দুই ছেলে, নবোঢ়া পুত্রবধূ ও তাঁর ঐকান্তিক সেবা, আকুল প্রার্থনা এবং আধাবোধ্য চিকিৎসক ডাঃ নির্মল কুমার ব্যানার্জ্জী (মাস্টারবাবু) সমস্ত প্রয়াস হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। মাত্র ১০।১২ দিন রোগভোগের পর হঠাৎ মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। রোগের সূচনায় অবিরাম অর্থ হত। কয়েকদিন পরে তা সবিরাম অর্থে রূপান্তরিত হয়। রক্তে শর্করা মলে কাঁচা রক্ত কণ্ডতি উপলব্ধ দেখা দেয়। তারপরই আকস্মিক মৃত্যু হয়। এরূপ আকস্মিক মৃত্যু-ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

৺জগদীশবাবুর মৃত্যু সংবাদ সোনামাত্র তাঁর প্রতিবেশীরা এবং সহরের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসেন। মানভূম ডিস্ট্রীক্টরিয়া ইনষ্টিটিউশন বন্ধ হয়ে যায়, পুরুলিয়া বার এসোসিয়েশনের সদস্যগণ শোকাহত চিত্তে এক শোকসভা ও গ্রহণ করেন।

নম্রমধুর ব্যবহারে জগদীশবাবু সকলকেই প্রীতির বাঁধনে বেঁধে রেখেছিলেন। তাঁর হাসি, তাঁর কৌতুকমোদে বর্তমান কালের জীবন যাত্রায় দুর্লভ সম্পদ। সমাজসেবা তাঁর জীবন যাত্রার অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেন। সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করার পর তিনি তখনকার ঐ তরুণদলে পূর্ণস্বাধীনতার দাবী নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। পুরুলিয়ার জনজীবনেও তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছিলেন। ৺জগদীশবাবু তৎকালীন জেলাবোর্ডের সদস্য, লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ও পুরুলিয়া পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। স্থানীয় ডিস্ট্রীক্টরিয়া স্কুলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ছিলেন তিনি। ব্যাঙ্কটজন ব্যাঙ্কার্স লি, এম; ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন তিনি এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই সংস্থার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অটুট ছিল। আবার এই মানুষটিই পুরুলিয়ার মুক্তিকামী মানুষের জন্য আর্তদের সাহায্য সংঘের উদ্যোগী সদস্যরূপে একাধিকবার অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সাহায্য সংগ্রহের কাজে। সকল অবস্থায় ধীর, স্থির, নম্র অথচ অক্লান্ত কর্মী, এই মানুষটির অকাল মৃত্যু পুরুলিয়ার বৃহত্তর জনজীবনের অপূরণীয় ক্ষতি করল।

আমরা আজ শোকাহত চিত্তে ৺জগদীশবাবুর কর্মজীবনকে স্মরণ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে সংলোকগত আত্মার অক্ষয় শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

পুরুলিয়া বার এসোসিয়েসনের শোক প্রস্তাব

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের সংলোক গমনের সংবাদে এডিনই (২৩শে ফেব্রুয়ারী) পুরুলিয়া বার এসোসিয়েসন বেলা ২॥ টার সময় এক জরুরী সভা আহ্বান করেন। এসোসিয়েসনের সহ-সভাপতি শ্রীকৃপাময় মুখার্জী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাবটি সমবেত সভ্যেরা দণ্ডায়মান হয়ে গ্রহণ করেন। প্রস্তাবটি এই—

এসোসিয়েসনের সদস্য শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের সংলোক গমনে বারের সদস্যেরা গভীর ব্যথা আন্তরিক শোক প্রকাশ করছেন। তাঁর মধুর ব্যবহারের দ্বারা তিনি সকলের অন্তরে স্থান ক'রে নিয়েছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপী নানা জনসেবার কাজে অংশ গ্রহণ ক'রে গেছেন। মুক্তি যোদ্ধা হিসাব কারাবরণ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি জেলাবোর্ডের সদস্য, লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি, মানভূম ডিস্ট্রীক্ট রিক্রা স্কুলের সহ-সভাপতি ছিলেন এবং এই সকল কাজের দ্বারা তিনি যে সুনাম অর্জন করে গেছেন। তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। বার এসোসিয়েসন তাঁর এই কৃতবিদ্য সদস্যের সংলোক গমনে সবিশেষ ক্ষতি অনুভব করছে।

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বাৎসরিক সভায় বিভ্রাট

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সাধারণ সভা গত ৮ই জানুয়ারী রবিবার ব্যাঙ্কের নিজস্ব ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভায় ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার গণের নির্ব্বাচন হয়। এই সভার পূর্ব্বেই ইলেকসান অফিসারের তত্ত্বধানে মনোনয়ন পত্র সমূহের যাচাই হয় এবং প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্রগুলি চূড়ান্ত ব'লে বিবেচিত হয়।

প্রায় ১৬৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান শ্রীকমলকান্তি নস্কর। এই সভা শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি মহাশয়কে জনৈক প্রতিনিধি এক লিখিত দরখাস্ত দেন। তাহাতে তিনি "গ" শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীদিগেন্দ্র নাথ মিশ্রের সভায় যোগদান ও প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণের বৈধতা সম্পর্কে আইনগত আপত্তি উত্থাপন করেন। তখন চেয়ারম্যান এ সম্পর্কে আইন কী তাহা জানিতে চান। ব্যাঙ্কের এক্সিকিউটিভ অফিসার সমবায় আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করিলে সভাপতি তাহা পাঠ করিয়া বাংলা অনুবাদ করিয়া দেন। তাহাতে শ্রীদিগেন্দ্র নাথ মিশ্র বলেন ঐ আইন তাঁহার পক্ষে প্রযোজ্য নয়—কারণ উক্ত আইন সমবায় সমিতির প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ব্যক্তি সদস্যদের ক্ষেত্রে নয়। যুইসা সমিতির প্রতিনিধি শ্রীশিবির গুপ্ত এই যুক্তি সমর্থন করেন। গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রতিনিধি শ্রীশোভাকর চক্রবর্ত্তি এই যুক্তির বিরোধিতা করেন। যুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে সব কথা শুনিয়া চেয়ারম্যান মহাশয় শ্রীদিগেন্দ্র নাথ মিশ্রের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন ও তাঁর সভায় যোগদানের অধিকার নাই বলিয়া ঘোষণা করেন। শ্রীমিশ্র সভাস্থল ত্যাগ করেন। ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান ডিরেক্টর ও প্রবীন সমবায় বিশেষজ্ঞ শ্রীঅশোক চৌধুরী এক লিখিত পত্রে সভাপতিকে জানান যে যেহেতু নির্ব্বাচনে ইলেকশন অফিসারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও তিনি শ্রীমিশ্রের মনোনয়ন পত্র স্কুটনীর সময় নাকচ করেন নাই এখন একমাত্র আদালত ছাড়া চ্যালেঞ্জ করা যায় না। সুতরাং 'গ' শ্রেণী হইতে শ্রীমিশ্রকে নির্ব্বাচনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বে-আইনী।সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ এবিষয়ে আলোচনা করিবার দাবী করিলে সভাপতি কারো কথা শুনিতে রাজী হন না ও তাঁহার রুলিং চূড়ান্ত বলিয়া রায় দেন। সভায় উত্তেজনা দেখা দেয়। এই সময় শেয়ার হোল্ডারদের মতামত প্রকাশ করার অধিকার আছে বলিয়া তাঁহারা দাবী করেন। এই অবস্থায় চেয়ারম্যান অন্য একজন ডিরেক্টরকে সভাপতি পদে নির্ব্বাচন করিয়া বিশেষ কাজের কথা তুলিয়া সভাস্থল ত্যাগ করেন। বিক্ষুব্ধ প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের দাবীর সমর্থনে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভা ত্যাগ করেন। তাহার পর ভোট গ্রহণ শুরু হয়। এই সময় ব্যাঙ্কের সুপারভাইজারদের সভা ত্যাগ করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। টাউন থানা হইতে পুলিশ ব্যাঙ্কে মোতায়েন করা হয় কাহার নির্দ্দেশে তাহা জানা যায় না। সভাস্থল ত্যাগকারী প্রতিনিধিরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, কারচুপির আশঙ্কা রহিবার জন্যই সুপারভাইজারদের সভাস্থল ত্যাগ করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

৮ই জানুয়ারী সভাপতির রুলিং এর বিরুদ্ধে ইঞ্জাংশন প্রার্থনা করিয়া শ্রীদিগেন্দ্র নাথ মিশ্র ও অপর দুইজন অতিরিক্ত স্থানীয় মুন্সেফ আদালতে দরখাস্ত পেশ করেন। আদালত আবেদনকারী দের আবেদন মঞ্জুর করিয়া অস্থায়ী ইঞ্জাংশন জারী করেন ও নির্ব্বাচন কেন বাতিল করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য ব্যাঙ্ক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ দেন। আদালতের এই আদেশের ফলে গত ২১শে জানুয়ারী ব্যাঙ্কের নূতন কর্মকর্তা নির্ব্বাচনের প্রশ্নও বাতিল হয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারী মামলার শুনানীর দিন ছিল। সেইদিন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সময় প্রার্থনা করিলে আদালত তাহা মঞ্জুর করিয়া আগামী ৬ই মার্চ্চ শুনানীর দিন ধার্য্য করেন।

পুরুলিয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের এই বৎসর ঋণ আদায়ের পরিমাণ অত্যন্ত শোচনীয়। আদায় না হইলে ব্যাঙ্কের অবস্থাও খারাপ হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকা দিবেন না। কৃষকেরা ঋণ পাইবে না। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাঙ্কের এই অচল অবস্থার শীঘ্র অবসান দরকার।

স্থানীয় সংবাদ

রিক্সা-শ্রমিকদের দাবী

পুরুলিয়া রিক্সা-শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সুশ্রীই কবির বাউরী, আতাউর শেখ, লক্ষীকান্ত পাল, বাদল বাউরী, সুধীর বাউরী, মেঘনাথ বাউরী জানাচ্ছেন যে, পুরুলিয়া জেলার রিক্সা শ্রমিকেরা সমাজের সব থেকে অবহেলিত অংশ। বহু ক্লীষ্ট, বর্ষার দিনে অসুবিধার মধ্যেও কষ্ট সহ্য করে রিক্সা শ্রমিকরা জনসাধারণের সেবা করে আসছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য অসুবিধা ছাড়াও মালিক পক্ষের বঞ্চনা, অত্যাচার এবং পুলিশ প্রশাসনের নানাভাবে হয়রানিও রিক্সা শ্রমিকদের সহ্য করতে হয়। কিন্তু আজও রিক্সা শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি অবহেলিত। রিক্সা শ্রমিকরাও সমাজে ইজ্জত ও মনুষ্যত্ব নিয়ে বাঁচতে চায়। এরজন্য প্রয়োজন সহযের ছাত্র-যুব, বুদ্ধিজীবি আপামর জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা।

তাদের দাবীসমূহ এই—(১) দৈনিক রিক্সাভাড়া ২·৫০—৩·০০ টাকার স্থলে ১·৯২—২·০০ টাকা করতে হবে। (২) রাত্রে প্রতিটি রিক্সার আলো এবং আলানী খরচ মালিকপক্ষকে বহন করতে হবে। (৩) বর্ষাকালে রিক্সা শ্রমিকদের বর্ষাতি সরবরাহ করতে হবে। (৪) রবিবার মালিকপক্ষকে ভাড়া ছাড়তে হবে। (৫) রিক্সা-শ্রমিকদের উপর মালিকপক্ষের যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলবে না।

অর্গানাইজার টিচার্স এসোসিয়েশন

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী '৮০ তারিখে অল বেঙ্গল অর্গানাইজার টিচার্স এণ্ড প্রাইমারী টিচার্স এসোসিয়েশনের তাকে রাজ্য ওয়ারী আন্দোলনের কর্মসূচী হিসাবে পুরুলিয়া তার বর্ষপালনার জেলার অর্গানাইজার শিক্ষক, প্রাথমিক শিক্ষকরা ব্যাপক অসহযোগ করে মিছিল সহকারে জেলার অর্গানাইজার বিদ্যালয়গুলির সরকারী অনুমোদন, অর্গানাইজার শিক্ষকদের নিয়োগ পত্রের দাবী নিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

জেলার ডি. আই. তাদের দাবীগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট সুপারিশ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। ডেপুটেশন দেওয়ার পর জেলা স্কুল বোর্ড প্রাঙ্গণে ৪৮ ঘন্টা অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন। এসোসিয়েসনের সম্পাদক শ্রীঅমরেন মাহাত সভাপতি শ্রীঈশান চন্দ্র কুমার, শ্রীঅমৃতেন্দু চ্যাটার্জি, শ্রীবরেন চন্দ্র গরাই ও অন্যান্য ব্যানার্জি প্রভৃতি নেতৃবর্গ তি, আই, এর সঙ্গে আলোচনা করেন। আগামী ২রা মার্চ্চ তাদের দাবীর ভিত্তিতে রাজ্যের বিধান সভা অভিযান হবে বলে নেতৃবর্গ জানান। এবং পুরুলিয়া জেলা থেকে যাতে উক্ত বিধান সভা অভিযান ব্যাপক ভাবে অংশ গ্রহণ করেন তার জন্য অনুরোধ জানান।

২য় পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য

R.No —2539/57 মুক্তি (৬) ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ W. B./B. K.2U 4

পরিবার কল্যাণ ঃ টিউবেকটমি অপারেশন ক্যাম্পঃ মার্চ্চ মাসের জন্য

তারিখ	ডাক্তারের নাম	হেলথ সেন্টার	সময় বেলা
১-৩-৭৮	ডাঃ শ্রীমতী সি. ভট্টাচার্য্য	নডিহা	বৈকাল ৩টা
৯-৩-৭৮	" আর, কে "	জয়পুর	" ৩টা
ঐ	ঐ	ঝালদা	" ৫টা
১১-৩ ৭৮	" আর' কে, ভট্টাচার্য্য	হুড়া	" ৪টা
ঐ	ঐ	কল্লোলী	" ৭টা
১৩-৩-৭৮	" এল, কে, পাল	মানবাজার	" ৫টা
১৫-৩-৭৮	" শ্রীমতী সি, ভট্টাচার্য্য	মুরাডি	" ৪টা
১৬-৩ ৭৮	" আর, কে, "	কোটশিলা	" ৪ঠা
২০-৩-৬৮	" এল, কে, পাল	সিরকাবাদ	" ৫টা
২২-৩-৭৮	" শ্রীমতী সি, ভট্টাচার্য্য	কুশতোড়	" ৩টা
ঐ	ঐ	পাড়া	" ৫টা
২৭-৩-৭৮	" এল, কে, পাল	পাথরডি	" ৫টা
২৯-৩-৭৮	ডাঃ শ্রীমতী সি. ভট্টাচার্য্য	ঝালদা	" ৫টা
৩০-৩ ৭৮	ডাঃ আর, কে, ভট্টাচার্য্য	পুঞ্চা	" ৪টা
ঐ	ঐ	কল্লোলী	" ৭টা

ট্রাকটার ভাড়া

লোকব্রতী সোসাইটির ৩৫ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন ট্রাকটার চাষীদের ভাড়ায় দেবার জন্য আছে। জমি চষার কাজ ছাড়াও, কুয়লের কাজ এতে হয়। তাতে জমি সমতল করা হয়। ট্রাকটারের প্রয়োজন হ'লে আগে থেকে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মুক্তি পড়ুন—

অপরকে পড়ান !

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প—কির্লোস্কার পাম্প

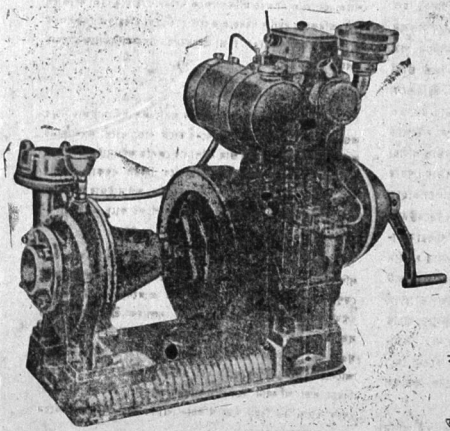

অন্য সব পাম্পের চেয়ে দাম বেশী। তবুও সারা ভারতজুড়ে এর দারুণ চাহিদা। কারণ কম দামী বাজে পাম্প কিনে আজীবন কষ্ট পাবেন। আর কিছু বেশী খরচ ক'রে একবার কির্লোস্কার পাম্প কিনতে পারলে বহু বছর ধরে এই পাম্প শ্রেষ্ঠ সেবা দেবে।

• • • •

যাঁরা সরকারী ঋণ বা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে পাম্প কিনতে চান তাঁরা কির্লোস্কার পাম্প যদি কিনতে চান তবে ব্যাঙ্কে বা সরকারে দাবী জানান কির্লোস্কার পাম্প চাই। তাঁরা তা অনুমোদন করতে বাধ্য। লোকব্রতীতে এই পাম্প পাবেন।

• • • •

বর্ত্তমানে দাম কমলো। এখন দাম ৪৮০০্। ব্যাঙ্ক ও সরকার এই দাম অনুমোদন করেছেন।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা | সোমবার, ৬ই মার্চ্চ ১৯৭৮ ২২শে ফাল্গুন ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

ধান্দাবাজের জাত পাঁত নেই—
বাঁধা নেই কোনো দলে।
যখন যে আসে শাসনে তারি সে
অনুচর পদতলে॥

• • •

ধান্দাবাজ তো পরম বস্তু—
সব শাসনেরই কাছে।
যে আসে শাসনে সেই লুফে নেয়—
সবারই কাঁধে সে নাচে॥

বিভিন্ন রাজ্যের নির্ব্বাচনী ফল : মন্ত্রিত্ব গঠনের পালা

বিভিন্ন রাজ্যে নির্ব্বাচনের ফল

কর্ণাটক		আসাম	
মোট আসন	২২৪	মোট আসন	১২৬
কংগ্রেস (ই)	১৫২	জনতা	৫৩
জনতা	৫৮	কংগ্রেস	২৬
মহারাষ্ট্র একীকরণ সমিতি	৫	সি পি আই এম	১১
সি পি আই	৩	কংগ্রেস (ই)	৮
কংগ্রেস	২	সি পি আই	৫
নির্দ্দল	৪	আর সি পি আই	৪
অন্ধ্র প্রদেশ		সি টি সি এ	৪
মোট আসন	২৯৪	এস ইউ সি আই	২
কংগ্রেস (ই)	১৭৫	সি পি আই এম এল	১
জনতা	৬০	নির্দল	১২
কংগ্রেস	৩০	**মেঘালয়**	
সি পি আই এম	৮	মোট আসন	৬০
সি পি আই	৫	কংগ্রেস	২০
নির্দল	১৫	এ পি এইচ এল সি	১৬
মহারাষ্ট্র		এ পি এইচ ভি সি	১৪
মোট আসন	২৮৮	নির্দ্দল	১০
জনতা	৯৯	**অরুণাচল প্রদেশ**	
কংগ্রেস	৭০	মোট আসন	৩০
সি পি আই	১	ঘোষিত	২৭
সি পি আই এম	৯	জনতা—বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়-২	১৫
পি ডবলিউ পি	১৩	সি পি এ	৭
কংগ্রেস (ই)	৬২	নির্দল	৫
অন্যান্য	৩৪		

মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের পালা

(১) কর্ণাটকে ইন্দিরা কংগ্রেসের শ্রীদেবরাজ আরস মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। ওঁদের মন্ত্রী মণ্ডলী গঠিত হচ্ছে।

(২) অন্ধ্রে ইন্দিরা কংগ্রেসের ডাঃ এম. চেন্না রেড্ডি মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। ওঁদের মন্ত্রী মণ্ডলী গঠিত হচ্ছে।

(৩) মহারাষ্ট্রে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিলেন জনতা পার্টি—২৮৮ সদস্যের ভেতর ৯৯ জন। অন্য সব দলের সদস্য সংখ্যার চেয়ে জনতা পার্টিরই বেশী। চ্যবন কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ৭০ আর ইন্দিরা কংগ্রেসের ৬২। দু দিন আগেও এই দু' কংগ্রেসের ভেতর ঘোর শত্রুতা চলছিল। মহারাষ্ট্রের জনতা পার্টি শাসনের দাবীদার হয়েছেন দেখে,—ঐ দুটি কংগ্রেস নিজেদের মধ্যে একটা জোড়াতালি দিয়ে আপোষ ক'রে, বাজাপালের কাছে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের দাবী জানান। দু' কংগ্রেস মিলিত হয়ে ১৩২ জন হচ্ছেন। বাকি নির্দল সদস্যদের মধ্য থেকে ১৭ জন সদস্য এঁরা জোগাড় করে—১৪৯ জন হয়েছেন। এই অবস্থায় রাজ্যপাল এঁদের সম্মিলিত দলের নেতা শ্রীবসন্ত দাদা পাতিলকে মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নিতে বলেছেন।

(৪) আসামে জনতা পার্টি একক সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়ায় এবং সি, পি, এম জনতা পার্টিকে সমর্থন করায় জনতা পার্টির পক্ষে এখানে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

(৫) মেঘালয়ে কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ না হওয়ায় ৪টি আঞ্চলিক দল মিলিত ভাবে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের চেষ্টা করছেন।

(৬) অরুণাচল প্রদেশে জনতা পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়ায় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় সরকারের এ বছরের মূল বাজেট

(১) গতবারের তুলনায় এবার বিভিন্ন ক্ষেত্রেই বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে।

(২) তবে সর্ব্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে পল্লী উন্নয়ন। সেচ, কৃষি, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ শিল্পে বরাদ্দ বেড়েছে, বেড়েছে প্রতিরক্ষাখাতে টাকা।

(৩) শ্রীপ্যাটেল ১৯৭৮-৭৯ রাজস্ব খাতে মোট ব্যয় ধরেছেন ১৭'০২১ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ধরেছেন ৮,৪৭৭ কোটি টাকা।

(৪) বর্ত্তমান করের ধারের ভিত্তিতে সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ হবে ১৩৯৬ কোটি টাকা।

(৫) কেন্দ্রীয় কর্ম্মচারীদের আর এক কিস্তি মাগগী ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত এবং তিনি শিল্প সম্পর্কে নতুন নীতির ফলে সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হবে ৮০ কোটি টাকা। প্রতিরক্ষা ছাড়া যোজনা বহির্ভূত রাজস্ব খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৯০৮ কোটি টাকা। চলতি বছরের সংশোধিত হিসাব অপেক্ষা ৩৫৪ কোটি টাকা বেশী। আগামী বছরে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হবে ৩৯৫ কোটি টাকা, চলতি বছরে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৭৫২ কোটি টাকা। (২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বর্তমান করের ভিত্তিতে ১৯৮৮-৮৯ সালে কর খাতে মোট রাজস্বের পরিমাণ হবে ৯৮৯৮ কোটি টাকা। চলতি বছরে সংশোধিত হিসাব অপেক্ষা ৭৩০ কোটি টাকা বেশী। আবগারি বাবদ ১১৫ কোটি টাকা এবং যৌথ কর বাবদ ১৪৫ কোটি টাকা বেশী আয় হবে বলে আশা করা যায়। উৎপাদন শুল্ক খাতে ৩৭৪ কোটি টাকা বেশী আয় হবে। কর ও শুল্ক বাবদ রাজ্যগুলি পাবে ১৯১৯ কোটি টাকা গত বছরের তুলনায় ১৩০ কোটি টাকা বেশী।

(৬) এবারের বাজেটে নানা জিনিসের দাম নানাভাবে বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন অর্থ মন্ত্রী এইচ. এম. প্যাটেল।

(৭) বাড়ছে ডাক মাশুলের হার, সব জিনিসের উৎপাদন শুল্ক, কয়লার দাম, বাড়ছে বিদ্যুতের উপর নতুন লেভি।

(৮) মঙ্গলবার অর্থমন্ত্রী লোকসভায় যে নতুন কর প্রস্তাব করেন, তাতে অবশ্য আয়কর কাঠামোর কোন পরিবর্তন হচ্ছে না, তবে আবগারি ও জকাত হার বেড়ে যাচ্ছে।

(৯) তা ছাড়া সরকার তাঁদের রফিত সোনা বিক্রি করবেন।

(১০) সাধারণ ভোগ্য সহজে ছোট শিল্পে উৎপাদন ৬৯টি সামগ্রীতে কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে।

(১১) ১৯৮৮-৮৯ সালের বাজেটে রাজ্যগুলিকে বর্ধিত হারাদের ঘোষনা করা হয়েছে।

(১২) এই ঘোষণা অনুযায়ী আগামী আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গের আয়কর, যুব উৎপাদন শুল্ক, অতিরিক্ত উৎপাদন শুল্ক এবং উত্তরাধিকার কর বাবদ ৮ কোটি ২১ লক্ষ বেশি প্রাপ্য হবে।

(১৩) পশ্চিমবঙ্গ ১৯৮৮-৮৯ সালে ১৬৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

(১৪) ১৯৭৭-৭৮ সালে সংগ্রহ ও উদাবের এর পরিমাণ ধরা হয়েছে ১৫১৩ কোটি টাকা

আলোচ্য বছরে কর ও শুল্ক বাবদ রাজ্যগুলির পাওনা ১৯১১ কোটি হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। গত বছরের তুলনায় ১৩০ কোটি টাকা বেশি। এই মধ্যে নতুন সংগৃহীত কর থেকে রাজ্যগুলির পাওনা ১৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা দাঁড়াচ্ছে।

পূর্ব সরকারে চাষীর ন্যায়সঙ্গত জমি ছিনতাই ঃ 'বি' ফরমের নামে দৌরাত্ম্য

মুক্তির গত সংখ্যায় জমির সমস্যা সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি– সঙ্গে সঙ্গে তারই উদাহরণ স্বরূপ এক গুরুতর অভিযোগ এসে হাজির। ঘটনাটি এই।

মানবাজার থানার মাওরাগোড়া গ্রামের চাষী শ্রীছোটলাল মাহাত। বয়স ৮০ বৎসরের উর্দ্ধে। নিরক্ষর। এঁর পরিবারের লোক সংখ্যা ৩৯। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি দখল আইন পুরুলিয়া জেলায় জারী হবার সময়ে এঁর চাষ যোগ্য জমি ছিল প্রায় ২৬ একর। অচাষ যোগ্য জমি ৩ একর ৭৭ ডেসিমিল। আর বাস্তু জমি ৫ ডেসিমিল। মোট জমি ভোগ করছিলেন প্রায় ৩০ একর।

এঁকে 'বি' ফরমে জমির হিসাব সহ কোন জমি কত নিজে রাখতে চান—রিটার্ণ দিতে বলা হয়। নিজেরা আইন জানুন জানেন না– লেখাপড়া জানেন না–অন্য লোক দরখাস্ত ক'রে 'বি' ফরমে রিটার্ণ দাখিল করলেন। 'বি' ফরম দাখিল করার সময় মধ্যে ইনি বি ফরম দাখিল করেছেন।

১৯৬৪ সালের শেষ দিকে শ্রীছোটলাল মাহাতের বিরুদ্ধে এক বিগ রায়ত কেস করা হয় এবং বলা হয় যে, তুমি বি ফরম দাখিলের শেষ তারিখ মধ্যে ফরম দাখিল করোনি।

রেভিনিউ অফিসার ১৯৭৫ সালের শেষে এক অর্ডার দিলেন যে, তিনি রেকর্ডপত্র পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে, শ্রীছোটলাল ৫২ একর ৪ ডেসিমিল জমি ভোগ করছেন।

এবং তিনি 'বি' ফরম থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে, শ্রীছোটলাল ১৯ একর ৪৭ ডেসিমিল জমি নিজে রাখতে চেয়েছেন। এবং দেখছেন যে, উনি ৩২ একর ৩৭ ডেসিমিল জমি সরকারকে দিতে চান। সেজন্য এক আদেশ বলে তাঁকে জানানো হচ্ছে যে,

তাঁর ৩২ একর ৩৭ ডেসিমিল জমি সরকারে ভেষ্ট করা হচ্ছে এবং ১৩৭১ সাল থেকে ১৩৮১ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর ১০ মন টাকা হারে মোট ৩৪১০ টাকা তাঁকে দিতে হবে।

মোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে ঐ টাকা সরকারে জমা দিতে হবে। অন্যথায় আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এই নোটিশ পেয়ে বার্দ্ধক্যে নুব্জ খাটিয়া শয়নে শায়িত শ্রীছোটলাল আশ্চর্য্যান্বিত হলেন এবং তাঁর প্রদত্ত বি ফরমের সার্টিফায়েড কপির জন্য তিনি দরখাস্ত করলেন। সার্টিফায়েড কপি এলো—তাতে যা দেখা গেল তা এই। রেভিনিউ অফিসার বলেছেন—ছোটলাল বি ফরমে মাত্র ১৯ একর ৪৭ ডেসিমিল রাখতে চেয়েছেন এবং ৩২ একর ৩৭ ডেসিমিল সরকারকে দি চেয়েছেন তা আদৌ সঠিক নয়। শ্রীছোটলাল ঐ বি ফরমে ৩৮ একর ৬৩ ডেসিমিল জমি রাখতে চেয়েছিলেন। যত জমি তিনি ভোগ করছিলেন—বি ফরমে ভুলভাবে তাঁর চেয়ে বেশী লেখা হয়েছিল। এই অবস্থা সত্ত্বেও আশ্চর্য্যের কথা রেভেনিউ অফিসার কোথা থেকে এক তথ্য আবিষ্কার ক'রে এবং সেই তথ্যের দায় জমির মালিকের ঘাড়ে চাপিয়ে, তিনি ঐ চাষীর ন্যায় সঙ্গত জমির অংশ সরকারে অন্যায় ক'রে ভেষ্ট ক'রে দিয়ে চাষীকে স্থায়ীভাবে, অন্যায়ভাবে, বঞ্চিত করলেন।

আরো আশ্চর্যের কথা এর মধ্যে রয়েছে। যাঁর হাতে সব রেকর্ডপত্র ছিল কীভাবে সরকারী দায়িত্ব উদ্‌যাপন করেন দেখুন। ১৯৭৪ সালে যখন ছোটলাল মোট প্রায় ৩০ একর দখল করছিলেন তখন রেভেনিউ অফিসার কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন—ছোটলাল ৫১ একর ৪ ডেসিমিল জমি দখল করছেন?

সরকারী অফিসারদের অসনোযোগিতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং নির্মমতার কারণে বহু দরিদ্র চাষী ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিরাট পরিবারের মালিক ভালোয়া দরিদ্র নিরক্ষর অতিবৃদ্ধ এই ছোটলালের ন্যায়সঙ্গত জমি ভেষ্টভুক্ত যাচ্ছে - তার সঙ্গে তার মাথায় ৩৫৩৮ টাকার জরিমানা চাপানো হচ্ছে—অনাদায়ে তার ঘরবাড়ী নিলামে ওঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। অধিকন্তু, যেখানে এই দরিদ্র চাষী ৩০ একরের কম জমি দখল করছেন—সেখানে তার ৩২। একর জমি ভেষ্টের আদেশ হল। অন্ধ বিবেকহীন সরকারী যন্ত্র তার সমস্ত জমি ভেষ্ট ক'রে তাকে হাহুরান করবে - তা আর কী বিচিত্র।

ঐ অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে ছোটলাল জেলা সেটেলমেন্ট অফিসারের কাছে আবেদন করলেন। তখন কংগ্রেস আমল। লোক সেবক সংঘের কাছে সাহায্যের জন্য ছোটলালের পক্ষ থেকে লোক এলো। সংঘের পক্ষ থেকেও বলা কওয়া হোল। কিন্তু অজ শাসনময়—কে কার কথা শুনছে।

বামফ্রন্ট সরকার বলছেন—দরিদ্র সাধারণ মানুষের অভিযোগ—তাঁদের কাছে সর্বাগ্রে বিবেচ্য। অজ্ঞতার কারণে ছোটলালের মত চাষীদের ওপর যে অন্যায় অবিচার হচ্ছে তা অবিলম্বে এই সরকারের দেখা দরকার। শ্রীছোটলাল মাহাতের যতটা জমি আইন সঙ্গতভাবে প্রাপ্য তা যেন তিনি পান—সরকার দেখুন। এবং তার ওপর যে জরিমানার অদ্ভুত জুলুম হয়েছে তা বাতিল করুন।

মুক্তি

২২শে জানুয়ারী ১৯৮৪, সোমবার

এই নির্বাচনের ফলাফল ও তার শিক্ষা

সম্প্রতি কয়েকটি রাজ্যে বিধান সভার নির্বাচনের সমাপ্ত হোল। সারা দেশের মানুষ বাগ্র হয়েছিলেন—জনাদেশ কী হয় দেখতে। কয়েকটি বিশেষ কারণেই এই বাগ্রতা ছিল। বিগত লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা জী সদলবলে বিকীর্ত্তিত হয়েছিলেন। তাঁর বজ্রকোনমেণ্টি শাসনে সারা দেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়েই এই বিতাড়নের পথ গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু যে কটা রাজ্যে নির্বাচন হবার কথা ছিল—সেই সব রাজ্যে নির্বাচনের সময় পর্যন্ত কংগ্রেসের শাসন চলছিল। তার সুযোগে তারা ঐ কটা রাজ্যে কেন্দ্র প্রভূতির চূড়ান্ত সুযোগ গ্রহণ করেন। দেশের মানুষের তয় ছিল যে, ইন্দিরাজী বিশ্বের মানুষের কাছে আজ শাসনকারী হিসাবে একেবারে বর্জনীয় হ'লেও, সুদীর্ঘ কাল ধ'রে সাধারণ মানুষকে ঐদর রাজ্যে যখন ভোগবার সুযোগ পাচ্ছেন—তখন শেষ পর্যন্ত কী হয়। হয়তো বা অরাজিত কংগ্রেসের হাতেই দু একটা রাজ্যের শাসন ক্ষমতা পুনরায় এসে দিবে, ভারতীয় রাজনীতির দিকচক্রবালে আবার ঐ আঁধার উঁকি দিবে। মানুষের এই ছিল আশঙ্কা এবং তার জন্যই ছিল উৎকণ্ঠা অপেক্ষা।

তা ছাড়া, জনতা পার্টি সম্পর্কেও লোকের মনে নানা প্রশ্ন ছিল। যদিও জনতা পার্টি শাসন ক্ষমতায় এসে ৩ বছরের কর্মহীন শাসন ধারার অবসান ক'রে তাদের চেয়ে ভাল শাসন ধারার মোড় এখন ফিরিয়েছেন এবং নানাভাবে বাঞ্ছিত অগ্রগতির উপযোগী পথে প্রশংসনীয় সহযোগ আরম্ভ করেছেন—তবুও এই পার্টির নিজেদের দল গঠনের দিক থেকে নানা দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ায়, সারা ভারতে জনতা পার্টির ভবিষ্যদ্বাণীতা চিন্তিত ছিলেন যে দেশের জীবনে অভিপ্রায় স্বরূপ কংগ্রেসকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করার এই সুযোগের সময়ে জনতা পার্টি আবার কত দূর কী করতে পারেন।

অধিকন্তু, এই নির্বাচনে আরও একটি বিষয় দেখার আগ্রহ ছিল জনমনে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আনিকটা প্রভাব বিস্তারের এই সুযোগ কমিউনিষ্ট পার্টি কেমন নিতে পারেন—এটা দেখারও আগ্রহ লোকের ছিল।

সারা ভারতের লোককে বিস্মিত ক'রে নির্বাচনী ফলাফল দেশের লোকের সামনে এই তথ্য হাজির করল যে, পাঁচটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্র-শাসিত প্রদেশের মধ্যে—দুটি রাজ্যে-কর্ণাটকে ও আন্ধ্রইন্দিরা কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন। এবং যেখানে রাজ্যে ৪টি ছোট পার্টির সম্মিলিত শাসন হচ্ছে।

দুটি রাজ্যে -মহারাষ্ট্র ও আসামে-জনতা পার্টি একক সংখ্যাধিক্যতা লাভ করেছেন। এবং জনতা পার্টি অরুণাচল প্রদেশে এগিয়ে আছেন। আর কমিউনিষ্ট পার্টি ঐ ৪টি নির্বাচনে ৩ জায়গায়—অন্ধ্রে ৮টি, আসামে ১১টি, ও মহারাষ্ট্রে ২টি আসন লাভ করেছেন।

এই নির্বাচনে ইন্দিরা সহীদের উৎসাহ বেড়ে গেছে যে ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে এখনো ওরের স্থান আছে এবং লোকে তাকলে আবার বড়ো ভবিষ্যৎ নিয়তে পারে। আর তার সঙ্গে উৎসাহিত হয়েছেন—কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠীর সেই শ্রেণীরা যাঁরা ইন্দিরাজীর রাজত্বে অবাধ লুণ্ঠের সুযোগ পেয়েছিলেন। সাধারণভাবে সারা দেশের মানুষ জনতা পার্টির এই রকম অনাদরে দুঃখিত। তাঁরা জনতা পার্টির প্রতিরোধাত্মক করছেন যে তাঁদের অন্তরতার সর্বনাশ ইন্দিরা পরীবা আজ আবার মাথা চাড়া দিতে পারছে। নির্বাচনী ফলাফলের দৃষ্টিতে কমিউনিষ্ট পার্টির ঐ সাফল্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য না হলেও, বামফ্রন্টের নেতারা খুবই আনন্দিত যে, যেখানে তাঁদের ক্ষেত্র ছিল না—ক্রমশ: সেখানে প্রভাবের ক্ষেত্র বিস্তারিত হচ্ছে, ধীরে ধীরে এগোনো যাবে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁদের অটাকে বিরাট সাফল্য বলে মনে করছেন। এবং তাবছেন—দেশের লোক তাঁকেই আবার চাইছে। শ্রীমতী গান্ধী যে স্বপ্নে বিভোর থাকতে চান থাকুন। কিন্তু দেশের আসল মানুষদের আজ তালভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, দেশ আজও কোথায় আছে।

অত্যাচারে জর্জরিত হ'য়ে, সারা দেশের মানুষ যখন লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরাজীকে সদলবলে বিতাড়িত করছে—তখনও লোকসভা নির্বাচনেই এমন অনেক নির্বাচন ক্ষেত্র ছিল যেগুলির অধিকাংশ মানুষ পঞ্চমার সামনে, নানা প্রলোভনের সামনে আত্ম বিক্রয় ক'রে অন্তত অন্তর চরিত্রের ক্রান্তীদের আবার নির্বাচনে জয়যুক্ত করিয়েছে। এবারের নির্বাচনেও, নানা প্রকার প্রলোভনের শিকার হয়ে, দেশের পিছিয়ে পড়া বহু মানুষ কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন, সব যে শুভ ও ভবাবহা—তা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি। দেশের জনজীবন আজও এই অবস্থায় আছে কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যের নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণী যুদ্ধ, আঞ্চলিক বিদ্বেষ প্রভৃতি মনোভাব উস্কে দ'য়ে কাজ হাসিল করা হয়েছে।

দুটি কারণের জন্যই গণতান্ত্রিক জীবনে এই বিপদ ঘটেছে। প্রথম কারণ এই যে জনতা পার্টি আজ সারা ভারতে গণতন্ত্র রক্ষার কাজে ব্রতী হয়েছেন এবং গণতান্ত্রিক জীবনের আসন বিপদমুহূর্তে জড় নিশ্চিন্ত করার দায়িত্বে বৃত হয়েছেন সেই জনতা পার্টির নেতা জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর ক'রে, নিজেদের সাংগঠনিক জীবনকে সক্রিয়তর করে, যে বলিষ্ঠ নির্বাচন সংগ্রাম দেওয়ার কথা ছিল—তা তাঁরা পারেন নি।

দ্বিতীয় কারণ হল - জনসংযোগের কাজের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ এবং জনমত সৃষ্টির জন্য বিবিধ পন্থা অনুসরণের যে কাজ জনতা পার্টি—ছিলে সেই কাজও তাঁরা ক'রে উঠতে পারেন নি। বিশেষ ক'রে ঐ নির্বাচন ক্ষেত্রগুলিতে ঐক্যের গঠন কর্মধারা নিয়ে তাঁদের কাজে ক্রটিগুলি পড়া উচিত ছিল। সময়ও তাঁরা কম পান নি।

জনতা পার্টি এগুলো সাধনা চোন। সারা ভারতের গণতান্ত্রিকজীবনের আশা আকাঙ্খা তাঁদেরই ওপর নির্ভর করছে। যে ইন্দিরাজীর দুটি কী ও কর্মধারা সবকতে দূষিত, সেই ইন্দিরাজীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'লে সবকে আবার ঠুঁই দিলে, দেশ আবার এক ভয়াবহ অগণতান্ত্রিক জীবনে অপরিণাম নিহিতহা, শঠতা ও বিবেকহীনতার সমৃদ্ধি হবে।

সেজন্য আজ ইন্দিরা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শুধু নির্বাচনের সময়ে নির্বাচনী সংগ্রামই নয়, আজ প্রতি মুহূর্তে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভাব সংগ্রাম, জারী রাখতে হবে। জনমত গঠনের ক্ষেত্রে দিয়ে সংগ্রাম—জনশক্তি গঠনের ক্ষেত্রে দিয়ে ঐ দুই শক্তিতে সংগ্রামমুখিচালনা করতে হবে।

আশাকরি আজকের এই আঘাত জনতাপার্টিকে গভীরভাবে সচেতন ও সংগঠিতভাবে সক্রিয় করবে। তার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলকে সচেতন করবে যে, ইন্দিরা গোষ্ঠীরা কায়েমী স্বার্থবাদীরা আজও দুর্দিক থেকে বিপদ্রূপ মত সক্রিয় রয়েছে। তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা চাই। তার জন্য গণতান্ত্রিক দলগুলিকে আরো ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজে অগ্রসর হওয়া চাই।

পঞ্চায়েৎ নির্বাচন

আগামী ১৯শে মে পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েতের নির্বাচন হবে—ঘোষিত হয়েছে। সংবাদ এই যে, ৬ কোটি টাকা ব্যয় ক'রে সারা রাজ্যব্যাপী এই নির্বাচন হতে চলেছে। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে আঠারো কোটি মানুষ ভোট দেবেন। এবং পঁচাত্তর হাজার কেন্দ্রে এই ভোট হবে। একই দিনে নির্বাচন হবে এবং একই দিনে ভোট গণনা উদ্‌যাপিত হবে

পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য বিরাট আয়োজন হচ্ছে—তুলন সমারোহ হতে চলেছে—সন্দেহ নেই। কিন্তু এত কাণ্ড যত শুচিয়ে, পঞ্চায়েতের নির্বাচন উদ্‌যাপিত ক'রে, কী অবস্থা ঘটতে চলেছে—তাতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের দৃষ্টিতে কী শুভ দেখা যাবে—তা এখনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

পঞ্চায়েত ব'লে একটা কিছু খাড়া হলেই তার জাতীয় মূল্য হবে—তার কোনো মানে নেই। কংগ্রেস আমলেও পঞ্চায়েত নামধারী একটা বস্তু দেশের জীবনে খাড়া হয়েছিল। এবং গত ২১ বছর ধ'রে ঐ পঞ্চায়েত-ভূত শুধু যে আমাদের জীবনে শোভা পাচ্ছিল, তা নয় ঐ পঞ্চায়েত-ভূত সারা দেশের গ্রাম জীবনে কংগ্রেসের পক্ষে এতকাল লুঠ ও ছিনতাই-এর দলরূপে কাজ ক'রে এসেছে।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর, স্বাভাবিক ভাবেই দেশের গণতান্ত্রিক জীবনকে ঠিকমতো গ'ড়ে তুলতে, বিকেন্দ্রিত শাসনের ন্যায়সঙ্গত দাবী উঠেছিল। জন দাবীকে আশ্বস্ত করার জন্য পঞ্চায়েৎ গড়ে উঠল সত্য; কিন্তু তা জনগণকে ভোলাবার উপায় রূপে গ'ড়ে ওঠার সঙ্গে, জনগণকে লুঠ ও শোষণ করার যন্ত্ররূপেও গড়ে উঠল।

ব্রিটিশ আমলে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী যখন তীব্রতর হতে লাগল—তখন সেই দাবীকে ঠেকিয়ে রাখতে, তাকে ভোলাতে, স্বায়ত্ত শাসনের নানা ভুয়ো ব্যবস্থা ইংরেজও করেছিল। ইংরেজ আমলের ঐ সব আয়োজনও আড়ম্বরে, সমারোহে চমকপ্রদ ছিল সত্য; কিন্তু তাতে জন অধিকারের সার বস্তু ছিল না।

সারা ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম বোধহয় পশ্চিম বাংলাতেই যুক্তফ্রন্ট আমলে ফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী স্বর্গত বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত মহোদয় জনগণের সত্যকার বিকেন্দ্রিত শাসনের উপযোগী এক পঞ্চায়েৎ রূপরেখা মন্ত্রীমণ্ডলীর সামনে দাখিল করেন। ঐ রূপরেখায় জেলা শাসনকে নিম্নতম শাসন ইউনিটরূপে গ্রহণ ক'রে—তারজন্য বিধানসভা—মন্ত্রীসভার অধিকার রূপায়িত হয় এবং তার নিচের স্তরের জন্য অঞ্চল পর্য্যায়ের,—গ্রাম পর্য্যায়ের জন্য—সত্যকার বিকেন্দ্রিত শাসনের অংশ ও ঐ সব স্তরে কার্য্যকরী শাসনকেন্দ্র গঠিত করার পরিকল্পনা রচিত হয়। ফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ঐ পঞ্চায়েতী শাসন প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টারও সমাধি হয়।

এবারে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে, পঞ্চায়েতী শাসনধারা কী রূপ নিতে যাচ্ছে, তার কোনো হদিস জনগণকে এখনো দেওয়া হয়নি। এবারে এখনও নতুন পঞ্চায়েতী বিলও উত্থাপিত হয়নি। কী ভাবে, কী ধারায় এই পঞ্চায়েতী নির্ব্বাচন ব্যবস্থা ও পঞ্চায়েতী শাসন ব্যবস্থা হ'তে চলেছে—তা আমাদের কাছে আজও অজ্ঞাত। এই পঞ্চায়েতী কর্ম্মধারার ভেতর সত্যকার বিকেন্দ্রিত শাসন জনগণ পাবেন কি না—তাও আজও অনিশ্চিত।

দেশের কিছু চিন্তাশীলের মত এই যে, পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচনে নির্দ্দলীয় ভাবেই প্রার্থী দাঁড় করানো উচিত। তাঁরা মনে করেন—পঞ্চায়েতী শাসন ব্যবস্থা দলহীনভাবে পরিচালিত হওয়াই জনগণের বিকাশ ও স্বার্থের অনুকূল হবে।

দেশের আর একদল চিন্তাশীল মনে করেন যে, লোকসভা, বিধানসভা নির্ব্বাচনও যেমন দল হিসাবে প্রার্থী দাঁড় করানো হয়—পঞ্চায়েৎ নির্বাচনেও তেমন দল হিসাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার যৌক্তিকতা রয়েছে। তাঁরা মনে করেন—এর দ্বারা পঞ্চায়েতী কর্ম্মধারা একটা দলীয় ঐক্য এবং সংহতির নিয়ন্ত্রণ পাবে। বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার—এই অভিমতের পরিপোষক। তাঁরা আসন্ন পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে দল হিসাবেই প্রার্থী দাঁড় করাবার তোড়জোড় করছেন।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, দলীয়ভাবেই করা হোক বা নির্দ্দলীয় ভাবেই করা হোক—এই উভয় ব্যবস্থার মধ্যেই জনজীবনের সংগঠনকারী অগ্রণী ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে এই লক্ষ্য থাকা দরকার যে, আত্মশাসনের ভেতর দিয়ে জনগণের আত্মবিকাশের সুযোগ ঘটুক—স্বাধীন চিন্তা, স্বনির্ভর কর্ম্মোদ্যোগের ভেতর দিয়ে তাদের আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতা অভ্যুদয় হোক—তারা যেন অবিরত বাইরের নির্দ্দেশের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আজ্ঞাবাহী তাঁবেদারের মত কেবল যন্ত্র স্বরূপই কাজ করতে না শেখে।

দলীয় ভাবেই হোক, আর নির্দ্দলীয় ভাবেই হোক—নির্ব্বাচনে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে প্রার্থী দাঁড় করাবার সময়—কোনো আসনে নিজের অনুগত যোগ্য সৎ লোক না থাকলে, দলের বা গোষ্ঠীর বাইরে সৎ এবং কাজের লোককে নিতে হবে। আর তা না হ'য়ে, যদি নির্দ্দলীয় ভাবেই বাজে লোক দাঁড় করানো হয় বা দলীয় ব'লেই, লোকাভাবে কদর্য্য চরিত্রের লোক দাঁড় করানো হয়—তবে সেই পঞ্চায়েতী শাসনধারা দলীয় ভাবেই হোক আর নির্দ্দলীয় ভাবেই হোক—তার মধ্যে তারতম্য কিছু হবে না। দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্য্যধারা একই অবস্থায় এসে দাঁড়াবে।

অনেকে মনে করছেন যে যে সব পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচন হতে চলেছে—তার হাতে এখনই বিশেষ কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। রাজ্য শাসনে ক্ষমতাসীন দলের লোকরা যদি সারা রাজ্যের পঞ্চায়েত ভালভাবে দখল করতে পারেন—তাহলে তখন পঞ্চায়েতের হাতে শাসনের উল্লেখযোগ্য বিকেন্দ্রিত অংশ দেওয়া হবে। এটা সত্য হ'লে, এটা বাঞ্ছিত দৃষ্টিভঙ্গী নয়। আমরা আশা করি,—বামফ্রন্ট সরকার সেভাবে কাজ করবেন না।

আমরা আশা করছি যে, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে শীঘ্রই পঞ্চায়েত আইন রূপায়িত হবে এবং সেই আইনে জনসাধারণের জন্য সত্যকার বিকেন্দ্রিত শাসনের ন্যায়সঙ্গত অংশ প্রদান করা হবে।

লোকসেবক সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠক

গত ৫ই মার্চ্চ রবিবার লোকসেবক সংঘের জেলা পরিষদের বৈঠক ছিল। এই বৈঠকে সংঘের তিনজন স্বর্গত কর্ম্মীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। এই তিনজন কর্ম্মী বিগত কয়েক দিনের মধ্যেই পরলোক গমন করেছেন।

(১) শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় পুরুলিয়া সহরের অধিবাসী ছিলেন এবং লোকসেবক সংঘের অগ্রণী কর্ম্মীদের অন্যতম ছিলেন। সংঘের পক্ষে বিবিধ সংগ্রামে ও নানাবিধ গঠন কর্ম্মের ভেতর দিয়ে তাঁর বহু অবদান রয়েছে।

(২) শ্রীচুনারাম মাহাত—বান্দোয়ান থানার হেতাকল গ্রামের বাসিন্দা। ঋষি নিবারণ চন্দ্রের শিষ্যরূপে ইংরেজ আমলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকরূপে কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তারপর লোকসেবক সংঘের একনিষ্ঠ কর্ম্মীরূপে জীবনব্যাপী বহু আন্দোলন, সংগ্রাম ও গঠন কর্ম্মে অংশ গ্রহণ করেন।

(৩) শ্রীশুসারী মাঝি—কাশীপুর থানার গাম্ভারকুড়ি গ্রামের বাসিন্দা। লোকসেবক সংঘের একনিষ্ঠ কর্ম্মীরূপেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি সংঘের পরিচালিত সত্যাগ্রহে নির্ভিক সৈনিক রূপে অংশ গ্রহণ করেন। সংঘের নানা কাজে তিনি জড়িত ছিলেন।

সংঘের এই বৈঠক বিবিধ গঠন মূলক কাজের আলোচনা ও পরিকল্পনা হয়।

স্বর্গত জগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের শোকসভা

বিগত ৪ঠা মার্চ্চ, শনিবার, লোকসেবক সংঘের আহ্বানে লোকব্রতী সোসাইটির অফিসে এক বৈঠকে লোকসেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। কয়েকজন বক্তা তাঁর জীবনের প্রশংসনীয় দিকগুলি ও তাঁর অবদান সমূহের আলোচনা করেন।

ভ্রম সংশোধন

মুক্তির বিগত সংখ্যায় ৬ষ্ঠ পাতায় পরিবার কল্যাণ সম্পর্কে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে—তাতে বিজ্ঞাপকের নাম দিতে ভুল হয়েছে। আমরা দুঃখিত। তা হবে:—স্বাঃ ডাঃ এস, এস, দাসগুপ্ত, চীফ মেডিকেল অফিসার: হেলথ: পুরুলিয়া।

পাঁচ সহস্রাধিক অর্গানাইজার টিচারদের কলকাতা মিছিল

ঐ সংস্থার রাজ্য কমিটির সহঃসম্পাদক তথা পুরুলিয়া জেলা ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার শ্রীসুখেন্দু চ্যাটার্জী জানাচ্ছেন যে,—

গত ২রা মার্চ্চ অলবেঙ্গল অর্গানাইজার টিচার্স এণ্ড প্রাইমারী টিচার্স এসোসিয়েশন বিভিন্ন দাবী আদায়ের ভিত্তিতে কলকাতা বিধান সভার সম্মুখে বিক্ষোভ, মিছিল ও ২৪ ঘণ্টা অবস্থান ধর্মঘটের কর্ম্মসূচী নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপার্থ দের নিকট স্মারক লিপি সহ গণডেপুশেনে যাবার প্রাক্কালে সরকারী নির্দ্দেশে একদল সাদা পোষাকধারী পুলিশ সমস্ত মিছিলকে ঘিরে ফেলে ও সম্মুখে লাঠির সাহায্যে পথরোধ করে দাঁড়ায়। এবং শিক্ষকদের মিছিলকে রাজপথে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করে। এই সংবাদ বিধান সভায় জানানো হয় কিন্তু বৈকাল ২ ঘটিকা থেকে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত শিক্ষামন্ত্রীর নিকট থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় নি।

বিধানসভার বিরোধী নেতাগণ অর্গানাইজার শিক্ষকদের মিছিল শ্লোগান ও সরকারের প্রতি ক্ষোভের কথা জানতে পান এবং তাঁরা প্রত্যেকেই শিক্ষকদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে প্রত্যেকেই শিক্ষকদের সম্মুখে এসে কিছু বক্তব্য রাখবেন একথা বলে পাঠান।

বৈকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত বিরোধী দলনেতা শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন, শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, শ্রীহরিপদ ভারতী শ্রীজন্মেজয় ওঝা সহ প্রায় ১৫।২০ জন বিরোধী এম, এল, এ এবং এম, পি শিক্ষকদের সম্মুখে রাজপথে ভাষণ দেন এবং সরকারের সমালোচনা করেন। শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয় বলেন—শিক্ষকদের এই দাবী ন্যায় সঙ্গত। সরকারের অবিলম্বে এই ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে নেওয়া উচিৎ। অর্গানাইজার শিক্ষকদের প্রতি বামফ্রন্ট সরকারের অবজ্ঞার তীব্র প্রতিবাদ করে শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র বলেন বামফ্রন্ট সরকারের এই এই রীতিনীতি ও গণতন্ত্র বিরোধী আচরণ জনগণ, অভিভাবক ও শিক্ষকগণ সহ্য করবেন না। এমনিভাবে ১৫।২০ জন এম, এল, এ সরকারের প্রতি তীব্র দোষারোপ করে বলেন তাঁরা বিধান সভায় অর্গানাইজার শিক্ষকদের কথা তুলবেন এবং সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁরা এক সঙ্গে লড়বেন। এবং যাতে অর্গানাইজার শিক্ষকগণ বঞ্চিত না হন এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করবেন।

তখনও শিক্ষকগণ রাজপথে দাঁড়িয়ে শ্লোগান নিতে থাকেন। পরে রাত্রি ৭টার সময় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপার্থ দে পুলিশ অফিসার মারফৎ ৫ জন রাজ্য প্রতিনিধিদের তাঁর কক্ষে আলোচনার জন্য বলে পাঠান এবং পুলিশ গাড়ী পাঠিয়ে দেন।

রাজ্য কমিটির তরফ থেকে রাজ্য সম্পাদক শ্রীভক্তরঞ্জন ধবল (বাঁকুড়া) শ্রীসুখেন্দু চ্যাটার্জী (পুরুলিয়া) শ্রীগুরুপদ সাঙাইত (মেদিনীপুর) এবং জলপাইগুড়ি ও মালদহ থেকে আরও ২জন প্রতিনিধি সহ জনতা পার্টির এম, এল, এ শ্রীজন্মেজয় ওঝা শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আলোচনায় বসেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিক্ষকদের কয়েকটি দাবী মেনে নিলেও আসল দাবী মানতে তিনি নারাজ হন। অর্থাৎ অর্গানাইজার শিক্ষকদের তিনি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়োগ করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন।

বিভিন্ন দাবীর মধ্যে অর্গানাইজার শিক্ষকদের নিয়োগ, বিদ্যালয়হীন গ্রামে নূতন বিদ্যালয় স্থাপন, অর্গানাইজার টিচারদের বেসিক ট্রেনিং গ্রহণের সুযোগ, বিদ্যালয়ে বই শ্লেট প্রদান, কর্মরত অবস্থায় মৃত ও অক্ষম শিক্ষকদের পুত্র কন্যাদের নিয়োগ প্রভৃতি দাবী জানানো হয়। কিন্তু কয়েকটী দাবী মেনে নিলেও আসল দাবী অর্গানাইজড্ বিদ্যালয়ে অর্গানাইজার শিক্ষকগণ অগ্রাধিকার পাবেন না। তিনি আরও জানান এক হাজার প্রাঃ বিদ্যালয় দেবেন এবং ঐ স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ হবে এমপ্লয়মেণ্ট মারফৎ। শিক্ষামন্ত্রীর জবাবের প্রতিবাদ জানিয়ে শ্রীভক্তরঞ্জন ধবল বলেন বামফ্রণ্ট সরকারের নীতি অনুযায়ী যদি ১।২ বৎসর ভাগচাষী জমি চাষ করে জমি পাবার অধিকারী হয় তাহলে দীর্ঘ ৭।৮ বৎসর শিক্ষকতা করে ঐ বিদ্যালয়ে অর্গানাইজার শিক্ষকগণ কেন নিয়োগপত্র পাবার অধিকারী হবেন না। কিন্তু তিনি তা মানবেন না বলে সুস্পষ্ট জানান।

শ্রীসুখেন্দু চ্যাটার্জী বলেন যে সকল সংগঠক শিক্ষক দীর্ঘ ৭।৮ বৎসর ধরে বিনা বেতনে কায়িক পরিশ্রমে, নিজ খরচায় বিদ্যালয় তৈরী করে, বই শ্লেট ছাত্রদের দিয়ে, শিক্ষকতা করে আসছেন, তাদের অবদানকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। তাঁদের অবদানের কি কোন মূল্যই নেই? সরকারের অবিলম্বে এই সকল অর্গানাইজার শিক্ষকদের নিয়োগপত্র দিতে হবে। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় এই সকল প্রশ্ন ও যুক্তির খণ্ডন করেন নি। প্রশ্নগুলি এড়িয়ে যান এবং তাঁর মতের কোন পরিবর্ত্তন হবেনা বলে জানান। দীর্ঘ ৩৫ মিনিট আলোচনা হওয়ার পর সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগ্রাম আরও চলবে এবং তা ব্যাপকরূপ ধারণ করবে একথা জানিয়ে রাজ্য প্রতিনিধিগণ মন্ত্রীর কক্ষ ত্যাগ করেন এবং ২৪ ঘণ্টা অবস্থান ধর্ম্মঘট যথাযথ পালন করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলায় জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন, বিক্ষোভ প্রদর্শন D. I. D. C. T. W. O. ঘেরাও প্রভৃতির সিদ্ধান্তের ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীকে জানিয়ে অবস্থান তুলে নেওয়া হয়।

স্থানীয় সংবাদ

ষ্টুডেণ্টস্ হেলথ হোমের পথ পরিক্রমা

শ্রীদেবদাস দত্ত জানাচ্ছেন যে, "ষ্টুডেণ্টস হেলথ হোম পুরুলিয়া শাখার উদ্যোগে রক্ত দানকে জনপ্রিয় করার জন্য গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী '৭৮ তারিখে পথ পরিক্রমা হয়ে গেল।

পরিক্রমা সুরু হোল সকাল ৮টা ৫ মিনিটে জুবিলী কম্পাউণ্ড থেকে (যেখানে হেলথ হোমের নতুন বাড়ী তৈরী হবে)। জেলা সমাহর্তা শ্রীযুক্ত কমলকান্তি নস্কর পরিক্রমা সুরু করিয়ে দেন। সমস্ত স্তরের মানুষের মৌনমিছিল শহরের গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে নিয়ে ঘুরল ছাত্র ছাত্রীদের নিজেদের হাতে তৈরী রক্তদান সম্পর্কে রং বেরং-এর পোষ্টার। কলকাতা থেকে এসেছিলেন ১২৫ বার রক্ত দানের কৃতিত্ব যে বিদেশীর, সেই রেভারেণ্ড ফাদার বেকার্স। সঙ্গে ছিল কলকাতা হেলথ হোমের ছাত্র প্রতিনিধিরা।

পথ পরিক্রমায় ছিলেন জেলা সমাহর্তা শ্রীযুক্ত কমলকান্তি নস্কর, জেলা শহরের বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ, ছিলেন অধ্যক্ষ, অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ, প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষয়িত্রী, মানব দরদী চিকিৎসকবৃন্দ, ও ছাত্র ছাত্রীরা। সর্বস্তরের মানুষের এই অভিনব মিছিল কেবল মানুষকে বিস্ময়ভূতই করল না, মানুষকে রক্তদান সম্পর্কে উৎসাহিতও করল। পরিক্রমা শেষ হল ভিক্টোরিয়া স্কুলে, যেখানে হেলথ হোমের বর্ত্তমান কাজ চলছে।

পরিক্রমাকারীদের সভায় সভাপতিত্ব করলেন জেলা সমাহর্তা শ্রীযুক্ত কমলকান্তি নস্কর এবং প্রধান সভাপতির আসন অলংকৃত করলেন রেভারেণ্ড ফাদার বেকার্স। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করলেন গভর্ণমেণ্ট গার্লস স্কুলের মেয়েরা। রক্তদানের শপথ বাক্য পাঠ করল, জে, কে, কলেজ,

নিস্তারিনী কলেজ আর পলিটেকনিকের তিনজন ছাত্র-ছাত্রী। সভাস্থ সকলে তাদের শপথকে নিজেদের শপথ বলে স্বীকার করলেন।

প্রধান অতিথি ফাদার বেকার্স রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা এবং রক্তদানে যে অপকার হয় না তা জানান। সভাপতির ভাষণে শ্রীযুক্ত নস্কর ষ্টুডেন্টস্ হেলথ হোমের প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আঞ্চলিক শাখার আহ্বায়ক শ্রীশংকর ঘোষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে জানালেন ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৭ এর উদ্বোধনের পর থেকে আজ অবধি হেলথ হোম (৬ মাসে) অসুস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে ওষুধ দিয়েছে—প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের। বাইরে থেকে কেনা ওষুধের জন্যে বিল পেমেন্ট দেওয়া হয়েছে প্রায় তিন হাজার টাকা আর ক'লকাতার হেলথ হোমে চিকিৎসা পেয়েছে প্রায় দুশজন ছাত্র। হেলথ হোমের সুমহান এই কর্তব্য পালনে শহরের সর্ব্বস্তরের মানুষের অকুণ্ঠ সহযোগীতার কথা শ্রীযুক্ত ঘোষ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেন।

পথ পরিক্রমায় অর্থ সংগ্রহে যাঁরা সাহায্য করেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি জানান সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ বার হাজার দুইশত তিপান্ন টাকা (১২২৫৩)। পথ পরিক্রমায় অংশ গ্রহণকারীদের সকলকে হেলথ হোমের তরফ থেকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ দেবার পর শান্তময়ী গার্লস স্কুলের মেয়েরা সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে জেলা সমাহর্তা শ্রীযুক্ত নস্কর সকলকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ দিলেন।

চিঠিপত্র

জঙ্গল বিট অফিসারের জংলী আচরণ

মহাশয়, বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী বুধবার তারিখে আমি বান্দোয়ান রেঞ্জ অফিসে ফরেষ্ট বীট অফিসারের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য যাই। বীট অফিসার মহাশয় ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন না। হাটে ঘোরাঘুরি করিতে ছিলেন। অফিসারের সামনে ফরেষ্ট অফিসারেরই ছেলে ছিল। তাদের জিজ্ঞাসা করিতে তাহারা বলিল, ফরেষ্টার বাবু এখনি আসবেন। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি বারান্দায় একটি বেঞ্চে বসিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতে থাকি। কিছুক্ষণ পরে তিনি হাট থেকে অফিসের দিকে আসেন, তখন ছেলেদের মধ্যে একজন বলেন যে, হেম বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি খুবই উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, আমি এখন কোন বাবুর কোন কথা শুনিব না। এখন আমার বাজে লোকের কথা শুনার মত সময় নাই। তিনি এত উত্তেজিত ভাবে কথাগুলি বললেন যে, ছেলেগুলি হতভম্ব হয়ে পড়ে। আমার পাশে একজন বৃক্ষ রোপণ বিভাগের ফরেষ্টার ছিলেন, তিনিও হতবাক হয়ে যান। আমিও অপ্রস্তুত অবস্থায় অফিস হইতে চলিয়া যাই। পরে জানিতে পারি যে ঐ ফরেষ্ট বীট অফিসারের নাম শ্রীগৌরকিশোর সাহা। কাজের মাধ্যমে জঙ্গল বিভাগের বহু অফিসারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেছি কিন্তু অদ্যাবধি কোনো অফিসারের নিকট হইতে এইরূপ সৌজন্যহীন ব্যবহার পাইনি। তার এই ব্যবহার জমিদার সুলভ ব্যবহার বলিয়া আমার মনে হইল। যাহাতে ফরেষ্টার বাবু তার জংলী আচরণ ত্যাগ করিয়া জনসাধারণের প্রতি ভদ্রতা সুলভ ব্যবহার করেন—তাহার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত আঁকরো

Wanted

Wanted a clerk on a temporary basis in a permanent vacancy. Requisite qualification S. F/H. S. Must have experience in office work. Maximum age on the date of interview not to exeed thirty years. Pay as per G. A. rules. Applicants to appear in a written test and interview on 26. 3. 78 at 1 P. M. Applications with testimonials must reach the Secretary. Bagmundi, Dist Purulia on or before 23. 3. 78 by 4 P. M. positively. No T. A allowed. Address: Secretary, Bagmundi Jr High School P. O. Bagmundi (Purulia) W. B.

Ashutosh Mehta
Secretary

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প—কির্লোস্কার পাম্প

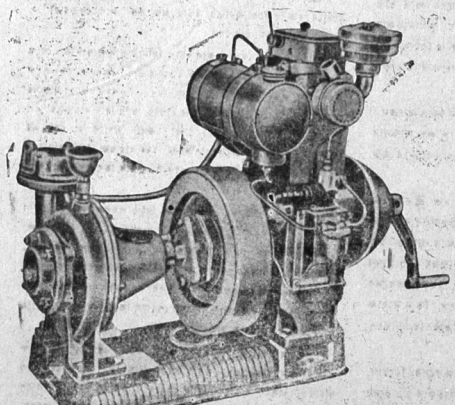

অন্য সব পাম্পের চেয়ে দাম বেশী। তবুও সারা ভারতজুড়ে এর দারুণ চাহিদা। কারণ কম দামী বাজে পাম্প কিনে আজীবন কষ্ট পাবেন। আর কিছু বেশী খরচ ক'রে একবার কির্লোস্কার পাম্প কিনতে পারলে বহু বছর ধরে এই পাম্প শ্রেষ্ঠ সেবা দেবে।

• • • •

যাঁরা সরকারী ঋণ বা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে পাম্প কিনতে চান তাঁরা কির্লোস্কার পাম্প যদি কিনতে চান তবে ব্যাঙ্কে বা সরকারে দাবী জানান কির্লোস্কার পাম্প চাই। তাঁরা তা অনুমোদন করতে বাধ্য। লোকব্রতীতে এই পাম্প পাবেন।

• • • •

বর্ত্তমানে দাম কমলো। এখন দাম ৪৮০০। ব্যাঙ্ক ও সরকার এই দাম অনুমোদন করেছেন।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

সোমবার, ১৩ই মার্চ্চ ১৯৭৮
২৯শে ফাল্গুন ১৩৮৪

বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০
নগদ ২০ পয়সা

ভোটের সময় কথা দিয়েছিলে—
—যে ভার বহিতে হবে।
জনগণ আজ চাহিছে জবাব—
—তুমি কি নীরব রবে?

• • •

গণতন্ত্রের ভাষা জনমত—
সদা উদ্যত দণ্ড।
শাসন গর্ব্বে তারে উপেক্ষা—
- হবে সব তবে পণ্ড॥

বিবিধ ভারতীয় সংবাদ ঃ এই রাজ্যের বিবিধ সংবাদ

হাইকোর্ট মারুতি বন্ধের আদেশ দিলেন

পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী এস, এস, সান্ধাওয়াল শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর মারুতি লিমিটেডকে কোম্পানী আইনবহির্ভূত কাজ করার জন্য ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে আদেশ দিয়েছেন।

শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী তছরূপের দায়ে ধৃত

ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্ত্তমানে জনতা পার্টির এম,এল,এ কংগ্রেস আমলে এক স্মারকপত্র তহবিলের প্রচুর টাকা তছরূপের দায়ে কদিন পূর্ব্বে ধৃত হন। বর্ত্তমান জনতা সরকারের ভিজিল্যান্স পুলিস এই মামলা এনেছে। ২৫ হাজার টাকার জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। মামলা চলছে।

কিস্‌সা নিয়ে সঞ্জয় ও শুক্ল দায়রায় সোপর্দ্দ

দিল্লীর চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট 'কিস্‌সা কুরসী কা' মামলায় শ্রীসঞ্জয় গান্ধী ও প্রাক্তনমন্ত্রী শ্রীশুক্লের বিরুদ্ধে চার্জ্জসীট তৈরী ক'রে, ঐ দুই আসামীকে দায়রায় সোপার্দ্দ করেছেন।

ছাত্রদের বিশৃঙ্খলা : মুখ্যমন্ত্রীর নিন্দা

কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে বি কম ফেল করা কিছু ছাত্র কিছুদিন ধ'রে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে যে "বিশৃঙ্খলা" সৃষ্টি করেছে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু তার নিন্দা করেছেন।

বিশ্ব বিদ্যালয় বিল ও বিরোধীদের বিরোধীতা

পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পুরাতন কমিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাতিল করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধিগ্রহণ বিলটিকে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ব'লে অভিহিত ক'রে বিধানসভার বিরোধী পক্ষের জনতা পার্টি, দুই কংগ্রেস ও এস, ইউ, সির সদস্যরা বুধবার সভা কক্ষ ত্যাগ করেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে কলকাতা, বর্দ্ধমান, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কল্যাণী কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধিগ্রহণ বিলগুলি অনুমোদিত হয়।

রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে বিধানসভায় তোলপাড়

সম্প্রতি রাজ্যপালের সুন্দরবন সফরে বক্তৃতাকালে তাঁর মঞ্চকে সি, পি, এম প্রচার মঞ্চ করায় বিধান সভায় বিক্ষোভ ওঠে।

ওয়ার্ডার হত্যা ক'রে পুরুলিয়া জেল থেকে পাঁচ জন নক্সাল বন্দী উধাও

পুরুলিয়া জেলে একটি সেলের মধ্যে ৫টি নক্সাল বন্দীকে রাখা হয়েছিল, তারা ৮ই মার্চ্চ রাত্রে জেল থেকে অদ্ভুতভাবে উধাও হয়েছে। ৮ই মার্চ্চ পঞ্চায়েৎ ও কারা মন্ত্রী শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পুরুলিয়া জেলা জেল পরিদর্শন করেন এবং ঐ নক্সাল বন্দীদের সঙ্গেও দেখা করেন। গভীর রাত্রে ঐ দিনই ডিউটি বদলের সময় ঘটনা জানা যায়।

দেখা যায় যে ঐ বন্দীদের সেলের সামনে জেল ওয়ার্ডার যিনি রাত্রে পাহারায় ছিলেন—তিনি মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তাকে একটি ভুজালী দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। সেলের একটি রড কেটে বন্দীরা ৫ জন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন এবং বিছানার চাদর প্রভৃতি দিয়ে দড়ি ক'রে জেলের দেওয়াল টপকিয়ে পার হয়ে যান। মৃত ওয়ার্ডারের নাম শ্রীরাম একবাল সিং।

পঞ্চায়েৎ কারা মন্ত্রী শ্রীদেবব্রত ব্যানার্জী ঃ প্রেস প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক

বিগত ৮ই মার্চ্চ বিকেল ৫টার সময় পঞ্চায়েৎ ও কারা মন্ত্রী শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পুরুলিয়ার বিভিন্ন সংবাদ পত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে সারকিট হাউসে এক বৈঠকে মিলিত হন। প্রথমে তিনি পঞ্চায়েৎ বিষয়ে সরকারী কার্য্যক্রমের কথা বলেন এবং পরে কারা বিষয়ে তার কার্য্যব্যবস্থা সমূহের কথা বলেন। সর্ব্বপ্রথম তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান সাংবাদিকদের—তাঁর আমন্ত্রণে সমবেত হবার জন্য।

পঞ্চায়েৎ বিষয়ে বক্তব্য

মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, মে মাসে যে পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন হতে চলেছে তাতে ৩৫ হাজার নির্ব্বাচন কেন্দ্র হচ্ছে এবং ৫৬ হাজার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হবেন।

পঞ্চায়েৎগুলির হাতে ক্ষমতা কী দেওয়া যায়—সে বিষয়ে মন্ত্রীদের নিয়ে একটি সাব কমিটি করা হয়েছে। তাঁদের সুপারিশ ক্যাবিনেট বিচার করবেন। আপাততঃ মোটামুটি যা স্থির হয়েছে—তা এই।

সারা রাজ্যে পঞ্চায়েতের হাতে ২৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে। তার মধ্যে জেলা পরিষদগুলি পাবে ৫ কোটি টাকা আর অঞ্চল পঞ্চায়েৎগুলি পাবে ২০ কোটি টাকা। এই কুড়ি কোটির মধ্যে নগদ ১০ কোটি আর গমে ১০ কোটি।

ঐ হিসাব অনুসারে এক বছরের জন্য একটা জেলা পরিষদ পাবে—৩৩ লক্ষ টাকা আর একটা অঞ্চল পঞ্চায়েৎ পাবে ৪০ হাজার টাকা। এই টাকা তাঁদের নামে সরাসরি ব্যাঙ্কে এসে পৌঁছুবে। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

একটি অঞ্চল পঞ্চায়েতকেই গ্রাম পঞ্চায়েৎ বলা হবে। ২।৩টি গ্রাম নিয়ে একটি গ্রামসভা এবং ৭।৮টি গ্রামসভা নিয়ে একটি অঞ্চল পঞ্চায়েৎ গঠিত হচ্ছে। এবং এই অঞ্চলগুলিই গ্রাম পঞ্চায়েৎরূপে অভিহিত হবে। অর্থাৎ একটি গ্রাম পঞ্চায়েৎ ইউনিটে ২০।২৫টি গ্রাম থাকছে।

প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হয়েছে এই রকম। ৪০০ ভোটারে ১ জন প্রতিনিধি। ৮০০ ভোটারে ২ জন। ৮০০র ওপরে তিনজন।

গ্রামের রাস্তা, সেচ, বন ভূমি সংরক্ষণ, চিকিৎসা, গণশিক্ষা, নলকূপ প্রভৃতির কাজ পঞ্চায়েৎ করবে। এবং পরিকল্পনা সমূহ গ্রাম পঞ্চায়েৎ তৈরী করবে।

মন্ত্রী মশাইকে জিজ্ঞেস করি যে, পঞ্চায়েৎগুলির অধিকার সম্পর্কে পরিস্কার একটা আইনগত খসড়া তৈরী করা হচ্ছে কিনা। তাতে বললেন—পঞ্চায়েৎগুলির কাজের ভেতর দিয়ে, তাদের দাবী দাওয়ার ভেতর দিয়ে তা গ'ড়ে উঠবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করি প্রাক্তন পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী স্বর্গত বিভূতিভূষণ দাশগুপ্তের প্রদত্ত পঞ্চায়েৎ রূপরেখা তিনি দেখেছেন কিনা। তাতে বললেন—তিনি দেখেছেন—তার থেকে অনেক কিছু নেবার আছে। পরে পরে নেওয়া যাবে। তিনি বলেন যে, গুজরাটে একটা তালুক পঞ্চায়েতের প্রধানের ক্ষমতা একটা জেলাধীশের ক্ষমতার সমতুল্য। আমাদেরও ধীরে ধীরে পঞ্চায়েৎগুলিকে আরো ক্ষমতা দিতে হবে।

তাঁকে আরো বলি যে, একটা অঞ্চল পঞ্চায়েৎ বছরে খরচ করার জন্য যদি ৪০ হাজার টাকা পায় তাহলে তার অর্থ হচ্ছে—২০।২৫টা গ্রাম—ঐ ৪০ হাজার টাকা পাচ্ছে। বছরে গ্রাম প্রতি দেড় হাজার—দু হাজার টাকা পড়ছে মাত্র। এর দ্বারা একটা গ্রামের উন্নয়নের বিশেষ কাজ করা তো সম্ভব হবে না। তাতে বলেন—কংগ্রেস আমলের তুলনায় আমরা বেশী বরাদ্দ করেছি। আরো বিভিন্ন উৎস থেকে টাকা নিয়ে পঞ্চায়েৎগুলিকে দেবার চেষ্টা করা হবে।

মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, কেন্দ্রের থেকে আরো বেশী ক্ষমতা নেবার জন্য যেমন সরকার দাবী করছেন—তেমনি রাজ্য সরকার থেকে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত ক'রে জেলাতে দেবার দাবীও স্বাভাবিক। তিনি বলেন জনতা পার্টির শ্রীঅশোক মেহতা বলেছেন—পঞ্চায়েৎ নির্বাচন করার আগে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা বিষয়ে একটা পরিস্কার কাঠামো রাজ্য সরকার করে নিলে ভাল করবেন। শ্রীঅশোক মেহতা জিজ্ঞেস করেছেন—পঞ্চায়েতী শাসনে আরো প্রসারিত ক্ষমতা দেবার কথা রাজ্য সরকার ভাবছেন কিনা। মন্ত্রী মহোদয় বলেন—কাজের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ক্ষমতা প্রসারের ব্যবস্থা হবে আমরা মনে করি।

কারা সংস্কারের বিষয়ে বক্তব্য

মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে কারা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য একটি জেল কোড রিভিসন কমিটি করা হয়েছে—তারা সব বিচার করে দেখছেন।

তিনি বলেন—ইতিমধ্যেই তিনি কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন—তার মধ্যে হল—(ক) বারাসতে কিশোরদের জন্য এক উপযুক্ত কারা ব্যবস্থা করছেন। (খ) যারা অপরাধ প্রবণ কয়েদী নয় তাদের জন্য বহরমপুরে একটি পৃথক কারা ব্যবস্থা হচ্ছে। (গ) জেলের হাসপাতালের উন্নয়ন যথা দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের বেতন বৃদ্ধি (দৈনিক ৬০) বিচারাধীন কয়েদীর স্বেচ্ছায় শ্রম করলে দৈনিক ৪৫ পয়সার ব্যবস্থা ইত্যাদি। (ঘ) জেল ওয়ার্ডারদের ঘর তৈরী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা ইত্যাদি করা হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন যে, সুদীর্ঘকাল ধ'রে জেলগুলিতে যে ধারা গড়ে উঠেছে—তার পরিবর্তনে সময় লাগবে—আমরা চেষ্টা করছি।

মন্ত্রী মশাইকে বলি যে, দীর্ঘদিন জেলে থেকেছেন এবং জেলের সংস্কার বিষয়ে নানা কথা ভেবেছেন—এ রকম কিছু লোক আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখতে চাইলে তাদের কথা শোনার ব্যবস্থা করুন। তাতে তিনি বললেন—ঐ কমিটি মাস ছয় পরে জেলায় জেলায় ঘুরে মতামত নেবেন—তখন আপনারা আপনাদের বক্তব্য রাখবেন।

মন্ত্রী মশাইকে আরো বলি যে, প্রত্যেক জেলের জন্য অনেকগুলি ক'রে জেল পরিদর্শক বাড়ান—সর্বদা জেলের তদারক হতে থাকলে জেলে অনাচার কম হবে। তাতে তিনি বললেন এর জন্য জেল আইন বদলাতে হবে। ওঁরা বিবেচনা করে দেখবেন। — মুক্তি সম্পাদক

বান্দোয়ানে বালিকা বিদ্যালয়ে জনৈক মহিলা, পুলিস ও কংগ্রেসীদের উপদ্রব কাহিনী

(ভজহরি মাহাত)

১৯৬৯ সালে বান্দোয়ানে একটি প্রস্তাবিত বালিকা বিদ্যালয় আরম্ভ করা হয়। স্থানাভাবে বিদ্যালয়টি প্রথমে স্থানীয় দুর্গামেলায় ও পরে কালীমেলায় চলিতে থাকে। বিদ্যালয়টি পরিচালনা করিবার জন্য একটি সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭০ সালে স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রচেষ্টায় পুরুলিয়া জেলাপরিষদের বান্দোয়ানস্থিত ওভারশিয়র কোয়ার্টার ও তৎসংলগ্ন জমি (১ একর ১৬ ডেসিমেল) বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য জেলা পরিষদ বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষে সভাপতি হিসাবে আমার নামে দলিলপত্র সম্পাদন করিয়া দেন। তখন ওভারসিয়র কোয়ার্টারে সরকারী ডাক্তার ৺পরিমল সরকার সপরিবারে বাস করিতেন। যেহেতু তখন জেলা পরিষদের কোয়ার্টারটি বাসপোযোগী ছিল না সেই জন্যই তিনি ওভারশিয়ার কোয়ার্টারে থাকিতেন। সেজন্য আমরাও তখন আপত্তি করি নাই। পরে সরকারী হাসপাতালের কোয়ার্টার তৈরী হইলে আমরা তাঁহাকে কমিটীর পক্ষ হইতে বালিকা বিদ্যালয়ের কোয়ার্টার ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করি। ডাক্তার ৺পরিমল সরকার বলেন যে "আমি এখন সরকারী কোয়ার্টারে থাকিতেছি—কিন্তু আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে থাকেন না"। তখন বালিকা বিদ্যালয়ের কমিটীর পক্ষ হইতে ডাক্তার শ্রীপরিমল সরকারের স্ত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সরকারকে বালিকা বিদ্যালয়ের ঘরটি ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি ঘর ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করেন। কমিটী তাঁহাকে রেজিষ্ট্রী চিঠি পাঠাইয়া ঘর ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি তাহার কোন উত্তরও দিলেন না। পরে কমিটী প্রস্তাবসহ রেজিষ্ট্রী চিঠি পাঠাইলে তিনি সেই চিঠি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ১৯৭১ সালে কমিটির প্রস্তাবসহ ঐ চিঠি ৺বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত 'মুক্তি' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশ করেন। তৎকালীন ধানমন্ত্রীকেও তিনি এই বিষয়ে ঐ প্রস্তাব সহ একটী পত্র দেন কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নাই।

ইতিমধ্যে ১৯৭২ সালে জেলা পরিষদ প্রদত্ত বালিকা বিদ্যালয়ের জমিতে জনৈক কংগ্রেসী শ্রীকালী শঙ্কর ব্যানার্জী পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলে আমরা বিষয়টি জেলা পরিষদে জানাই। জেলা পরিষদ পত্রদ্বারা জানান যে কালীশঙ্কর ব্যানার্জীকে কোনও জমি বন্দোবস্ত করা হয় নাই। আমরা শ্রীকালীশঙ্কর ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে থানায় ডাইরী করি কিন্তু কংগ্রেসী বলিয়া থানা হইতে শ্রীকালীশঙ্কর ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

এমতাবস্থায় ১৯৭৩ সালে আমরা বালিকা বিদ্যালয়ের জমির একপাশে একটি স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্কুলটি চালাইতে থাকি। স্থানীয় উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী না পাওয়ায় বাহির হইতে শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করি। কিন্তু শিক্ষয়িত্রীদের বাসস্থানের বিশেষ অভাব দেখা দেয়। বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্গতিও নাই। দরিদ্র জনসাধারণ বহু কষ্টে চাঁদা দিয়া স্কুলটি কোনক্রমে চালাইতে থাকেন।

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

২৯শে ফাল্গুন, ১৩৮৪, সোমবার

গণতন্ত্রে জনমত

সম্প্রতি সংবাদপত্রে কয়েকদিন ধরেই দেখলাম যে, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কেন্দ্রের হাত থেকে রাজ্যের জন্য আরো ক্ষমতা চাই কেন—এ বিষয়ে জাতীয়স্তরে এক বিশদ আলোচনার জন্য শ্রীবসু ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বারম্বার আহ্বান করছিলেন। প্রধানমন্ত্রী সরকারী স্তরে এই আলোচনা করার জন্য সাড়া দিচ্ছেন না ব'লে শ্রীবসু দুঃখিত হয়েছেন।

কেন্দ্র থেকে রাজ্যস্তরে আরো ক্ষমতা আনার যেমন গুরুত্ব রয়েছে—তেমনি রাজ্যস্তর থেকে জেলাস্তরে এবং তারও নিচের স্তরে, স্তরে, সত্যকার ক্ষমতা আনার জন্য আমাদের কাছে অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব রয়েছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে মুক্তিতে বিশদ আলোচনা করেছি। মুক্তিতে কেন্দ্র থেকে আরো ক্ষমতা বিষয়ে রাজ্য সরকারের বক্তব্যও আমরা প্রকাশিত করেছি।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসুকে কলকাতায় তাঁর সরকারী ভবনে আমরা মুক্তির সেই কপি হাতে তুলে দিয়েছি। তাতে প্রকাশিত আমাদের সেই দাবীর যৌক্তিকতা বিষয়ে রাজ্য সরকারের অভিমত আমরা দাবী করেছি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী যেমন রাজ্য সরকারের বক্তব্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে এখনো নীরব রয়েছেন—তেমনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও আমাদের দাবীর যৌক্তিকতা বিষয়ে রাজ্য সরকারের আন্তরিক অভিমত কী—তা প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ নীরব রয়েছেন। এই অবস্থার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর যদি দুঃখ প্রকাশ করার থাকে—তবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আমাদের দুঃখ প্রকাশ করার কারণ কি অসমীচীন হবে?

ভারতের প্রধান মন্ত্রী যদি রাজ্য সরকারের বক্তব্য আগে থেকেই মনে করেন সঙ্গত বা যুক্তিসম্মত নয়—তথাপি জাতীয় পর্য্যায়ের এহেন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য তাঁর কাছে যখন দায়িত্বশীল পক্ষ সমূহ থেকে অনুরোধ এসেছে—তখন সম্প্রীতির সঙ্গে মত বিনিময় করার জন্য তাঁর কাছ থেকে আগ্রহ দেখা দেবে এটাই আমরা আশা করতে পারি। কারণ গণতন্ত্রে জনমতের স্থান অত্যন্ত উচ্চে; অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; এবং জাতীয় জীবনের দায়িত্ব সমূহের যাচাই করার এ এক অপরিহার্য্য উপায়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মতো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাদের বিকেন্দ্রীকরণের দাবীকে সঙ্গত মনে নাও করেন তবু আমরা আশা করি না যে তিনি দীর্ঘ দিন ধরে, দেশের বিচারের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের এই জরুরী দাবীর বিষয়ে একেবারে নীরব থাকবেন। এটি একটি অত্যন্ত জাতীয় গুরুত্বের বিষয়। এবং দেশের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পক্ষ থেকেই উত্থাপিত হয়েছে।

শুধু যে রাজ্য সরকার আমাদের এই বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টিতে নীরব থেকেছেন তা নয়—আমরা মুক্তির পাতায় বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলেছি, এবং সে সব বিষয়ে শাসনযন্ত্রের জরুরী অভিমতের অপেক্ষা করেছি কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার কোনো একটা বিষয়েও রাজ্য সরকার জানান নি যে, তাঁদের অভিমত কি।

যদি অভিমত জানাবার অসুবিধে থাকে, সরকার তাই বলুন যে, ঐ সব বিষয়ে আমরা পরে বক্তব্য রাখছি, ভালোভাবে বিচার ক'রে দেখে নিচ্ছি। অথবা ঐ সব বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমাদের যদি ভিন্নরূপ অভিমত থাকে, তাই বলুন। গণতান্ত্রিক জীবনে, জনসম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে, শাসনযন্ত্রের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ চুপ করে থাকা সমীচীন হচ্ছে কি—এই আমাদের জিজ্ঞাসা।

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। তিনি বলেছেন—আপনারা দেওয়ানী মামলা করুন। তাতে আমি বলেছি যে সেতো বহু বছরের ব্যাপার। আমি মিঃ সান্যালকে বলেছি যে, ঐ বেআইনী উপদ্রবকারী মহিলার এক ডাকে থানার পুলিস দৌড়ে গিয়ে বন্দুক নিয়ে ওকে পাহারা দিচ্ছে। এই সাহসে উনি এই উপদ্রব করার মজা পেয়েছেন। আর জেলা পুলিস থেকেও ভ্যানে ক'রে পুলিস পাঠিয়ে ওঁর বেআইনীর চক্রান্তকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আপনারা এভাবে ওঁকে বল ভরসা দিচ্ছেন কেন?

তাতে এস, ডি, ও বলেন যে, এখান থেকে পুলিস পাঠাতে আমরা নির্দ্দেশ দিই নি। আপনি পুলিস সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌টের সঙ্গে কথা বলুন। তিনি বললেন—আমি জানি—এস, পিও ঐ মহিলার আচরণকে অবাঞ্ছিত আচরণ মনে করেছেন।

এস, ডি, ও আরো বলেন যে, কারো নিরাপত্তা বিপন্ন হ'লে, খবর পেলে সেখানে তার রক্ষা ব্যবস্থা তো শাসনযন্ত্রকে করতে হয় এতে আমার উত্তর ছিল, কেউ কারো ঘর বেআইনী দখল করতে থাকলে, আসল মালিক সেটা চাইতে এলে—পুলিস বন্দুক উঁচিয়ে বেআইনী দখলকারীকে রক্ষা করবে, না, যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে মালিক তাকে পুলিস সাহায্য করবে—তার হক ফিরে পেতে—যখন অধিকারের দলিলপত্র নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই?

এস, ডি, ওর দৃষ্টিভঙ্গী যদি সঠিক হয়—তাহলে পরিস্থিতি কী দাঁড়ায় দেখুন। মনে করুন—পুরুলিয়া সহরে একটি গৃহস্থ বাড়ীতে তালা দিয়ে সদলবলে বাইরে বেড়াতে গেলেন। ইত্যবসরে একটি গুণ্ডা তালা ভেঙ্গে বাড়ী বেদখল করল। বাড়ীর মালিক ফিরে এসে ঘরে যেই ঢুকতে যাবে গুণ্ডাটি লোক পাঠিয়ে পুলিসকে খবর দিল—আমাকে আক্রমণ করছে—রক্ষা করার জন্য এসো। অমনি পুলিস দৌড়ে এসে বন্দুক উঁচিয়ে গুণ্ডাকে পাহারা দিতে লাগল। আর বাড়ীর মালিককে ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিতে লাগল। পাড়া প্রতিবেশী সবাই এসে পুলিসকে বললেন—এটা ঐ ভদ্রলোকেরই বাড়ী—উনি আমাদের প্রতিবেশী। আমরা জানি। ঐ গুণ্ডা কদিন আগে এসে কখন বাড়ী বেদখল করেছে—ওকে আপনারা তাড়ান। পুলিস বলল—ঐ গুণ্ডা বিপন্ন হয়ে আমাদের কাছে খবর পাঠিয়েছেন। ওঁর নিরাপত্তা রক্ষা করাই এখন আমাদের শাসনযন্ত্রের পরম কর্ত্তব্য। এ রকম অভিনব শাসন ধারা হলে বেদখলকারী গুণ্ডাদেরই রাজত্ব কায়েম হবে। শাসনকারীরা ও পুলিসেরা তাদের খিদমতগাররূপেই পরিণত হবে দেখছি। গণতান্ত্রিক জীবনে জনগণের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে আজও কংগ্রেসী আমলের ধারা চলবে—এটা কি আমরা আশা করতে পারি? এই অত্যন্ত জরুরী প্রশ্নের উত্তর সরকার দিন।

শাসন যন্ত্রের কাছে আপনাদের আর একটি প্রশ্ন। নিজেদের আমলে কংগ্রেসীরা যা খুসী বেআইনী উপদ্রব করেছে। তারা কি আজও জনঅধিকার হরণের কাজে সাহায্য দেবার জন্য অবাধ বেআইনী উপদ্রব করার ছাড়পত্র পাবে? শাসনযন্ত্র কি তাদের উপদ্রবের সামনে নিষ্ক্রিয় থাকবে? আর জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের পথে পুলিস আজও লাঠিবাজী করবে? এই প্রশ্নের উত্তরও আজ সরকার দিন।

এই জেলায় ডি, সি আছেন—এ, ডি, সি আছেন—এস, পি আছেন—এস, ডি, ওরা আছেন। তাঁরা থাকতে, জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের ব্যাপারটি এভাবে ঝুলতে থাকবে—আমরা আশা করি না।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সরকার এত বিশ্রী ব্যাপার করবেন ভাবতে পারিনি। ভেবেছিলাম—কংগ্রেসী আমলের মত্ততাটা এই আমলে কেটে যাবে—সদ্বুদ্ধি ঘটবে। তা এখনো হয়নি। কারণ কংগ্রেস ও পুলিস আজও তাঁকে বেআইনী কাজে উৎসাহ দিচ্ছে। পুলিস যতই মদত দিক আর মামলার ব্যাপার যতই অসুবিধেজনক মনে হোক—তিনি যেন না ভাবেন যে, জনসাধারণের আর কোনো পথ নেই বা তাদের নিজেদের কোনো শক্তি নেই।

কোনো মতেই যদি তাঁর সুবুদ্ধি না হয়—যদি উনি বাধা সৃষ্টি করতে থাকেন—তবে লোকসেবক সংঘ জানে—কীভাবে গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহের পন্থায়, হাজার হাজার মানুষের শান্তিপূর্ণ অভিযানের শক্তিতে, উপদ্রবকারী মহিলাকে ও তার সহায়ক বন্দুকধারী পুলিসকে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কংগ্রেস কর্ম্মীদের অন্যায় থেকে প্রতিহত করতে হয়।

শ্রীমতী সরকারের কোনো অসুবিধে না হয় তেমন সব রকম প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তিনি শোনেন নি। এখনও আশা করব—আরো বেশী বদনাম নেবার আগেই তাঁর সুবুদ্ধি হবে; এবং তিনি জনসাধারণের ঘরটি ছেড়ে দেবেন এবং তাঁরই নিজের নারীজাতির শিক্ষা প্রসারের কাজে বাধা না হয়ে তিনি সহায়ক হবেন।

বান্দোয়ান ব্যাপার ঃ উপদ্রবের অবসানের পথ কি?

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পত্তিকে কেন্দ্র ক'রে, বান্দোয়ানে সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটেছে—সে বিষয়ে শ্রীভজহরি মাহাতর লেখা থেকে আপনারা ব্যাপার জানতে পেরেছেন। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া বান্দোয়ানে, মেয়েদের এই বিদ্যালয়টি গ'ড়ে তোলবার জন্যে আমাদের কর্ম্মীরা ও শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহী অন্যান্য অনেকে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন দীর্ঘ দিন থেকে।

এর জন্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় স্বর্গত বিভূতিদা পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী থাকা কালে জেলা পরিষদ থেকে বালিকা বিদ্যালয়কে একটি ঘর ও জমি দান করেন। জমি পাবার পরই যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে গেল। ঐ ঘর ও জমি নিয়ে অবাধ চক্রান্ত ও বেআইনী উপদ্রব করার অধিকার কংগ্রেসীরা পেলেন।

ডাক্তারের কোয়ার্টার তৈরী হল—তবু তিনি বালিকা বিদ্যালয়কে দেওয়া ঘর ছাড়লেন না। নিজে কোয়ার্টারে গেলেন—তাঁর স্ত্রীকে বালিকা বিদ্যালয়ের ঘর জবর দখল করতে ঐ ঘরে বসিয়ে রাখলেন। মনে করলেন যে, পুলিস তো তাঁর সহায়ক আর অন্য কেউ একজন মহিলাকে ঘর থেকে বের করার সাহস করবেন না। অন্য একজন কংগ্রেসী শ্রীকালীশঙ্কর ব্যানার্জী কংগ্রেসী আমলের সুযোগে স্কুলের জায়গায় বেআইনী ঘর তুলে বসলেন। ঐ ডাক্তার স্বর্গত হলেন তাঁর স্ত্রী কংগ্রেসীদের ও পুলিসের বলে বলীয়ান হয়ে বেপরোয়া জবর দখল চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং তাঁর ঐ বেআইনী বাড়ীটিতে কংগ্রেসীদের একটি আড্ডা খানা গড়ে উঠল—শ্রীভজহরি মাহাতর লেখায় জানতে পারলেন।

স্কুল যাঁরা চালাচ্ছিলেন—তাঁরা তখন বুঝলেন যে, মামলা ক'রে উচ্ছেদ করতে চাইলে—মামলা বছরের পর বছর ঝুলবে। আর কংগ্রেসী শাসনের কাছে প্রতিকার চাইলে, কংগ্রেসী শাসন প্রতিকার তো করবেই না বরং পুলিস তাদের সহায়তা দিয়ে তাদের বেআইনী দখলকে সহায়তা দানই করবে। এহেন পরিস্থিতির জন্য স্কুলের ঐ ঘর ও জমির আশা তখন ছেড়ে দিয়ে বহু কষ্টে স্কুল চালাবার চেষ্টা চলছিল। এই ভাবে এতদিন চলছিল। পুরুলিয়া সহরের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন মহিলা যে এই রকম নগ্ন বেআইনী উপদ্রব ও জুলুম করবেন অভাবিত ছিল।

এমন সময় কংগ্রেসের দস্যু রাজত্বের অবসান ঘটল। তখন আশা করা গেল যে, শাসনযন্ত্র ও পুলিস এখন ঐ মহিলাকে (শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সরকারকে) বল ভরসা দেবেন না। তাঁকে অনুরোধ করলে এখন তিনি উঠে যাবেন। বহু বলা কওয়া হোল। তিনি উঠলেন না। অন্য জবর দখলকারী কংগ্রেসীও তার আপন স্বার্থে, তাঁকে বেআইনী ভাবে বেদখল ক'রে রাখতে উৎসাহিত করলেন। তাঁর বাড়ীতে যে সব কংগ্রেসী আড্ডা দেয়—তারা পিছনে রইল। এই সব কংগ্রেসীদের সঙ্গে একজোটে যে সব পুলিস আগের আমলে রাম রাজত্ব চালিয়েছে—তারাও পিছনে রইল।

যখন দেখা গেল—ঐ মহিলাটি কিছুতেই ঘর ছাড়ছেন না; তখন ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ছাত্রীরা ও মহিলারা বিনা অস্ত্রশস্ত্রে সত্যাগ্রহীর মত স্কুলের ঘরে জবর দখলকারী মহিলাকে গিয়ে বলেন—আমাদের আশা আকাঙ্খার আশ্রয়—আমাদের ভবিষ্যত আপনি নষ্ট করছেন কেন—আপনি আমাদের সার্ব্বজনীন ঘর ছেড়ে দিন। এই ব'লে তাঁকে ঘেরাও করে। এহেন সময়ে কংগ্রেসী দলবল সহ পুলিস এসে, অযথা এবং অকারণে ঘটনার মধ্যে হস্তক্ষেপ করে। কংগ্রেসীরা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। এই অবস্থা বুঝে আমাদের কর্ম্মীরা জনগণকে শান্ত করে এবং সকলকে সরিয়ে নিয়ে আসে। সেদিন জন সমাবেশ বিরাট ছিল। উপদ্রবকারী পুলিসের বন্দুক ও লাঠি জনতা কেড়ে নিয়েছিল—কোনো অঘটন বা অশান্তি যাতে না ঘটে। আমাদের কর্ম্মীরা উত্তেজিত বা হিংসাত্মক মনোভাবে থাকলে সেদিন এক কাণ্ড ঘটে যেত। লাঠি বন্দুক তাদের হাতেই এসেছিল। এর থেকে বোঝা যায় দলবল সম্পূর্ণ অহিংসভাবেই কাজ করছিল।

যে সময়ে বান্দোয়ানে ঐ ঘটনা ঘটে—তখন আমি দিল্লীতে ছিলাম। দিল্লী থেকে কলকাতা হ'য়ে পুরুলিয়া ফিরলাম ৫ই ফেব্রুয়ারী। ফিরে বান্দোয়ানের ঘটনা শুনলাম এবং জানলাম ১২ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পূজার দিন আর এক সমাবেশ হবে—স্কুল বিষয়ে ঐ মহিলার সিদ্ধান্ত শুনতে।

৮ই তারিখে ডি সির কামরায় এক বৈঠকের পর এস, ডি, ও (সাউথ) মিঃ সুব্রত সান্যাল তাঁর কামরায় আলোচনার জন্য আমায় নিয়ে যান। সেখানে তিনি বলেন যে, বান্দোয়ানের ব্যাপার আপনাকে বলছি। যে ঘটনা ঘটেছে—আপনি জানেন। পুলিশ রিপোর্ট দিয়েছে ঐ ঘটনার দিন কয়েকজন বেআইনী হিংসাত্মক কাজ করেছে—তাদের নামে মামলা করতে হবে। আর পুলিস বলেছে—১২ই ফেব্রুয়ারী যে সমাবেশ বান্দোয়ানে হ'তে চলেছে—তাতে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা হয়েছে—সেজন্য পুলিস ১৪৪ ধারা জারী করতে বলছে। একথা জানিয়ে মিঃ সান্যাল আমাকে বলেন যে, আপনি এই ব্যাপারটা দেখুন—যাতে কোনো গোলমাল না হয়। পুলিসের অভিযোগ আমাদের কর্ম্মীদের বিরুদ্ধেই ছিল।

আমি তাতে তাঁকে বললাম যে, আমি সংবাদ যতদূর জানি—তাতে যাঁরা জনসমাবেশ পরিচালনা করেছিলেন—তাঁরা কোনো কিছু হিংসাত্মক বা বেআইনী কাজ করেননি। তা সত্ত্বেও যদি আপনারা কিছু লোকের নামে মামলা করতে চান—করুন। আমরা তার সম্মুখীন হবো। আর অযথা অকারণে ১৪৪ ধারা জারী করতে চাইছেন করুন—ঐ অন্যায় ১৪৪ ধারা আমাদের কর্ম্মীরা ভঙ্গ করবে। তাতে তিনি বললেন—আমি ওসব কিছুই করতে চাইছি না ব'লেই আপনাকে বলছি—আপনি একটু দেখুন।

এস,ডি, ও আমাকে বললেন যে, তিনি সংশ্লিষ্ট দলিল পত্র দেখেছেন—তাতে পরিষ্কার জেনেছেন যে, ঐ ঘর ও জমি বালিকা বিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে। ঐ মহিলার ওতে কোনো অধিকার নেই এবং বেআইনী ভাবে ঐ রকম জবর দখল করা তাঁর দিক থেকে খুবই অন্যায় হচ্ছে। আমাকে বলেন—আপনি একবার দেখুন যদি ঐ মহিলাকে ব'লে ক'য়ে ওঠাতে পারেন।

আমি ৯ই তারিখে বান্দোয়ান গেলাম ও কর্ম্মীদের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁরা বললেন—ঐ মহিলা এতটা জুলুম করতে সাহস পেতেন না—পুলিস ওকে বন্দুকের পাহারা দিয়ে আশ্রয় দিচ্ছে। আর আমরা সেদিনও শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ পরিচালনা করেছি—১২ই তারিখও সমাবেশ শান্তিপূর্ণ থাকবে বলাই বাহুল্য। আমি শ্রীঅন্নপূর্ণা সরকারের সঙ্গে কথা বলব ব'লে ওঁর খোঁজ করলাম—রাত্রি ৮।৯টা পর্য্যন্ত খবর—উনি পুরুলিয়া গেছেন ফেরেন নি। আমি কর্ম্মীদের ১০ই তারিখে বান্দোয়ানে হাজির থাকতে বললাম কারণ আমি ওঁদের বললাম—এস, ডি, ও মিঃ সান্যালকে অনুরোধ করবো—১০ই বান্দোয়ানে এসে ঐ মহিলাটিকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন। আমাদের কর্ম্মীদের সঙ্গেও তিনি দেখা করবেন।

পরদিন সকালে বান্দোয়ান থেকে ফিরে এস, ডি, ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হোল। উনি ১০ই বিকেলে বান্দোয়ান গেলেন। উনি কর্ম্মীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'রে আর বান্দোয়ানে খবরাখবর নিয়ে বুঝলেন—১২ই তারিখের সমাবেশে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা অমূলক। এস, ডি, ও ঐ মহিলাটির সঙ্গেও দেখা করেন। সঙ্গে আমাদের কর্ম্মীরাও ছিলেন। এস, ডি, ও মহিলাকে দৃঢ়ভাবে জানান যে, আপনি বেআইনীভাবে বাড়ী আটক করছেন—আপনার এই আচরণ আমরা পছন্দ করছি না। আপনি বাড়ী ছেড়ে দিন। তাতে উনি বলেন যে, কথা দিয়েছি—১২ই তারিখে আমার বক্তব্য বলব। সেই তারিখের জানাবো কবে বাড়ী ছাড়তে পারবো।

১২ই ফেব্রুয়ারী দলে দলে বালিকারা ও মহিলারা ও জনসাধারণ বান্দোয়ানে এসে সমবেত হন। ঐ দিন পুরুলিয়া থেকে একজন ম্যাজিষ্ট্রেটও ওখানে হাজির থাকেন। আমাদের কর্ম্মীরা থানায় গিয়ে তাঁদের বলেন যে, আপনারাই শ্রীঅন্নপূর্ণা সরকারের কাছে গিয়ে জেনে আসুন—তিনি কবে ঘর ছাড়ছেন। তাতে বি, ডি, ও এবং ও, সি যান এবং ফিরে এসে বলেন যে, তিনি বলছেন—আজকে জনতার ভীড় দেখে তিনি কিছুই স্থির করতে পারছেন না। ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি পুরুলিয়া গিয়ে বলবেন তিনি কী স্থির করছেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী পার হয়ে গেছে কিন্তু ঐ অদ্ভুত মহিলাটি কোনো কথা জানান নি। এর পরে এস, ডি, ও মিঃ সান্যালের সঙ্গে আমার কথা

৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বান্দোয়ানে বালিকা বিদ্যালয়ে জনৈক মহিলা, পুলিশ ও কংগ্রেসীদের উপদ্রব কাহিনী

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

কংগ্রেসী আমল সেজন্য মঞ্জুরী না থাকায় সরকারী অর্থ সাহায্য পাওয়াও সম্ভব হয় নাই। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বিদ্যালয়টি কোনক্রমে চলিতে থাকে। স্কুলের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মনোভাব বিরূপ হইলেও থানার স্বার্থের কথা ভাবিয়া বান্দোয়ান থানার কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবাউরী দাস মাহাত মহাশয়ও স্কুলটি স্থাপনের জন্য সক্রিয় সহযোগিতা করিতে থাকেন। ১৯৭৭ সালে ডিসেম্বর মাসে বিদ্যালয় কমিটী স্থির করেন যে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সরকারকে কোয়ার্টার ছাড়িয়া দিবার জন্য শেষবারের মত পত্র দেওয়া হউক তাহাতেও যদি তিনি কোয়ার্টার না ছাড়েন তবে যথারীতি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার পরে শ্রীকালীশঙ্কর ব্যানার্জীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সেই অনুসারে আমি ও শ্রীবাউরীদাস মাহাত রেজিষ্ট্রী পত্র দিয়া শ্রীঅন্নপূর্ণা সরকারকে জানাই যে জন স্বার্থের উদ্দেশ্যে বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য তিনি যেন ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই কোয়ার্টারটি ছাড়িয়া দেন।

শ্রীঅন্নপূর্ণা সরকারের নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া আমি বান্দোয়ানের বিশিষ্ট ভদ্রলোক শ্রীঅদ্বৈত নাগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট যাই এবং অনুরোধ করি যে তিনি সময় লইয়া আমাদের জানাইয়া দিন কবে তিনি কোয়ার্টার ছাড়িয়া দিতে পারিবেন। তাঁহার পুরুলিয়ায় বাড়ী আছে। বান্দোয়ানে অন্যত্র জমিও আছে—তিনি অকারণে কোয়ার্টার না ছাড়িয়া দিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছেন কেন। এবং এইভাবে তিনি থানার মানুষের এবং বিশেষভাবে নারী শিক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন কেন এইবারও শ্রীঅন্নপূর্ণা সরকার কোয়ার্টার ছাড়িতে অস্বীকার করেন।

তখন অনন্যোপায় হইয়া আমার নেতৃত্বে গ্রামের মহিলারা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীরা শ্রীঅন্নপূর্ণা সরকারের কোয়ার্টার দখল করিতে প্রবেশ করে। পুরুষরা বাহিরে বালিকা বিদ্যালয়ের জমিতে দাঁড়াইয়া থাকে। মহিলারা কোয়ার্টারে প্রবেশ করিয়া শ্রীঅন্নপূর্ণা সরকারকে বাহিরে যাইতে বলে। ইতিমধ্যে থানার পুলিশরা আসিয়া পড়ে এবং মহিলাদের ধাক্কা দিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে। পুলিশের ধাক্কায় কয়েকজন মহিলা আঘাত প্রাপ্ত হন ও কাহারও কাহারও শাড়ী ছিঁড়িয়া যায়।

পুলিসদের পক্ষ হইতে এই গুণ্ডামী ও উপদ্রব হইতেছে দেখিয়া পুরুষ কর্ম্মীদের মধ্য হইতে কয়েকজন আগাইয়া গিয়া পুলিসদের হাতে যে কয়েকটা বন্দুক ও লাঠি ছিল তাহা কাড়িয়া লয়। বন্দুক ২টা ও লাঠি ৫।৬টা ছিল। শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত তখন মহিলাদের ঘর হইতে বাহিরে আসিতে বলেন। মহিলারা বাহিরে আসেন। ঘটনা আরম্ভ হয় বেলা ৯টায়।

ততক্ষণে বান্দোয়ানের জনকতক কংগ্রেসী যুবক ঐখানে উপস্থিত হইয়া আমাকে ও হেমবাবুকে অশ্রাব্য গালাগালি করিতে থাকে এবং ধ্বনি দিতে থাকে—অন্নপূর্ণা সরকারকে উচ্ছেদ করা চলবে না—চলবে না। এই সকল প্ররোচনাতে সমবেত জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইলেও—আমাদের কথায় সকলে শান্ত হইয়া সহ্য করিতে থাকে।

বালিকা বিদ্যালয়ের অধিকারের বিরুদ্ধে শ্রীঅন্নপূর্ণা সরকার ও কংগ্রেসীদের এবং স্থানীয় পুলিসদের এই বেআইনী চক্রান্তের বিরুদ্ধে স্কুলের দাবী জানাইতে ডাক পড়িয়াছিল—সেজন্য অগণিত মানুষ তাহাতে হাজির হইয়াছিলেন। শ্রীঅন্নপূর্ণা সরকারের অবাঞ্ছিত আচরণের বিরুদ্ধে থানার সর্ব্ব শ্রেণীর মানুষ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। দীর্ঘদিন হইতে তাহারা শ্রীমতী সরকারের আচরণের প্রতি ধিক্কারও দিতেছিলেন। আজ শ্রীমতী সরকারকে জনদাবী জানাইবার উদ্দেশ্যে এই আহ্বান পাইয়া লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীর দল ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট কর্ম্মীরা এই সমাবেশে যুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন কংগ্রেসীরাও ছিলেন—জনতা পার্টি ও বামফ্রন্ট কর্ম্মীরা যুক্ত হইয়া ছিলেন বান্দোয়ানের অঞ্চল প্রধান, বান্দোয়ান গ্রামের অধ্যক্ষ প্রভৃতিও ছিলেন।

নানাবিধ প্ররোচনা সত্ত্বেও, সমবেত জনতা সম্পূর্ণ শান্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও অহিংস ছিল। মেয়েদের উপর যখন পুলিসের গুণ্ডামী চলিতেছিল—কংগ্রেসী মস্তানেরা যখন অশ্রাব্য গালি-গালাজ করিতেছিল পুলিসের উপদ্রব বন্ধ করিতে যখন পুলিসের হাত হইতে বন্দুক ও লাঠি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল—এই সময় জনগণ যদি আমাদের পরিচালনায় না চলিতেন—তাহা হইলে একটা অঘটন ঘটিয়া যাইতে পারিত।

কিন্তু ঐ পুলিসী গুণ্ডামী ও কংগ্রেসীদের নোংরামী সত্ত্বেও আমাদের দলবল অহিংস তথা শান্ত ছিল। আমাদের জনগণের দাবীর অভিযানও অহিংসভাবেই পরিচালনার লক্ষ্য ছিল। সম্পূর্ণ নিরস্ত্রভাবেই আমরা সকলে সমবেত হই; এবং আমাদের মহিলারা সম্পূর্ণ নিরস্ত্রভাবেই শ্রীঅন্নপূর্ণা সরকারের কাছে গিয়া অহিংস জনমতের দাবী প্রদর্শন করেন। উপদ্রবকারী বিবেকহীন মহিলাকে অহিংসভাবেই সারা থানার বিক্ষুব্ধ চিত্তের প্রকাশ দেখাইবার উদ্দেশ্য ছিল।

পুলিসের উপস্থিতিতে যে সব কংগ্রেসী উপদ্রব উত্তেজনা সৃষ্টি করেন—তাহাদের নাম এই: সুধাংশু গাঙ্গুলী (কালীশংকর ব্যানার্জীর ভাগিনেয়—এবং বালিকা বিদ্যালয়ের জমিতে যাহার বেআইনী কাপড় দোকান আছে এবং তাহার ভাই বাবলু গাঙ্গুলীর মুদি দোকানও আছে), কমলাকান্ত মাহাত, সমীর দাস, বিশ্বনাথ মণ্ডল, ধীরেন্দ্র হালদার, অশোক আগরওয়ালা প্রভৃতি। এই কংগ্রেসী যুবকগণ শ্রীঅন্নপূর্ণা সরকারের বাড়ীতে সব সময়ে যাতায়াতে অভ্যস্ত।

পুলিশ মহিলা ও জনসাধারণকে স্থান ত্যাগ করিতে বলিলে মহিলারা ও জনসাধারণ বলেন—শ্রীঅন্নপূর্ণা সরকার ঘর না ছাড়িলে তাহারা স্থান ত্যাগ করিবেন না। তখন থানার দারোগা শ্রীহেম মাহাতকে সংগে লইয়া শ্রীঅন্নপূর্ণা সরকারের নিকট যান—কবে ঘর ছাড়িয়া দিবেন—সেই কথা জানাতে বলেন। শ্রীহেম মাহাত শ্রীঅন্নপূর্ণা সরকারকে দারোগার সামনে বলেন যে, তিনি ঘর ছাড়িবার জন্য সিদ্ধান্ত করিতে অসুবিধার জন্য সময় চাহিলে সময় দেওয়া হইবে এই ঘরে সাময়িক থাকিতে চাহিলে তাহাও দেওয়া সম্ভব যদি তিনি অন্ততঃ একটি ঘরও ছাড়িয়া দেন শিক্ষয়িত্রীদের থাকিবার জন্য। আপাততঃ তাহাতেও কাজ চলিবে। এমন কি তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার ছোট মেয়েকে স্কুলের কাজেও নিয়োগ করিতে পারিবেন। শ্রীঅন্নপূর্ণা সরকার তখন বলেন যে আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী তিনি তাঁহার জামাতাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া জানাইবেন যে তিনি কবে কোয়ার্টার ছাড়িয়া দিবেন। উপস্থিত জনসাধারণ এই কথা শুনিয়া ১২ই তারিখে উপস্থিত হইয়া এই কথা শুনিবেন ইহা স্থির করিয়া স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইতিমধ্যে পুলিসের ভ্যানে পুলিস

আসিয়া শ্রীঅন্নপূর্ণা সরকারের কোয়ার্টার পাহারা দিতে থাকে এবং পরেও প্রতিদিন পুলিস পাহারা চলিতে থাকে।

ঐ দিন পুলিসেরা মহিলাদের উপর যে অভদ্র এবং অবাঞ্ছিত ব্যবহার করে—তাহার প্রতিবাদে ও প্রতিকারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা পত্র দিয়াছি।

এই পর্য্যন্ত ঘটনা কি তাহা লিখিয়া জানাইবার জন্য আমাদের বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে—তাহা লোক সেবক সংঘের সচিব সব জানেন বলিয়া তিনি সেই তথ্যাদি প্রকাশ করিবেন—জানাইয়াছেন।

৪নং ফরম নোটিশ

কেন্দ্রীয় সংবাদ রেজিষ্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য প্রকাশিত হোল :

১। প্রকাশ স্থান : মুক্তি, পুরুলিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)

২। প্রকাশ কাল : সাপ্তাহিক

৩। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : অরুণ চন্দ্র ঘোষ, ভারতীয় নাগরিক
চাঁইবাসা রোড : পুরুলিয়া

৪। সম্পাদক : অরুণ চন্দ্র ঘোষ, ভারতীয় নাগরিক
চাঁইবাসা রোড, পুরুলিয়া

৫। মালিকানা : লোক সেবক সংঘ, পুরুলিয়া

আমি অরুণ চন্দ্র ঘোষ এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
প্রকাশক

সন্ধান দিন

আমি শ্রীউদয় কুমার ওঝা জানাইতেছি যে, গত ৯ই মার্চ তারিখে আমার এ্যাডমিট কার্ড মার্কসীট সার্টিফিকেটগুলি হারাইয়া গিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি পাইয়া থাকেন তবে নিম্ন ঠিকানায় জমা দিতে অনুরোধ করি। তাহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার দিতে ইচ্ছুক আছি।

কমল ঠৌর
হসপিটাল রোড : পুরুলিয়া

ট্রাকটার ভাড়া

লোকব্রতী সোসাইটির ৩৫ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন ট্রাকটার চাষীদের ভাড়ায় দেবার জন্য আছে। জমি চষার কাজ ছাড়াও, কুয়ারের কাজ এতে হয়। তাতে জমি সমতল করা হয়। ট্রাকটারের প্রয়োজন হ'লে আগে থেকে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মুক্তি পড়ুন—

অপরকে পড়ান !

কৃষি সংবাদ

আখের চাষ

আখ একটি অর্থকরী ফসল। আখ চাষে লাভবান হতে হলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করে এই পক্ষের মধ্যেই আখ লাগান শেষ করুন।

(১) উন্নত জাত যেমন সি-ও ১১৩২, ১২৩২, ৬২০১০, ৬৩০১৫, ১০০৮,৫২৭, ৪১৯ প্রভৃতি রোগ মুক্ত বীজ লাগান।

(২) বীজ লাগানর আগে প্রতি কুইন্টাল বীজ ৫০ গ্রাম এরিটন-৬ জাতীয় ওষুধে শোধন করে নিন।

(৩) আখকে উইপোকার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আখ লাগানোর সময় জেলিতে একর প্রতি ১০ কেজি হারে ৫ শতাংশ অলড্রিন গুড়ো ছড়িয়ে দিন।

(৪) সঠিক দূরত্বে আখ লাগান।

লাইন থেকে দূরত্ব :—৩০ ইঞ্চি।
গর্ত্তের চওড়া— ১২ „
গর্ত্তের গভীরতা— ১০ „

(৫) বীজের হার :— একরে ২৪ থেকে ১৫ কুইন্টাল।

(৬) সার প্রয়োগ :— একরে নাং ৮০ কেজি।
ফসফেট— ৪০ কেজি।
পটাশ— ৪০ কেজি।

শেষ চাষের আগে একরে ১৫০ থেকে ২০০ মন কম্পোষ্ট বা আবর্জনা সার ছড়িয়ে দিন। অর্দ্ধেক নাইট্রোজেন অর্থাৎ ৪০ কেজি নাইট্রোজেন। ৪০ কেজি ফসফেট এবং ৪০ কেজি পটাশ শেষ চাষের আগে ছড়ান। বাকি নাইট্রোজেনের ১/৪ অংশ অর্থাৎ ২০ কেজি লাগানর ৪০ দিন পরে এবং ১/৪ অংশ অর্থাৎ ২০ কেজি লাগানর ৯০ দিন পরে প্রয়োগ করুন। জেলি বেঁধে দিন।

(৭) সেচ :—বর্ষার আগে পর্য্যন্ত ১৫/২০ দিন অন্তর জমির অবস্থানুযায়ী সেচ দিন।

বোরো ধান

(১) রোয়ার ১০ ও ২০ দিন পর ছোট হাত কোদাল দিয়ে ২ বার নিড়ানি দিন।

(২) রোয়ার ৫ সপ্তাহ পরে একর প্রতি ২৪ কেজি নাইট্রোজেন চাপান দিয়ে জমি ভালভাবে ঘেটে দিন। এর জন্য একর প্রতি ৫২ কেজি ইউরিয়া লাগবে। ৮ সপ্তাহ পরে একর প্রতি ১২ কেজি নাইট্রোজেনস পরিমাণ শুকনো মাটী বা বালির সাথে মিশিয়ে জমিতে দ্বিতীয় বার চাপান দিন। এবার জমি ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। পরিমাণ নাইট্রোজেন দিতে একর প্রতি ২৬ কেজি ইউরিয়া লাগবে। জলদি জাতে দ্বিতীয় বার চাপান সার দিবেন না।

প্রকল্প আধিকারিক (বহুমুখী শস্য) পদাধিকার বলে
জেলা কৃষি আধিকারিক পক্ষে শ্রীবংশীধর চট্টোপাধ্যায়
সার উন্নয়ন আধিকারিক পুরুলিয়া কর্ত্তৃক প্রচারিত।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

যেমনতর
কবীর বিবরণ দত্ত রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

সোমবার, ২৩শে মার্চ ১৯৭৮
৬ই চৈত্র ১৩৮৪

বার্ষিক ৯·৫০ সডাক ১০·৫০
নগদ ২০ পয়সা

(এই) গণতন্ত্রের মানে জানো?
'গণ' মানেই শাসনকারী।
(আর) শাসক দলের ল্যাং বোটেরাই
গণতন্ত্রের অধিকারী।

• • •

(জেনো) বুদ্ধি বিচার জ্ঞান গরিমা—
শাসনকারী দলেরই সব।
(এই) দলে যারা নেইকো তারা
বুদ্ধু নিরেট জরদ্গব !!

জয়প্রকাশ জন্মদিন উদযাপিত ঃ জন্মন্তী সভায় হামলা

হীরক জয়ন্তী দিবসে ৯০ লক্ষ টাকার তোড়া

১২ই মার্চ শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মদিন। ৭৫ বৎসর পূর্ত্তি দিবস। সারা ভারতের জয়প্রকাশ অনুরাগীরা তাঁর জন্মদিনে তাঁর হাতে ৭৫ লক্ষ টাকা তুলে দেবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করছিলেন—যাতে ঐ টাকা দিয়ে জয়প্রকাশজী সর্ব্বাত্মক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুতির সংগঠনে ব্যয় করতে পারেন। সংগৃহীত টাকা ৯০ লক্ষে দাঁড়ায়। ১২ই মার্চ অমৃত মহোৎসব কমিটি জয়প্রকাশজীর হাতে ৯০ লক্ষ টাকা তুলে দেন। ঐ অর্থ ভাণ্ডার দিয়ে সারা ভারতে সংঠন কর্ম্ম পরিকল্পনা গৃহীত হবে।

কলকাতায় শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধীর সভা

সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে শ্রীমতী ইন্দিরাজীর কলকাতায় এক জনসভা করবেন ঘোষণা করা হয়—সারা কলকাতা সহরে প্রচারপত্র বা দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা চলতে থাকে। পরে হঠাৎ ঐ জনসভা বাতিল করা হয়। বোঝা গেল—জনসভার সাফল্য বিষয়ে অনিশ্চয়তার জন্যই জনসভা বাতিল হয়েছিল। এবারে নির্বাচনের পর ওঁদের সাহস বেড়ে যাওয়ায় বিগত ১৮ই তারিখে কলকাতার রিসেস পার্কের গ্রাউণ্ডে এক জনসভা করা হোল এবং ইন্দিরাজী বক্তৃতা দিলেন। যথারীতি ট্রাকভাড়া, বাসভাড়া প্রভৃতি ক'রে এবং বিভিন্ন উপায়ে গ্রামের মহিলা, বালকবালিকা সহ লোকজন এনে জমায়েৎ ভালই করা হোল। ঐ জনসভায় মূলতঃ তিনি জনতা সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলেন। ইন্দিরাজী বললেন—রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আমার বিরুদ্ধে ওরা মামলা করছে—জেল দিক—ফাঁসি দিক মা পারে করুক। জনসভার উদ্দেশ্যে মিছিলকারীরা পথে পথে যাওয়ার সময় একদল মিছিলকারী বিধানসভা ভবনের দিকে যাওয়ার এক পথে—যাতে ১৪৪ ধারা জারি ছিল সেই পথে—ঢুকে পড়েন। পুলিস বাধা দিতে চায়—তারা বাধা না মেনে ঐ পথেই চলে যায় এবং পুলিসকে মারধোর করে। মারপিট করলেও পুলিস কিছু করেনি—একথা বিধানসভায় সি, পি, এম, দলস আবুল হাসান বলেন।

পাকিস্থানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর ফাঁসির হুকুম

পাকিস্থানে মিলিটারী শাসন শুরুবার পর জুলফিকার আলী ভুট্টোকে গ্রেপ্তার করা হয়—খুনীতে, খুন প্ররোচিত অভিযোগে। এতদিন মামলা চলছিল। লাহোর হাইকোর্ট নরহত্যার অভিযোগে ১৮ই মার্চ ভুট্টোর প্রতি ও তাঁর আরও ৪ জন দলীয় প্রতি ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন। আদালতের হুকুমে বলা হয়েছে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা প্রথমে সুপ্রীম কোর্টে ও পরে প্রেসিডেন্টের কাছে প্রাণভিক্ষার জন্য আবেদন করার সুযোগ পাবেন।

ইন্দিরার বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিল

ইন্দিরাজীর কলকাতা আগমন উপলক্ষে কলকাতার কয়েক শত যুবক কালো ফেস্টুন নিয়ে—ইন্দিরাজীর বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিল বার করে। এই মিছিলে যুক্ত হয়—গণবাহী প্রগতি কমিটি, ডিমোক্রেটিক ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন, বিদ্যাসাগর কলেজ ছাত্র কমিটি প্রভৃতি।

জয়প্রকাশের জয়ন্তী সভায় হামলা

কিছুদিন পূর্বে শ্রীজয়প্রকাশজী একটি প্রস্তাব রাখেন যে, দেশের চাকুরীতে ২৩ শতাংশ তাঁর অনগ্রসর শ্রেণীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হোক। জয়প্রকাশের এই সিদ্ধান্তে পাঁখানকে বিশ্বস্ত লোক পাটনা গান্ধী ময়দানে জয়প্রকাশের জনসভায় হামলা সৃষ্টি করে। তারা ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে। জয়প্রকাশজীকে জনসভায় ঢুকতে দেয় না। বাধা পেয়ে তাঁর গাড়ী ফিরে যেতে থাকলে তারা ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। এই ব্যাপারকে সূত্র ক'রে বিহারে আরো গোলযোগ ঘটেছে।

ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার

বিধানসভা নির্বাচনে ভারতবর্ষের এক কোণায় ইন্দিরা-কংগ্রেসের কিছুটা সাফল্য ঘটেছে ব'লে, তারই উৎসাহে এখন ইন্দিরার দল এখানে ওখানে বীরত্ব দেখাচ্ছেন। উত্তর প্রদেশে লখনউ সহরে ১৭ই মার্চ ইন্দিরা-কংগ্রেসীরা জনতা পার্টির বিরুদ্ধে পরিষদ ভবনে বিক্ষোভ দেখাতে অভিযান বের করেন। পরিষদ ভবনে যাবার জন্য পুলিস তাঁদের রাস্তা নির্দ্ধারিত ক'রে দেয়। কিন্তু পরিষদ ভবনে যাবার যে রাস্তায় ১৪৪ ছিল—সেখান দিয়ে যেতে নিষেধ করলেও, নিষেধ অমান্য ক'রে মিছিল এ পথে যায়। তাতে পুলিস তাদের গতিরোধ করে—নেতাদের গ্রেপ্তার করে। তখন মিছিল-কারীরা কর্ত্তব্যরত পুলিসদের লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস লাঠী ও কাঁদানো গ্যাস ব্যবহার করে। কয়েকজন পুলিস আহত হন এবং অন্য ব্যক্তিও জন ৫০ আহত হয়েছেন।

মিছিলের যুক্ত নেতাদের মধ্যে রয়েছেন—কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীএন, ডি তিওয়ারী, শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী, উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমতী মহবীনা কিদোয়াই, কর্ণাটকের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীউমা-শঙ্কর দীক্ষিত, উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমতী রাজেন্দ্র কুমারী বাজপাই ও প্রাক্ত আটশত জন।

পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন ৪ জুন; প্রতীক চলবে

পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে স্থগিত রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলীয় প্রতীক ব্যবহার করতে পারবেন—নির্ব্বাচন কমিশন সম্মতি দিয়েছেন। রাজ্য বিধানসভায় শনিবার একথা ঘোষিত হয়েছে।

পঞ্চায়েত খাতের বিতর্কের জবাবী ভাষণে বিত্তমন্ত্রী শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ৪ জুন নির্বাচন হবে। ৩০ হাজার ভোট কেন্দ্রে আড়াই কোটি ভোটার ভোট দেবেন। তিনটি স্তরে নির্বাচন হবে। সাড়ে সাত লাখ ব্যালট পেপার লাগবে। (প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে গ্রামসভা, অঞ্চল পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের জন্য ভোটার হবে তিন থেকে চার লাখ কর্মচারী। যেদিন ভোট হবে, ফলাফলের গণনাও হবে সেদিনই—ভারতবর্ষে এরকম ব্যবস্থা এই প্রথম। দু লাখ পুলিশকে এজন্য নামানো হবে। ৪৭ কোটি গ্রামে গ্রামসভা নির্বাচন। এজন্য খরচ ধরছে পাঁচ থেকে ছয় কোটি টাকা। রাজ্য সরকার নির্ব্বাচিত পঞ্চায়েতগুলোর জন্য ২৫ কোটি টাকা রেখে দিয়েছেন।

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়ার সাহিত্যিক সম্মানিত

কলিকাতার প্রধান "উল্টো রথ" মাসিক পত্রিকা—তার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে পশ্চিম বাংলার একটি উপযুক্ত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। পুরুলিয়া থেকে মুন্সেফকাছারি শ্রীনিত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত ঐ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। তাঁর উপন্যাসের নাম "উত্তরণ।" প্রতিযোগিতায় ঐ উপন্যাসটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে এবং পত্রিকার পক্ষ থেকে শ্রীসেনগুপ্তকে পাঁচশত টাকা দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। এই নেওয়া একজন সাহিত্যিকের এই কৃতিত্বে আমরা সবিশেষ আনন্দিত।

রাজ্যপালের সঙ্গে সাংবাদিক ও অন্যান্য জন-প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী স্থানীয় সার্কিট হাউসে রাজ্যপাল শ্রীভিভুবন নারায়ণ সিংহের সঙ্গে শ্রীমহাদেব মুখার্জী ও শ্রীঅধরীণ মুখার্জী এম-এল-এ দ্বয়ঃ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ীদের অধ্যক্ষ স্বামী কৃষ্ণানন্দ মহারাজ, বেঙ্গল ক্লাব ও নবকৃষ্ণ নিবাস এর সম্পাদক ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক; রোটারী ক্লাবের শ্রীগোবিন্দ মুখার্জী ও শ্রীবীরেন কুণ্ডু; লায়ন্স ক্লাবের শ্রীএল, এন, রাজপুরিয়া, বার এ্যাসোসিয়েসনের শ্রীকৈলাশপ্রসাদ সিংহ, সেরামী মিশন ও অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিগণ সাক্ষাৎ করেন।

রাজ্যপালের সঙ্গে পুরুলিয়া ক্লেস ক্লাবের পক্ষে শ্রীঅশোক চৌধুরী সভাপতি; শ্রীবিশ্বনাথ সাহা, সহ-সভাপতি; শ্রীনির্মল প্রসাদ চ্যাটার্জী; শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখার্জী; শ্রীভবানী প্রসাদ সরকার প্রমুখ সদস্য সাংবাদিকগণ সাক্ষাৎ করেন। সাংবাদিকগণের পক্ষ থেকে নিয়লিখিত বিষয়গুলি উত্থাপিত ও আলোচিত হয়। আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে ছিল :—

১। পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের প্রয়োজনে ও পরিপ্রেক্ষিতে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুলিয়া উন্নয়ন বর্পোরেশন গঠিত হোক।

২। পুরুলিয়া জেলার কৃষির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে জেলার কৃষি দপ্তরকে অন্যান্য উন্নত জেলার সম মর্য্যাদা সম্পন্ন করা হোক এবং পুরুলিয়ায় একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হোক।

৩। জেলায় কোনও বৃহৎ সেচ প্রকল্প এই পর্যন্ত গৃহীত হয়নি—অতএব আপার কংসাবতী সেচ প্রকল্পটি রূপায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গৃহীত হোক।

৪। পুরুলিয়ার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যাত্রীদের দুঃখ সুবিধা নিরাকরণ ভাবে উপেক্ষিত ও অবহেলিত। সুতরাং অবিলম্বে নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী রূপায়িত হোক—

ক) পুরুলিয়া কোটমিলা ছোট লাইন ব্রড গেজ করা;
খ) পুরুলিয়া-রাঙ্কা এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করা;
গ) পুরুলিয়া ট্রেনের উত্তরে বেলওয়ে ক্রসিং এ ওভারব্রীজ;
ঘ) মুরি অফিস থেকে শুভদ সেড পর্য্যন্ত ওভারব্রীজ;
ঙ) পুরুলিয়া ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা।

৫। পুরুলিয়ার উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষভাবে অবহেলিত। সুতরাং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কলেজ, নিম্নাবিনী কলেজ এবং রঘুনাথপুর কলেজে বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ে অনার্স ক্লাস খোলা; প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরী ও হোষ্টেলের ব্যবস্থা;

৬) রাঙ্কীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় দুইশত শিক্ষিত্রীর পদ দুই বৎসরকাল শূন্য আছে এবং ফলে বহুসহ বালিকা বৎসরাধিককাল অচল হয়ে পড়েছে। সুতরাং অবিলম্বে শূন্য পদে শিক্ষিত্রী নিয়োগ ও নূতন বাস চালু করা।

৬। পুরুলিয়ার প্রস্তাবিত সিমেন্ট কারখানা ও এ্যালয় ষ্টীল কারখানা চালু করার ব্যবস্থা।

৭। পুরুলিয়ায় ওয়াটার ওয়ার্কস এর দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজ অবিলম্বে শুরু করা।

রাজ্যপাল উপরোক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা কালে অধিবাসী অধ্যুষিত পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং সেই অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

কবি সম্পর্কে ডাইলাও ক্লাম্মি রাজ্যের সর্বত্র প্রয়োজনানুসারে প্রবর্তনের আশ্বাস দেন—কিন্তু কবি দপ্তরের উন্নয়ন সম্পর্কে রাজ্যপাল বলেন যে তাঁর পক্ষে প্রশাসনিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বলে করেন না।

রেল সম্পর্কে বলেন যে পুরুলিয়া-কোটশিলা ব্রডগেজ লাইন করা সম্পর্কে তিনি সচেষ্ট রয়েন—কিন্তু অন্যান্য বিষয়-সম্পর্কে রেল দপ্তরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের পরামর্শ দেন।

উচ্চ শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি ছাত্র বিক্ষোভ; গণ চৌত্যাটুকি প্রভৃতি ব্যাধির উল্লেখ করে অভিভাবক ও সাংবাদিকদের শুভ পরিবেশ গঠনে সহায়তা দিতে আবেদন করেন। শিক্ষিত বেকারদের তীব্রতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিত্রীর পদ শূন্য থাকায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন।

অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে রাজ্যপাল জানান যে প্রশাসনকে সচেষ্ট হতে তিনি পরামর্শ দেবেন।

কো অর্ডিনেশান কমিটির সাংবাদিক সম্মেলন

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী পুঃ বঃ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের কো অর্ডিনেশান কমিটি পুরুলিয়া শাখা এক সাংবাদিক বৈঠকে দুঃখ, পংক্তিত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কমিটির প্রচেষ্টার বিষয় বাধ্যাত করেন। সরকারী কাজকর্মে তাঁরা নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি মেনে চলতে চান :—কাজের গতি ক্ষিপ্র হোক; সময়ে কাজ হোক; বকেয়া কাজ—থাকবে না; জনগণের স্বার্থরক্ষা হোক; প্রভৃতি।

আমরা কমিটির এই শুভ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই এবং পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

তাল গুড় শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রের বিবরণ

পুরুলিয়া জেলার চেলিয়ামা ব্লকে ডুমুরকোলা গ্রামে মহামায়া সোসাইটির উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ খাদী ও গ্রামীন শিল্প বোর্ড তথা পুরুষ রাজ্য তালগুড় শিল্প সমবায় মহা সংঘ লিমিটেডের পরিচালিত খেজুর গুড় শিল্প শিক্ষা কেন্দ্রে স্থানীয় সর্ব্বশ্রী (১) অমীম মুসকার (২) দিবাকর কর্মকার (৩) সুবল কর্মকার (৪) তপন মুখার্জী (৫) প্রাণকৃষ্ণ কর্মকার (৬) হারাধন কর্মকার (৭) আদিত্য মুখার্জী (৮) কার্তিক মিশ্র (৯) সাধন কবিরাজ (১০) মুকলিরাম কর্মকার এই কয়জন শিক্ষার্থী শিক্ষাকালীন একশত রকমটী খেজুর গাছ নিয়ে ১৯৭৭ সই ডিসেম্বর হতে ১৯৭৮, ৮ই মার্চ পর্য্যন্ত তিন মাস সময়কালের মধ্যে ৫৪৪৬,০০০ কেজি নীরা সংগ্রহ করেন এবং উহা হতে শিক্ষার্থী, অভ্যাগতদের পানের নীরা ১৬৪,০০০ কেজি বাদে ৫৩১২,০০০ কেজি নীরা ঘোল দিয়ে (১) পাটালী ৪৭,৫০০ (২) দানা গুড় ২২৯,১৫০ (৩) সিরাপ ১০৪,৩০০ মোট ৪৩৩,০০০ কেজি গুড় উৎপন্ন হয়। ইহার মূল্য মধ্যকেজি ৪,৫০, ৩,৫০, ২,৫০ হারে মোট ১৪৭,৬৩ টাঃ দাঁড়ায়। এই টাকাটাই বড় কথা নহে—একটা শিল্পের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য আবলম্বী হয়ে উঠাই শিল্পের মূল লক্ষ্য।

এই এলাকায় তালকাল খেজুর গাছ অবাবহার্য্য রূপেই দাঁড়িয়েছিল মাত্র। এমন শিল্পটী পেয়ে স্থানীয় সবাই আনন্দিত ও মহা উপকৃতবোধ করছেন। শিক্ষাকাল সমাপ্তির পরেই—তাল খেজুর সমবায় সমিতি গঠন করে সামনে আগত তালের মরশুমকে কাজে লাগার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠছেন।

কেন্দ্রের আনুষঙ্গিক খরচাদি শিক্ষার্থীগণ বহন করেছেন। এজন্য উৎসাহ প্রবাহিকও তাঁহারাই নিয়েছেন। মহা সংঘের তরফ থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মাসিক ৬০ টাকা বৃত্তি ছাড়াও এক খানা নীতাকালের কম্বাই প্রেষ্টে এবং পলা, দুখানা ছেদনীর অস্ত্র, ১টা বালতী আদি দিয়ে ভবিষ্যতে কাজের পথ সুগম করেছেন।

এখানে উল্লেখ থাকে যে - প্রথমাবস্থায় হাতে খড়ির জন্য প্রত্যেক মাত্র ১২টী গাছ নিয়েছিলেন - এখন প্রত্যেকেই উহার চতুগুর্ণ গাছ নিয়ে কাজ করতে পারবেন।

এই শিল্পে গাছ মালিকগণও লাভবান হয়েছেন আর কর্মকার ও কৃষকার শিল্পীগণও কাজ পেয়েছেন। রঘুনাথপুর ব্লকের ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল অফিস; পুরুলিয়া প্রোজেক্ট অফিস আর কলকাতা—তাল গুড় মহাসংঘের অফিসের ঐকান্তিকতায় নাথ, বিভিন্ন অফিসার এবং আরো অনেকে শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

মুক্তি

৬ই চৈত্র ১৩৮৭, সোমবার

ইন্দিরা-সাফল্যের মূল্যায়ণ

সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে, কর্ণাটক ও অন্ধ্রে ইন্দিরা-কংগ্রেসের বিশেষ সাফল্য হয়েছে। মহারাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতার লোভে ইন্দিরা-কংগ্রেস ও চ্যবন-কংগ্রেস ছোড়াতাড়ি ছিঁড়ে আলোয় করেছে। সেখানেও আপাতঃ দৃষ্টিতে ইন্দিরাজীর কলাকৌশলের জয় হয়েছে বলে একরূপ উল্লসিত হয়েছেন। এবারে ৬টি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে জনতা পার্টি খুবই শোচনীয় ফল করেছেন।

জনতা পার্টির এই শোচনীয় পরাজয়ে, এবং ইন্দিরাজীর তথাকথিত এই জয়ের ফলে, দেশে একটা ভুমুল কথার স্রোত আরম্ভ হয়েছে। একদল মনে করছেন—ইন্দিরাজী অনাবাধ্য মানুষ। এহেন দারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছেন কেউ বা আবার আতঙ্কে আর্তনাদ ক'রে বলছেন—ইন্দিরাজী আবার সর্বগ্রাসী এক নায়কত্বের দিকে তরতর ক'রে এগিয়ে চলছেন—মারা ভারতের সবনাশ এক হবে—ইন্দিরাকে ঠেকাতে এক বিশাল যুক্তফ্রন্ট করো; নতুবা আর রক্ষে নেই।

সুপ্রকাশ নারায়ণ একজন জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি, দেশের রাজনৈতিক জীবনের এক একটা সন্ধিক্ষণে, এক এক সময়ে, এক একটা যেমন বেদনার্ত কণ্ঠে তিনি ব'লে ফেলেন—এবারের তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তিনি বলে ফেললেন—ইন্দিরা জনসেবার মূল্য বুঝতে পেরেছেন ব'লেই তাঁর এই সাফল্য! জনতা পার্টির মধ্যেও একরূপ মনে করছেন যে, ইন্দিরাজী পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য আর দাঁড়িয়েছেন ব'লে, তাঁর আজ এই বিরাট সাফল্য লাভ হচ্ছে। দেশের ইন্দিরাজীকে ঠেকাতে হ'লে পিছিয়ে পড়া মানুষদের হাত করতে হবে।

নানা কথার এই সব স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে, আমরা যা মনে করছি তা এই। ইন্দিরাজী জনসেবার মূল্য এক কানাকড়ি বোঝেন নি। ওঁর চিন্তায়, হৃদ্যে ও মাংসের ভেতরে মানুষের সেবার এক বিন্দু মাত্র সদার্থ নেই। থাকলে বিগত ত্রিশ বছরেই তা বোঝা যেত। ক্ষমতা, শক্তি, চক্রান্ত, আর্থনাবন ছাড়া মানবসেবার কোনো কথা তাঁরবোধ এর সময় ঐ ত্রিশবছরে হয়নি। পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য ওঁর হৃদয়ের ব্যাপার হচ্ছে—ভোটের সময়ে যেমোনে যে কথা বললে কাজ হয়।

আর তাঁর সাফল্যের ব্যাপার। এটা একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে শিকে ছিঁড়েছে মাত্র। তুমি আগে থাক নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারে, দেশের কোটি কোটি মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে, এক নীরব বিদ্রূপ করতে বাধ্য হয় সেই মানুষই একদিন আবার জেনে বুঝে ইন্দিরাজীর সেবার মুড় হ'য়ে ভোট দিয়েছে—এ নিয়েপ্তই অন্যান্য ব্যাপার।

যে রাজ্যগুলিতে ইন্দিরাজীর তথাকথিত সাফল্য ঘটেছে—সেই রাজ্যগুলি ভোটের আগের দিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের শাসনের কলঙ্ক মধ্যেই ছিল। নির্বাচন আসছে জেনে কয়েক মাস থ'রেও এঁরা সাধারণ মানুষ ক ভোলাবার সুতো বাবরা করেছিলেন। লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরাজীরও যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হয়েছিল। তাঁর আগে তাঁর ধারণা ছিল যে, দেশের মানুষ তাঁর জীতদাস - দেশের মানুষকে জুতোর তোঁজর দিলেও, তাঁরা তাঁর সেই জুতো সাধার বহন করেও, তাঁকেই ভোট দেবে।

ইন্দিরাজীর সেই অহংকিত মূলদাংত হওয়ার পর, কাতর স্বরে তাঁকে বলতে হয়েছে—ক্ষমতার বলে জরুরী আইন আর করব না—সংসদকে একটা ওপরে তোলা উচিত হয় নি—ভুল করেছি ইত্যাদি। ইন্দিরাজীরা ত্রিশ বছর শাসন জীবনে মানিকও ক'রে আসছেন। ত্রিশবছর ধ'রে ঘেরে আসছি - ওঁদের শাসনে হরিজন আদিবাসীদের ওপর কী নারকায় কী অত্যাচার। গদী থেকে বিতাড়িত হয়ে, ইন্দিরাজী বাস্তুস হয়ে পড়লেন—হরিজনদের স্বার্থ রক্ষার জন্য—তাদের ওপর অত্যাচার নিবারণের জন্য। এসব অভিনয় ছাড়া কিছুই নয়।

আজ একথাও সত্য যে, দেশের লোকের বোকামীর জন্য ইন্দিরাজী যদি আবার ভারতের গদীতে আসীন হন—তৎক্ষণাৎ তাঁর ক্ষমতামত আচরণগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার ভারতবর্ষে করবে রকমের শাসন-অত্যাচার, অবিচার, শত্রুতা, চক্রান্ত সব চলতে থাকবে তাঁরই পরিচালনাধীনে।

কিন্তু সে ভয় নেই। ইন্দিরাজী আর ভারতের শাসনে ফিরে আসছেন না—এ অবধারিত। তা তিনি যতই কসাহের মালা গাথে করুন; আর যতই হৃদয়বধারির দেখান—আর যতই গ্রহ শান্তির ব্যবস্থা করুন। এই বিধানসভা নির্বাচনে, ভারতের একটা বিশেষ অঞ্চলে, বিশেষ পরিস্থিতিতে, এবারে তাঁর কিছুটা সাফল্য ঘটে গেছে। সাধ্য ভারতের রাজনৈতিক শাসনকে যখন করার মত তোমরের জোর আর আর তাঁদের নেই।

কায়েমী স্বার্থবাদীদের শক্তি এখনো ব্যাপকটা ভালই রয়েছে। তাঁরা এখনো ভেতর থেকে ইন্দিরাজীকে সহায়তা দিচ্ছে নিশ্চই - নিজেদের নতুন আশ্রয় খুঁজছে কারণ ইন্দিরাজীর মত ভেঙ্গে পড়া, মার খাওয়া, বিশে সুযোগ বিলুপ্ত হওয়া মুক্তিতে আর তাদের চলবে না। কায়েমী স্বার্থবাদীদের শাসনকে এখন খানিকটা সাফল্যকে মুখোস নিতে হবে। দেশের ইন্দিরাজী এখন আর এঁদের নেতৃত্বের উপযোগী হবেন না।

দেশের জনসাধারণের সামনে এখনও শত্রু লড়াই রয়েছে। ইন্দিরাজী ধীরে ধীরে তলিয়ে গেলেই বা কি। কায়েমী স্বার্থ তো মরেনি—তারা নূতন বেশে, নূতন নেতৃত্বে আসবার চেষ্টা করবে। জনতা পার্টি এখন ঠিক মতো নেতৃত্ব দিতে না পারলে—বিগত এই বছর যে, দেশে নানা বিচ্ছিন্ন কোয়ালিশন গড়তে আর ভাঙতে -ভাঙতে আর গড়তে থাকবে—দেশে কোনো শক্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, অনিশ্চিত শাসন হবে না—দীর্ঘকাল ধ'রে।

লোকসভা নির্বাচনের পর, এত বিশ্বাস, এত শিক্ষা সত্ত্বেও, ইন্দিরাজী নিজের বলটাকে নতুনভাবে গড়তে বা তাকে নেতৃত্ব দিতে পারলেন না। ক্ষমতার চক্রান্তসমূহের ঊর্দ্ধে একটা পরিষ্কার নেতৃত্ব দেবার শক্তি তাঁর হোল না। যতক্ষণ না বল ভেঙ্গে টুকরো হোল—ততক্ষণ তাঁর শান্তি ও চক্রান্তের শেষ ছিল না।

মহারাষ্ট্রে যখন দেখা গেল—দুটো কংগ্রেস মিলিত হলে, হাতে স্বর্গলাভ হবে—তখন দুই কোন্দলের মধ্যে ভাগ জোগাড়ের একটা বোঝাপড়া হোল মাত্র। এই প্রয়োজনের তাগিদেও তেমন হবেই, ওঁদের শিক্ষা বা উপলব্ধি হল না যে, সারা ভারতেই দু কংগ্রেসকে এক করার কী মূল্য আছে। এ বিষয়েও ইন্দিরাজী নেতৃত্ব দিতে পারছেন না। মহারাষ্ট্রে কোন্যে রকমে একটা মিলন হোল মাত্র; কিন্তু সারা ভারতে দু কংগ্রেসে হানাহানী, মারামারির ক্ষেত্র অবার খোলা রইল।

বিধানসভার ঐ নির্বাচনে দেখা গেল যে, দেশের মানুষের ভেতর আজও রাজনৈতিক চেতনা কতো কম। দেশের মানুষকে তৈরী না করলে গণতান্ত্রিক শাসন দেশের সুযোগ সন্ধানীদের দখলে যাবে বা শাসনে যারা আসবে—তারা জনমতকে উপেক্ষা করে যেয়াল খুশী মতো বা স্বার্থের উপযোগী ক'রে শাসন চালিয়ে যাবে। আর তাকে একটা গণতান্ত্রিক আবরণ দিতে চাইবে।

যাঁরা আজ শাসনে আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই ইন্দিরাজীকে ঠেকাবার জন্যই জনসেবা বা পিছিয়ে পড়া মানুষদের সেবা করবেন না। তাঁরা শাসনে বসেছেন—জনসেবা বা পিছিয়ে পড়াদের সেবার জন্যই। সেই কাজ ঠিক মতো তাঁরা করতে না পারলে, দেশের মঙ্গলব্যবস্থাতো দেশের আইনব্যবস্থাদিকে সবিরে দেবার অনুকূলতা পাবে। **দেশের কেন্দ্রের ও রাজ্যের** শাসনগুলিকে আজ যাঁরা কংগ্রেসকে সবিয়ে দেশকে গণতান্ত্রিক শাসন দিতে সংগ্রাম দিচ্ছেন - তাঁরা আশা করি সে কথা সর্বদা মনে জাগ্রত রাখবেন।

ভারতের শাসনজীবন এখনো পুরোপুরি রাজমুক্ত হল না—এ আজ ভারতের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বের কথা। যাঁরা দেশকে এই রাজর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য আজ ব্রতী, তাঁরা মনে রাখবেন - সর্বাগ্রে নিজের নিজের দলের রাজমুক্ত না করলে—জাতীয় রাষ্ট্র মুক্ত করায় শক্তি তাঁদের হবে না।

লোকব্রতী সোসাইটির প্রতি যে সব সহায়তা আসছে

লোকব্রতী সোসাইটি কংগ্রেসের আমলে কংগ্রেসী সরকারের চক্রান্তে নানাভাবে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়—তা জনসাধারণ ভালভাবেই জেনেছিলেন। কংগ্রেস আমলে ঐ সব অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই দিয়েছি। এবং কংগ্রেস আমল শেষ হবার পর থেকে, আমরা চেষ্টা করতে থাকি কাজকর্ম্ম সব যেন চালু করার মত পরিস্থিতি ফিরে আসে এবং যে সব ক্ষতি হয়েছে তার যতটা সম্ভব পূরণ যেন হয়।

পূর্ব্বে আমাদের লোকব্রতী সোসাইটির সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, ব্যাঙ্ক ঋণ বা অন্যান্য ঋণ নিয়েই কাজ করা হবে—সরকারী বা বেসরকারী কোনো সাহায্য নেওয়া হবে না। কিন্তু পরিস্থিতি যা ঘটল তাতে আমাদের ঐ কর্ম্মনীতি পরিবর্ত্তনের প্রশ্ন উঠল। কারণ দেখা গেল বহু আর্থিক ক্ষতি, বহু আর্থিক দেনা ও অন্যান্য বিবিধ ক্ষতি হয়েছে।

তাছাড়া, লোকব্রতীর বহু কর্ম্মী লোকব্রতীর ঋণের জন্য জামিন দাঁড়ানোর কারণে—লোকব্রতীর ক্ষতির সঙ্গে তাঁদের সম্পত্তিও জড়িত হয়। এজন্য আমরা স্থির করি যে, এইসব বিপদ কাটিয়ে ওঠার জন্য, শুধু নতুন ঋণের শক্তিতেই সামলানো যাবে না; ব্যাঙ্ক ঋণের সঙ্গে সরকারী বেসরকারী সাহায্য সংগ্রহেরও চেষ্টা করতে হবে। এই পরামর্শ আমাদের প্রথমে দু চার বিশিষ্ট ব্যক্তি দেন। তাঁরা বলেন যে, একটা জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানের যে বিরাট ক্ষতি করা হয়েছে—এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সম্পত্তিকেও যে ভাবে বিপন্ন করা হয়েছে—সেই সব ক্ষতির পূরণ আজ হওয়া উচিত—সরকারী তহবিল থেকে এবং সম্ভব হলে বা পাওয়া গেলে, অন্যান্য সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান থেকে। তাঁদের আরো অভিমত এই যে, সরকারের বহু কাজ আজ বৈদেশিক সাহায্যের টাকায় চলছে তখন এই ক্ষতি পূরণের জন্য ঐ সব টাকা এলেও, আপত্তির কিছু নেই।

ক্ষতির সাংঘাতিক পরিস্থিতির মধ্যে এবং কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির পরামর্শ সমীচীন মনে ক'রে, আমরা স্থির করেছি যে, ব্যাঙ্কের কাছ থেকে নতুন ঋণ নিয়েও যেমন আবার নতুন ক'রে কাজকর্ম্ম চালাবার চেষ্টা আমরা করব—তেমনি সরকারী বেসরকারী সাহায্য পাবার সুযোগ এলে আমরা তা গ্রহণ করব।

ঐ দৃষ্টি নিয়ে আমরা সম্প্রতি দিল্লীতে গিয়ে, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করেছি। রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলেছি। ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের সঙ্গেও ভালভাবে নতুন ক'রে কথাবার্ত্তা করেছি। দিল্লীতে গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক সম্মেলনে অংশ হয়ে গিয়ে, নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে ভালভাবে আলাপ পরিচয় হয়। এই সবের পরিচয়ের ফলে কাজের কিছু কিছু সুযোগের সম্ভাবনা হয়। পরিচয় পেয়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিজে থেকে এগিয়ে এসেছেন লোকব্রতীকে নানাভাবে সাহায্য করার জন্য। এই সব যোগাযোগ কোথায় কী হয়েছে সে বিষয়ে এখন খবর জানাচ্ছি। কারণ, এই জেলার বহু লোকে ব্যগ্র হয়ে আছেন লোকব্রতীর পুনর্গঠনের চেষ্টা, কতদূর কী অগ্রসর হয়েছে—তা জানাবার জন্য।

কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টা

কেন্দ্রীয় সরকার ইউনাইটেড ব্যাঙ্ককে জানিয়েছেন—লোকব্রতী সোসাইটিকে উপযুক্তভাবে সাহায্য করতে। নতুন সরকারের এই তৎপর সহযোগিতায় আমরা কৃতজ্ঞ।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের চেষ্টা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক ব্যগ্রভাবে জানিয়েছিলেন আমাদের দিক থেকে প্রস্তাবসমূহ যা আছে তা জানাতে; কারণ তাঁরা আবার ঋণ দিতে চান। আমরাও আমাদের প্রস্তাবসমূহ পাঠিয়েছি। তবে টাকা দিতে দেরী হচ্ছে একটা বিশেষ কারণে ব্যাঙ্ক জানিয়েছেন। কংগ্রেস আমলে ব্যাঙ্ক একটা মামলা করেছিলেন সেই মামলার ব্যাপারটার জন্য যেন নতুন ব্যবস্থায় কোনো অসুবিধে সৃষ্টি না হয় সেটা দেখে নেওয়া হচ্ছে তাতে বিলম্ব হচ্ছে।

বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে এক বৈঠক

কিছুদিন পূর্ব্বে (১২ই ডিসেম্বর) ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক একটি বৈঠকের আয়োজন করেন। পুরুলিয়া জেলার সমস্ত সরকারী বিভাগ—যা কৃষি কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেইসব বিভাগের প্রধানদের ঐ বৈঠকে আমন্ত্রণ করেন। কলকাতা থেকে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্ত একজন অফিসার ঐ বৈঠকে ব্যাঙ্কের বক্তব্য রাখতে আসেন। তিনি লোকব্রতী সোসাটির কাজের ইতিহাস এবং বিপর্য্যয়সমূহের কথা বলেন। এবং এই অবস্থায় জেলার জনস্বার্থের দৃষ্টিতে লোকব্রতীকে নানাভাবে সাহায্য ক'রে দাঁড় করানোর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা রাখেন।

তাঁরা সকলেই আন্তরিকভাবে সহায়তার প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই জানান। ব্যাঙ্ক ও সমস্ত অফিসারেরা যানবাহনের ব্যবস্থা ক'রে, পরের দিনের মধ্যেই সাগমা কৃষিক্ষেত্র ও বঙ্গবাড়ী কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন ক'রে আসেন। এবং বিভাগীয় প্রধান অফিসারেরা কে কীভাবে লোকব্রতীকে সহায়তা দিতে পারবেন তা আলোচনা করেন।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা

পশ্চিম বাংলায় কৃষি সম্প্রসারণের একটা উল্লেখযোগ্য কাজের ভার দেবার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের কাছে এই রাজ্যের জনসেবী প্রতিষ্ঠানের নাম চান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দুটি প্রতিষ্ঠানের নাম পাঠিয়েছেন, এক লোকব্রতী সোসাইটি। দুই—ঠাকুর সোসাইটি যার সম্পাদক খ্যাতনামা শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত। রাজ্য সরকার এই দুই প্রতিষ্ঠানকে এই কাজের ভার নিতে বলেন। আমরা রাজী হই। আমাদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের দায়িত্বশীল অফিসার এসে দেখা ক'রে প্ল্যান প্রোগ্রাম দেবার বিষয়ে কথা বলেন। আমরা প্ল্যান প্রোগ্রাম পাঠিয়ে দিই। বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের কৃষি মন্ত্রী এক বৈঠকে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর সঙ্গে কৃষি বিভাগের বিশিষ্ট অফিসারেরা ছিলেন তাঁরা আমাদের দু' প্রতিষ্ঠানের প্ল্যান প্রোগ্রাম সমস্তই অনুমোদন ক'রে পাঠিয়েছেন। এবং আরো কতকগুলি ব্যবস্থা যা আমাদের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার পক্ষে সুবিধেজনক হবে—সেই ব্যবস্থাগুলিও কৃষিমন্ত্রী ঐ বৈঠকে অনুমোদন করেন। এ সবের বিশদ তথ্য পরে প্রকাশ করব। আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার—বিশেষ ভাবে কৃষিমন্ত্রীর প্রতি এবং কৃষি বিভাগের যে সমস্ত অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন—তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

কেন্দ্রীয় সরকারের গণশিক্ষা বিভাগের যোগাযোগ

দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের গণশিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ এক অফিসারের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি নিজে থেকে বিশেষ আগ্রহ করেন—লোকব্রতী সোসাইটির পক্ষ থেকে পুরুলিয়া জেলায় গণশিক্ষা প্রসারের কাজের ভার নিতে। তাঁদের বিশেষ আগ্রহে একটি পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে এবং সেই পরিকল্পনা রাজ্য সরকার অনুমোদন করেছেন। এবিষয়ে তথ্যাদি পরে প্রকাশ করব। কেন্দ্রীয় সরকারের গণশিক্ষা বিভাগের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজ-কল্যাণ বিভাগের যোগাযোগ

দিল্লীতে গান্ধী পিস ফাউণ্ডেসনের সম্মেলনে যোগদানের কালে, ফাউণ্ডেসনের কর্ম্মীদের মধ্যস্থতায়, কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনিও নিজে থেকে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন—লোকব্রতী সোসাইটি যেন পুরুলিয়া জেলায় দুর্গত মহিলাদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের কাজের ভার নেন। তিনি বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় আমরা ঐ সম্পর্কে পরিকল্পনা দিয়েছি। ঐ পরিকল্পনাটি সম্পর্কে রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে পত্র দিয়েছেন। এই পর্য্যন্ত সংবাদ জানি। বিশদ তথ্য পরে প্রকাশ করব। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

পুরুলিয়া জেলার জেলা শাসক ও বিভাগীয় প্রধানদের চেষ্টা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের কলকাতা অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে, লোকব্রতীর সেক্রেটারীকে সঙ্গে নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করেন। লোকব্রতীকে পুনর্গঠিত করার জন্য তাঁর কাছ থেকে কী সাহায্য পাওয়া যেতে পারে—জিজ্ঞেস করেন। জেলা শাসক যেভাবে সাহায্য করার আশ্বাস দেন তা খুবই উল্লেখযোগ্য। জেলার বিভাগীয় অফিসারেরাও নিজ নিজ সাহায্যের আশ্বাস দেন। জেলা শাসক তথা বিভাগীয় অফিসারেরা কে কী ব্যবস্থা করছেন তা পরে বিশদ তথ্য প্রকাশ করব। ঐ সঙ্গে প্রকাশ করব—ব্যাঙ্ক প্রস্তাবিত বৈঠকে কে কে এসেছিলেন এবং কে কে আমাদের ফার্মগুলি দেখতে গেছলেন। জেলা শাসক ও বিভাগীয় অফিসারদের সহানুভূতি ও সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের আন্তরিক উদ্যোগ

এখানে বলা দরকার যে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে অফিসারদের নিয়ে ঐ বৈঠক করার যে সব আয়োজন করা হয়—তার জন্য আমাদের দিক থেকে কোনো বলা কওয়া বা চেষ্টা করা হয় নি। ব্যাঙ্কের নতুন চেয়ারম্যানের আন্তরিক সহানুভূতির ফল স্বরূপই এই সব কাজের রূপ দেখা দেয়। ব্যাঙ্কের অন্যান্য অফিসারেরা এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। আমাদের বিষয়ে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক কী কী চেষ্টা করছেন—আমরা পরে তার বিশদ তথ্য প্রকাশ করব। আমরা এসবের জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কার্য্যভার

নিজ ব্যবস্থাধীন এক অর্থ তহবিল থেকে, কেন্দ্রীয় সরকার পুরুলিয়া জেলায় সেচ বিষয়ে একটি বড়ো কাজের আয়োজন করছেন। এবং এই কাজের ভার লোকব্রতীর ওপর দিচ্ছেন। এই ব্যবস্থা তাঁদের নিজেদের দিক থেকেই করা হয়েছে। এই প্রস্তাবের পর দিল্লীতে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে লোকব্রতীর সম্পাদকের বৈঠক হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সহযোগিতায় আমরা কৃতজ্ঞ। এ সবের বিশদ তথ্য পরে দিচ্ছি।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

চিঠিপত্র

পুলিসের চক্রান্তে জুয়া খেলার আসর

শ্রীযুক্ত মুক্তি সম্পাদক মহোদয় সমীপে
পুরুলিয়া।

সবিনয় নিবেদন,

বান্দোয়ান থানার সুপুড়ি গ্রামে বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ১৮ই এবং ১৯শে ফাল্গুন রক্ষাকালীর পূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে। ঐ মেলা জুয়া খেলা, মদ এবং নাচনী নাচের জন্য বিখ্যাত। প্রতি বৎসরেই থানা পুলিসের সহায়তায় ঐ জুয়া খেলা চলিয়া থাকে। সেইজন্য যাহাতে ঐ জুয়া খেলা এবং মদের ব্যবসা না চলে তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া গত ১৬ই ফাল্গুন পুরুলিয়ায় পুলিস সুপার মহোদয় এবং বান্দোয়ান থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগার কাছে লিখিতভাবে জানানো হয়।

কিন্তু দেখা গেল ১৮ই ফাল্গুন যথারীতি পোষাক পরিহিত সিপাহীদের উপস্থিতিতে জুয়া খেলা আরম্ভ হইয়া যায়। তখন প্রায় সন্ধ্যা ৭টা গ্রামের সর্ব্বশ্রী ললিত মাহাত, শক্তি মাহাত, চিত্ত মাহাত, গোকুল মাহাত, নিরঞ্জনদাস মহন্ত লাঠি লইয়া খেলাগুলির চারিধারে ঘোরাঘুরি করিতে থাকেন এবং হম্বি তম্বি করিয়া বলিতে থাকেন যে এই খেলা যারা বন্ধ করিতে আসিবে তাদের মাথা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। আমরা তখন জিতান গ্রামে শ্রীযুক্ত ভজহরি মাহাতর সহিত যোগাযোগ করি। উনি আবার থানায় ঐ সংবাদ দিতে বলেন। আমরা তখনি গিয়া থানার বড়বাবুকে সকল ঘটনা বলিলে উনি বলেন যে; থানায় পুলিস নাই। তোমরা সব খেলোয়াড়দের পাইক, গুটি, টাকা ও অন্যান্য খেলার সরঞ্জাম ছিনে নিয়ে রাখবে আমি সকালেই যাবো। আমরা বুঝলাম দুর্নীতি প্রতিরোধে পুলিস আসবে না বরং আমরা যাতে বিপদে পড়ি তারই ব্যবস্থা করবে। আমরাও চুপচাপ ফিরে এলাম।

মেলায় এসে দেখলাম খেলা পুরা দমে চলছে। আর ললিত এবং তার দলবল আমাদের গালাগালি দিচ্ছে। এমন কি মারিবার উপক্রম করছে। তখন আমরা নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া যাই। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া খেলা চলিল। ১৯শে তারিখেও সারাদিন খেলা চলার পর সন্ধ্যার সময় দেখলাম থানার বড়বাবু একটি ট্রাকে আসিয়া নামিলেন এবং ললিত মাহাতর সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় সব খেলোয়াড়রা নিজেদের খেলার সরঞ্জাম গুটাইয়া বসিয়া রইল। বড়বাবু সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেলেন—এ দিকে খেলোয়াড়রাও আবার পূর্ণ উদ্যমে খেলা চালাইতে লাগিল। ২০শে ফাল্গুন বেলা ৭।৮টা অবধি খেলার পর খেলা শেষ হোল। ললিত মাহাত ও দলবলেরা তখনও হুঙ্কার দিয়া বলিতেছে—যারা এই খেলা বন্ধের চেষ্টা করেছিল তারা জানে না যে পুলিস আমাদের হাতে। ভজা (ভজহরি), নন্দা এরাকে দেখে নিব। এদের মাথার খুলি উড়াইয়া দিব। আর গ্রামের যারা জুয়ার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেছিল তাদেরও দেখে নিব। জানে না পুলিস আমাদের হাতে। বুঝলাম দুর্নীতিকারীদের সাহস কোথা হইতে আসে। কোন শক্তির আশ্রয়ে দুর্নীতিকারীরা বুক ফুলাইয়া অপরের মাথা কাটাইবার হুমকি দেখায়।

বামফ্রন্ট সরকার যতই বলছেন দুর্নীতি চলতে দেওয়া হবে না। প্রশাসনিক যন্ত্র অন্ততঃ বান্দোয়ান পুলিস তা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের পরিষ্কার ধারণা এই মনোভাবাপন্ন পুলিস যতদিন থাকবে ততদিন দুর্নীতি চলবে। প্রতিরোধের চেষ্টা করা বৃথা। সেইজন্য বামফ্রন্ট সরকারের কাছে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সর্ব্বশ্রী গগন সিং, চৈতন মাহাত, অতুল চন্দ্র মাঝি, গোউর মাহাত,
গোবর্দ্ধন মুদি।

মুক্তি পড়ুন—

অপরকে পড়ান !

পরলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাত

জয়পুর নির্বাচন ক্ষেত্রের এম, এল, এ শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাত বিগত ১৬ই মার্চ্চ সকালে কলকাতার শেঠ সুখলাল করনানী হাসপাতালে পরলোক গমন করেছেন। গুরুতর যকৃতের অসুখে ভুগছিলেন। তাঁর মরদেহ কলকাতা থেকে পুরুলিয়ায় আনা হয়। এবং সহর থেকে তাঁর বাসগৃহ গাড়াফুসডু গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর তিনি কংগ্রেস রাজনীতিতে যোগদান করেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তিনি ৪ বার বিধানসভায় নির্ব্বাচিত হন। গত নির্বাচনে জনতা প্রার্থী ও বামফ্রন্ট প্রার্থীদের পরাজিত ক'রে বিধানসভা সদস্য হন। তিনি কংগ্রেসের মধ্যে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

কলিকাতায় হাসপাতাল থেকে শবদেহ বিধানসভায় আনা হয়। সেখানে সব দলের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। অধিকরাত্রে পুরুলিয়া সহরে শবদেহ এসে পৌঁছুলে বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়।

তিনি বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। আমরা তার স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

Wanted

Wanted a B. Sc. (Bio) in leave vacancy for Nigamnagar N S. High School P. O. Adra, Dist Purulia. Apply to the Secretary within sevendays.

Wanted a B. A. in the deputation vacancy for nearly two months only for Barasini N. L. Jr. High School, P. O. Lipania, Dist. Purulia.

Preference will be given to trained arts graduate. Apply to the Secretary by 25.3.78 and attend for an interview on 26.3.78 at 11 a. m.

J. Mahato
18.3.78
Secretary
Barasini N. L. Jr. High School

আবেদন

১) দোলের আনন্দ উৎসব আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন। একের আনন্দ যেন অন্যের দুঃখের কারণ না হয়।

২) সহরের বড় বড় রাস্তায় দোলের উৎসব করবেন না। এই উৎসব সীমাবদ্ধ রাখুন গৃহ প্রাঙ্গণে, পল্লীর ছোট ছোট রাস্তাগুলিতে এবং নির্দ্দিষ্ট পার্কগুলিতে।

৩) অনিচ্ছুক অথবা সরকারী পোষক পরিহিত অথবা ভিন্নকর্ম্মাবলম্বী লোকদের উপর রং অথবা আবীর নিক্ষেপ করবেন না।

৪) শোভাযাত্রায় বিস্ফোরক বা আতসবাজী লগুড় প্রভৃতি হানিকারক অস্ত্রশস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ।

৫) সুরা অথবা কোন মাদক দ্রব্য সেবন করে উৎসবে যোগ দেবেন না।

৬) দোলের শোভাযাত্রা অথবা উৎসব নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করুন। নির্দ্দিষ্ট সময় ২৪-৩-৭৮ সকাল ৬টা থেকে বেলা ১টা পর্য্যন্ত।

৭) এমন রং ব্যবহার করুন যা সহজে উঠে যায়। উচ্ছ্বাসের বশে কাদা আলকাতরা প্রভৃতি আপত্তিকর বস্তু পথচারীদের প্রতি নিক্ষেপ করবেন না।

৮) অভিভাবকরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দোচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণ করুন।

৯) আইন ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট থাকুন এবং অপরকে সচেষ্ট থাকতে অনুরোধ করুন।

কমল কান্তি নস্কর
জেলা সমাহর্তা, পুরুলিয়া

পুরুলিয়া জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক কর্ত্তৃক প্রচারিত।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিরোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ৭ম সংখ্যা | সোমবার, ২৭শে মার্চ্চ ১৯৭৮ ১৩ই চৈত্র ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

স্লোগানেতে শুধু হয় না বন্ধু!
কাজে চাই পরিচয়।
হল্লা ক'রে তো গেছে বহুকাল
আর তাণ্ডব নয়॥

• • •

পার্টিতে, পার্টিতে, শাসনে, বিধানে
যে আছে যেখানে যত—
গঠন কাজের দিক্ পরিচয়—
সংযত সংহত॥

দিল্লীতে গ্রাম উন্নয়ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

দিল্লীতে সম্প্রতি সারা ভারতের গ্রাম উন্নয়ন কর্মধারা বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকা হয়। এই সম্মেলনটি আহ্বান করেন ভারতের গান্ধী পীস ফাউণ্ডেসন সহ দুটি বৈদেশিক সংস্থা ও আরো দুটি ভারতীয় সংস্থা মিলিতভাবে। চারদিন ব্যাপী—২৯শে জানুয়ারী থেকে ১লা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত—সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব যুব সংস্থার দিল্লীস্থ বিরাট ভবনে এই সম্মেলন হয়।

সম্মেলনে ভারতের ও বিদেশের ১৫২ জনপ্রতিনিধি যোগদান করে। ২৩টি বৈদেশিক সংস্থার প্রতিনিধি যোগ দেন। লোকব্রতী সোসাইটি এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হন। সোসাইটির সম্পাদক সম্মেলনে যোগ দেন।

বিশ্ব বিখ্যাত নোবেল লরেট ফিলিপস্ নোয়েল বেকার

এই সম্মেলনের একটি বড়ো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল যে, শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্ব বিখ্যাত ফিলিপস্ নোয়েল বেকার সম্মেলনে যোগ দেন এবং প্রথমদিন ও শেষ দিন দুটি সুদীর্ঘ ভাষণ দেন। তিনি ও তাঁর সহকর্ম্মীরা প্রতিদিন সম্মেলনে যোগ দেন। ইনি একদা ইংলণ্ডে মন্ত্রী ছিলেন এবং আনবিক অস্ত্র তৈরী বন্ধ করার বিষয়ে তথা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বিশ্ব বিদিত নানা সম্মেলনে দৌত্য করেন এবং বহু খ্যাতি সম্পন্ন শান্তি ত্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং এখনও দিচ্ছেন। গান্ধীজীর ভাবধারার পরিপূর্ণ সমর্থক এবং সম্মেলনে দু দিনই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীতার দৃষ্টিতে গান্ধীবাদ বিষয়ে তিনি অপূর্ব সুন্দর বক্তৃতা দেন।

রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক উদ্বোধন ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির যোগদান

সম্মেলন উদ্বোধন করেন—ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীনীলম্ সঞ্জীব রেড্ডি। প্রধান অতিথি ছিলেন—শ্রীনোয়েল বেকার। সম্মেলনে ভারতের শিল্পমন্ত্রী শ্রীজর্জ্জ ফার্নাণ্ডেজসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন এবং আলোচনায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। ৪দিন ব্যাপী সম্মেলনে বহু বক্তা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়

সম্মেলনে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল তিনটি। (১) ভারতবর্ষের গ্রামীণ জীবনের উন্নয়নে জনসেবী প্রতিষ্ঠানের (Voluntary Organisation গুলির) ভূমিকা কী ও উপযোগিতা কী কী। (২) গ্রামীণ জীবন উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা ধারা কীভাবে রূপায়িত হবে। (৩) দেশের মানুষের জন্য শ্রম, কর্ম্ম, জীবিকা ও সুযোগ প্রভৃতি লক্ষ্য রেখে দেশের কল কব্জা যন্ত্রপাতির জীবন (Technological aspects বা appropriate technology) কী ভাবে রূপায়িত হবে।

তিনদিন ব্যাপী, সাধারণ বৈঠকে ঐ বিষয়গুলির সম্পর্কে বহু আলোচনার পর ঐ তিনটি বিষয় সম্পর্কে প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করার জন্য তিনটি দলের ওপর দায়িত্বভার দেওয়া হয়। চতুর্থ দিনে একবেলার বৈঠকে পৃথক তিনটি দল ঐ তিনটি প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করেন এবং অপর বেলায় সাধারণ সম্মেলনে সেগুলি উত্থাপিত ও গৃহীত হয়।

প্রতিষ্ঠানগুলির রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক : বিভিন্ন দুটি মত

জনসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে প্রস্তাবের খসড়া রচনা কমিটিতে একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে তীব্র আলোচনার উদ্ভব হয়। অভিমত দু'দলে ভাগ হয়। একদল বলেন—এই সব জনসেবী প্রতিষ্ঠান—যেগুলি জন জীবনের বিবিধ গঠন কর্ম্মের দায়িত্ব নিয়ে থাকবে—সেগুলির কোনো কর্ম্মীর পক্ষেই কোনো রাজনৈতিক কর্ম্মে যুক্ত থাকা উচিত নয়। অপর দল বলেন—দেশের জীবনে আজ সর্ব্বত্র রাজনীতির প্রভাবের প্রশ্ন ও রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হবার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া দেশের শাসন গুলিও রাজনৈতিক দলের দখলে। সুতরাং এই অবস্থায় কাজ পেতে হলে—জনসেবী সংস্থাগুলিকে ও তার কর্ম্মীদের পুরো রাজনীতি করতে হবে।

লোকব্রতীর পক্ষ থেকে এই বিতর্কে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক প্রস্তাব

দু' দলের এই বিরোধের মধ্যে লোকব্রতী সোসাইটির সম্পাদক অরুণ চন্দ্র ঘোষ একটি প্রস্তাব রাখেন—যা সকলে গ্রহণ করেন। প্রস্তাবটি এই। "এহেন জনসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ রূপে তাদের অরাজনৈতিক ও নির্দ্দলীয় চরিত্র বজায় রাখবে, তবে এই সব সংস্থায় যাঁরা কাজ করছেন বা করবেন বা এর কর্ম্মী অথবা পরিচালকরূপে থাকবেন—এই সংস্থার বাইরে তাঁদের নিজেদের জীবনে রাজনীতি করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।"

এই প্রস্তাবের অনুকূলে যে যুক্তি রয়েছে

যে সব প্রতিষ্ঠান দেশের উন্নয়ন মূলক কাজের অর্থাৎ গ্রাম সংগঠন, কৃষি, শিক্ষা স্বাস্থ্য, রিলিফ ও নানাবিধ সমাজ সেবার কাজের ভার গ্রহণ করছেন—তাঁদের সেই সেবা দল, মত, শ্রেণী, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য থাকবে—যে কোনো মানুষ বিনা দ্বিধায় তার ন্যায় সঙ্গত সুযোগ পাবার জন্য যেতে যেন পারেন। কোনো রাজনৈতিক বৈষম্য যেন কারো জন্য কোনো বাধা সৃষ্টি না করে। এবং এহেন প্রতিষ্ঠানে যাঁরা কাজ করবেন তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী হিসাবে বা এই প্রতিষ্ঠানের কোনো বিষয়ে রাজনীতি করবেন না।

কিন্তু এহেন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন ব'লে কোনো মানুষ তাঁর দেশের প্রতি বা দশের প্রতি রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করবেন না—এ হতে পারে না। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি তাঁদেরও অন্যান্য কর্ত্তব্য আছে। তার মধ্যে রাজনৈতিক কর্ত্তব্যও অন্যতম।

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

চীন ভারত সম্পর্ক

সম্প্রতি চীনের একটি বাণিজ্য-প্রতিনিধি দল ভারতে এসেছিলেন। তার পরে আসেন কোট্‌নিস্ স্মারক কমিটির আমন্ত্রণে চীনের একটি শুভেচ্ছা মিশন। জাপানের সঙ্গে চীনের যুদ্ধের সময় চীনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে ভারত থেকে কয়েক জন চিকিৎসক চীনে পাঠানো হয়েছিল। এই চিকিৎসক দলের নেতা ছিলেন ডঃ দ্বারকানাথ কোট্‌নিস্। বাণিজ্য প্রতিনিধি দল ভারত চীনের বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নত করার আগ্রহ জানিয়েছিলেন। শুভেচ্ছা মিশন ভারত চীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নত করার জন্য আন্তরিকতা প্রকাশ করেছেন। এই মিশনের নেতা ওয়াং পিন্‌নান্ চীনের একজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রনেতা; তিনি চীন সাধারণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প-সদস্য এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতার জন্য চৈনিক গণ-সংস্থার প্রেসিডেন্ট, ইনি প্রধান মন্ত্রী দেশাইকে জানিয়েছেন যে, চীন ভারত সীমান্ত সমস্যা শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা মীমাংসিত হয়ে যাবে। এই উক্তির রাজনৈতিক গুরুত্ব এই যে, চীন এই প্রথম ভারতের সঙ্গে তার সীমান্ত বিরোধ থাকার কথা স্বীকার করল; এতদিন সে ভারত চীন সীমান্ত সম্পর্কে তার নিজের দাবিকে অপরিবর্তনীয় বলে এসেছে একে একটা অমীমাংসিত সমস্যা বলে স্বীকার করতেই চায়নি। চৈনিক শুভেচ্ছা মিশনের নেতা ওয়াং পিন্‌নান্ চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হুরাং হুয়ার পক্ষ থেকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে চীন পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এ সব সুলক্ষণ সন্দেহ নেই। তবে, ভারতের সঙ্গে চীনের সুসম্পর্ক স্থাপনের আন্তরিক আগ্রহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবে যখন চীন নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের সাহায্য দান নিঃসর্তে বন্ধ করবে। প্রথমতঃ উল্লেখ্য, চীনের সহকারী প্রধান মন্ত্রী তেং সিয়াও পিং কিছুদিন ব্রহ্মদেশে গিয়েছিলেন। সেখানে নে উইন সরকারের সঙ্গে তার আলোচনা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি। চীনের সাহায্যপুষ্ট "হোয়াইট্ ফ্লাগ" কম্যুনিষ্টরা চৈনিক সীমান্তের নিকটবর্তী বর্মী অঞ্চলে যে সরকার বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে আসছে, তা বন্ধ করার প্রশ্নে কোনও মীমাংসা হয় নি। নে উইন্ সরকারকে তেং সিয়াও পিং জানান যে, সোভিয়েত ইননিয়নের বিরুদ্ধে চীনের "প্রভুত্ব বিরোধী" [এন্টি হেজিমনি] স্লোগানে যোগ দিতে ব্রহ্মদেশ যদি রাজী হয়, তা হলেই বিদ্রোহী "হোয়াইট্ ফ্লাগ" কম্যুনিষ্টদের সাহায্য দান বন্ধ হবে।

স্বভাবত জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির অনুবর্তী নে উইন্ সরকার এই শর্ত মেনে নিতে সম্মত হন নি। ভারতকে সোভিয়েত বিরোধী শিবিরে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে চাপ সৃষ্টির আয়ুধ হিসেবে বিদ্রোহী নাগা মিজোদের ব্যবহারের কথা চীন যে চিন্তা করছে না, তা প্রতিপন্ন হতে এখনও বাকী। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী অবশ্য সুরুতেই একটি প্রশংসনীয় উক্তি করেছেন। "বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের যে সম্পর্ক রয়েছে তার বিনিময়ে কোনও তৃতীয় দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার কথা সে চিন্তা করে না।"

আফ্রিকার শৃঙ্গ

আফ্রিকা মহাদেশের বিশাল ভূখণ্ডকে যদি একটি অতিকায় প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে পূর্ব দিকে ভারত মহাসাগরের মধ্যে প্রসারিত আফ্রিকার অংশকে সে প্রাণীর শৃঙ্গ মনে করা যেতে পারে। বস্তুতঃ এই অঞ্চলটি আফ্রিকার শৃঙ্গ বলেই পরিচিত। সোমালিল্যাণ্ড ও ইথিওপিয়া রাজ্যের অবস্থিতি এখানে। সম্প্রতি আফ্রিকান শৃঙ্গের এই দুইটি রাজ্যের সীমান্ত সঙ্কট উপলক্ষ করে অতলান্তিকের দুই পারে আশঙ্কাজনক শৃঙ্গ সঞ্চালন সুরু হয়েছিল। আপাততঃ সে সঞ্চালন থেমেছে বলে মনে হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর সারা বিশ্বে রাজনৈতিক মুক্তির জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ হয়, তার প্রভাবে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীদের মৃগয়াক্ষেত্র আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তি লাভ করেছে বলা যেতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার সমস্যা ঠিক ঔপনিবেশিক সমস্যা নয়—ঔপনিবেশিকতারই সৃষ্ট জঘন্য বর্ণ-বৈষম্যের স্থানীয় সমস্যা এই দুই জায়গায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ আফ্রিকা ছাড়লেও সে যে সব সমস্যা রেখে গেছে, তাতে আফ্রিকা বিশেষভাবে পীড়িত। এই সমস্যাগুলির একটি হল সীমান্ত সমস্যা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি আফ্রিকায় তাদের অধিকৃত অঞ্চল সমূহের রাজনৈতিক সীমান্তরেখা টেনেছিল নিজেদের স্বার্থ অনুসারে—জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা প্রভৃতির কথা বিবেচনা করেনি। সোমালিল্যাণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভের পর তার সীমান্ত-সমস্যা এখন ইথিওপিয়ার সঙ্গে, কেনিয়ার সঙ্গে। ইথিওপিয়ার ওগাডেন অঞ্চলের মরুচারী অধিবাসী জাতিতে সোমালি। সোমালিল্যাণ্ড বৈদেশিক শক্তির সহযোগে এই অঞ্চলটি সামরিক বলে দখল করতে চেষ্টা ক'রে একটা আশঙ্কাজনক অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। আমেরিকার সাহায্য পুষ্ট সোমালিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইথিওপিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক সাহায্য আসে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ও কিউবার সামরিক বিশেষজ্ঞরাও সেখানে আসেন। এই স্থানীয় সঙ্কট সম্বন্ধে বৃহৎ শক্তিগুলির আগ্রহ প্রবল, কারণ আফ্রিকান্ শৃঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থিতি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ; এখানকার নৌ ও বিমানঘাঁটি ভারত মহাসাগরের পশ্চিম অংশে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বৃহৎ শক্তিগুলির এই আগ্রহ এত উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে যে, আফ্রিকার শৃঙ্গ "দ্বিতীয় ভিয়েৎ নামে" (অর্থাৎ ব-কলমে বৃহৎ দুই পক্ষের যুদ্ধে) পরিণত হতে পারে বলে আশঙ্কা হয়েছিল। যা হোক, সোমালিয়ান্ সৈন্য ওগাডেন্ থেকে প্রত্যাহৃত হওয়ায় এবং ইথিওপিয়ান্ সৈন্য সোমালিল্যাণ্ডের সীমান্ত অতিক্রম করবে না বলে আশ্বাস পাওয়ায় এখানকার মতো ফাঁড়া কেটে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

দিল্লীতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

(১ম পাতার পর)

মিঃ নোয়েল বেকারের সঙ্গে লোকব্রতী সোসাইটির সম্পাদকের সাক্ষাৎকার

ভারতবর্ষের বাইরের মানুষ হ'য়েও নোবেল লরেট মিঃ নোয়েল বেকার গান্ধীবাদের প্রতি যুক্তি সহ যে গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন—তাতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ও তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা করতে আগ্রহান্বিত হয়ে লোকব্রতী সোসাইটির সম্পাদক সম্মেলনের বিরতির সময় দেখা করেন ও তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। মিঃ বেকার সম্পাদকের সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করেন এবং তিনি জানান যে তিনি অন্তরের অন্তস্থল থেকে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে গান্ধীবাদ বিষয়ে তাঁর বক্তৃতার বিষয়গুলি তিনি বলেছেন।

৩০শে জানুয়ারী গান্ধীতিরোধান দিবসের বক্তৃতা

দিল্লীতে ঐ সম্মেলন চলা কালে গান্ধী পীস ফাউণ্ডেসনের পক্ষ থেকে ফাউণ্ডেসনের বক্তৃতা হলে গান্ধী তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। মূল বক্তা ছিলেন—মিঃ নোয়েল বেকার। সভাপতিত্ব করেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী শ্রীঅটল বিহারী বাজপেয়ী। গান্ধীজীর মহান আত্ম সমর্পনের বিচিত্র কাহিনীর বর্ণনা করে মিঃ বেকার বলেন যে, "অনেকে বলেন গান্ধীজী ভারতের মহামানব ছিলেন। আবার অনেকে বলেন যে, গান্ধীজী এশিয়ার মহামানব ছিলেন। কিন্তু আমি মনে করি তিনি সর্ব দেশের সব যুগের সর্বোত্তম মহামানব।"

বিদেশ মন্ত্রী শ্রীবাজপেয়ী গান্ধীজীর মহান জীবনের তথা বিশাল কর্ম্ম যজ্ঞের ইতিবৃত্ত গভীর আবেগের সঙ্গে আলোচনা করেন।

মুক্তি

১৩ই চৈত্র, ১৩৮৪, সোমবার

মুখ্যমন্ত্রী কি আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন?

আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, বামফ্রন্ট সরকার কয়েকটি বিষয় নিয়ে সারা ভারতে জোর এক জনমত সৃষ্টি করতে চান। এই বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে—(ক) কেন্দ্রের হাত থেকে আরো অনেক বেশী ক্ষমতা রাজ্যের জন্য চাই। (খ) কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে রাজ্য থেকে সংগৃহীত অর্থসমূহের ৭৫ ভাগ রাজ্যকে দেওয়া চাই। (গ) বেকারীর সমাধান জাতীয় পর্য্যায়ে করতে হবে (ঘ) অবিলম্বে কতকগুলি বিষয়ে সংবিধানের আমূল সংশোধন চাই—ইত্যাদি।

এই বিষয়গুলি নিয়ে শুধু যে বামফ্রন্ট অবিরত দাবী করছেন তা নয়। বামফ্রন্টের দাবী তোলার সঙ্গে সঙ্গে বামফ্রন্টের বিভিন্ন রাজনৈতিক অঙ্গগুলি---গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ইত্যাদি এ সব বিষয়ে জোর দাবী মিছিল প্রভৃতি সুরু করেছেন।

বামফ্রন্ট তথা তার সরকারের বক্তব্য এই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আরো ক্ষমতা না এলে,—সংবিধানের কতক অংশের আমূল পরিবর্তন না হ'লে—রাজ্যের জনগণের জন্য তাঁরা বিশেষ কিছু করতে পারছেন না।

ওদিকে আবার যুক্তফ্রন্টের সম্পাদক মশাই প্রায়শঃই বলছেন পুলিস ও অফিসারেরা বহুজনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। বরং তাঁরা নানাভাবে ষড়যন্ত্রই করছেন। এমতাবস্থায় জনগণের জন্য আশানুরূপ কিছু করতে পারা যাচ্ছে না।

যুক্তফ্রন্টের বিদ্বজ্জনেরা—চিন্তাশীলেরা—পরিচালকেরা যে সব কথা বলছেন—তাঁদের বক্তব্যের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব জ্ঞাপন ক'রেই আমরা বিনীতভাবে এসব বিষয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই! সে কথাগুলি হল এই।

ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধভাবে সংবিধান সংশোধনের যে বিধান দেওয়া আছে—সেই বিষয়গুলিতে সামান্য সংশোধন ছাড়া সংবিধান সংশোধনের কোনো অধিকার লোকসভার নেই। আমূল সংশোধনের কথা তো দূরে। একমাত্র সারা দেশের সম্মতির ভিত্তিতে নতুন গণ পরিষদের মাধ্যমে এর বিচারের ভিত্তিতেই সেই আমূল সংশোধন বা রাজ্য সরকার যে সব সংশোধন চাইছেন তা সম্ভব। সুতরাং এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই সংশোধনের দাবীর কোনো ফল বা মূল্য আপাততঃ নেই। অবস্থা যখন এই তখন সংবিধান সংশোধনের প্রশ্ন বাদ দিয়েই রাজ্য সরকারকে নিজের কাজ গড়ে তুলতে হবে।

দ্বিতীয় কথা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রাজ্য সরকার বেশী ক্ষমতার যে দাবী করেছেন—তার বিষয়ে কতকগুলি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ দাবী রয়েছে আমরা স্বীকার করি। তবে আমরা একথাও স্বীকার করি যে, বর্ত্তমানে, রাজ্য সরকারের হাতে যে ক্ষমতা সমূহ আছে—আগে সেই ক্ষমতাগুলির মাধ্যমে যতদূর কাজ করার সুযোগ আছে তা রাজ্য সরকার করুন। অর্থাৎ সে বিষয়ে কাজ আরম্ভ করুন এবং তাতে কতদূর কী করতে পারা যেতে পারে, তা দেশের সামনে রাখুন। তার পরই আরো বেশী ক্ষমতা চাওয়ার ন্যায়সঙ্গত দাবী থাকবে।

অধিকন্তু, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে বেশী ক্ষমতা আদায় করতে বিলম্ব হতে পারে। ঐ ক্ষমতাসমূহ না পাওয়া পর্য্যন্ত—রাজ্য সরকার বিশেষ কিছুই করতে পারবেন না একথাও আমরা মনে করি না। যা মনে করি তা এই।

১) রাজ্যসরকারের হাতে সংবিধান অনুসারে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে---তাতে যোগ্যতা থাকলে দারুণ কাজ করা যাবে। এবং এইভাবে যে সব ব্যাপক উন্নয়ন কাজ সম্ভব তার কথা বলছি। তবে রাজ্য সরকারের পক্ষে সেই অনুসারে কাজ করা সম্ভব যদি কেন্দ্রীয় সরকার শত্রুভাবাপন্ন হয়ে নানা বাধা সৃষ্টি না করেন। আমরা জানি জনতা সরকার এবিষয়ে কোনো বাধা সৃষ্টি করেন নি। বরং সহযোগিতার ভাবই দেখিয়ে যাচ্ছেন।

২) ব্যাঙ্কগুলি বহু ঋণ দিতে চায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারেরও বহু রকমের অর্থ তহবিল আছে---নানা উন্নয়ন কাজের জন্য প্রতিবছর রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্র খরচ করতে চান। এই সব টাকা ও ব্যাঙ্কের টাকা রাজ্যে জনগণের জন্য বহু পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে রাজ্য সরকার যদি নিজে তত্ত্বাবধান করেন ও জামিনদার হয়ে ঐ টাকা নিতে সম্পূর্ণ সক্রিয় ও যোগ্যতাসম্পন্ন থাকেন। আমরা জানি এই জেলাতেই এক ল্যাণ্ড ডেভলাপ ব্যাঙ্কেরই হাতে এই মাস পর্য্যন্ত খরচ করার জন্য বহু লক্ষ টাকা ছিল। সেই বহু লক্ষ টাকার অনেক লক্ষ টাকাই ঋণরূপে চাষীদের সম্পদ গঠন লাগলো না। এটা কার কাজের ত্রুটির পরিচয় হচ্ছে। রাজ্য সরকার ও জনগণের নয় কি? আরো বহু সরকারী তহবিলের অবস্থা এই।

৩) রাজ্য সরকারের হাতে যে সম্পদ-উৎস আছে ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতির যে সুযোগ সুবিধে আইন কানুনের অধিকার আছে--তাতে রাজ্য সরকার সারা রাজ্যে বিশাল সমবায় ধারা গড়ে তুলতে পারেন। তাতে রাজ্যের কোটি কোটি মানুষের শক্তি ও বুদ্ধি ও রাজ্যের লক্ষ লক্ষ একর জমির উৎপাদন শক্তি অভূ পূর্ব সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে। সারা বিশ্বে সমবায়ের শক্তিতে অভাবনীয় অগ্রগতি ও সম্পদের বন্যা নেমে এসেছে। এবং এই বিস্ময়কর সমবায় ইতিহাস শুধু টাকার শক্তিতেই গ'ড়ে ওঠে নি। গড়ে উঠেছে অপূর্ব সমবায় আইনে, বুদ্ধিতে, কর্মদক্ষতায়, আশ্চর্য্যজনক সংগঠন শক্তিতে ও দ্রুত ভাবপ্রচারে। অত্যন্ত দুঃখের কথা—বছর হতে চলল-- সমবায় আইনের রূপান্তর ঘটাতে জনমতের আলোড়ন করা হল না। সমবায়ের কদর্য্য আইনটাই রয়েছে।

(৪) বামফ্রন্ট সরকারের নিশ্চয়ই অজানা নেই যে, দেশের বিশাল সম্পদ সৃষ্টি ও অগ্রগতি কেবল আইনের জোর এবং টাকার জোরে হয় না—যে দুটির জন্য ওঁরা কেন্দ্রকে অবিরত বলছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন আসল শক্তি হোল জনশক্তি—কোটি কোটি মানুষের বাহুর শক্তি, বুদ্ধি, উদ্যোগ, কর্ম্মশক্তি—জনগণের সমবেত বল ও সংহতিপূর্ণ সংগঠন শক্তি। রাজ্যের যথার্থ ক্ষমতাকে যথার্থ রূপে বিকেন্দ্রিত ক'রে জনগণকে গ্রামে সহরে আত্মশক্তিতে,—সত্যকার ক্ষমতার অধিকারে দেশ জীবন গড়ে তুলতে যতদূর সম্ভব সুযোগ দিতে হবে। জেলাকে, অঞ্চলকে, গ্রামকে সেই বিকেন্দ্রিকৃত ক্ষমতার অধিকার দিতে হবে। তার নাম পঞ্চায়েৎ দিন—জেলা পরিষদ দিন, আর যাই দিন। কিন্তু দুঃখের কথা—রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সত্যকার উদ্যোগ কিছু নেই। পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনের নামে আজ যা রাজ্য সরকারের

পক্ষ থেকে করা হচ্ছে—সেটা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ধারে কাছেই যায় না।

(৫) পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট ক্রমাগত বলছেন- পুলিস ও কর্মচারীরা অযোগ্য, দুর্নীতি পরায়ণ, ফ্রন্টের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন। কোনো যোগ্যতা সম্পন্ন সরকার যদি নিজের যোগ্যতায় পুলিস ও কর্মচারী বাহিনীকে উন্নততর ও কাজের যোগ্য, ও অনুগত না করতে পারেন—তবে তাঁদের কৃতিত্ব কী হোল। এ তাঁদের করতে হবে।

৬) বর্ত্তমান আইনেই রাজ্যের আরো বহুবিধ অভাবনীয় উন্নয়ন ও অন্যান্য শক্তির সঙ্গে বহু রকম দুর্নীতির দমন করতে পারেন—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আমরা যে **কথাগুলি** বলেছি—সেগুলির সত্যতা ও যৌক্তিকতা বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রকাশ্য সম্মেলনে আলোচনা করতে রাজি আমরা চাই। মুখ্যমন্ত্রী কি এই অনুরোধে সাড়া দেবেন?

স্থানীয় সংবাদ

প্রথম বর্ষ দেহ সৌষ্ঠব ও যোগাসন প্রতিযোগীতার ফলাফল

গত ২৪। মার্চ্চ ও ৩১। মার্চ্চ '৭৮ তারিখে নেহেরু যুবক কেন্দ্রের উদ্যোগে পুরুলিয়া জেলা বেহসাঁচর সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় পুরুলিয়া বেলা প্রাঙ্গণে (এম-এস-এ ময়দান) প্রথম বর্ষ দেহ সৌষ্ঠব ও যোগাসন প্রতিযোগিতার সুষ্ঠুভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মোট ৭৫ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত প্রতিযোগীতার বিচারক কার্য করেন যথাক্রমে শ্রীবৃ উমর মিঃ, রাজ্যবিচারক, শ্রীশক্তি চ্যাটার্জী, রাজ্যবিচারক, শ্রীঅনিলবরণ পাত্র, রাজ্যবিচারক, শ্রীনীহার ধাল, জাতীয় বিচারক ও শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ মুখার্জী, জাতীয় বিচারক প্রমুখ ব্যক্তিগন। গত ৩১। মার্চ্চ '৭৮ তারিখে ঐ অনুষ্ঠানে সর্বজাতীয় যোগাসন প্রতিযোগীতায় পুরস্কৃত শ্রীঅরুণ কুমার দে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে যোগাসন প্রদর্শন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাছাড়া ঐ দিন পুরুলিয়া জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের বহু প্রতিযোগীতায় পুরস্কৃত শ্রীঅরুণ মুখার্জী দেহ প্রদর্শন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নেহেরু যুবক কেন্দ্রের যুব সংযোজক শ্রীসলিল গঙ্গোপাধ্যায় পুরুলিয়া জেলা দেহ গঠন সংস্থার সভাপতি শ্রীযোগীন্দ্র মুখার্জী, সাধারন সম্পাদক শ্রীশৈলব দত্ত নেহেরু যুবক কেন্দ্রের কর্মী ও নতিয়া জিমন্যাষ্টিক অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ণ সহযোগীতায় এই অনুষ্ঠান সফলতা লাভ করে।

নিম্নে এই প্রতিযোগীতার ফলাফল দেওয়া হইল :

দেহসৌষ্ঠব

৫৫ কেজি পর্য্যন্ত বিভাগ

১ম শ্রীঅতনু মিত্র, আনাড়া অ্যাথলেটিক ক্লাব ২য় শ্রীকেষ্ট ডুপার আনাড়া অ্যাথলেটিক ক্লাব ৩য় শ্রীসজল গুপ্ত, আনাড়া অ্যাথলেটিক ক্লাব

৫৫ কেজির উর্দ্ধ বিভাগ

১ম শ্রীশ্যামল চক্রবর্ত্তী, তরুণ এথ্লেটিক্স ট্রেনিং ক্লাব ২য় শ্রীসমর সরকার, মাওোয়ারী নবযুবক সঙ্ঘ, পুরুলিয়া। ৩য় শ্রীবাবলু চক্র সরাই, মাওোয়ারী নবযুবক সঙ্ঘ, পুরুলিয়া।

যোগাসন

বালক বিভাগ

যোগ কুমার শ্রীপিকু রায়, আনাড়া অ্যাথলেটিক ক্লাব। ২য় শ্রীহরেন লাট, রাজস্থান বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া। ৩য় শ্রীশেখর মিত্র, চিত্তরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

বালিকা বিভাগ

যোগ কুমারী সুতপা সেন, নতিয়া জিমন্যাষ্টিক অ্যাসোসিয়েশন পুরুলিয়া ২য় বাসন্তী ঘটক, নতিয়া জিমন্যাষ্টিক অ্যাসোসিয়েশন পুরুলিয়া। ৩য় পূর্ণিমা চক্রবর্তী, টাউন ক্লাব, পুরুলিয়া।

পুরুলিয়ায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন

গত ৪ঠা মার্চ্চ স্থানীয় 'রবীন্দ্র ভবনে' সুরতীর্থ সঙ্গীত চক্রের পরিচালনায় দ্বিতীয় বার্ষিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেল। সারারাত্রিব্যাপী এই অনুষ্ঠানের কণ্ঠ-সঙ্গীতাংশে গায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলনাথ, গঙ্গুবিনায়ক (বৈতকণ্ঠে) বেহালার পণ্ডিত তি, জি যোগ, নৃত্যে শ্রীমতী জয়শ্রী, তবলায় পণ্ডিত নানুভ মহারাজ সন্দীপ ঘোষ ও মনিলাল মিশ্র, সারেঙ্গীতে পণ্ডিত বসন্তলাল প্রমুখ ভারত তথা আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন শিল্পীগন অংশগ্রহণ করেন। অতিথয় উচ্চমানের এই অনুষ্ঠান সঙ্গীত রসিক শ্রোতাদের কাছে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়। সাধিকভাবে অনুষ্ঠানের এই জেলায় কৃষিপুর সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তথা সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গঠনে এই ধরণের সঙ্গীতানুষ্ঠান অসামান্য ভূমিকা পালনে সক্ষম। জেলার সঙ্গীতানুরাগী ভদ্রমহোদয়গণ উদ্যোক্তাদের এই ধরণের উদ্যোগে আরও একটু ধরণোসিতার হাত প্রসারিত করলে ফী-বছরে অন্তত: এমনি একটি সুন্দর অনুষ্ঠান সকলের পক্ষেই কল্যানকর হবে, সন্দেহ নাই। উদ্যোক্তাদের নানা অসুবিধার মধ্যেও এই শুভ প্রচেষ্টা জেলার মানুষের কাছে অভিনন্দনযোগ্য।

বেঙ্গল আর্ক ষ্টীল ওয়ার্কাস ইউনিয়নের গণমিছিল

বেঙ্গল আর্ক ষ্টীল ওয়ার্কাস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্রীসলিল রায় জানাচ্ছেন, ৯ই মার্চ্চ পুরুলিয়া "বেঙ্গল আর্ক ষ্টীল (টামনা) অবিলম্বে খোলার দাবীতে" বেঙ্গল আর্ক ষ্টীল ওয়ার্কাস ইউনিয়নের নেতৃত্বে একটি বিরাট গণমিছিল সারা পুরুলিয়া শহরে পরিক্রমা করে বেলা ১২টায় ডি, সির নিকট একটি গণ-ডেপুটেশন মাধ্যমে পূর্ব্বোক্ত দাবী সমূহ পেশ করার জন্য যান, কিন্তু ডি-সি ঐ দিন অনুপস্থিত থাকায় এ ডি-সির নিকট ঐ গণডেপুটেশন পেশ করা হয়। বেঙ্গল আর্ক ষ্টীল ওয়ার্কাস ইউনিয়নের কয়েকজন প্রতিনিধি এ-ডি-সির সহিত সাক্ষাৎ করেন। এবং বেঙ্গল আর্ক ষ্টীল ওয়ার্কাস ইউ নিয়নের বক্তব্য পেশ করেন।

বেঙ্গল আর্ক ষ্টীল ওয়ার্কাস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল, গত ২৩শে মার্চ্চ '৭৮ রাজ্যপিছা স্মৃতি ভবনে একটি 'প্রেস কনফারেন্সে' পুরুলিয়ার বিভিন্ন সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হন এবং তাদের বক্তব্য বুঝিয়ে বলেন এবং বেঙ্গল আর্ক ষ্টীল (টামনা) কারখানা বন্ধ থাকার জন্য যে বিরাট ক্ষতির কথা বলেছিল তার আশু সমাধানের জন্য আলোচনা করেন। প্রেস কনফারেন্সের কথা পরে প্রকাশিত হচ্ছে।

বিহার সংবাদ

ইচাগড়ে প্রস্তাবিত সুবর্ণরেখা বাঁধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

বিহারের চাণ্ডিল-ইচাগড় নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের এম, এল, এ ফতোয়ার্ডা ব্লকের শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম মাহাতর নেতৃত্বে গত ১৮ই মার্চ্চ তুলসী গ্রামে এক বিরাট জনসভা হয়। ঐ সভার আনুমানিক ২০।২৫ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। এই জনসভা একটি প্রতিবাদ জনসভা ছিল। ইচাগড় থানার মধ্যে ঘোড়লেঙ্গী গ্রামের কাছে সুবর্ণরেখা বাঁধের পরিকল্পনা কংগ্রেস আমলে করা হয়। বর্তমানে শোনা গেল ঐ বাঁধের নির্ম্মাণের প্রস্তুতি হচ্ছে। এই বাঁধ হলে ১৪ হাজার পরিবার উদ্বাস্তু হবে। সেজন্য ঐ অঞ্চলের মানুষ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছে এবং তার জন্য ঐ প্রতিবাদ মিছিল ও জনসভার আয়োজন করা হয়। ডাক্তার শ্রীবিমলেন্দু দাশগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। ব্যাপক জনবিক্ষোভকে রূপ দিয়ে শ্রীঘনশ্যাম মাহাত ওজস্বীতা পূর্ণ বক্তৃতা করেন। সরকারে ৭ তি-কারের জন্য যোগাযোগ করা হচ্ছে।

পুনরায় গত রবিবার ২৬শে মার্চ্চ ঘোড়ালেঙ্গী গ্রামে চাণ্ডিল ইচাগড় ও নিমডি থানার প্রায় ৪০।৫০ হাজার লোক একত্রিত হয়ে সুবর্ণরেখা বাঁধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।

মতামত

(মুক্তির লেখার বিষয়ে পাঠকবর্গের অভিমত)

বান্দোয়ানে সত্যাগ্রহ ছাড়া পথ নেই

ভদ্রহরি বাবুর লেখায় ও আপনার লেখায় বান্দোয়ানের খবর জননাম। ভদ্রমহিলা যখন কিছুতেই আপসে মীমাংসা করবেন না, তখন সত্যাগ্রহ ছাড়া আর কোনও পথ আছে বলে মনে হচ্ছে না। দীর্ঘ দিনের অবর দমন ভুক্ত জনতার একমাত্র পথ অবর-উদ্ভেদ। পুলিস, স্বাভাবিক কর্ত্তব্য বোধে হোক, আর কোনও গূঢ় কারণেই হোক শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় অনুহাতে এগিয়ে যাবেই। আর আমাদের গেলে তো শেষ কথাটা হবে এ শান্তিই পেরিয়ে যাবে। ভদ্রহরিদার (এবং তাঁর পেছনে যাঁরা আছেন, তাঁদের) জোরই তো এইখানে। যা হোক, বিষয়টির পরবর্ত্তী পরিস্থিতি কী হয় তাজানার জন্য আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করব।

ইতি—
অতুল দত্ত
নিমতা-কলকাতা ৫৩

চিঠিপত্র

চাকলতোড় বরাবাজার রাস্তার মর্ম্মান্তিক কাহিনী

স্থানীনতার পূর্ব্বকাল হইতে পুরুলিয়া বান্দোয়ান রাস্তা ভাঙ্গা চাকলতোড় বামুনডিহা বরাবাজার তাম্ভাঙ্গি যখন জেলা বোর্ডের অধীন ছিল তখন এই রাস্তার প্রত্যেক পুরুলিয়া হইতে মিল চারেক বাস যাতায়াত করিত। তারপর আজ প্রায় ৭৮ বৎসর হইল জেলা পরিষদের অধীন হইতে পি, ডাব্লু, ডি এর হাতে রাস্তার রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্ব তার ন্যস্ত হইয়াছে। এবং তখন হইতেই রাস্তাটির অঙ্গ অবস্থার, চরম দুর্দ্দশায় পরিণত বাস চলাচলের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। **আজ ৭৮ বৎসর কাল হইতে চাকলতোড়বরাবাজার তাম্ভা বামুনডিহা রাস্তায় কোন বাস চলাচল করে না।** যার ফলে এই অঞ্চলের জনসাধারণের কারুণভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া চুড়ান্ত অবস্থায় কাল কাটাইতে হইতেছে। এই দীর্ঘ প্রায় ২০ কিলোমিটার রাস্তার দুই পার্শ্বে গ্রামাঞ্চল সমূহের বাসিন্দা জনসাধারণের যোগাযোগের একমাত্র রাস্তায় বাস চলাচলের অভাবে বহু সময় নানা রকম দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইতেছে।

রাস্তার কাজ যে হয় নাই তাহা নহে এই কাজই অঙ্গাঙ্গি রূপায়িত হইয়া বাস চলাচলের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। আজ ৭৮ বৎসর পূর্বে রাস্তার মাটী বেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর হইতেই রাস্তায় বাস ট্রাক চলাচলের ফলে রাস্তাটী গর্ত্ত হইয়া খানা ডোবার সৃষ্টি হইয়া একেবারে চলাচলের পক্ষে ভয়াবহ হইয়া পড়িয়াছে। কোনো প্রকার সংস্কারের ব্যবস্থা হয় নাই। তার উপর আবার দীর্ঘ দুই আড়াই বৎসর হইল রাস্তাটী মেরামতের নামে স্থানে স্থানে রাস্তার দুই পার্শ্বে ৬টী পাথরের স্তূপ করা হইয়াছে। যার জন্য আরও চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, পুরুলিয়া বান্দো হান তাম্ভা চাকলতোড় বামুনডিহা বরাবাজার রাস্তাটীর মধ্যে পুরুলিয়া মানবাজার রাস্তায় চাকলতোড় গ্রামের মোড় পর্য্যন্ত পীচ রোড হইয়াছে। বরাবাজার তাম্ভা বামুনডিহা রাস্তাটী পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাছাড়া তাম্ভা বামুনডিহার রাস্তা **না থাকার** ফলে বান্দোয়ান বরাবাজারের বাস যাত্রীদের বোঙ্গা পথের **পরিবর্ত্তে** ঘুর পথে দীর্ঘ সময় ও বাড়তি ভাড়া গুনতে হচ্ছে। আর মাত্র ২০ কিলোমিটারের এই রাস্তাটী পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া বরাবাজার থানার ৭টি অঞ্চলের ও পুরুলিয়া থানার কিছু অংশের জনসাধারণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পরিত্যক্ত ও বঞ্চিত।

আরও প্রকাশ পুরুলিয়া হইতে বান্দোজোড় তাম্ভা চাকলতোড় টকোরিয়া মোড় দিয়া "গোবিন্দ" বাসটি অনিয়মিতভাবে চলাচল করিয়া থাকে। মাত্র কয়েক কিলোমিটার রাস্তা। যদিও চাকলতোড়—টকোরিয়া মোড় দিয়া বান্দোজোড় রাস্তায় বাসটি যাতায়াত করিয়া থাকে সমগ্র রাস্তাটির অবস্থা ভয়াবহ ও দুঃসহ। বাসটি প্রত্যহ নানারূপ বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়া যাত্রীদের দুর্ভোগ উপলব্ধি করিতে করিতে বেলা বোজাই অবস্থায় ধীর গতিতে হেলিয়া দুলিয়া, "গোবিন্দ জীউর" কৃপায় জীবনও নিরাপত্তার দায়িত্ব সমর্পণ করিয়া মঞ্জীরা [ছাদে ও ভিতরে] যে কি কষ্টে মোটর বিরাম করিয়া থাকেন তাহা যাহারা এই রাস্তায় বা এই গাড়ীতে ভাগ্যক্রমে একদিনও বাস যাত্রী হইয়াছেন—তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।

ও৮ বৎসরকাল যাবৎ আমরা স্থানীন হইয়া কংগ্রেসীদের নানা প্রবঞ্চনার অভিনয় দেখিলাম। আজ আশা করিতেছি বামফ্রন্ট প্রতিনিধিদের তথা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আজ এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হইবে।

পরিশেষে আমি আমার সবিনয় আবেদন জানাই যে, [১] চাকলতোড় বরাবাজার তাম্ভা ডাঙ্গাডিহা টকোরিয়া বামুনডিহা রাস্তার কাজ সত্বর আরম্ভ করা হউক। [২] উক্ত রাস্তায় কুমারী নদীতে স্থায়ী ব্রীজের ব্যবস্থা করা হউক যাহার ফলে দোঙ্গা পথে পুরুলিয়া ও টাটা শিল্পনগরীর সহিত যোগাযোগ সহজ হইবে এবং রাস্তাটির গুরুত্ব আরও বাড়িবে এবং তার সঙ্গে আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশার অবসান ঘটিবে। [৩] এই রাস্তায় সত্বর একটি বাস চলাচলের ব্যবস্থা করা হোক। [৪] এই দুর্গম রাস্তাটি ঠিক করা হউক। সরজমিনে পরিদর্শন করিবার জন্য যে কোন পদাধিকারী ব্যক্তিকে আমরণ জানাইতেছি।

এবিষয়ে জেলা শাসক মহোদয় এবং বামফ্রন্টের স্থানীয় এম, এল, এ মহাশয়ের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীবিমল চন্দ্র মাহাত
রাঙ্গাবেট্যা পোঃ তুরুলবাঁধ
১৭।৩।৭৮

বান্দোয়ানের দারুন কর্ম্মব্যস্ত ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসার

বান্দোয়ান থানার জঙ্গল অঞ্চলের জনসাধারণের অভিমত, থানার জঙ্গলসমূহে লুটের রাজত্ব চলছে। সরকারী আয়ে যেসব লট বিক্রয় হয়েছে তার আশে পাশের বহু লটের তালুকাদার কাঠ উধাও হওয়ার সংবাদ আমাদের বহু লোকই দিচ্ছেন। তাদের আরও অভিযোগ, বহু বলা ও অন্যান্য দখা কাঠ, চোরাই পথে প্রতিদিন বিক্রি হচ্ছে। এই অভিযোগের সত্যতা জানাই, ওমাদি ঘটনা সত্য হয়, তাহা প্রতিকারে আমরা কি সাহায্য করতে পারি, এই আলোচনার উদ্দেশ্যে, বিগত ৮ই মার্চ্চ বুধবার, আমি ও শ্রীযুক্ত ভদ্রহরি মাহাত প্রাক্তন এম, পি বান্দোয়ান ব্লকের বেরাবাবুকে একখানা পত্র দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চাই। তিনি পত্র বাহককে মৌখিক বলেন, আমি সময় করে পরে জানাব।

আজ ১৪।৩।৭ দিন গত হয়ে গেল কিন্তু তিনি সময় করে উঠতে পারলেন না। বেঞ্জ অফিসে বারম্বারও বলেন এমন ব্যক্তির মুখে অননাম, মার্চ্চ মাসের মধ্যে তিনি সময় করে উঠতে পারবেন না। তিনি নাকি অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন।

অ মরা আমাদের জীবনে, ভারতের রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল মন্ত্রী, রাজ্য সরকারের বড় বড় অফিসার, জেলার ডি, সি, এস, ডি, ও—ডি, এম ও এবং বহু কর্ম্ম ব্যস্ত লোকের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছি। তাঁদের মধ্যে কাউকেই বেঞ্জার বাবুর মত অত কর্ম্মব্যস্ত জীবন যেমনি না দেখা করতে কেউই অত সময় নেন নি।

শুনব বোনা যাচ্ছে যে ঐ বে-আইনী গাছ কাটার সঙ্গে কয়েই অফিসের পূর্ণ যোগাযোগ আছে। আমাদের সংবেদিতা তাদের কাম্য নয়। তাই আমাদের সন্দেহ - এবং লোকেও বলছেন যে, টিকাদারদের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট পর তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। হয় তো এই ধারণা বা প্রচার ঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু আলোচনার সুযোগ না দেওয়ায়, আমাদের মনে সন্দেহ স্বাভাবিক হতে চলেছে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের অনুরোধ, এই যে, যে সমস্ত মৌজায় জঙ্গল বিক্রি হয়েছে, তার পাশের জঙ্গলগুলি অবিলম্বে তদন্ত পূর্বক সন্দেহের নিরসন করুন। যুক্তফ্রন্ট সরকার এই আবেদন উপেক্ষা করবেন আশা করিনা—সুবিচার আশা করছি।

হেমন্তচন্দ্র মাহাত, ঝাঁকরো
২২।৩।৭৮

মিসা ও আটক আইন বাতিল : প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

জনতা পার্টির প্রতিশ্রুতি রক্ষা

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস যে কদর্য্য কালা আইন করেছিল এবং যে আইন সারা ভারতে অপরিসীম অত্যাচার করেছিল সেই জঘন্য কালা কানুন মিসা বাতিল করলেন জনতা সরকার। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার আটক আইনও তুলে নিলেন। জনতা পার্টি তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মত কাজ করলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর একটি উল্লেখযোগ্য আশ্বাস

মুখ্যমন্ত্রী বিধান সভায় বলেছেন—বামফ্রন্ট দৃঢ়তার সঙ্গে স্থির করছে যে পুলিস এখন থেকে রাজনৈতিক কর্ম্মীদের পিছনে গোয়ান্দাগিরি বা জন-আন্দোলনের দমনের কাজে থাকবে না। তারা জনগণের উন্নয়ন মূলক কাজে নিযুক্ত থাকবে।

প্রধান মন্ত্রীর বেতার ভাষণ

জনতা পার্টির শাসন দখলের এক বছর পর দিল্লীতে ২৩শে মার্চ্চ এক বেতার ভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বলেন যে, এক বছরের মধ্যে তাঁর সরকার অনেক কিছুই করতে সক্ষম হয়েছেন—কিন্তু এখনো অনেক কিছুই বাকি। তবে তাঁর সরকার সারা দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন এবং রাজনৈতিক দলগুলির ও বিচার বিভাগের ওপর থেকে সমস্ত বাধা তুলে সরিয়ে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন—যে দারিদ্রহীন ও ভয়হীন সমাজ রচনার অঙ্গীকার তাঁরা করেছেন—জনতা সরকার তাকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করতে বদ্ধপরিকর।

In the Court of the Chief Judicial Magistrate
Dhanbad

M. P. Case No. 27 of 1976
u/s 125 G P. C.

শ্রীমতী অঞ্জলি দেবী .....দরখাস্তকারিনী
বনাম
শ্রীঅজিত কুমার চক্রবর্ত্তী .....

পিতা ৺শশীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, সাকিম মুনসেফডাঙ্গা থানা—পুরুলিয়া জেলা—পুরুলিয়া 'পশ্চিমবঙ্গ'

প্রতিপক্ষের উপর নোটিশ

এই নোটিশ দ্বারা আপনাকে জানান হইতেছে যে আপনার শ্রীশ্রী অঞ্জলি দেবী আপনার বিরুদ্ধে আমার কোর্টে খোরপোষের মামলা দায়ের করিয়াছে ও তাহাতে মাসিক ২০০ (দুই শত টাকা) করিয়া খোরপোষের দাবি করিয়াছে। এতদ্বারা আপনাকে জানান হইতেছে যে আপনি আগামী তিথি তারিখ ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৮ বেলা ১০ ঘটিকায় আমার আদালতে স্বয়ং কিম্বা কোন উকিলের দ্বারা হাজির হইয়া কারণ দেখান কেন দরখাস্তকারিনীকে মাসিক ২০০ (দুইশত টাকা) করিয়া খোরপোষ মঞ্জুর করা হইবে না। যদি আদালতে হাজির না হন তাহা হইলে আপনার অনুপস্থিতিতেই মামলার শুনানী হইবে।

আজ তারিখ ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৭৮ সাল এবং আমার আদালতের সিল এবং সহি দিলাম।

লোকনাথ প্রসাদ
মুখ্য নাগরিক দণ্ডাধিকারী
ধানবাদ।

Wanted

Wanted a trained graduate (arts) with to years teaching experience for the post of the Head master, Barasini N. L. Jr. High School, P. O. Lipania Dist Purulia. West Bengal.

Preferance will be given to the candidate having experience as Headmaster. Apply to the Secretary with attested copies of the certificates of edncational qnalifications, experience etc, by 5-4-78 and appear before the Interview Board of the School on 9-4-78 at 11-30 A. M. with certificates in orginal.

No T. A. is admissible.

Sd/- . M.hato
Secretary
25-3-78
Barasini N. L. Jr. High School

Wanted for Baghmundi High School
P. O. Baghmundi, Dt. Purulia.

(1) Wanted a graduate with Diploma or Degree in Physical Education. Preferance will be given to candidates with Mathematics or Geography combination in the Degree Course.

(2) A peon from candidates who have passed Class VIII. Preferance will be given to local and experience candidates.

Apply to the Administrator, Baghmundi High School by the 10th April 1978 with true copies of certificates and testimonials

---

ট্রাকটার ভাড়া

লোকব্রতী সোসাইটির ৩২ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন ট্রাকটার চাষীদের ভাড়ায় দেবার জন্য আছে। জমি চষার কাজ ছাড়াও, কুয়ের কাজ এতে হয়। তাতে জমি সমতল করা হয়। ট্রাকটারের প্রয়োজন হ'লে আগে থেকে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মুক্তি পড়ুন
অপরকে পড়ান !

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রেষ্ঠমাতৃত্ব
স্বর্গীয় বিবেকানন্দ দত্ত রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ
৮ম সংখ্যা
সোমবার ৩রা এপ্রিল ১৯৭৮
২০শে চৈত্র ১৩৮৪
বার্ষিক ৯·০০ সডাক ১০·০০
নগদ ২০ পয়সা

আজ) এখানে ওখানে আগুনের ঝোঁরা উঠছে জ্বলে।
জানি) উড়িয়ে দিতেছ বিরোধী দলের শঠতা বলে।

. . .

তুমি) ক্ষমতার মোহে মদমত্ত হ'য়ে করছ কী যে!
ঐ) আগুন জ্বালাতে তুমিও যোগান দিতেছ নিজে।

বীজ শিল্প—এই জেলার ও এই রাজ্যের এক বিরাট সম্পদ

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

এই রাজ্যের বীজ শিল্পের যে দারুণ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে

বীজ শিল্পের (Seed Industry-র) ব্যবস্থা অর্থাৎ চাষীদের চাহিদা মত নানা রকম বীজ উৎপাদন করা ও তা সরবরাহ করার ব্যবস্থা। পশ্চিম বঙ্গের চাষীদের প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার পাট, ধান, গম, আলু, সব্জী, তেলবীজ, ডাল প্রভৃতি বীজের দারুণ চাহিদা দেখা দেয়। এবং চাষীরা প্রতি বছরই রাজ্যের বাইরে থেকে প্রায় ঐ সমস্ত বীজ কেনেন। কোটি কোটি মানুষের অভাব সত্বেও, ঐ কোটি কোটি টাকা পশ্চিম বাংলার মানুষ পাচ্ছেন না। রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে।

মাল আমদানীর সমস্যা আর এক ব্যাপার

তাছাড়া আরো ছোটো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটছে। বাইরে থেকে বীজ আমদানী করতে রেলের ওয়াগন প্রভৃতি পাবার বিষয়ে বহু অসুবিধে ঘটছে। ফলে এর জন্য চাষীর বাড়তি খরচ ছাড়াও, আর এক দিক দিয়ে যে ভীষণ সর্বনাশ হচ্ছে তা এই। বহু সময়েই বীজ যথা সময়ে পৌঁছুলোনা—বা সময়ের শেষে পৌঁছুলো ফলে অসময়ে বীজ পেয়ে বা মরশুমে বীজ না পেয়ে লক্ষ লক্ষ চাষীর চাষের ক্ষতি হয়েছে অনেক সময়েই। এ ইতিহাস অনেক আছে।

বাইরের বীজের চাইতে নিজ আবহাওয়ায় তৈরী বীজ উপযোগী

আর একটি বিষয়ও অত্যন্ত বিচার্য্য। বীজ উৎপাদনের উপযোগী ভাল আবহাওয়া এবং অন্যান্য অবস্থা যেমন দরকার, তেমনি যে রাজ্যে বীজ বিক্রি হবে—সেই রাজ্যের আবহাওয়ায় ও মাটীতে উৎপাদিত বীজ ফসল উৎপাদনের বেশী অনুকূল হবে। যাকে ইংরাজীতে বলে acclimatised seeds অর্থাৎ নিজ আবহাওয়ায় তৈরী বীজ।

কত দিক দিয়ে বীজ শিল্পের কথা আমাদের ভাবতে হচ্ছে

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি—(ক) এই রাজ্যের বাইরে থেকে বীজ কিনে কোটি কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে।

(খ) বাইরে থেকে বীজ আনাবার সমস্যা ও আনাবার বাড়তি খরচ ও যথা সময়ে বীজ না পাওয়ায় লক্ষগুণ অবস্থা হয়; তাতে বহু চাষীর অপরিমেয় ক্ষতি হয়।

(গ) প্রতিবছর পাট, গম, আলু, সব্জী প্রভৃতির উন্নত বীজ এই রাজ্যের চাহিদা মত বাইরে থেকে না আসায় শেষে যখন টানাটানি পড়ে—তখন অসাধু ব্যবসায়ীরা বহু বাজে জিনিষ মিশিয়ে—গমবীজে বেরসনের গম, নিকৃষ্ট গম মিশিয়ে, আলুবীজে নিকৃষ্ট বীজ মিশিয়ে—পাট প্রভৃতিতে পুরোনো অকেজো বীজ মিশিয়ে—নিজেরা প্রচুর মুনাফা করেন। পরে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ চাষী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন।

(ঘ) বাইরের বীজ আনার কারণে নিজ রাজ্যের অবহাওয়ায় তৈরী বীজ ভাঁরা না পেয়ে এদিক দিয়েও খানিকটা বেশ ক্ষতি গ্রস্ত হন।

প্রতি রাজ্যের চাষীকেই নিজের বীজ তৈরী করে নিতে হবে

প্রতি রাজ্য যদি নিজের বীজ নিজে তৈরী করে, তার ঐ সমস্ত সুবিধের সঙ্গে, (ক) এতে একটা বিশাল বাড়তি কৃষি কাজের সুযোগ ঘটবে। (খ) এতে লক্ষ লক্ষ বাড়তি লোক কাজ পাবে। (গ) এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রসারের আরো সুযোগ হবে কারণ বীজ খামার গুলি চাষীদের কৃষি শিক্ষার আদর্শ মডেল হবে।

বীজ তৈরী বিষয়ে এই রাজ্যের যে প্রস্তুত সুবিধে আছে

(১) এই রাজ্যে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং আরো অনুরূপ শুষ্ক অঞ্চলগুলি বীজ তৈরীর আদর্শ জায়গা।

(২) এই সব জায়গা গুলিতে বহু লক্ষ লক্ষ একর আবাদ যোগ্য জমি পতিত রয়েছে—একেবারেই চাষ না ক'রে। আর অজস্র লক্ষ লক্ষ একর জমি একটা ফসলের পর একেবারে ৭/৮ মাস পতিত থাকে যে বিশাল জমিতে গম বীজ, আলু বীজ, তৈলবীজ, ডাল, সব্জী প্রভৃতির বীজ—কোটি কোটি টাকার তৈরী হতে পারে।

(৩) আর পুরুলিয়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি যে সমস্ত জায়গায় বিশাল বীজ শিল্প হতে পারে বলে প্রস্তাব করা হচ্ছে এই জায়গা গুলি ভারতের দরিদ্রতম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই বিশাল শিল্পের আয়োজন এসব জায়গায় হলে, দেশের দরিদ্রতম জায়গায় মানুষেরই একটা বড়ো জীবিকার আশ্রয় পাবেন।

লোকব্রতীর পক্ষ থেকে যখন বীজ তৈরীর কাজ সুরু হোল

১৯৭১ সালে লোকব্রতী সোসাইটির কাজ-কর্ম্ম ভালভাবে গড়ার পরই আমরা বীজ তৈরীর দিকে মনোনিবেশ করলাম। কারণ এর গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করেছিলাম। সেজন্য সার্গমা কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত জাতের বীজ সব আনিয়ে আমরা উন্নত ধান, উন্নত গম, উন্নত ভুট্টা, নানাবিধ সব্জি প্রভৃতির বীজ উৎপাদন

করতে সুরু করলাম। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় লোকব্রতীর বীজের দারুন চাহিদা হল। এমন কি চব্বিশ পরগণার চাষীরা ধানবীজ নেবার জন্য সেখানকার এস, ডি, ওর চিঠি নিয়ে এসে ট্রাক বোঝাই লোকব্রতীর ধানবীজ নিয়ে গেলেন। লোকব্রতীর আলুবীজ ট্রাকে ট্রাকে গড়বেতা, বেলিয়াতোড় কোল্ড ষ্টোরেজে রাখা হয়েছে এবং প্রথম চাহিদার সময় থেকেই এনে বিক্রি করা হয়েছে। লোকব্রতীর তৈরী ধান, ভুট্টা, গম আলু, সরষে, ডাল, ও নানাবিধ উন্নত বীজ বিক্রি হয়েছে—বছরের পর বছর।

এই জেলায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বীজ শিল্প গড়ার প্রথম বৃহত্তর পরিকল্পনা

বীজ শিল্পকে উন্নত বৈজ্ঞানিক ধারায় গড়ে তুলতে উপযুক্ত বীজ খামার চাই—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বীজ সংগ্রহ ঝাড়াই, বাছাই এবং বীজ সংরক্ষণ ব্যবস্থা দরকার। এই উদ্দেশ্যে আমরা ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করি। তখন ১৯৭২-৭৩ সাল। ঐ সময়ে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় দপ্তরে কলকাতায় ব্যাঙ্কের কৃষি উপদেষ্টারূপে সদ্য কাজের ভার নিয়েছিলেন—শ্রীএস, কে, চক্রবর্ত্তী—যিনি পূর্ব্বে পাটনা ইউনিভার্সিটিতে ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন এবং বিশিষ্ট সরকারী পদসমূহ অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে বীজ উৎপাদনের বিষয়ে আমাদের বৃহত্তর পরিকল্পনার কথা হয়। তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করেন। তিনি পুরুলিয়া আসেন এবং শিল্পাশ্রমে আমাদের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক করেন। সঙ্গে তাঁর ব্যাঙ্কের অন্যান্য অফিসারেরা ছিলেন। তিনি সমগ্র সাগমা ফার্ম্মকে বীজ খামারে পরিণত করার প্রস্তাবটি ব্যাঙ্কের দিক থেকে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দেন এবং লোকব্রতীর ব্যবস্থাধীনে বীজ সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিকব্যবস্থার প্রস্তাবটিও সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। তিনি কলকাতায় ফিরে গিয়ে এ বিষয়ে জোর সুপারিশ করেন। কিন্তু ফল হবার ছিল না কারণ তখন কংগ্রেসের ছোঁয়াচ লেগে ব্যাঙ্কে দুরারোগ্য রাজনৈতিক রোগ দেখা দিয়েছিল। দিনকতকের মধ্যে স্বয়ং শ্রীচক্রবর্ত্তী মশাইকেও ব্যাঙ্কের কাজ ছেড়ে দিতে হল। শ্রীচক্রবর্ত্তী মশাই বর্ত্তমানে টেগোর সোসাইটি অফ রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্টের যুগ্ম সম্পাদক—যার সাধারণ সম্পাদক শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত মশাই।

পশ্চিমবঙ্গের সীড সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামের সর্ব্বপ্রথম সদস্য লোকব্রতী

ভারতীয় বীজ আইনের অধীনে ১৯৭৬ সালে যখন পশ্চিম বাংলায় সীড সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম গৃহীত হোল—তখন লোকব্রতী সোসাইটি সর্ব্বপ্রথম এই সরকারী সংস্থার কাছ থেকে বীজ উৎপাদন করার সার্টিফিকেট গ্রহণ করে। এই বিভাগের নির্দ্দেশ মত ও মাঝে মাঝে তাঁদের তত্ত্বাবধানের মধ্যে লোকব্রতী সোসাইটি ধান বীজ ও গম বীজ উৎপাদন করেছে। এবং বীজের পরীক্ষার ফলাফল তাঁরা যে পাঠিয়েছেন—তাতে দেখা গেছে ন্যাশন্যাল সীড করপোরেশন, তারাই ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ বীজ উৎপাদকের বীজের সমতুল্য বীজ তো হয়েছেই বরং আরো ভালই হয়েছে রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে।

কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সম্মেলন

১৯৭৫ সালে কল্যাণীতে বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ে একটি সম্মেলন হয়। পশ্চিম বাংলার তথা সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রের বহু নাম করা কৃষি বিশেষজ্ঞ এই বৈঠকে যোগদেন। সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান ন্যাশন্যাল সীড করপোরেশনের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত ডি, পি, সিং এই সম্মেলনে যোগ দেন। দু'দিন ব্যাপী সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে লোকব্রতী সোসাইটির সম্পাদক হিসাবে আমাকেও ডাকা হয়।

পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিদের এক বিশেষ পরামর্শ

সম্মেলন আরম্ভ হোল। বিশিষ্ট অতিথিদের ভাষণ ও বিশেষজ্ঞদের লেখা পাঠ হোল। প্রথম দিন দুপুর বেলা বিরতির সময় আমরা পশ্চিম বাংলার কিছু প্রতিনিধি একত্রে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছিলাম। এই সময় পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত সংবাদ পত্রগুলির উচ্চপর্য্যায়ের প্রতিনিধিও কয়েকজন ছিলেন। আমি সেখানে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলাম যে, কৃষিকে আজ সারা ভারতে বিকেন্দ্রিত করার প্রয়োজন আছে। কোটি কোটি টাকার বীজের জন্য পশ্চিম বাংলাকে অন্য রাজ্যের ওপর নির্ভর করা উচিত হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও আরো অন্য জেলার অনুরূপ শুষ্ক অঞ্চলগুলি রয়েছে অত্যন্ত ভাল বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্র এই রকম যেখানে পরিস্থিতি সেখানে আজ ন্যাশন্যাল সীড করপোরেশনকে চেপে ধরা উচিত যাতে করপোরেশন এই রাজ্যেও বীজ উৎপাদনের জন্য আয়োজন করেন। এই প্রস্তাব সেখানে উপস্থিত সকলেই সমর্থন করলেন। আমাদের এই আলোচনার সময় কল্যাণী কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শঙ্কর মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তিনি বললেন—আপনারা যদি চান—তাহলে ন্যাশন্যাল সীড করপোরেশনের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত ডি, পি, সিং এর সঙ্গে আপনাদের একটা বিশেষ বৈঠকের জন্য চেষ্টা করতে পারি। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে আমরা রাজী এবং খুবই আনন্দিত হলাম।

ডাঃ শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের এখানে একটু পরিচয় দিয়ে নিই। লোকব্রতীর মাসিকপত্র চাষীর আলোর সঙ্গে সুরু থেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং লোকব্রতীর কাজ কর্ম্মের বিষয়ে তাঁর গভীর সহানুভূতি ও লক্ষ্য ছিল। ঐ সম্মেলনের অনেক পরে যখন লোকব্রতীর ওপর শাসন শক্তির দিক থেকে নানা অবিচার ও অত্যাচার চলছিল—তখন এ ব্যাপারটি উদ্ঘাটনের জন্য নানা সংবাদ পত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং নিজেও এ বিষয়ে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে সাময়িক পত্রে লিখেছেন।

বৈঠকের ব্যাপার : ডিরেক্টারের অদ্ভুত কথা

সন্ধ্যে বেলা প্রস্তাবিত বৈঠক হোল। ন্যাশন্যাল সীড করপোরেশনের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত ডি, পি সিং ও অন্যান্য কৃষি বিশেষজ্ঞরা আমাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা করতে বসলেন। পশ্চিম বঙ্গের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত সিংকে বলা হোল—আমাদের পক্ষে অরুণবাবু এখন আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। আমি আমাদের বক্তব্য তাঁর কাছে রাখলাম তাঁর সঙ্গে যে সব কথাবার্ত্তা হোল এখানে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি ডিরেক্টার শ্রীডি, পি, সিং বললেন—আপনারা অন্যান্য রাজ্য থেকে—উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি থেকে—যে সব বীজ পান তা আপনাদের সস্তা পড়ে। আপনাদের রাজ্যে আপনারা ঐ সব দামে বীজ তৈরী করতে পারবেন না। সেজন্য বাইরে থেকে নেওয়াই আপনাদের লাভ।

ডিরেক্টারের বক্তব্যের উত্তরে আমাদের জবাব

ডিরেক্টার শ্রীডি, পি, সিং-এর কথা শুনে উত্তরে যে সব যুক্তি আমি উত্থাপন করলাম—তারও বিবরণ এই—

ক) আপনারা সারা ভারতের মানুষকে কৃষি বিজ্ঞান শেখাতে চাইছেন। কৃষি বিজ্ঞান ঠিক মতো অনুসরণ করলে

(৩য় পাতায় দেখুন)

মুক্তি

২০শে চৈত্র ১৩৮৪, সোমবার

উস্কানীর ধোঁয়া

জনতা পার্টি সরকার ও বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকাল বেশ কিছুদিন পার হোল। এই দু' সরকার কংগ্রেসী বর্ব্বর যুগের অবসান করে দেশে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন—এই সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

কিন্তু আজ দেশের একটা বিরাট সংখ্যক লোক মনে করছেন যে, এঁরা শাসনের আসনে যে কিছুদিন সময় পেলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু এঁদের ক'রে ফেলা উচিত ছিল—যা এঁরা এখনো ক'রে উঠতে পারেন নি।

দেশের আর একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ মনে করেন যে, ইন্দিরাজীর রাজত্বকাল যে বিভৎস ধ্বংস কার্য্য সৃষ্টি করে গেছে—সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এখনই উপলব্ধি করার মত বিশেষ কিছু করা সম্ভব নয়।

এই দু পক্ষেরই বক্তব্যের আওয়াজ দেশে জোর উঠছে। এর মধ্যে এখন আমরা যা ভাবছি তা' এই। এটা খুবই সত্য যে, এত শীঘ্র দেশে একটা দারুণ পরিবর্ত্তন আনা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু এও সত্য যে, এই সময়কাল মধ্যেই, জাতীয় জীবনের অগ্রগতির লক্ষ্যে, যে সব প্রারম্ভিক রূপায়ণের প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল—তা উভয় দলের কারো কাছ থেকে এখনো দেখা দেয় নি। ঐ সমস্ত কিছুর কাজের পরিপূর্ণ রূপ পেতে চাওয়া আজই সমীচীন নয়। তবে ঐ সমস্ত কিছুর যথার্থ পরিকল্পনার যোগ্য প্রারম্ভিক রূপায়ণ এরই মধ্যে তৈরী করে ফেলা উচিত ছিল।

দেশের বর্ত্তমান সরকারগুলির বাস্তব অবস্থা বিচারশীল ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষকে তা' বুঝিয়ে না দিলে—তাঁদের বোঝা সম্ভব নয়। ফলে তাঁদের মধ্যে বিক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু জনতা পার্টি বা বাম সরকারের পক্ষ থেকে জনগণকে বোঝাবার কোনো চেষ্টা নেই। ফলে সারা ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই বেশ উল্লেখযোগ্য বিক্ষোভ জনগণের মধ্যে দেখা দিচ্ছে।

এবং এই অবস্থার পুরো সুযোগ নেবার এখনই বিশেষ চেষ্টা সুরু করেছে—দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীরা, দেশের অন্যান্য সমাজ-বিরোধীরা তথা কংগ্রেসীরা। তারা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে মরিয়া হয়ে রয়েছে। যে কোনো পরিস্থিতির সুযোগ তারা নেবে।

দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে এক রহস্যজনক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। সেখানে উদ্বাস্তুদের নানা অভাব অভিযোগ আছে সত্য। কিন্তু এতদিন তা সহ্য ক'রে আজ হঠাৎ তারা কেন, কীভাবে এক সংগঠিত ধারায় অভিযান সুরু করেছে—তার রহস্য বুঝতে পারা যাচ্ছে না। এদিকে আবার বিহারে অকস্মাৎ ভূমিকম্পের মতো আচমকা এক ব্যাপার ঘটল। এভাবে ঐ ব্যাপার ঘটার যুক্তি সঙ্গত কারণ দেখা যাচ্ছেনা। ভারতে অন্যান্য জায়গাতেও বিচ্ছিন্নভাবে আগুনের ধোঁওয়া দেখা যাচ্ছে। এগুলির পিছনে এক অদৃশ্য হাত সুসংবদ্ধভাবে কাজ করছে—এই ব্যাপক সন্দেহ আজ সারা ভারতে দেখা দিয়েছে।

জনতা সরকার বা বামফ্রন্ট সরকার এ সব বিরোধীদের চক্রান্ত ব'লে বিরোধীদের অলিগলি অনুসন্ধান নিশ্চয়ই করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু ঐ আগুন ছড়াবার চেষ্টা সমূহ যে একতরফা হচ্ছে না—তা বোঝাবার জন্য সরকারগুলি সজাগ নন।

আজ এই সরকারগুলির বোঝবার সময় এসেছে যে, তাঁদের শাসন ধারা সম্পর্কেই জনমনে নানা বিক্ষোভের পরিস্থিতিকে বিরোধীরা কাজে লাগাচ্ছে। সেজন্য সরকারগুলিকে অবিলম্বে এই জনবিক্ষোভ দূর করার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

সেজন্য সরকারের আগে উচিত দেশের যারা চিন্তাশীল শ্রেণী তাঁদের নানা প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে ও তাঁদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শগুলির প্রতি নজর দিতে। তাহলে দেশের প্রগতিশীল শ্রেণীর চিন্তাভাবনা ব্যাপক জনমত গঠনে সহায়তা করবে।

আমরা আজ অত্যন্ত ব্যগ্র যে, দেশের কায়েমী স্বার্থ শ্রেণী, সমাজ বিরোধী তথা কংগ্রেসের পুনরুত্থান যেন কিছুতেই না হয়। আর দ্বিতীয়তঃ আমরা সরকারগুলির যে ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহ তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে চলেছে বন্ধুভাবে সমালোচনা ক'রে তা সংশোধন করতে ও তাঁদের শক্তিমান করতে চাই। আমাদের সরকারগুলি কি তা উপলব্ধি করবেন?

বীজ শিল্প - এই জেলার ও এই রাজ্যের এক বিরাট সম্পদ

(২য় পাতার পর)

অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিম বাংলার চাষীরাও ঐ দামে বীজ ফলাতে পারেন। তাঁরা আরো সস্তা দিতে পারবেন। কারণ অতদূর থেকে আনার খরচটা কমে যাবে।

খ) যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নিই যে, অপর রাজ্যের বীজের চেয়ে পশ্চিম বাংলায় কিছু বেশীই খরচ পড়বে---তবু পশ্চিম বাংলার চাহিদা এখানেই মেটানো হবে একটি বিশেষ নৈতিক আদর্শের জন্য। আমরা সবাই গান্ধীজীর কথা বলছি। তিনি অত্যন্ত জোর দিয়েছেন---অপরিহার্য্য জিনিষসমূহ বিকেন্দ্রিত ভাবে নিজ রাজ্যে নিজ জেলায় গড়ে তুলতে এর আরো দরকার সারা ভারতেই সর্ব্বত্র জনগণের মধ্যে স্বাবলম্বন শক্তি, আত্মশক্তি, উদ্যোগ শক্তি গড়ে তুলতে। অপরিহার্য্য বীজের ব্যাপারেও এই দৃষ্টি আরো দরকার।

গ) আরো বললাম যে, এই বিকেন্দ্রীকরণ তথা স্বাবলম্বন দরকার সুষ্ঠু জাতীয় ব্যবস্থার দিক থেকে। দূর জায়গা থেকে মাল আনাতে ওয়াগন বিভ্রাট হচ্ছে। প্রায়ই সময়ে মাল পৌঁছয় না—এতে চাষীদের দুশ্চিন্তা, হায়রান, কাজের বিশৃঙ্খলা ও ক্ষতি হচ্ছে। আগে এমন উদাহরণ আছে—বীজের ওয়াগন দেরীতে এলো--চাষের কাজে লাগলো না—ন্যাশন্যাল সীড করপোরেশনকে দাম দিতে হল।

এ কথা শুনে ডিরেক্টার বললেন যে, এবারে আমি নির্দ্দেশ দিয়েছি যে, নির্দ্ধারিত একটি সময়ের মধ্যে যদি ওয়াগন পাঠাতে না পারে—বীজ সহ ওয়াগণ ফেরৎ যাবে দাম দিতে হবে না। মিঃ ডি, পি, সিং-এর এই কথার উত্তরে বললাম—ওটাতে কি সমস্যার সমাধান হোল? বীজের দাম দিতে হল না ঠিক কথা—তাতে কিছু লাভ হল। কিন্তু বীজের জন্য ব্যাকুল হয়ে যে চাষীরা ছটফট করছিল—তারা সে বছর বীজ না পেয়ে তাদের বহু জমি ফসলহীন প'ড়ে রইল। চাষীদের অনেক বেশী ক্ষতি হল না কী?

এ সবের কোনো উত্তর এলো না। তিনি কোনো আশ্বাসও দিতে পারলেন না। বললেন—এখনই আপনাদের প্রস্তাব মত কাজ করার অনেক অসুবিধে আছে। এখন এ রকম চলুক—পরে দেখা যাবে।

উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে বললেন—অরুণবাবুরা পুরুলিয়া জেলায় বীজ উৎপাদনের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। এবং অরুণবাবু মনে করেন—পুরুলিয়া বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলাগুলি বীজ উৎপাদনের খুব উপযুক্ত জায়গা এবং এই কাজের জন্য অফুরন্ত জায়গা পাওয়া যেতে পারে। এ সব কথা তাঁদের কানে গেল না।

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বীজ শিল্প ঃ (৩য় পৃষ্ঠার পর)

ঐ বৈঠক শেষ হয়ে যাবার পর পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন যে,—ন্যাশন্যাল সীড করপোরেশন প্রভৃতিতে যাঁরা আছেন তাঁরা নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে—তাঁদের নিজেদের দেশের বিরাট বীজ শিল্পের ক্ষতি না হয় সেজন্য তাঁরা এর মধ্যে আমাদের মাথা গলাতে দেবেন না।

এই রাজ্যকে নিজের হিম্মতে বীজ শিল্প গড়তে হবে

তাতে আমি বলেছিলাম—পশ্চিম বাংলায় বীজ শিল্প গড়ে তোলার জন্য এখন কেন আর আমরা ন্যাশন্যাল সীড করপোরেশন প্রভৃতির ওপর নির্ভর করব। আমাদের রাজ্যের কাগজপত্রে এ বিষয়ে ভালভাবে লেখালেখি ক'রে জনমত সৃষ্টি করুন - এই রাজ্যের মানুষকে এ বিষয়ে সবাই মিলে উদ্যোগী ক'রে তুলুন—কারণ পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে এটা একটা অত্যন্ত বড়ো দিক—বীজ শিল্প এক বিশাল শিল্প। সারা বিশ্বের বাজার এর জন্য রয়েছে। আসুন আমরা এর জন্য কাজ আরম্ভ করি।

১৯৭৬ সালেও আবার চেষ্টা : ব্যাঙ্কের বিমুখতা

সেজন্য আমরা এই কাজের চেষ্টার পথ ধরেই চলেছি—সব রকম পরিস্থিতি সত্ত্বেও। কংগ্রেস সরকার ও তখনকার ব্যাঙ্কের আঘাতে লোকব্রতীর যখন ভরাডুবি তখনও ১৯৭৬ সালে আবার সরকারী কৃষি বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করে, ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে—বীজ উৎপাদনের পরিকল্পনা করতে অগ্রসর হয়েছি। ভেবেছি বীজ উৎপাদনের মত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ব্যাপারের কথা ভেবে হয়ত সরকার ও ব্যাঙ্ক এগিয়ে আসবেন। পুরুলিয়ার সরকারী কৃষি বিভাগের প্রধানেরা—প্রোজেক্ট অফিসার তথা জেলা কৃষি অফিসার ডাঃ এন ত্রিবেদী এবং সাব-ডিভিশন্যাল কৃষি অফিসার শ্রীকানাইলাল ব্যানার্জী নিজেরা আন্তরিকতার সঙ্গে, বিশেষ উদ্যোগ সহকারে লোকব্রতীর সাগমা ফার্ম্মে বীজ উৎপাদনের পরিকল্পনার জন্য সব রকম সহযোগিতা দিতে এগিয়ে এলেন। বহু সময় দিলেন। কিন্তু শেষকালে ব্যাঙ্ক পিছিয়ে গিয়ে সব মাটি করে দিলেন।

আরো নানা জায়গায় যে চেষ্টা করেছি

এই রকম যখন অবস্থা সমূহ ঘটল, তখন ব্যাঙ্ক থেকে বীজ উৎপাদনের জন্য টাকা পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে, এ বিষয়ে ঋণ বা অন্যভাবে টাকা পাওয়া যেতে পারে এমন কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগও করেছিলাম। তাদের দু'একটির [illegible] থেকে আশ্বাস পেলেও, কার্য্যকরী কোনো ব্যবস্থা এখনো হয়নি। এই নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার মূলে একটি বড়ো প্রেরণা ছিল—কৃষিতে পিছিয়ে পড়া—অনুর্ব্বর জমির জায়গা—এই জেলায় কৃষি ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল হতে পারে—ব্যাপক বীজ শিল্পের পথে এর উপযোগিতার কথা পরে আলোচনা করব।

নতুন পরিস্থিতিতে কেন্দ্র, রাজ্য ও ব্যাঙ্কের প্রশংসনীয় সাহায্য

আজ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। কংগ্রেস আজ আর ভূমিকা পটে নেই। কেন্দ্রের জনতা সরকার, রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার এবং জেলা কৃষি বিভাগের ডাঃ ত্রিবেদী ও মিঃ ব্যানার্জীর আন্তরিক যোগাযোগে ও সহযোগিতায় লোকব্রতীর সাগমা ফার্ম্মকে বিরাট বীজ উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত করার চেষ্টা চলেছে। আজ পরিবর্ত্তিত পরিবেশে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কও অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন—এই পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ সহযোগিতা দিতে। জেলায় বিরাট বীজ শিল্প গ'ড়ে তুলতে কৃষি বিভাগ ও ব্যাঙ্ক লোকব্রতীকে সবরকমে সহয়োগিতা দিতে আশ্বাস দিয়েছেন—এগিয়ে এসেছেন। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বীজ সার্টিফিকেট বিভাগের বর্দ্ধমান শাখার প্রধানেরা লোকব্রতীর এই চেষ্টাকে গভীরভাবে উৎসাহিত করছেন সহযোগিতা দিচ্ছেন—এবং এই জেলাতে কষ্ট ক'রে এসে আমাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে গেছেন। আমরা এঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

এই যে কাজ লোকব্রতী গ্রহণ করেছে - তাকে সফল করতে আজ এই জেলার আদর্শ চাষীদের বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল চাষীদের এক বড়ো দায়িত্ব রয়েছে - এই বড়ো কাজের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করছে। লোকব্রতীর কৃষিক্ষেত্রকে কেন্দ্র ক'রে নির্ব্বাচিত চাষীদের উন্নত বীজ উৎপাদনের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসতে হবে। এ বিষয়ের প্রয়োজনীয় আলোচনা পরে করব।

এই বীজ শিল্প এই জেলার এক বিরাট ভবিষ্যৎ। তাই এই লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করে—জেলার চাষীদের তথা সমাজ সবীদের আহ্বান জানাতে এই সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করলাম।

এ জেলায় বীজ উৎপাদনের উপযোগিতা প্রচেষ্টা সমূহ

এ বিষয়ে যুগান্তরে ভূমিলক্ষ্মীতে প্রকাশিত কয়েকটি লেখার উদ্ধৃতি দিলাম। তার সঙ্গে কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের একটি লেখার সম্পূর্ণ প্রকাশ করলাম।

পুরুলিয়া জেলায় উৎপাদিত বীজ সম্পর্কে

আনন্দ বাজার সংস্থা প্রকাশিত বিখ্যাত কৃষি সাপ্তাহিক ভূমিলক্ষ্মীতে ২য় বর্ষের ৩৬শ সংখ্যায় (১৭ই মার্চ্চ) 'গবেষক-চাষী মিতালী' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে—

পশ্চিমবাংলার নীলগঞ্জের জুট (পাট) এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট—পাট বিষয়ে গবেষণা করে বলছেন বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় এবং মেদিনীপুরের পশ্চিম দিকে পাট বীজ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। আরো বলেছেন যে, পুরুলিয়ায় উৎপন্ন পাট বীজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

যুগান্তরে প্রচারিত সংবাদ

দৈনিক যুগান্তরে ১১ই মার্চ্চ শনিবার কৃষি বিভাগে লেখা রয়েছে যে, পুরুলিয়া জেলার কৃষি বিভাগের প্রজেক্ট অফিসার ডাঃ এন ত্রিবেদী পুরুলিয়া জেলায় পাট বীজ উৎপাদনের বিশেষ চেষ্টা করছেন—এ বিষয়ে লোকব্রতী সোসাইটির সহযোগিতায় তিনি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন।

জেলায় বীজ উৎপাদন বিষয়ে বিখ্যাত ভূমিলক্ষ্মীতে প্রকাশিত ডাঃ মুখার্জীর প্রবন্ধটি নিচে দেওয়া হল।

ভূমিলক্ষ্মী ১ ফাল্গুন ১৩৮৪

পুরুলিয়ার বীজ চাই

শঙ্কর মুখোপাধ্যায়

সময় ১৯৭৫ সালের আগষ্ট। স্থান হরিণঘাটা ডেয়ারি ফার্ম্মের গেষ্ট হাউস। জাতীয় বীজ নিগম সংস্থার তদানীন্তন কর্ণধার ডি পি সিং এসেছিলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। উপলক্ষ্য সর্বভারতীয় সমন্বিত গম উন্নয়ন প্রকল্পের চতুর্দশ বাৎসরিক ওয়ার্কসপ। সিংকে কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ঘিরে ধরেছেন। পশ্চিম বাংলায় বীজ উৎপাদন হবে না কেন। উত্তর হয়েছিল পশ্চিমবাংলার আবহাওয়া বীজ সংরক্ষণের উপযোগী নয়। এই রাজ্যের চাহিদা মেটাতে তাই মোগলসরাই এ গোডাউন করা হয়েছে। সিং সাহেবের যুক্তির ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলেন পুরুলিয়ার লোকব্রতী সোসাইটির অরুণ চন্দ্র ঘোষ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে অরুণ বাবু দৃপ্ত কণ্ঠে জানিয়েছিলেন পুরুলিয়ায় যে কোনও ফসলের বীজ উৎপাদন এবং গুদামজাত করা সম্ভব।

সময় ১৯৭৭ সালের জুন মাস। স্থান পুরুলিয়ার বলরামপুর ব্লক বীজ খামার। পুরুলিয়া সদরের এস্ এ ও কানাই ব্যানার্জী পতিডি বলরামপুরের নামকরা চাষী প্রহ্লাদ চন্দ্র মাইতিকে নিয়ে পড়েছেন। ওর কিছুটা জমিতে পাটবীজের চাষ করতেই হবে। মাইতি মশাই কখনও পাট চাষ করেননি। তাই সাহসে কুলোচ্ছে না। ওদিকে ব্যানার্জী অনড়। ভণ্ডুল হতে বসা রাজ্যের কৃষি দপ্তরের এই প্রকল্পকে যা হোক কিছুটা দাঁড় করাতেই হবে। প্রকল্পটি হল ১৯৭৭-৭৮ সালে পুরুলিয়ায় ১০০ একর জমিতে পাটবীজের চাষ করতে হবে। চাষ হবে প্রধানত চাষীর জমিতে। তদারকি কৃষি দপ্তরের। বীজ পরীক্ষার খরচ খরচাও কৃষি দপ্তরের। ফাউণ্ডেশন বীজ দিচ্ছেন ব্যারাকপুরের কেন্দ্রীয় পাট গবেষণা কেন্দ্র। দাম প্রতি কেজি ১০ টাকা। বীজ পরীক্ষার খরচ হল একর প্রতি ২৫ টাকা। অনেক উৎসাহ দিয়ে কাজে নেমেছিলেন কানাইবাবু। কিন্তু উপযুক্ত খামার ও চাষী পাওয়াই ভার। একখণ্ডে বেশী পরিমাণে জমি চাই। অরুণবাবু রাজী হলেন সাগমা খামারে ৭৫ একর জমিতে বীজের জন্য পাট চাষ করতে। কথা হল ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক চাষের খরচ অগ্রিম দেবেন। কিন্তু জমি তৈরী করার সময়ে ব্যাঙ্ক বেঁকে বসলেন।

মাথায় হাত পড়ল কানাইবাবুর। এখন কী করা। ছুটে বেড়িয়েছেন ব্লক থেকে ব্লকে। প্রগতিশীল চাষী চাই। বীজের জন্য পাট চাষ করতেই হবে। কানাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছি ভরসা কী? ও'র বিশ্বাস ব্লক বীজ খামারে একর প্রতি ১০০ কেজি উন্নতমানের পাট বীজ পাওয়া যখন সম্ভব হয়েছে, তখন পুরুলিয়ায় ব্যাপকভাবে পাটবীজ ফলানোও সম্ভব। পাটবীজের জন্য আর মহারাষ্ট্রকে পয়সা গুনতে হবে না। ৭৭-৭৮ সাল শেষ হয়ে গেল। আসছে ৭৮-৭৯। এবার পাট বীজ চাষের কী হবে? শুধু তদারকি নয় বিনামূল্যে বীজ আর বীজ পরীক্ষার খরচ নয়, সেই সঙ্গে চাষের খরচের জন্য ব্যাঙ্ক অথবা অন্য কোনও সূত্রে ঋণ বা ভরতুকির বন্দোবস্ত না করতে পারলে চাষীদের এই নতুন অথচ অর্থকরী উদ্যোগের সামিল করা যাবে না।

পুরুলিয়ায় কী শুধু বীজের জন্য পাট চাষই হতে পারে? অন্য কোনও ফসলের বীজ উৎপাদন সম্ভব নয়? অযোধ্যা পাহাড়ের আদিবাসী চাষীরা কী বলেন? ওঁরা আজ সংগঠিত ভাবে চীনাবাদাম বীজের চাষ করছেন। ১৯৭৫-৭৬ সালে ৩০ হেক্টরে চাষ হয়েছে। ফলন হয়েছিল ৩ টন। ১৯৭৬-৭৭ সালে চাষ হয়েছে ৬০ হেক্টরে। ফলন হয়েছে ৭ টন। ১৯৭৭-৭৮ সালে চাষের এলাকা বেড়ে হল ৮০ হেক্টর। ফলন ১৬ টন। কৃষি দপ্তর চীনা বাদামের বীজ কিনে নিচ্ছেন আদিবাসীদের বাগমুণ্ডি ফার্ম্মারস সার্ভিস সোসাইটি মারফৎ। ওই বীজ দক্ষিণ ২৪ পরগণার চীনাবাদামের বীজের চাহিদা মেটাচ্ছে। অযোধ্যা পাহাড়ের আদিবাসীদের চীনাবাদামের বীজ চাষে উদ্যোগী করার বিশেষ প্রকল্প নিয়েছিলেন অযোধ্যা পাহাড় উন্নয়ন পর্ষদ। আদিবাসীরা এখনও তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার আর জাথুমার কথা বলেন। চীনা বাদামের চাষের মারফৎ ওরা বেঁচে থাকার এক নতুন পথের সন্ধান পেয়েছেন।

পুরুলিয়ায় টাঁড়, বাইদ, কানালি বা বহাল জমিতে আর কী বীজের ফলন হতে পারে? অরুণ বাবু দেখেছেন এখানে ধান, গম এবং কিছু সবজি বীজ ফলানো এবং সংরক্ষণ সম্ভব। অনেক কৃষি অফিসার এবং বিশেষজ্ঞের মতও তাই। আবহাওয়া যখন বীজ সংরক্ষণের প্রতিকূল নয়, তখন না হবার কোনও কারণ আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় না। চাই সুষ্ঠু প্রকল্প।

পুরুলিয়ার চাষীদের খামারে বীজ উৎপাদনের প্রকল্প হলে ওখানকার চাষীরা বাড়তি রোজগারের পথ পাবেন। পশ্চিমবাংলার চাষীদের বীজের জন্য উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ বা অন্য কোনও রাজ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে না। অপেক্ষাকৃত কম দামেই ওরা পুরুলিয়ার বীজ পেতে পারবেন।

চিঠিপত্র

গম চুরির একটি গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ

মুক্তি সম্পাদক মহাশয়, আমরা আপনার পত্রিকার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসুকে নিম্নলিখিত যাঁতা স্কীমের তদন্তের জন্য আহ্বান করিতেছি। কারণ আমাদের মন্ত্রী তাঁহার শাসন অধীনে দুর্নীতি দমন করিতে দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছেন।

বিগত কংগ্রেস সরকারের আমল হইতে মানরাজরে ১নং ব্লকে জিতুজুড়ি, গোপালনগর এবং মহাড়া এই তিন গ্রামে বেকার মহিলাদের কাজের জন্য যাঁতা স্কীমের ব্যবস্থা আছে। উক্ত প্রতিটি গ্রামে ২৫টি করিয়া যাঁতা মঞ্জুর আছে। ২৫ জন করিয়া ২ বারে ৫০ জন কাজ করিবার এবং প্রতিজনকে প্রতিদিন ৪কেজি করিয়া ২ কুইন্টাল গম পেষাই করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহা ব্যতিত প্রতি সপ্তাহে প্রতিজন ২ দিন ২॥ (দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা) হিসাবে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

কংগ্রেস সরকারের আমলে কোন যাঁতা চলে নাই। তাহারা আটা মেশিনে পেশাই করিত এবং নিজেরা ভাগাভাগি করিত। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার হওয়ার পর সি. পি, এম কর্ম্মীরা যাঁতা স্কীমের পুরোনো কর্ম্ম ব্যবস্থাকে বাতিল করে নিজেরা দায়িত্ব নিয়েছেন। জিতুজুড়ি যাঁতা স্কীমে পে মাষ্টার নারায়ণচন্দ্র মাহাত, ডিলার প্রফুল্ল কুমার সেন, আর ব্যবস্থাপকগণ হচ্ছেন কমরেড বৈদ্যনাথ মাহাত, কমরেড সুচাঁদ কর্ম্মকার (শিক্ষক) কমরেড নিরঞ্জন মাহাত (শিক্ষক) গ্রাম জিতুজুড়ি, কমরেড দুর্গাচরণ মাহাত (শিক্ষক) গ্রাম শ্যামপুর। গোপালনগর যাঁতা স্কীমে—কম্ অনিল চন্দ্র মাহাত, ডিলার (জবলা), পে মাষ্টার শ্রীমতী সম্পূর্ণা চ্যাটার্জী (গোপালনগর), ব্যবস্থাপনায় আছেন কমরেড বিল্বমঙ্গল ব্যানার্জী, কমরেড লকড় (নকড়ি) মুখোপাধ্যায়, কমরেড ননী গোপাল চক্রবর্তী, কমরেড হেলাধন মুখোপাধ্যায়, (গোপালনগর) কমরেড নিমাই চন্দ্র মাহাত (জামগোড়িয়া) কমরেড লম্বোদর মাহাত (শিক্ষক) কমরেড কমলাকান্ত মাহাত (শিক্ষক) এম, এল, এর প্রতিনিধি, কমরেড শশাঙ্ক শেখর দত্ত (শিক্ষক)। মেটালা মহাড়া যাঁতা স্কীমে নেপাল সিং সর্দ্দার, ডিলার মঙ্গলা সিং সর্দ্দার পেমাষ্টার এবং ব্যবস্থাপনাতে আছেন অঞ্চলের কয়েকটি কমরেড।

আমরা আশা করেছিলাম বর্তমান সরকার হওয়ার পরে ভাল ভাবেই কাজ চলিবে। কিন্তু গত কংগ্রেস সরকারের আমলের মতই কোন পরিবর্ত্তন না হয়ে প্রত্যহ দুই কুইন্টাল গম যাঁতা দ্বারা পেষাই না ক'রে, স্থানীয় আটাকলে গম পেষাই করে। এবং ভাগাভাগি করে। এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত খবরের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রীকে তদন্ত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

গত ২৭-২-৭৮ তারিখে স্থানীয় এম, এল, এ কমরেড শ্রীনকুল চন্দ্র মাহাত উক্ত কমরেড দিগকে সাথে নিয়ে জিতুজুড়ি এবং গোপালনগরে তদন্ত করে দেখলেন একটিও যাঁতা চলে নাই। গোপাল নগরে তদন্তের সময় স্থানীয় প্রাক্তন এম, এল, এ, শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত ও লোক সেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীচুনারাম মাহাত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও আমাদের অভিযোগের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন। পুঞ্চা থানার রাজনোয়াগড় যাঁতা স্কীমের কাজও সেই রূপ চলিতেছে এই খবর। বিনীত—

ইতি -

১। ঝগড়ু মাহাত (জামগোড়িয়া)

২। লফর চন্দ্র মাহাত (খাটচিরি)

মানবাজার ব্লক (১)

ট্রাকটার ভাড়া

লোকব্রতী সোসাইটির ৩৫ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন ট্রাকটার চাষীদের ভাড়ায় দেবার জন্য আছে। জমি চষার কাজ ছাড়াও, কুরলের কাজ এতে হয়। তাতে জমি সমতল করা হয়। ট্রাকটারের প্রয়োজন হ'লে আগে থেকে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

R. No.—2539/57 মুক্তি (৬) ২০শে চৈত্র ১৯৮ W. B./B. K. U-24

স্থানীয় সংবাদ

ট্রেডেটস্ হেলথ হোমের প্রশংসনীয় কার্য্যধারা

শ্রীশঙ্কর ঘোষ, আহ্বায়ক জানাচ্ছেন যে, ট্রেডেটস্ হেলথ হোম পুরুলিয়া শাখার দ্বারা অনুষ্ঠানিত হয়ে গত ১৬ই মার্চ্চ ১৯৭৮ তারিখে পুরুলিয়া পলিটেকনিকের উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে প্রদায়িত হল সত্যটা।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সেক্রেটারী শ্রীমৎ স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ ফিতে কেটে শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা মাঙ্গলিক শঙ্খ ধ্বনির মাধ্যমে জনিত প্রতিজ্ঞানিক হল।

ভূমর সাথে রক্ষিত পলিটেকনিকের অ্যাম্বেলেন্স ভ্যানে রক্তদান শিবির। ভ্যানের চতুর্দ্দিকে রং বেরঙের পোষ্টারে রক্তদানের প্রয়োজনীয়তার কথা আর রক্ত দিলে রক্তদাতার যে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না সে সম্পর্কে ছিল বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত পোষ্টার। রেওয়াজগুলোর পোষ্টারিধন করছিল ট্রেডেটস্ হেলথ হোম, পুরুলিয়া শাখার বিভিন্ন তথ্য।

সমস্ত জিলে ভূমর এক পরিবেশ। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মত শুচি শুভ্র ভাব।

"সময় তুমি হাত মেলেছ
রক্তদানের কাজে……"

রক্ত দান করলেন পলিটেকনিক, জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ, কে, কে, কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী; হাতাদের মধ্যে ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের কেন্দ্র মাষ্টার মহারাজ, অধ্যাপক তপন মহারাজ, ছিলেন ছাত্র ছাত্রী শুভানুধ্যায়ী অনেকে।

রক্ত দাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন শহরের প্রবীণ বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ; ছিলেন ক'লকাতার সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর মিঃ মিত্র, ছাত্রদরদী চিকিৎসকবৃন্দ, সাংবাদিক, সেলসম্যান মিশনের সুপারিনটেনডেন্ট, জে কে কলেজের অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ তারক মঠের প্রধান শিক্ষক, বাঙ্ময় বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট অফিসার প্রমুখ।

সমস্ত অনুষ্ঠানের শুভদায়িত্ব বহন করলেন পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ, শিক্ষক, কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ এবং ছাত্রেরা, সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন ট্রেডেটস্ হেলথ হোমের কর্মীভাই সঠীন ও অমল এবং ট্রেডেটস্ হেলথ হোমের পুরুলিয়া শাখার অনেকে।

মোট ৬১ জন রক্ত দিলেন। সংগৃহীত অর্থ ১২১০ টাকা, ট্রেডেটস্ হেলথ হোমে অনুরূপ ছাত্রছাত্রীদের সেবায় অত্র অমাদেওয়া হল।

স্পনসর্ড কলেজ কর্ম্মচারী সমিতির রাজ্য সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড কলেজ কর্ম্মচারী সমিতির একাদশ বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন পুরুলিয়া জগন্নাথ কিশোর কলেজ প্রাঙ্গণে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হোল। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০টি স্পনসর্ড কলেজের দুই শতাধিক কর্ম্মচারী প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। রঘুনাথপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীনীতল প্রসাদ ভট্টাচার্য্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং জগন্নাথ কিশোর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অ্যাপক শ্রীসুবোধবন্ধু রায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে টাঁচার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরামকমল অধিকারী প্রতিনিধি ও অতিথি অভ্যাগতদের সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে সাধারণভাবে বর্ত্তমান শিক্ষা সমস্যা এবং বিশেষভাবে এই জেলার শিক্ষা সমস্যাদির অবতারণা করেন।

কলেজ কর্ম্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীতুষারকুমার ঘোষ তাঁর সম্পাদকীয় বার্ষিক প্রতিবেদনে স্পনসর্ড কলেজ কর্ম্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য দাবীর আশু ও বাস্তব, যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞান সম্মত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দেন। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সর্ব্বোচ্চ স্তর থেকে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত স্তরে অবাধ ও দুর্নীতির বাঁধা হওয়ায় ধর্মঘট-উস্কানি প্রকাশ করে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে এই নৈরাজ্য দূর করে পঠন-পাঠনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য পরিচালক সমিতিগুলিতে ছাত্র ও শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি গ্রহণের কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণের জন্য সরকারকে বিশেষ অনুরোধ করেন।

কলেজ কর্ম্মচারী সমিতির দুর্দ্দার আন্দোলনের ফলে তদানীন্তন সরকার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পাঁচটি দাবী, যথা—সিলেকসন গ্রেড, ছয় চতুর্থ শ্রেণীর পদ, সরকারী হারে বাড়ীভাড়া; চিকিৎসা ভাতা ও ৪০ টাকা মহার্ঘভাতা পূরণ করেছিলেন। কিন্তু ষ্টাফ প্যাটার্ণ, এ্যাড হক পে, অবসরকালীন ভাতা, পরিচালক সমিতিতে শিক্ষা কর্মী প্রতিনিধি, ইত্যাদি বহু দাবী আনায়ী থাকায়—ঐ সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তর ও শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ, সাক্ষাৎকার, স্মারকলিপি প্রদান প্রভৃতি আবেদন নিবেদনে কোনও ফল না হওয়ায় সমিতিকে প্রতীক ধর্মঘট ও প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পথ গ্রহণ করতে হয়।

এই প্রকার পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সম্মেলন সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ১৫ই মার্চ্চ তারিখে সমিতির ঘোষণকা দাবী সনদ পূরণের প্রত্যক্ষ আন্দোলন সংগঠন সমিতি বিধানসভা অভিযান করবে। সম্মেলনে গৃহীত দাবীগুলি নিম্নরূপ :—

১) বেতন ক্রমের পুনর্বিন্যাস,
২) স্পনসর্ড কলেজ কর্ম্মচারী পে কমিশনে অন্তর্ভুক্তিকরণ,
৩) ১৫, ও ২৫ টাকা এ্যাডহক পে প্রদান,
৪) কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান,
৫) অবসরকালীন ভাতা (পেনশন, গ্র্যাচুইটী, ৮৩৩ শতাংশ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড) প্রদান;
৬) ষ্টাফ প্যাটার্ণ ঘোষণা,
৭) বরখাস্ত কর্ম্মীদের ও সাজাপ্রাপ্ত কর্ম্মীদের পুনর্ব্বহাল, ইত্যাদি

Wanted

Wanted a trained graduate (arts) with Ten years teaching experience for the post of the Head master, Barasini N. L. Jr. High School, P. O. Lilania Dist-Purulia. West Bengal.

Preference will be given to the candidate having experience as Headmaster. Apply to the Secretary with attested copies of the certificates of educational qualifications, experience etc, by 12-4-78 and appear before the Interview Board of the School on 16-4-78 at 11-30 A. M. with certificates in original. No T. A. is admissible.

Secretary—Sd/- J. M. hato
25-3-78
Barasini N. L. Jr. High School

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইনের ৪৪(২) ধারা অনুযায়ী ২৯১ নং পুরুলিয়া মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্ত রূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। উক্ত স্বত্বলিপি বিনা ব্যয়ে সর্ব সাধারণের পরিদর্শনের জন্য ইং ১-৪-৭৮ হইতে ৩০-৪-৭৮ তারিখ পর্য্যন্ত ভিত্তিতে অবস্থিত পুরুলিয়া 'সি' ক্যাম্পে খোলা থাকিবে।

ঐ স্বত্বলিপি সম্পর্কে, কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে ইং ৩১-১২-৭৮ তারিখের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ফরমে ৪৪-২(ক) ধারা অনুযায়ী দরখাস্ত দাখিল করিতে পারেন।

সেটেলমেণ্ট অফিসার
পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।

শ্রীমকণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৩

"সত্যমেবজয়তে"

বঙ্গীয় নিবারণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ১ম ও ১০ম সংখ্যা | সোমবার, ১০ই এপ্রিল ১৯৭৮ ২৭শে চৈত্র ১৩৮৪ | বার্ষিক ৯·০০ সডাক ১০·০০ নগদ ২০ পয়সা

গণতান্ত্রিক বাগাড়ম্বর
শুনেও যদি বা চুঁচোর দলে—
জনজীবনের জন্য সজাগ
অধিকার যত দুপায়ে দলে—

. . .

আর তবু যদি কোনো কারণেই
শাসনকার্য্যও নীরব রবে
জনশক্তির মূল্য কতটা
সেদিন বুঝিয়ে দিতেই হবে।

আসন্ন পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচনী ব্যবস্থাসমূহ

বিগত ৩রা এপ্রিল ডেপুটি কমিশনার শ্রীকমলকান্তি নস্কর একটি প্রেস কনফারেন্স ডেকেছিলেন। তাতে এখানের সাময়িক-পত্র সম্পাদকেরা যোগ দিয়েছিলেন। তাতে তিনি আসন্ন পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন সম্পর্কে যে তথ্যাদি দিয়েছেন—তা এই :

সময় সূচী—

১) মনোনয়ন পত্র দেবার সময়—৮ই এপ্রিল থেকে ২১শে এপ্রিল।
২) মনোনয়ন পত্রের স্ক্রুটিনী (বিচার) ২৪শে এপ্রিল
৩) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ও প্রতীকধার্য্য করার দিন—২৭শে এপ্রিল
৪) নির্ব্বাচনের তারিখ— ৪ঠা জুন
৫) গ্রাম পঞ্চায়েৎ ফলাফল ঘোষণা (বুথেই)—৭ই জুন
৬) পঞ্চায়েৎ সমিতিগুলির ফল ঘোষণা (ব্লক অফিসে)—৫ই জুন
৭) জেলা পরিষদের ফল ঘোষণা—৮ জন এস ডি, ওর ব্যবস্থায় পুরুলিয়া সহরে—৫ই জুন (জেলা পরিষদ ফল গণনা একদিনে শেষ না হলে, লাগাতার চলবে)

স্তর ঃ ক্ষেত্র ঃ সদস্য ঃ ভোটার

স্তর	সংখ্যা	নির্ব্বাচন ক্ষেত্র সংখ্যা	নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যা
১) জেলা পরিষদ—	১	৪০	৪০
২) পঞ্চায়েৎ সমিতি	২০	৩৯৫	৩৯৫
৩) গ্রাম পঞ্চায়েৎ—	১১০০	১১০০	২১৮১

ভোটার সংখ্যা—৮৮০,০০০। গ্রাম পঞ্চায়েতে ১১০০ নির্ব্বাচন ক্ষেত্র—কিছু কিছু ক্ষেত্রে একাধিক বুথ হবে। বুথ সংখ্যা ১৬৯৯।

জেলা পরিষদের গঠনরূপ

জেলা পরিষদের সদস্য হচ্ছেন—(ক) নির্ব্বাচিত সদস্য—৪০ (খ) ২০টি পঞ্চায়েৎ সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি ৪০ জন (গ) বিধান সভা সদস্যগণ—১১। এই মোট ৯১ জন। আর (ঘ) তপশিলীদের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে রাজ্য সরকার যদি আরো কয়েকজনকে মনোনীত করতে চান।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে লোক সেবক সংঘের সিদ্ধান্ত

সারা জেলার জিজ্ঞাসা—এই নির্ব্বাচনে সংঘ কি করছেন?

সারা জেলার লোক ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করছেন—আসন্ন পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে লোক সেবক সংঘ প্রার্থী দেবেন কিনা। অথবা সংঘ নিজ কর্ম্মীদের স্বাধীনতা দেবেন কি না—তাঁদের নিজ নিজ প্রভাবের ক্ষেত্রে নির্দ্দলীয়ভাবে দাঁড়াতে। অথবা সংঘ সমস্ত নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে নির্দ্দলীয় ভাল প্রার্থীদের সমর্থন ও সহায়তা দেবেন কিনা। উপরোক্ত তিন ভাবের যে কোনো ভাবে হোক লোক সেবক সংঘ নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করুন—সারা জেলার চারদিক থেকে লোকের ঐ আগ্রহ—তা যে কোনো কারণেই হোক দেখা দিয়েছে।

মনে রাখতে হবে—প্রবল কায়েমী স্বার্থ সজাগ

পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনের সমস্ত দিক বিচারের পর, সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদ স্থির করেছেন যে, সংঘ বা সংঘের কর্ম্মীরা এই নির্ব্বাচনে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করবেন। তবে উপরোক্ত ঐ

২য় পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য

বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয়ঃ সত্যাগ্রহ ছাড়া পথ নেই

বান্দোয়ানের বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যাপার একদিনে অনেকেই মুক্তির মধ্য দিয়ে জেনেছেন। এবিষয়ে বিস্তারিত খবর আমরা দিয়েছি। যা বলেছি তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই।

ঘটনার পটভূমিকা

১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট আমলে জেলা পরিষদ বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয়কে রেজিষ্ট্রি ক'রে দিয়ে দেন—১ একর ১৬ ডেসিমিল জমি ও তার ওপরে অবস্থিত একটি বাড়ী—যা ওভারসিয়ারের কোয়ার্টার ছিল। সেই সময় ঐ কোয়ার্টারে সরকারী ডাক্তার পরিমল সরকার বাস করতেন। কারণ তাঁর জন্য নির্দ্ধারিত বাসযোগ্য কোয়ার্টার ছিল না। এজন্য ডাক্তারের আবেদনে, স্কুল কর্তৃপক্ষ মানবতার খাতিরে তাঁকে কিছুদিন থাকতে অনুমতি দিলেন। যুক্তফ্রন্টের আমল পার হোল। এই সময়ে ডাক্তারের কোয়ার্টার তৈরী হয়ে গেল। কংগ্রেসের আমল ডাক্তার

৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আসন্ন পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচনী ব্যবস্থাসমূহ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচনী দায়িত্ব ভার

১। জেলা পরিষদের নির্ব্বাচনের রিটার্নীং অফিসার—দু জন এস, ডি, ও (ক) এস, ডি, ও (উত্তর North) যে যে ব্লকের দায়িত্বে আছেন—পুরুলিয়া (১) ও (২), হুড়া, পুঞ্চা, পাড়া, রঘুনাথপুর (১) ও (২), কাশীপুর, সাঁতুড়ি, নিতুরিয়া।

খ) এস, ডি, ও (দক্ষিণ South) যে যে ব্লকের দায়িত্বে আছেন মানবাজার (১) ও (২), বরাবাজার, বান্দোয়ান, বলরাপুর ঝালদা (১) ও (২), জয়পুর, আড়ষা, বাগমুণ্ডি।

প্রতি ব্লকের বি, ডি, ওরা থাকছেন নিজ নিজ ব্লকে পঞ্চায়েৎ সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলির রিটার্নী অফিসার।

নির্ব্বাচন ক্ষেত্রগুলিতে প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও তাঁদের সহকারী থাকবেন—এই জেলায় প্রায় ৯০০০ জন ব্যক্তি।

প্রতীক বিষয়ে

১। ৬টি পার্টির জন্য নির্দ্ধারিত পার্টি প্রতীক থাকবে। পার্টির নাম—সি, পি, এম, জনতা পার্টি ফরোয়ার্ড ব্লক, আর, এস, পি, সি, পি, আই, কংগ্রেস।

ঐ পার্টিগুলির প্রার্থী ছাড়া অন্য প্রার্থীদের জন্য থাকবে খোলা প্রতীক—(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য—৩০টি (খ) পঞ্চায়েৎ সমিতির জন্য—১৫ (গ) জেলা পরিষদের জন্য—১৫।

পার্টির প্রার্থী যাঁরা তাঁরা নিজ নিজ রিটার্নীং অফিসারের কাছে পার্টির প্রার্থী ব'লে নিজ পার্টির সার্টিফিকেট দাখিল করলেই তবে পার্টি প্রতীক পাবেন।

ভোটার তালিকা

গত বিধান সভা নির্ব্বাচনের ভোটার তালিকা অনুসারে ভোট হবে। এই তালিকা পুরুলিয়া নির্ব্বাচনী অফিসে (ইলেকসন অফিসে) পাওয়া যাবে। এক একটি বিধান সভা নির্বাচন ক্ষেত্র হিসাবে ভোটার তালিকা কিনতে হবে।

ভোটার তালিকা যদি কেউ দেখতে চান—দেখতে পাবেন—প্রতি ব্লক অফিসে, সহরে এস, ডি ওদের অফিসে ও ইলেকসন অফিসে।

মনোনয়ন পত্র ও সিকিউরিটি ডিপোজিট সম্পর্কে

১। মনোনয়ন পত্র পাওয়া যাবে—দুজন এস, ডি ওর কাছে এবং বি, ডি, ওদের কাছে। একই মনোনয়নপত্র সব স্তরের ভোটের জন্য।

(২) গ্রাম পঞ্চায়েতের ও পঞ্চায়েৎ সমিতির প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র দাখিল হবে—বি, ডি; ওদের কাছে। এস, ডি, ওদের কাছে জেলা পরিষদের।

(৩) মনোনয়ন পত্র দাখিলের সঙ্গে সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসাবে টাকা দাখিল করতে হবে—(ক) গ্রাম পঞ্চায়েৎ প্রার্থীর জন্য ১০৲ (খ) পঞ্চায়েৎ সমিতির জন্য ৩০৲ (গ) জেলা পরিষদের জন্য ১০০৲ বিধানসভা নির্ব্বাচনের নিয়ম অনুসারে ঐ টাকা বাজেয়াপ্ত হতে পারবে। তপশিলীদের জন্য প্রত্যেকটির অর্দ্ধেক টাকা দিতে হবে।

(৪) ডিপোজিটের টাকা জমা দিতে হবে ব্লকে ঐ জন্য বিশেষ কেরাণীর কাছে। তার কাছে টাকার রসিদ পেলে, সেই রসিদ সহ মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে হবে—বি, ডি, ওর কাছে।

(৫) জেলা পরিষদের প্রার্থীদের ফি জমা দিতে হবে—পুরুলিয়ার নাজীর খানায়। সেই রসিদ সহ মনোনয়ন পত্র এস, ডি, ওর কাছে দাখিল করতে হবে।

(৬) যাঁরা তফশীলী সম্প্রদায়ের লোক তাঁদের সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে—ডি, সি, বা এস, ডি, ওদের কাছে সার্টিফিকেট নিয়ে। অথবা যদি বি, ডি, ও মনোনয়ন পত্র গ্রহণের সময়, প্রার্থীকে তফশীলী সম্প্রদায়ের লোক ব'লে চেনেন বা স্বীকার করেন—তবে সার্টিফিকেট দাখিলের প্রয়োজন হবে না।

প্রার্থীদের প্রতি পরামর্শ

(১) যাঁরা পার্টির প্রার্থী তাঁরা প্রতীক নির্দ্ধারণের দিনে পার্টির প্রার্থী ব'লে সার্টিফিকেট দেবেন নিয়ম আছে। তবে তাঁরা যদি মনোনয়ন পত্র দেবার সময়ে বা প্রতীক নির্দ্ধারণের দুচারদিন আগে ঐ সার্টিফিকেট দেন—তাহলে রিটার্নীং অফিসারদের কাজের সুবিধে হবে।

(২) পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে সমগ্র নির্ব্বাচনী ব্যবস্থার কাজ অন্যান্য নির্বাচনের চেয়েও অনেক বেশী চাপের ব্যাপার। সেজন্য শাসন যন্ত্রকে দারুন কর্ম্ম ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে হচ্ছে ও হবে। এই নির্বাচনে সরকারী নির্বাচনী ব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা দেওয়া এবং জনগণের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা সকলের কর্ত্তব্য।

(৩) সাধারণ মানুষের জীবনে আজ যতটুকু হোক আত্মশাসনের সুযোগ আসছে—জনগণকে এই সুযোগ গ্রহণে সহায়তা করা ও নিজেদের শাসন অধিকার বিষয়ে জনচেতনা গড়ে তোলার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আমাদের সকলের কর্ত্তব্য।

পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে লোক সেবক সংঘের সিদ্ধান্ত

(১ম পাতার পর)

তিন ভাবের কোনো ভাবে নয়। অন্য আর এক ভাবে। কারণ সংঘ উপলব্ধি করেছেন যে, দেশের সমাজ-বিরোধী কায়েমী স্বার্থ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি যে কংগ্রেস, সে কংগ্রেস আজও মরেনি—সে আজও অত্যন্ত সক্রিয়। সারা দেশের জনশত্রুরূপী কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠীর হাতে আজও রয়েছে অপরিমেয় অর্থ, সংগঠন, বিশাল সম্পদসমূহ এবং সব রকম উপদ্রব করার উপযুক্ত সংগঠিত সমাজ-বিরোধী শক্তি। লোক সভা নির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় হয়েছে সত্য; তাতে দেশের গণতান্ত্রিক শক্তির বিশাল জয় হয়েছে সত্য; কিন্তু কংগ্রেস তথা কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠীর বীজ শেষ হয়নি। যক্ষ্মাবীজের মত বহু ক্ষত সৃষ্টি ক'রে দেশের শরীরের মধ্যে যাপ্য রয়েছে। এদের বিরুদ্ধে পুরো সংগ্রাম আজও চালিয়ে যেতে হবে।

লোকসভা নির্ব্বাচনে লোক সেবক সংঘ যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন

সারা ভারতে জনতা পার্টি ও পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্ট বিগত লোকসভা নির্বাচনে সম্মিলিতভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে—কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সার্থক লড়াই দিয়ে গণতন্ত্রকে জয়যুক্ত করেছেন। আমাদের লোক সেবক সংঘ ঐ যুক্ত মোর্চ্চাকে আন্তরিকতার সঙ্গে, সব রকমে এই জেলায় শক্তিশালী সহায়তা দিয়েছেন। ঐ নির্বাচনে লোক সেবক সংঘ আসনের ভাগ পাবার জন্য বা নির্বাচনে লড়বার জন্য একেবারে কোনো চেষ্টা করেন নি—যাতে সম্মিলিত ফ্রন্টে মনোমালিন্য না হয় বা কংগ্রেসের বিরোধী ভোট ভাগ না হয়।

৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মুক্তি

২৭শে চৈত্র, ১৩৮৪, সোমবার

প্রমোদবাবু! আমাদের কথা একটু শুনবেন কি?

জানি না প্রমোদ বাবু আমাদের কথা শোনবার সময় পাবেন কি না! শুনছি তাঁরা কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কিত মহান ব্যাপার সমূহ নিয়েই নাকি এতই ব্যস্ত যে, আমাদের জেলার সাধারণ মানুষের জীবনে কোথায় কী হচ্ছে—তা শোনার এক বিন্দু সময়ও তাঁদের নেই!

আমরা জানি—তাঁরা সব জেলার মত আমাদের জেলারও লক্ষ লক্ষ তুচ্ছ মানুষদের জীবনের বহু কিছুর দায়িত্বই হাতে তুলে নিয়েছেন—নির্ব্বাচনী শপথ বাক্যের ভেতর দিয়ে। তবে নাকি সে দায়িত্ব ওঁদের হয়ে পালন করার কথা ছিল—আমলাতন্ত্রের। কিন্তু সেই আমলারা নিজেদের সে দায়িত্ব পালন না করলে—ওসব ব্যস্ত মানুষ কখন কী করতে পারেন—যাঁরা অনেক বড়ো ব্যাপার সব নিয়ে আছেন।

কেউ বলছেন—এসব কুলোকদের অপপ্রচার। কেউ বলছেন—এটাই নাকি পার্টির ভেতরের নীতির কথা। এখন দেখা যাক স্বয়ং প্রমোদ বাবু কী বলছেন। তবে প্রমোদ বাবুর ভাষণ শোনার আগে, মনের একটা বিস্ময়—যা চেপে রাখতে পারছি না—তা' এখানে বলেই ফেলি।

আমরা সবাই জানি—বামফ্রন্ট বিশেষতঃ সি, পি, এম একটা দারুণ লড়ুইয়ে দল—যাঁরা বর্ত্তমান সমাজের সমস্ত কাঠামোটাকে নিজেদের হিম্মতে, বুদ্ধিতে, পরিচালন শক্তিতে ভেঙ্গে চুরে নূতন রূপ দেবার জন্য সংগ্রাম ঘোষণা ক'রে বসে আছেন। তাঁরাই আজ সৌভাগ্যক্রমে ক্ষমতার আসন পেয়ে, সেই ভাঙ্গাগড়ার মহান অধিকার লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁরা রাজ্যের কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব নিয়েও—কেন যে তাঁরা এখনো সেই পুরোনো কাঠামোর বৈপ্লবিক রূপান্তরের শক্তিশালী কাজটার কোনো কিছু আরম্ভ করলেন না; এবং পার্টি অফিসে ব'সে কেন যে তাঁরা—পুরোনো কাঠামোয় কাজ হচ্ছে না ব'লে প্রায়শঃই হাহুতাশ করছেন; এবং পুলিস ও আমলাতন্ত্র কাজ করছে না ব'লে কেন যে তাঁরা অসহায়ভাবে কপালে করাঘাত করছেন—তাই ভেবে আমরাও প্রায়শঃই বিস্মিত হয়ে পড়ছি। হয়তো বা হতেও পারে—সমাজ-জীবনের গতি প্রকৃতির সব তত্ত্ব ভালভাবে আমাদের জানা নেই বলে, এ সব বিভ্রান্তি আমাদের মনে আসছে!

আলোচনার প্রথমে, প্রমোদ বাবুর কাছে এই সময়ে একটা নিবেদন রাখি। তাঁর কয়েকটি কথা বিষয়ে মনে যে প্রশ্ন উঠবে—সেই প্রশ্নগুলি তাঁর কাছে রাখবো। উনি যেন তা ধৃষ্টতা বলে মনে না করেন। এই মুক্তির পাতাতেই বামফ্রন্টকে তথা জ্যোতিবাবুকে,—অন্যান্য মন্ত্রীদের, এম, এল, এদের,—বামফ্রন্ট কর্ম্মীদের কাছে অনেকগুলিই প্রশ্ন রেখেছি। তার একটারও উত্তর পাইনি। এ রকম প্রশ্ন করা বাতুলতা হচ্ছে—এহেন উপদেশও তাঁদের কারো কাছ থেকে পাইনি।

কংগ্রেস আমলে আমরা দেখেছি—বামফ্রন্ট নেতারা মুষ্টিবদ্ধ দুহাত তুলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রায়শঃই বলেছেন "শাসনভার নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের কল্যাণ করার দায়িত্বে তুমি চুক্তিবদ্ধ—সেই শাসন সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন জনগণের দিক থেকে উত্থাপিত হ'লে, তুমি তার উত্তর দিতে বাধ্য। হে ইন্দিরা! তবু তুমি উত্তর দিচ্ছ না—তুমি অগণতান্ত্রিক, তুমি স্বৈরাচারী, তুমি স্বেচ্ছাচারী, তুমি একনায়কত্ববাদী, তুমি সামন্ততান্ত্রিক ইত্যাদি ইত্যাদি। ঐ বামফ্রন্টই আবার শাসনের আসনে বসে এ সম্পর্কে ইন্দিরাজীর মতই আচরণ করছেন কেন—আমরা অবাক হয়ে ভাবছি। হয়তো আমরা জানি না যে, তাঁদের মতবাদে বলে—যে দল স্বয়ং গণতন্ত্র-স্বরূপ, তাঁদের বোধহয় সংবিধান গত নীতি অনুসারে জবাবদিহী করার কোনোই দরকার হয় না। তা সত্ত্বেও তাঁরা গণতান্ত্রিক!

বামফ্রন্টের কাছ থেকে এ পর্য্যন্ত আমাদের প্রশ্ন সমূহের কোনো জবাব না পেয়েও, আজও আবার প্রমোদ বাবুর কাছে বিনীতভাবে কয়েকটি প্রশ্ন রাখছি। সুবিবেচক লোকে বলবেন—"তোমরা নেহাৎ বেহায়া—তোমাদের চামড়া পুরু। সাধারণ লোকে এই অপবাদ সত্য ব'লেই মনে করবেন। কারণ প্রমোদ বাবু আমাদের প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিলে—দেশের লোক ভাববেন না যে, এতবড় দলের এমন খ্যাতিমান নেতা—যুক্তি, পুঁজি বা সাহসের অভাবে নীরব রয়েছেন। সবাই ভাববেন—মুক্তির সম্পাদকের মত এমন একটা অখ্যাত তুচ্ছ লোকের প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজনই—ঐ বিরাট দলের খ্যাতিমান নেতা গ্রাহ্যের মধ্যেই ধরেননি। তা সত্ত্বেও কয়েকটি বিনীত প্রশ্ন রাখছি।

বিগত ২০শে মার্চ্চ আনন্দ বাজারের জনৈক রাজনৈতিক সংবাদ দাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বামফ্রন্ট তথা সি পি এমের অন্যতম সর্ব্বাগ্রগণ্য নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত যা বলেছেন তা এই—

(১) আমলাতন্ত্র ফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না। (২) রাজ্যের অধিকাংশ দারোগা দুর্নীতি গ্রস্ত। (৩) আমলাতন্ত্র যেখানে বাধার সৃষ্টি করে সেখানে মন্ত্রীসভার সদিচ্ছা থাকলেও কাজ করানো কঠিন। (৪) বামফ্রন্ট অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু বাধাটা এসেছে—আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে। তারা কাজ করে না, নানা টেকনিক্যালিটিস তোলে; ফাইল মুভ করায় না। (৫) আমলাতন্ত্র যে একটা বাধা সেটা লোকের বুঝতে হবে—জানতে হবে—জানলে আমলাতন্ত্রের যারা বাধা তাদের বিরুদ্ধে লোকে দাঁড়াবে। (৬) বামফ্রন্ট লোককে বোঝাতে চান—কাজ না হওয়ার জন্য আমলাতন্ত্র দায়ী। তারপরই তাদের বিরুদ্ধে জনগণের চাপ সৃষ্টি হবে। (৭) তখন সরকারের পক্ষ থেকেও চাপ সৃষ্টি করা হবে। (৮) বর্ত্তমান কাঠামো পাল্টাতে হলে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার প্রয়োজন।

প্রমোদ বাবু বহু কথার মধ্যে এই কথাগুলি সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন। তিনি এহেন কথা প্রায়শঃই বলছেন। এখন এগুলি সম্পর্কে আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন তাঁর কাছে রাখছি। তার সঙ্গে অত্যন্ত বিস্মিতভাবেই এই প্রশ্নও রাখছি যে, তাঁর মত দায়িত্বশীল নেতা এ সব কথা বিনাদ্বিধায় অবিরত বলছেনই বা কী করে? আমার প্রশ্নগুলি এই:—

(১) মাঠে ময়দানের বক্তৃতাতেও আমরা যখন কারো বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ (সুইপিং অভিযোগ) সমূহ করি—তখনও আমাদের ঐ বক্তব্যের পিছনে বহু অকাট্য প্রমাণ সঞ্চিত থাকে। এবং মাঠে ময়দানে আমরা উচ্চরব তুলি তখনই—যখন দেখি অভিযোগ সমূহের প্রতিকার করার ভার যে শাসনের—সে শাসন নীরব আছে। কিন্তু প্রমোদ বাবুরা তো এখন শাসন আসনে। তাঁর নিজের আমলাদের অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আজ কারো কাছে আর্ত্ত আবেদন তোলার তো এখন তাঁর কথা নয়। অভিযোগের প্রতিকারের ব্যবস্থার দায়িত্বই এখন তাঁদের। তা না ক'রে, তাঁরা যদি আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসভায় বক্তৃতা দেন—তাহলে কি লোকের ধারণা হবে না যে, নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে তাঁরা অবিরত এহেন বিলাপ করে বেড়াচ্ছেন?

(২) তাহলে কি অসৎ আমলা ও পুলিসেরা শাসনযন্ত্রকে দুর্ব্বল ভেবে এবং অপমানিত বোধ করে তার বিরুদ্ধে আরো ষড়যন্ত্রের আয়োজন করবে না? তাহলে কি সৎ ও দক্ষ আমলা বা পুলিসেরা অনর্থক বিদ্রূপ হবেন না?

(৩) পুলিস ও আমলাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ প্রমোদবাবু আনছেন। পুলিস আমলারা বামফ্রন্টের অধীনস্থ চাকুরে। তাদের অপমান করলেও তারা হজম করতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ না এনেও বা আনতে না পেরেও, এইভাবে তাদের দুর্নীতি পরায়ণ বলে, অপমানিত করার অধিকার বামফ্রন্টকে কোন সংবিধানে দেওয়া হয়েছে বা কোন গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে তাঁরা তা করছেন প্রমোদবাবু তা দয়া করে বলবেন কি?

(৪) যদি প্রমোদবাবু বলেন যে বহু পুলিস ও আমলার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ তাঁর হাতে রয়েছে বলেই তিনি বার বার উচ্চস্বরে একথা বলতে পারছেন। তাহলে প্রশ্ন এই যে দুর্নীতি পরায়ণ অফিসারদের

(৭ম পাতায় দেখুন)

পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে লোক সেবক সংঘের সিদ্ধান্ত

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

বিগত বিধানসভা নির্বাচনে জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টের
— দূর দৃষ্টির যে অভাব দেখা গেল

বিধানসভা নির্বাচনেও সারা দেশে কংগ্রেস তথা কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দেবার জন্য সারা দেশেই সম্মিলিত বলিষ্ঠ ফ্রন্ট গঠিত হওয়া দরকার ছিল। একটু পরিস্থিতি ভাল হতে দেখেই, কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি ঐক্যের চেয়েও দলীয় লাভের কথা এত ভাবলেন যে, যুক্তভাবে সংগ্রাম হোল না— যা'হলে কংগ্রেস নির্বাচনী মানচিত্র থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তাতে দেশের কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠী আরো ভেঙ্গে পড়ত। কিন্তু তা হল না। নিজেদের মধ্যেও লড়াই হোল— কংগ্রেস বিরোধী ভোট অনেক ভাগ হোল—কংগ্রেস সারা ভারতবর্ষে অনেকগুলি আসন পেল। এই নির্বাচনে এই জেলাতে লোক সেবক সংঘকে কয়েকটি আসন ছেড়ে দেওয়া হবে—এই আশ্বাস পেয়ে আমাদের দিক থেকে কতকগুলি মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হোল। কিন্তু কংগ্রেস বিরোধী কোনো শিবির থেকেই এই জেলার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের একটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ শক্তিকে মোর্চ্চায় স্থান দেবার মনোভাব দেখা গেল না। সেজন্য সঙ্ঘ প্রার্থী সরিয়ে নিলেন। যাতে কংগ্রেস বিরোধী ভোট ভাগ না হয়।

লোকসভা নির্ব্বাচনের পর যে এক অশুভ কর্ম্মধারা পুরীভূত হোল

লোকসভা নির্বাচনের পরই সারা ভারতবর্ষে বিধানসভা নির্বাচন হল—সেই নির্বাচনের প্রাক্কালে একটি অত্যন্ত অশুভ কর্ম্মধারা ব্যাপকভাবে পুরীভূত হতে দেখা গেল। কংগ্রেসের শোচনীয় অবস্থা দেখে কংগ্রেস থেকে সরে আসা লোকদের দলে দলে, অঙ্গ দলে গ্রহণ করার হিড়িক দেখা দিল। যে সমস্ত লোকদের জন্য কংগ্রেস তথা কংগ্রেসী শাসন দূষিত, ঘৃণিত ও অবমানিত হয়েছিল—সেই পর্য্যায়ের বহু লোককেও গ্রহণ করা হল। এবং যাঁরা জন্ম কায়েমী-স্বার্থ গোষ্ঠী তাঁদেরও বহু লোককে দলে-যুক্তে নেওয়া হল। আদর্শের কথা, নীতির কথা, সংগ্রামের কথা ভাবা হল না। ঐ সমস্ত সাঁয়াসো ব্যক্তিদের দিয়ে আগামীতে সুবিধে হবে ভাবা হোল। কংগ্রেসী মন্ত্রানেরাও দলে দলে, অঙ্গ দলে ভীড়তে লাগল—তাদের জন্যও দ্বার অবারিত রইল। এ সবের কুফল কি হতে পারে বোঝবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। তার বিষময় ফল পরবর্ত্তী নির্বাচনে মূর্ত্ত হয়ে দেখা দিল।

১৯৭৮ সালের বিধানসভা ভোটে যে মারাত্মক ভুল করা হোল

১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে পুনরায় বিধান-সভা নির্বাচন হোল। তাতেও কংগ্রেস বিরোধীরা আবার আরো বেশী ভুল করলেন। কংগ্রেস থেকে চলে আসা আরো বহু পচা মাল গ্রহণ করলেন। এবং কংগ্রেস বিরোধী ঐক্য পুনরুদ্ধার করা দূরে থাক— কংগ্রেস বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন আরো জোর দেখা দিল। কংগ্রেস বিরোধী শিবিরের পক্ষে তার যে সাংঘাতিক প্রতিকূল ফল দেখা দিল— আজ সারা ভারতের মানুষ তা জানেন।

এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যা দরকার

জনতা পার্টি ও বামফ্রন্ট আজ অন্তত ঐ সব ভুল করুন এবং নিজ নিজ শাসনযন্ত্র চালাতে যোগ্য সফলতার পরিচয় দিতে আজও পর্য্যন্ত যতই বিলম্ব করুন—আমাদের সামনে এখন পর্য্যন্ত গণতন্ত্র রক্ষার তাগিদের অঙ্গুলি আজ এঁরাই রয়েছেন। সেজন্য

(১) এঁদের অস্তিত্ব যাতে টিকে থাকে এবং এঁদের নানা কর্ম্মধারা যাতে প্রসারিত তথা জয়যুক্ত হয়—তার জন্য আমরা এখন সমস্ত রকম সহযোগিতা দোব।

সংঘের নিজস্ব প্রার্থী কেন দাঁড়াচ্ছেন না

(২) কংগ্রেস বিরোধী লড়াইয়ে সর্ব্বক্ষেত্রে এবং এই নির্বাচনে এঁরা যাতে জয়যুক্ত হন—তারজন্য আমরা চেষ্টা করব। আমরা যদি স্থির নিশ্চিত হতাম যে, সংঘের প্রার্থী দাঁড়ালে কংগ্রেসকে সার্থকভাবে পরাজিত তিনিই করবেনই—অন্যান্য কংগ্রেস বিরোধী থাকা সত্ত্বেও—তাহলে সংঘের প্রার্থী দাঁড়াবার যৌক্তিকতা থাকতো। কিন্তু এখন যখন আমরা বুঝছি যে সংঘের প্রার্থীরা দাঁড়ালে, কংগ্রেস বিরোধী ভোটই ভাগ হবে—এবং এই বহুমুখী লড়াইয়ে নানাক্ষেত্রে কংগ্রেসের বা কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীদের পক্ষীয় কিছু কিছু প্রার্থীর বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা ভালই থাকবে, সে ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সংঘের পক্ষ থেকে প্রার্থী দাঁড় করাবার কোনো যৌক্তিকতা দেখছি না। সুতরাং এক্ষেত্রে আগামী পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে লোক সেবক সংঘ বামফ্রন্ট ও জনতা পার্টির বা তাদের সমর্থিত প্রার্থীদেরই সমর্থন করবে। সংঘ প্রার্থী দাঁড়করাবেন না বা সংঘের কর্ম্মীরা ব্যক্তিগত ভাবেও দাঁড়াবেন না।

জনতা ও বামফ্রন্ট নিজেরা বিরোধ করলে সেক্ষেত্রেযে প্রার্থীর জয়লাভের সম্ভাবনা বেশী, তাকে সমর্থন করা হবে

৩) লোকসেবক সংঘ সর্বদা চেষ্টা করবে—কংগ্রেস বিরোধীরা যেন পরস্পর সংগ্রাম না করেন—ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গড়ে তোলেন। আজ এই চেষ্টা সফল না হ'লেও লোকসেবক সংঘ ঐ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। যেখানে ঐ দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হতে পারবেন না— নির্বাচনে নিজ নিজ প্রার্থী খাড়া করবেন— সেক্ষেত্রে তাঁদেরযে প্রার্থীর জয়লাভের সম্ভাবনা বেশী সেখানে তাকেই সমর্থন করতে হবে।

কোন্ অবস্থায় সংঘ নির্দ্দলীয়কে সমর্থন করবে

(৪) লোকসেবক সংঘকে তথা দেশবাসীকে আর একটি নির্ব্বাচনী সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সাম্প্রতিক সুবিধের কথা ভেবে দলগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের দলে এমন প্রার্থী নির্ব্বাচন করছেন—যারা দু'দিন আগে পরিচিত ছিলেন—কুখ্যাত কংগ্রেসী ব'লে, অথবা যাঁরা সমাজ দ্রোহিনে কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠীর লোক ব'লে—জনশ্রোধনকারী বা কুখ্যাত সমাজ-বিরোধী বলে। উল্লিখিত বহু দলগুলির কেউ এ রকম প্রার্থী দাঁড়করালে সংঘ বা সংঘের কর্ম্মীরা তাঁকে সমর্থন বা ভোটদান করবেন না। সেক্ষেত্রে অপর কোনো সমর্থনযোগ্য নির্দ্দলীয় প্রার্থী থাকলে তাকেই সংঘ বা সংঘ কর্ম্মীরা সমর্থন করবেন।

কোনো সংঘের কর্ম্মী অন্য কোনো দলের প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে

(৫) কোনো কোনো দল প্রচার করছেন—লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে প্রার্থী না দাঁড়করানো হলেও, সংঘের কিছু কিছু কর্ম্মী সেই দলের প্রার্থীরূপে দাঁড়াবেন এ প্রচারের ভিত্তি কিছু নেই। কারণ এভাবে দাঁড়ানোর অর্থ দলত্যাগ। সংঘের কোনো কর্ম্মী এভাবে দলত্যাগ করবেন আমরা আশা করি না। তবে যদি কোনো ক্রমে কোনো কর্ম্মীর এহেন দুর্বুদ্ধি ঘটে সেক্ষেত্রে সংঘ কর্ম্মীরা নির্বাচনে তাকে কোনো ভাবে সাহায্য করবেন না।

যদি সবক'টি প্রার্থীই অযোগ্য হন

(৬ যদি সংঘের কর্মীরা দেখেন যে, কোনো নির্বাচন ক্ষেত্রে সব কটি প্রার্থীই অযোগ্য বা অবাঞ্ছিত— সে ক্ষেত্রে সংঘ কর্মীরা কাউকেই সমর্থন করবেন না কাউকেই ভোট দেবেন না—হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন।

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

আজ এঁরা কতদূর কি করতে পারেন— দেখা যাক

(৭) দেশের শাসনভার জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টের ওপর রয়েছে। তাঁদের বিষয়ে এরই মধ্যে বহু সমালোচনা উঠলেও, সংঘ মনে করেন যে, এদের ওপর এখনো বহু আশা করবার রয়েছে। কেন্দ্রের এবং রাজ্যগুলির শাসনভার যেমন এঁদের হাতে রয়েছে— তেমনি সারা দেশব্যাপী পঞ্চায়েতগুলিরও সমস্ত শাসনভারও আজ এঁদেরই হাতে অবাধে দিতে চাইছেন সংঘ—কোনো বাধা সৃষ্টি না ক'রে,—এই জন্য যে, এঁরা সর্ব্বক্ষেত্রে কতদূর কী করার শক্তি রাখেন—তা' দেখে নেওয়া যাক। সংঘের পক্ষ থেকে না দাঁড়াবার এটাও অন্যতম এক বিশেষ কারণ।

এই পঞ্চায়েৎ সংঘের কাছে আকর্ষণ যোগ্য নয়

৮) তাছাড়া সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদ মনে করছেন যে, বামফ্রন্ট যে পঞ্চায়েতী শাসন জনগণকে দিতে যাচ্ছেন—তা পঞ্চায়েতের সাধারণ ছাদা মাত্র। এই পঞ্চায়েতকে কার্যকরী করা খুবই অসুবিধেজনক হবে এবং আপাততঃ যা কাঠামো আছে বিকেন্দ্রিত ক্ষমতার কোনো অংশ এই পঞ্চায়েৎ পেতে যাচ্ছে না। সেজন্য এই পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণ ক'রে এর জন্য সময় বা মনোযোগ ব্যয় করার মত কোনো আকর্ষণও সংঘের সামনে নেই।

পঞ্চায়েৎ নির্বাচন প্রাক্কালে সংঘ এই কথা ভাবছেন যে, এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ভেতর দিয়ে জন সাধারণ সতর্কতার বিকেন্দ্রিত আত্মশাসন অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হোন। সেই দাবী তাঁদের মধ্য দিয়ে মূর্ত্ত করে তোলার চেষ্টা তাঁদের হোক— পঞ্চায়েতী নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে উদ্যাপিত হোক। এই নির্বাচনে লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীবাহিনী বিকেন্দ্রীত শাসনের ধারণা বিষয়ে ব্যাপক জনচেতনা জাগাবার কাজে গভীর নিষ্ঠা ও বিশেষ উদ্যোগের সঙ্গে আত্ম নিয়োগ করুন।

বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয়ঃ সত্যাগ্রহ ছাড়া পথ নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর হইতে)

কংগ্রেসের বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন ছিলেন। সেই জোরে তিনি স্কুলের ঘর ছাড়লেন না। ডাক্তার নিজে কোয়ার্টারে গেলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সরকারকে বালিকা বিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে রেখে গেলেন, দখল ক'রে রাখতে। তাঁদের জোর এই ছিল—যে, তাঁরা কংগ্রেসের দারুণ পেটোয়া; তাছাড়া, আরো জোর ছিল মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দিয়ে ঘর থেকে সরিয়ে দেবে কে। শ্রীমতী সরকার নিজেও কংগ্রেসের কাছ থেকে মহিলা উন্নয়ন শিশু মঙ্গল প্রকৃতির দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পেতে লাগলেন। এঁদের তখন চলেছে দাপটের যুগ। ডাক্তার পরিমল সরকার কিছুদিন পরে পরলোক গমন করলেন। পরিমলবাবু পুরুলিয়া সহরের সুপরিচিত সরকার পরিবারের লোক—স্বর্গত বিরাজ কৃষ্ণ সরকারের পুত্র। তিনি চলে গেলেও শ্রীমতী সরকার বান্দোয়ান ছাড়লেন না। স্থল ঘর জবর দখল ক'রে বসে রইলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে ওখানে একটা ভাল কংগ্রেসী চক্র গড়ে উঠল।

আর এক উপসর্গকারী কংগ্রেসী : তার সহায়তায় শাসনযন্ত্র

ঐ উপসর্গের সঙ্গে যোগ দিলেন—বান্দোয়ানের স্কিকারী শঙ্কর ব্যানার্জী। তিনি কলাকৌশল ক'রে, স্কুলের জমির খানিকটা অংশ বেআইনী দখল ক'লে নিজের নামে রেকর্ড করিয়ে নিয়ে তাঁর উপর ঘর করতে শুরু করলেন— কংগ্রেস আমলে। স্কুলের সভাপতি শ্রীভদ্বরি মাহাত থানায় ডাইরী করলেন— এই যে আইনী উপদ্রবের বিরুদ্ধে। কিন্তু কোনো ফল হোল না। কারণ তখন দারুণ কংগ্রেসী আমল চলছে। এই অবস্থায় স্কুলের জমিতে একটি নূতন ঘর তৈরী ক'রে বালিকা বিদ্যালয়ের কাজ চালানো শুরু করতে লাগল। কংগ্রেসী আমল—সেজন্য ঐ স্কুলের মঞ্জুরীও পাওয়া গেল না।

ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠের৩ সংগ্রাম ইতিহাস স্মরণ

এখানে একটা কথা সকলের জেনে রাখা ভাল। বান্দোয়ানের অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া জায়গায়—শিক্ষা বিস্তারের জন্য যখন আমরা বিহার আমলে ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ গড়ে তুলি—তখন যদিও বহু চেষ্টা করে অগ্রসর হতে হয়েছিল—তবুও অল্প দিনেই সুন্দর অগ্রগতি দেখা দিল। বিহার সরকার ঐ বিদ্যাপীঠ ভাঙবার জন্য ঐ বান্দোয়ান গ্রামেরই ডাঃ অমরনাথ বা স্কুল গড়ে আমাদেরই ভাঙতে চেষ্টা করেছিল। এজন্য এ হেন কাজ নেই যা বিহার সরকার করেনি। মহুয়া কেড়ে নিল—অভিভাবকদের ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল—স্কুলের অনুষ্ঠান গুণ্ডা দিয়ে, ইঁট পাটকেল মেরে লণ্ডভণ্ড করতে লাগল—স্কুলের সদস্য, শিক্ষক, ছাত্র, কর্ম্মী সকলকে নানাভাবে বিপন্ন করতে লাগল। কিন্তু লোক সেবক সংঘের পরিচালনাধীনে, কর্ম্মীদের প্রচণ্ড আন্তরিক, অর্থ সাহায্যে, সংগ্রাম শক্তিতে ঐ স্কুল বিহার আমলেও সরকারী পেটোয়া ডাঃ অমরনাথকে স্কুলতে মান করে দিয়েছিল। পশ্চিম বাংলায় যাওয়ার পর কংগ্রেস আমলে বহু কষ্টে মহুয়া পাওয়া গেল সত্য; কিন্তু সারা কংগ্রেসী শাসনকালে শিক্ষা বিভাগ থেকে এই বিদ্যাপীঠ বিমাতৃ সুলভ অত্যন্ত অবাঞ্ছিত ব্যবহার ব্যতীত কিছুই পেয়ে গেল। আজ খবর নিন, বান্দোয়ানে এক সরকারী আনুকূল্য পেয়েও ডাঃ অমরনাথ বা স্কুলের নাভীখানা উঠছে—আর সমস্ত প্রতিকূলতা বিপন্নতা সত্ত্বেও, ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ আমাদের কর্ম্মীদের ঐকান্তিক যত্ন, সহযোগিতা ও কর্ম্মনিষ্ঠায় আজ অফুরন্ত জনপ্রিয়তা, সাফল্য ও অগ্রগতির পরিচয় রেখেছে। প্রতি বছর শত শত নতুন ছেলে এখানেই ভর্ত্তি হতে চায়। বিরাট স্কুল আর স্থান দিতে পারছে না। ওদিকে স্কুলের দারুণ দাবদাহ সত্ত্বেও— নিতান্ত পিছিয়ে পড়া আরণ্যক মানুষের শিক্ষার প্রতি অদ্ভুত আগ্রহ সত্ত্বেও—এর প্রতি শিক্ষা বিভাগের লক্ষ্য নেই বরং বিরূপতা ছিল। আর ঐ সঙ্গে দেখুন—কর্মীরা রাজনীতি করেনি তারা নিষ্ঠা সততা ও উদ্যোগের সঙ্গে কি অদ্ভুত গঠন কাজ করছে।

মহাভারত আমলের এক অপ কৌশল স্মরণ হল

এই রকম জীবনের পরিবেশে বান্দোয়ানের মানুষ মেয়েদের শিক্ষার জন্যও দারুন আগ্রহান্বিত হয়ে ডাঃ জোগাড় ক'রে— অর্থ জোগাড় করে স্কুল স্থাপন করল। কিন্তু করতে চাইলে করতে দেবে কেন। কংগ্রেসী ভূতেরা তো সরাসর সচেতন রয়েছেই— যারা লুঠের রাজত্ব জারী রাখতে কোনো অগ্রগতি কোনো শক্তি গঠন চায় না। সেজন্য বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের শুরু থেকেই শুরু মহাভারতের আমলে দুর্যোধনেরা যেমন শিখণ্ডি খাড়া ক'রে যুদ্ধ জয় করতে চেয়েছিল—ঐ মহিলাকে সামনে খাড়া করবার পেছে একদিন যতদূর সম্ভব উপদ্রব ক'রে, মেয়েদের শিক্ষা অগ্রসর করবার কাজে বহু ক্ষতি সাধন করল। ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠের বিরুদ্ধে যেমন বহু উপদ্রব করেও কিছু করতে পারে নি—কর্ম্মীরা আবার প্রমাণ করবে—বালিকা বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে উপদ্রব ক'রেও এর অগ্রগতি এরা ঠেকাতে পারবে না এবং বিদ্যাপীঠের মতই বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যাপারের মধ্যেও কর্ম্মীরা প্রমাণ করবে যে, কী নিষ্ঠার সঙ্গে এই শিক্ষা প্রসারের কাজ— এই গঠন কাজ তারা চেয়েছিল।

বামফ্রন্ট আমলেও কংগ্রেসীদের ও পুলিসের সঙ্গে যে চক্রান্ত হোল

বামফ্রন্ট আমল আসতেই বালিকা বিদ্যালয়ের কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সরকারকে বারম্বার অনুরোধ করা হোল—তিনি সর্ব্বসাধারণের ঘরটি ছেড়ে দিন। তিনি বার বারই উত্তর দিলেন—ঘর ছেড়ে দেবেন—তবে নিজের বিকল্প ব্যবস্থার জন্য তাঁর সময় দরকার। তবে কবে ছাড়বেন বলতে পারছেন না; পরে বলবেন। কিন্তু ওদিকে তিনি কংগ্রেসীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন ও তাঁরা পরামর্শ দিলেন যে, কী প্যাঁচ করা যায়। ষড়যন্ত্রের পাণ্ডা শ্রীকালীশঙ্কর ব্যানার্জী ও অন্যান্য কংগ্রেসীরাও তাঁকে উৎসাহ জুগিয়ে গেলেন—তাঁকে বেআইনী উপদ্রবে লেগে থাকতে। পুলিসের সঙ্গেও একটা বোঝাপড়া হয়ে রইল। এসব কথা জোরের সঙ্গে বলতে পারছি—পরবর্ত্তী ঘটনার ব্যাপার সমূহের অকাট্য প্রমাণ থেকে। সুতরাং কোনোটা অনুমান নয়।

ঐ ঘরে থাকবার কোনো যুক্তি বা কারণ ঐ মহিলাটির নেই

বালিকা বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ দেখলেন যে, ঐ মহিলা কিছুতেই যুক্তি এবং জনস্বার্থের কথা শুনছেন না। যদি বান্দোয়ানেই থাকতে চান তারজন্য অন্য ঘর পর্য্যন্ত দেবার বা অন্যান্য সুবিধাজনক বিকল্প ব্যবস্থা সমূহের আমাদের প্রস্তাব তিনি পায়ে ঠোকর দিয়ে ফেলে দিচ্ছেন। ওঁর এক অবিবাহিতা মেয়েকে নিয়ে তিনি ঐ বাড়িতে থাকেন—তাকে বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরী দেবারও প্রস্তাব তাঁর কাছে করা হয়। কোনো কিছুর বিনিময়েই তিনি ঐ বাড়ী ছাড়বেন না। পুরুলিয়া সহরে শ্বশুরালয় রয়েছে—সেখানেও তিনি আসবেন না। বান্দোয়ানে কোনো চাকরী বা ব্যবসা বা শিল্প তিনি বা তাঁর মেয়ে করেন না। তবু তিনি ঐ স্কুলের বাড়ী আটকে রেখে দেবেন। বান্দোয়ানেই পড়ে থাকবেন। এবং বিহার আমলে বিদ্যাপীঠের ক্ষতি করার মত, এই বালিকা বিদ্যালয়ের ক্ষতিও তাঁরা করবেনই। স্পষ্টই বোঝা গেল—ঐ মহিলা একটি সমাজ-বিরোধী চক্রান্তের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে রয়েছেন।

বামফ্রন্ট আমলে নূতন আশা : কিন্তু ব্যাপার দাঁড়ালো উল্টো

এইভাবে কাটলো কংগ্রেস আমল। কংগ্রেস আমল চলে যেতে এবং যুক্তফ্রন্ট আমল সুরু হ'তে, কর্ম্মীরা আশা করলেন যে, এবারে একটা ব্যবস্থা হবে—এতদিন উপদ্রবকারীদের পিছনে পুলিশ ও আমলাতন্ত্র বল ভরসা রূপে যেভাবে শক্তি যোগাচ্ছিলেন—বামফ্রন্ট আমলে পুলিস ও আমলা সেইভাবে উপদ্রব করতে সাহস করবেন না। কর্ম্মীরা আরো ভেবেছিলেন—যে, জনগণের অধিকার বিপন্ন হ'তে চলেছে—চক্রান্তকারীরা কলাকৌশল করছে দেখলেই বামফ্রন্ট সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হয়ে হস্তক্ষেপ করবেন এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার জয়যুক্ত হবে। যাঁরা গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য চেষ্টা করছেন—সরকার তাদের সহায়ক হবেন। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য যাঁরা কাজ করছেন—কংগ্রেস আমলে তাদের ওপর মিথ্যে মামলা ক'রে তাদের লাঞ্ছিত করত। এই বামফ্রন্ট আমলে তা কখনই হবে না। কারণ পুলিস বা আমলাতন্ত্র তখনই তা' করতে সাহস করে যখন সরকার সেই সব অপচেষ্টা সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন। এখন পুলিস ও আমলারা উপলব্ধি করছেন যে, ঐ সব অপচেষ্টা সরকার সমর্থন করেন না বা করছেন না। কিন্তু শুনে আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হবেন—বামফ্রন্টের শাসন আমলেও সমস্ত ঘটনার গতি একেবারে কংগ্রেসী আমলের মত রূপ পরিগ্রহ করল। বামফ্রন্ট আমল সত্বে এ রকম কেন হোল—এ আমাদের অনুধাবন করতে হবে এবং বামফ্রন্ট সরকারকেও তা ভেবে দেখতে হবে এবং সত্যিই যদি তাঁরা গণতন্ত্র রক্ষার বিষয়ে নিত্য যে আগ্রহ প্রকাশ করছেন—তা (আমরাও ধরে নিচ্ছি) আন্তরিক—তবে তাঁদের আমলে এ রকম ব্যাপার যাতে না ঘটে তার জন্য সাবধানতা ও শাসন-যোগ্যতার পথ অনুসরণ করতে হবে। বামফ্রন্ট আমলে কি ব্যাপার হোল—তাই এখন বলি।

পুলিস ও কংগ্রেসীদের এত স্পর্দ্ধার কারণ কী?

মহিলার স্পর্দ্ধা এত বেড়ে গেছল এই জন্য যে, পুলিস ওদের সব ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকছেন তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। পুলিসের সাহস হয়েছিল যে, আড়াল থেকে ওদের মদত দেবার জন্য জেলা শাসন কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যেও চতুর ব্যক্তি আছেন। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ আরো বুঝে দেখলেন যে, দেওয়ানী মামলা করেও লাভ নেই, কারণ শাসন পাল্টালেও এখনো এঁরা এমন ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি যে, ৫/৭ বছরের আগে একটা দেওয়ানী মামলা নিষ্পত্তি হতে পারবে।

স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ জনমতের চাপ ও লজ্জা দিতে চাইলেন কিন্তু চক্রান্ত গভীর ছিল

এই অবস্থায় বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মনে করলেন যে, বালিকা বিদ্যালয়ে ঐভাবে বেআইনী উপদ্রবের বিরুদ্ধে বিরাট জনমত দেখাতে পারলে—ঐ মহিলার চেতনা হবে—জনমতের প্রতি ভয় বিবেক বুদ্ধি বা লজ্জা প্রভৃতি ঐ মহিলার মধ্যে কাজ করবে এবং পুলিস ষড়যন্ত্রে থাকলেও বিরাট জন-অভিযান দেখলে যুক্তফ্রন্ট আমলের পুলিস প্রকাশ্যে উপদ্রব করতে সাহস করবেন না। কিন্তু দুটোতেই স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের ভুল হোল। কারণ এহেন অভিযানেও ঐ মহিলার মধ্যে বিবেক, ভয়, লজ্জা জাগ্রত হবার কোনো লক্ষণ ছিল না। বিশেষতঃ তিনি একটা চক্রান্তের হাতের পুতুল ছিলেন।

বামফ্রন্টের আমলেও পুলিস কীভাবে আস্কারা পাচ্ছেন

আর পুলিস বিষয়েও তাঁদের ভুল হল। পুলিস জনমতের ভয়ে নিষ্ক্রিয় থাকল না। কারণ আগেই তারা এ সম্পর্কে জেলা কর্ত্তৃপক্ষের অভিমত বুঝে রেখেছিলেন মনে হয়। জেলা কর্ত্তৃপক্ষের যাঁরা এর মধ্যে জড়িত হয়েছেন—তাঁরা সম্ভবতঃ বামফ্রন্টকে খেলো করতে মনস্থ করেছিলেন। এই সব আমলাদের রাগের কারণ হতে পারে যে, বামফ্রন্ট প্রায়শঃই আমলা ও পুলিসকে গালাগাল দিচ্ছেন। আর সম্ভবতঃ শাসন ব্যবস্থা বিষয়ে বামফ্রন্টের শাসন বা পার্টি—উভয় দিক থেকেই জনমতের প্রতি বেশ উদাসীনতা দেখা যাচ্ছে—তারজন্যও পুলিস, আমলাদের স্বেচ্ছাচারিতার প্রবৃত্তি আবার চাড়া দিচ্ছে। (ক্রমশঃ)

সত্যাগ্রহ সিদ্ধান্ত

[এই প্রবন্ধটিতে আগামী সংখ্যায় থাকবে—জনবিক্ষোভের প্রকাশ দান করতে বান্দোয়ানে কীভাবে অভিযান হোল—পুলিস ও কংগ্রেসীদের প্ররোচনা সত্বেও অভিযানকারীরা কিরকম শান্তিপূর্ণ থাকলেন—১২ই ফেব্রুয়ারী আবার সমাবেশের সিদ্ধান্ত হল—মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হল—পুলিস নিজেকে বাঁচাতে অভিযানকারীদের নামে মামলা ও ১৪৪ ধারা জারী করতে অনুমতি চাইল—জেলা কর্ত্তৃপক্ষ আবার অভিযানের সংবাদে গুরুতর পরিস্থিতির চিন্তায় ভীত হয়ে লোক সেবক সংঘের সচিবকে ধরলেন—লোক সেবক সংঘের পরিচালনায় অবস্থা শান্তিপূর্ণ থাকবে এই উপলব্ধি করে আবার শাসনতান্ত্রিক উপদ্রব সুরু হোল—বহু বিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর এক পত্র এল—আর তারপরই শাসনতান্ত্রিক এক অদ্ভুত চক্রান্ত সুরু হোল—ফলে সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা কেন করতে হল—আর সত্যাগ্রহের ধারা ধরণ কী রকম হতে চলেছে এবং সংঘ পরিচালিকা শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ অসুস্থ শরীরেও কেন ঐ সত্যাগ্রহ পরিচালনার সংকল্প করছেন—সে সবের বিবরণসমূহ থাকবে।]

—মুক্তি সম্পাদক

প্রমোদবাবু আমাদের কথা—(৩য় পাতার পর)

বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকা সত্বেও, কংগ্রেস আমলের মতো কোন্ উদ্দেশ্যে তাদের বিতাড়িত না করে, তাঁদের তাঁরা পুষে রাখছেন—প্রমোদ বাবু তা' বলবেন কি?

(৪) সারা বিশ্বের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, দেশে দেশে যোগ্য মানুষের দল ক্ষমতায় বসেই, অল্পদিনের মধ্যে বিস্ময়কর ভাবে অকেজো, পুরানো, ভেঙ্গেপড়া সমাজ ও শাসন কাঠামোকে রূপান্তরিত ক'রে, ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। কাঠামো খারাপ থাকলে, তাকে দ্রুত গতিতে বদল করার শক্তি চাই—অকেজো দুর্নীতি পরায়ন আমলা ও পুলিসদের কান ধরে বিদেয় করার হিম্মত চাই—যোগ্য সৎ দক্ষ মানুষদের খুঁজে বের ক'রে কাজের ভার দেবার মনোভাব চাই। তা না করে ফাইল মুভ হচ্ছে না বলে কপালে করাঘাত করলে কি কাজ হবে? আমলাতন্ত্র যে শাসনের অধীনে, সেই শাসন যদি নিজেরাই তাদের শায়েস্তা করার ক্ষমতা না রাখেন—তবে দেশের জনসাধারণকে চাপ সৃষ্টি করার উপদেশ দিয়ে সমস্যার কি কোনো সমাধান হবে প্রমোদ বাবু?

(৫) আমরা শুনেছি আমলাতন্ত্রের মধ্যে যে সব শ্রেণীর হাতে ফাইল মুভ করার দায়িত্ব—তাদের অধিকাংশই হচ্ছেন প্রমোদ বাবুদেরই অনুগামী। তারা ফাইল মুভ করাচ্ছে না—মন্ত্রী সভার কথা শুনছে না—এর জন্যই কি পুরস্কার স্বরূপ দফায় দফায় তাদের মাইনে বাড়ানোর ব্যবস্থা, বোনাস বাড়ানোর ব্যবস্থা করছেন প্রমোদ বাবুরা? নিজেদের ঐ সব অনুগামীদের জীবনেই যদি দেশ গঠনের উদ্যোগ ও জনসেবার আদর্শ জাগাতে না পারেন তবে এতবড় পার্টি কোন্ কাজের দায়িত্ব নিতে পারবেন?

(৬) আর একটি যে প্রশ্ন মনে আসছে—সেটাও অত্যন্ত গুরুতর কথা থেকে উদ্ভব এক প্রশ্ন। প্রমোদ বাবুর কথা—"আমলাতন্ত্র যেখানে বাধার সৃষ্টি করে—সেখানে মন্ত্রী সভার সদিচ্ছা থাকলেও কাজ করানো কঠিন।" বর্তমান সংবিধানে রাজ্যের ক্ষমতা কতটা সীমাবদ্ধ তা আগেই জানা গেছল। এবং ৩০ বৎসরের কংগ্রেসী শাসনে আমলাতন্ত্রের অবস্থা কী হয়ে রয়েছে—তাও সবাই জানেন। এবং প্রমোদ বাবুদের অভিমত আমলাতন্ত্রের বাধার মুখে মন্ত্রীসভার উদ্দেশ্যই বানচাল হয়ে যায়। এ হেন অসহায় অবস্থায় তাঁরা মন্ত্রিত্বই বা নিলেন কেন—জনগণের প্রতি নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে?

(৭) প্রমোদ বাবুর কথায় মনে হচ্ছে আমলাতন্ত্র খতম না করলে শাসন জীবনের মুক্তি নেই। এটা কি অবাস্তব পরিকল্পনা নয়? ঐ পরিকল্পনা যদি অবাস্তব হয় তবে আমলাতন্ত্র ঠিকমতো গড়ে তুলতে যাঁরা অক্ষমতা বোধ করছেন তাঁরা বৃথা শাসন যন্ত্র ধরে আছেন কেন তবে? যদি আমলাতন্ত্রই একটা বাধা তবে তাকে খতম করছেন না কেন তাঁরা?

(৮) কাজ যদি চালাতেই হয় কর্ম্মকৌশল জানতে হবে। পুলিশ ও আমলা সকলকে এক জাতের বস্তু না বানিয়ে তাঁদের সৎ ব্যক্তিদের প্রশংসা ও উন্নততর কর্ম্মভার দিতে হবে আর অসৎদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এটা কি অন্যায় দাবী বলে মনে করেন প্রমোদবাবু।

(৯) পুলিস ও আমলাদের বিরুদ্ধে অবিরত অভিযোগ সমূহের প্রতি শাসনযন্ত্র যেখানে নীরব থাকেন—সেখানে এটাই কি স্পষ্ট হয় না যে, শাসন যন্ত্র তাদের দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেই ইচ্ছুক। স্বেচ্ছাকৃত ভাবেই হোক, আর অস্বেচ্ছাকৃতভাবেই হোক, পুলিস ও আমলাদের দুর্নীতির প্রতি এহেন নীরব সহায়তার ব্যবস্থা জারী রেখে, যদি কোনো শাসনযন্ত্র বেণীর মাসীর মত অবিরত কান্নাকাটি করতে থাকেন—তবে কি তা শাসন-যোগ্যতার পরিচয় হবে প্রমোদ বাবু? কংগ্রেস তাই করেছিল—স্বেচ্ছাকৃতভাবে। আপনাদের আমলেও ঐ রকম বিপজ্জনক নীরবতা ঘটছে বলে আমাদের বিনীত নিবেদন। তবে তা করা হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃতভাবে তা এখনো বলতে চাইছি না। আপনি কি আমাদের নিবেদন অস্বীকার করতে চান? অথবা আপনি কি উদাহরণ সমূহ চান? আপনি চাইলে এই জেলারই বহু উদাহরণ আমরা দিতে পারবো। তার প্রকাশ্য আলোচনা করব কি?

প্রমোদ বাবু একদিকে যদি আপনি জনমত তৈরী করতে বলেন এবং অন্যদিকে জনমত এগিয়ে এলে তাকে যদি গ্রাহ্য না করতে থাকেন—তাহলে আপনার কর্ম্মধারাকে কি সঙ্গতিপূর্ণ বলা যাবে, প্রমোদ বাবু?

প্রমোদ বাবুর কাছ থেকে আমার বিনীত প্রশ্নগুলির উত্তর পেলে আমি অত্যন্ত বাধিত ও কৃতজ্ঞ হবো। কিন্তু উত্তর পাবার আশা করা কি আমার কোনো অন্যায় বা বাতুলতা হবে প্রমোদ বাবু?

Notification

Sponsored Teachers' Training College
PURULIA

Sealed Tenders for supply of the following pieces of Wooden Furniture are invited by the undersigned. Rates for the same may please be submitted to the college office at Vivekananda Nagar on or before 24-4-78. by 1 P. M. at the latest after which date and time tenders will not be accepted.

Tenders will be opened at 3 P. M. on 24.4.78 in the Room of the Principal in presence of the Tenderers who are requested to turn up in time. The Furniture shall be made of Seasoned Sal Wood finely polished and marked with "S.T.T.C." The supply will have to be made at the college office by 17.5.78. The conveyance charge of the Furniture from the shop to the college premises will have to be borne by the tenderer,

Attested copies of Licence. Tax clearance certificates etc will have to be submitted by the Tenderer along with the quotation failing which the quotation may not be considered.

The undereigned reserves the right to reject any quotation without assigning any reason what so ever.

Specification of the Furniture :

1) Students Table with shelves'—100 Nos.
22" × 18" × 28" (Legs 1½" × 1½" thick)

2) Students 'Chair—100 Nos.

(Specimen can be seen from college office)

Principal
Sponsored Teachers' Training College.
PURULIA

কৃষি সংবাদ

জমির গঠন ভাল রাখতে এবং আরও ভাল করতে জমিতে ব্যাসিক শ্লাগ (Basic slag) প্রয়োগ করুন। আমাদের এই পুরুলিয়া জেলার মাটি সাধারণতঃ অম্ল। ঐ সার প্রয়োগে যে মাটির অম্লতা দূর করে মাটির গঠনকে ঠিক রাখে তাহাই নয় উপরন্তু এই পদার্থে গাছের খুব প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান যেমন ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, আয়রণ, ম্যাগনেসিয়া, জিংক, ম্যাঙ্গানিজ কপার ও মলিবডেনাম প্রভৃতি থাকে বলে গাছের বৃদ্ধি তথা অধিক ফলনে সাহায্য করে।

বেসিক শ্লাগ প্রয়োগের আগে যদি মাটি পরীক্ষা করে নেওয়া যায় তবে আরও ভাল হয়। মাটির পি. এইচ মান অনুযায়ী বেসিক শ্লাগ ফসল বোনার ৪—৬ সপ্তাহ আগে মাটিতে প্রয়োগ করুন এবং জমি গভীর ভাবে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করুন।

এ বছর আমরা পুরুলিয়া জেলার চাষীভাইদের মধ্যে ভরতুকী মূল্যে বেসিক শ্লাগ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছি। যে সমস্ত চাষীভাইদের সাড়ে সাত একর পর্য্যন্ত জমি আছে তাহারা ৫০ শতাংশ ভরতুকীতে এবং তাদের সাড়ে সাত একরের উর্দ্ধে জমি ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে বেসিক শ্লাগ কিভাবে পাওয়া যাবে এবং এর ব্যবহার সম্বন্ধে জেনে নেওয়ার জন্য পুরুলিয়া জেলার চাষীভাইদের জানান হচ্ছে।

পুরুলিয়া জেলা কৃষি আধিকারিকের পক্ষে
সার উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবংশীধর চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রচারিত।

Wanted

Wanted one Science Graduate (preferably trained) in Dhakshila Junior High School in leave vacancy. Apply to the under signed within Seven days from the date of publication.

Secretary
Dhakshila Jr. High School
Po. Santuri, Dist. Purulia

Wanted a S. F. or H. S. Pass clerk against a permanent vacancy for Naragaria D. D. Jr. High School. P. O. Achkoda, Dist Purulia

Apply to the the Secretary on or before 24-4-78

মুক্তি পড়ুন

অপরকে পড়ান

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়া চণ্ডীকর লেনে অবস্থিত ৭॥ কাঠা জায়গার উপর পাকা বাড়ী বিক্রয় আছে। যোগাযোগ করুন।

বৈদ্যনাথ দত্ত
১৮/১ রাধাগোবিন্দ ষ্ট্রীট
খার্ডপাখনা, রাঁচী।

লাখরা উপেন্দ্রনাথ জুনিয়ার হাইস্কুলের জন্য একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী চাই। প্রার্থীর যোগ্যতা অন্ততঃ অষ্টম শ্রেণী পাশ ও বয়স ২০ হইতে ৩০শের মধ্যে হওয়া চাই। ২০-৪-৭৮ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে।

সেক্রেটারী—
লাখরা উপেন্দ্রনাথ জুনিয়ার হাইস্কুল
পোঃ— লাখরা, জেলা—পুরুলিয়া

ট্রাকটার ভাড়া

লোকব্রতী সোসাইটির ৩২ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন ট্রাকটার চাষীদের ভাড়ায় দেবার জন্য আছে। জমি চষার কাজ ছাড়াও, কুরলের কাজ এতে হয়। তাতে জমি সমতল করা হয়। ট্রাকটারের প্রয়োজন হ'লে আগে থেকে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

সোমবার ২৪শে এপ্রিল ১৯৭৮
১০ই বৈশাখ ১৩৮৫

বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০
নগদ ২০ পয়সা

জ্ঞানী গুণী জন মানের আসন
করেন অলংকৃত।
অযোগ্য জন করেন আসন
কলুষ-কলঙ্কিত॥

• • •

ত্যাগী যোগী জন ত্যাজিয়া আসন
যুগে যুগে বন্দিত।
তাই তপোধন ঋষি নিবারণ
চির-অভিনন্দিত॥

পরাজিত ইন্দিরা কংগ্রেসের কদর্য্যরূপ উদ্‌ঘাটিত

ধনিক বণিক চোরাকারবারী কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠীর প্রতিভূ কংগ্রেস দেশের শাসনযন্ত্র থেকে বিতাড়িত হয়ে, দেশে যে নানা উপদ্রব সৃষ্টি করবে, একথা বহু লোকই আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু তারা যে উপদ্রব করার মত উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় না করেই, এত শীঘ্র বুদ্ধিহীনের মত মারাত্মক উৎপাতে মত্ত হবে—এ ধারণা কারো ছিল না।

বিগত ১৭ই এপ্রিল, কলকাতায় ইন্দিরা-কংগ্রেসীরা প্রকাশ্য দিবালোকে এক জঘন্য গুণ্ডামীর ইতিহাস রচনা করল। একেবারে রাজ্য সরকারের মহাকরণ চড়াও। এবং সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে দেখা গেল—পুলিস নিষ্ক্রিয়ভাবে থেকে তাদের উপদ্রব করার সুযোগ দিয়েছে। বোঝা গেল—কলকাতায় বামফ্রন্ট সরকারের পুলিসের ভারপ্রাপ্ত একদল বামফ্রন্ট সরকারকে বে-ইজ্জত ও বিপদগ্রস্ত করার জন্য পূর্ব্ব পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

১৭ই এপ্রিল, বুধবার দুপুর তিনটেয় বিশ্ববিদ্যালয় লনে কয়েকশ কংগ্রেসী যুবক এক জমায়েতে জুটে ঘোষণা করে বেআইনী কাজ করা হবে এবং পুলিসের সঙ্গে লড়াই হবে। ওরা নিশ্চয় আগে থেকে জানতো উপযুক্ত পুলিস ব্যবস্থা থাকবে না—ওরা যা খুশী তাই করবে। ঐ সমাবেশের ঐ সব উক্তি পুলিস সূত্র থেকে পুলিস কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। তবু তাঁরা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।

তারপর কয়েকটি কুখ্যাত প্রাক্তনমন্ত্রীর নেতৃত্বে তিন চারশ কংগ্রেসীর এক অভিযান মহাকরণের দিকে অগ্রসর হয়। অস্ত্র হাত ছিল—বামফ্রন্ট

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয়ঃ সত্যাগ্রহ ছাড়া পথ নেই

(পূর্ব্ব প্রকাশিত)

২৬শে জানুয়ারী : বিক্ষোভ জানাবার দিনের ঘটনা

যাই হোক, বালিকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যা স্থির করলেন তা এই। ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসের সমাবেশে কর্ম্মীরা বান্দোয়ানে আসবেন। সেদিন আরেকটা কাজও সারা হবে। ঐ মহিলার কাছেও কর্ম্মী মহিলাদের দলবল গিয়ে বেআইনী জবর দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবেন। ঐ সময় আমি বেশ দিন কয়েকের জন্য দিল্লীতে ছিলাম। এই সিদ্ধান্তের খবর আমি পাইনি। ২৬শে জানুয়ারী মহিলার দলবল যখন স্কুলের বেদখল করা ঘরে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সরকারের কাছে গণ বিক্ষোভ জানাতে গেলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে পুলিস ছুটে গিয়ে মেয়েদের প্রতি ধাক্কাধাক্কি সুরু করল এবং জনকতক কংগ্রেসী যুবক সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে স্কুলের সভাপতি ভজহরি বাবুদের প্রতি দারুন গালিগালাজ সুরু করল।

কর্মীরা বহু সংখ্যায় ছিলেন। তাঁরা পুলিশের লাঠি ও বন্দুকগুলো কেড়ে নিলেন—যাতে পুলিশের লাঠী ও বন্দুকের ভরসায় কংগ্রেসীরা একটা গোলযোগ বাধাতে না পারে। জনগণ যে কতো শান্ত, কতো সংযত ছিল এতেই বোঝা গেল।

[২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

১২ই বৈশাখঃ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জন্মজয়ন্তী দিবস

আগামী ১২ই বৈশাখ, আমাদের প্রণম্য ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জন্মজয়ন্তী দিবস। ঋষি নিবারণ চন্দ্র আধ্যাত্ম-সাধনার জীবনে নিষ্ঠাপূতভাবে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। এবং গান্ধীবাদকে তিনি যুক্তিতে, বুদ্ধিতে ও জীবনের আচরণে অনবদ্যভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এবং তা করেছিলেন এইজন্য যে, ভারতবর্ষের আপন মহান সাধনার ধারার সঙ্গে গান্ধীবাদ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। ঋষি নিবারণ চন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের মানুষকে—বিশ্বের মানুষকে উন্নত সমাজ-জীবনে উন্নীত করতে গেলে—গান্ধীবাদ অপরিহার্য্য। সেজন্য এবারের ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জয়ন্তী দিবসের অনুষ্ঠান সমূহে ঋষির মহান জীবন-সাধনার আলোচনার সঙ্গে মহান গান্ধীবাদের আলোচনাও যেন আমরা সবাই করি—তজ্জন্য ঋষির অনুরাগীদের তথা আমাদের কর্ম্মীদের প্রতি আমি সবিশেষ অনুরোধ জানাই। ইতি—

নিবেদিকা—লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোকসেবক সংঘ

বেলা ৯॥ টায় ঋষি নিবারণ পার্কে মর্ম্মর মূর্ত্তিতে মাল্যদান ও বৈকাল ৬॥ টায় শিল্পাশ্রমে জয়ন্তী সভা

পরাজিত ইন্দিরা কংগ্রেসের কদর্য্যরূপ উদ্‌ঘাটিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারের শাসনের অযোগ্যতার ফলে নানা বিশৃঙ্খলার প্রতিবাদ। ঐ কয়েকশত লোক এসম্বন্ধে ইঁটে এসে এক প্রতিবাদ সভা করে; এবং তারপর বড় বড় সব লাঠী হাতে বিভিন্ন পথে মহাকরণের দিকে (হাইকোর্ট-বিল্ডিং এর দিকে) অগ্রসর হয়। তেমন পুলিসী বাধা ছিল না। যারা শাহাবাজ সব ছিল—তাদের আটক না মেনে, এখানে ওখানে নানা পুলিসকে মারধোর ক'রে, মাথা ফাটিয়ে, মাথার টুপী প্রভৃতি কেড়ে নিয়ে, মহাকরণে গিয়ে চড়াও করে।

১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মহাকরণের সামনে কংগ্রেসী উপদ্রবকারীরা উপস্থিত হয়ে ইট পাথর কড়ুতি ছুঁড়ে বহু জানলার কাঁচ প্রকৃতি ভেঙ্গেচুরে—ভেতরে ঢুকতে চায়। মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা অবাক—শেষে ঠৈ ঠৈ যোগাযোগ প্রভৃতি ক'রে পুলিসের দলবল আনিয়েতাদের লাঠী-পটা ক'রে ছত্রভঙ্গ করা হোল এবং তিনজন প্রাক্তন মন্ত্রীসহ ১৮০ জনকে পুলিস গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল। প্রাক্তন মন্ত্রীদের নাম শ্রীবরকত গনিখান, শ্রীআনন্দ মোহন বিশ্বাস, শ্রীবোবিন্দ নস্কর।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এই ব্যাপারের সঙ্গে পুলিসের যড়যন্ত্রের যোগাযোগ স্পষ্ট উদ্‌ঘাটন ক'রে সমগ্র বিষয়টি তদন্তের নির্দ্দেশ দেন। তদন্তের পরে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় পুলিসের ডি. সি. শ্রীশ্যামল দত্তকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। আরো দু'একজন অফিসারকে অন্তত বদলী করে নিম্নতর পদে দেওয়া হয়েছে এবং পুলিস কমিশনার শ্রীদত্তব্রত বসুকে তীব্রভাবে তর্ৎসনা করা হয়েছে—ব্যবস্থা বিষয়ে অযোগ্যতা ও কর্তব্যে অবহেলার জন্য।

বান্ডোয়ান বালিকা বিদ্যালয়ঃ সত্যাগ্রহ ছাড়া পথ নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর হইতে)

আমাদের কর্মীরা বা সমবেত জনগণ মারমুখী অবস্থায় থাকলে—বে আইনী ট্রাবল করার মনোভাব থাকলে পুলিসের লাঠী বন্দুক কেড়ে তাদের পরাস্ত করার পর গোটা কতক কংগ্রেসীকে মেরে সাট করে দিতে ও ঐ মহিলাটিকে টেনে ঘরের থেকে বার করে দিতে পারতো এবং মেয়েদের ওপর গুণ্ডামী করা ঐ অস্ত্রবিহীন পুলিস গুলিকেও বেশ যুতমুত পেটা করে শিক্ষাদান করতে পারতো। তারা সে সব কিছুই করল না। কারণ নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন লোক সেবক সংঘের অহিংসাবাদী কর্মীরা। জনতার হাতে পরাস্ত হয়ে মত্ত পুলিস তখন শান্ত হোল। স্থল কমিটির সভ্যদের সঙ্গে পুলিস ঐ মহিলাটির কাছে গিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। মহিলাটি বললেন ১২ই ফেব্রুয়ারী অবধি দেবেন করে ঘর ছাড়ছেন।

২৬শে জানুয়ারীর পরবর্ত্তী ঘটনা

সেদ্দর কর্মীরা ঐ তারিখে স্থির করলেন যে ১২ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পুজো—সে তারিখে ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠে সরস্বতী পুজোর কর্মীদের আসতেই হবে—সেদিন ঐ মহিলার বক্তব্য শুনে পরবর্ত্তী কর্ম্ম তালিকা বিস্তারিত করতে হবে। তার সঙ্গে স্থল কমিটির পক্ষ থেকে মৃদু মন্থরে ঘটনার ছবিন পরেই পত্র দেওয়া হল। পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—বামফ্রন্টের পুলিস হয়েও মেয়েদের ওপর অত্যাচার করার সাহস রাখে—পুলিসের হাতে মেয়েরা লাঞ্ছিত হন এবং জনসাধারণের সম্পত্তি বে-আইনী ভাবে দখলকারীকে বেআইনী কাজে সাহায্য করতে পুলিস কেন এগিয়ে যান। তার সঙ্গে তাঁরা দিল্লীতে আমাকেও সব কথা জানান। দিল্লী থেকে ফেরবার পথে কলকাতায় মৃদু মন্থরের সঙ্গে দেখা ক'রে আসতে আমাকে জানান।

এস, ডি, ওর ভূমিকা ও ঘটনা

আমি দিল্লী থেকে ফেরার সময় মৃদু মন্থরে সঙ্গে দেখা করলাম না। অবশ্য তাকে যখন পুলিস সাক্ষাত্ এহেন ঘটনা জানান হয়েছে তখন তিনি তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। বাস্তবে অন্য রকম যা হোল তার কথা পরে জানাচ্ছি। আমি পুরুলিয়া ফিরলাম ফেব্রুয়ারীর ৪ই তারিখে। ৭ই এস ডি, ও (সাউথ) শ্রীএস, সাহান আমার সঙ্গে দেখা করে, বান্ডোয়ানে ৯০শে জানুয়ারীর ঘটনা বললেন—আমাদের কর্মীদের ওপর দোষারোপ ক'রে। আমি বললাম আমার কাছে ঘটনা অন্য রকম। তিনি আরো বললেন যে, আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী বান্ডোয়ানে খুবই গোলমাল হবে। সে জন্য ১৪৪ ধারা জারী করতে পুলিস বলছে। এস, ডি ও আরো বললেন পুলিস বান্ডোয়ানের জন কতক লোকের নামে মামলা করবার জন্য অনুমতি চাইছে। আমি বললাম পুলিশের সংবাদ অসত্য—কোনো গোলমাল হবে না। এই অজুহাত ১৪৪ জারী করতে আমরা তা' ভঙ্গ করব। আর পুলিস নিজের অপরাধ ঢাকতে কর্মীদের ওপর মামলা করতে চায়। মামলা করুন আমরা প্রস্তুত আছি।

তাতে এস, ডি, ও বললেন—না, না, আমরা মামলা বা ১৪৪ করতে চাই না ব'লেই তো আপনাকে এই ব্যাপারটা দেখতে বলছি। ১২ই ফেব্রুয়ারী যেন কোনো গোলমাল না হয় আপনি দেখবেন। আমি বললাম—গোলমাল আগের চাইনি; এখনো হবে না। তবু আমি বান্ডোয়ান যাচ্ছি। দুদিনের মধ্যেই বান্ডোয়ান গেলাম। বান্ডোয়ানের ব্যাপারে আমি মাঝে নেওয়াকে, এস, ডি, ও আর পুলিসী চক্রান্তকে সহায়তা দেবেন না, তাঁর কাছে যেকে পরিষ্কার এই অভিমত জানতে পারলাম।

বান্ডোয়ান থেকে ফিরে এলাম। এস, ডি, ও, মুক্তি অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। বললুম—সব ঠিক আছে। আমিও একবার বান্ডোয়ান যান—শ্রীমতী অমপূর্ণা সরকারের সঙ্গে দেখা ক'রে ওকে বাড়ী ছাড়বার পরামর্শ দিন। কারণ মহিলাটি এখন বাড়ী ছাড়তে নিরবাজী। তবে নিছনে পুলিস প্রভৃতি সহায়ক থাকার এবং কংগ্রেসীদের প্ররোচনায় ওঁর জোর এত বেড়েছে। পুলিস বা শাসনযন্ত্র ওঁকে বেআইনী কাজে সাহায্য করবেন না—একথা আপনি জানালে উনি ঐ বাড়ী থেকে সরে পড়তে বাধ্য হবেন। সেজন্য আমি এস, ডি ওকে অনুরোধ করলাম—ঐ দিনই বান্ডোয়ান যেতে।

এস, ডি, ও, (সাউথ) সেদিনই বান্ডোয়ান গেলেন। বান্ডোয়ানে উনি শ্রীমতী অমপূর্ণা সরকারের সঙ্গে দেখা করলেন। শ্রীমতী সরকার বললেন—কবে বাড়ী ছাড়তে পারবেন সেটা ১২ই ফেব্রুয়ারী জানাবেন। তবে এস, ডি, ওকে উনি বললেন—অন্য ব্যবস্থা ক'রে উঠে যাবো। এস, ডি, ও বান্ডোয়ানে আমাদের কর্মীদের সঙ্গে দেখা করলেন। কর্মীরাও বললেন—১২ই ফেব্রুয়ারী গোলমাল হবে এ ধারণা আমাদের ভুল। কর্মীদের পক্ষ থেকে তা হবার কোনো কথাই নেই। এস, ডি, ও, ফিরে এসে আমাকে ওঁর দেখাসাক্ষাৎ করে যা বলবার বলে জানালেন।

এস, ডি, ওর প্রতিশ্রুতি ও ভিন্ন ব্যাপার

আমি সব দেখে ভাবলাম—এস, ডি, ও যখন কথা দিয়েছেন—তখন পুলিস ও শাসনযন্ত্র ঐ মহিলাটির সঙ্গে কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না। এবং ঐ মহিলাটি একার স্থল ঘর ছেড়ে দেবেন। কিন্তু ব্যাপার একটু গোলমেলে দেখা গেল। পুলিসের পক্ষ থেকে ঐ মহিলাটির বাড়ী পাহারা চলতে লাগল। সরব থেকে জীপে পুলিস যেতে লাগল—ওঁর পাহারার জন্য। এবং ঐ মহিলাটি ১২ই ফেব্রুয়ারী আবার বললেন—কবে বাড়ী ছাড়বো—মনস্থির করতে পারিনি। ভেতরে ভেতরে শাসনতান্ত্রিক আরো ষড়যন্ত্র হচ্ছে—তা' তখনো টের পাইনি; পরে বুঝলাম। কর্মীরা বললেন—দাদা, ওরা ঘর ছাড়বে না—বোঝা যাচ্ছে।

এই অবস্থা তো মানা যায় না। অ-গণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় শাসনযন্ত্র সহায়ক হলে—বেআইনী দখলকারীর বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোভাব থাকলে সহজেই কাজ হোত। উপদ্রবকারীরা আর সাহস পেত না। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, শাসনযন্ত্রের আচরণ যখন এ রকম দেখা গেল। বান্ডোয়ানের দু চারজন মার্কামারা সমাজ-বিরোধী ছাড়া আশ্রম জনসাধারণ ওঁদের বালিকা বিদ্যালয়ে ঘর ফিরে পেতে চান—তাহলে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ মনোভাবেই কাজ পেতে চান—এস-ডি ও এই অংশ সম্পূর্ণ-রূপে বোঝা সত্ত্বেও, ঐ মহিলার ঘরে পুলিস পাহারা চলতে লাগল—এক ঢিলে দু পাখী মারবার জন্য। মহিলাটিকে এই ভরসা দেওয়া যে, যখনই দরকার পুলিস তোমার পিছনে আছে—এবং দেশের লোককে দেখানো—লোকসেবক সংঘের যে সব কর্মী নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরা সংখ্যাতিক লোক।

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মুক্তি

১২ই বৈশাখ, ১৩৮৪, সোমবার

১২ই বৈশাখের ঋষি

(লাবণ্য প্রভা ঘোষ)

ঋষি ব'লে আমরা তাঁদেরই জানি যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা দ্রষ্টা, যাঁরা স্থিতধী। আমরা দেশের মানুষ যাঁকে ঋষি ব'লে অভিনন্দিত করেছি—সেই মহান পুরুষ ঋষি নিবারণ চন্দ্র কোন্ অধিকারে ঋষির আসন পেয়েছিলেন—তার কথাই আজ ১২ই বৈশাখের পুণ্য দিনে, বলার চেষ্টা ক'রে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করব।

ভারতীয় দর্শনে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। সেই দর্শনের বাণীকে সেই উপনিষদের বাণীকে সেই আধ্যাত্ম জীবনেরবাণীকে, তিনি যে শুধু গভীরভাবে জ্ঞানে আয়ত্ত করেছিলেন তা নয় সেই বাণীকে তিনি নিজের জীবনে, সমুজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে, সারা জীবন সার্থক সাধনায় মগ্ন ছিলেন। তাঁর জীবনের সমস্ত দিকে মহৎ জীবনের উজ্জ্বল আভা নিত্য বিচ্ছুরিত হয়ে উঠেছিল।

ভারতের শাশ্বত যে বাণী—আধ্যাত্ম সাধনার যে বাণী—তার তিনি আত্মময় তপস্বী ছিলেন। এই জ্ঞানীপুরুষ ভারতের গগনে, মহান গান্ধীবাদের অজুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, দৃঢ়তার তুলে তাকে অভিনন্দিত করে বলে উঠলেন—"এই আমাদের রাজনৈতিক জীবনের জন্য, ভারতের শাশ্বতবাণীর সঙ্গে, একেবারে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এক অপূর্ব্ব মতবাদ। ভারতের আধ্যাত্মবাদকে তিনি যে নিষ্ঠার সঙ্গে—অন্তরের অন্তস্থল থেকে—গ্রহণ করেছিলেন—গান্ধীবাদকেও তিনি সেই নিষ্ঠায় পরম আন্তরিকতায়—অন্তরের অন্তস্থল থেকে গ্রহণ করলেন। এবং শুধু যে তার জ্ঞানের দিকটাই তিনি অপূর্ব্ব যোগ্যতায় করায়ত্ত করলেন - তা নয়;—সেই মহান মতবাদকে জীবনে রূপ দেবার যে সাধনা, সেই সাধনার মহান সাধকরূপেও তিনি দিকে দিকে অভিনন্দিত হলেন।

মতবাদের কোন্ কোন্ বিশ্বাসই বা তাঁর জীবনে সত্যরূপে দেখা দিল—আর সেই আদর্শবাদের কোন্ কোন্ সত্যই বা তাঁর জীবনে নিত্য আচরণের অবিচল নির্দ্দেশ হয়ে দেখা দিল—এখানে তার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

সাধনার নির্দ্দেশ ছিল—ত্যাগ। নির্দ্দেশ ছিল- কোনো কিছু প্রত্যাশা না রেখে, মানুষের প্রতি—অনাবিল ভালবাসা। নির্দ্দেশ ছিল - সকল আঘাত, অবিচারেও—ক্ষমা। নির্দেশ ছিল—লাঞ্ছিত জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় ব'লে জ্ঞান ক'রে—অহিংস সত্যাগ্রহের সংগ্রাম। গান্ধীবাদের আচরণের এই নির্দেশগুলি ঋষির জীবনে মহিমাময় রূপে ফুটে উঠল—উজ্জ্বল তারার মতো।

এখন দেখি গান্ধীবাদের জ্ঞানরূপের দিকটি ঋষির জীবনে কীভাবে ফুটে উঠল। গান্ধীজী তাঁর মতবাদকে রূপ দিতে গিয়ে—তার দার্শনিক কাঠামো রচনা করতে গিয়ে, দেখলেন যে, তাঁর পূর্ব্বসূরীরা—বড় বড় দার্শনিকেরা সমাজ-জীবনকে অগ্রগতির পথ দিতে গিয়ে, সমাজকে বহু নূতন পথের সন্ধান দিয়েছেন সত্য; —সমাজকে উপকৃত করেছেন সত্য; কিন্তু তাঁদের নিজের নিজের দর্শন এক এক জায়গায় সার্থকভাবে পৌঁছে—হঠাৎ যেন থেমে গেছে। তার ওধারে এগিয়ে যাবার পথে যে সব সমস্যা, জীবনকে মথিত, সংশয়িত, বিভ্রান্ত ক'রে তুলছে—সে সব সমস্যার অবসানের জন্য আর কোনো পথ নির্দেশ নেই। ঋষি নিবারণ চন্দ্রও গান্ধীজীর এই উপলব্ধিকে, জ্ঞানের আলোয়, বিচারের কষ্টি-পাথরে যাচাই ক'রে, সত্য ব'লে একমত হলেন।

ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জ্ঞানের কষ্টি-পাথরের সেই যাচাই, তাঁর অজস্র অপূর্ব্ব রচনাবলির মধ্যে দিগ্‌দর্শনরূপে আমাদের সামনে রয়েছে।

গান্ধীজীর মতই ঋষি নিবারণ চন্দ্র তাঁদের পূর্ব্বসূরীদের জ্ঞানভাণ্ডারের সার্থক অবদানগুলিকে পরম শ্রদ্ধা দান করলেন। সে সবের মহান তত্ত্বগুলিকে পরম সত্যগুলিকে বিশ্বের সকল দেশ জীবনে—সকল জাতির জীবনে, গ্রহণ করার জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে অনুমোদন করলেন সমাজ জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধানের লক্ষ্যে আত্মময় সাধকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যরূপে যাঁরা সমাদৃত হয়েছিলেন—ইদানিং কালের ইতিহাসে মহান কার্লমার্ক্স তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে সারা বিশ্বে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশই সমাজ জীবনে সর্বাঙ্গীণ নির্দেশরূপে সর্বশেষ অবদান ব'লে, বিশ্বে স্বীকৃত হয়েছিল। গান্ধীজীর সঙ্গে ঋষি নিবারণ চন্দ্রও মহান মার্ক্সের মহান সাম্যবাদের মহান দিকগুলিকে শ্রদ্ধায় বিশ্বজীবনে গ্রহণের নির্দ্দেশ দিলেন। তবে মার্ক্স যেখানে এসে থেমেছিলেন—তার পর থেকে পথের সন্ধান কী হতে পারে, তারই লক্ষ্যে, গান্ধীজীর অপূর্ব্ব অভাবিত, যুগান্তকারী সন্ধান সমূহ অভিনব আলোরূপে, পথ নির্দেশরূপে দেখা দিল তাকে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে অভিনন্দিত করলেন—মহান জ্ঞানী ঋষি নিবারণ চন্দ্র।

বিশ্বের নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, শোষিত সমস্ত মানুষকে, তাদের আপন জন্মগত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে, যুগস্রষ্টা কার্লমার্ক্স, শোষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, শোষিত মানুষের যে সংগ্রাম ধারা প্রবর্তন করলেন— তা আজ সারা বিশ্বে মহান শ্রেণী সংগ্রাম নামে সুপরিচিত। এই সংগ্রামের পরিকল্পনা ছিল—সহিংস সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম। মহান মার্ক্সের অভিনব চিন্তাধারার প্রভাবে বিশ্বের দেশে দেশে সমুদ্রের জোয়ারের মত শ্রেণী সংগ্রাম দেখা দিল এবং কয়েকটি দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের সাফল্যের ভিত্তিতে সাম্যবাদী জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোল। এটা সম্ভব হল সত্য— কিন্তু দেখা দিল কয়েকটি গুরুতর সমস্যা।

কয়েকটি দেশ সহিংস বিপ্লবে জয়যুক্ত হোল সত্য। কিন্তু বহু দেশের বিশাল নিরস্ত্র জনসম্প্রদায়, সশস্ত্র উত্থানের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে, সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে, অসহায়ভাবে ভেঙে পড়ল। পথ যেখানে এসে হারিয়ে গেছে সেখানে পথ দেখাতে এলেন—মুক্তির নূতন পুরোধা বিশ্ব বরেণ্য যুগস্রষ্টা মহা মানব গান্ধীজী।

নিরস্ত্র, অসহায় মানুষের নূতন অস্ত্র পেলেন। সে অস্ত্র অহিংস সত্যাগ্রহের অভিনব হাতিয়ার। ইতিহাসের অভাবিত সংক্ষিপ্ত সময়ে, ভারতবর্ষ এই মন্ত্রেই মহান বিজয়-গৌরব অর্জ্জন করল। দেশে দেশে নিরস্ত্র অসহায় মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এই হাতিয়ার। আর সারা ভারতে ও সারা বিশ্বে অগণিত মার্ক্সবাদীরাও আজ তাদের অধিকার অর্জ্জনের জন্য সংগ্রামের এই হাতিয়ার নিত্য পরিচালনা করছেন- গান্ধীজীর এই অহিংস সত্যাগ্রহের কর্ম্মধারা। এই নূতন সংগ্রামের দ্বারাকে জীবনে মূর্ত্ত করতে এগিয়ে এলেন ভারতের অগ্রগণ্য তপস্বীদের সঙ্গে আমাদের মহান তপস্বী ঋষি নিবারণ চন্দ্র।

মনীষী কার্লমার্ক্স প্রবর্তিত শ্রেণী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই আর এক গুরুতর সমস্যা দেখা দিল। শ্রেণী সংগ্রামের ফলে কোথাও সর্বহারা শ্রেণীর দল

শাসন কায়েম ক'রেও, সেইসব সর্বহারার দলই নিজেদের মধ্যে, আভ্যন্তরীন বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে, ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হতে লাগল। বিভিন্ন দল মার্ক্সবাদের বিভিন্ন অর্থ সৃষ্টি ক'রে তা কায়েম করতে চাইল নিজ নিজ গায়ের জোরে—অস্ত্রের শক্তিতে। কারণ তাদের সংগ্রাম পরিচালিত হয় নি—যুক্তিতে বা বিচারে, অথবা মতবাদের আলোকে পরস্পরকে পরাভূত করার কর্ম্মধারায়। তাদের সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল—অস্ত্রেরই শক্তিতে—অপর মতবাদের অনুসরণকারীদের নিজেদের বাহুবলে পরাস্ত করতে। তাই সর্বহারাদের রাজত্বগুলিতেও তাদের নিজেদের মধ্যেই চলতে লাগল—ক্ষমতা লাভ ও হিংসার দুষ্টচক্র।

গান্ধীজী বললেন—হিংসার শিক্ষা সমাজে নূতনতর হিংসারই জন্ম দেয়। হিংসার শিক্ষা সর্বহারা শ্রেণীকেও আরো বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে। যেখানে অহিংসার ভিত্তিতে, গণতান্ত্রিক বোঝাপড়া ও যুক্তির আদান প্রদানের সংগ্রামই শ্রেষ্ঠতর ব'লে গৃহীত হয়—সেখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, দলগত বা ব্যক্তিগত প্রাধান্য, আসন অধিকারের প্রতিযোগিতা সমূহও বহুলাংশে নিরাপদ ও সভ্য সমাজের উপযুক্ত রূপেই দেখা দেয়। এবং এই অহিংসার সংজ্ঞা গান্ধীজীর অভিধানে রূপ নিল—মানুষের প্রতি মানুষের সহজাত ভালবাসার বিকাশের সর্ত্তে; সমাজের অনবদ্য সংহতির প্রয়োজনে ক্ষমার মন্ত্রে; এবং সমাজের অস্তিত্বের প্রয়োজনে পারস্পরিক সহযোগিতার অপরিহার্য্য উপলব্ধিতে। হিংসা, দ্বেষ, যুদ্ধ বিগ্রহে মথিত বিপর্যস্ত বিশ্বের মানব-সমাজ অবিলম্বে স্বীকার করে নিল এই মহান মন্ত্র। বিশ্বের বহু মহামনীষী আইন ষ্টাইন—বার্টাণ্ড রাসেল—রম্যা বলাঁ—আরো বহু বিশ্ববরেণ্যব্যক্তি অকুণ্ঠচিত্তে অভিনন্দিত করলেন এই মহাসাধককে ও তার মহাসাধনাকে। ঋষি নিবারণ চন্দ্র এগিয়ে এলেন এই পরম সাধনাকে জীবনে রূপ দিতে।

সারা বিশ্বের ভয়াবহ ধনতান্ত্রিক শোষণকে ব্যর্থ করতে, মহামনীষী কার্লমার্ক্স পরিকল্পনা দিলেন—শোষণহীন সমাজ স্থাপনে এক অনবদ্য অর্থ-নৈতিক কাঠামো। অভিনব অর্থ-নৈতিক কাঠামো বিশ্বের জীবনে সত্যই এক অপরিহার্য্য ব্যবস্থা ধারারূপে দেখা দিল। কিন্তু ভুল হোল একজায়গায়। মার্ক্স বললেন—একবার এই অর্থ-নৈতিক কাঠামোটাকে তৈরী ক'রে নিতে পারলে এবং তার ধারায় সমাজ জীবন পরিচালিত হ'তে থাকলে, সমাজ-মন শোষণ-প্রবৃত্তির ধারা থেকে অবশ্যই মুক্ত হতে বাধ্য হবে। গান্ধীজী বললেন—মহান মার্ক্স প্রবর্ত্তিত ঐ অর্থ-নৈতিক কাঠামোটা অবশ্যই সমাজ জীবনে অপরিহার্য্য। কিন্তু শুধু ঐ কাঠামোটাই সব মুস্কিলের আসান নয়। ঐ অর্থ-নৈতিক কাঠামো রচনার ও পরিচালনার পাশে পাশে, প্রতি নিয়ত মানুষের মনকে শোষণবৃত্তি থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে যেতে হবে—সম্মিলিত সমাজ-জীবনের মহান উপযোগিতার প্রতি তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—এবং সমাজের সমগ্র মানুষগোষ্ঠীকে তৈরী করার এক মহান কর্ম্মধারা দেশকে জাতিকে প্রতিনিয়ত অপরিহার্য্যরূপে গ্রহণ করতে হবে। তবেই শোষণহীন সমাজ-জীবন গড়ে উঠতে পারবে—নতুবা—নয়।

কার্লমার্ক্স বল্লেন—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে—মানুষের অন্তরে মানব সেবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়া অবশ্যই চাই। তবে কার্লমার্ক্স মনে করলেন যে, মানুষের ভেতরের এই প্রবৃত্তি আপনা থেকেই জাগ্রত হতে থাকবে তখনই, যখন সে একটা সুসংবদ্ধ শোষণহীন অর্থ-নৈতিক কাঠামোর ভেতর পরিচালিত হবে। গান্ধীজী বল্লেন শুধু একটা কাঠামো মানুষের এই উন্নত প্রবৃত্তিকে গড়তে পারে না। মানুষের ভেতরে তৈরী করা প্রবৃত্তিই কাঠামোর উন্নত রূপকে বজায় রাখতে, তাকে আরো উন্নততর করতে সাহায্য করতে পারে। মানুষের প্রবৃত্তিকে যদি নিয়ত চেষ্টায় উন্নততর করে রাখা বা তোলা না যায়—তবে তার বিভ্রান্ত প্রকৃতি অনেক সুন্দর কাঠামোকেই বিকৃত বিপর্য্যস্ত ক'রে ফেলতে পারে ও ফেলবে। এই হচ্ছে চিরন্তন মনস্তাত্ত্বিক সত্য—এই হচ্ছে গান্ধীবাদের অভিমত।

মার্ক্সের মত অনুসারে—কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠী শোষণকারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্ব্বহারা মানব শ্রেণীর সংগ্রামে, শোষণকারীদের বা সেই শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলার পথে বাধা কিছু নেই। কিন্তু গান্ধীবাদে গভীর বাধা রয়েছে। গান্ধীবাদ বলছেন—শোষণ বন্ধ করার পথ করো—কিন্তু শোষণকারীকে নিশ্চিহ্ন কোরো না। সর্ব্বহারা শ্রেণীর মানুষেরা সংগ্রাম শক্তিতে বা শাসন শক্তির মাধ্যমে, অথবা সমাজজীবন পরিবেশে এমন ধারা প্রবর্ত্তন করুক—যাতে শোষণকারীর দল—শোষণ করতে সমর্থই না হয়—তারা শোষণ বৃত্তি ছেড়ে সহাবস্থান নীতিতে বাধ্য হয়। এইভাবে বাধ্য করার পরিবেশ গড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ লক্ষ্যে তাদের দৃষ্টি ও চেতনার উদয় করতে হবে—যেমন দীনাতিদীন মানুষকেও শোষিত না হবার আত্মশক্তিতে এবং আপন অধিকার ও সম্মানবোধের চেতনায় জাগ্রত করতে হবে। এরই নাম হচ্ছে—সর্ব্বোদয় সাধনা।

গান্ধীবাদের এই যে সব অভিনব অভাবিত অভ্রান্ত, অপরিহার্য্য বাণীর অভ্যুদয় হোল—তাকে শুধু জ্ঞানবুদ্ধিতে গ্রহণ করারই প্রশ্ন এলো না—জাতীয় জীবনে এই সবের জন্য চারিত্র্যিক সাধনার এক মহান আহ্বান এলো। এই সবের এক বলিষ্ঠ জীবন অভিযানের ভারতব্যাপী আহ্বান এলো। এই আহ্বানে লক্ষ লক্ষ মানুষ অভূতপূর্ব্ব ত্যাগ, দুঃখবরণ ও নির্ভিকতার যে ইতিহাস রচনা ক'রে গেল সেই ইতিহাসকে দেশজীবনে রূপ দেবার একার সাধ্য গান্ধীজীর ছিল না—যদি না ভারতের একদল অগ্রগণ্য সাধক একে রূপ দিতে এগিয়ে আসতেন। তাঁর মহান মতবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, তাকে জীবনে ব্রতরূপে গ্রহণ করে, তার সার্ব্বজনীন সাধনার সম্ভাবনার রূপ প্রকটিত করতে এগিয়ে এলেন—ভারতের জ্ঞানী, গুনী, নির্ভিক ত্যাগী আদর্শবান সাধকেরা। দিকে দিকে এই তপস্বীকুলের সমুজ্জ্বল জীবনের আলোক বর্ত্তিকা ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেশসেবার অভাবিত উন্মাদনায়—অভূতপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করল। ভারতের যে সাধককুলের জীবন তপস্যা মহান তথা অভিনব গান্ধীবাদকে সার্থক ও সম্মুজ্জ্বল করে তুলল—তাকে যাঁরা অপরিমেয় সহায়তা দান করলেন—ভারতের সেই সাধককুলের মধ্যে ঋষি নিবারণ চন্দ্র ছিলেন সর্ব্বাগ্রগণ্য।

নীরবে, নিভৃতে, ঐকান্তিক আত্মোৎসর্গে তাঁর অবদান হল ঐতিহাসিক। তিনি গান্ধীবাদকে গ্রহণ করেছিলেন—পরম বিশ্বাসে—চরম তপস্যায়—আর ঐকান্তিক ত্যাগে। তাকে গ্রহণ করেছিলেন—দর্শনের আলোকে, পরমজ্ঞানে ও অপ্রতিরোধ্য যুক্তিতত্ত্বের ক্ষুরধারে; আর ভাবপ্রকাশের মহানশক্তি সম্পদে।

ঋষির পুণ্য জন্মজয়ন্তী দিবসে—মহান ১২ই বৈশাখে, আমাদের গান্ধীবাদের দ্রষ্টা,—আদর্শবাদের স্রষ্টা,—ভারত মুক্তির নির্ভিক পুরোধা—দেশপ্রেমের পরম সাধক—এবং ভারতের শাশ্বতবাণীর পরমবাহক ঋষি নিবারণ চন্দ্রকে—জ্ঞানী নিবারণ চন্দ্রকে—আদর্শবাদী নিবারণচন্দ্রকে—দেশপ্রেমিক নিবারণচন্দ্রকে আমাদের প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করি।

বাহির বিশ্ব

অতুল দত্ত

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি

গত নভেম্বর মাসে আরব জগতের একটা বড় অংশের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে মিশরের প্রেসিডেন্ট সাদাৎ ইস্রাইলের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। তখন তাঁর আকস্মিক জেরুজালেম্ সফর রীতিমত নাটকীয়। এই রাজনৈতিক নাট্যাভিনয়ের পর মহারথীদের বহু আনাগোনায় ও আলাপ আলোচনায় এখন পর্য্যন্ত কোনও ফল হয় নি। ইস্রাইলের প্রধান মন্ত্রী বিগিন্ অনেক মিষ্টি কথা বলেছেন, কিন্তু জেদ্ ছাড়েন নি একটুও—প্যালেষ্টাইনের আরবদের স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি তিনি কিছুতেই মানতে রাজী নন।

বিগিনের এই অনমনীয় মনোভাবের জন্য সাদাৎ ফাঁফরে পড়েছেন এবং ইস্রাইলকে নিয়ে আমেরিকার কতকটা ছুঁচো-গেলা অবস্থা হয়েছে। ইতিমধ্যে ইস্রাইল রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আরব গেরিলাদের সন্ত্রাসমূলক তৎপরতায় এবং তার প্রতিশোধে দক্ষিণ লেবাননে ইস্রাইলের প্রচণ্ড ধ্বংসকাণ্ডে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি আরও আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে। এর ফলে আমেরিকার দুশ্চিন্তা বেড়েছে, অথচ, বিগিন্ বলতে আরম্ভ করেছেন যে ইস্রাইল রাজ্যের সংলগ্ন অঞ্চলে প্যালেষ্টাইনের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া যে কতদূর বিপজ্জনক, তা আরবদের সাম্প্রতিক গেরিলা তৎপরতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। অর্থাৎ তিনি বলতে চান যে, প্যালেষ্টাইনের আরবদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সঙ্গে ইস্রাইলের কোনদিনই সদ্ভাব হবে না—এখনকার মত শত্রুতাই চলবে চিরদিন, এই শত্রুতা ও লড়াই চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় এলাকাকে আরবদের প্রাধান্য থেকে মুক্ত রাখা দরকার। এই ধরণের যুক্তি দিয়ে যে কোনও সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে প্রভাবিত করা যাবে না,—বিশেষতঃ নরমপন্থী আরবরা এই যুক্তি মানতে পারে না, তা আমেরিকা জানে। তাই সম্প্রতি বিগিন যখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন, তখন প্রেসিডেন্ট কার্টার তার জিদ্ ভাঙ্গতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হন; কিন্তু কোনও ফল হয় নি।

জেদী বিগিন্ তথা ইস্রাইলকে নিয়ে আমেরিকা এখন সমস্যায় পড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর ইস্রাইলের প্রতিষ্ঠা থেকেই আমেরিকা এই নূতন রাষ্ট্রের প্রধান মিত্র—বলতে গেলে একমাত্র মিত্র। ইস্রাইলকে অর্থ ও অস্ত্র জুগিয়ে আসছে আমেরিকা। রাজনীতিতে নিঃস্বার্থ মিত্রতা নেই। ইস্রাইলের সঙ্গে আমেরিকার মিত্রতা তার বৈদেশিক রাজনীতির স্বার্থে এবং অনেকটা আভ্যন্তরীন রাজনীতির স্বার্থেও। বৈদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আমেরিকা তার অনুগত আধুনিক রাষ্ট্র ইস্রাইলকে পশ্চিম এশিয়ার সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়েছে, এবং ইস্রাইল পশ্চিম এশিয়ায় নির্ভরযোগ্য সেভিয়েত বিরোধী ঘাঁটি হবে বলেও আমেরিকা ভেবেছে। আমেরিকার আভ্যন্তরীন রাজনীতিক্ষেত্রে যে দল যখন ক্ষমতা লাভ করেছে, সেই তখন ইস্রাইলকে প্রশ্রয় দিয়ে আমেরিকার ধনকুবের ও আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক্ষেত্রে বিপুল প্রভাবশালী ইহুদী সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে।

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে পশ্চিম এশিয়ায় নূতন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে খনিজ তেল এবং তার ব্যাপারীরা। বৈদেশিক খনিজ তেলের ওপর আমেরিকা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। মার্কিন ডলারের একটা বড় অংশ প্রবেশ করেছে তৈল উৎপাদনকারী আরব দেশগুলির সিন্দুকে। ডলারের আন্তর্জ্জাতিক মূল্য নিয়ন্ত্রণে এই সব দেশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার সর্বপ্রধান তৈল-স্বার্থ সৌদী আরবে। স্বভাবতঃ, এই সৌদী আরবের এবং পশ্চিম এশিয়ার অন্য অনেক আরব রাষ্ট্রের মনোভাব উপেক্ষা করে ইস্রাইলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা তখন আমেরিকার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

ফাঁসীর আসামী ভুট্টো

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো এখন ফাঁসীর আসামী। পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় দেশে শান্তি রক্ষার জন্য তিনি ফেডারেল সিকিওরিটি ফোর্স নামক একটী আধা সামরিক বাহিনী ব্যবহার করতেন। এই বাহিনীর চারজন সদস্যের প্রতিও ফাঁসীর হুকুম হয়েছে। ভুট্টোর বিরুদ্ধে অভিযোগ—তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী আহম্মদ রেজা কাসুরিকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। এই আদেশে ফেডারেল সিকিওরিটি ফোর্স রেজা কাসুরির গাড়ীতে রাত্রিতে লাহোরের রাস্তায় অতর্কিতে মেসিন্ গানের গুলি চালায়। রেজা কাসুরি অক্ষত থাকেন; মারা যান তাঁর পিতা নবাব মহম্মদ আমেদ খাঁ।

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর প্রকাশ্য বিচারে প্রধান মন্ত্রীর প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ বোধ হয় এ যুগে এই প্রথম। যা হোক, ভুট্টো ও তাঁর সহযোগীরা লাহোর হাইকোর্টের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করছেন। সুপ্রীম কোর্ট যদি মৃত্যু দণ্ডের আদেশ বহাল রাখেন, তা হলেও শেষ পর্য্যন্ত ভুট্টোর ফাঁসী হবে বলে মনে হয় না। ভুট্টো এখনও পাকিস্তানে একটা প্রবল রাজনৈতিক শক্তি। কাজেই, রাজনৈতিক কারণেই ভুট্টোকে ফাঁসী-কাঠে ঝোলাতে সামরিক শাসন জেনারেল জিয়া উল্-হক হয়ত সাহস করবেন না। সে সাহস দেখালে পাকিস্তানে দীর্ঘস্থায়ী ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

শোক সংবাদ

পরলোকে সংঘের বিশিষ্ট কর্ম্মী

গত ২০ চৈত্র চিরুগোড়া নিবাসী শ্রীভূতনাথ মাহাত ৬১ বৎসর বয়সে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ১৯৩২ সাল হইতেই নিজেকে সমাজ সেবার কাজে নিযুক্ত করিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সংঘের একনিষ্ঠ কর্মীরূপে সংঘের সর্ব্বপ্রকার সংগ্রামে নানাভাবে সহযোগিতা দিয়া আসিয়াছেন। সংঘের গঠন মূলক কাজেও তিনি সর্ব্বদা অগ্রণীরূপে সহযোগিতা দান করিয়া আসিয়াছেন। তাঁর স্ত্রী চার পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান। আমরা তাহার অকাল মৃত্যুতে আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছি ও তাঁহার পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি

পরলোকে জেলার জননেতা শ্রীপ্রহ্লাদ বাউরী

সুদীর্ঘ রোগ ভোগের পর অক্লান্ত কর্ম্মী ভারতের মার্ক্সিষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টির এই জেলায় অন্যতম নেতা শ্রীপ্রহ্লাদ বাউরী পরলোকগমন করেছেন। তাঁর জীবন বৃত্তান্তের জন্য তাঁদের পার্টি অফিসে জানানো হয়েছে। তা' পেলে প্রকাশিত হবে। আমরা তাঁর দেশ সেবার স্মরণ যোগ্য কর্ম্ম সমূহের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনাবসান

মানবাজার থানার মাঝিহিড়া গ্রাম নিবাসী প্রবীন স্বাধীনতা-সংগ্রামী শ্রীচন্দ্রশেখর মাহাত গত ২৪-৩-৭৮ তারিখে সজ্ঞানে পরলোক গমন করেন। তাঁহার বয়স ১০০ বৎসর হইয়াছিল। ঋষি নিবারণ চন্দ্রের ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্ম্মী-রূপে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নির্ভীকতার সহিত সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। বহু নির্য্যাতন ও কারা বরণেও তিনি তাঁহার সংগ্রামী জীবন হইতে বিচ্যুত হন নাই। ১৯৪২ এর আন্দোলনেও তাঁহার প্রতি ৭ বৎসরের কারাদণ্ডাদেশ হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য তাঁহার গৃহের দ্বার সর্ব্বদাই অবারিত থাকিত। তিনি মানভূমের কুর্ম্মীক্ষত্রিয় সমাজের সংস্কার আন্দোলনেও অন্যতম পুরোধা ছিলেন। তাঁর স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতেছি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

Wanted

Wanted a trained graduate for Social Science group against permanent vacancy for Keshargarh Sri Krishnananda Vidyapith (High School), P. O. Rakab; Dist. Purulia.

Apply by Post so as to reach the Secretary on or before 29-4-78 and appear before the selection Comittee with original diplomas Certificates etc. in the School premises on 3-5-78 at 2 P. M.

Wanted a B. sc. (Pure) Teacher (Preferably Trained For Dhagara, Adibasi Junior high school. P. O. Jorberia Dist. Purulia against a permanent vacancy. Existing qualified staff of the unrecognised section of this institution may also apply. Apply to the Secretary within 4-5-78 and appear at interview on 7-5-78 at 3 A. M. in the school premises.

বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয় : সত্যাগ্রহ ছাড়া পথ নেই

(২য় পাতার পর)

পুলিসের দায়িত্ব বোধের আসল স্বরূপ

অপরের নিরাপত্তা রক্ষায় বামফ্রন্ট পুলিসের এবং জেলা শাসনের এহেন দায়িত্ববোধ এই ক্ষেত্রে কী ক'রে হোল ? এবং সেই দায়িত্ববোধ আবার একজন বেআইনী দখলকারীর প্রতি কল্পিত এক নিরাপত্তার অজুহাত তুলে ! যে ক্ষেত্রে ঐ বান্দোয়ানেরই পুলিস—ঠিক ঐ সময়েই সাংঘাতিক প্রকৃতির জোতদারের হাতে বিপন্ন নিরীহ আদিবাসীকে রক্ষার ভার নিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। আমার কাছে তার লিখিত প্রমাণ আছে। ঐ নিরীহ আদিবাসী যুবক ঐ জোতদারদের এক দুর্নীতির অভিযোগের তথ্য মুক্তিতে প্রকাশ করেছিল। এই ব্যাপারের জন্য ঐ জোতদারেরা ঐ যুবকটিকে ও তার সমগ্র পরিবারের লোকজনকে তাদের বাঁধে চান করতে গেলে মারামারি করতে উদ্যত হয়। তাদের অত্যন্ত অপরিহার্য্য জীবন নির্ব্বাহের কাজ বিপন্ন এবং ঐ বাঁধের বিষয়ে তাদের বরাবরের অধিকার বিপন্ন। যুবকটি পুলিসের কাছে ঐ তথ্য জানিয়ে লিখিত আবেদন ক'রে, এ বিষয়ে বিহিত ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানায়। থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিস জানান যে, আমার দ্বারা কিছু হবে না ; কোর্টে যাও। একটা গণতান্ত্রিক সরকারের পুলিসের এটা যে কতো বড়ো অপরাধের ব্যাপার—তা পরে আলোচনা করব।

শাসন যন্ত্র ও পুলিস কীভাবে সরকারকে হেয় করছেন

আইনের দায়িত্ব পালনে কোর্ট কতটা অংশ বহন করবেন আর শাসন যন্ত্রই বা কতটা অংশ বহন করবেন, আজ সারা দেশেই তার জলন্ত প্রশ্ন—জন অধিকারের দাবীর সামনে। যে সরকারের পুলিস ঐ কথা বলেন তিনি তাঁর সরকারকে লোকচক্ষে হেয় করেছেন—তিনি তাঁর গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন—আদিবাসী হরিজন প্রভৃতি সমাজে চির-নিগৃহীত গোষ্ঠীর প্রতি প্রত্যেক শাসনযন্ত্রের যে মহনীয় দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে—তার প্রতি তিনি চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছেন। অথচ অন্য-দিকে বেআইনী দখলকারী এক মহিলাকে বিনা প্রয়োজনে পুলিসী সাহায্য দেবার অশোভন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। তার দ্বারাও বামফ্রন্ট সরকারকে তাঁরা অত্যন্ত হেয় এবং অনর্থক ব্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন।

এই জেলার বামফ্রন্ট নেতারাও নীরব কেন ?

এখানে এই ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার ও দলের বিষয়ে কিছু বলা দরকার। এই জেলায় এহেন একটা ঘটনা ঘটছে—কিন্তু স্থানীয় শাসন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সাহায্য করা দূরে থাকুক কীভাবে তাঁরা বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করছেন—তা শুনে জনসাধারণ আশ্চর্য্যান্বিত হবেন। বামফ্রন্টের স্থানীয় শাসনযন্ত্র ছাড়া, বামফ্রন্টের এম-এল-এ, এম-পিরা আছেন—তাঁদের অন্যান্য নেতারা কর্ম্মীরা আছেন—তাঁরা এ ব্যাপারে একেবারে নীরব। দায়িত্বশীল দল হিসাবে—শাসনযন্ত্রের দায়িত্বে অভিষিক্ত দল হিসাবে—এ বিষয়ে তাঁদের দ্রুত একটা কর্ম্মধারা নেওয়া উচিত ছিল। গণতান্ত্রিক অধিকারকে সাহায্য করা তাঁরা দরকার অনুভব করলে—এ বিষয়ে স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষকে, পুলিসকে, রাজ্য সরকারকে সমুচিত আচরণে তাঁদের পক্ষ থেকে উদ্বুদ্ধ করা উচিত ছিল। অথবা এ বিষয়ে জন-সাধারণের দিক থেকে কোনো অন্যায় ঘটছে মনে করলে, তা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা উচিত ছিল। তাঁদের আচরণ থেকে তাঁদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা, বিচার পূর্ণ পদক্ষেপের দ্রুত যোগ্যতা বা নিজেদের দায়িত্ব বিষয়ে সচেতনতার পরিচয় কিন্তু হচ্ছে না।

মুখ্যমন্ত্রীর দিক থেকেও অত্যন্ত বিলম্বিত পদক্ষেপ

দেশের অন্যতম দক্ষ প্রশাসক মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল—ঘটনার অর্থাৎ পুলিস উপদ্রবের দুদিন পরেই ২৮।১।৭৮ তারিখে। দীর্ঘ দু মাস পরে স্কুলের সভাপতি শ্রীভজহরি মাহাতকে ২৩।৩।৭৮ তারিখে লেখা তাঁর পক্ষে চিঠি পাওয়া গেল যে, জেলার ডেপুটি কমিশনারকে জানান হয়েছে—তিনি যেন বিষয়টি বিবেচনা করেন—এবং যা সম্ভব তার ব্যবস্থা তিনি যেন নেন এবং তিনি যেন ভজহরি বাবুকে জানান কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোল।

মুখ্যমন্ত্রীর চিঠির পরেই এক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা

মুখ্যমন্ত্রীর ঐ চিঠির আগেই ডি, সিকে তিনি নিশ্চয়ই চিঠি দিয়েছেন। একমাস হয়ে গেল—বহু জনসাধারণ সম্পর্কিত এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি ভজহরি বাবুকে আজ পর্য্যন্ত কিছু জানালেন না। উপরন্তু এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল। ভজহরি বাবুকে মুখ্যমন্ত্রীর দিক থেকে চিঠি লেখা হচ্ছে ২৩।৩।৭৮। ডি সি তার কয়েকদিন আগেই নিশ্চয়ই চিঠি পেয়েছেন। আর আপনারা শুনে অবাক হবেন—ঐ মাসের শেষে ভজহরি বাবু ও কয়েকজন মহিলা সহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে **ঐ মহিলার হার চুরি করার এবং নানাবিধ উপদ্রব করার এক মামলা দায়ের করা হয়েছে !!!** মামলার ধারাগুলি—১৪৩, ৪৪৮, ৩২৩, ৩৭৯ ! ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে !

অন্য আমলে যেমন চুরির অভিযোগ সৃষ্টি করা হোত

ঘটনা ঘটেছিল—২৬শে জানুয়ারী। পুলিসের সামনে। হার চুরির মতন ব্যাপার। মামলা তখনই দায়ের হবার কথা। কারণ পুলিসী তদন্তের দেরী হবারও কথা ছিল না। কিন্তু তা হয়নি। দু মাস পরে ওয়ারেন্ট আসছে—১লা তারিখের মামলার নাম ক'রে ! আমরা ইংরেজ আমল, বিহার আমল প্রভৃতি সব দেখেছি। স্বাধীনতার লড়াইয়ে, ভাষার লড়াইয়ে সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় বিভূতি বাবু শ্রীশ বাবু ও আমাদের অনেকের নামে পুলিস ঘড়ি চুরি, ফাউনটেন চুরির মামলা করছে। জনসাধারণের কাছে ঐ সরকারেরাই বুদ্ধিহীনতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য হেয় হয়েছে। সারা জীবন সংগ্রামকারী জনগণের বিশ্বাসভাজন ভজহরি বাবুরা আজ বামফ্রন্ট আমলে উপদ্রবকারী মহিলার হার চোর !!!

কার কলাকৌশলে এই ব্যাপার ঘটল ?

এস, ডি, ও [সাউথ] আমায় বলেছিলেন আপনি এখন দেখাশুনো করার জন্য এসেছেন—পুলিসের দাবী মতো মামলা বা ১৪৪ প্রভৃতি হবে না। সেই এস, ডি, ও বদলী হয়েছেন। যাবার সময় কথা দিয়েও, তিনিই ঐ মামলার আয়োজন করে গেছেন কি না অথবা মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি পাবার পর এই সব কলাকৌশল করা হয়েছে কি না জানি না। যাই ঘটে থাক—সুদীর্ঘ দু মাসের পর সহসা হার চুরির মামলা ! ভজহরিবাবুকে বলেছেন—ধরা দিয়ে জামিন নিয়ে নিন। তিনি বলেছেন—ধরে নিয়ে যাক—তার পর জামিনের কথা। আমাদের বক্তব্য—এহেন সব কদর্য্য অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েও তৈরী করা সাক্ষী সাবুতের জোরে জেল গিয়েও বরাবর আমাদের কর্ম্মীদেরই সম্মান বেড়েছে এবং সরকারই জন চক্ষে হেয় হয়েছেন। আমার দৃঢ় বক্তব্য—এবারেও এটা ঘটেছে এর পেছনে শাসন-তান্ত্রিক হাত রয়েছে ব'লে। তবে এটা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা জানেন না বলেই আমার বিশ্বাস। তবে তাঁদের নিষ্ক্রিয়তা দুঃখজনক।

সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত ও কর্ম্মধারা

এই অবস্থায় আমরা শীঘ্রই বান্দোয়ানে সত্যাগ্রহ করছি। বালিকা বিদ্যালয়ের চারপাশে প্রতিদিন শত শত সত্যাগ্রহী সম্পূর্ণ অহিংসভাবে অবস্থান করবে। কারো অবরুদ্ধ থাকার প্রশ্ন নেই। ঐ মহিলা বা তাঁর লোকজন সত্যাগ্রহীদের ওপর দিয়ে যাতায়াত করার অধিকার পাবেন—কেউ কিছু বলবে না। এহেন ন্যায়সঙ্গত সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে শাসনযন্ত্রের পক্ষ থেকে অন্যায়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে—অর্থাৎ ১৪৪ ধারা প্রভৃতি জারী হ'লে ঐ আদেশ ভঙ্গ করবেন ঐ থানার ও জেলার হাজার হাজার নরনারী। ৯ই মে লোক সেবক সংঘের পরিষদে সত্যাগ্রহের তারিখ ধার্য্য হবে। স্কুল ঘরে তালা দিয়ে ঐ মহিলা চলে গেলে, সত্যাগ্রহীরা তালা ভেঙ্গে ঘর দখল করবেন। মহিলার জিনিষপত্র কর্ম্মীরা পুলিসকে জমা দেবেন। সংঘের পরিচালিকা সত্যাগ্রহের প্রথম দিন যোগদান করবেন।

সত্যাগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ও তারিখ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে, ডি, সিকে এবং শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সরকারকে পত্র দেওয়া হবে। স্কুলের সম্পত্তি অপহরণ-কারী অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সমাজ বিরোধীদের উপদ্রবের জন্য এবং শাসনের পক্ষ থেকে তাদের অন্যায়ভাবে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে—তার জন্য—এই সত্যাগ্রহ। —অরুণ চন্দ্র ঘোষ

SAINIK SCHOOL PURULIA

TENDER NOTICE

Principal, Sainik Sdhool, Purulia invites sealed tenders from bonafide dealers for supplies/services as noted below for the year 1978-79 (Jul 78 to June 79) :—

1. Fresh Vegetables
2. Fruits both citrus and non-citrus
3. Meat, Kima and Chicken
4. Fresh Egg and Fish
5. Fresh Milk
6. Bread
7. Potato & Onion
8. Tailoring
9. Linen Washing
10. Dry Ration items

Tender forms can be had from Principal, Sainik School, Purulia on payment of Rs. 5/- in cash on any working day. The last date of submision of tender is 15 May 1978.

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ১২শ সংখ্যা | সোমবার, ১লা মে, ১৯৭৮ ১৭ই বৈশাখ ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

যাবার সময় গলে দিয়েছিনু মালা ;
হেসে বলেছিলে—আমি যে ঘরের লোক।
আজ দ্বারে যাই মনে কর—যত জ্বালা
তবু লেগে আছি—আমরা যে ছিনে জোঁক॥

• • •

শাসন আসনে রয়েছ আরামে সুখে—
ভেবেছ এখন দেশে আর কোথা দুখ !
নেমে এসে দেখ লোক মরে মাথা ঠুকে—
এ ব্যথা বোঝার আছে কি দরদী বুক ?

পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন : জনতা পার্টি তথ্য : উদ্বাস্তু সমস্যা

আসন্ন পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন

আগামী ৪ জুন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন। ছাপান্ন হাজার আসনের জন্য প্রায় ২ লক্ষ ৫৫ হাজার প্রার্থী ত্রিস্তর এই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের জানান। এদিন ছিল মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০,৪৫৮টা আসনে মোট ৪৬,৯৫৩ জন প্রার্থী নির্ব্বাচিত হবেন। পঞ্চায়েত সমিতির আসন সংখ্যা ৮,৪৩০ এবং জেলা পরিষদের আসন আছে ৬৪৮টা। ভোটার সংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি।

জনতা পার্টি সংবাদ

দলীয় প্রার্থী না দিয়ে, পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে যোগ্য প্রার্থীকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত প্রভৃতি নিয়ে জনতার কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে রাজ্য কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেনের বনিবনা হচ্ছিল না। তার ওপর জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিমান মিত্রকে শ্রীসেন সাসপেণ্ড করেন। এর ফলে কেন্দ্রীয় নেতারা শ্রীসেনকে সাসপেণ্ড করার কথা ভাবেন। এই অবস্থায় শ্রীসেন জনতা পার্টি ছেড়ে দিয়ে এক পৃথক দল গড়েছেন।

উদ্বাস্তু সমস্যা

দণ্ডকারণ্য থেকে পশ্চিম বাংলা থেকে প্রেরিত উদ্বাস্তুরা সহসা স্রোতের মত পশ্চিম বাংলায় ফিরে আসছেন। এঁরা সুন্দরবনে বসবাস করার জন্য সরকারী সমস্ত বাধা ঠেলে ক্রমান্বিতভাবে হাজারে হাজারে উদ্বাস্তুরা সেখানে যাচ্ছেন। আপাততঃ তাঁরা কোনো কথা না শুনলেও, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন—উদ্বাস্তুদের স্বার্থে ও পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে তাঁদের দণ্ড-কারণ্য ফিরে যেতেই হবে।

বান্দোয়ানে সত্যাগ্রহকেন ? মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি

বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের অধিকার রক্ষায় লোকসেবক সংঘের সিদ্ধান্ত

শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
কলিকাতা

মান্যবরেষু,

বান্দোয়ান ব্লকে বান্দোয়ানে অবস্থিত বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যাপারে আপনাকে এই পত্র দিচ্ছি। এই সঙ্গে আমাদের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মুক্তি'র দুটি সংখ্যাও পাঠাচ্ছি—যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

সংক্ষেপে ঘটনাটি এই। বান্দোয়ানের বালিকা বিদ্যালয়ের মূল বাড়ীটি শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সরকার নামে একটি মহিলা কংগ্রেস আমল থেকে বেআইনীভাবে দখল করছেন। তাঁদের এক বিপন্ন অবস্থায়, সাময়িকভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁদের থাকতে দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস আমলে কংগ্রেসীরা এবং পুলিসেরা শাসনযন্ত্রের সহায়তায় ঐ মহিলাকে ঐ ঘর বেআইনীভাবে দখল জারী করে রাখার কাজে উৎসাহিত এবং সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করেন। এবং স্কুল গ'ড়ে উঠতে প্রভূত ক্ষতি করেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকারে বহুবার সহায়তা চেয়েও পাননি। জনগণের সম্পত্তি বেআইনীভাবে দখল-কারীকে উচ্ছেদের ব্যবস্থা না ক'রে ঐ অন্যায়কারীকেই কংগ্রেসের শাসন ও পুলিস বেআইনীভাবে, অন্যায়ভাবে সাহায্য দিয়ে এসেছিলেন। ফলে সমাজ বিরোধীদের উৎসাহ বেড়ে যায়। বান্দোয়ানের আরো একজন বেআইনীভাবে স্কুলের অনেকখানা জমি দখল করেন—নাম শ্রীকালীশঙ্কর ব্যানার্জী। সরকারে আবেদন ক'রে, তারও কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি।

ঐ আচরণ সমাজ-বিরোধী কংগ্রেসী শাসনের উপযুক্তই ছিল। বামফ্রন্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, বান্দোয়ানের স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং জনসাধারণ গভীর-ভাবে আশান্বিত হলেন। তাঁরা ভাবলেন এবারে ঐ মহিলাকে ঘর ছেড়ে দিতে বললে, তিনি হয়তো রাজী হবেন। আর রাজী না হ'লে, তাঁর প্রতি জনবিক্ষোভ দেখানো হবে। এবং ঐ চিন্তার সঙ্গে তাঁরা গভীরভাবে এও ধারণা করলেন যে স্কুলের সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করা বিষয়ে জনমত জাগ্রত হ'লে, গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক বামফ্রন্ট সরকার দ্রুত এগিয়ে আসবেন—এবং সরকারী চাপ দিয়ে ঐ মহিলাকে সরে যেতে বাধ্য করবেন ; জন-অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা ক'রে, শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করবেন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকারের বহু ঘোষিত প্রতিশ্রুতির সততা বিষয়ে পরিচয় দান করবেন।

বামফ্রন্ট বিষয়ে ঐ রকম ধারণা করার আরো একটি যে বিশেষ কারণ ঘটল তা এই যে, বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করলেন—জনগণের সম্পত্তি বেআইনীভাবে জবর দখলকারীদের উচ্ছেদ করা হবে। এবং দেখা গেল বামফ্রন্ট সরকার সত্যই জন-সম্পত্তি বেআইনীভাবে দখলকারীদের—হকার প্রভৃতিকে—পুলিসী শক্তি দিয়ে সরিয়ে দিতে লাগলেন।

পুরুলিয়ার এস, ডি, ও (সাউথ) সমস্ত দলিলপত্র দেখে পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন যে, সংশ্লিষ্ট ঐ ঘর ও জমি বালিকা বিদ্যালয়েরই সম্পত্তি। বাম-ফ্রন্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মহিলাকে আবার বহু অনুরোধ করা হোল—তাঁকে অন্যত্রঘরের ব্যবস্থা ক'রে দেওয়ার আশ্বাস ও অন্যান্য সুবিধে ক'রে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। তিনি ঐ ঘর ছাড়তে রাজী হলেন না।

(২য় পাতায় দেখুন)

[১ম পৃষ্ঠার পর]

তখন নতুন শাসন জীবনের পরিবেশে জন অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে জন-বিক্ষোভের পথ গ্রহণ করা হোল।

কিন্তু দেশের মানুষ বান্দোয়ান ব্যাপারে সরকারী কর্ম্মধারায় অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হলেন। প্রথমে লোকসেবক সংঘ বিষয়টি হাতে নেননি। প্রথমে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোল—তা স্থল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জন-সাধারণ যুক্ত হয়ে করেছিলেন। ঐ পদক্ষেপের ফলে যে ব্যাপার ঘটল তার কথাই বলছি।

বামফ্রন্ট সরকার যেমন পুলিসী শক্তিতে, লাঠীর জোরে, বেআইনী-ভাবে জবর দখলকারী হকার প্রভৃতিকে উচ্ছেদ করছেন স্থল কর্তৃপক্ষ যদি বেআইনীভাবে জবর দখলকারী ঐ মহিলাকে কয়েকজন মহিলাকে দিয়ে ঘর থেকে বলপূর্ব্বক বের করে দিতেন—তাও সরকারের বা পুলিসের বলার বা হস্তক্ষেপের কিছু ছিল না। কিন্তু ঐ মহিলা স্থল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত আচরণ করা সত্বেও, স্থল কর্তৃপক্ষ মানবতার খাতিরে তা করেন নি। নিতান্ত নাচার হয়ে, তাঁরা মহিলাটিকে জনবিক্ষোভ দেখাবার উদ্দেশ্যে ২৬শে জানুয়ারী ঐ ব্লকের অসংখ্য মহিলাকে সামনে নিয়ে নিজেদের স্কুল ঘরে গেছলেন। পুলিস ও কংগ্রেসীরা সঙ্গে সঙ্গে একযোগে ছুটে এলেন। এবং এই যুক্ত অভিযানের কারণ ছিল। কংগ্রেস আমলে ঐ মহিলাটিকে কেন্দ্র ক'রে একটি ভালো কংগ্রেসী চক্র গ'ড়ে উঠেছিল—যার সঙ্গে স্থানীয় পুলিস যুক্ত হয়েছিল—বিশেষ একটি রাজত্ব চালাবার প্রয়োজনে।

ঐ পুলিসেরা কয়েকজন লাঠী ও বন্দুকসহ এসে মেয়েদের ওপর হামলা করেন। জন-সমাবেশে অসংখ্য লোক ছিলেন। তাঁরা পুলিসের উপদ্রব বন্ধ করতে তাঁদের হাত থেকে লাঠী ও বন্দুক নিয়ে নেন। তখন ও, সিকে সঙ্গে নিয়ে স্থল কর্তৃপক্ষ মহিলাটিকে স্কুল ঘর ছাড়তে পুনরায় অনুরোধ করেন। তিনি বলেন—ব্যবস্থা ক'রে কবে উঠে যেতে পারবো—১২ই ফেব্রুয়ারী জানাবো। ১২ই ফেব্রুয়ারীও তিনি কবে উঠে যাবেন জানান নি। ইতিমধ্যে এস, ডি, ও (সাউথ) আমাকে বলেছিলেন যে, "পুলিস কয়েকজনের নামে মামলা ও ১৪৪ ধারা জারী করতে বলছে। আপনি দিল্লীতে ছিলেন—এখন এসেছেন—ব্যাপারটা দেখুন—আমি মামলা বা ১৪৪-এর মধ্যে যাচ্ছি না।

ঐ ঘটনার পরেই ২৮।১।৭৮ তারিখে স্কুল কমিটির সভাপতি প্রাক্তন লোকসভা সদস্য শ্রীভজহরি মাহাত ঘটনার তথ্যাদি জানিয়ে পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে আপনাকে পত্র দেন। আপনার পক্ষ থেকে দুমাস পরে উত্তর আসে যে, বিষয়টি ডি, সি, দেখবেন কিছু করার থাকলে ক'রে, ভজহরি বাবুকে জানাবেন। আপনার চিঠি পাওয়ার পর এক মাস হয়ে গেল—ডি, সি, এ বিষয়ে কোনো যোগাযোগ তো করেনই নি। বরং আপনার চিঠি আসার পরই ভজহরি বাবুদের ১৮ জনের নামে ঐ মহিলার সোনার হার চুরির এক মামলা গঠন করে ফেলা হল! ভারতীয় দণ্ডবিধির অনেকগুলি ধারা প্রয়োগ করা হল।

সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপার থেকে, আপনিও জানেন, আমরাও জানি যে, এ রকম মামলা কীভাবে শাসনতান্ত্রিক চক্রান্তের ভেতর দিয়ে উদ্ভূত হয়। বিশেষতঃ এখানে অপরাধী পুলিসকে এক বিশেষ অভি-যোগ থেকে বাঁচাবার চক্রান্তেই বহু বিলম্বিত এক অদ্ভুত হাস্যকর মামলা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর দ্বারা (আমি বিশ্বাস করি আপনার অজান্তে) বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় করা হয়েছে। এবং আরো বিশেষভাবে বামফ্রন্ট সরকারকে জনচক্ষে হেয় এবং অপরাধী করা হয়েছে—জনসাধারণের ন্যায়-সঙ্গত অভিযানে পুলিসী উপদ্রব সৃষ্টি ক'রে। বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত নীতি অনুসারে এক্ষেত্রে কাজ করতে পুলিস ও স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছেন।

আমি বিগত ৫ই এপ্রিল বান্দোয়ানে পুনরায় গিয়ে ঐ মহিলাটির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, জনসাধারণের দাবী মতো, জনসাধারণের অধিকারের জিনিষ ছেড়ে দিতে বহু ভাবে বোঝাই। ঐ ঘর ছেড়ে দেওয়ার পরই ওঁর যাতে কোনো রকম অসুবিধে না হয়—সব রকম আশ্বাস দিই। তিনি ঘর ছাড়বেন না—হেঁকে দেন। তাঁর জোর—তিনি স্থানীয় শাসনের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছেন—তাঁরা তাঁকে নিরাপদ ভাবে বেআইনী দখলের কাজে সর্ব্বদা অবৈধ সহায়তা দান করবেন। এমতাবস্থায় জন অধিকার, ও জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে অহিংস সত্যাগ্রহের পথ গ্রহণ করতে লোকসেবক সংঘ বাধ্য হচ্ছে। সত্যাগ্রহ পদ্ধতি দেওয়া হল। এই সত্যাগ্রহের প্রথম পরিচালনায় থাকবেন—লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা—শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ। সত্যাগ্রহের তারিখ আপনাকে পরে শীঘ্রই জানাচ্ছি।

আমরা বিশ্বাস করি, বামফ্রন্ট সরকার জনগণের ন্যায়সঙ্গত এই সত্যা-গ্রহ কর্ম্মতালিকার পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করবেন না। তবু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোনো বাধা আসে—তবে সত্যাগ্রহীরা তার সম্মুখীন হতে বাধ্য হবেন।

সত্যাগ্রহ কর্ম্মধারা

বালিকা বিদ্যালয়ের চারপাশে প্রতিদিন শত শত সত্যাগ্রহী সম্পূর্ণ অহিংসভাবে অবস্থান করবেন। কারো অবরুদ্ধ থাকার প্রশ্ন নেই। ঐ মহিলা বা তাঁর লোকজন সত্যাগ্রহীদের ওপর দিয়ে যাতায়াত করার অধিকার পাবেন—কেউ কিছু বলবেন না। এহেন ন্যায়সঙ্গত সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে স্থানীয় শাসনযন্ত্রের পক্ষ থেকে অন্যায়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে—অর্থাৎ ১৪৪ ধারা প্রভৃতি জারী হ'লে ঐ আদেশ ভঙ্গ করবেন ঐ থানার ও জেলার হাজার হাজার নরনারী। ৯ই মে লোক সেবক সংঘের পরিষদে সত্যাগ্রহের তারিখ ধার্য্য হবে। স্কুল ঘরে তালা দিয়ে ঐ মহিলা চলে গেলে সত্যাগ্রহীরা তালা ভেঙ্গে ঘর দখল করবেন। মহিলার জিনিষপত্র কর্ম্মীরা পুলিশকে জমা দেবেন। সংঘের পরিচালিকা সত্যাগ্রহের প্রথম দিন যোগদান করবেন।

দেশের একজন সুযোগ্য প্রশাসক হিসাবে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার আপনার অবকাশ আছে। জনগণের অধিকার বিষয়ে এবং জনগণের কর্ম্ম-ধারার প্রতি এইক্ষেত্রে যে সব অবিচার করা হয়েছে—তারও বাঞ্ছিত প্রতিকার আপনার মত মানুষের কাছ থেকে পাবার আশা করাই স্বাভাবিক। আপনাকে সব ব্যাপার জানালাম। আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।

—ইতি—

অরুণচন্দ্র ঘোষসচিব লোকসেবক সংঘ

এর প্রতিলিপি ডেপুটি কমিশনারকে দেওয়া হল।

পুরুলিয়া বাসার প্রতি একটি বিনীত আবেদন

আপনারা অবগত আছেন যে আমরা এই শহরে একটি ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ও গরীব ছাত্র ছাত্রীদের জন্যে একটি বুক ব্যাঙ্ক নির্ম্মান করতে সুরু করেছি। ১৮০০০ হাজার টাকা ব্যয়ের পর তাহা অর্দ্ধ সমাপ্ত আছে আনুমানিক খরচ ৫০০০০ টাকা শুধু মাত্র মঞ্চ নির্ম্মানে। এই মঞ্চ সর্ব্বসাধারনের মঞ্চ। আরও অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় আমরা আগামী ১৬ই মে, ১লা জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার সুবিখ্যাত নট্ট কোঃ (কলিকাতা) "অচল পয়সা" যাত্রাপালাটি; রথতলা, নামোপাড়া পুরুলিয়ায় মঞ্চস্থ করছি। পালাটি জীবন ও সমাজের সব প্রশ্নের জবাব দেবে। এ মঞ্চ আমার ও আপনার। আপনাদের দেয় অর্থেই এই মঞ্চ নির্ম্মান সুরু হয়েছে। তাই আপনারাই এর সমাপ্তির দায়িত্ব আনন্দের সঙ্গে নেবেন এই মাত্র প্রার্থনা। নমস্কার।

বিজয় মুখার্জ্জী, সভাপতি

পি, এম, আই, নামোপাড়া পুরুলিয়া

সন্ধান চাই

বেগুন কোদর থেকে ২২শে চৈত্র আমার ছেলে শ্রীবিষ্ণু বাসে পুরুলিয়া চলে আসে। আর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। বয়স ১২।১৩ একটু হাবা গোছের—নাম দেবু (ডি সি ব'লেও ডাকা হয়।) কপালে কাটা দাগ—শেলাই করা। রং শ্যাম বর্ণ। পরণে হাঁটু পর্য্যন্ত নীল জামা ছিল আর হাফ প্যান্ট। এরকম ছেলের সন্ধান পেলে—ওর নাম জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে পারে। কোনো থানায় বা মুক্তি অফিসে বা আমার ঠিকানায় খবর দিলে বিশেষ উপকৃত হবো। ১০১ টাকা পুরস্কারও দেব।

নিবেদক—মতি ঘুন্না

গ্রাম ও পোঃ—বেগুনকোদর

জেলা—পুরুলিয়া

মুক্তি

১৭ই বৈশাখ, ১৩৮৫, সোমবার

শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় জীবন কিভাবে চলবে—তার একমাত্র পথ নির্দ্দেশক—ভারতীয় সংবিধান। ভারতীয় সংবিধানে ভারতের শাসন জীবন তথা সমগ্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনার সবচেয়ে বড়ো ভার দেওয়া হয়েছে—ভারতীয় লোকসভার ওপর এবং তার অধীনে ভারতীয় শাসনযন্ত্রের ওপর।

তার পরেই দেশের বিকেন্দ্রিত শাসনজীবনে যার ওপর গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত—তা হল রাজ্য বিধানসভা তথা রাজ্য সরকারগুলির।

কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলি সংবিধান অনুসারে কাজ করছেন কি না তা দেখবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া আছে—ভারতের রাষ্ট্রপতির ওপর এবং ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ও তার সহায়ক হাইকোর্টগুলির ওপর। প্রতি পাঁচ বছর পরে পরে, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির কাজকর্ম্ম বিচার ক'রে তাদের কাকে রাখা হবে, না রাখা হবে, নির্ব্বাচনগুলিতে তার চূড়ান্ত নির্ণয়ের ভার দেশের জনসাধারণের ওপর। এবং নির্ব্বাচনের কাজকে নিরপেক্ষভাবে চালাবার জন্য একটি স্বতন্ত্র সংস্থা তৈরী করা আছে। তা হচ্ছে—নির্ব্বাচন কমিশন। এখন দেখা যাক, সাধারণভাবে দেশের শাসন জীবন কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

ক) লোকসভা, বিধানসভা মারফত, আইন কানুন তৈরী ক'রা হচ্ছে—দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন সুষ্ঠুভাবে চালানর ব্যবস্থার জন্য।

খ) ব্যাপকভাবে বহু বিচারালয় তৈরী করা হয়েছে—আইনের দৃষ্টিতে লোকের যা ন্যায়সঙ্গত অধিকার, তা নির্ণয় ক'রে দেওয়ার জন্য।

গ) লোকসভা, বিধানসভা ও বিচারালয়গুলি কর্ত্তৃক নির্দ্ধরিত জন-অধিকারগুলি যাতে ঠিকমতো মানুষ পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করার জন্য—কেন্দ্রে, রাজ্যে ও জেলায় জেলায় নানা শাসনতান্ত্রিক বিবিধ বিভাগ করা হয়েছে। এঁদের কাজের মধ্যে আছে—আইনের প্রবর্ত্তন, জনগণের অধিকার রক্ষা, জনগণের নিরাপত্তা, আইনভঙ্গকারীদের জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা, জন-জীবনের সর্ব্ববিধ উন্নয়ন ও বিকাশ ইত্যাদি।

ঘ) এঁদের এই সমস্ত কাজে সহায়তা দেবার জন্য মিলিটারী, পুলিশ; জেল বিভাগ প্রভৃতি রয়েছে।

এই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে দেশের জনসাধারণের সবচেয়ে বেশী রকম ব্যবস্থাসমূহের দায়িত্ব এবং জনগণের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার নানাবিধ কাজের—বেশী গুরুত্বপূর্ণ বেশী ভাগ কাজের—দায়িত্ব রাজ্য সরকারের শাসন বিভাগ ও তার পুলিশ বিভাগের ওপর ন্যস্ত। এই দুটি বিভাগ ঠিক মতো না চললে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার যতই ভাল হোক—আর আইন কানুন যতই ভাল হোক—মানুষের দুর্গতির সীমা থাকে না।

একথা অবশ্য অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে যে, লোকসভা, বিধানসভাগুলি যদি বসে বসে খারাপ আইন, বাজে আইন করতে থাকেন—তাতে শাসনযন্ত্র ও পুলিসের পক্ষে ঠিকমতো কাজ করা দুরূহ হয় এবং অনর্থক নানা গোলযোগের জট ছাড়াতে বহু কাজও বেড়ে যায়। ঐ অবস্থা ঘটলে আদালত-গুলিরও অনর্থক বহু কাজ বেড়ে যায়। আমরা অনেক সময় কোর্টের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করি—তার বহু কিছুর জন্য কোর্টের দোষ থাকে না। ভূমি ব্যবস্থা ও খাদ্য আইন ও আরো অনেক ব্যাপারে বহু বাজে ও জটিল আইন ক'রে, আদালতগুলিকে বিশেষ বিব্রত করা হয়। তাছাড়া, শাসনযন্ত্র ও পুলিস বিভাগের নানা অযোগ্যতা ও দুর্নীতির জন্যও বিচার বিভাগকে অযথা বিপন্ন ও স্তূপীকৃত মামলায় ভারগ্রস্ত হতে হয়।

এ সমস্ত অবস্থা হওয়া সত্বেও, আমলাতন্ত্র ও পুলিস যদি ঠিকমতো তার দায়িত্ব পালন না করে এবং আইনকে ফাঁকি দিয়ে যারা জনসাধারণের অধিকার বিপন্ন করে—তাদের সহায়তা দিয়ে নানাবিধ স্বার্থ সাধন করার চেষ্টায় যদি আমলাতন্ত্র ও পুলিস থাকে—তাহলে দেশে যত ভাল ভাল আইনই থাকুক—সে সমস্তই জোতদারের আইন, কায়েমী স্বার্থের আইন, সমাজ বিরোধীদের আইন রূপে পরিণত হয়ে যায়।

আজ স্বাধীনতা লাভের ৩০ বছর ধ'রে যা দেখেছি—তার দু একটা কথা বলি। ধরুন একজন ধনী ব্যক্তি—যাকে জোতদার, মহাজন, কায়েমী-স্বার্থ গোষ্ঠীর অন্যতম প্রভৃতি সব বলা চলে, সে একটি দরিদ্র চাষীর জমি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করল। পুলিসকে জানিয়ে কোনো সাহায্য পেল না। পুলিস বলল—কোর্টে দেখো! সেই দরিদ্র চাষী তখন কোর্টের আশ্রয় নিল সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে, কোর্টে জয়লাভ করল এবং সেই বলে বলিয়ান হয়ে সে যখন নিজের জমিতে চাষ করতে গেল—সেই প্রবল জোতদার কতকগুলি গুণ্ডা লাগিয়ে লাঠিবাজী ক'রে, সেই লোকটিকে তার নিজের জমি থেকে হাটিয়ে দিল।

গ্রামের সমস্ত লোক অনুভব করল—গরীবের ওপর খুবই অবিচার ও জুলুম হল—কিন্তু কথা বলার কারো সাহস হোল না। ঐ কংগ্রেসী আমলেও গণতান্ত্রের বড় বড় কথা প্রচারিত ছিল। কিন্তু গ্রামের সমস্ত লোকে জানতেন যে, ঐ জোতদারদের বিরুদ্ধে শতকরা ৯০জন দাঁড়ালেও ঐ গণতন্ত্রে কিছুই হবে না। কারণ, থানার চৌহদ্দির ভেতরে শাসনের যে মূল কেন্দ্র ব্লক ও পুলিস, তারা জোতদারদের লোক। সেজন্য থানায় বললে উল্টো ঐ গরীব চাষীর ওপর এবং তার সহায়কদের ওপর নানা বিপদ আসবে। এবং সারা গ্রামের লোক যদি বি ডি, ও বা ও, সির বিরুদ্ধে কিছু বলেন—সারা শাসনযন্ত্রে বা সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে শোনবার কেউ নেই।

বাস্তবে ব্যাপারটা তাই দাঁড়ালো। ঐ দরিদ্র চাষী কোর্টের রায়পত্র নিয়ে থানায় ও সির সঙ্গে দেখা ক'রে প্রতিকার চাইলেন, তার অধিকার বিপন্নকারীদের প্রতিহত করতে অনুরোধ করলেন। দেশের শাসনযন্ত্র যদি সৎ ও গণতান্ত্রিক থাকতো তাহলে পুলিশ মনে করতেন যে, আমি যদি অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করি এবং গ্রামবাসীর আবেদনে উর্দ্ধতন বিভাগ কর্তৃক যদি তদন্ত হয়—তাহলে সমস্ত গ্রামবাসীর সাক্ষ্য প্রমাণে অনিবার্য্য রূপে আমার সাজা হবে। ঐ অবস্থায় তিনি সুবিচার করতে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ পরিচালনা করতে বাধ্য হতেন।

কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি চাষীকে বললেন—যাও, আমি তদন্তে যাবো। তদন্তের উদ্দেশ্য ছিল—এই সুযোগে জোতদারের বাড়ীতে কিছু ভোজ ও বিশেষ পাওনা আদায় করা। ও, সি গ্রামে গেলেন—ঐ জোতদারের বাড়ীতেই উঠলেন। খানা পিনা ও আদায় সেরে থানায় ফিরলেন জোত-দারের আরো প্রতাপ বেড়ে গেলো। গরীব চাষীর পক্ষে গ্রামের

যাত্রা সাক্ষ্য দিয়েছিল—তাদেরও ওপর জোতদারের উপদ্রব সুরু হোল। গ্রামবাসী বিপন্ন হয়ে জেলার অধীশ্বরকে জানালেন। তাতে ব্যর্থ হয়ে তাঁরা রাজ্যের মহা-অধীশ্বরকে জানালেন। তাঁরা সবাই একেবারে চুপ করে থাকলেন। কারণ তাঁদের থানা বা জেলার অনুচরদের কাছ থেকে সব অবগত হয়ে, তাঁরা জানেন যে, ভারতের বৃহত্তর স্বার্থে, কংগ্রেস পার্টির কল্যাণে, বি, ডি, ও এবং পুলিশ ঠিক মতোই অর্থাৎ হরিহর আত্মার মতই কাজ করছে। আর ঐ জোতদারেরা তো হচ্ছেন—কংগ্রেসী তপস্বীদের অগ্রগণ্য।

একটা দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র। এইভাবে শাসনযন্ত্র, পুলিস বিভাগ ও কায়েমী-স্বার্থগোষ্ঠী বা সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে ভ্রষ্টাচারী শাসকদলের—যুক্ত জোটের হাতে প্রতিনিয়ত সারা দেশে অগণিত মানুষের অধিকার, নিরাপত্তা ও অগ্রগতির বহু সুযোগ ধূলিসাৎ হচ্ছে।

এখন এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার। তা সত্ত্বেও আজও আমলা ও পুলিসের পুরোনো অভ্যেস, পুরোনো ধারা যায় নি। বামফ্রন্ট সরকার আমলা ও পুলিসের দুর্নীতি ও অগণতান্ত্রিক মনোভাব বিষয়ে খুবই মর্ম্মাহত হচ্ছেন দেখছি। কিন্তু এসব বন্ধ করার জন্য যে দৃঢ় কর্ম্মপদ্ধতি সমূহ নেওয়া দরকার—তা যে নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে না—তা বহু ব্যাপারের মধ্য থেকেই অনুভব করতে বাধ্য হচ্ছি।

এই জেলার সাময়িক পত্র পত্রিকাগুলিতে অনেক রকম অভিযোগ প্রকাশিত হচ্ছে—জোতদার-মুনাফাখোর-ক্ষতি সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে এই জেলার বিপন্ন মানুষ পুলিসের কাছে ব্লকের কাছে—বামফ্রন্টের এম, এল, এ, এম, পি, দের ও ফ্রন্ট কর্ম্মীদের কাছে যাচ্ছেন—কিন্তু প্রতিকারের কোনো উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ধারা দেখা যচ্ছে না। ফলে সমাজ-বিরোধীদের, পুলিস ও আমলাদের অন্যায় করার আরো সাহস বেড়ে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে এই জেলার বামফ্রন্টের এম, এল, এ, এম, পি ও কর্ম্মীদের যে দায়িত্ব রয়েছে সেই দায়িত্ববোধে তাঁদের আজ সজাগ সক্রিয় হতে হবে এবং জেলার শাসন ও পুলিসকে ঠিক রাস্তায় পরিচালিত করার জন্য রাজ্য সরকারকে সহায়তা দিতে ও নাড়া দিতে হবে।

যুক্তফ্রন্ট আমলে ১৪টি শরিকের মধ্যে লোক সেবক সংঘ এক শরিক ছিল। সেই সময় এই জেলার ন্যায়সঙ্গত জনদাবী-সমূহ—আমলা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ—যুক্তফ্রন্টের শরীকদের কিছু কিছু কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ—পাওয়া মাত্র লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীরা তৎক্ষণাৎ প্রতিকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং থানা জেলা ও রাজ্যের শাসন ও পুলিশ বিভাগকে কার্য্যকরীভাবে নাড়া দিয়েছেন—সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রতিকার হয়েছে। এর ফলে এই জেলায় যুক্তফ্রন্টের প্রতি মানুষের একটা ভরসা, একটা আস্থা দ্রুত গড়ে উঠেছিল।

রাজ্যের শাসন বিষয়ে বামফ্রন্টের কাছ থেকেও এবং কেন্দ্রের শাসন বিষয়ে জনতা পার্টির কাছ থেকেও আমরা আজ উপযুক্ত সচেতনতা ও সক্রিয় উদ্যোগ আশা করছি। দেশের কায়েমীস্বার্থ গোষ্ঠী ও অন্যায়কারী পুলিস ও অন্যায়কারী আমলা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহের সততাপূর্ণ প্রতিকারের চেষ্টা বামফ্রন্ট করবেন এটাই আজ প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক। বিপন্ন সাধারণ মানুষকে কোট দেখিয়ে দিলেই চলবে না। তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্বের সবচেয়ে বড়ো অংশ শাসন ও পুলিশের হাতে।

জোতদার, মুনাফাখোর ইত্যাদি নিপাত যাক্—ব'লে শুধু জনী দ্বারাই জোতদারের কায়েমী রাজত্বের অবসান হবে না। সংবিধান, লোকসভা, বিধানসভার নানা সুন্দর আইন কানুন থাকা সত্ত্বেও, ঐ জোতদার মুনাফাখোরের দল বহু আমলা ও পুলিশকে হাত ক'রে নিজেদের সব কিছু কার্য্য সিদ্ধি আজও করছে। ঐ সব আমলা ও পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত ও প্রতিকার সঙ্গে সঙ্গে করার ব্যবস্থা ক'রে জনগণের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা যদি বামফ্রন্ট না করতে পারেন—তাহলে বামফ্রন্টের শাসনে থাকাই বৃথা হবে।

একথাও আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, কংগ্রেসের আমলের মত, বর্তমান শাসক দলের কর্মীরা বহু ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠী, পুলিশ ও আমলাদের স্বার্থ সাধনের ও জনস্বার্থ বিপন্ন করার কাজের সামনে অর্থপূর্ণভাবে নীরব থাকছেন—এমন সন্দেহ করার কারণও ঘটছে। বামফ্রন্ট সরকার এগুলি সন্ধান ক'রে দৃঢ় হস্তে তা প্রতিকার করে, বামফ্রন্টের যোগ্য সম্মান রক্ষার চেষ্টা করুন।

রিক্সা ধর্ম্মঘট ও জনসাধারণ

—গোপাল চট্টোপাধ্যায়

পুরুলিয়া শহরের সাম্প্রতিক রিক্সা ধর্ম্মঘট মালিক পক্ষের জুলুম, অত্যাচার ও অযৌক্তিক-শোষণের ফল, না ইহাবাদী রাজনীতির আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজ্ঞানহীন হঠকারী প্রয়াসের ফল, সে আলোচনা করছি না। এই ধর্ম্মঘটের ফলে জনসাধারণ যে দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছেন এবং স্থানীয় প্রশাসন যে বুদ্ধিহীন ভূমিকা অবলম্বন করেছেন, সেটাই আমাদের আলোচ্য। জনসাধারণ শুধু হেঁটেই যাওয়ার কষ্টটুকু ভোগ করেননি, তাই নয়, আর্থিক ক্ষতিও বহন করতে হয়েছে। বাস ও ট্রেন যাত্রীদের, এই অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগে রীতিমতো লাভও হয়েছে। বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে নামোপাড়া যেতে দশ টাকা ট্যাক্সী ভাড়া দিতে হয়েছে এবং বাস ষ্ট্যাণ্ড আসতেও দশ টাকা দিতে হয়েছে। রেলযাত্রীদেরও একইভাবে শোষণ করা হয়েছে। রিক্সা বহনোপযোগী সাময়িক মাল বহনের ক্ষেত্রেও দ্বিগুণ চারগুণ ভাড়া নেওয়া হয়েছে। রোগী, ডাক্তার, ইত্যাদি জরুরী প্রয়োজনে রিক্সা দেবার কথা ঘোষিত হলেও শুধু কোন ব্যবস্থা ধর্ম্মঘটি মুনিয়ন করেন নি। ফলে রোগীর বাড়ীর লোক ও ডাক্তারকে ঘন্টাখানেক বৃথা অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে দেখেছি। কারণ বুদ্ধের বাবু লিখে না দিলে রিক্সা দেওয়া যাবে না, এবং বুদ্ধের বাবু তখন কোথায় তা কেউ জানেন না। সি, পি, এম, অফিসের জনৈক শ্রীআনন্দরাই অপেক্ষমান ডাক্তারকে বললেন— আপনার সরজ, আপনি পুঁজে আনুন বুদ্ধের বাবুকে'। এই হিটলারী মনোভাব, শাসনকর্তার অধিষ্ঠিত একটি দলের কোন সদস্যের মধ্যেই গণতান্ত্রিক মানুষ আশা করে না। কয়েকজন ডাক্তার ও রোগিকে রিক্সায় দেখেছি—কিন্তু এ ব্যবস্থা একটু তৎপর ও যথাযথ হলে সকল বিপন্ন মানুষই চাহুরানীর হাত হতে রেহাই পেতেন। জরুরী প্রয়োজনে কিভাবে রিক্সা পাওয়া যাবে তা জনসাধারণকে অবহিত করার নৈতিক দায়িত্ব ছিল ধর্ম্মঘটি মুনিয়নের। কিন্তু এ সম্পর্কে মুনিয়নের রিক্সা চালকেরাও অবহিত ছিলেন না, সেটা প্রত্যক্ষ করেছি। রোগীর আত্মীয় ও ডাক্তারকে ঘুনিয়া ঘুরে খুঁজে বের করতে হবে মুনিয়ন নেতাকে এবং তিনি লিখে দিলে একরিক্সা পাওয়া যাবে তা জনসাধারণকে অবহিত করার নৈতিক দায়িত্ব ছিল ধর্ম্মঘটি মুনিয়নের। কিন্তু এ সম্পর্কে মুনিয়নের রিক্সা চালকেরাও অবহিত ছিলেন না, সেটা প্রত্যক্ষ করেছি। রোগীর আত্মীয় ও ডাক্তারকে ঘুনিয়া ঘুরে খুঁজে বের করতে হবে মুনিয়ন নেতাকে এবং তিনি লিখে দিলে একরিক্সা পাওয়া যাবে—এটা কোনো ব্যবস্থা নয়, জনসাধারণকে ক্রীতদাস বানাবার ইন্দিয়া-পরিকল্পনারই একটা একটা ক্ষুদ্রতম সংস্করণ মাত্র।

শহরে রিক্সা চালকদের নিজস্ব রিক্সা বেশ কিছু সংখ্যায় আছে। মালিক পক্ষের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। মুনিয়ন কোন্ যুক্তিতে এই রিক্সাগুলিও বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তা বোধগম্য হয় না।

জনসাধারণের সুবিধার্থে একটি টাউন বাস চালু করার কথা হয়েছিল। জেলাশাসক কি জানিয়েন সেটা শেষ পর্যন্ত হয়নি কেন? আকস্মিক পরিবহন সংস্থার সি, পি, এম সমর্থকের আন্তরিক কি জনস্বার্থের চেয়েও বড়? প্রাইভেট গাড়ীর কলক্ব তুলিয়ে অসংখ্য মোটর কার বেআইনী ট্যাক্সীগুলো যে চুটিয়ে জনশোষণ চালিয়ে যাচ্ছে, তা বন্ধ করার বিষয়ে প্রশাসন ও পাশক দলের সদস্যরা নেই, কেন? এতে লোকের মনে হবে না কি যে, এখানে বোধহয় প্রাক্তিযোগ আছে ব'লেই তাদের আজ ছাড়াছাড়।

রিক্সা ধর্ম্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে জেলাশাসকের নেতৃত্বে স্থানীয় প্রশাসনের যে ঘোমটাঢাকা চেহারা আমরা দেখলাম, ইন্দিরা আমলের বহুলাংশ প্রশাসনের সঙ্গে তার কোন তফাৎ নেই। ইন্দিরা গরে গেছেন—প্রশাসনের ঘোমটা কিন্তু রথনও সরে নি, নূতন বাবুরা তা অবলোকন করছেন আর গোঁকে আতর দিচ্ছেন।

উলুবেড়িয়ায় ছাটাই রেলকর্মীরা রেলপথ জুড়ে অবস্থান করায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু জনসাধারণকে হয়রান না করার জন্য জনতাকেও অনুরোধ করেন এবং প্রফুল্ল বাবুর ভঙ্গীতেও রেলপথ অবরোধমুক্ত হয়। জ্যোতি বাবুর এই মনোভাব সেদিন সকলের প্রশংসা আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তাঁর দলের কর্মীরা এই মনোভাব গ্রহণ করতে পারেন নি। বাবরাও কোলকাতা যাত্রা উপলক্ষে তাঁরা রেলযাত্রীদের অসুবিধে অনুবিধা ঘটিয়েছেন এবং সাম্প্রতিক রিক্সা ধর্ম্মঘটে মালিক পক্ষের সঙ্গে বিরোধ শেষ পর্যন্ত জনবিরোধী চেহারা নিয়েছে। আধীন রিক্সা চালকদের রিক্সা বন্ধ টাউন বাবস্থা বানচাল করে দেওয়া—মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়নি, হয়েছে জনসাধারণের বিরুদ্ধে। কারণ এর দ্বারা জনসাধারণই কিছুটা উপকৃত হতেন, মালিক পক্ষ নয়।

মালিক পক্ষকে এ আলোচনার সামিল করতে পারছি না। কারণ ধর্ম্মঘটের ডাক তাঁরা দেন নি এবং ধর্ম্মঘট চলাকালীন জনসাধারণের জন্য তাঁদের করার কিছু নেই—করতে গেলে তা শাস্তিভঙ্গের কারণ হোক।

রিক্সা ধর্ম্মঘট জনসাধারণকে হতাশ ও বিরক্ত করে বামসমর্থী বিরোধী কংগ্রেসী প্রচারকে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ করে দিয়েছে। ধর্ম্মঘট নেতৃত্বের অব্যবস্থা ও কর্ত্তাভজা প্রশাসন বেআইনী টাক্সী মালিকদের অবাধ জনশোষণে সহায়তা দান করেছে। রিক্সা মালিকেরা পুঁজিপতি, শোষক ইত্যাদি বেআইনী ট্যাক্সীর মালিকেরা কি তবে শোষিত সম্প্রদায়ের?

এ ধর্ম্মঘট একটা উপকার তবু সংঘটিত করেছে। যে দলই সরকার গঠন করুক, ভোট পদ্ধতি হাত থেকে বেরিয়ে যাবার পর থেকেই জনসাধারণ যে কত অসহায়, এ ধর্ম্মঘট তা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। এই ধর্ম্মঘটে লোকের মনে হয়েছে—সরকার, প্রশাসন—জনসাধারণের জন্য নয়। আজ জনসাধারণ সংগঠিত নন। জনসাধারণ যদি রাজনৈতিক মতলববাজদের দূরে রেখে নিরপেক্ষ জনস্বার্থের ছাতিতে সংগঠিত হবার প্রেরণা পেতে থাকেন, সেটাই হবে এ ধর্ম্মঘটের একমাত্র সার্থকতা এবং তা' বাস্তবে রূপায়িত হলে যে দলই ক্ষমতায় যান না কেন, সরকার ও সরকারী প্রশাসনের কান সব সময় থাকবে জনসাধারণের হাতের মুঠোয়। জনস্বার্থ-বিরোধী প্রয়াসের সম্ভাবনামাত্রে টান পড়বে কানে—যথার্থ গর্দভের সেই-দিনই আসবে ধ্বনতরঙ্গকে পদুদিন্ন করে।

স্থানীয় সংবাদ

বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের দাবী

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বিভাগীয় কমিটির সভাপতি শ্রীকে, ব্যানার্জী জানাইতেছেন যে, পুরুলিয়া বিভাগীয় কমিটির নেতৃত্বে নিম্নমত দাবীর ভিত্তিতে ১৭ই এবং ১৮ই এপ্রিল ১৯৭৮ কর্মীগণ তিন ঘন্টা ধরে বিভিন্ন গরুরে বিক্ষোভ দেখান।

১) সাস্থালদিহি কর্মী কলম ঘোষের উপর থেকে অবিলম্বে চার্জশীট প্রত্যাহারের দাবী এবং সাস্থালদিহি থেকে অবিলম্বে পুলিশ প্রত্যাহারের দাবী।

২) সাস্থালদিহি ও অন্যান্য প্রকল্প গুলিতে অন্যায় নিয়োগ পদ্ধতি বন্ধ করার দাবী।

৩) বিদ্যুৎ পর্ষদ থেকে ঠিকাদারী প্রথা বাতিল করে ঠিকাদার কর্মীদের পর্ষদ কর্মী হিসাবে গ্রহণের দাবী।

৪) বিদ্যুৎ সমবায় সমিতি (Electricity Co opretive) গঠনের মতলব প্রত্যাহার ও অটোমেশন বদানোর বিরুদ্ধে কর্মীরা ঘন্টার পর ঘন্টা বিক্ষোভে দোচ্চার হ'ন।

পি এণ্ড টি কোঅর্ডিনেশন কমিটির দাবী

N. F. P. T. E এর সভাপতি শ্রীবিজন বিশ জানাইতেছেন যে, N. E P, T. E এর ডাকে ডাক কর্ম্মচারীদের তার সঙ্গত দাবীগুলি আদায়ের জন্য সারা ভারতব্যাপী ধর্ম্ম ঘট ১২ই-১৩ই তারিখে বিক্ষোভ, মিছিল ও সমাবেশের কর্ম্মসূচী সফলিত হয়। পুরুলিয়া শহরেও এই কর্ম্মসূচী বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ কো অর্ডিনেশন কমিটি পুরুলিয়া জেলা শাখার নেতৃত্বে সফলিত হয়। কো-অর্ডিনেশনের সহ সভাপতি কমরেড নিরঞ্জন কুণ্ডু নিম্নলিখিত দাবীগুলি কর্ম্মচারীদের সমাবেশে ব্যাখ্যা করে রক্তব্য রাখেন। সর্ব শেষে কমরেড বিজয় বিশ সভাপতির বক্তব্যে দাবীগুলির সপ্ত সমাধানে সরকারের অসমনীয় মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন এবং আগামী দিনের বৃহত্তর আন্দোলনে সামগ্রিক ভাবে যোগদান করে কর্ম্মচগুলি সফল করার জন্য প্রতিটি কর্ম্মচারীকে আহ্বান জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

দাবীগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

১) ডাক ও কর্মচারীদের জন্য বোনাস।

২) ই, ডি ও ক্যাজুয়েল কর্মচারীদের বিভাগীয় করণ ও মহার্ঘভাতা মঞ্জুর

৩) ১৯৬৮ ও ১৯৭৪ সালের ধর্মঘটি কর্মচারীদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার।

৪) পোষ্টম্যান ও ক্লার্ক কেডার নিয়োগের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয় স্যাটাস বাতিল

৫) ১৫ ও ২৫ বছর চাকুরীঅন্তে পদোন্নতি।

৬) বেলের হারে ডাক ও তার কর্মচারীদের জন্য Quarter এর ব্যবস্থা সহ আরও ৯ দফা দাবী।

তপানন্দ দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়ে মহাত্মা জ্ঞানিম্যান জন্মজয়ন্তী

গত ১০ই এপ্রিল বেলা ৩॥ টার পুরুলিয়া তপানন্দ দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়ে স্বামী মায়েশানন্দ মহারাজের পৌরহিত্যে মহাত্মা জ্ঞানিম্যানের ২২৩তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হয়। স্থানীয় হোমিও চিকিৎসক ও হোমিও রোগীদের সমাবেশে অত্যন্ত অনাড়ম্বর অথচ গুরুগ্রাহী অনুষ্ঠান হয়। এতদ্‌বে মহাত্মা জ্ঞানিম্যানের মারাত্মকিক গুণসম্বাহোমিত আলোকচিত্র শোভা পাচ্ছিল। সপ্তর্ষ স্মরণের একটি পুতশুভ পবিত্রতা সমগ্র পরিবেশটিকে ঘিরে বিরাজ করছিল। মহাত্মা জ্ঞানিম্যানের জীবন সাধনা, মানবকল্যাণে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অবিস্মরণীয় দান, হোমিওপ্যাথিক দর্শন ও আবিষ্কার এবং হোমিও বিজ্ঞানের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বর্তমান বাধা-বিপত্তির কথা এই অনুষ্ঠানে আলোচিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী মায়েশানন্দ, ডাঃ সুগল কিশোর সেনগুপ্ত, শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ভৈরব চন্দ্র মাহাতো, ডাঃ নরেশ নাথ মাহাতো, ও ডাঃ শঙ্করানন্দ মাহাতো। সানন্দ জনযোগের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

বিশ্ব রেড-ক্রশ দিবস

৮ই মে বিশ্ব রেডক্রশ দিবস। ঐ দিন রেডক্রশের প্রতিষ্ঠাতা হেনরী ডুনাঁর জন্মদিন। বর্তমান বৎসরে (১৯৭৮) ঐ দিনটি তাঁহার ১৫০তম জন্মদিন। পুরুলিয়া জিলা রেডক্রশ শাখা কর্তৃক নিম্ন সহকারে উহা প্রতিপালিত হইবে। পরিবর্তন সাপেক্ষে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানলিপি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১) সকাল ৭টায় মৌন শোভা যাত্রা।

২) সকাল ৭॥০ হইতে জনসভা।

৩) সকাল ১০ হইতে ১১টা প্রযন্ত পরিচয়া ও নিত্ত আস্থা পরীক্ষা কার্যক্রম উদ্যোগন।

৪) বিকাল ৪টায় উত্তর পুরুলিয়া মহকুমা রেডক্রশ শাখার উদ্যোগন।

সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হইতেছে যে তাঁহারা যেন হয়া করিয়া অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

প্রভাত কুমার মন্ডিক
সেক্রেটারী

এক সপ্তাহ ধরে পঞ্চায়েতের ব্যালট পেপার ছাপার জন্য প্রেসকে ব্যস্ত থাকতে হবে। সেজন্য মুক্তি এক সংখ্যা বন্ধ থাকবে।

—মুক্তি সম্পাদক

R. No—2539/57 মুক্তি (৬) ১৭ই বৈশাখ ১৯৮০ W. B./B. K. U 24

কৃষকদের কাছে সমবায় মন্ত্রীর আবেদন

পশ্চিম বঙ্গের সমবায় মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল রাজ্যের কৃষকের মধ্যে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দেশ করেছেন। ছোট এবং প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে আজে আজে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে তুলতে সমবায় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও ক্রমবর্দ্ধমান সাফল্য তিনি কৃষকদের স্মরণ করিয়ে দেন।

এও বিবৃতির মাধ্যমে মন্ত্রী প্রশংসা করে বলেন যে কৃষকদের আন্তরিক সহযোগিতার ফলেই সমবায় আন্দোলনের সাফল্য সম্ভব হয়েছে। তিনি স্বীকার করেন যে গ্রাম এলাকার সমবায় সমিতি গুলির একমাত্র সহযোগিতার ফলেই কৃষি ঋণের টাকা ফেরৎ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এই সন্তোষ জনক প্রাপ্তির ফল স্বরূপ বছরের পর বছর বেশী অংকের শস্যঋণ বন্টন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি পশ্চি সংখ্যান প্রদান করে জানান যে ১৯৭৫-৭৬ সালে শস্য মেয়াদী ঋন হিসাবে প্রদত্ত ৩০ কোটী টাকার ৮২-৩ শতাংশ ফেরৎ পাওয়া গেছে। এর ফলে ১৯৭৬-৭৭ সালে ঋণের টাকা ৫১ কোটী টাকায় বর্দ্ধিত করেছে। অনুরূপভাবে তিনি ১৯৭৫-৭৬ এবং ১৯৭৬-৭৭ সালের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ অনুমোদনের ব্যাপারে বিবরটির ফলাফলের কথা বলেন। যথাক্রমে প্রদত্ত ৫ কোটী ৩৮ কোটী টাকার দীর্ঘ মেয়াদী ফেরৎ পাওয়া গিয়েছিল ৮১-৫১ ও ৮২-৯৯ শতাংশ।

শ্রীমণ্ডল তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, যেহেতু ঋণের টাকা ফেরৎ প্রাপ্তি ক্রমশঃ বর্ধিত হচ্ছে সুতরাং কৃষি ঋণের টাকা বাড়ানো যেতে পারে। তিনি বলেন বর্তমান বছরে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের টাকা যথাক্রমে ৪১ কোটী টাকা ও ১১ কোটী টাকায় বর্দ্ধিত হয়েছে।

তিনি বলেন যে বৃহৎ অংকের শস্যঋণ বন্টনের সর্ব্বাত্মক পরিকল্পটি কৃষকের সম্পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। তিনি বলেন যদি সমবায় সমিতিগুলি আগামী বছরে অনুমোদিত ঋণের ৯০ শতাংশ পরিশোধ করেন তাহলে বৃহৎ অংকে কৃষকদের মধ্যে কৃষিঋণ বন্টন করা সম্ভব হবে।

মন্ত্রী কৃষকদের কাছে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাদের ঋণ পরিশোধ করার আবেদন জানান যাতে বৃহৎ অংকের কৃষিঋণ বন্টন করা যায়। তিনি আবেদন জানান এই বলে যে স্মরণ রাখবেন সমবায় আন্দোলন আপনারই আন্দোলন।

চিঠিপত্র

বামফ্রন্ট আমলে আজও দিনে ডাকাতি

মহাশয়,

সবিনয় নিবেদন বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত সুপুড়ি মৌজার টোলা মোহার নিবাসী আমি শ্রীমোহন মাহাত পিতা শ্রীকানাই মাহাত। আমার আবেদন এই যে, এই মৌজায় লাল বাঁধ নামক একটি বাঁধ আছে। উক্ত বাঁধের পাড়ে গ্রামস্থ লোকের মতানুযায়ী সর্ব্বসম্মতি ক্রমে কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি ডিলো, লাউ, ভাঙা, বেগুন, বিলাতী চাষ করিয়া থাকি। তাহার বিনিময়ে ষোল আনার 'শিবপূজা' উপলক্ষে বাৎসরিক কিছু টাকাও দিয়া থাকি। এই বৎসরও তাহাই করিয়াছিলাম এবং উক্ত ফসল রক্ষণা বেক্ষনের জন্য একটি ছোট ঘরও নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। কিন্তু গত ২২শে ফাল্গুন, সোমবার উক্ত সুপুড়ি গ্রামের ১। সর্বশ্রী ললিত মোহন (সেক্রেটারী কুঁচিয়া অঞ্চল) ২। ভক্তরঞ্জন মাহাত ৩। নিরঞ্জন দাস মহন্ত ৪। চিত্তরঞ্জন মাহাত ৫। মধুর মাহাত ৬। ফটু মাহাত ৭। গোকুল মাহাত ৮ পরমেশ্বর মাহাত এবং আরও কয়েকজন বেলা ১০টার সময় বাঁধের পাড়ের সমস্ত আবাদ যার মূল্য প্রায় ৩০০০ তিন হাজার টাকা হইত—তাহা কাঁচা অবস্থায় সবই উপড়াইয়া কাটিয়া ৩৫৮৫ করিয়া গোরু ও কাড়ার গাড়ীতে করিয়া নিজ বাড়ীতে লইয়া যায় এবং আবাদ রক্ষণাবেক্ষনের যে ঘরটি তৈয়ার করিয়াছিলাম তাহারা আলাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। আপনার পত্রিকা মারফত জেলা শাসন ও পুলিশকে অবিলম্বে তদন্ত করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আবেদন করিতেছি। সাক্ষীর নাম—

১। সর্ব্বশ্রী তারাপদ সিং ২। রাম্বু সিং ৩। হারাধন সিং ৪। গগন সিং ৫। চৈতন মাহাত।

নিবেদক—শ্রীমোহন চন্দ্র মাহাত
গ্রাম—মোরা
৭-৩-৭৮

আজও জোতদারের প্রতাপ

গত ৫-২-৭৮ তারিখে আমি ও আমার গ্রামের ৩-৪ জন লোক কোন একটি অভিযোগ লইয়া থানায় গিয়াছিলাম। থানার বড়বাবুর সামনে দাঁড়াতেই আমি কোন কথা বলার পূর্বেই বড়বাবু হঠাৎ আমাকে বলেন—"তোমার নামে ৪২০ এর কেস করিতে চুইজন ভদ্রলোক থানায় আসিয়াছিলেন কিন্তু আমি কেস করি নাই। কারণ আমি কেস করিলে তুমি সর্বস্বান্ত হইয়া যাইবে। তারপর আমি বড়বাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম কেন আপনি কেস করেন নাই। যদি ৪২০ এর কেস না করে থাকেন তাহা হইলে আপনি তাড়াতাড়ি কেস করুন। আমি এবং জনসাধারণ জানুন কি কাজ করিলে ও কি অন্যায় করিলে ৪২০ এর কেস হয়। বড়বাবু আমার জবাব শুনিয়া আমাকে আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চুপচাপ থমকে বসিয়া রইলেন। আমি ততক্ষণে স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে উক্ত চুইজন ভদ্রলোক জোতদার। তাহাদের দালালীর স্বার্থে আঘাত দেওয়া এবং তাদের প্রত্যেকটি দালালী ঘাটিকে বাধা দান করায় তাহারা আমার উপর ৪২০ এর কেস মিথ্যামিথ্যি জুড়িত করিয়া আমাকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে চক্রান্ত অবলম্বন করিয়াছে। এই তো বান্দোয়ান থানার জোতদার দালাল ও স্বার্থবাজদের রাজনীতি। সুপুড়ি মৌজার রক্ষাকালী মেলাতে জুয়া খেলা, মদ বিক্রয়, নাচনী নাচের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া মুক্তি পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছি। তাই জনকয় জোতদার থানা পুলিশের দালাল কংগ্রেসীরা উত্তেজিত হইয়া আমাকে গত ১১ই চৈত্র বান্দোয়ানের চকবাজারের দোকানে ডাকিয়া সুপুড়ির ভক্ত রঞ্জন মাহাত, ললিত মাহাত ধমক দিতে লাগিলেন যে, এইবার তোমাকে দেখিয়া লইব। তুমি গ্রামের লোক হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে মুক্তিতে লিখিয়া দিয়েছো। আমি উত্তরে বলিলাম যে, কি আর করিতে পারিবে। হয়তো রাস্তায় মারপিট করিবে, ঘরে আগুন দিবে, না হয় চুরি ডাকাতি করাইবে। এর বেশী আর কি হবে। যা ইচ্ছা তাই করে ফেল, আমি তার জন্য প্রস্তুত আছি। তখন ললিত বলে যে দেখলি না বাক্তিগত আক্রোশে কত ঘটনা ঘরতে পারে। একদিনেই ঠ্যাঙা হইয়া গেল। তখন আমি বলি যে আমি গরীব মানুষ, তেমন কিছু নাই যে চুরি ডাকাতি করাবে। এই সব কথাবার্তা হওয়ার পর আমি থানায় জানাই নাই। কারণ মনে হল যে কয়েকটি ঘটনায় ঐ গ্রাম থেকে জানান হইয়াছে। তার বিপরীতই হইয়াছে। তাই আপনার পত্রিকাতেই প্রকাশ করিয়া রাখিলাম।

এই সব জোতদারেরা সব কিছু অঘটন ঘটাইতে পারে যেখানে থানা পুলিশ আজও এই জোতদারদের সহায়ক আছে। তাং—২৪শে চৈত্র

নিবেদক
শ্রীগোবর্দ্ধন মুদি
সুপুড়ি টোলা বকুরী

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় বিপ্লবচন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ | সোমবার, ১৫ই মে, ১৯৭৮ | বার্ষিক ৯·৫০ ডাক ১০·৫০
১৩শ সংখ্যা | ৩১শে বৈশাখ ১৩৮৫ | নগদ ২০ পয়সা

ওহে সংবাদ পত্র!
(তুমি) আবর্জ্জনার পাত্র হবে, কি—
—জ্ঞানের অগ্নিস্ত্র?

গণতান্ত্রিক সাংবাদিকতা—
সুবিধাবাদের নয়।
(সেযে) প্রবঞ্চকের যমদূত হবে
আর্ত্তের বরাভয়॥

বান্দোয়ানে সত্যাগ্রহ ২২শে মে, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

বালিকা বিদ্যালয়ের অধিকার রক্ষায় লোকসেবক সংঘের এই কর্ম্মধারা

লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ বান্দোয়ানের এই সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব দান করতে সংকল্প করেছেন

একটি মহিলার এত জুলুমের কারণ কি?

একটি মহিলার বিপদের সময়ে, অসুকম্পা দেখিয়ে, বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের একটি, অংশে তাঁকে থাকতে দেন—স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাঁর বিপদ পার হ'লে তাঁকে ঘর ছেড়ে দিতে বলা হয়। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে এক শ্রেণীর সমাজ-বিরোধী কংগ্রেসী ও পুলিসের একটি চক্র গ'ড়ে ওঠে। তাদের প্রোৎসাহে ঐ মহিলা স্কুল ঘর কিছুতেই ছাড়তে চাইছেন না। এই সমাজ বিরোধী চক্রের আরেক জন বেআইনীভাবে স্কুলের খানিকটা জমি দখল করে ফেলেন। ঐ মহিলার নাম শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সরকার।

স্থানীয় পুলিস কাজাবে এঁর পিছনে থেকেছেন

ঐ স্কুল ঘর ও তার সংলগ্ন জমি জেলা পরিষদ স্কুল কর্তৃপক্ষকে দিয়েছেন জেলা পরিষদের খাতায় ঐ মর্ম্মে সুস্তাব আছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে ঐ ঘর ও জমির রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল আছে। খাজনার রসিদ প্রতি বছরে দেওয়া হচ্ছে। তবু ঐ মহিলা ঐ স্কুল ঘর দখল ক'রে, স্কুলের অন্যান্য ক্ষতি ক'রে যাচ্ছেন কোন্ সাহসে? ঐ মহিলার এত জোর এবং স্পর্দ্ধা আরো এই জন্য যে ওঁর বেআইনী কাজে বর্তমান পুলিস সহায়তা দিয়ে গেছেন এবং স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন যে, ঐ মহিলাকে বেআইনী ভাবে দখলের কাজে তাঁরা সাহায্য করবেন। বামফ্রন্ট আমলেও স্থানীয় পুলিস ও স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের এই মনোভাব আমাদের অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত করেছে।

গণতান্ত্রিক জন বিক্ষোভ ও তাতে পুলিসের উপদ্রব!!

এই অবস্থা দেখে, স্কুল কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে, বান্দোয়ান থানার মহিলাদের এক বিরাট বাহিনী গত ২৬শে জানুয়ারী ঐ মহিলার কাছে বিক্ষোভ জানাতে যান। সঙ্গে সঙ্গে উপদ্রবকারী কংগ্রেসীদের সহ পুলিসেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে মহিলাদের প্রতি ধাক্কাধাক্কি ও লাঞ্ছনা প্রদান করেন। পুলিসের উপদ্রব ও জবর দখলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে তার প্রতিকার চেয়ে স্কুল সভাপতি প্রাক্তন লোক সভা সদস্য শ্রীভজহরি মাহাত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এবং জেলার ডেপুটি কমিশনার ও পুলিস সুপারকে চিঠি দেন। ছ'মাস পরে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে উত্তর আসে ডেপুটি কমিশনার দেখবেন—ব্যবস্থা করার থাকলে ব্যবস্থা করবেন।

শেষে ব্যবস্থা হোল সোনার হার চুরির এক মামলা!!!

ছ'মাস পরে ব্যবস্থা অবশ্য একটা করা হোল। শ্রীভজহরি মাহাত সহ ১৮ জনের নামে ঐ মহিলার সোনার হার চুরির মামলা করা হোল!!! পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি যখন এলো—তখন অর্থাৎ ছ'মাস পর হার চুরির মামলা করানো হোল ঐ মহিলাকে দিয়ে। এ হেন কৌশলের অনেক নজীর আছে। বিহার আমলে জনস্বার্থ রক্ষার সংগ্রামে জননেতা স্বর্গত বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ঘড়ি চুরির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন!!! কংগ্রেস আমলে ছুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের পক্ষে ডেপুটি কমিশনারের কাছে কর্ম্মী বাহিনী সহ খাদ্যের দাবী

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এ জেলায় পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে বিভিন্নস্তরে প্রার্থী সংখ্যা

গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১৮১ আসনে প্রার্থী সংখ্যা ৮১৮২ জন। পঞ্চায়েৎ সমিতির ৩৯৫ আসনে প্রার্থী সংখ্যা—১৮৭৯ জন। আর জেলা পরিষদের ৪৩টি আসনে প্রার্থীর সংখ্যা ২১৪ জন।

এই নির্ব্বাচনে বিভিন্ন স্তরে কিছু মহিলা প্রার্থীও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দল ও নির্দ্দলদের মধ্যে জোর কর্ম্মতৎপরতা শুরু হয়েছে।

বহু অপকীর্ত্তির নায়ক শ্রীসঞ্জয় গান্ধী সাক্ষী ভাঙ্গাবার অপরাধে অভিযুক্ত

'কিস্সা কুরসি এ' মামলায় নানা ষড়যন্ত্রের জন্য অভিযুক্ত শ্রীসঞ্জয় গান্ধী ঐ মামলায় সরকার পক্ষের সাক্ষীদের ভাঙ্গাবার অপচেষ্টা করেন। সুপ্রীম কোর্টে এই মে তারিখে, ঐ অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হওয়ায়, শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর জামিন বাতিল ক'রে তাঁকে এক মাসের জেল দেওয়া হয়েছে। শ্রীসঞ্জয় গান্ধী এখন জেলে।

বান্দোয়ানে সত্যাগ্রহ ২২শে মে, ৭ই জ্যৈষ্ঠ

(১ম পৃষ্ঠার পর হইতে)

জানাতে গিয়ে লোক সেবক সংঘের পরিচালিকা শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ ডি, সির অফিসের পর্দা চুরির দায়ে অভিযুক্ত হন !!! আজ আবার ন্যায়সঙ্গত জন-অধিকার রক্ষার কাজে গিয়ে, বহু সংগ্রামের ঐতিহ্যময় যাঁর জীবন—জেলার সেই সর্বজন পরিচিত ভদ্রহরিবাবু বামফ্রন্ট আমলে আজ-হার চুরির মামলার আসামী !!!

জবর দখলকারীদের জন্য বামফ্রন্ট সরকারের যা অনুসৃত নীতি

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে, জেলার শাসন কর্তৃপক্ষকে স্থল কর্তৃপক্ষ আবেদন জানান—ঐ জবর দখলে উদ্ধৃত সমস্যার প্রতিকার করতে। তাঁর কোনো সাড়া এলো না। আর সংবাদপত্রে কী সংবাদ পাচ্ছি দেখুন। কর্পোরেশনের আবেদনে রাজ্য সরকার পুলিস পাঠিয়ে ফুটপাত থেকে হকার উচ্ছেদ করেছেন। মহাজাতি সদনের অছি কমিটি (যার সভাপতি পূর্তমন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী) সেই কমিটির আবেদনে রাজ্য সরকার পুলিস পাঠিয়ে কংগ্রেস (ই) র ছাত্র পরিষদকে মহাজাতি সদন থেকে ঠেলে বার করে দিয়েছেন—বেআইনী চড়াও করার জন্য জেলে পাঠিয়েছেন। আর মহাজাতি সদনের দরজায় পুলিস পাহারা রেখেছেন—যাতে বেআইনী উপদ্রবকারীরা আর উপদ্রব করতে না পারে।

সরকারী নীতি বিষয়ে বৈষম্য দুঃখজনক

কিন্তু বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের সংবিধানগত অধিকার যেন অধিকারই নয়। পিছিয়ে পড়া জঙ্গল অঞ্চলের মেয়েদের শিক্ষার আশা আকাঙ্খার পথে বেআইনী বাধা সৃষ্টির বিরুদ্ধে সরকারের কর্তব্য বোধ করার যেন কিছু ছিল না—যেমন হকারদের ব্যাপারে, মহাজাতি সদনের ব্যাপারে সরকার দায়িত্ব উপলব্ধি করেছেন !

নানা পুলিসী কাণ্ড : তবু পুলিসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হল না

বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যাপারে শুধু যে সরকার এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন তাই নয়। উপদ্রবকারী, জবর দখলকারী মহিলার বিরুদ্ধে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক বিক্ষোভ দেখাতে গেলে, পুলিস লাঠি বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, বেআইনী উপদ্রবকারীকে সাহায্য দান করলেন। আর ঐ বান্দোয়ানের পুলিস ঐ সময়েই জোতদার, মহাজন কায়েমী স্বার্থবাদীদের উপদ্রবে আর্ত মানুষদের রক্ষা করতে অস্বীকার করে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন—তাদের দারুণ বিপদের মুখে ফেলেছেন। তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। কিন্তু ঐ সমস্ত নানা অভিযোগ সত্ত্বেও, আজও ঐ পুলিসদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হল না। এটা কি বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমরা আশা করতে পারি ?

বামফ্রন্টের অন্যান্য দলবল ও শিক্ষক সমাজ

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এহেন গুরুতর ব্যাপারে এই জেলার বামফ্রন্টের এম. এল, এ, এম, পিরা, বা বামফ্রন্টের নেতা বা কর্মীরাও কোঁসো দৃষ্টিপাত করলেন না। একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর এই সমস্ত উপদ্রব সত্ত্বে, এই জেলার শিক্ষক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলিও সম্পূর্ণ নীরব থেকে গেলেন।

লোক সেবক সংঘের চিঠিরও কোনো উত্তর নেই !

লোক সেবক সংঘের সচিব হিসাবে আমি ২৯।৪।৭৮ তারিখে মুখ্যমন্ত্রীকে ও ডেপুটি কমিশনারকে সমস্ত কথা জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছি—এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সত্ত্বেও, আজও পর্যন্ত তারও কোনো উত্তর নেই। মার্চ্চ মাসের গোড়া থেকে মুক্তিতে ছ দফা বিস্তারিত লেখা প্রকাশিত হোল—কিন্তু স্থানীয় শাসনের বা রাজ্য শাসনের নীরবতা ভঙ্গ করতে তা সক্ষম হোল না।

সত্যাগ্রহ কর্মধারা : জনসমাবেশ ও জনসভা

এই সব পরিস্থিতির মধ্যে বাধ্য হয়ে গত ৯ই মে তারিখে লোক সেবক সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদ স্থির করেছেন—আগামী ২২শে মে ৭ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, বুদ্ধ পূর্ণিমা দিনে সত্যাগ্রহ শুরু হবে। গায়ের জোরে বের ক'রে দেওয়াও আইনসঙ্গত হোত। কিন্তু লোক সেবক সংঘ সর্বদা অহিংসাভাবে সত্যাগ্রহ শক্তিতে জনগণের অধিকার রক্ষায় সাহায্য করেছেন—সর্বদা শান্তিপূর্ণ ভাবে।

স্থল কমিটির নিজের জায়গার মধ্যে—নিজের ঘরের সামনে অবস্থান সত্যাগ্রহ হবে। প্রথমদিন ১০০ জন সত্যাগ্রহী থাকবেন। তার পর থেকে প্রতিদিন ৩০ জন ক'রে বা যেমন দরকার হবে সত্যাগ্রহী অংশ গ্রহণ করে যাবেন দিনব্যাপি লাগাতার সত্যাগ্রহ চলবে—যতদিন না ঐ মহিলা ঐ ঘর পরিত্যাগ করেন। প্রথম দিনের সত্যাগ্রহ পরিচালনা করবেন—সংঘের পরিচালিকা। অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সে, বিশেষ অসুস্থ শরীরেও জনজীবনের প্রতি এই বাধা ও অবহেলার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার তিনি প্রয়োজন বোধ করেছেন। সরকার থেকে দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো বিধি নিষেধ আরোপ করা হলে তা ভঙ্গ করা হবে।

প্রথম দিন বেলা ৩টের সময় একটি বিরাট জনসমাবেশ হবে। ঐ সময় একদিকে বেলা ৪৷৷ টায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ হবে অন্যদিকে জনসভা হবে। ধর পাকড় শুরু হ'লে ক্রমান্বিতভাবে সারা জেলার কর্মীরা অগ্রসর হবেন।

নিবেদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ
১১।৫।৭৮ সচিব, লোক সেবক সংঘ

বিহ্রা ধর্মঘট ও বার এ্যাসোসিয়েসন

পুরুলিয়া বার এ্যাসোসিয়েসন বিগত ২২-৪-৭৮ তারিখে বিহ্রা ধর্মঘট বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন—যে প্রস্তাবটির কপি মুক্তিকে ৩-৫-৭৮ তারিখে পাঠান হয়।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে—বিহ্রা ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়েছেন— বামপন্থী দলগুলি। ঐ জন্য রেলে ও অন্যান্য আগত সাধারণ মানুষের যে চরম দুর্গতি ও অসুবিধে সৃষ্টি হয়—বিশেষতঃ দুস্থ বা মহিলা বা শিশুদের—সে সবের প্রতি ধর্মঘটের পরিচালকবৃন্দ সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এই অসুবিধে দূর করার জন্য বারের পক্ষ থেকে ডি, সি কে বলা হয় যে, সাময়িকভাবে শহরে কয়েকটি বাস চলাচলের ব্যাপারটি দেওয়া হোক। ডি, সি, আর, ডি, এর সাব কমিটির বৈঠক ডাকেন। সাব কমিটির সভেতেও সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

বার এসোসিয়েশন বলেছেন যে, জনগণের নিদারুণ অসুবিধে ঘটিয়ে বামপন্থীদলেরা যেভাবে এই ধর্মঘট করেছেন—তা অত্যন্ত অবাঞ্ছিত। এ বিষয়ে স্থানীয় সমাধানের জন্য বার এ্যাসোসিয়েশন শহরের নাগরিকদের সম্মিলিতভাবে কর্মপন্থা নিতে বলেছেন।

বার এ্যাসোসিয়েসনের দ্বিতীয় প্রস্তাব

শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়ে দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয় যে, লোড শেডিংএর জন্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের যে বিভ্রাট হচ্ছে, তা'ছাড়াও শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহের সাধারণ ব্যবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। শহরে এর বিভাগীয় কাজ খেয়াল খুশী মত চলছে। বিদ্যুতের তারের লাইনগুলি ও ট্রান্সফরমারগুলি সময় মতো ও ঠিকমতো তদারক করা হয় না। এই কার্যে নিযুক্ত কর্মী, সুপারভাইজার ও ইঞ্জিনীয়ারদের গাফিলতি এই অবস্থার কারণ ব'লে প্রস্তাবে বলা হয়। এই প্রতিকারে রাজ্য সরকারকে জানানোর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

মুক্তি

৩১শে বৈশাখ, ১৩৮৫, সোমবার

দেশের সংবাদিকতা আজ কোন্ স্তরে ?

ভারতের ভয়াবহ মিসা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জরুরী আইনের সময়ে সারা ভারতের সংবাদ পত্রের কণ্ঠ টিপে, তাকে একেবারে শেষ করবার অবস্থায় এনেছিলেন। সেই সংকট মুহূর্তে কংগ্রেস বিতাড়িত হ'য়ে সংবাদ পত্রের মুক্তি এলো।

সংবাদ পত্রের ওপর যখন অভাবিত অত্যাচার চলছিল—তখন ভারতের অগণিত বড়ো, ছোট সংবাদ পত্র, একেবারে নীরব ছিলেন। শ্রীমতী গান্ধীর শাসনতন্ত্রের পতনে,—সাময়িক পত্রের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে,—সংবাদ পত্রগুলি পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন—সংবাদ পত্রের ওপর অত্যাচার বিষয়ে; গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার মহান মর্যাদা বিষয়ে এখন দেখা যাক—তাঁদের ফিরে পাওয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার—তাঁদের সেই মর্যাদার, তাঁরা সদ্ব্যবহার কীভাবে করছেন।

সংবাদ পত্রের "গণতান্ত্রিক" অধিকার বা তার স্বাধীনতা—এই কথাটির কী অর্থ তাই আগে দেখা যাক। আইনের দিক থেকে এর অর্থ—দেশের সংবিধানে যে মৌলিক অধিকার দেশের জনসাধারণকে দেওয়া হয়েছে—আপন অভিমত ব্যক্ত করা প্রভৃতির—সেই অধিকার বা স্বাধীনতা লাভ করা।

নৈতিক দাবিদের দিক থেকে এর অর্থ—দেশের গণতান্ত্রিক জীবন বিপন্ন হয় এমন প্রচার সংবাদ পত্রের দিক থেকে না করা; নিগৃহীত, শোষিত মানুষের শোষণ মুক্তির—লাঞ্ছনা-মুক্তির লক্ষ্যে বলিষ্ঠ আওয়াজ তোলা; আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, কুরুচির বিরুদ্ধে, বিচারহীন বিসদৃশ অন্ধকরণ প্রিয়তার বিরুদ্ধে ধন বৈভব মান ও খ্যাতি প্রভৃতির প্রতি গ্লানিজনক দাসসুলভ মনোভাবের বিরুদ্ধে লেখনী ধ'রে, দেশের বিবেকবোধকে, দেশের মর্য্যাদাবোধকে, মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করা।

কিন্তু আমাদের দেশের বহু সংবাদ পত্রকে দেখি যে, তাঁরা সম্পাদকীয় স্তম্ভে গণতান্ত্রিক আদর্শের বড় বড় বুলি পরিবেশন করেন; আর সংবাদ পরিবেশনে অন্ধরূপ অদ্ভুত মনোবৃত্তির পরিচয় দান করেন। নিগৃহীত, বঞ্চিত মানুষের অধিকারের জন্য বা তাদের অভাব অভিযোগের জন্য বা সৎ মানুষদের নিষ্ঠাপুত সেবার কাজ সমূহের জন্য সংবাদ পত্রে স্থান নেই। কিন্তু ধনিক বনিক, পদমর্য্যাদা সম্পন্নদের ঠাঁচি, কাশি, সিগারেট টানা ইত্যাদির বড় বড় ছবি সহ ফলাও সংবাদের জন্য সংবাদ পত্রে অঢেল জায়গার কোনো সময় কোনো অভাব হয় না। বড় বড় কাগজ গুলির আজ এই হচ্ছে ব্যবসা এবং মনোবৃত্তি।

গণতান্ত্রিক আদর্শের নামে এই যে বিসদৃশ সাংবাদিকতার ধারা চলেছে—তারই মধ্যে আজ আরো এক অত্যন্ত নগ্ন বিসদৃশ সাংবাদিকতার পরিচয় আমরা প্রায়শই পাচ্ছি। যে শ্রীমতী গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিক অত্যাচার, অবিচার, নৃশংসতা ও রাজনৈতিক চক্রান্তসমূহ আজ সারা বিশ্বকে শিহরিত করেছে—যে শ্রীমতী গান্ধীর পায়ের চাপে সমস্ত সংবাদপত্র এই সেদিন দলিত অপমানিত হয়ে চি চি করে অস্থির হয়েছেন—সেই সংবাদপত্রেরই একদল আজই আবার সেই শ্রীমতী গান্ধীরই সামান্যতম অন্যায় বাজে সংবাদ পেলেও—তাকে নিদারুণ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করার জ্বালাময়ী সামলাতে পারছেন না। এর কারণ একদা প্রধান মন্ত্রীর পদের কথা ভেবে দাসসুলভ মনোভাব এবং আগামী দিনে তাঁর আবার ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনার কথা ভেবে আগাম চাটুকারিতা ও ভয়।

এই কদর্য্য সাংবাদিকতা আজ যেখানে এসে আরো অত্যন্ত বিস্ময়কর রূপ নিয়েছে—তা হচ্ছে- সঞ্জয় গান্ধীর সাম্প্রতিক ব্যাপার বিষয়ে। এই ছোকরাটি এহেন জুলুম, জালিয়াতি, নোংরামী ও চক্রান্ত নেই—যাতে না সে আজ আদালতের আসামীর কাঠ গড়ায়। আজ সারা ভারতের কাছে ধিক্কৃত, অভিযুক্ত, অপমানিত হয়েও—আজও তার স্পর্দ্ধার শেষ নেই। মর্য্যাদা পূর্ণ আদালতের টেবিল চেয়ারের ওপরে তাণ্ডব নৃত্য ক'রে গুণ্ডামী করতে সাহস করছে ! গ্লানিজনক অপরাধে অপরাধী সমূহের আসামী হয়ে সে আজ নিম্নস্তরের চক্ষুস্তকারীর মত সাক্ষী ভাঙ্গবার যন্ত্রণায় ধরা পড়ছে।

সাক্ষী ভাঙ্গাবার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে, সে যখন জামিন পাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে, হাজত বাস করতে যাচ্ছে, তখন তার গ্লানিজনক কাজের উপযুক্ত ভাষায়, কোথায় তার যথাযোগ্য সংবাদ প্রদান করার ব্যবস্থা হবে, না, উলটোক ঐ সংবাদপত্রগুলি নিজ নিজ কাগজে এক এক সংখ্যায় ঐ ছোকরার গণ্ডা গণ্ডা বড় বড় ছবি দিয়ে, তার ব্যাপারটাকে বিশ্বের এক নম্বর খবরের সমতুল ক'রে তাকে হিরো বানিয়ে ছেড়ে দিলে।

সঞ্জয়ের বিচার কাহিনী,—আদালতে তার প্রতিটি কথার বিবরণ, তার বাড়ীর লোকজনের যাওয়া আসার খবর, তাদের প্রত্যেকের শাড়ী গাড়ীর বিবরণ,—তার জেলের সুখ সুবিধের ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণমূহ ফ্লাওার-জনকভাবে প্রকাশ করতে ঐ সাংবাদিকরা আজও লজ্জা বোধ করেন না—দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হই। এমন কি, জেলের অধম দিন সঞ্জয় বেশ আরামে কাটাতে পারলো কিনা—সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে তার ব্যগ্র অনুসন্ধান ও তাঁদের পরিতৃপ্ত বিবরণ দিয়ে এঁরা ধন্য হয়েছেন। দেশের সর্বাগ্রগণ্য অপরাধীদের প্রতি এহেন গভীর অনুকম্পা নিয়ে, যাঁরা এহেন নির্লজ্জ সাংবাদিকতা করতে পারেন তাঁরা যে কোন স্তরের তা সহজেই অনুমেয়।

ক্ষমতাসীনদের প্রতি চাটুকারিতা ও তাঁদের পক্ষে মিথ্যার পাহাড় সৃষ্টি করতে এই সব সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা যে কতো ওস্তাদ তা আজ সুদীর্ঘকাল ধরে দেখে এসেছি। কিন্তু এই সেদিন আকাশচুম্বী স্বৈরতন্ত্রের লাথি জুতো খেয়েও, এখনো যে ঐ সব সংবাদ পত্রের চেতনা হয় নি—দেখে যেমন গ্লানীতে মন ভরে উঠছে—তেমনি দুঃখ বোধও হচ্ছে।

সংবাদপত্র যদি দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হয়—তবে তা গণতান্ত্রিক জীবনে—জাতীয় চেতনার জীবনে, এক অমূল্য সম্পদ। যদি তা না হয় তবে তা এক ভয়াবহ বিপদ। এক একটা বড়ো সংবাদপত্রের লক্ষ লক্ষ বাহু। সেজন্য গণতান্ত্রিক জীবনকে গড়ার কাজে সংবাদপত্রসমূহের বাঞ্ছিত সহযোগিতা দেশের চাই। দেশের কুশাসনের বিরুদ্ধে, কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে, কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে, অপর সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দেবার জন্য যেমন দেশের জনগণকে আজ সচেতন, সংগঠিত হতে হবে, তেমনি দেশের জনগণকে আজ দায়িত্বজ্ঞান হীন, বিবেকহীন, জনস্বার্থের প্রতি দরদহীন, সুবিধেবাদী সাংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধেও সচেতন, সংগঠিত ও প্রতিবাদমুখর হতে হবে।

চিঠিপত্র

বান্দোয়ান পুলিসের নিষ্ক্রিয়তায় জোতদারদের অবাধ উপদ্রব

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

৯।৫।৭৮ তারিখে বান্দোয়ান থানায় আমি যে ডাইরী করি তাহার বক্তব্য মুক্তিতে প্রকাশ করিতে বাধিত হইব। ডাইরীটি এই।

আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত সুপুড়ি মৌজার মোরাং টোলা নিবাসী শ্রীমোহনচন্দ্র মাহাত পিতা—কানাই মাহাত।

আমি অদ্য ৯।৫।৭৮ তারিখ সকাল প্রায় ৭টার সময় সুপুড়ি গ্রামে ঘর মেরামতের জন্য মজুর ডাকিতে যাই। আমি যখন উক্ত সুপুড়ি গ্রামের চিত্ত মাহাতর বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়া যাইতে থাকি তখন চিত্ত মাহাতর ছোট ভাই অতুল মাহাত আমাকে তাহাদের ঘরের সামনে পাইয়া অকথ্য গালিগালাজ করিতে থাকে এবং বলে যে 'মুক্তিতে' আমার দাদার নামে লিখিয়া থানায় ডাইরী দিয়া কি করিবে? কিছু করিতে পারিলে কি? আমি এই কথার উত্তর দিলে হঠাৎ উক্ত অতুল মাহাত আমার সাইকেলটি ধরিয়া আটক করে এবং তাহার বড় ভাই চিত্ত মাহাত ক্রোধান্বিত হইয়া আমাকে প্রথমে ধাক্কাধাক্কি পরে ভীষণভাবে চড়চাপড় দিতে থাকে এবং চুল ধরে মাটিতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়।

আমি থানাই জানাই যে, সে সময় তাহারা আরো বিপদ ঘটাইবার ভয় দেখাইয়াছে। ঐ ঘটনার সাক্ষী উক্ত গ্রামের শ্রীমতি লাল সিং সর্দ্দার। আমি থানার দারোগাবাবুকে বলিয়াছি—আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করিলে আপনি আমার জন্য দায়ী হইবেন।

রাজনৈতিক কারণে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি : ধন জীবন বিপন্ন

(বান্দোয়ান সংবাদ)

পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত আমরা বান্দোয়ান থানার বান্দোয়ান গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। চাষই আমাদের একমাত্র জীবিকা। এই থানার আমরা সকলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকটি জাতির লোক। বান্দোয়ান গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু মাহাতদেরও মাংলা মৌজাতে জমি আছে। মাংলা মৌজাতে জমি থাকাই আমাদের অপরাধ। এই অপরাধেই আমাদের মাংলা গ্রামের নিজ দখলী জমি হইতে জবরদস্তি উচ্ছেদ করিবার এক অভিনব ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সেইজন্য আজ আমরা সকলেই বিপন্ন ও অসহায়, জীবন মরনের প্রশ্ন আমাদের সকল সংসারে এক অশান্তির বাসা বাঁধিয়াছে।

আমাদিগকে জবরদস্তিভাবে আমাদের প্রত্যেকের দখলের জমিতে সাজানো বর্গাদার বসাইবে এবং নীরবে আমাদিগকে তাহা মানিয়া লইতে হইবে, না মানিলে জমির উৎপন্ন শস্য ক্ষতিসাধন করা হইবে। এমনকি বান্দোয়ান গ্রামের কোন চাষীকেই উৎপন্ন শস্য ঘরে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না, নচেৎ চরম ব্যবস্থা মাংলা গ্রামের সর্বসাধারণ মিলিতভাবে লইবে। আমাদের মাংলা গ্রামের জমিতে মাংলা গ্রামের কাহাকে কাহাকে বর্গাদার করা হইবে—মাংলা গ্রামের অধিবাসীদের লইয়া তাহাদের সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত বৈঠক হইয়া গিয়াছে। এবং বৈঠকে এও স্থির হইয়াছে যে, পর্যায়ক্রমে মাংলা গ্রামবাসীরা জে, এল, আরও অফিসে বর্গাদার রেকর্ডের জন্য একটি একটি করিয়া দরখাস্ত দাখিল করা হইবে। এবং এও স্থির হইয়াছে যে মাংলা গ্রামের অধিবাসীরা তাহাদের মনোনীত ও সাজানো বর্গাদারের নামে সাক্ষী দিবে। বান্দোয়ান গ্রামের চাষীর পক্ষে নয়। প্রকৃত সত্যও আজ তাহারা মিথ্যার সাক্ষ্য বলে জমি ছিনাইয়া লইবে।

এই জঘন্য মিথ্যা ষড়যন্ত্রের মূলনায়ক সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী সি পি আই এর লোক ভরত সহিস। এই ভরত সহিস বাইরের লোক। কয়েক বছর যাবৎ মাংলা গ্রামে আছেন। প্রকাশ থাকে যে, মাংলা গ্রামের অধিবাসীরা চিরদিন ভদ্রভাবে আমাদের সঙ্গে পাশাপাশি জমি চাষ করিয়া আসিতেছে। এবং আমাদের সঙ্গে নিবীড় সম্পর্কও ছিল। কিন্তু আজ ভরত সহিসের জঘন্য প্ররোচনায় জমির লোভের বশবর্ত্তী—হইয়া তাহারাও নিজ আদর্শ ভ্রষ্ট হইতে চলিয়াছে।

তাহারই উজ্জল দৃষ্টান্ত এখানে দিলাম। গত ৪।৪।৭৮ তারিখে বান্দোয়ান জে, এল, আরও অফিসে বর্গাদার বিচারের জন্য দিন স্থির ছিল এই অজুহাতে মাংলা গ্রামের সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে বর্গাদার কেস চালানোর জন্য চাঁদা আদায় করিয়া পুরুলিয়া হইতে জীপে করিয়া বান্দোয়ান জে এল, আর, ও অফিসে ভরত সহিস উকিল পর্য্যন্ত আনিয়া ছিলেন। এবং সেই উকিল বাবুর জীপ মাংলা গ্রামেও গিয়াছিল। বর্ত্তমানে ভরত সহিস জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার বীজ মাংলা গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে লেলিহীন বহ্নি শিখা জ্বালাইয়া দিতেছে।

এও নিশ্চিত যে, ওই বহ্নি শিখায় কখন আমাদের জীবন ও সম্পত্তি যাইবে তাহারই প্রতিক্ষায় আমরা আছি। এখনও সময় আছে আমাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক সরজমিন পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দ্বারা আমাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করান। আমরা শান্তির সঙ্গে যাহাতে বস বাস করিতে পারি তাহার আশু ব্যবস্থা করিতে আমরা সরকারের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি। নিবেদন ইতি—

সর্ব্বশ্রী গুরুপদ হালদার, বিনোদ সিংহ মোদক, কানাইলাল হালদার, শিশির কুমার হালদার, কিরিটীকর মোদক, বাসুদেব হালদার, কৃষ্ণকিঙ্কর দত্ত, শিব কিঙ্কর দত্ত, রামকিঙ্কর দত্ত, গুরুপদ হালদার, ব্রিজমোহন আগরওয়ালা, গঙ্গাধর হালদার, অদ্বৈত চন্দ্র নাগ ও আরও অনেকে—সর্ব্বসাং বান্দোয়ান পোঃ বান্দোয়ান, জেলা পুরুলিয়া (পঃ বঃ) তাং ৮।৪।৭৮।

For Mining Leases

For information of the Public it is notified that the following minerals located in the District of Purulia are available for mining leases :—

a) Black stone for building and road metals
b) Quartz/Felspar
c) China clay
d) Barytes
e) Magnetice

Interested private entrepreneurs may contact Senior Geologist, Geological Prospecting Branch, Directorate of Mines & Minerals, Govt. of West Bengal, Khanij-Sadan, Deshbandu Road. P. O. & Dist. Purulia for detailed information,

Wanted

Wanted for Santamayee Girls' High School, Purulia, the following Lady teachers on the prescribed scale of Pass graduates. Higher qualified candidates willing to serve on the pass graduate scale may also apply.

a) One graduate Physical trained teacher in a permanent vacancy.
b) One B. Sc. B. T. (pure science) capable to teach physical science and Mathematics in top classes and VIII in a permanent vacancy.

Application along with copies of Mark-Sheets Diplomas and testimonials should reach to the Secretary before 22. 5. 78.

Secretary
Santamayee Girls' High School Purulia

বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি ও চিকিৎসা বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানান হইতেছে। হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ হাসপাতালটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট এবং জনসাধারণের নিকট তাঁদের সহযোগিতা কামনা করিতেছেন।

১) এমারজেন্সি অথবা বর্হিবিভাগে চিকিৎসা বা ভর্ত্তির জন্য হাসপাতালে কর্ম্মরত কোন ডাক্তার বা কোনো কর্ম্মচারীকে কোন প্রকার ফি বা পারিশ্রমিক দেওয়া নিষিদ্ধ। (২) ফ্রি বেডে ভর্ত্তি বা চিকিৎসার জন্য কোন পয়সা লাগে না। পেয়িং বেড বা এক্সরে ও ব্লাড ব্যাঙ্কে কোন টাকা দিলে তাহার স্বপক্ষে রসিদ দেওয়া নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। (৩) হাসপাতালে রোগীভর্ত্তির জন্য হাসপাতালে কর্ম্মরত কোন ডাক্তারের চেম্বার অথবা বাড়ীতে দেখাইবার প্রয়োজন নাই। দেখাইয়া থাকিলেও সেই রোগীকে ভর্ত্তি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে না।

(৪) রোগীর চিকিৎসার্থে ও সুবিধার্থে সর্ব্বপ্রথম নিকটবর্ত্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়া প্রয়োজন। এ্যাম্বুলেন্স প্রয়োজন হইলে তিনিই ব্যবস্থা করিবেন। এম, এল, এ, অঞ্চল প্রধান, অধ্যক্ষ অথবা গেজেটেড অফিসারের প্রদত্ত ইনডিজেন্ট সার্টিফিকেট থাকিলে এ্যাম্বুলেন্স গাড়ী বিনা ব্যয়ে পাওয়া যাইবে।

(৫) বর্হিবিভাগে এক্সরে ক্লিনিকে প্রতিদিন ১০ (দশটি) করিয়া কেস লওয়া হয়। ইনডিজেন্ট (Indigent) সার্টিফিকেট থাকিলে বিনা চার্জ্জে এক্সরে করা হয়। নতুবা প্রতিটি প্লেটের জন্য ৮ (আট টাকা) করিয়া চার্জ্জ দিতে হইবে। (৬) অন্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারদের রাউণ্ড দিবার সময় সকাল ৯টা হইতে বেলা ১টা এবং সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৮টা। (৭) হাসপাতালে ভর্ত্তি রোগীর সহিত দেখা করার সময় নির্দ্দিষ্ট করা আছে। কোন সঙ্কটাপন্ন রুগীর সহিত থাকিবার প্রয়োজন হইলে রুগী যে ডাক্তারের চিকিৎসাধীন তাঁহার নিকট অনুমতি পত্র লইতে হইবে।

(৮) হাসপাতাল সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকিলে হাসপাতাল সুপারিনটেনডেন্টকে জানান। দুর্নীতি সংক্রান্ত কোন বিষয় পূর্ণতথ্যাদি সহ ভিজিলেন্স কমিশন, কলিকাতা অথবা জেলা দুর্নীতি নিবারণ বিভাগ পুরুলিয়ার নিকট লিখিতভাবে জানান।

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালটি আপনাদের সম্পত্তি। ইহাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আপনাদের ও আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। আপনারা আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করুন। আমরা আপনাদের দুর্নীতি মুক্ত সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসন দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

ডাঃ এস, চ্যাটার্জি
ডিষ্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার ও
সুপারিনটেনডেন্ট, পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল

ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের আবেদন

পুরুলিয়ার ডিভিসন্যাল ইঞ্জিনীয়ার শ্রীএস, কে, রুদ্র একটি আবেদনে জানিয়েছেন যে, ডি, ভি, সির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়ায় এবং বিনা নোটিশে তাঁরা লোড শেডিং করায় সারা পুরুলিয়া জেলায় ঠিকমতো বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে বিশেষ বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। এই অবস্থার জন্য ডিভিসন্যাল ইঞ্জিনীয়ার বিশেষ দুঃখিত। তিনি আবেদন করেছেন যে, এই অবস্থা যখন পুরুলিয়া ডিভিসনের সৃষ্ট নয়—তখন কেউ যেন গ্রুপ সাপ্লাই ষ্টেশনের কর্ম্মীদের এজন্য দায়ী না করেন এবং তাঁদের প্রতি যেন খারাপ ব্যবহার না করেন। যতদিন না উর্দ্ধতন ব্যবস্থার মাধ্যমে সুরাহা হচ্ছে—ততদিন যেন সকলে এই পরিস্থিতি অনুগ্রহ ক'রে সহ্য করেন।

ডিভিসন্যাল ইঞ্জিনীয়ার তাঁর এই এই আবেদনটি মুক্তিতে প্রকাশের জন্য দিন কয়েক পূর্ব্বে পাঠিয়েছেন।

রবার ষ্ট্যাম্পের অর্ডার

মুক্তি প্রেসের কর্ম্মী শ্রীমহাবীর বাউরী "রবার ষ্ট্যাম্পের" কাজ করেন। কারো অর্ডার থাকলে মুক্তি প্রেসে যোগাযোগ করুন।

Government of West Bengal Purulia Polytechnic : Admission Notice

Applications (in Prescribed Form) for Admission into Four Years Diploma Courses (L. C. E/ L. M. E/L. E E.) for 1978-'79 with a Registration Fee of Rs. 2/- will be received upto 12-00 Noon on June 8, 1978. Application Forms and Prospectus purchasable from the office of the Polytechnic from 12-5-78 to 6-6-78 between 8 00 a. m. & 10-30 a. m. @ Re. 1/- in cash. The same may also be obtained by post on remittance of Rs. 1/- by Money Order (with address in the Coupon) to the Principal and by sending a self addressed envelop (23 cm x 10 cm) with 0-55 paise stamp affixed thereon QUALIFICATIONS :- Must be a pass in the Madhyamik/S. F. or H. S. Examination of West Bengal Board of Secondary Education with Mathematics, English and Physical Science (Physics and Chemistry) or any other equivalent examination recognised by State Council for Engineering and Technical Education, West Bengal. Candidates who have appeared in the above Examinations this year may also apply. AGE :- Candidates must not be above 20 years of age on January 1, 1978. Age limit is relaxable by three years in case of Scheduled castes/Tribes candidates. Selection will be made on the basis of Written test and interview, Candidates are to see notice Board in the Polytechnic for the date and time of Written Test and Interview.

Principal (IPR, 3629 (5)/78).

R. No —2539/57 মুক্তি (৬) ৩১শে বৈশাখ ১৯৭৮ W. B/B. K. U 24

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নির্বাচন, ১৯৭৮

ভোটারদের মূল জ্ঞাতব্য বিষয়

ভোটারগণ : পঞ্চায়ত নির্ব্বাচন ক্ষেত্র যে এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছে সেই এলাকা-সংশ্লিষ্ট পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার চলতি ভোটার তালিকার যে সব ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত আছে, তাঁরা সবাই পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের জন্য ভোটার। ১লা জানুয়ারী ১৯৭৬ তারিখে যাঁদের বয়স ২১ বৎসর ছিল শুধু তাঁদের নামই চলতি ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছে।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্র : প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়ত নির্বাচন ক্ষেত্রের জন্য একটি মাত্র নির্বাচনকেন্দ্র থাকবে। সেই একই নির্বাচন-কেন্দ্রে প্রত্যেক ভোটার গ্রাম পঞ্চায়ত, পঞ্চায়ত সমিতি ও জিলা পরিষদ এই তিনটি স্তরের জন্যই ভোট দেবেন। নির্বাচন কেন্দ্রগুলি বিদ্যালয়, কমিউনিটি সেণ্টার ও অন্যান্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য গৃহে অবস্থিত হবে। ভোটার সংখ্যা বেশী হলে একই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একাধিক বুথের ব্যবস্থা থাকবে।

পরিদর্শনের সুবিধা : ভোটার তালিকা, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা পঞ্চায়ত নির্বাচন ক্ষেত্রের সীমানা সংক্রান্ত এবং প্রার্থিগণের যে সব ফরম ব্যবহার করতে হবে তার পূর্ণ তথ্য স্থানীয় ব্লক অফিসে ও মহকুমা শাসকের অফিসে পরিদর্শনের জন্য পাওয়া যাবে।

ভোটপত্র : পঞ্চায়তের তিনস্তরের নির্বাচনের জন্য তিন শ্রেণীর আলাদা ব্যালটপত্র থাকবে। ব্যালটপত্র রঙ-এর হবে—গ্রাম পঞ্চায়তের জন্য সাদা, পঞ্চায়ত সমিতির জন্য গোলাপী (পিংক) এবং জিলা পরিষদের জন্য সবুজ। বহু আসনবিশিষ্ট (তিন-এর অধিক নয়) গ্রাম পঞ্চায়ত নির্বাচন ক্ষেত্রের জন্য ভোটপত্রটির আয়তন স্বাভাবত বড় হবে। পঞ্চায়ত সমিতি এবং জিলা পরিষদ নির্বাচন ক্ষেত্রগুলি সব ক্ষেত্রে এক আসন বিশিষ্ট হবে।

ব্যালট বাক্স : তিন স্তরের ভোটগ্রহণের জন্য তিনটি পৃথক পৃথক ব্যালট-বাক্স ব্যাবহার করা হবে। বিশেষভাবে নির্মিত কেরোসিন টীনের বাক্স গ্রাম পঞ্চায়তের ভোটগ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হবে। পঞ্চায়ত সমিতি এবং জিলা পরিষদের ভোটগ্রহণের জন্য বিগত বিধানসভা নির্বাচনে ব্যবহৃত ব্যালট বাক্সগুলিই কাজে লাগানো হবে।

ভোটদানের পদ্ধতি : গ্রাম পঞ্চায়ত নির্বাচনক্ষেত্রে যতগুলি আসন থাকবে একজন ভোটার কেবলমাত্র ততগুলি ভোট দিতে পারবেন এবং একটি ভোটপত্রে কেবলমাত্র ততগুলি ছাপ দেবেন। পঞ্চায়ত সমিতি এবং জিলা পরিষদের জন্য ব্যালটপত্রের প্রত্যেকটিতে ভোটার একটি মাত্র ছাপ দেবেন। একটি নির্বাচন ক্ষেত্রের জন্য যেক্ষেত্রে যতগুলি আসন নির্দিষ্ট আছে তার চেয়ে বেশী ছাপ দিলে ব্যালট-পত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে। একজন ভোটার প্রথমে ভোট দেবেন গ্রাম পঞ্চায়তে, তারপর দেবেন পঞ্চায়ত সমিতির জন্য এবং সর্বশেষে জিলা পরিষদের জন্য। তিনস্তরের ব্যালটপত্র ভোটারকে অনুরূপ পর্যায়ক্রমে দেওয়া হবে।

গণনা-পদ্ধতি ও ফলাফল ঘোষণা : ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পর একই দিনে প্রার্থী বা তাঁদের এজেণ্টদের সামনে ঐ একই ভোট গ্রহণকেন্দ্রে একই পোলিং পার্টি বা পার্টিসমূহ ভোট গণনার কাজ সম্পন্ন করবেন। প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়তের ভোট গণনা করা হবে এবং কেন্দ্রেই গণনার ফল ও নির্বাচিত প্রার্থী বা প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে।

তারপর পঞ্চায়ত সমিতির ভোট গণনার কাজ শুরু হবে। উক্ত নির্দিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ঘোষণা করা হবে মাত্র।

তারপর জিলা পরিষদের ভোট গণনা করে উক্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ঐ স্থানে ঘোষণা করা হবে।

বিভিন্ন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের গণনার ফলাফল পঞ্চায়ত সমিতির ক্ষেত্রে বি, ডি, ও অফিসে সংকলন করার অব্যবহিত পরে বি, ডি, ও চূড়ান্ত ফলাফল তাঁর অফিসেই ঘোষণা করবেন। অনুরূপভাবে জিলা পরিষদের নির্বাচন ক্ষেত্রগুলির ফল মহকুমা শাসকের অফিসে সংকলনের অব্যবহিত পরে মহকুমা শাসক চূড়ান্ত ফলাফল তাঁর অফিসেই ঘোষণা করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়ত বিভাগ কর্ত্তৃক প্রচারিত

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

সোমবার, ২২শে মে, ১৯৭৮
৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫

বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০
নগদ - ২০ পয়সা

তোমরা সবাই মিলে
কোথায় নামালে দেশটাকে।
সারাটা দেশের মাটি
ভ'রে দিলে কী কদর্য্য পাঁকে।
—মানুষের সমাজেতে হায়!
শৃগাল, শকুনী, কাক,
সারমেয় লুঠ করে খায়।

• • •

যে-দেশের ইতিহাসে
গর্ব্বে উঁচু আমাদের মাথা।
যে-দেশের মহানেরা
বিশ্বেতে বন্দিত মহা-ত্রাতা।
তারি আজ এ আত্ম বিনাশ?
কী যে পরিহাস বন্ধু!
পরিতাপ—কীযে সর্ব্বনাশ।

জনতা পার্টির বিপর্য্যয় : দল ঠিক করতে বিবিধ চেষ্টা

সাম্প্রতিক কালে জনতা পার্টির উচ্চস্তরে আত্মকলহের জন্য জনতা পার্টির বিভিন্ন ক্ষতি হয়েছে। ঐ আত্মকলহের ফলে উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা প্রভৃতি জায়গায় জনতা পার্টির সদস্যদের মধ্যে তুমুল কলহ চলছে। এর খারাপ প্রতিক্রিয়া ঐ সব জায়গায় গুরুতর ভাবে দেখা দেয়।

সম্প্রতি উত্তর প্রদেশে আজম গড়ে লোকসভা উপ-নির্ব্বাচনে এবং ঐ প্রদেশে দুটি বিধানসভা উপনির্ব্বাচনে জনতা পার্টী কংগ্রেস (ই) র কাছে পরাজিত হয়েছেন। দেশে চারিদিক থেকে লোকে মনে করছেন—জনতা পার্টির আত্মকলহের ফলে উত্তর প্রদেশে জনতাপার্টির এই বিপর্যায় ঘটেছে। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিদর্শক একথাও বলেছেন যে, মুসলমান ও হরিজন সম্প্রদায় গুলির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রচার কংগ্রেস (ই)র কার্য্যসিদ্ধিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে।

যাই ঘটে থাকুক, একথা আজ অনস্বীকার্য্য যে, জনতা পার্টির উচ্চ স্তরের নেতৃবৃন্দের মনান্তর দেশের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। সেজন্য জনতা পার্টির বহু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং অপর নেতৃবৃন্দ জোর চাপ দিয়েছেন যে, সর্ব্বাগ্রে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচরণ সিং এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম—এই তিন সর্ব্বোচ্চ নেতা, হয়, নিজেদের মধ্যে সব পরিষ্কার করে নিন, না হয়—দল ভেঙ্গে দিন।

উচ্চস্তরের মনোমালিন্য দূর করার বহু চেষ্টা এখন সুরু হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকটি রাজ্যেও যে দারুণ আত্মকলহ দেখা দিয়েছে—তারও সমাধানের সূত্র খোঁজা হচ্ছে। জনতা পার্টিকে ঠিক করে তুলতে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণও পরামর্শ দিয়েছেন।

শাহ কমিশনের তদন্ত : ইন্দিরা দোষী সাব্যস্ত : আরো অনেকে জড়িত

শাহ কমিশন রিপোর্ট পেশ করেছেন। তাতে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন জরুরী অবস্থা ঘোষনার জন্য এবং আরো অনেক অপরাধের জন্য প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে কমিশন গুরুতর বহু অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। তারসঙ্গে কমিশন বিবিধ অপরাধের জন্য আরো যাঁদের দায়ী করেছেন—তাঁরা হচ্ছেন—শ্রীসঞ্জয় গান্ধী, প্রাক্তন বেতার মন্ত্রী শ্রীশুক্লা, প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রণব মুখার্জ্জী, দিল্লীর প্রাক্তন লেঃ গভর্নর শ্রীকিষেণ চাঁদ, তাঁর সহকারী শ্রীনবীন চাওলা, সি, বি, আইয়ের প্রাক্তন অধিকর্ত্তা শ্রীডি, সেন, শ্রীমতী গান্ধীর সহকারী শ্রীধাওয়ান ও শ্রীমতী গান্ধীর বন্ধু শ্রীধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী।

ভারত সরকার এঁদের সকলের নামে মামলা করবেন।

শাহ কমিশনের রিপোর্ট লোক সভায় দাখিল করা হয়েছে। রিপোর্টে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, দিল্লী প্রশাসনিক কাঠামোতে শ্রীসঞ্জয় গান্ধী কোনো দায়িত্ব পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত না থাকা সত্ত্বেও, তিনি প্রচণ্ড ক্ষমতা অবৈধভাবে প্রয়োগ করেছেন।

এ জেলায় খাজনা আদায়ের এক অদ্ভুত ব্যাপার : রাজ্য সরকার দেখুন

বামফ্রণ্ট সরকার একদিকে রাজ্য দপ্তর থেকে ঘোষণা করছেন যে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বর্গাদার চাষী, নিগৃহীত চাষী প্রভৃতিকে বিভিন্ন সুযোগ দেওয়া হবে এবং তাদের অসুবিধে জনক যে সমস্ত ব্যবস্থা বিগত সরকার করে গেছেন—সে সমস্ত অবসান করার চেষ্টা করা হবে। অন্যদিকে জেলাস্তরে উদ্ভট, অবিচারমূলক ফতোয়া সমূহ জারী করা হচ্ছে। খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে এমনই একটি ফতোয়া এই জেলার পক্ষে ভয়াবহ ব্যাপার রূপে এসে দাঁড়িয়েছে।

জমিদারী উচ্ছেদ আইন ব্যাপারে জমিদারদের সঙ্গে সরকারের দীর্ঘকাল ধ'রে মামলা হয়। বহু বছর ধ'রে আইনতঃ খাজনা আদায় বন্ধ ছিল—যদিও বেআইনী আদায় চলছিল। এখন সুদীর্ঘ কাল পরে কোথাও ১৪ বছরের—কোথাও ২২ বছরের খাজনা সুদ সহ আদায়ের জন্য দারুণ চাপ দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য মামলার ভয়, ক্রোকের ভয় দেখানো হচ্ছে। কোথাও কোথাও ধরপাকড়, জামিন ইত্যাদিও চলছে।

১৩৭১ সাল থেকে ১৩৮৪ সালের এই ১৪ বছরের আদায় চলছে। কোথাও ১ টাকায় ২৭ গুণ খাজনার ফিরিস্তি দেওয়া হচ্ছে। চাষী মহলে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। বামফ্রণ্ট শাসনে এহেন উপদ্রব অভাবিত। শীঘ্র এবিষয়ে জনগণকে সরকার আশ্বাস দান করুন—না হলে দরিদ্র চাষীরা বাঁচে কী করে?

অরুণচন্দ্র ঘোষ, সচিব, লোক সেবক সংঘ

বাহির বিশ্ব

আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক অভ্যুত্থান

— অতুল দত্ত

আফগানিস্তানে সামরিক বিদ্রোহে প্রচুর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে শাসনকর্তৃত্বের পরিবর্তন ঘটেছে। ২৭শে এপ্রিল বৃহস্পতিবারে কর্ণেল আবদুল কাদেরের নেতৃত্বে প্রায় সমগ্র বিমান-বাহিনী এবং স্থলবাহিনীর একটি বিশাল অংশ বিদ্রোহী হয়। সরকারের অনুগত সৈন্যদের সঙ্গে তাদের সম্মুখে দশ হাজার লোক মারা গেছে। কাবুলে রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে ট্যাঙ্ক ও বিমান আক্রমণ চলার সময় রাষ্ট্রপতি মহম্মদ দাউদ খাঁ এবং তাঁর ভ্রাতা—স্থলবাহিনীর প্রধান সেনাপতি মহম্মদ নইম্ খাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল। তাঁরা সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে মৃত্যু বরণ করেন। সংঘর্ষে দাউদের কয়েক জন মন্ত্রীও নিহত হন।

মহম্মদ দাউদ খাঁর বয়স হয়েছিল উনসত্তর বছর। তিনি ছিলেন নিহতাদনুত রাজা জহির শার খুড়তুতো ভাই ও ভগিনীপতি। প্রথম যৌবনে উচ্চ শিক্ষার জন্য দশ বছর ফ্রান্সে ছিলেন, সেখানে তিনি ইউরোপীয় আচার আচরণ ও আধুনিকতা আয়ত্ত করেন। দেশে ফিরে কিছু কাল সামরিক শিক্ষা লাভের পর একটি প্রদেশের শাসক ও সেনাপতি হন। তারপর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, এবং ১৯৫৩ সাল থেকে প্রধান মন্ত্রী।

১৯৭৩ সালে রাজা জহির শা যখন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য রোমে, তখন মহম্মদ দাউদ বিনা রক্তপাতে শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন এবং আফগানিস্তানকে প্রজাতন্ত্রে পরিণত করে নিজেকে তার রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা করেন। মহম্মদ দাউদ ছিলেন আধুনিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত রাজনীতিক। সামন্ততান্ত্রিক আফগানিস্তানকে তিনি অতি সাবধানে আধুনিক গণতন্ত্রে রূপান্তরিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। রাষ্ট্রশক্তির আশ্রয়ে প্রচার করে তিনি ধীরে ধীরে সামাজিক ন্যায়বিচার, শ্রেণী বৈষম্যের অবসান, ভূমি-সংস্কার, ভারি শিল্পের ও জনকল্যাণমূলক কার্য্যাবলীর রাষ্ট্রীয়করণ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও বাধ্যতামূলক সামরিক কার্যের প্রবর্তন করেন। দাউদের এই ধীরগতি সংস্কার প্রচেষ্টায় উগ্রপন্থী আফগান বিপ্লবীরা সন্তুষ্ট ছিলেন না।

যে কর্ণেল কাদেরের নেতৃত্বে এপ্রিল মাসের এই বিদ্রোহ, তিনি ১৯৭৩ সালের জহির শা বিরোধী রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে দাউদের সঙ্গে তাঁর অনন্তার চলছিল। সামরিক অভ্যুত্থানের পর কাসুল বেতারে নাদির শাহর বংশের "নিষ্ঠুর স্বৈরশাসনের" অবসান ঘোষণা করা হয়, এবং দাউদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে, তিনি নিজের পরিবারকে এবং বৈদেশিক অনুচরগোষ্ঠিকে জাতীয় সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন।

সামরিক অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পর থেকেই বেতার প্রচারে কর্ণেল কাদেরের নাম আর উল্লেখ করা হয় না—প্রচার চলে বিপ্লবী পরিষদের নামে। পরে আফগানিস্তানকে জনসাধারণের প্রজাতন্ত্র (পিপ্‌ল্‌স্ রিপাবলিক) বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যার রাষ্ট্রনীতি নব মহম্মদ ফারাকি। ইনি আফগানিস্তানের পিপ্‌ল্‌স্ ডিমোক্রেটিক পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী।

আফগানিস্তান স্থলবেষ্টিত ক্ষুদ্র দেশ হলেও মধ্য এশিয়ার তার ভৌগলিক অবস্থিতি খুবই গুরুত্বসম্পন্ন। কম্যুনিষ্ট চীন ও কম্যুনিষ্ট রাশিয়া তার সংলগ্ন এবং তার অল্প দুই দিকে বৈর রাজত্বী ইরাণ ও পোঁড়া মুসলমান রাষ্ট্র পাকিস্তান (বর্তমানে দুষিত রাজনীতিতে ফল-বিকৃত)। স্বভাবতঃ, আফগানিস্তানের নূতন শাসক শক্তির প্রকৃত রাজনৈতিক চরিত্র জানার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবল আগ্রহ। এই চরিত্র যে প্রকৃতপক্ষে কী, তা এখনও অস্পষ্ট। তবে, অনুমান করা হচ্ছে যে, নূতন শাসকগোষ্ঠী মস্কোপন্থী কম্যুনিষ্ট। এই অনুমানের প্রথম কারণ নব-প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন মহম্মদ তারাকি, যিনি পিপ্‌ল্‌স্ ডিমোক্রেটিক পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী। দ্বিতীয় কারণ - সামরিক অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্বে আফগানিস্তানে মস্কোপন্থী কম্যুনিষ্টের বিরুদ্ধে একটা সরকারী অভিযান চলে। তৃতীয় কারণ—সর্বপ্রথম ঘোষিত ইউনিয়ন নূতন আফগান সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তার পরই বার্লিয়ার মিত্র-রাষ্ট্র কিউবা নূতন আফগান সরকারের প্রতি সৌহার্দ্য প্রকাশ করেছে। আর দুইটি হাস্যকর কারণ হল সামরিক অভ্যুত্থানের পর কাবুলে আমেরিকা বিরোধী স্লোগান শোনা গিয়েছিল এবং কাবুলের রাস্তায় লাল ফয়াল বাঁধা যুবকদের দেখা গেছে। কিন্তু স্বভাবতই মনে হয়, আফগানিস্তানের বেশীর ভাগ সামরিক কর্মচারীর কম্যুনিষ্ট হয়ে যাওয়াটা যেমন মোটেই স্বাভাবিক নয়, তেমনি অকস্মাৎ সামরিক কর্মচারীদের পক্ষে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখলের পর একমাত্র কম্যুনিষ্টদের হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দেওয়াটাও অস্বাভাবিক। বস্তুতঃ নূতন রাষ্ট্রপতি মহম্মদ তারাকি যদি মস্কোপন্থী কম্যুনিষ্ট হনও, তা হলেও নূতন সরকার সমপ্রভাবে কম্যুনিষ্ট সরকার কিনা, তা এখনও অনিশ্চিত।

আফগানিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থানের পরই ইরাণ তার সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। পাকিস্তানের সামরিক সরকার এবং চীন সরকার উদ্বেগের সঙ্গে ঘটনাস্রোত লক্ষ্য করছেন। আমেরিকা ও বৃটেন নূতন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে ইতস্ততঃ করছে। ভারত সরকার আফগানিস্তানের তাবাকি সরকারকে মৈত্রী ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। পক্ষান্তরে, নূতন আফগান সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পূর্বের মতই নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের প্রতিশ্রুতি জানিয়েছেন; তাঁরা ঘনিষ্ঠতি নিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দান করবেন। ৬ই মে কাবুলে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদপ্তরে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের যে সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল, তার ব্যবস্থা করতে না পারার জন্য তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করেন।

আফগানিস্তানের নূতন সরকার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, এবং অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাধারণ স্বীকৃতি পাবেন বলেই মনে হয়। নূতন আফগান সরকার যে সব দেশের অনভিপ্রেত তাদের পক্ষেও অনিষ্টিকাল পর্যন্ত এই সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতিদানে বিরত থাকা স্বাভাবিক নয়। কারণ কূটনৈতিক সম্পর্ক সংস্থিতি রেখে সম্পর্কে প্রত্যক্ষতাবে সংবাদ সংগ্রহের (গোয়েন্দাগিরির ?) সুযোগ সৃষ্টি করে। অবাছিত সন্দেহভাজন বৈদেশিক সরকার সম্পর্কে এটা আরও বেশি প্রয়োজন।

বার এ্যাসোসিয়েসনের প্রস্তাব

বার এ্যাসোসিয়েসনের সাম্প্রতিক বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—তা প্রকাশের জন্য মুক্তিকে পাঠানো হয়েছে। তা এই।

প্রথম প্রস্তাব : বিয়ু-চালকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছেন জানা গেল। ধর্মঘট প্রত্যাহারের পূর্বে বিয়ু-চালকরা নিজস্ব বিয়ুর ভাড়া দ্বিগুণ তিনগুণ নিয়েছেন। এ বিষয়ে কিছু বলতে গেলে তাঁরা কটু ভাষা প্রয়োগ-চনা সৃষ্টিকারী ভাষা ব্যবহার করেছেন।

মিউনিসিপ্যালিটি ভাড়া ধার্য্য করে দেন। সেই নির্দ্ধারিত দরের বেশী বিয়ু চালকরা নিতে পারেন না। সেজন্য ঐ প্রস্তাবে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরকে অনুরোধ করা হয়েছে—নির্দ্ধারিত ভাড়া যাতে চলে তা দেখতে এবং বিয়ুর সঙ্গে এই ভাড়ার তালিকাদৃশ প্লেট যাতে লাগানো থাকে তার ব্যবস্থা করতে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব : ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত রোডের ওপর বহু সংখ্যক 'প্রাইভেট কার' দাঁড়িয়ে থাকে এবং প্যাসেঞ্জার সংগ্রহ করে। বিয়ু ধর্মঘটের সময় 'প্রাইভেট কারের' মালিকেরা সহরের মধ্যেই গাড়ী চালিয়ে অত্যন্ত বেশী রকম আদায় করে আরোহীদের শোষণ করেছেন। তাছাড়া, এই মালিকেরা ট্যাক্সির জন্য দেয় ট্যাক্স না দিয়ে সরকারকে বঞ্চিত করছেন এবং এটা বিশেষের বিষয় যে, শাসন কর্তৃপক্ষ প্রাইভেট কারের মালিকদের এই বেআইনী কাজ বন্ধ করার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। সেজন্য তাঁরা প্রস্তাবে আর, টি, এর সেক্রেটারীকে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন। তাঁরা ঐ প্রস্তাবের কপি মন্ত্রী, স্বাস্থ্য শাসন, মন্ত্রী, যানবাহন, ডেপুটি কমিশনার, সেক্রেটারী আর, টি, এ এবং এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর মিউনিসিপ্যালিটি ও সংবাদ পত্রগুলিকে পাঠিয়েছেন।

মুক্তি

১৪ বৈশাখ, ১৩৮৪, সোমবার

মা ও ছেলে !

তারিখ ৫ই মে। সুরীম কোর্টে বিচার চলছে। 'কিসিসা কুবসি কা' মামলায় সরকারী সাক্ষী ভাঙ্গাবার অপরাধে অভিযুক্ত ইন্দিরাতনয় শ্রীসঞ্জয়গান্ধী। চক্ষান্ত হাতে নাতে ধরা পড়েছে। ভারতের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় রায় দিলেন—সঞ্জয়ের জামিন বাতিল। এক মাসের জন্য জেল হাজত।

রায় শুনেই শঙ্কিত কায়, কম্পিত সঞ্জয় বিচারপতিকে বলে উঠলেন—স্যার, আমি শুনছি কারাগারে আমার ওপর নির্যাতন করা হতে পারে। সরকারী পক্ষের উকিল বললেন—এসব মিথ্যা আশঙ্কা। এ রকম কোন ব্যাপার ঘটার কোনো কারণই নেই। কারণ আজ আমরা আইনের শাসনে চলছি। বিচারপতিও আশ্বাস দিলেন— না তা হবে না।

সত্যিই এ আশঙ্কার কারণ আজ নেই। আজ গণতান্ত্রিক শাসন চলেছে। এখন ইন্দিরাজীর-ঐ অসভ্য একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটেছে। যদি সময়টা ইন্দিরাজীর রাজত্বকাল হোত আর ঐ সঞ্জয় যদি ইন্দিরার পুত্র না হ'য়ে, অন্য কারো পুত্র সঞ্জয় হোত—তা হলে ভারতের সর্ব্বোচ্চ বিচারপতি কেন—ভারতের রাষ্ট্রপতিরও ক্ষমতা ছিলনা এ আশ্বাস দেবার যে, জেলে কোনো অত্যাচার হবে না। কারণ তখন তাঁরা জানতেন যে, মহা-বাঘিনীর নিয়োক্তির মেকড়ে বাঘের দল থানায় থানায় জেলে জেলে হানা দিয়ে রয়েছে। একটা মায়ের শুধু একটা সন্তানকে নয়—হাজার হাজার মায়ের হাজার হাজার সন্তানকে নখদন্তে ক্ষত বিক্ষত ক'রে—অমানুষিক বর্ব্বর অত্যাচার ক'রে—কত আর্ত্ত আর্ত্তনাদ ক'রে ফেলবে—কত প্রাণ-পেখ ক'রে ফেলবে কে জানে।

সঞ্জয় এবং সঞ্জয়ের মা যখন অবাধ শাসন ক্ষমতার কে-আইনী সুযোগে মত্ত হ'য়ে, ভারতবর্ষের হাজার হাজার মানুষকে জেলে ও জেলের বাইরে নৃশংস বর্ব্বর অত্যাচারের শিকার ক'রে তুলে-ছিলেন—তখন তাঁদের আকাশ চুম্বী স্পর্দ্ধায়-প্রমত্ত-অন্তঃকরণে একথা ভাববার অবকাশই ছিল না যে, অদৃষ্টের পরিহাসে একদিন তাঁদেরই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, ভীত কম্পিত কণ্ঠে, অসহায় চিত্তে, সম্ভাব্য বিপদের কথা তুলে, রক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা করতে হবে!

দুর্দ্ধর্ষ অত্যাচারী যদি ভীরু দুর্ব্বলচিত্ত না হয়—তবে বিপক্ষের হাতে ধরা প'ড়ে, মাথা উঁচু ক'রে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতীক্ষা করতে থাকে, যে, আমার সময়ে আমি যা করার করেছি, এখন ওদের দিন এসেছে—যা করতে চায় করুক আমি প্রস্তুত আছি। এহেন অত্যাচারীরা ধরা প'ড়েও, ভয়ে অধীর হয় না, যে, এবারে আমার কী হবে!

এবারে ঐ কাহিনীর আরেকটি দৃশ্যপট দেখুন। তিহার জেল। ৫ই মে। "উদ্বিগ্ন হোয় না, সাহসে ভর করো। এ তোমার রাজনৈতিক পুনর্জ্জীবন। তিহার জেলে মা ইন্দিরা পুত্র সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে, এই উপদেশই দিলেন।"

"জেল সুপারের ঘরে আজ সন্ধ্যায় মা ও ছেলের সাক্ষাৎকার। মা ইন্দিরা সাশ্রুনয়নে পুত্রকে সাদর চুম্বন দিয়ে, জড়িয়ে ধ'রে, কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চোখের জল ফেললেন।

এই কাহিনীটির থেকে দেখা যাচ্ছে—পুত্র সঞ্জয় কত ভয়ভীত—মা ইন্দিরাও কত ব্যাকুলভাবে চোখের জল ফেলছেন। ব্যাপার তো এক মাসের হাজত! তাতেই এত কাণ্ড। আর তার এক ফলাও সংবাদ। রাজনৈতিক সংগ্রামে—রাজনৈতিক অধিকারের আন্দোলনে কত নরনারী, বালক, বৃদ্ধ, তরুণ, হাসিমুখে, নির্ভিক চিত্তে জেল বরণ করেছে বারম্বার। নৃশংস ইন্দিরাজীর পৈশাচিক বন্দীশালার লৌহকপাটও তারা বীরের চিত্তে বরণ করেছে। ভারতের অগণিত মায়েরা দেশের সংগ্রামে বন্দী ছেলেদের জন্য চোখের জল ফেলা আর অবমাননা ব'লে মনে করেছেন। দুর্ব্বল ভীরু কাপুরুষ ছেলেকে ভরিয়ে ধ'রে সান্ত্বনা দিতে হবে—একথা ভারতের তাঁরা লজ্জাবোধ করেছেন।

কিন্তু এঁ মা ও ছেলের ব্যাপার আজ স্বতন্ত্রই হবে। কারণ এঁদের রাজনৈতিক জীবন ব'লে সত্যই কিছু নেই। সত্যি কথা বলতে গেলে, এঁদের রাজনৈতিক সংগ্রাম, রাজনৈতিক সংগঠন, রাজনৈতিক সেবা, কিম্বা রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জ্জন কোনো কিছুই নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে পড়ে পাওয়া বিশাল ক্ষমতার এঁরা অধিকারী হয়েছেন মাত্র। তাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়—তার একবিন্দু শিক্ষাও এঁদের ছিল না। দেশের অগণিত জনতার পক্ষে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে গেলে, তা যে কতো সততার সঙ্গে বহন করতে হয়—তার বোধও এঁদের ছিল না। এঁদের জীবন কোনো ভাবেই তৈরী না হওয়ায়, উত্তরাধিকার সূত্রে বিশাল ক্ষমতা হাতে এসে পড়ায়—সেই ক্ষমতার যত্রতত্র চরম অপব্যবহার ঘটতে পারে তা ঘটল এই মা ও ছেলের জীবনে। এবং আজ ঐ ছেলের বর্ত্তমান জীবন পরিবেশ ও এই অবস্থায় ছেলের প্রতি মায়ের সহ্যদর্শন—এই দুটি ব্যাপার থেকেও বোঝা যাচ্ছে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী, রুচিবোধ এবং জাতীয় কর্ত্তব্য বোধের রূপ কী।

ভারতীয় অপরাধ বিধিতে যত রকম সাংঘাতিক ধারা আছে তার অনেক ধারাতেই আজ অভিযুক্ত হয়েছেন—ছেলে সঞ্জয়। অভিযুক্ত হয়েও, তিনি সাক্ষী ভাঙ্গাচ্ছেন চক্রান্তকারীর মত; গুণ্ডামী ক'রে বেড়াচ্ছেন কোর্টে কোর্টে। অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে যখন ছেলে হাজতবাস করতে যাচ্ছেন তখন মা চোখের জল ফেলে বলছেন—সাহসে ভর করো—এ তোমার রাজনৈতিক পুনর্বাসন।

আশ্চর্য্যের কথা। জালিয়াতি, ফেরেববাজী, দুর্নীতি ক'রে আর সাক্ষী ভাঙ্গিয়ে যে বীরপুরুষ জেলে যাচ্ছেন—তাঁর বীরমাতা তাঁকে উৎসাহিত করছেন—হে বীরপুত্র তুমি বুক বাঁধো—এই তোমার রাজনৈতিক পুনর্জ্জীবন !! ইনি সেই মা যিনি আশৈশব ষড়যন্ত্রকারী ছেলের অন্যায়গুলো ঢেকে রেখে, সমস্ত বিশ্বকে বলছেন—চক্রান্তকারী। বলছেন—সবাই আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লেগেছে।

ইন্দিরার পুত্র যে কত গুণের তা বিশ্বসংসার জানে। শিশু-কাল থেকেই নানা কীর্ত্তি। জনতা সরকারকে লোকে আর যাই বোল দিক- ইন্দিরাজী ও সঞ্জয়ের বিচার বিষয়ে যতদূর সুবিচার ও গণতান্ত্রিক ধারা নেওয়া সম্ভব তা তাঁরা নিচ্ছেন। বরং আমাদের ধারণা এ বিষয়ে তাঁরা দুর্ব্বলতার পরিচয়ই দিচ্ছেন। অগণিত নৃশংসতাপূর্ণ কাজের আপরাধে ভরা যাদের জীবন - তাদের বিষয়ে আরো দ্রুত ও দৃঢ় ব্যবস্থাই নেওয়া জনতা

সরকারের উচিত ছিল। আজ দেশের প্রথম নম্বর শত্রুরা—দেশদ্রোহীরা—ষড়যন্ত্রকারীরাই বলছেন কি না—জনতা পার্টি ষড়যন্ত্রকারী!

হে ইন্দিরা! তোমার পুত্র সঞ্জয় গ্লানীজনক অপরাধে মাত্র এক মাসের জন্য জেলে যাচ্ছে আর তুমি কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছ। হে নৃশংস মহিলা! তুমি দেশের হাজার হাজার মায়ের ছেলেকে বিনা অপরাধে—মাসের পর মাস—বছরের পর বছর—কারারুদ্ধ করেছ। সেই সব মায়ের কী বেদনা হতে পারে তা বোঝবার তোমার হৃদয় থাকলে, বিশ্বের নিষ্ঠুরতম অধ্যায়ের মত এক অধ্যায় তুমি সৃষ্টি করতে পারতে না। শুধু কি তুমি তাদের সুদীর্ঘ কারাবাসে রাখার অত্যাচারই করেছ? তা নয়। তুমি তাদের মধ্যে অগণিত বন্দীকে নিষ্ঠুর অত্যাচারে জর্জ্জরিত ক'রে, তাদের মধ্যে কতো যে লরেন্সকে পঙ্গু লরেন্সরূপে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে ছেড়ে দিয়েছ, আর কত জনকে যে অন্ধকার আড়ালে শেষ নিশ্বাস ফেলতে দিয়ে, তোমার হাত থেকে মুক্তির আনন্দ দিয়েছ—তার সংখ্যাও তুমি আজ জানো না।

ভগবান করুন—তোমার মত নারী যেন ভারতের শাসন আসনে আর কোনোদিন না বসেন।

ঐ মহিলাটির পিছনে আজও কারা?

ভারতের যাবতীয় সমাজ-বিরোধী ও যেখানে যত কায়েমস্বার্থ-সম্পন্ন গোষ্ঠী এবং একটি বৈদেশিক শক্তি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনযন্ত্রকে পুরো কব্জা ক'রে ফেলেছিল। তারদ্বারা তাদের নিজেদের অবাধ স্বার্থ সাধন হয়েছিল এবং তার বিনিময়ে তারা শ্রীমতী গান্ধীকে সুযোগ দিয়েছিল—এক-ছত্র অধিপত্য স্থাপন করবার; অর্থাৎ একনায়কতন্ত্র বা স্বেচ্ছাচারতন্ত্র চালাবার।

ভারতবর্ষের জনসাধারণ যখন শাসনের আসন থেকে ইন্দিরা গান্ধী তথা কংগ্রেসকে সমূলে উৎপাটিত করল—তখন শ্রীমতী গান্ধীর শোচনীয় অবস্থা দেখে, কায়েমীস্বার্থ গোষ্ঠী প্রভৃতিরা ধারণা করেছিল যে, শ্রীমতী গান্ধীর আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সেজন্য যবনিকার অন্তরাল থেকে কলাকৌশল ক'রে, তাঁকেই আবার তাদের প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা বিফল প্রয়াস হবে ব'লে প্রথমে তারা মনে করেছিল। কারণ সারাদেশে শ্রীমতী গান্ধীর ও তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে যে সার্ব্বজনীন ধিক্কার উঠেছিল—তাতে অচিরে কোনোভাবে এঁদের জন্য ভারতবর্ষের জীবনে যে আর স্থান হবে—তা কারো ধারণা ছিল না। তবে বিচিত্র এদেশ! কিন্তু এদেশ যে এত বিচিত্র তখন তা' কারো ধারণায় ছিল না।

ঐসব কায়েমীস্বার্থ গোষ্ঠীর ভরসা করবার একটা ঠাঁই তখনো ছিল। ইন্দিরা গান্ধীর ওপর সব দোষ চাপিয়ে—তাঁকে কংগ্রেস থেকে সরিয়ে দিয়ে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যদি দেশের মানুষের কাছ থেকে খানিকটা দাঁড়াবার জায়গা পেতে পারেন—তবে দেশের কায়েমী স্বার্থ-গোষ্ঠীর ভরসা করবার মত একটা আশ্রয় হতে পারে। কিন্তু দিনকতক যেতে না যেতেই—রাজনৈতিক নানা পটভূমিকার ভেতর দিয়ে বোঝা গেল—কাজ গ'ড়ে তোলার যোগ্যতার দিক থেকে কংগ্রেসের ঐ নেতারা খুবই নিকৃষ্ট শ্রেণীর। বোঝা গেল—ইন্দিরা গান্ধী নিজের একনায়কত্ব গড়ে তোলার প্রয়োজনেই কোনো যোগ্য লোককে—কোনো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোককে কংগ্রেসে ঠাঁই দেননি।

লোকসভা নির্ব্বাচনে বোঝা গেল—জনতা পার্টির ভেতরেও কায়েমী-স্বার্থ গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ বেশ ভালমতোই ঘটেছে। কিন্তু কায়েমীস্বার্থ গোষ্ঠীরা জনতা পার্টিকে আশ্রয় করতে পারে না। কারণ জনতা পার্টির মধ্যে কায়েমীস্বার্থের অনুপ্রবেশ থাকলেও, তার ফলে জনতা পার্টির নিজস্ব দলীয় কিছু ক্ষতি হতে থাকলেও, জনতা পার্টি ভারতীয় ইতিহাসে যেভাবে শাসনভার গ্রহণ করেছে—তারপক্ষে আর কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে সমগ্র শাসন জীবনটা রূপায়িত করা একেবারে অসম্ভব। তা করতে গেলে ভারতের জনগণ আবার এদেরও বিতাড়িত করবে। জনগণ আর নিষ্ক্রিয় থাকবে না—এটা সকলেই বুঝেছে।

আজ সকলেই বুঝেছে যে দেশের মানুষ গণ-চেতনার দিক থেকে আজও বহু পিছিয়ে থাকলেও, ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনের অত্যাচারে অবিচারে জর্জ্জরিত হয়ে সে এইটুকু জেগেছে যে, দেশে আজ নতুনতর শাসন চাই। সেজন্যই দেশের মানুষ এক নীরব বিপ্লব সংগঠিত করেছে। নীরব বিপ্লবের পরে সারাদেশের জনজীবনে এক নীরব চাহিদা স্বাভাবিক-ভাবেই দেখা দিয়েছে। সে চাহিদা হচ্ছে—নতুনতর শাসন জীবনের চাহিদা। জনগণের দারিদ্র্য দূর করার জন্য কিছু সাক্ষাৎ ব্যবস্থা দ্রুত করা হোক—যাতে জনগণ এখুনি তা উপলব্ধি করতে পারে। এই অধীর চাহিদা আজ সারা ভারতের জনমনে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু ত্রিশ বছর ধ'রে কংগ্রেস দেশের যে শোচনীয় এবং ভয়াবহ অবস্থা ক'রে গেছে—তাতে খুব শীঘ্র উপলব্ধি করার মত এখুনি কিছু করা সম্ভব নয়। তা করা এখুনই সম্ভব না হলেও, বাঞ্ছিত পথে শীঘ্র উপনীত হবার জন্য কাজের পরিকল্পনাগুলো এখনই তার উপযোগী ক'রে গড়ে তুলতে হবে। আর তার সঙ্গে জন-সংযোগটা খুব ভালভাবে রাখতে হবে। আর তার সঙ্গে জনতা পার্টির নিজ সংগঠন, শৃঙ্খলা অটুটভাবে রাখতে হবে।

জনতা পার্টি তার দেশগঠনের কর্ম্ম ব্যবস্থাগুলোকে এখনো সঠিকভাবে গ'ড়ে তুলতে না পারলেও, কায়েমীস্বার্থের পরিবেশ গড়ার দিকে যেতে পারেন না—বা যাচ্ছেন না। কিন্তু তাঁরা কী করতে চান—কী করতে পেরেছেন—তার ফলে কবে গিয়ে কী দাঁড়াবে—এ সবের বিষয়ে জনসংযোগ একেবারে না থাকার ফলে এবং তারসঙ্গে জনচক্ষে জনতা পার্টির দলীয় রূপ ভাঙ্গনের পথে যাচ্ছে মনে হওয়ার ফলে জনজীবন অধীর হয়ে উঠছে—যে এরা কিছুই করছে না। জনগণ আজ বিচার করতে চায় না যে, ইন্দিরা গান্ধীর ভয়াবহ শাসনের অবসান ক'রে, আজ উন্নততর শাসনের পথ ধরা হয়েছে কিনা। জনগণ চায়—এখুনি আর্থিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন করা হোক—না যদি হয়—তবে এই সরকারকেও চাই না। ভেবে দেখতে চায় না যে, তাহলে আবার জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেওয়া হবে।

এই অবস্থাটা বুঝে শ্রীমতী গান্ধী পূর্ণ সুযোগ নিতে নেমেছেন। অপর কোনো কংগ্রেসী নেতাদের দ্বারা—ইনি ছাড়া অপর কোনো গোষ্ঠীর দ্বারা কায়েমীস্বার্থকে আজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয় ব'লে দেশের বিশাল বিশাল ধনিক, বণিক গোষ্ঠী আবার ইন্দিরাজীকে ধরেছেন। পিছনে রসদ যোগাচ্ছেন।

তাই সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনগুলিতে ইন্দিরার নেতৃত্বে কংগ্রেসের জয় হোল। নির্বাচনের পরই রাতারাতি জনতা পার্টি কিছু ক'রে ফেলতে পারলো না কেন—জনমনে আজ এই বিক্ষোভ। তার ওপর জনতা পার্টির মধ্যে বিশৃঙ্খলা জনমনকে আরো ঠেলে দিয়েছে। তার ওপর কায়েমীস্বার্থের গোপন কালো হাত। তাই আজ জনতাপার্টির এই বিপর্য্যয়। বিচার ক'রে দেখার অবকাশ জনতার নেই। বিগত লোকসভা নির্ব্বাচনে জনতা নিজের বিশাল ক্ষমতা উপলব্ধি করেছে। এখুনি কিছু হচ্ছে না দেখলেই সে ক্ষমতা-সীনকে তাড়াবে—এই জনতার মনোভাব।

জনতা পার্টি ও দেশের মানুষের সামনে আজ কাজ—দেশের জনচেতনা জাগ্রত করা। শাসন পরিচালনার পাশে এটা মস্ত বড়ো কাজ। তারসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ জন-অভিযোগগুলির প্রতি দ্রুত লক্ষ্য দেওয়া। জনতা পার্টির বাইরের সারা দেশের অপর দল বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একাজে সাহায্য নেওয়া—যারা রাজনৈতিক মতলবে জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টকে হেয় করতে চাইছেন না। কারণ জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টের ঘর আজ খুব ভালভাবে সংগঠিত না হলেও—এঁরাই আজ কায়েমীস্বার্থের প্রতিকূলে অগ্রসর হতে বাধ্য—ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক কারণে।

জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টকে আজ ব্যাপক জন সংযোগের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। তা না ক'রে যদি এঁরা 'দল' 'দল' ক'রে ও দলাদলি ক'রে অস্থির হন তবে অবশেষে এঁদের নিজেদেরও যেতে হবে—এঁদের পিছনে যতই রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাক। সুতরাং উপযুক্ত শাসন-জীবন গড়ে তোলার সঙ্গে দ্রুত জনচেতনা গ'ড়ে তোলার কাজই আজ সবচেয়ে বড়ো কাজ।

চিঠিপত্র

পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টারী

প্রিয় মহাশয়,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টারীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পূর্ব্ব সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১০৬৩ সালে। বর্তমান সংস্করণ মুদ্রণের জন্য রাজ্য সরকার অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করেছেন।

এই ডাইরেক্টারীতে সমস্ত ধরণের গ্রন্থাগারের যাবতীয় তথ্যাদি প্রকাশিত হবে। এই ডিরেক্টারী বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, প্রকাশক ও পরিকল্পনাবিদদের প্রভূত প্রয়োজনে আসবে। বিভিন্ন সংস্থাসমূহকে তাদের গ্রন্থাগারগুলির জন্য প্রশ্নাবলী সংগ্রহের জন্য (২৫ পয়সার ডাকটিকিট সংযুক্ত বড় খাম) পরিষদের নিম্নঠিকানায় চিঠি লিখে সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আহ্বায়ক
পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টারী কমিটি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি ১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা—১৪

ইতি
অরুণ কুমার রায়
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
কলিকাতা—১৪

বাবুইজোড় গ্রামে অগ্নিকাণ্ড

পুঞ্চা থানার অন্তর্গত বাবুইজোড় গ্রামের ৫টী পরিবারের ১৪ই বৈশাখ রাত্রি ৩।৪টার সময় হঠাৎ ১১টা ঘর আগুন লেগে পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়াছে। নিম্নে তাদের তালিকা দেওয়া হচ্ছে, তারা পরদিন ১৫ই বৈশাখ স্থানীয় এম, এল, এ-কে ও বি, ডি, ও-কে কেন্দা গ্রামে হাতে হাতে সমস্ত খবর দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বি, ডি, ও, বা স্থানীয় এম.এল, এ, কোন তদন্তও করেন নাই। ৫।৩ দিন পরে প্রাপ্তদের ও অপ্রাপ্তদের ২ কেজি ও ৪ কেজি দিয়েছেন। আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা হইল নাই। লোকসেবক সংঘের কর্ম্মীদের তরফ থেকে মাহিন্দী মাহাতকে ১০ টাকা সাহায্য করা হয়েছে। যাঁদের ঘর পুড়েছে তাদের নাম—১) মাহিন্দী মাহাত, ২) গতি মাহাত, ৩) সৃষ্টিধর মাহাত, ৪) চন্দ্রশেখর মাহাত, ৫) পিতাম্বর মাহাত।

বর্তমানে তাদের গরু, কাড়া, ছাগল, ভেড়া মানুষ জন থাকার ভীষণ বিপদ। গাছের ছায়ায়, লোকের ঘরের বারান্দায় দিন কাটছে।

এই পরিবারগণের জন্য সরকারী কিছু ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য মুক্তির মাধ্যমে অনুরোধ জানাই। ৯।৫।৭৮

শ্রীনারানচন্দ্র মাহাত
পানিপাথর

পুলিসের নিষ্ক্রিয়তায় চারিদিকে সন্ত্রাসের রাজত্ব

বিগত ১লা ফাল্গুন রঘুনাথপুর গ্রামে শ্রীআকলু মাহাতর বাড়ীতে রাত্রি আন্দাজ ১টার সময় একদল ডাকাত আক্রমণ করে। আকলু মাহাত, যতীন্দ্রনাথ মাহাত, চমক মাহাত, বংশী মাহাত ও জগন্নাথ মাহাতর যথা সর্ব্বস্ব নিয়ে যায়। আরো দু এক ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামবাসী সমবেত হয়ে ডাকাত-দের তাড়িয়ে দেন। আকলু মাহাত গুরুতরভাবে আহত হন। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। থানায় ডাকাতির ডাইরী করা হয়। পুলিস ২ দিন পরে এসে বলেন যে এটা ডাকাতি নয়—চুরি!

১৫ই ফাল্গুন মধ্যরাত্রির সময় একদল ডাকাত—ফকির মাহাতর বাড়ীতে ঢোকবার চেষ্টা করে। বাড়ীর লোক জানতে পারে। চিৎকার করে। গ্রামবাসীগণ সমবেতভাবে তাদের তাড়া করে। ডাকাতরা পালাতে বাধ্য হয়।

২৪শে ফাল্গুন রঘুনাথপুরের শবর পল্লীতে ডাকাতি হয়। শবর ও লাল শবরের যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে যায়। এখানের শবররা গ্রামের মধ্যে ভাল চাষী। এরা চাষ করে এবং অবসর পেলে নদীতে মাছ ধরে। ভাল রোজগার করে। ডাকাতরা ধান, চাল, মাছ ধরার ৮টী জাল, কাপড় চোপড় সমস্ত নিয়ে যায়। এমনকি মেয়েদের উলঙ্গ করেও কাপড় নেয়। থানায় ডাইরী করা হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পুলিস তদন্তে আসেন নাই। শবররা বলছে যে আমরা ডাকাতদের চিনেছি এবং পুলিসের কাছেও জানিয়েছি। যাহাতে অবিলম্বে তদন্ত পূর্ব্বক ইহার প্রতিবিধান হয় তাহার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইতি—

রঘুনাথপুর গ্রামবাসীবৃন্দ—

সর্বশ্রী শরৎচন্দ্র মাহাত, জটুলাল মাহাত, আকুল চন্দ্র মাহাত, বুদ্ধেশ্বর মাহাত, হংসদেব মাহাত, মহাদেব রায়, প্রভাকর মাহাত, লাল শব্বর, শরৎচন্দ্র মাহাত, কালিপদ মাহাত, গোবিন্দ চন্দ্র মাহাত, বলভদ্র রায়, বিষ্ণুপদ মাহাত, চমক মাহাত।

পাকা রাস্তা চাই

হুড়া থানার অন্তর্গত দলদলী (গেনার মোড়) হইতে যে পাঁচ মাইল কাঁচা রাস্তা করণ্ডি গ্রাম পর্যন্ত গিয়াছে, ঐ রাস্তাতে আমাদের কয়েক অঞ্চলের লোকদের বিশেষ আসা যাওয়ার একটী মাত্র পথ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল যে, আষাঢ় শ্রাবণ বর্ষা মাস গুলিতে আমাদের দলদলী, চাটুমাদার, কেশরগড় অঞ্চলের লোকদের বর্ষার কাদামাটিতে বাস, সাইকেল গরুরগাড়ী এমন কি পায়ে হাঁটা পথিকদের পর্য্যন্ত আসা যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। আমরা এ জন্য সরকারকে আবেদন করি।

১৯৭৫ সালের শেষ দিকে আমাদের রাস্তা পাকা রাস্তা পি, ডবলিউ তে মঞ্জুরী লাভ করে। ও ১৯৭৫ ১৯৭৬ ১৯৭৭ সাল নাগাদ রাস্তার দুই পাশে বড় বড় পাথর ও গুটি পাথর বসানো হয়। তারপর সব চুপচাপ থাকে।

গত বিধান সভা নির্ব্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী শ্রীঅম্বরীশ মুখার্জ্জী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমাকে আপনারা নির্ব্বাচনে জয়ী করালে ১৯৭৮সালেই আমি আপনাদের এই কাঁচা রাস্তা পাকা করে দোব।

আমরা তাই কংগ্রেস এম, এল, একে নির্ব্বাচনে পরাস্ত করে শ্রীঅম্বরিশ মুখার্জ্জীকে নির্ব্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী করাই। কিন্তু দেখা গেল মুখার্জ্জী জয়ী হওয়া আমাদের এই কেন্দ্রে দেড় বৎসর হতে চললো কিন্তু তিনি পূর্ব্বেকার প্রতিশ্রুতি কিছু সফল করলেন না।

তাই আমাদের রাজ্যের বামফ্রন্ট সদাশয় পঃ বঃ সরকারের কাছে অনুরোধ যেন আমাদের এই রাস্তাটি অবিলম্বে পাকা হয়। তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমরা আমাদের তিন অঞ্চলের লোকেরা অনুরোধ জানাচ্ছি।

(১) মুজিবর রহমান আনসারী, (২) যমুনা প্রসাদ মাহাত, (৩) ফকীর মাহাত, (৪) সন্তোষ কুমার মাহাত, (৫) জামাল উদ্দিন আনসারী (৭) জাকির হোসেন আনসারী, (৭) আবদুল লতিফ আনসারী ও আরো ১৭ জন।

রবার ষ্ট্যাম্পের অর্ডার

মুক্তি প্রেসের কর্ম্মী শ্রীমহাবীর বাউরী "রবার ষ্ট্যাম্পের" কাজ করেন। কারো অর্ডার থাকলে মুক্তি প্রেসে যোগাযোগ করুন।

স্থানীয় সংবাদ

বান্দোয়ান সত্যাগ্রহ সংবাদ

২২শে মে, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার বান্দোয়ানে সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহের ব্যাপারে খুবই সাড়া দেখা দিয়েছে। সংলগ্ন থানাগুলির কর্মীরা প্রথমে যোগদানের জন্য ব্যগ্র। সারা জেলার সংঘ কর্মীরা তৈরী হচ্ছেন। লোক-সেবক সংঘের পরিচালিকা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ ২১শে মে বান্দোয়ান রওনা হবেন। এই ব্যাপারে সরকারের সম্পূর্ণ নীরবতায় পুরুলিয়া সহরে ও জেলায় সর্ব্বত্র মানুষ আশ্চর্য্যান্বিত এবং দুঃখিত।

মুক্তি প্রেস ও মুক্তির সংবাদ

পুরুলিয়া সহরে ১০টি প্রেসে বিগত ৩রা মে থেকে ১৩ই মে পর্য্যন্ত ১১ দিন ধরে সকাল থেকে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের ব্যালট পেপার ছাপা হয়েছে। পরে ৪টি প্রেসে ১৮ই তারিখ পর্য্যন্ত ব্যালট-পত্র ছাপানো হয়েছে। মুক্তি প্রেস তাদের মধ্যে একটি। সেই কারণে ৮ই মে সোমবার মুক্তি বন্ধ রাখতে হয়েছিল। ঐ কাজের ভীড়ের মধ্যেই ১৫ই মে সোমবার তারিখে মুক্তি যথারীতি প্রকাশ করা হয়েছে। এবারের মুক্তি ঐ অবস্থার মধ্যে বেরুল।

বন কর্ম্মচারীদের আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গ সাব অর্ডিনেট ফরেষ্ট সার্ভিস এসোশিয়েসন পুরুলিয়া জেলা শাখার সম্পাদক জানাচ্ছেন যে এই সংস্থার উদ্যোগে বিভাগীয় বনাধিকারিকগণের অফিসের সামনে ১৫-৫-৭৫ তাং ৫ ঘণ্টা ব্যাপী বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে প্রতীক অবস্থান ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। অবস্থানের উদ্বোধন করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীপ্রদীপ নাগ। শ্রীনাগ তাঁর ভাষণে বামফ্রন্ট সরকারের কর্ম্মচারী-স্বার্থ ও জনস্বার্থ রক্ষা করার নীতির বিশ্লেষণ করে এক শ্রেণীর আমলা চক্রের প্রতিক্রিয়া-শীল মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন এবং দুর্নীতি মুক্ত সৎ প্রশাসন গড়ে তোলার পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠন ও কর্ম্মচারীদের ভূমিকার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেন। সমিতির পক্ষ থেকে জেলা সম্পাদক শ্রীবিমলেন্দু বাগচী মাষ্টাররোলে নিযুক্ত কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরী ও অনুদান, বাড়ীভাড়া, পানীয় জলের সুব্যবস্থা ইত্যাদি ন্যায্য দাবীগুলির প্রাপ্তিতে কর্তৃপক্ষের টালবাহানার ও দীর্ঘসূত্রিতার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন রাখেন। এর পর বিভিন্ন বক্তা বামফ্রন্ট সরকারের জনদরদী নীতিকে হেয় করার চক্রান্তকে পর্যুদস্ত করার জন্য সংগঠনগত-ভাবে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান রাখেন। ও গণঅবস্থানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ইতি

Wanted

(এই বিজ্ঞাপনটি গত সংখ্যায় দেওয়া হয়েছিল। ভুল থাকায় এবারে আবার সংশোধিত আকারে বিজ্ঞাপনটি যাচ্ছে)

Wanted for Santamayee Girls' High School, Purulia, the following Lady teachers on the prescribed scale of Pass Graduates. Higher quaiified candidates willing to serve on the pass graduate scale may also apply.

a) One graduate Physical trained teacher in a permanent vacancy.

b) One B. Sc. B. T. (pure science) capable to teach Physical Science and Mathematics in top Classes and Life Science upto Class VIII in a permanent vacancy.

Application along with copies of Mark-Sheets Diplomas and testimonials should reach to the Secretary before 30-5-78. Secretary

Santamayee Girls' High School, Purulia,

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প—কির্লোস্কার পাম্প

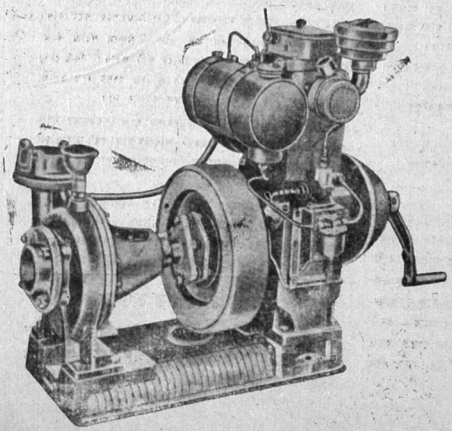

অন্য সব পাম্পের চেয়ে দাম বেশী। তবুও সারা ভারতজুড়ে এর দারুণ চাহিদা। কারণ কম দামী বাজে পাম্প কিনে আজীবন কষ্ট পাবেন। আর কিছু বেশী খরচ ক'রে একবার কির্লোস্কার পাম্প কনতে পারলে বহু বছর ধরে এই পাম্প শ্রেষ্ঠ সেবা দেবে।

• • • •

যাঁরা সরকারী ঋণ বা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে পাম্প কনতে চান তাঁরা কির্লোস্কার পাম্প যদি কিনতে চান তবে ব্যাঙ্কে বা সরকারে দাবী জানান কর্লোস্কার পাম্প চাই। তাঁরা তা অনুমোদন করতে বাধ্য। লোকব্রতীতে এই পাম্প পাবেন।

• • • •

বর্ত্তমানে দাম কমলো। এখন দাম ৪৮০০৲। ব্যাঙ্ক ও সরকার এই দাম অনুমোদন করেছেন।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা | সোমবার, ২৯শে মে, ১৯৭৮ ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

স্বৈরতন্ত্রে দিয়েছি লড়াই
গণতন্ত্রকে বাঁচাতে।
চাইনি আমরা নূতন শাসন
চলবে পুরোনো ধাঁচাতে॥

• • •

পুরোনো চালাকি আসছে কি ফিরে
নব-চালাকির সাজে?
জনতার চোখে এ নূতনও ফের
হবে কি পুরোনো বাজে??

বান্দোয়ানে লোকসেবক সংঘের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ সুরু

ধরপাকড়ের সাহস সরকার করেনি: বান্দোয়ানে বিরাট জনসভা: সত্যাগ্রহে সংঘের পরিচালিকা শ্রীযুক্ত লাবণ্যপ্রভা ঘোষের যোগদান

ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিশাল সমাবেশ

বান্দোয়ানের আশপাশের গ্রামগুলি থেকে প্রথম দিনের সত্যাগ্রহী জল আসবার কথা ছিল এবং ২৪টা—৩টের সময় গ্রাম থেকে রওনা হবার কথা ছিল। কিন্তু বেলা ২৪টার সময় দারুন ঝড় ও জল দেখা দিল। ১ঘণ্টা ধরে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি। ঐ ঝড়ে বহু ঘরের চাল উড়ে গেল। দেওয়াল পড়ে গরু মারা গেল। বহু গাছ, বড় বড় ডাল ভেঙ্গে পড়ে গেল। এই জল ঝড়ের কারণে কিছু মহিলা সত্যাগ্রহীদের আসা হোল না। এবং সত্যা

[৮ম পাতার দেখুন]

বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বান্দোয়ানের জনসাধারণের আবেদন

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় পশ্চিম বঙ্গ সরকার সমীপেষু

মহাশয়,

পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত বান্দোয়ান থানার বান্দোয়ান গ্রাম নিবাসী নিম্নস্বাক্ষরকারী আমাদের নিবেদন এই যে, বান্দোয়ান থানা ও পার্শ্ববর্ত্তী জামতোড়িয়া থানা—আদিবাসী অধ্যুষিত এই এলাকায় ৩০ মাইল সীমার মধ্যে কোথায়ও একটিও বালিকা বিদ্যালয় নাই। এই বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য বিগত যুক্তফ্রন্ট আমলের পঞ্চায়েত মন্ত্রী ৺বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের প্রচেষ্টায় বান্দোয়ান গ্রামের জিলা পরিষদের সরকারী কোয়াটার সহ জমি (১.১৬ ডেসিমেল) দানপত্র করিয়া বালিকা বিদ্যালয়কে দেওয়া হয়। বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য বিভিন্ন লোক লইয়া একটি সর্ব-দলীয় কমিটিও গঠন করা হয়। জিলা পরিষদের কোয়াটারটি শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সরকার নামক এক মহিলা। সরকারী ডাক্তার ৺পরিমল সরকারের স্ত্রী দীর্ঘদিন বেদখল করিয়া আছেন। কমিটি ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে বালিকা বিদ্যালয়ের স্বার্থে জনকল্যা-ণের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বারংবার লিখিত ও মৌখিকভাবে কোয়া-টারটি ছাড়িয়া দিতে বলা হয়। কিন্তু তিনি কোন অবস্থাতেই তাহা ছাড়িয়া দিতে রাজী নহেন। এই মহিলাকে বে-আইনী জবরদখলে সর্বপ্রকার সাহায্য ও উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন—বান্দোয়ানের শ্রীকালীশঙ্কর ব্যানার্জ্জী নামে একজন কংগ্রেসী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি যিনি নিজেও বালিকা বিদ্যালয়ের জমি বেদখল করিয়া আছেন। ঐ মহিলা যখন কোন অবস্থাতেই কোয়ার্টার ছাড়িতে রাজী নহেন তখন জনস্বার্থ রক্ষার জন্য লোক সেবক সংঘ অগ্রণী হইয়া গত ২১শে মে হইতে বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সত্যাগ্রহ শুরু করেন। এই সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন লোক সেবক সংঘের পরিচালিকা সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়া অশীতিপর বয়স্কা বৃদ্ধা শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ। সত্যাগ্রহ লাগাতার চলিতেছে।

কিন্তু আমরা অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ এই কারণে যে, পুলিশ ও প্রশাসন আইনের অজুহাতে এই মহিলাকে সম্পূর্ণরূপে এই বেআইনী দখলের কাজে সহায়তা প্রদান করিতেছেন। যে পুলিশ ও প্রশাসন অতি সহজেই ইহার মীমাংসা করিতে পারিত তাহা না করিয়া তাহারা জনস্বার্থ বিপর্য্যস্ত করিতেছেন। আমরা বিশ্বাস করি বালিকা বিদ্যালয়ের স্বার্থ ব্যতীত লোকসেবক সংঘের এই সত্যাগ্রহের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই।

(৪র্থ পাতায় দেখুন)

গত: রেজি: নং—২৯৬৭০ স্থাপিত—১৯৭৪ সাল

উদয়ন ক্রেডিট

এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট (কোঃ প্রাঃ) লিঃ

রেজিঃ অফিস	সিটি অফিস
২, ওল্ড কোর্ট লেন	২, চার্চ লেন
শ্রীরামপুর, হুগলী	কলিকাতা—৭০০০০১

উদয়ন এর মাধ্যমে স্বল্প সঞ্চয় করুন।
"বিনা ব্যয়ে মৃত্যু বীমার সুযোগ নিন"
উদয়ন টিমে যোগ দিয়া আপনার ভবিষ্যত গড়ে তুলুন।

স্থানীয় এজেণ্ট	২) প্রতিমা বর্ধন
১) জ্যোৎস্না রাণী ধর	C/o শ্যামশঙ্কর বর্ধন
C/o পুলক চন্দ্র ধর	গাড়ীখানা (বরাকর রোড)
মুনসেফডাঙ্গা রেষ্ট হাউস	

পুরুলিয়া

বান্দোয়ানে সত্যাগ্রহ আরম্ভ : বামফ্রণ্টের অদ্ভুত আচরণ

লোক সেবক সংঘের কর্ম্মধারা বানচাল করতে ইন্দিরা কংগ্রেসীদের সঙ্গে যুক্ত !

জবর দখলকারী – উপদ্রবকারীদের উপদ্রবের সঙ্গে সরকার যুক্ত হওয়ায় সত্যাগ্রহের কর্ম্মধারায় নুতন পরিস্থিতি

সত্যাগ্রহের আরম্ভ : বিশাল সমাবেশ

বিগত ২২শে মে, সোমবার বান্দোয়ানে পূর্ব্ব ঘোষণা মত, বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ বেদখল করার বিরুদ্ধে—এ সম্পর্কে সমাজ-বিরোধীদের কাজে বামফ্রণ্ট সরকারের নগ্ন সহযোগিতাদানের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। সংঘের তিন হাজার কর্ম্মী মিছিল ও ধ্বনি সহকারে বহু পোষ্টার, পতাকা, ফেষ্টুন প্রভৃতি সহ বান্দোয়ানে সমবেত হন। ৫টার সময় একদিকে বেদখল করা স্কুল ঘরের সামনে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। অন্যদিকে পার্শ্ববর্ত্তী ময়দানে বিরাট জনসভা হয়। কংগ্রেসী আমলের মত ক্ষমতাসীন বামফ্রণ্ট দলের কর্ম্মীরা, সংঘের জনসভা পণ্ড করার উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে লোককে নিরস্ত করতে নানাভীতি প্রদর্শন করেন। বলেন গুলি চলবে—লাঠী চলবে কেউ যেয়ো না। তা' সত্ত্বেও—ঝড় বাদল সত্ত্বেও, সভা ভরে যায়। হাজার চার পাঁচ লোকের জনতা হয়। নানা কারণে এই সত্যাগ্রহে জনগণের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

সত্যাগ্রহের রূপ ও সরকারী বাহাদুরির দৌড়

প্রচারপত্রে ঘোষণা হয়েছিল বেআইনীভাবে দখল করা স্কুল ঘরের সামনে অবস্থান সত্যাগ্রহ হবে—সম্পূর্ণ অহিংসভাবে তথা শান্তিপূর্ণভাবে। এস, ডি, ও (সাউথ) বান্দোয়ানের পুলিসের কথা তুলে, ভয় দেখানোর মত আমাকে বলেছিলেন—গত ২৬শে জানুয়ারী আপনাদের কর্ম্মীরা উপদ্রবকারী ব'লে ধারণা করা হয়েছে—সেজন্য পুণরায় বান্দোয়ানে আপনাদের সমাবেশ হ'লে ১৪৪ জারী করা হতে পারে। জবাবে আমরা বলেছিলাম ১৪৪ ধারা জারী করুন—তাকে শেষ করে দেওয়া হবে। ধরপাকড় হবে শুনে কর্ম্মীদের মধ্যে দারুণ সাড়া পড়ে। বারণ করা সত্ত্বেও, সত্যাগ্রহের দিন বিভিন্ন থানা থেকে বহু কর্ম্মী ছুটে আসেন। বান্দোয়ান থানায়, জামতোড়িয়া অঞ্চলে সংঘ কর্ম্মীদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। সত্যাগ্রহের এই ব্যাপক প্রস্তুতি দেখে—হুমকী হুমকীতেই রয়ে গেল।

ধরপাকড়ে আর সাহস হোল না—কিন্তু এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল

ধরপাকড়ে আর সাহস হোল না। তাতে সরকারের পক্ষ থেকে স্বীকার ক'রে নেওয়া হল—সত্যাগ্রহীদের কাছ থেকে—সংঘ কর্ম্মীদের কাছ থেকে অশান্তির কোনো আশঙ্কা নেই। তা সত্ত্বেও—অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা—বেআইনী জবর দখলকারী মহিলাটিকে রক্ষা করতে—বেআইনীভাবে দখল করা স্কুল ঘর পাহারা দিতে—বামফ্রণ্ট সরকার বন্দুকধারী, লাঠীধারী এক গাদা পুলিস মোতায়েম করলেন। কোনো অশান্তির ভয়ে নয়—বামফ্রণ্টের দিক থেকে এক বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য—সেই কথা পরে দুঃখের সঙ্গে আলোচনা করছি।

বিরাট জনসভা ও সমবেত জনমত

ঐ জনসভায় আমি দুঘণ্টা ধ'রে সমস্ত বিষয় আলোচনা করি। বান্দোয়ানের এই ব্যাপারটাকে উপলক্ষ্য ক'রে, একটা বিশেষ মতলবে, বামফ্রণ্ট শাসন ও কর্ম্মীরা যে সমস্ত নগ্ন দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ ও অন্যায় কাজ সমূহ করেন—তা সমস্ত উল্লেখ ক'রে—জনসমক্ষে আমাদের সমস্ত বক্তব্য প্রমাণিত করি। সত্যাগ্রহের দু একদিন পূর্ব্বে দুটি সংঘ-বিরোধী প্রচার পত্র বিলি করা হয়। একটি ঐ জুলুমকারী মহিলার পক্ষ থেকে; আর একটি দশজন ইন্দিরা পন্থী যুব কংগ্রেসীর পক্ষ থেকে। আমি ঐ জনসভায় ঐ প্রচারপত্র দুটির প্রত্যেকটি বিষয় যে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত তা প্রমাণ করি। (এই জনসভায় প্রদত্ত আমার ভাষণ বিস্তারিতভাবে মুক্তিতে প্রকাশিত হবে)।

সংঘের সমস্ত বক্তব্য সকলের দ্বারা সমর্থিত

ঐ জনসভায় বামফ্রণ্টের শরিক দলগুলির স্থানীয় কর্ম্মকর্তারা ও দু' কংগ্রেসের অনুগামীরা এবং জবরদখলকারী মহিলার পৃষ্ঠপোষকরা সবাই উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সকলকে আমি বার বার আহ্বান করেছি—আমার কথার একটা অক্ষরের যদি প্রতিবাদ করার কারো সাধ্য থাকে—তবে এগিয়ে আসতে। ঐ শান্তিপূর্ণ নীরব নিস্তব্ধ বিশাল জনসভায় একজনও কারো সাহস হোল না—একটা কথা বলতে। কারণ বলবার কিছু ছিল না।

সত্য উদ্ঘাটনে সকলের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ

সমস্ত জিনিষটা উদ্ঘাটিত হওয়ায়; নগ্ন সত্য প্রকাশিত হওয়ায়—সমবেত নিরপেক্ষ সমস্ত জনসাধারণ ঐ সমস্ত চক্রান্তকারীদের এবং ঐ সব চক্রান্তকারীদের চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত বামফ্রণ্ট সরকারের নানাবিধ অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য দারুণ ভাবে বিক্ষুব্ধ হন। এই জনসভার পরদিনই বান্দোয়ান বাজারের অগনিত নরনারী (ঐ সব চক্রান্তে যুক্ত লোকেরা ছাড়া; দলমত নির্ব্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর মানুষ) ঐ চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে এবং পুলিস ও প্রশাসনের অন্যায় কাজ সমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং বেদখল করা ঘর ও জমি থেকে জবর দখলকারীদের অবিলম্বে উচ্ছেদ করার আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি লিখিত এক প্রচারপত্রে সই দিতে থাকেন।

সত্যাগ্রহের যে দুটি উদ্দেশ্য ছিল

সত্যাগ্রহের দুটি উদ্দেশ্য ছিল। শান্তি ভঙ্গের অজুহাত তুলে সরকার ১৪৪ জারী করলে, দলে দলে হাজারে হাজারে গ্রেপ্তার হলে; যে জনমত সৃষ্টি হবে—সেই জনমতের চাপে গণতান্ত্রিক বামফ্রণ্ট সরকার স্কুলের ব্যাপারে তাঁর দিক থেকে যে ন্যায়সঙ্গত সহযোগিতা দেওয়া দরকার ছিল জনস্বার্থে তা' দিতে বাধ্য হবেন। আর যদি শান্তি ভঙ্গ হবার মিথ্যে অজুহাত তোলার মনোবৃত্তি না থাকে তবে নিশ্চয় সরকার স্বীকার করবেন যে, লোকসেবক সংঘ যখন দায়িত্ব নিয়ে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করতে যাচ্ছেন তখন তা কখনো অবাঞ্ছিত হতে পারে না। এই ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহের প্রতি কোনো ভাবে সরকারী বাধা সৃষ্টি করা হবে না। এবং বাঞ্ছিত সত্যাগ্রহের ভেতর দিয়ে ঐ সাংঘাতিক সমাজ-বিরোধী কংগ্রেসী মহিলার প্রতি নৈতিক চাপ বা জনশক্তির চাপ সৃষ্টি ক'রে, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা হলে সরকার খুসীই হবেন—একথা আমরা ভেবে ছিলাম। এবং এর ফলে, পুলিস ও শাসনের সহায়তা না পেয়ে জনমতের সম্মুখীন হয়ে ঐ মহিলা শীগ্রই ঘর ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন আমরা ভেবেছিলাম। ঐ পরিকল্পনা নিয়েই আমরা সত্যাগ্রহ সুরু করি।

কিন্তু সরকার এক অদ্ভুত পন্থা নিলেন

কিন্তু ঐ দু রকমের কর্ম্মধারার একটিও গ্রহণ না ক'রে, সত্যাগ্রহের ব্যাপারে বামফ্রণ্ট সরকার নূতনতর এক রাস্তা নিলেন—যা কদর্য্য; নগ্ন এবং বিসদৃশ। অবস্থান সত্যাগ্রহ শুরু হোল জবর দখল করা স্কুল ঘরের পাশে—ক্রমাগত জনদাবী, জনমত শোনাবার জন্য। কিন্তু ঐ মহিলাটি জনমতের ভয়ে পালিয়ে না যান—তারজন্য সাহস দিতে, বন্দুকধারী লাঠীধারী এক গাদা পুলিস মোতায়েম করে দিলেন সরকার—সত্যাগ্রহীদের ও তাঁর জবর দখল করা ঘরের মাঝখানে।

ঐ মহিলা সরে যেতে চেয়েছিলেন তাঁকে ঐ ঘরে থাকতে বাধ্য করা হল

এ কথাও আজ প্রমাণ করার মত তথ্যাদি রয়েছে যে, ঐ মহিলাটি জন বিক্ষোভ দেখে সরে যেতে চাইছিলেন—তবে অন্যান্য সমাজ বিরোধী কংগ্রেসীদের প্ররোচনায় উঠতে ইতস্ততঃ করছিলেন। ইত্যবসরে সব ব্যাপার দেখে, বিশেষ উদ্দেশ্যে, বামফ্রণ্ট সরকার এ ব্যাপারে নাক গলালেন এবং মহিলাটিকে ঘর দখল ক'রে রাখতে সাহস দিলেন এবং আবার জন বিক্ষোভ হলে উপযুক্ত সাহায্য দেবার ভরসাও দিলেন। সরকারের ঐ বিশেষভাবে মহিলাটির মতি পরিবর্তন করানোর ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে প্রামাণিত হয়েছে—এর আগে ও পরে কতকগুলি নগ্ন বিসদৃশ সরকারী

(৫ম পাতায় দেখুন)

মুক্তি

১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫, সোমবার

নিজেদের মধ্যে লড়াই বন্ধ করুন !!

আপনারা প্রথমে নিশ্চয়ই একটা কথা জিজ্ঞেস করবেন যে, কাকে উদ্দেশ্য ক'রে আমরা এই আবেদন জানাচ্ছি যে, আপনারা নিজেদের মধ্যে লড়াই বন্ধ করুন? তারপরেই আপনারা জিজ্ঞেস করবেন—লড়াইটা কিসের লড়াই?

যাঁদের লক্ষ্য ক'রে বলছি যে, নিজেদের মধ্যে লড়াই বন্ধ করুন—তাঁরা দেশের সংগ্রামী দল। তাঁরা কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন। এবং যুদ্ধে নেমে এই সেনানীরা নিজেদের মধ্যেই আবার যুদ্ধ সুরু ক'রে দিয়েছেন। এ কথা বিশ্বজনবিদিত যে, শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই দিতে মাঠে নেমে, যদি সৈনিকেরা নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনী সুরু করে দেন—তবে শত্রু পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি, সংহতি ও অবকাশ থাকবে কোথায়?

আজকে আমাদের ভারতবর্ষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেসের পতাকাতলে জোটবদ্ধ যে কায়েমী স্বার্থ অবাধ উপদ্রব সুরু করেছিল—সেই কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই দিতে এগিয়ে এসেছেন—জনতাপার্টি ও বামফ্রণ্ট। কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই দেবার মধ্যে এঁরা আবার নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে আরম্ভ করেছেন। নিজেদের মধ্যে লড়াইএর অর্থ কী? অর্থ হচ্ছে জনতা পার্টি ও বামফ্রণ্টে লড়াই। জনতা পার্টির নিজেদের মধ্যে লড়াই। বামফ্রণ্টের নিজেদের মধ্যে লড়াই।

এই আত্ম-কলহের কারণটা কি? সেই পুরোনো রোগ। যে-ক্ষমতা হাতে এসেছে—দলের হাতে এবং ব্যক্তির হাতে—তাকে কীভাবে বাড়ানো যায়—কীভাবে কায়েম করা যায়। অন্যভাবে সেই কায়েমী স্বার্থের রোগ।

সম্প্রতি বামফ্রণ্ট তীব্র ভাষায় জনতা পার্টিকে আক্রমণ করেছেন। সম্প্রতি কয়েকটি নির্ব্বাচনে জনতা পার্টির পরাজয়ের কারণ হিসাবে তাঁরা বলছেন যে, ঐ অবস্থা ঘটেছে—জনতা পার্টির আত্ম-কলহের ফলে। তাঁর সঙ্গে তাঁরা জনতা পার্টিকে তীব্র নিন্দা করে বলেছেন যে, জনতা পার্টি তার লক্ষ্য ভুলে, দেশের কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে শাসন চালাতে আরম্ভ করেছেন।

যে-বামফ্রণ্ট জনতা পার্টিকে ভর্ৎসনা করছেন যে, জনতা পার্টির মধ্যে আত্ম-কলহের ফলে দেশ বিভ্রান্ত হচ্ছে—সেই বামফ্রণ্টের মধ্যে আবার দেখা যাচ্ছে—দারুণ আত্ম-কলহ। এবং এই আত্মকলহ প্রকট হয়ে উঠেছে—পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে। বামফ্রণ্টের তিন শরিক আজ রাজ্য শাসনে ঐক্যবদ্ধ। অথচ এঁরাই আবার সামান্য পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে আসন ভাগাভাগীতে, একমত হতে পারলেন না। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আজ তিন শরিকের লড়াই সুরু হয়েছে।

কংগ্রেস আমলে যে-রোগ ছিল এবং যে-রোগের ফলে বিশাল কংগ্রেস ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, সেই রোগই আবার জনতা পার্টি ও বামফ্রণ্টের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। আত্মকলহ হচ্ছে—দলগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে। কে কত ক্ষমতা পেতে পারেন। ক্ষমতার লোভে যাঁরা আত্মকলহ করেন তাঁরা যিনিই হোন—কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াইকারীই হোন আর না হন—তাঁরা যদি নিজের দলের জন্য বা ব্যক্তির জন্য সুবিধে, ক্ষমতা ও স্বার্থের সন্ধানে থাকেন—তাহলে তাঁদেরও আবার কায়েমী স্বার্থের হাতে পড়তে বাধ্য হতে হবে। তার লক্ষণও চারিদিকে দেখা যাচ্ছে। সেজন্য জনতা পার্টি ও বামফ্রণ্ট যদি সাবধান না হন—তবে কোথাকার জল কোথায় যে গড়াবে কে জানে।

আজ একথা আমরা নিশ্চয়ই বলব যে, শ্রীমতী গান্ধী ও কংগ্রেসের মূল ও একমাত্র লক্ষ্য যেমন ছিল—দেশের কায়েমী স্বার্থের জন্য সর্ব্বাঙ্গীন লুঠের ক্ষেত্র তৈরী ক'রে দেওয়া; আজ জনতা পার্টি ও বামফ্রণ্টের লক্ষ্য কখনই তা নয়। দলগত গঠন ও ঐতিহাসিক বিবর্তন দুটোর দৃষ্টিতেই তা হতে পারে না। তবে মূল লক্ষ্য তা না হলেও, এঁরা সাময়িক সুবিধের জন্য কায়েমী স্বার্থবাদীদের সাহায্য নিয়ে, প্রকারান্তরে দেশের সংগ্রামকে দুর্ব্বল করছেন—একথা জনতা পার্টি ও বামফ্রণ্ট—কারো পক্ষ থেকেই অস্বীকার করার ক্ষমতা নেই। জনতা পার্টির বা বামফ্রণ্টের নেতা বা কর্ম্মী—কারো যদি এ বিষয়ে আপত্তি করার থাকে—তা হলে আমাদের তাঁরা জানান। আমরা আমাদের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করবো।

এই অবস্থার মধ্যে বামফ্রণ্ট জনতা পার্টির বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। তাঁরা বলছেন—জনতা পার্টি আজ কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে সমস্ত পরিকল্পনা রচনা করতে অগ্রসর হয়েছেন। জনতা পার্টির প্রতি এই মনোভাব আরোপ করা—এবং প্রকাশ্যে এই অভিযোগ আনা—বামফ্রণ্টের দিক থেকে আদৌ উচিত হয় নি—দুটি কারণে। প্রথম কারণ সত্যের দিক থেকে—দ্বিতীয় কারণ সংগ্রাম কৌশলের দিক থেকে।

কংগ্রেস দেশে যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি ক'রে গেছে—নানা দিক দিয়ে—তার মধ্যে এবং বিশাল এই ভারতবর্ষের জীবনে—এক বছরের মধ্যে কায়েমী স্বার্থের ক্ষেত্রকে রুদ্ধ ক'রে ফেলা বা আমূল পরিবর্তনের ব্যবস্থা করে ফেলা কারো সম্ভব নয়। বামফ্রণ্ট যেমন জনতা পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন—এঁরা কায়েমী স্বার্থকে সাহায্য দিতে অগ্রসর হয়েছেন তেমনি আজ বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে ঐ একই অভিযোগ সর্ব্বত্র দেখা দিয়েছে। কোন্ ভাবে কী দেখে লোকে একথা ভাবছেন তাও আমরা আলোচনা করতে নিশ্চয়ই পারি। তবে আমরা বলব যে, যাঁরা ঐ অভিযোগ করছেন—বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে তাঁদের ঐ অভিযোগ সত্য নয়—যেমন জনতা পার্টির বিরুদ্ধে বামফ্রণ্টের ঐ অভিযোগ সত্য নয়।

যদিও জনতা পার্টি ও বামফ্রণ্টের মূল লক্ষ্য কয়েমী স্বার্থকে দেশে আবার সংগঠিত ক'রে তোলা কখনই নয়—তবে একথাও ঠিক যে, তাঁদের অনেক কাজের মধ্যে দিয়ে, ভুলভ্রান্তির ফলে, নিজ নিজ দল ও ব্যক্তির ক্ষমতা সংহত করার জন্য ব্যগ্র চেষ্টার ফলে—এঁরা উভয়েই জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতে কায়েমী স্বার্থকে নানাভাবে সাহায্য দিয়ে ফেলছেন। এ সমস্ত ভুলভ্রান্তির কথা বন্ধুভাবে বলা যেতে পারে। কিন্তু সারা দেশের কায়েমী স্বার্থ যেখানে আজও দারুণ সক্রিয়—তার সঙ্গে লড়াই করার আজ যেখানে একমাত্র হাতিয়ার জনতা পার্টি ও বামফ্রণ্ট—সেখানে এঁদের কাউকে কায়েমী স্বার্থের দালাল ব'লে দেশের সামনে হেয় ক'রে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে দেশের সংগ্রামকে দুর্ব্বল করা কখনই উচিত হচ্ছে না।

যে-বামফ্রণ্ট আজ ক্ষমতার আসনে বসেছেন—জনতা পার্টির শক্তি-সাহায্যে—সেই বামফ্রণ্টের আজ মনে রাখা উচিত যে, একনায়কতন্ত্রী—স্বেচ্ছাচারী শ্রীমতী গান্ধী ও কংগ্রেসের বর্ব্বর অত্যাচারের মুখে, বামফ্রণ্টের পক্ষে যখন দেশের সামনে দাঁড়াবার কোনো উপায় ছিল না—তখন এই জনতা পার্টির শক্তি আশ্রয়

ক'রেই এই বামফ্রন্ট দেশে দাঁড়াবার ঠাঁই পেয়েছিলেন এবং এই জনতা পার্টির শক্তি আজকেই দেশ থেকে ইন্দিরাজীর বর্বর শাসন বিতাড়িত করতে জনসাধারণ সক্ষম হয়েছিলেন।

সেজন্য আজ দেশের কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে লড়াই এর পথে অগ্রসর হবার সময়ে, বামফ্রন্টেরও যেমন উচিত নয় জনতা পার্টিকে হেয় করা---তেমনি জনতা পার্টিরও উচিত নয় বামফ্রন্টকে হেয় করা। যদিও জনতা পার্টির পক্ষ থেকে দলগতভাবে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা হয় নি---তবে জনতা পার্টির দু একজন অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি বামফ্রন্ট সরকারকে জনগণের শত্রু বলে ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে লড়াই দিতে বলেছেন। এহেন উক্তিও দূরদর্শিতার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং অবাঞ্ছিত।

জনতা পার্টি ভুলভ্রান্তি কিছু কিছু করেছেন ব'লে তাকে কায়েমী স্বার্থের দালাল ব'লে অভিহিত করলে, বামফ্রন্ট কি মনে করছেন---জনতা পার্টির পরিবর্তে সারা ভারতে এখনই বামফ্রন্টের শাসনের অনুকূলে ক্ষেত্র হয়ে যাবে? এটা নিতান্ত আশার ছলনা নিতান্ত ভুল কথা। সারা ভারতে বামফ্রন্টের সে ক্ষেত্র আজ আদৌ নেই। পরে হ'তে পারে---সে কথা স্বতন্ত্র। দু একটা রাজ্যে শাসন ক্ষমতা লাভ করে---এই বিভ্রান্তি যদি বামফ্রন্টের ঘাঁটে থাকে, তবে অত্যন্ত পরিতাপের কথা হবে।

সেজন্য আজ সকলকে মনে রাখতে হবে যে, শ্রীমতী গান্ধীর একনায়কত্বে যে ভয়াবহ দুর্দিন এসেছিল---এবং সেই ভয়াবহ অত্যাচার, অপমান ও দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তির যে পথ হোল তার কৃতিত্ব মূলতঃ জনতা পার্টির ও তারপরে বামফ্রন্ট জোটের। কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে নবতর ও উন্নততর শক্তির আবির্ভাব আজ যতক্ষণ না হচ্ছে---ততক্ষণ জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ভারতবর্ষের জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজন।

সেজন্য আজ জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টের জোটবদ্ধ ঐক্যের পরিবেশ তৈরী ক'রে, জনতা পার্টি ও বামফ্রন্ট উভয়কেই সর্বাত্মক তথা আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে যেন নিজ নিজ পার্টির মধ্যে আত্ম-কলহ কোনো ভাবে না হয়---এবং উভয়ে যেন যুক্ত শক্তিতে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই দিতে দেশের অপর গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকেও জোটবদ্ধ করেন।

আত্ম-কলহের কারণ হচ্ছে---ক্ষমতা লিপ্সা। দলগত ও ব্যক্তিগত। এই ক্ষমতা লিপ্সা হচ্ছে---কায়েমী স্বার্থের মূলগতরূপ। এই ক্ষমতা লিপ্সার বিরুদ্ধে যাঁরা নিজ দলের মধ্যে সংগ্রাম দিতে পারবেন না---তাঁরা কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধেও লড়াই দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবেন এইটা অবধারিত। এবং আজ নানাভাবে দলীয় প্রভাবের ক্ষেত্রের জন্য চেষ্টা হতে থাকলেও, এই আত্ম-কলহের কারণে সংশ্লিষ্ট দলগুলি অবিলম্বেই আবার দারুণ জন-বিরুপতার সম্মুখীন হবেন---তাও অবধারিত।

সেজন্য জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টের প্রতি আমাদের সানুনয় অনুরোধ যে, তাঁরা এ সম্পর্কে অবিলম্বে সচেতন হোন এবং এই বিপদ কাটিয়ে কঠোর জন্য বদ্ধপরিকর হোন। আমরা অনেকেই যে পরামর্শ দিতে চাই---তা গ্রহণ করতে তাঁরা যেন ইতস্ততঃ ক'রে নিজেদের ভবিষ্যত বিপন্ন না করেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। বামফ্রন্টের শরিকরা অনেকগুলি ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে নেমে গেছেন। জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টেও লড়াই চলছে। ৯ই জুন নির্বাচন। এর মধ্যে নিজেদের মধ্যে বিরোধ থামাবার আর প্রশ্ন নেই। নির্বাচন চুকে যাক। নির্বাচন শেষে বামফ্রন্ট ও জনতা পার্টি ভালভাবে সমস্ত পরিস্থিতি চিন্তা ক'রে দেখুন। নিজেদের ভুল ভ্রান্তি উপলব্ধি করুন এবং নিজেদের মধ্যে সব রকম দলাদলি ও আত্ম-কলহ বন্ধ করে, দেশের নিগৃহীত শোষিত বিশাল জনশক্তিকে ঠিক মতো গড়ে তুলুন এবং কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে উপযুক্ত লড়াই দিন।

বান্দোয়ান বাসীগণের আবেদন---(১ম পাতার পর)

অতএব কারণে আমরা বান্দোয়ানের সর্বশ্রেণীর মানুষ এই বিষয়ে অবিলম্বে আপনার হস্তক্ষেপের প্রয়োজনবোধ করিতেছি। আশা করি আপনি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বামফ্রন্ট সরকারের গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খা পূর্ণ করিবেন। ২৫।৫।৭৮

নিবেদক---

গোউরচন্দ্র মাহাত	বড় কালিদদ মাহাত
ধীরেন্দ্রনাথ নাগ	গুরুপদ হালদার
বনমালী মাহাত	অদ্বৈত চন্দ্র নাগ
শক্তিপদ হালদার	রামপদ নাগ
শিবপদ মাহাত	সুবোধ মাহাত
পূর্ণচন্দ্র দাস	পশুপতি হালদার
অম্বিকা নাগ	হিরালাল শর্মা
বিনোদ সিংহ মোদক	গঙ্গাধর দে
বৃন্দেশ্বর মোদক	বাসুদেব হালদার
রাধারমন কর মোদক	সুনীল হালদার
কৈলাস চন্দ্র আগরওয়ালা	নন্দকিশোর আগরওয়ালা
আত্মারাম আগরওয়ালা	নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়াল
মানিকচন্দ্র নন্দী	সত্যনারায়ণ আগরওয়ালা
ব্রজমোহন আগরওয়ালা	ফুলচাঁদ আগরওয়ালা
রামনাথ শর্মা	জ্যোতি মাহাত
কৃষ্ণ শর্মা	শিতলাল মাহাত
রাজপাল আগরওয়ালা	নাগরমল আগরওয়ালা
অমর হালদার	গঙ্গারাম আগরওয়াল
গঙ্গাধর হালদার	অর্জুন প্রসাদ আগরওয়ালা
মহাদেব দত্ত	তামিনী দত্ত
সজন কুমার আগরওয়াল	কালিপদ মাহাত
ললিতমোহন মাহাত	গঙ্গাধর হালদার
শ্যামাপদ হালদার	বৈদ্যনাথ মাহাত
মধুসূদন মাহাত	হরিপদ পাল
শিশির কুমার হালদার	বগলা মোদক
মতিলাল মোদক	গোপাল দাস
কৃষ্ণপ্রসাদ দাস	গুরুপদ মোদক
বৈদ্যনাথ শীল	অর্জুন মাহাত
উপেন্দ্রনাথ মাহাত	বৃন্দেশর মাহাত
জগৎ কালিন্দী	নরেশ কালিন্দী
লক্ষীকান্ত দাস মহন্ত	দিলীপ কুমার মুদি
রাধেশ্যাম শর্মা	বিষ্টুচরণ কর্মকার
ললিতমোহন মাহাত	আদিত্য মাহাত
সিদ্ধু কুমার	হরিপদ মাহাত
প্রফুল্ল মাহাত	দেবেন্দ্রনাথ মাহাত
ত্রিলোচন সহিস	রাধারমন সহিস
বাদল চন্দ্র মাহাত	মুরলীমোহন খাঁ
সতিশচন্দ্র কর মোদক	গ্রহলাদ চন্দ্র কর
গুরুপদ হালদার	আনন্দ নাগ
অজিত হালদার	দ্বিজপদ হালদার
শ্রীমতী দীপ্তারাণী নাগ	শ্রীমতী সত্যবতি নাগ
শ্রীমতী পান বালা নাগ	শ্রীমতী পারুল নাগ
শ্রীমতী পরিমল নাগ	হরেন্দ্রনাথ নাগ
কুমারী মধুবাণী নাগ	নবনী কুমার হালদার
সুনীল চন্দ্র দত্ত	রাধানাথ মোদক
তাবুলাল চক্রবর্তী	বিষ্ণুদাস মহান্ত
শ্রীমতী পুষ্প মহান্ত	সুধীর কুমার দাস
মতিলাল ঘুন্ডা	সুজন চন্দ্র কুমার
কৃষ্ণপদ কৈবর্ত	বিজয় কৈবর্ত
সুবোধ চন্দ্র মাহাত	তিতুলাল ঘুন্ডা
লক্ষণ মাঝি	ফটিক চন্দ্র হালদার
মহাবীর দাস	শ্যাম মাঝি ও গৌরপদ দাস

বান্দোয়ানে বামফ্রন্টের অদ্ভুত আচরণ---২য় পাতার পর

অবাঞ্ছিত আচরণের পরিবেশে। এখন ঐ মহিলাটি ঐ ঘর ছেড়ে দিতে চাইলেও, বামফ্রন্ট সরকার তাকে বন্দিরে রাখবেন---সরকারী সব রকম সাহায্য দেবেন---এটা সুনিশ্চিত।

বামফ্রন্টেরও উদ্দেশ্য কি কংগ্রেসের মত লোক সেবক সংঘকে হেয় করা?

এখন আলোচ্য---বামফ্রন্ট সরকার এসব করছেন কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্যে? নানা ব্যাপারের মধ্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হোল যে, বামফ্রন্ট চাইছেন লোক সেবক সংঘের প্রভাবকে বিনষ্ট করতে। এই জেলায় শিক্ষা প্রসারের বহু কাজে বহু ভাবে লোক সেবক সংঘের কর্মীরা যেমন অগ্রণী হয়েছেন---বান্দোয়ানে নারীশিক্ষা প্রসারের কাজেও কর্মীরা অগ্রণী হন। এতকাল ধ'রে কংগ্রেসীরা যেমন লোক সেবক সংঘের সমস্ত কাজে বাধা দিয়ে এসেছেন---বান্দোয়ানের ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যাপারেও তারা দীর্ঘকাল ধরে ঘোরতর বাধা দিয়েছেন---এবং ইন্দিরা কংগ্রেসের পাশা নবর সমাজ বিরোধীরা ঐ সুযোগে, শাসন শক্তির সহায়তার ছলের সম্পত্তি জনে জনে বিক্রি ভাবে বেহদখল করে নেন। এই সমাজ-বিরোধী উপদ্রবকারী কংগ্রেসী দুই চক্রের প্রধান ছিলেন---ঐ মহিলা শ্রীমতী অরুণাবু সরকার এবং শ্রীকাশী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁরই জন্যে বামফ্রন্ট সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলালেন?

কংগ্রেসী শাসনের অবসান হওয়ায় দেশে গণতান্ত্রিক নতুন শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়---বহু আশায় বিপুল জন অধিকার উদ্ধারে আমরা অগ্রসর হলাম। কিন্তু সহসা আমরা এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলাম। এই ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের কাছে যারই হউক, তাঁরা এই ব্যাপারের মধ্যে নিজেদের এক কাজ হাসিলের পথ দেখলেন। কংগ্রেসের শক্তিতে যে অমন সমাজ-বিরোধী দুষ্টচক্র এতদিন লোক সেবক সংঘকে বিপর্যস্ত করছিল---বামফ্রন্ট তাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। তাদের বিরুদ্ধে অনাদরের সংগ্রামে, বামফ্রন্ট তাদের পাশে দাঁড়ালেন এবং তাদের সঙ্গে বিবিধ যুক্ত চক্রান্তে অভিত হলেন। বিশদভাবে সে সব কথা উন্মাটিতও হয়ে পড়ল।

জন সেবার মধ্য দিয়ে নিজের প্রভাবের ক্ষেত্র তৈরী করার গণতান্ত্রিক অধিকার দেশের যে কোনো দলের আছে। কিন্তু সেই বাঞ্ছিত পথে না গিয়ে, নানা চক্রান্তে অপর দলকে বিপন্ন ক'রে, যদি কোনো দল নিজের ক্ষেত্র বর্ধনার পথ অনুসরণ করেন---তবে তা অর্থনৈতিক, অবৈধ ও অন্যায় —একথা সকলেই বলবেন।

সাক্ষ্যগ্রহণের দিন পুলিস ঘিরে ঐ মহিলাকে বন্দী জোগানোর কাজ যে-দুষ্কৃতের পটভূমিকায় ঘটেছে এবং সমস্ত কাজ মেজাবে বামফ্রন্ট সরকার ও ইন্দিরা কংগ্রেসের বহু কুখ্যাত সমাজ বিরোধীদের যুক্ত চেষ্টায় হয়েছে---তা কবা এখন বলছি।

এই অপরিচ্ছন্ন প্রশাসনের জন্য শুধু কি আমলা ও পুলিস দায়ী? বামফ্রন্ট কর্মীরাও কি দায়ী নন?

তার আগে একটি কথা এখানে বলে নিই। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছেন---বামফ্রন্ট পরিচ্ছন্ন শাসন চাইছেন কিন্তু কংগ্রেসী আমলে সংগ্রহ করা আমলা ও পুলিসেরা তা হতে দিচ্ছে না---তারজন্য মন্তিলে পড়েছেন। এই অবস্থাটা আমরা বুঝি। বান্দোয়ান ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিস কেবল যদি এতে জড়িত থাকতো---তবে এখনো বলতাম যে, এরা বামফ্রন্টকে হেয় করতে এসব করছে---যেমন আমরা প্রথম প্রথম মনে করেছিলাম। এবং মুক্তিতে তাই লিখেও ছিলাম। কিন্তু পরে দেখলাম যে, বামফ্রন্টের স্থানীয় কর্মী বা নেতারাও এই ব্যাপারের সঙ্গে নিক্তির বা সক্রিয়-ভাবে জড়িত---তা হাজার হাজার লোকের কাছে ধরা পড়ে গেছে।

এই অপরিচ্ছন্ন প্রশাসনের জন্য রাজ্য সরকার নিজেকেও কি দায়ী মনে?

বামফ্রন্টের শুধু স্থানীয় প্রশাসন বা স্থানীয় কর্মীরাই এতে জড়িত হয়েছেন তা নয়। রাজ্য সরকার পর্যন্ত এই অবাঞ্ছিত ব্যাপারে নিজেদের জড়িত করেছেন। কেউ বলতে পারেন যে, তাঁদের এখানকার অনুগামীরা নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার উদ্দেশ্যে যে রকম পরামর্শ দিয়েছেন বামফ্রন্টের উচ্চতন নেতারা চোখ বুজে সেইমতো চলেছেন। ফলে তাঁরাও দোষের ভাগী হয়েছেন। আমাদের বক্তব্য---স্থানীয় কর্মীদের কথায় বা প্রশাসনের কথায় যদি উচ্চতন নেতারা এই সব অবাঞ্ছিত কাজে জড়িত হয়েছেন---তাতে তাঁদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হচ্ছে না। এর জন্য তাঁদেরও আজ জনমনে দোষী হতে হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে বার বার চিঠি লিখাই---তিনি একটা উত্তর পর্যন্ত দিলেন না---তাঁর অভিমত পর্যন্ত জানালেন না। তাঁর এই আচরণের জন্য কি পুলিস ও প্রশাসন দায়ী?

এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিস মন্ত্রী জ্যোতি বাবুর অদ্ভুত নীরবতা ও ভূমিকা

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাবুরা আমারের জানাজানেই জানেন। যুক্তফ্রন্টের আমলে ফ্রন্টের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী প্রশ্রয় অর্জন করেছিল---লোক-সেবক সংঘ। যুক্তফ্রন্টে যখন আত্মকলহের জন্য ভাঙ্গন ধরল---তখন সি, পি, এমই সংঘকে ধ্বংস দিলেন---ভাঙ্গন যাতে না হয়---তারজন্য সংঘ যেন আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সংঘ তা করেও ছিলেন। সেই লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে---একটা রাষ্ট্রিয় সম্পন্ন দলের পক্ষ থেকে---এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে চিঠির পর চিঠি দেওয়া হল---আর মুখ্যমন্ত্রী পুলিস মন্ত্রী জ্যোতি বাবু সে সবের একটা উত্তর পর্যন্ত দিলেন না! এক-দিকে উচ্চেশ্যপূর্ণ নীরবতা এবং অন্যদিকে এই ব্যাপারে চক্রান্তের পর চক্রান্ত চালানো হল গণতান্ত্রিক শাসনের পক্ষ থেকে? এতে মানুষের কী ধারণা হবে? এইভাবে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন চলতে থাকলে তো সর্বনাশের কথা! এবারে আমি দেখাচ্ছি যে, কীভাবে বঙ্গভঙ্গ সব পাকিয়ে উঠল। এবং এই সব তথ্য থেকে জনতাই বিচার করুন---কারা কীভাবে দোষী।

বামফ্রন্ট শাসনের দিক থেকে অপরিহার্যরূপে যা করা উচিত ছিল---কিন্তু করা হল না

ব্যাপারটা অতি সাধারণ ছিল। বালিকা বিদ্যালয় করুণকের দাবী ছিল---দলিলগত সব তাঁদের পক্ষে। তবু একজন সমাজ-বিরোধী মহিলা ঐ ঘর অবরদখল ক'রে নারী শিক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করছেন। রাজ্য সরকার সমস্ত ব্যাপারটা অনুধাবন ক'রে, অবরদখলকারীকে সরাবার ব্যবস্থা করুন। আর তাঁদের দাবী ছিল---২নং জাগুয়ী বাসী ঐ মহিলা ঐ মহিলার প্রতি বিক্ষোভ দেখাতে দেলে, পুলিসের দল লাঠী নিয়ে মেয়েদের ওপর আক্রমণ করে---আহত করে। এর বিচার হোক।

এই ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার সত্যিই যদি গণতান্ত্রিক আচরণ করার মনোভাবাপন্ন থাকতেন---তাহলে তাঁদের যা করা উচিত ছিল তা এই।

(১) উভয়পক্ষের কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা জানবার জন্য উপযুক্ত লোক নিয়োগ করা। উভয় পক্ষকে একত্রে ডাকা। যার ভুল নেই---তাকে বলে দেওয়া তুমি দাবী ছাড়ো। উপরত কোর্ট না। তাহলে উপদ্রবকারী সরে যেতো। কিন্তু তবু না সরলে কী করা যায় পরে দেখা যেতো। সরকারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে অন্য ব্যবস্থা করা যেত।

(২) অথবা সরকার যদি এই ব্যাপারে কোনো কিছু করা অযুবিধে-জনক মনে করতেন---তাহলে কারণ সহ উত্তর দিতেন।

(৩) অথবা যদি এ ব্যাপারে ঐ মহিলার প্রতি কোনো বিষয়ে সরকার আইনগত কোনো ব্যাত্রিবোধ করতেন তাও খুল করুণকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে পারতেন---লিখিতভাবে।

(৪) পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত অবশ্যই করতেন।

একটা গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে---একটা জনহীন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে---যেখানে জেলার একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ এ বিষয়ে প্রতিকার চাইছে---সেখানে উপরোক্ত সহযোগগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। শুধু প্রয়োজনীয়তেন অপরিহার্য ছিল। কিন্তু গণতান্ত্রিক বামফ্রন্ট সরকার তা করলেন না---তাঁর বললে যা করলেন তা শুনুন।

বামফ্রন্ট সরকারের দিক থেকে যে সব অকাজ করা উচিত ছিল না---তা করা হল

(১) এক লেখালেখি---এত যোগাযোগ---এত আন্দোলন সত্ত্বেও বাম-ফ্রন্ট সরকার ৫ মাস ধরে একেবারে চুপ ক'রে থাকলেন!

(২) পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো বিচার করলেন না! পুলিসের অপকীর্তি চাপা দেওয়া ব্যবস্থা ক'রে বিপ্লব আচরণ করলেন!

(৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন)

(৩) উপরন্তু, লোকসেবক সংঘের কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে সোনার হার চুরির এক জঘন্য মামলা আনলেন! এবং সমস্ত ব্যাপারটা বিচার করলে দেখা যাবে এটা নিছক একটা তৈরী করা ব্যাপার—রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মাত্র।

(৪) স্কুলের দাবীর পিছনে প্রথম বামফ্রন্টের যে সব কর্ম্মীরা সমর্থকরূপে ছিলেন—তাঁরা একেবারে সরে পড়লেন। শাসনকারী দলের লোক হয়েও পুলিশী অত্যাচার, হার চুরির মামলা প্রভৃতি ব্যাপারে একেবারে নীরব থাকলেন।

(৫) বামফ্রন্ট কর্ম্মীদের সঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেসীদের যোগাযোগ চলতে লাগল।

(৬) ঐ মহিলাটি ন্যায়সঙ্গত জনদাবীর সামনে নতি স্বীকার ক'রে বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে বার বার বলেছিলেন—তিনি অন্য ব্যবস্থা ক'রে শীঘ্র উঠে যাবেন। পরে আবার স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে এস. ডি ওর কাছে ঐ মহিলা বলেন যে তিনি অন্য ব্যবস্থা ক'রে শীঘ্রই ঐ ঘর ছেড়ে চলে যাবেন। যখন স্বয়ং শাসন শক্তি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই ব্যাপারের পিছনে এসে দাঁড়ালেন—তখন ঘটনা অন্যরূপ নিল—তখন মহিলাটি লোকসেবক সংঘের সচিবের কাছে সরাসরি হেঁকে দিলেন যে, তিনি ঐ ঘর ছেড়ে দেবেন না। এতে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, ঐ মহিলা আগে উঠে যেতে রাজী হলেও, বামফ্রন্টের যোগাযোগের ফলে তাঁর আবার অত স্পর্দ্ধা দেখা গেল।

(৭) লোকসেবক সংঘের জনসমাবেশ পণ্ড করার জন্য বামফ্রন্ট ও ইন্দিরা কংগ্রেসের নানা অপচেষ্টা হল।

(৮) ঐ মহিলাটির ঘরে পাহারারত পুলিসদের জন্য দুটি জবরদখলকারীর বাড়ী থেকে খানাপিনা সরবরাহ চলতে লাগল। পুলিসেরাও প্রকাশ্যে তা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ ক'রে যেতে লাগলেন।

(৯) এই দীর্ঘ পাঁচ মাস ধ'রে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিসের পক্ষ থেকে যে সব নীরবতা, কথাবার্ত্তা ও আচরণ সমূহ হয়েছে—তা অনুধাবন করলে দেখা যাবে—সে সমস্তই চক্রান্তকারীদের অনুকূলে তাদের সঙ্গে চক্রান্তে জড়িত হয়ে করা হয়েছে।

ঐ সমস্ত ব্যাপার সারা বান্দোয়ানের মানুষ লক্ষ্য করেছেন।

একটি বামফ্রন্ট জনসভার সংবাদ : বামফ্রন্টের মনোভাবকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে

অবস্থান সত্যাগ্রহের পাশেই ময়দানে গত ২৩শে মে বামফ্রন্টের পঞ্চায়েৎ সম্পর্কে নির্ব্বাচনী সভা হয়। ঐ জনসভার পাশেই সত্যাগ্রহ চলছে—সত্যাগ্রহীরা মাইকে দাবী দাওয়া রাখছেন—তা বামফ্রন্টের জনসভায় আগত কর্ম্মীরা সব শুনলেন, জানলেন ও দেখলেন। জেলাস্তরের এক আধজন কর্ম্মীও ঐ জনসভায় এসেছিলেন। বান্দোয়ানের এম. এল, এও ঐ সভায় যোগ দিয়ে ছিলেন। তারা কেউই সত্যাগ্রহীদের দাবী বিষয়ে কোনো উচ্চ বাচ্যও করলেন না এবং সত্যাগ্রহীদের কাছেও একবার এলেন না।

ঐ জনসভায় দু ঘণ্টা ধরে বক্তৃতায় বামফ্রন্টের কর্ম্মীরা এবং এম, এল, এ জনগণের কাছে কেবল ভোটের প্রার্থনা করলেন। কিন্তু বান্দোয়ান জামতোড়িয়া অঞ্চলগুলির শ্রেণী ধর্ম্ম নির্বিশেষে অগণিত মানুষের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীর বিষয়ে অর্থাৎ বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পর্কে জনদাবীর বিষয়ে তাঁদের কেউই একটি কথাও বললেন না! এই দাবীকে সমর্থন করা দূরে থাক—এবিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথাই বললেন না। যাঁরা জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবীর সময়ে জনগণের পিছনে থাকেন না—স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বিষয়ে পক্ষে বা বিপক্ষে স্পষ্ট ক'রে একটা কথা বলারও সাহস রাখেন না—এমন রাজনৈতিক কর্ম্মীদের বা সেই দলের পক্ষ থেকে জনসমর্থন চাইবার কোনো অধিকার আছে কি না—তা বামফ্রন্টের রাজ্য নেতাদের কাছেই আমি জিজ্ঞেস করি।

আইনের পথ রয়েছে সত্য : তবে আমরা শাসনতান্ত্রিক সততার রূপ যাচাই করছিলাম

বালিকা বিদ্যালয় কমিটির পক্ষে আইনের যে সুযোগের পথ আছে—তা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। সে পথ খোলা আছে—কমিটি সে পথে অগ্রসরও হবেন। এবং একথাও অবধারিত যে, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সরকারকে, শ্রীকালীশঙ্কর ব্যানার্জ্জীকে অচিরেই একদিন বেআইনী উপদ্রবের পথ থেকে সরতেই হবে। তবে আমরা এখনই আইনের পথে যাচ্ছিলাম না, একটা মস্ত বড়ো রাজনৈতিক অধিকারের দৃষ্টিতে। দেশে যদি গণতন্ত্র থাকে—তবে কারো আইনগত হকের ওপর জবর দখল হ'লে দেশের শাসনযন্ত্রের পক্ষ থেকে আপ্রাণ চেষ্টা থাকা কর্ত্তব্য—জনগণের সেই বিপন্ন অধিকার শাসন শক্তিতে আদায় ক'রে দিতে। আইন আদালতের সুযোগ থাকলেও শাসনযন্ত্রের দিক থেকে, মানুষকে গণতান্ত্রিক সাহায্য দেবার মনোভাব না থাকলে—দেশে সাধারণ মানুষের পক্ষে কেবলই আইন আদালত করা বা সমাজ বিরোধীদের জুলুমের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা কখনো সম্ভব হয় না। সেজন্যই দেশের শাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সজাগ থাকা বা তাকে সজাগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। নতুবা শাসনযন্ত্র বলে একটা ঠাট রেখে প্রয়োজন কি? তাহলে শুধু আইন আদালত থাকলেই তো হোত। কিন্তু তাতে হয় না—গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় শাসনযন্ত্রের ভূমিকা মহান। সেজন্যই শাসন শক্তির কাছ থেকে ন্যায়সঙ্গত সাহায্য পেতে আমরা অগ্রসর হয়েছিলাম।

শাসনযন্ত্রের এক বিশেষ ভূমিকার বিশেষ মূল্য আছে

শাসন যন্ত্রের এই ভূমিকার মূল্য কত দেখুন। আমরা সকলেই অবধারিত রূপে জানি যে জেলা পরিষদের ঘরবাড়ী ও জমি প্রভৃতি দলিল ক'রে; সংশ্লিষ্ট অফিসারদের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ আইনানুগ ভাবে বালিকা বিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে। জমি ও বাড়ীতে মহিলার এক কড়া দাবীরও কোনো প্রশ্ন নেই। তবু ঐ মহিলা ঐ ঘর কামড়ে পড়ে আছেন। সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচ জনের সামনে এই মহিলাকে ডেকে ধমক দিয়ে বলা উচিত ছিল যে এক মুহূর্ত্তের জন্য এ ঘরে থাকার তোমার কোনো হক নেই; এটা সাধারণের সম্পত্তি; তুমি কেন তা দখল করে আছ? তুমি সরে যাও। একথা তো সরকার বললেনই না। এমনকি বালিকা বিদ্যালয় কমিটি ও লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে সরকারকে কত আবেদন করা হোল—তাতেও সরকার একদিকে একেবারে চুপ থাকলেন এবং অন্যদিকে জনগণের এই হক আদায়ের চেষ্টা গভীরভাবে বিপন্ন করতে নানা নিন্দনীয় কাজে লিপ্ত হলেন। সেজন্য জনগণের হক আদায়ে কত বিলম্ব হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভাল বা মন্দ করার বিষয়ে একটা শাসনযন্ত্রের ভূমিকা কতো গুরুত্বপূর্ণ। শাসন অবাঞ্ছিত ভূমিকা গ্রহণ করলেন—সেজন্য সত্যাগ্রহ করতে হল।

সত্যাগ্রহের সাফল্য সমূহ

এই সত্যাগ্রহে যে সাফল্য হয়েছে তার কথা বলি।

[১] লোকসেবক সংঘের সংগ্রামী শক্তি যে অটুট আছে অনেকদিন পরে তার পরীক্ষা হোল।

২] আইন প্রয়োগ করার হুমকী দিয়ে দাবিয়ে রাখার যে কৌশল বামফ্রন্টও অনুসরণ করলেন—তা খাটলো না। সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা জারী করে ধরার সাহস হলো না। এমন কি, শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হবেন যে ভজহরিবাবুদের নামে হার চুরির মামলা করেও, দু'মাস হ'তে চলল—ধরার সাহস হলো না! ভজহরি বাবু এই দুমাস ধ'রে সকলের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—এখন সত্যাগ্রহ পরিচালনা করছেন—কিন্তু ধরার সাহস নেই। পুলিস ভজহরিবাবুকে বলেছিল—এসে জামিন নিয়ে নিন। ভজহরি বাবু বলেছিলেন—আগে গ্রেপ্তার করো—জামিন পরে দেখা যাবে। কিন্তু গ্রেপ্তার করার সাহস সরকারের হোল না। এতে ষড়যন্ত্রের রূপ আরো প্রকটিত হয়েছে। শাসন হাতে নিয়ে, বামফ্রন্টও যে নিছক ছেলে খেলা করছেন—তা উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ছে। এতে বামফ্রন্ট অশ্রদ্ধেয় হয়ে যাচ্ছেন—তা তাঁদের বোঝার সময় হয়েছে।

৩) বামফ্রন্টের দল ও শাসনের সততার ওপর আমাদের গভীর আস্থা ছিল—বহু ব্যাপারে আমরা বামফ্রন্ট শাসনের ওপর গভীর ভরসা করেছিলাম। এবং এই জেলায় লোকসেবক সংঘের ব্যাপক যে প্রভাব আছে—তার শক্তিতে বামফ্রন্টের কর্ম্মধারাকে সফল করার জন্য আমরা আন্তরিক সহযোগিতা দেবার বিষয়ে অত্যন্ত ব্যগ্র ছিলাম এবং তৈরী ছিলাম। সত্যাগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বামফ্রন্টকে জানার এবং বামফ্রন্ট শাসনের রূপ বোঝার অবকাশ হোল। এখন সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের কার্য্যধারা রূপায়িত করার সুবিধে হবে। [৭ম পাতায় দেখুন]

সত্যাগ্রহের কর্ম্মধারা পরিবর্ত্তিত হচ্ছে কেন?

সত্যাগ্রহের ফলে ঐ দিক গুলি সফল হলেও, মূল যে লক্ষ্য ছিল—ঐ মহিলাটি যতদিন না ঐ স্কুল ঘর থেকে সরে যাবেন—ততদিন সত্যাগ্রহ চলবে অর্থাৎ সত্যাগ্রহের শক্তিতে—জনমতের শক্তিতে ঐ মহিলাটিকে ঐ ঘর থেকে সরানো হবে—তার বিষয়ে আমরা কী ভাবছি—জানানো দরকার। আমরা জানি—ব্যক্তিগতভাবে একজন নাগরিক বা কোন এক নাগরিক গোষ্ঠী তীব্র জনমতের সম্মুখীন হ'লে, তিনি বা তাঁরা বেশীক্ষণ জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। একটা শাসন যন্ত্রও পারেন না। তবে সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি একটা ব্যক্তিগত মানুষের বিরুদ্ধে যা হবে—একটা শাসনের বিরুদ্ধে সেই প্রস্তুতি অনেক বেশী ও ভিন্ন হওয়া দরকার। ঐ মহিলার বিরুদ্ধে প্রথম জনবিক্ষোভের ফলেই তিনি উঠে যাবার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসীদের প্ররোচনায় এবং স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিসের প্ররোচনায় এই মহিলা উঠতে ইতস্ততঃ করছিলেন—সেজন্য আমরা তার উপযোগী সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা করেছিলাম, এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—স্থানীয় পুলিস ও প্রশাসন আড়াল থেকে যতই প্ররোচনা দিন দিনকতক জনদাবী—জন বিক্ষোভ চলতে থাকলে উনি এই ঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবেন। এই পরিকল্পনা মতই সত্যাগ্রহের ধারা নির্দ্ধারিত হয়েছিল। সরকার সহায়ক না হলে, এ মহিলার বিরুদ্ধে এইভাবে সত্যাগ্রহ এখন চলত। কিন্তু ব্যাপার অন্য দাঁড়াল।

লড়াইটা এখন আর ঐ মহিলার সঙ্গে নয়—স্বয়ং সরকারের সঙ্গে : তাই এখন পৃথক কর্ম্মধারার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে

সত্যাগ্রহ পরিকল্পনার সময় আমরা ভাবতে পারিনি যে, রাজ্য সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এইভাবে এর মধ্যে এসে পড়বেন এবং পুলিস প্রহরা বেষ্টিত ক'রে এই জবর দখলকারী মহিলাকে এই ঘরে বসিয়ে রাখবেন এবং এতবড় অন্যায়ের কাজে এত বলভরসা দেবেন। সে জন্য প্রশ্নটা এখন জনশক্তিতে এই মহিলার দন্তচূর্ণ করা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে এখন সশস্ত্র একটা অন্যায়কারী শাসন যন্ত্রের সঙ্গে মোকাবিলা করা। তার জন্য যে সত্যাগ্রহ দরকার—সত্যাগ্রহের সে প্রস্তুতি করে আমরা নামিনি। সরকারের প্রচুর অর্থবল ও পুলিস বল আছে এবং যা বোঝা যাচ্ছে—এই সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং জেদের বসে সুদীর্ঘকাল ধরে এই মহিলাকে এই ঘরে বসিয়ে রাখতে সহায়তা দিয়ে যাবেন। কারণ সরকার এখন এই মহিলার সঙ্গে জনসাধারণের লড়াইটা নিজের গায়ে পুরোপুরি মেখে নিয়েছেন। তার জন্য শুধু পুলিস পাঠানো নয় তার জন্য আরো বহু অন্যায়, বহু বিসদৃশ ব্যাপার এবং বহু বেআইনী ব্যাপার করলেন। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে আমরা এখন এহেন সত্যাগ্রহ স্থগিত রেখে অন্য প্রতিকার পন্থার দিকে যাচ্ছি। আমাদের এই সত্যাগ্রহটা কার্যতঃ এই মহিলার বিরুদ্ধে না হয়ে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বেআইনী উপদ্রবের প্রতিবাদ সত্যাগ্রহ রূপেই উদ্‌যাপিত হোল।

এবারের সত্যাগ্রহ একপক্ষকাল হ'য়ে সমাপ্ত হচ্ছে কেন

একটা সীমাবদ্ধ ব্যাপার ব'লে আমরা সীমাবদ্ধ একটা সত্যাগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা বৃহত্তর হয়ে দাঁড়ালো। এর উপযোগী সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি ভিন্ন হওয়া দরকার ছিল। ব্যক্তিগত হোক বা দলের লোক হোক—সংশ্লিষ্ট উপদ্রবকারীদের বিরুদ্ধে—ব্যাপক সামাজিক বয়কট প্রভৃতি এবং অন্যায়কারী সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক আইন অমান্য প্রভৃতি বিভিন্ন সত্যাগ্রহ নির্দ্দেশিত পথ আছে। আপাততঃ আমাদের তার প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা নেই ব'লেই বর্ত্তমান এই ধারার সত্যাগ্রহ বন্ধ রইল। তবে জনগণের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারী রইল—তা নানাভাবে চলবে। এবারের সত্যাগ্রহ একপক্ষকাল উদ্‌যাপিত হয়ে এখন শেষ হচ্ছে।

১লা জুন জনসভা ও বামফ্রন্টকে আহ্বান

আমরা আগামী ১লা জুন, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার বান্দোয়ানে এক জনসভার আয়োজন করছি। ঐ জনসভায় সমগ্র বিষয়টির আলোচনা আমরা করব।

বামফ্রন্টের বা তার সরকারের প্রতিনিধিদের আমরা আহ্বান জানাচ্ছি তাঁরা জনকয়েক ঐ সভায় উপস্থিত হয়ে আমাদের কথার প্রতিবাদ করার থাকলে করুন বা নিজেদের বক্তব্য রাখুন। এই ব্যাপারের মধ্যে আমাদের কোনো ভুল হয়েছে দেখাতে পারলে আমরা স্বীকার ও সংশোধন নিশ্চয়ই করব। আর নিজেরা ভুল ক'রে থাকলে স্বীকার করুন এবং জনদাবী বিষয়ে কর্ত্তব্য পালন করার থাকলে—তার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের আস্থা অর্জ্জন করুন। এইভাবে এগিয়ে আসার মনোভাব বা সাহস বামফ্রন্টের আছে কি?

২৭।৫।৭৮

নিবেদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোকসেবক সংঘ

পুরুলিয়া জেলারই এক বিশ্ব বিখ্যাত খনিজ সম্পদ

ফসফেট সার সম্বৃদ্ধ "রক ফসফেট" ব্যবহার করুন

আমাদের জেলার জমিতে নাইট্রোজেন খুব কম। তার চেয়েও অনেক কম ফসফেট সার। সেজন্য ফসল বাড়াতে হলে রক ফসফেটই সবচেয়ে উপযোগী সার। পুরুলিয়া মিনারেল ডেভলাপমেণ্ট এণ্ড ট্রেডিং করপোরেশনে ও লোকব্রতী সোসাইটিতে যোগাযোগ করুন।

[১ম পাতার পর]

বান্দোয়ানে লোকসেবক সংঘের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ সুরু

গ্রহীদের বান্দোয়ানে সমবেত হতে দেরী হল। জল ঝড় সত্ত্বেও তিন হাজারের বেশী সত্যাগ্রহী বিভিন্ন গ্রাম থেকে বান্দোয়ানে এসে হাজির। এই ব্যাপারে সমাজ বিরোধীদের কাজের বিরুদ্ধে এবং এই ব্যাপারে অবাঞ্ছিত সরকারী আচরণের বিরুদ্ধে নানাবিধ পোষ্টারসহ, দলে দলে সংঘের পতাকাসহ, ফেষ্টুনসহ সত্যাগ্রহীরা শোভাযাত্রা সহকারে বান্দোয়ান পরিভ্রমণ করেন। জনদাবী সম্বলিত এবং অবাঞ্ছিত আচরণের প্রতিবাদ সম্বলিত নানা ধ্বনি সত্যাগ্রহীরা দিতে থাকেন। সংঘের পরিচালিকার সঙ্গে সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব দান করেন শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত। শ্রীভজহরি মাহাত তিন চার দিন থেকে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি সত্যাগ্রহে যোগ দিতে পারেননি। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী শান্তবালা মাহাত, শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাতর স্ত্রী শ্রীমতী বনলতা মাহাত, শ্রীহেমচন্দ্র মাহাতর স্ত্রী শ্রীমতী চাঁপা মাহাত মেয়েদের নেতৃত্ব দান করেন।

যে যে ব্লকের কর্ম্মীরা সমবেত হন তা এই। বান্দোয়ান, মানবাজার (১) মানবাজার (২) পুঞ্চা, কাশীপুর, বলরামপুর, বরাবাজার, পুরুলিয়া। বিহার থেকে চাণ্ডিল, পটমদা, নিমডি। কর্ম্মীরা দূর দূর জায়গা থেকে বাসে সাইকেলে, হেঁটে সমবেত হন। প্রতিদিন সত্যাগ্রহ চলছে। প্রথম তিন দিন ১০০ জন ক'রে সত্যাগ্রহী অংশগ্রহণ করেন। এখন প্রত্যহ ৩০।৫০ জন ক'রে সত্যাগ্রহ করছেন।

সত্যাগ্রহের আরম্ভ

সত্যাগ্রহীরা লোকসেবক সংঘের পরিচালিকার নেতৃত্বে বেলা ৫টার সময় স্কুল ঘরের সামনে অবস্থান সত্যাগ্রহ করেন। সামিয়ানার নিচে সত্যাগ্রহীরা বসেন—অর্দ্ধেক পুরুষ অর্দ্ধেক মহিলা। তাঁরা ধ্বনি দিতে থাকেন। ডজন খানেক লাঠীধারী পুলিস ঐ মহিলাটি যে স্কুল ঘর বেদখল ক'রে আছেন—তার দরজায় ও বারান্দার নিচে একজন পুলিস অফিসারের নেতৃত্বে লাঠী বন্দুক উচিয়ে জোর পাহারা দিতে থাকেন।

বান্দোয়ানে অভূতপূর্ব্ব বিরাট জনসভা

এই জায়গার কাছাকাছি হাট বাগানে লোকসেবক সংঘের কয়েক হাজার কর্ম্মী জনসভায় সমবেত হন। বান্দোয়ান গ্রামের ও আশপাশের গ্রামের দর্শকেরা মিলে জনসভায় হাজার চার পাঁচ মানুষের সমাবেশ হয়। লোকে বলছেন—বান্দোয়ানে ইতিপূর্ব্বে এত বড় জনসভা আর হয়নি। বিকাল ৫টার এই জনসভায় ধ্বনি পরিচালনা করেন—শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত। সংঘের সচিব অরুণ চন্দ্র ঘোষ ২॥ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা দান করেন। পরে শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত কিছু বলেন। শেষে শ্রীমহেন্দ্র মাহাত সত্যাগ্রহের ঝুমুর গান করেন। সংঘ সচিবের বক্তৃতার বিবরণ পরে মুক্তিতে দেওয়া হবে।

ট্রাকটার ভাড়া

লোকব্রতী সোসাইটির ৩২ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন ট্রাকটার চাষীদের ভাড়ায় দেবার জন্য আছে। জমি চষার কাজ ছাড়াও, কুরলের কাজ এতে হয়। তাতে জমি সমতল করা হয়। ট্রাকটারের প্রয়োজন হ'লে আগে থেকে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মুক্তি পড়ুন

অপরকে পড়ান

রবার ষ্ট্যাম্পের অর্ডার

মুক্তি প্রেসের কর্ম্মী শ্রীমহাবীর বাউরী "রবার ষ্ট্যাম্পের" কাজ করেন। কারো অর্ডার থাকলে মুক্তি প্রেসে যোগাযোগ করুন।

Notification

Sealed tenders for supply of the following pieces of Wooden Furniture are invited by the undersigned. Rates for the same may please be submitted to the college office at Vivekananda Nagar on or before 5.6.78 by 9-30 A. M. at the latest after which date and time no tender will be accepted.

Tenders will be opened at 10 A.M. on 5.6.78 in the Room of the Principal in the presence of the Tenderers who are requested to turn up in time and to be present at the time of opening the tenders.

The furniture shall be made of Seasoned Murga Wood finely polished and marked with 'S.T. T. C.' The supply will have to be made at the college office by 20.6.78. The conveyance charge of the furniture from the ship to the college premises will have to be borne by the Tenderers.

Attested copies of Income-tax, Sale tax clearance certificates etc. will have to be submitted by the Tenderer alongwith the quotation. Failing which the quotation may not be considered

The undersigned reserves the right to reject any quotation without assigning any reason what so ever.

SPECIFICATION OF THE FURNITURE

(1) Almerah 8 (Size 4′ × 6′ × 1½′)

(2) Racks (with two shelves) 2 (Size 2′ × 2½′ × 1½′)

Out of the 8 almirahs, four of them will have Glass shutters. The remaining four will be of 2 sets of Wooden shutters each.

Specimen can be seen from the college office, if necessary.

Principal,
Sponsored Teachers' Training College
Purulia.

Wanted

"Wanted the following experienced and trained teachers for R. B. B. High School. P. O. Garhjoypur. Dt. Purulia. One B.A., one B.Sc (Bio). one B.Sc, one B.A(Geog.) and a P.T. trained graduate for Physical Edu., Work Edu. and Social Service group, an M A (Philosophy) and an M A (Political Science) for H/S Section."

Applications must reach the Secretary on or before 15-6-78.

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা | সোমবার, ৫ই জুন, ১৯৭৮ ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

গণভোটে মোরা বসেছি গদীতে—
ক্ষমতা পেয়েছি হাতে।
(আজ) গণতন্ত্রকে কলা দেখাইলে—
তোমার কি বলো তাতে?

• • •

পাঁচটি বছর পারবে কি কেউ
ধুলো দিতে বাড়া ভাতে?
পরে দেখা যাবে গণলাথি খেয়ে
হয় যদি কাৎরাতে॥

বান্দোয়ানে লোকসেবক সংঘের বিরাট জনসভা

বালিকা বিদ্যালয় বিষয়ে সরকারী আচরণের প্রতিবাদ : জন বিক্ষোভের সামনে নতি স্বীকার ক'রে জবরদখলকারী মহিলা জিনিষপত্র গুটিয়ে স্কুল ঘর থেকে সরে গেছেন : তা সত্ত্বেও স্কুল ঘর পুলিস দিয়ে দখল ক'রে রাখা হয়েছে : দ্বিপ্রহরে ২ ঘণ্টা ব্যাপী দারুণ ঝড় ও জল : তা সত্ত্বেও ৫—৬ হাজার লোকের সমাবেশ : বহু পুলিসের আমদানী : সংঘের বক্তব্যের বিরুদ্ধে সভায় কারো বলার সাহস হয়নি।

দারুণ দুর্যোগ সত্ত্বেও সত্যাগ্রহের প্রথম দিনের জনসভার চেয়েও বেশী জন সমাগম

বিগত ১লা জুন, বৃহস্পতিবার বান্দোয়ান হাটতলায়—যেখানে সত্যাগ্রহ চলছে স্কুল ঘরের সামনে, তারই সংলগ্ন স্থানে—বৈকাল ৬টায় এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সত্যাগ্রহের প্রথম দিনের মত এই দিনও দুপুর ১৪টা থেকে ৩।৫টে—২ ঘণ্টাকাল ব্যাপী দারুণ ঝড় ও বৃষ্টি সুরু হয়। এই দিনের ঝড় বহুগুণ বেশী ছিল। এই ঝড়ে বান্দোয়ান থানার ও জামতোড়িয়া অঞ্চলগুলিতে অজস্র গাছপালা ও গাছের ডাল ভেঙ্গে গেছে—বহু ঘরের চাল উড়ে গেছে। জিতান গ্রামে ঘর চাপা পড়ে শ্রীপ্রহ্লাদ মাঝির মৃত্যু হয়েছে। এক গ্রাম থেকে দুটি গরু মারা যাবার সংবাদ এসেছে। এ সম্পর্কে পুরো সংবাদ এখনো জানা যায়নি। বহু মানুষ দুপুর বেলা নিজেদের ভাঙ্গা ঘর সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ঐ অবস্থাতেও লোকসেবক সংঘের কর্ম্মীরা ও অন্যান্য গ্রামবাসীরা দূর দূর গ্রাম থেকে দুর্যোগ মাথায় নিয়েই জনসভার জন্য আসতে আরম্ভ করেন। সংঘ কর্ম্মীরা বিভিন্ন গ্রাম থেকে শোভাযাত্রা সহকারে—সংঘ পতাকা, পোষ্টার, ফেষ্টুন প্রভৃতি সহ, বান্দোয়ানে উপস্থিত হয়ে, বান্দোয়ান বাজার পরিভ্রমণ ক'রে, জনসভায় যোগদান করেন।

[২য় পাতায় দেখুন]

পুরুলিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর নির্ব্বাচনী সফর

সি-পি-এমের পলিট বুরোর সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু পঞ্চায়েতী নির্বাচন সূত্রে দ্বিতীয়বার পুরুলিয়া সফরে আসেন। ইতিপূর্ব্বে আড়ষা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্ব্বাচন সূত্রে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু প্রথম পুরুলিয়া পদার্পণ করেন।

পুরুলিয়া আসার পথে রঘুনাথপুরে ও আদ্রায় মুখ্যমন্ত্রী দুটি নির্ব্বাচনী সভায় ভাষণ দেন, ফলে পুরুলিয়া আসতে তাঁর কিছু বিলম্ব হয়। বৈকাল ৬-০০ ঘটিকার পর কোর্ট কম্পাউণ্ড ময়দানে মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সি-পি-এম আহুত পুরুলিয়ার নির্বাচনী সভায় ডাঃ অম্বরীশ মুখার্জ্জী সভাপতিত্ব করেন এবং পুরুলিয়া জেলা কমিটীর সম্পাদক শ্রীনকুল মাহাত এম-এল-এ এবং রাজ্য কমিটীর সম্পাদক শ্রীবিমান বসু তাঁদের ভাষণে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি-পি-এম প্রার্থীদের বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত করার আবেদন জানান। শ্রীনকুল মাহাত অভিযোগ করেন যে ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতারা হিংসাত্মক পথ গ্রহণ করার উস্কানী দিচ্ছেন এবং সি-পি-এম প্রার্থীদের নানা প্রকার হুমকি দেখাচ্ছেন। মঞ্চ থেকে তিনি ইন্দিরা কংগ্রেস পন্থীদের কড়া হুঁসিয়ারী দেন।

প্রধান বক্তা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসু লোকসভা ও বিধানসভার দুটি ঐতিহাসিক নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে—তৃতীয় নির্বাচনরূপে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন বামফ্রন্ট সরকারের ৩৬ দফা কর্ম্মসূচীর অন্যতম বলে ব্যাখ্যা করেন। শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করেন—তাঁদেরই স্বার্থে ও প্রয়োজনে এই পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনকে সফল করার আবেদন জানিয়ে "আমাদের প্রার্থীদের" বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত করার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নীতিতে পঞ্চায়েতকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে তিনি বলেন যে নির্বাচনের পর পঞ্চায়েতগুলিকে কতদূর ক্ষমতা দেওয়া যায় তাঁর সরকার বিবেচনা করবেন।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের কাজের মূল্যায়ন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে পরিচ্ছন্ন সুশৃঙ্খল ও দুর্নীতি মুক্ত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াসে

[২য় পাতায় দেখুন]

পুরুলিয়ায় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নির্বাচনী সফর

দলহীন গণতন্ত্রের প্রচার ও পঞ্চায়েত নির্বাচনকে দলীয় রাজনীতির ঊর্দ্ধে রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে জননেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন গত ২৯শে ও ৩০শে মে পুরুলিয়ায় নির্বাচনী অভিযানে সফর করেন।

২৯শে মে বৈকালে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পাড়া, ছড়রা ও লাগদায় তিনটি নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেন। জেলা জনতা পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীপ্রদ্যোৎ মাহান্তী এম-এল-এ ও অন্যান্য বক্তাগণ বক্তৃতা করেন।

৩০শে মে সকালে শ্রীযুক্ত সেন চাকোলতোড়, চিপিদা ও রাজনোয়াগড়ে নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেন। বৈকালে আয়মণ্ডী, গড়জয়পুর ও ঝালদায় তিনটি জনসভায় ভাষণ দেন।

শ্রীযুক্ত সেনের নির্বাচনী সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়। শ্রীযুক্ত সেন বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় এই মর্ম্মে ভাষণ দেন—দলহীন পঞ্চায়েতের প্রবক্তা হলেন মহাত্মা গান্ধী। মৃত্যুর আগে তিনি কংগ্রেসকে ভেঙ্গে দিয়ে গ্রামের সামগ্রিক কল্যাণের কাজে আত্ম-নিয়োগের জন্য কংগ্রেস নেতাদের আবেদন ও অনুরোধ করেন। কিন্তু গান্ধীজীর কথায় নেতারা কর্ণপাত করেন নি। গত ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া যেমন গণতন্ত্র সফল ও সার্থক হতে পারে না—তেমনি

[২য় পাতায় দেখুন]

[১ম পাতার পর]

বান্দোয়ানে লোকসেবক সংঘের বিরাট জনসভা

ঐ দিন সদর থেকে বহু পুলিসের আমদানী

ঐ দিন দুপুরে ঝড়ের পূর্বে সদর থেকে বহু পুলিস আমদানী করা হয়—দু'একজন পুলিস অফিসারের নেতৃত্বে। মনে হয়—লোকসেবক সংঘের বিরুদ্ধে সরকারী বিরূপতার তীব্রতা বুঝিয়ে দেবার জন্য এবং লোককে ভীতিগ্রস্ত ক'রে সভা পণ্ড করার উদ্দেশ্যে এই পন্থা গৃহীত হয়। তবে বিশ্বস্ত সূত্রে শোনা গেছে—পুলিস আমদানী করার যৌক্তিকতা দেখাবার জন্য বান্দোয়ানের কুখ্যাত সমাজ-বিরোধীদের দিয়ে আবেদন করানো হয় যে, লোকসেবক সংঘ ঐ দিন বহু গুণ্ডা (!) আমদানী ক'রে ঐ সব ভদ্র !) নাগরিকদের জীবন বিপন্ন করবে! বিহার আমলের মত—কংগ্রেসী আমলের মত, বামফ্রন্ট সরকারও সেই পুরোনো গ্রাম্য অপকৌশল সুরু করেছেন। সুদীর্ঘকাল ধ'রে লোকে সংঘকে জানেন ও সংঘের প্রতি বুদ্ধিহীন সরকারী আচরণগুলি জানেন ব'লে, বামফ্রন্টের অনুরূপ আচরণে গ্রামের লোকেরা পরিহাস করতে থাকেন।

নিস্তব্ধ শান্ত বিরাট জনসভায় এক হাস্যকর উপদ্রবের চেষ্টা

নিস্তব্ধ শান্ত বিরাট জনসভায় সংঘের সচিব যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন—তখন চারিদিকে পুলিসের উপস্থিতি সত্ত্বেও, দু একজন উপদ্রবকারী সভা মধ্যে কয়েকটা পাথর বর্ষণ ক'রে পালিয়ে যায়। সভার যে দিকটায় পাথর বর্ষিত হয়—সেই দিকের কিছু সংখ্যক লোক ব্যাপারটা জানতে পারেন—এবং সেই দিকের লোক আহত হন—এবং তাঁরা দুর্বৃত্তদের পাথর ছুঁড়ে পালাতে দেখেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—সভায় বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য হয়নি। সভার ঐ অংশের লোকেদের মধ্য থেকে একজন এসে বক্তৃতারত সচিবকে ঐ সংবাদ দেন। সচিব তখন সভার চারিদিকে পুলিসের উপস্থিতির মধ্যে সভার জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, বান্দোয়ানে পুলিস পাঠাবার কী দরকার ছিল—শাসন কর্তৃপক্ষকে তা দেখাতে হবে। সংঘের পক্ষ থেকে কোনো গোলমাল হোল—তা দেখানো গেল না। সরকার বা বিরোধী পক্ষও সংঘের কর্মীদের জমায়েতের ভেতর লোক নিয়োগ করে তাদের দিয়ে উপদ্রব করিয়ে সংঘের নামে হিংসার উপদ্রবের অভিযোগ আনতে পারেননি। তাই হয়তো হাস্যকর একটা ব্যাপার ক'রে, দেখাবার চেষ্টা হোল যে, লোকসেবক সংঘের ওপর বান্দোয়ান থানার জনসাধারণ! বিক্ষুব্ধ ছিল—এবং তারজন্য শান্তি রক্ষার্থে পুলিস আনতে হয়েছে। না হলে এত পুলিসের উপস্থিতিতে এই বিরাট জনতার মধ্যে—দু একটা লোক এই কাজ করতে সাহস করে কী ক'রে? এ ব্যাপারে অন্তরাল থেকে পুলিসের হাত রয়েছে বলে সচিব মনে করেন।

জনসভার বিবরণ

জনসভায় লোকসেবক সংঘের সচিব দেড় ঘণ্টাকাল ব্যাপী ভাষণ দান করেন। তিনি এদিনও সভায় উপস্থিত অন্যান্য দলের কর্মীদের বা সত্যাগ্রহের বিরোধীদের বলেন যে, সংঘের পক্ষ থেকে যে সাম্প্রতিক প্রচারপত্র দেওয়া হয়েছে—তার কোনো কিছু কেউ অযৌক্তিক বা অসত্য বলতে পারেন তো এগিয়ে আসুন। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তাঁদের কথা শোনা হবে ও উত্তর দেওয়া হবে। সংঘ ঐ প্রচারপত্রেই বামফ্রন্টকে আহ্বান করেছিলেন—এই সভায় তাঁদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাঁদের বক্তব্য রাখতে। কিন্তু তাঁরা কেউ আসতে সাহস করেননি। সংঘ সচিব দেড় ঘণ্টা ব্যাপী যে সব বক্তব্য রাখেন—জনসাধারণ মুহুর্মুহুঃ করতালি দ্বারা সমর্থন করেন। সংঘ সচিবের বক্তৃতার বিশদ বিবরণ পরে মুক্তিতে প্রকাশিত হবে।

স্কুল ঘর থেকে মহিলার পলায়ন : তবু ঘর পুলিসের দখলে

হাজার হাজার মানুষের সামনে, পুলিসের উপস্থিতিতে লোকসেবক সংঘের সচিব বলেন যে, ঐ স্কুল ঘরে গিয়ে দেখুন—জবরদখলকারী মহিলা জনমত তথা জন-বিক্ষোভের সামনে নতি স্বীকার ক'রে, সমস্ত জিনিষপত্র গুটিয়ে নিয়ে ঐ স্কুল ঘর থেকে সরে গেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে বন্দুকধারী পুলিসের সহায়তা পেয়েও, ব্যাপক জনবিক্ষোভ দেখে—ঐ মহিলা ঐ ঘরে থাকতে আর রাজী নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকার পুলিস দিয়ে ঐঘর দখল ক'রে রাখছেন। বামফ্রন্ট সরকারের কী অদ্ভুত মনোভাব।

সত্যাগ্রহ আপাততঃ স্থগিত থাকছে কেন?

সংঘের সচিব বলেন যে, ইতিমধ্যেই সংঘের প্রচারপত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে একপক্ষকাল সত্যাগ্রহ হয়ে সত্যাগ্রহ আপাততঃ বন্ধ থাকছে। অত্যন্ত শান্ত নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহ হচ্ছে—পুলিস বন্দুক লাঠী নিয়ে মহিলাকে পাহারা দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও মহিলা ঐ স্কুল ঘরে আর থাকতে চাইছেন না। আমাদের বক্তব্য ছিল যে, স্কুল কমিটির হাতে যেমন আইনসম্মত দলিলপত্র আছে—সেই রকম কোনোভাবে ঐ মহিলারও যদি 'আইনসম্মত দলিলপত্র আছে তা' তিনি দেখান। কিন্তু তিনি আমাদের এই অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কথার জবাব দেননি এবং এস, ডি, ও ঐ মহিলাকে নিজে বলেছিলেন—এই ঘর বিষয়ে আপনার আইনতঃ কোনো অধিকার নেই। ঐ মহিলা জবাব দিতে পারেন নি। আমরা জানতাম যে, দিনকতক সত্যাগ্রহ চললেই ঐ মহিলা চলে যাবেন। তাই হোল। সেই অনুসারে আমাদের প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ঐ ঘর পুলিস দিয়ে দখল করে রেখেছেন এবং সংঘ সত্যাগ্রহ চালিয়ে গেলেও—সরকার সুদীর্ঘকাল ঐভাবে ঘর আটক রেখে যাবেন আমরা বুঝতে পারছি। এখন সংগ্রামটা সরকারী জুলুমের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সংগ্রাম সুদীর্ঘকাল ধরে দিতে হয়। এবং এই সত্যাগ্রহের রূপও অন্যভাবে করতে হয়।' সেভাবে এখন আমরা প্রস্তুত নই। তাছাড়া খুব সামনে চাষের সময় আসছে। সংঘের সত্যাগ্রহী প্রায় সবাই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী। চাষটা তাদের জীবন মরণের ব্যাপার। এখন এ সময়ে এই সত্যাগ্রহে জড়িত হয়ে তাদের চাষের ক্ষতি হোক আমরা চাই।

[৫ম পাতায় দেখুন]

[১ম পাতার পর]

পুরুলিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর নির্ব্বাচনী সফর

পশ্চিমবঙ্গ অগ্রনী এবং আদর্শস্থানীয়। জনতা শাসিত রাজ্যগুলিতে হরিজনদের উপর অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে, কিন্তু জনতা সরকার সেগুলি বন্ধ করতে পারছেন না। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করেছেন; "কাজের মাধ্যমে খাদ্য" এই কার্য্যসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণে আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং ভূমি সংস্কারের বৈপ্লবিক নীতি গ্রহণ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী দুঃখ করেন যে পুলিশী প্রশাসনে কোথাও কিছু কিছু দুর্নীতি, কর্তব্যের ত্রুটি ও দায়িত্ব হীনতার অভিযোগ আছে—কিন্তু ঐ সম্পর্কে কোনও নিয়ম বা আইন কানুন না থাকায় দুর্নীতি দুষ্ট পুলিশের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না।

রাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতা, ত্রিশ বৎসরের কংগ্রেসী অপশাসন প্রভৃতি আলোচনা করে পশ্চিমবঙ্গে জনতা দলের রাজনীতি এবং শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেনের কার্য্যকলাপের ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জনতা পার্টিকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে—আর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রফুল্ল বাবুর দলহীন গণতন্ত্র তথা বেনামদার প্রার্থীদেরও অনুরূপ ভাগ্য অপেক্ষা করছে।

সভায় কয়েক সহস্র জন সমাগম হয়। পুরুলিয়া সহরের বিভিন্ন মহল্লা থেকে শোভাযাত্রা সহকারে অনেকে সভায় যোগদান করে এবং ট্রাক ও বাসযোগে গ্রামাঞ্চল থেকে লোক আনয়নের ব্যবস্থা হয়।

(১ম পাতার পর)

পুরুলিয়ায় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নির্ব্বাচনী সফর

পঞ্চায়েত তথা গ্রামগুলিকে দলবাজীর রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হবে। সেইজন্যই তিনি দলহীন গণতন্ত্রের প্রচার অভিযানে নেমেছেন। মহাত্মা গান্ধী, মানবেন্দ্রনাথ ও জয় প্রকাশ নারায়ণ দলহীন গণতন্ত্র ও পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার যে আদর্শ ও রূপরেখা দিয়েছেন—সেটাকে সার্থক করতে না পারলে গণতন্ত্র নিরাপদ হবে না—আর গ্রামের মানুষের সত্যিকারের কোনও কল্যাণ সাধিত হবে না।

কেন্দ্রে জনতা সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ, ক্ষুদ্র শিল্প, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যার সমাধান, জনস্বাস্থ্যমূলক গ্রামোন্নয়নের যে বিরাট কর্ম্মযজ্ঞের সূচনা করেছেন—তাকে একমাত্র সুস্থ সবল পঞ্চায়েতই সফল ও কার্য্যকরী করতে পারে। সুতরাং সৎ ও যোগ্য নির্দ্দল প্রার্থীদের আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়যুক্ত করার জন্য তিনি আবেদন জানান।

মুক্তি

২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫, সোমবার

বান্দোয়ান সত্যাগ্রহে অভিনব সরকারী ভূমিকা

ত্রিশ বছর ধ'রে কংগ্রেসের শাসন অধীনে, নিরবচ্ছিন্ন দাসসুলভ আনুগত্যের পর, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সারা ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে যে-ঐতিহাসিক ধিক্কার দেশের আকাশ মথিত করেছিল—সেই ধিক্কারে সকলের সঙ্গে সমান জোরেই গলা মিলিয়ে ছিলেন—আজকে যাঁরা বামফ্রন্ট সরকারে শরিক হয়েছেন—সেই দলগুলিও।

অত্যন্ত অদ্ভুত কথা এই যে, অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের সেই ধিক্কার ধ্বনির প্রতিধ্বনি, ভারতের আকাশ বাতাস থেকে এখনো মিলিয়ে না যেতেই, বামফ্রন্টের শাসনাধীনে বান্দোয়ানে সম্প্রতি যে এক অদ্ভুত অগণতান্ত্রিক ব্যাপার ঘটল তা সত্যই একটা গণতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রের পক্ষে খুবই গ্লানীজনক হয়ে পড়ল। স্পষ্টই বোঝা গেল দলীয় ক্ষুদ্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, বামফ্রন্ট সরকার তথা তার দল ইন্দিরা কংগ্রেসীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, সত্যই কতকগুলো কদর্য্য কাজ করে ফেললেন।

একটা অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লী জীবনে যে ঘটনা ঘটেছে বামফ্রন্ট সরকার তাকে তুচ্ছ ব'লে উড়িয়ে দিতে পারেন। অথবা একটা জেলার হাজার হাজার মানুষের গণতান্ত্রিক দাবীকে তুলে ধরেছে যে-লোকসেবক সংঘ—সেই সংঘ একটা স্থানীয় ছোট দল—এই আখ্যা দিয়ে তার দাবীকে তাঁরা গুরুত্ব দিতে না পারেন; কিন্তু এই জেলার পূব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে—জেলার সমগ্র ভূখণ্ডের মানুষ এই কথা বলবেন যে, কলকাতা-সর্ব্বস্ব-রাজনীতির দৃষ্টিতে বামফ্রন্ট একে তুচ্ছ করতে পারেন, কিন্তু লোক সেবক সংঘ যে-বিষয় নিয়ে সত্যাগ্রহ করতে করতে বাধ্য হয়েছেন তা নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বান্দোয়ানের যে দাবী নিয়ে সংঘ অগ্রসর হয়েছেন—সেটা শুধু সম্পত্তির মালিকানার দৃষ্টিতে বা শিক্ষার সুযোগের দৃষ্টিতেই গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবী করা হচ্ছে না—জনসাধারণের এক মৌলিক অধিকারের দৃষ্টিতে এই দাবী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাইটার্স বিল্ডিংএ বসে বামফ্রন্ট নেতারা এসব কথা তুচ্ছ বলে নস্যাৎ করে দিতে পারেন, কিন্তু এই জেলার জনগণের সামনে এসে এই প্রশ্নগুলির সম্মুখীন হতে হ'লে, নিজেদের আচরণের জন্যই তাঁদের মুখে কোনো উত্তর যোগাবে না এবং তাঁরা গভীর ভাবে লজ্জিতই হবেন—এ আমরা জানি।

বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যাপারে মূল যে গণতান্ত্রিক প্রশ্নটা দেখা দিয়েছে তা এই। দেশের মানুষেরা আইনগত, ন্যায়সঙ্গত এবং সংবিধান সম্মত যে অধিকারসমূহ অর্জ্জন করেছেন তার যে কোনো একটি বিপন্ন হলে শাসনযন্ত্রের দিক থেকে তা উদ্ধার করার, তার নিরাপত্তা রক্ষা করার, এবং তাকে স্থায়ীভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিবেশ দান করবার কোনো দায়িত্ব বোধ করবার আছে কি না।

বান্দোয়ানের বালিকা বিদ্যালয় কমিটির দাবী এই যে, বিদ্যালয়ের যে জমি ও ঘর সন্দেহাতীত ভাবে এবং সম্পূর্ণ আইনসংগতভাবে, রেজিষ্ট্রি করা দলিল সহকারে, বিদ্যালয় কমিটির সম্পত্তি—বিদ্যালয়ের সেই ঘর কেন একজন মহিলা অন্যায়ভাবে জবর দখল করবেন—যখন তাঁর পক্ষে আইনগত সত্ত্বের কোনো প্রমাণপত্র নেই? বিগত কংগ্রেস সরকার বিশেষ উদ্দেশ্যে সরকারী সহায়তা দিয়ে ঐ মহিলাকে ঐ ঘর বেআইনীভাবে দখল ক'রে রাখতে বলভরসা দিয়েছিলেন। বিদ্যালয় কমিটি ঐ সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন উভয়ের দাবী দাওয়া দেখে যার কোনো হক নেই তাকে ঐ সম্পত্তি দখলের চেষ্টা থেকে বিরত করুন। ঐ অগণতান্ত্রিক সরকার ঐ অত্যন্ত, ন্যায়সঙ্গত আবেদন আদৌ গ্রাহ্য করেন নি। বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সরকারকে বহু আশায় ঐ একই বিষয়ে ঐ একইভাবে বহু আবেদন করা হোল কিন্তু এই সরকারও ঐ আবেদন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন। এই সরকার শুধু নীরবই থাকলেন না উপরন্তু এই ব্যাপারে বহু লজ্জাজনক কাণ্ডও করে ফেললেন!

দু'একজন সরকারী অফিসার বেসরকারীভাবে বলতে চেয়েছেন যে, ঐ মহিলাটি যখন ঘর দখল ক'রে আছেন দেখা যাচ্ছে, তখন কোর্টের একটা অর্ডার না আনলে, শাসন বা পুলিস ওকে ওঠবার জন্য বলতে পারেন কী করে? এই কথার থেকে একটি অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন গণতান্ত্রিক জীবনের সামনে দেখা দিচ্ছে। আমরা সেটি বিচারের জন্য দেশের সামনে রাখছি। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য যুক্তি সঙ্গত কি না জনসাধারণ বিচার করুন।

মানুষের অধিকারের বিষয়ে কয়েকটি প্রমাণ তার কাছে থাকে। (১) রেজিষ্ট্রি অফিসের দলিল। (২) দেশের শাসন ও বিবিধ প্রতিষ্ঠান দ্বারা স্বীকৃত চুক্তির সম্পাদন প্রভৃতি (৩) কোর্টের আদেশ (৪) বহু সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের সাক্ষ্য। নিজের নিজের অধিকারের এই ছাড় পত্রের কোনো একটি নিজের হাতে থাকা সত্ত্বেও, যদি কারো অধিকার অপর কারো দ্বারা বিপন্ন হয়—তবে যে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের দ্বারস্থ হলে এবং ঐ অধিকারগুলির যে কোনো একটি অসংবাদিতরূপে সত্য হ'লে, গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব আছে কি না তা যাচাই ক'রে নিয়ে, বিপন্নকে উপদ্রবকারীর হাত থেকে রক্ষা করা ঐ ব্যাপারে সত্ত্ব সম্পর্কে বিবদমান কোনো অবস্থা বা বিভ্রান্তি জনক পরিস্থিতি না হলে, আবেদনকারীকে রক্ষা করতে অস্বীকার ক'রে—ঐ আবেদনকারীকে কোর্ট দেখিয়ে দেওয়ার কোনো অধিকার কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের আছে কি? না—নেই; এই আমাদের অভিমত। এটা কি কেউ অযৌক্তিক বলতে পারেন।

কারো আইন সঙ্গত দলিলপত্র থাকলেও, তার ওপর যদি কোনো উপদ্রবকারী অন্যায় ক'রে জবরদস্তি করেন—এবং ঐ ব্যক্তির যদি আইন আদালত করার মতও আদৌ আর্থিক বা অন্য ক্ষমতা না থাকে—তা হলে তাকে রক্ষা না ক'রে যে শাসন তাকে আইনের পথ দেখিয়ে দেয় তাকে গণতান্ত্রিক শাসনের অযোগ্য এবং দুরভিসন্ধি প্রণোদিত শাসন বলা যেতো পারে কি না—আমরা সকলকে জিজ্ঞেস করি শাসন যদি ঐ মনোভাব গ্রহণ করে, তবে দেশের মতলববাজেরা পুলিস ও কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়ে, অগণিত দরিদ্র অক্ষম মানুষকে—তাদের হাতে ন্যায়সঙ্গত দলিলপত্র থাকা সত্ত্বেও তাদের বিপন্ন ক'রে, তাদের জন্য শাসন সহায়তার ব্যবস্থা না রেখে, আদালতের রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারে কি না। বিপন্ন নিঃসহায় দরিদ্র ঐ রকম মানুষদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার যদি কোনো সরকার রক্ষা করতে রাজী না থাকেন, তবে তা সত্ত্বেও কি ঐ দলকে সর্ব্বহারার যোগ্য প্রতিনিধি বলা যেতে পারে?

আদালতের আদেশ ছাড়াও, রাষ্ট্র স্বীকৃত আইন সঙ্গত অন্যান্য দলিলপত্র থাকলে তার ওপর নির্ভর ক'রে, বিপন্ন মানুষকে সহায়তা দেওয়ার যদি বাধ্যবাধকতা একটা শাসনের থাকে—তাহলে একটা স্কুলের আইন সঙ্গত দলিলপত্র যখন আছে তখন সে স্কুল বিপন্ন হ'লে, এবং অনুরোধ জানালে তাকে সহায়তা দেওয়ার দায়িত্ব ঐ শাসনের নিশ্চয়ই আছে। এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের ন্যায়সঙ্গত অনুরোধ সত্বেও, সরকার যদি স্কুলের বক্তব্য আদৌ না শুনে, তাঁর দিক থেকে একটা জবাব পর্য্যন্ত না দিয়ে, চোখ বন্ধ ক'রে বেআইনী জবর দখলকারীকে নোংরা উপদ্রব করতে পুলিসী সহায়তা দিতে থাকেন—তাহলে সরকারের সেই কাজকে আমরা গণতান্ত্রিক, বা সাংবিধানিক বলব, না, অগণতান্ত্রিক, দুঃখজনক এবং বিশেষ অভিসন্ধি প্রণোদিত বলব?

একটা স্কুলের ব্যাপারে সুদীর্ঘ পাঁচ মাস ধ'রে কত আবেদন জানানো হোল—বহু চিঠিপত্র লেখা হোল মুক্তিতে বহুবার লেখা হল—কয়েকটি প্রচারপত্র বেরুলো—সরকার একেবারে চুপ ক'রে থাকলেন। এ সম্পর্কে স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবী মেনে নেওয়ার যদি কোনো আইনগত অসুবিধে ছিল—তাও সরকার জানাতে পারতেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী, ডেপুটি কমিশনার, অন্যান্য বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ বা কর্ম্মীরা কেউ একটা শব্দ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করলেন না।

এই নীরবতার অর্থ যে অক্ষমতা বা শাসনতান্ত্রিক অযোগ্যতা নয়—এর যে অন্য অর্থ আছে বোঝা গেল যখন বালিকা বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ও লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে কতকগুলি অর্থপূর্ণ সাংঘাতিক ব্যাপার শাসনযন্ত্রের দিক থেকে ঘটতে লাগল। বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে পরিচালিত বিক্ষোভকারীদের ওপর বিনাকারণে পুলিসী জুলুম সংগঠিত হোল।

পুলিসী জুলুমের তদন্তের জন্য বিদ্যালয় কমিটীর আবেদন অগ্রাহ্য করা হোল। লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীদের ওপর হার চুরির মামলা করা হোল যা নিতান্তই এক রাজনৈতিক চক্রান্ত। এই ব্যাপারে বামফ্রন্ট কর্ম্মীদের ইন্দিরা কংগ্রেসীদের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা গেল। এবং সংঘের সত্যাগ্রহ ও সমাবেশ পণ্ড করার চেষ্টায় বামফ্রন্ট কর্ম্মীদের পক্ষ থেকে নানা কদর্য্য উৎপাত করতে দেখা গেল।

এবং সবচেয়ে আপত্তিকর ব্যাপার এই যে, আইনগত পরিষ্কার সত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও বিপন্ন স্কুল কমিটিকে সাহায্য না দিয়ে, জবরদখলকারী ঐ মহিলাকে অন্যায়ভাবে স্কুলঘর জবর দখল ক'রে রাখতে লাঠীধারী বন্দুকধারী পুলিসী মদত সরকার বারবার দিয়ে গেলেন। আরো আশ্চর্যের কথা এই যে, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক কোনো আন্দোলনের ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার কোনো পুলিস পাঠাবেন না সরকারের ঘোষিত এই নীতি লোক সেবক সংঘের নিরুপদ্রব অহিংস আন্দোলনের ব্যাপারে নস্যাৎ ক'রে দেওয়া হল।

সরকারের এই অত্যন্ত অবাঞ্ছিত কার্য্য ধারার পক্ষে কৈফিয়ৎ তৈরী ক'রে রাখার জন্য ঐ উপদ্রবকারী সমাজ বিরোধী মহিলাকে দিয়ে, বান্দোয়ানের আরেক সাংঘাতিক সমাজ-বিরোধীকে দিয়ে, অভিযোগ করিয়ে রাখা হয়েছে যে, লোকসেবক সংঘ বহু গুণ্ডা (!) প্রকৃতির লোক এনে বান্দোয়ানের সম্মানিত (!) নাগরিকদের জীবন বিপন্ন করবে। লোক সেবক সংঘকে সারা জেলার লোক জানেন এবং ইতিহাসের বহু অধ্যায়ের ভেতর তার পরিচয় রয়েছে। বিহার আমলে, কংগ্রেসের আমলে যেমন নিতান্ত বিসদৃশ অপকৌশল ক'রে লোক সেবক সংঘের কাজে বহুবার বহু বাধা দান করা হয়েছে—তেমনি একই পন্থা গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক, প্রগতিশীল বামফ্রন্ট সরকারও গ্রহণ করছেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক!

বামফ্রন্ট সরকার নিজেকে গণতান্ত্রিক সরকার ব'লে মনে করেন। এই দাবীর মধ্যে যদি সততা থাকে, তবে বামফ্রন্টের সরকার ও তার নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মীবৃন্দের কাছে আমাদের বক্তব্য যে তাঁরা দুটি বিষয়ের উত্তর আমাদের দিন।

প্রথম বক্তব্য—কোর্টের রায় না থাকলেও, সত্ত্ব সম্পর্কিত অন্য আইনসঙ্গত দলিলপত্র থাকা সত্ত্বেও যদি কোন মানুষ বা প্রতিষ্ঠান জবর দখলকারীদের দ্বারা বিপন্ন হয়—তাকে রক্ষা করার—তার সত্ত্ব উদ্ধারে সাহায্য করার দায়িত্ব একটা সরকারের আছে কি না।

দ্বিতীয় বক্তব্য—বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যাপারে, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার এমনভাবে নিজেকে জড়িত করেছেন যে, যার দ্বারা বোঝা গেল—বামফ্রন্ট সরকার ও তার কর্ম্মীরা বিশেষ এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, কতকগুলি অবাঞ্ছিত, ষড়যন্ত্র মূলক ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন এবং বান্দোয়ানের বহু কুখ্যাত সমাজ-বিরোধীদের উপদ্রবে অন্যায়ভাবে সহায়তা দিয়ে নিজেদের সুনাম নষ্ট করেছেন এবং হাজার হাজার মানুষের কাছে দোষী হয়েছেন। এই অভিযোগগুলির উত্তরে আজ তাঁদের কী বলবার আছে জানান।

যদি কোনো উত্তর না পাই বুঝবো আমাদের কোনো যুক্তি খণ্ডন করা—কোনো তথ্য অস্বীকার করার সাধ্য হবে না বলেই বামফ্রন্ট সরকার ও তার নেতৃবৃন্দ বা কর্ম্মীবৃন্দ সম্পূর্ণ নীরব থাকতে বাধ্য হয়েছেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

সারা রাজ্যে বীজের অনটন ও পুরুলিয়া জেলা

সামনে বর্ষার মরশুম আগত। কিন্তু চারিদিক থেকে বহু সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে, সারা পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন ফসলের বীজ ঠিক মতো পাওয়া যাচ্ছে না। এবং উপযুক্ত না হ'লেও কোনো রকমে চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন বীজ, বিভিন্ন জায়গা থেকে আমদানী করতে হচ্ছে। বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলির কৃষি বিভাগেই এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিম বাংলার চারদিক থেকে আওয়াজ উঠছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলা বীজ উৎপাদনের খুবই অনুকূল জায়গা। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার এ বিষয়ে শীঘ্র যাতে ঠিক মতো লক্ষ্য দেন—তার জন্যও চারিদিক থেকে বহু চিন্তাশীল বিশেষজ্ঞ মানুষ আবেদন জানাচ্ছেন।

পুরুলিয়া জেলা বীজের অনুকূল ক্ষেত্র এটা শুধু আজ আবহাওয়া প্রভৃতি থেকেই অনুমান করা করা হচ্ছে—তা নয়। লোকব্রতী সোসাইটি কয়েক বছর ধরে এ বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে—বিভিন্ন রকমের উচ্চ ফলনশীল অতি চমৎকার বীজ উৎপাদন ক'রে, দেখিয়েছেন যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, অর্থ-নৈতিক দৃষ্টিতে, উপযোগিতার দৃষ্টিতে এই বীজ শিল্প এই জেলার পক্ষে এবং এই রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর।

লোকব্রতী সোসাইটি একক চেষ্টায় অভাবনীয় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন পরীক্ষা নিরীক্ষার দিক দিয়ে এর গুরুত্ব থাকলেও, সারা পশ্চিম বাংলাকে বীজে প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে গেলে, তার জন্য বিরাট আয়োজন করতে গেলে, আজ এবিষয়ে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এবং যারা এবিষয়ে কর্ম্মযজ্ঞে নিযুক্ত তাদের সহযোগিতা নিতে হবে—না হলে কাজ দ্রুত অগ্রসর হবে না। আর কালবিলম্ব না ক'রে সরকারের এগিয়ে আসা উচিত।

গভঃ রেজিঃ নং—২৯৬৭০ স্থাপিত—১৯৭৪ সাল

উদয়ন ক্রেডিট

এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোঃ (প্রাঃ) লিঃ

রেজিঃ অফিস
২, ওল্ড কোর্ট লেন
শ্রীরামপুর, হুগলী

সিটি অফিস
২, চার্চ লেন
কলিকাতা—৭০০০০১

উদয়ন এর মাধ্যমে স্বল্প সঞ্চয় করুন।
"বিনা ব্যয়ে মৃত্যু বীমার সুযোগ নিন"
উদয়ন টিমে যোগ দিয়া আপনার ভবিষ্যত গড়ে তুলুন।

স্থানীয় এজেণ্ট
১) জ্যোৎস্না রাণী ধর
C/o পুলক চন্দ্র ধর
মুনসেফডাঙ্গা রেষ্ট হাউস

২) প্রতিমা বর্ধন
C/o শ্যামশঙ্কর বর্ধন
গাড়ীখানা (বরাকর রোড)

পুরুলিয়া

[২য় পাতার পর]

বান্দোয়ানে লোকসেবক সংঘের বিরাট জনসভা

না। সেজন্য আপাততঃ আমাদের সত্যাগ্রহ বন্ধ রইল। এখন স্কুল ঘর বিষয়ে অন্য প্রতিকার পন্থা আমরা দেখব। তারপর প্রয়োজনবোধে নূতন-কর্মপন্থা গ্রহণ করা যাবে।

সত্যাগ্রহের সংবাদ

সত্যাগ্রহে প্রথম তিনদিন একশতাধিক ক'রে কর্ম্মী অংশগ্রহণ করেছেন। এবং তারপর থেকে প্রতিদিন ৩০।৫০।৬০ এইভাবে কর্ম্মী অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিদিন সত্যাগ্রহী সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক মহিলা অংশগ্রহণ করেন। একটা চাঁদোয়ার নিচে দারুণ গ্রীষ্মে, অত্যন্ত তপ্ত হাওয়ার মধ্যে প্রায়ই জল ঝড়ের ধাক্কা সামলিয়ে সত্যাগ্রহীরা সত্যাগ্রহের ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন। অনেক চাষী গৃহের মহিলা শিশু কোলে এই কষ্টবরণ করেন।

মুক্তি পড়ুন

অপরকে পড়ান

রবার ষ্ট্যাম্পের অর্ডার

মুক্তি প্রেসের কর্ম্মী শ্রীমহাবীর বাউরী "রবার ষ্ট্যাম্পের" কাজ করেন। কারো অর্ডার থাকলে মুক্তি প্রেসে যোগাযোগ করুন।

West Bengal Mineral Development & Trading Corporation Ltd.

Notice Inviting Quotation

The undersigned on behalf of Managing Director. West Bengal Mineral Development & Trading Corporation Limited (A Govt of West Bengal Undertaking), invites sealed quotations from local, reliable, experienced and resourceful Mining Contractors to carry out the following work at our Mining Lease areas. Separate quotation for each serial number is to be submitted.

Sl. No.	Name of Mine	Location	Mineral to be Mined.	Quantity in M.T	Time period
1.	Palma Felspar Mine	P. S. Para on Purulia Raghunathpur Road	Felspar	750 M.T.	Aug '78 to Dec '78
2.	Ambari Felspar Mine	P. S. Santuri on Raghunathpur Saltora Rd.	Felspar	400 M T.	Sept '78 to Dec '78
3.	Mirmi Quartz	P. S. Balarampur on Purulia Balarampur Road	Quartz	600 M.T.	Sept '78 to Dec '78

The rates quoted should be (a) per M. T. at pithead inclusive of removing overburden/stone etc, mining sizing and stacking at pithead. (b) per M T. upto loading in wagon at loading station inclusive of mining, transporting and loading. The loading station is Anara in case of Sl. No. 1. Joychandipahar in case of Sl. No. 2 and Kantadih in case of Sl. No. 3.

The quality of Felspar/Quartz approved at mines by us should only be accepted at the pithead and despatched to loading station for loading in wagon. Quartz in case of Sl. No. 3 should be dressed to 4"—8" inches size. Felspar in Sl. No. 1 & 2 should be free from Quartz, other foreign materials, dust and fines. The contractors are required to work in accordance with the Mines Act, Minimum wages Act and contract Labour Rules.

An interest free earnest money of Rs. 500/- (Rupees five hundred only) has to be deposited alongwith each quotation through A/c Payee Demand Draft drawn on any nationalised bank, Purulia Branch, in favour of West Bengal Mineral Development & Trading Corporation Limited. The earnest money deposited shall be refunded to the unsuccessful quotationers within a reasonable time. In case of successful quotationer it shall be retained and adjusted to-wards the security deposit.

Sealed quotations should reach the undersigned before 3 p.m. on 27th. June, 1978. Quotations shall be opened on the same day in presence of the quotationers or their authorised representatives.

The Corporation reserves the right to reject any or all the quotations, not bound to accept the lowest quotation without assigning any reason whatsoever and split the work if necessary on more than one party.

Project Officer
West Bengal Mineral Development And Trading Corporation Limited, (A Govt. of West Bengal Undertaking).
"Swapanpuri", Ranchi Road, P. O & Dist Purulia

চিঠিপত্র

বরাবাজার ঘটনা : কার দোষ তা জেখতে প্রকাশ্য তদন্ত হোক

মুক্তি সম্পাদক মহাশয়!

আমার এই পত্র আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

গত ৩১ মে বরাবাজার হাইস্কুলে নিশানমারী শ্রীনাথ দে এর সাক্ষাতে নির্বাচনী সভায় শ্রীমতীন ঘোষ আমার বিরুদ্ধে নানারূপ অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা করেন যদিও আমি কোন নির্বাচন প্রার্থী নই। শ্রীঘোষের বিরুদ্ধে গুণ্ডামী, চুরি, ডাকাতি, লুটপাটের অভিযোগে বহু মামলা ছিল এবং তিনি জনসাধ. বাংলা কংগ্রেস ইত্যাদি করিয়া বর্তমানে সি, পি, এমের নেতা সাজিয়া দল ও সমাজ প্রশাসন যন্ত্রকে আমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করিবার কাজে লাগাইতেছেন। সকলের জ্ঞাতার্থে জানাই বিভিন্ন আদালতে আমার বিরুদ্ধে শ্রীঘোষের রচিত কতকগুলি কাল্পনিক অভিযোগ অগ্রমাণিত হইয়াছে এবং নিশানমারী, শিক্ষা বিভাগ ও মধ্য শিক্ষা পর্ষদের নিম্নক বিভিন্ন তদন্তকালে শ্রীঘোষ ও তাঁহার অনুচরবর্গ আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগেই প্রমাণ করিতে সমর্থ হন নাই। উপরন্তু শ্রীঘোষ ও তাঁহার অনুচরবর্গের বিরুদ্ধে বরাবাজার থানাটিকে দলীয় মঞ্চে পরিণত করিয়া নৈরাজ্য সৃষ্টির অভিযোগ ইত্যাদি গত ১২ই এপ্রিল দলবাজি করিয়া বানচাল করা হয়।

২৩শে এপ্রিল শ্রীঘোষের নির্দেশেই ও সাক্ষাতে বরাবাজার চকবাজারে প্রকাশ্যে মারপিট ও দোকান লুট করিবার ষড়যন্ত্র চলে। শিক্ষা মন্ত্রীকে নির্বাচনী সভার ১৭টা পূর্বে আনিয়া গত এপ্রিল ঐ স্কুলে পরিচালক বদল ও আমার নিয়োগ জিলা প্রশাসনের মাধ্যমে বানচাল করিয়া, প্রকাশ্য সভার পূর্বে সোগল বৈঠকে তাহা পাকা করিবার পর প্রকাশ্যে অপবাদ ঘোষণা করিয়া জন সমর্থন আদায় করাই কি উদ্দেশ্য ছিল?

শ্রীঘোষের বিরুদ্ধে গুণ্ডামী, চুরি ডাকাতি এবং ক্ষমতায় থাকাকালে স্বৈরতন্ত্র, অনাচার, সন্ত্রাস সৃষ্টি আমলাতান্ত্রিকতা, ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ জন্য খুন, দল পুলিশ ও প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহারের অভিযোগ সমূহের প্রকাশ্য তদন্ত দাবী করি। ১-৬-৭৮

নিবেদক—
শ্রীসাধন সিংহ
বরাবাজার

West Bengal Mineral Development & Trading Corporation Ltd.

Notice Inviting Quotation

The undersigned on behalf of Managing Director, West Bengal Mineral Development & Trading Corporation Limited, invites sealed quotations from reliable, experienced and resourceful transport contractors for transport of overburden dump from our Beldih Apatite Mine, P.O. Bhabanipur, Dist. Purulia, to permanent dumping ground. The distance of dumping ground is approximately 2—3 Kms from the mine. The quotationers are requested to quote their rate per cubic metre of overburden inclusive of everything. Details regarding the nature of overburden, approach road and other conditions can be examined by the quotationers themselves after visiting the mine during any working day (except Tuesday) for which they are requested to make prior appointment with the Mines Manager. Beldih Apatite Mine (Phone-Ransadih-58). The quotationers shall have to submit the details alongwith their quotation regarding the number of tipping trucks/dumpers with capacity which shall he deployed in the above work.

The approximate volume of overburden is 50,000 cubic metres to be removed during one year at the rate of 4,170 cubic metres per month.

An interest free earnest money of Rs. 500/- (Rupees five hundred only) has to be deposited alongwith the quotation, through A/c Payee Demand Draft drawn on any nationalised bank, Purulia Branch, in favour of West Bengal Mineral Development & Trading Corporation Ltd. The earnest money deposited shall be refunded to the unsuccessful quotationers within a resonable time. In case of successful quotationer it shall be retained and adjusted towards the security deposit.

Sealed quotations should reach the undersigned before 3 P. M. on 23rd. June, 1978. Quotations shall be opened on the same day in presence of the quotationers or their authorised representatives.

The Corporation reserves the right to reject any or all the quotations, not bound to accept the lowest quotation without assigning any reason whatsoever and split the work if necessary on more than one party.

Project officer

West Bengal Mineral Development & Trading Corporation Limited, (A Govt. of West Bengal Undertaking), P. O. & Dist, Purulia.

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

যেখানেই
কণ্ঠ বিবেকের যায় শুনা প্রতিষ্ঠিত

উদ্ধিত্ত জাগ্রত প্রাণবরান্ নিনোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা | সোমবার, ১২ই জুন, ১৯৭৮ | ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯·৫০ ষষ্ঠাক ১০·৫০ নগদ ২০ পয়সা

গণভোটে জিতলো জিন্না—
ভিভেডিলেন ইন্দিরাও।
তোমরাও আজ জিতলে ভোটে,
তার কী বাহাদুরি চাও?

হাতে শাসন—ভোটে আসন
কারচুপিতেও হয় সাধন।
হিসাব করো—পেয়েছো কোন্
বিচারশীলের সমর্থন॥

পঞ্চায়েতী নির্বাচনের তিন স্তরেই সি পি এম দল নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠ

নির্বাচনে দুর্ঘটনার সংবাদ

পঞ্চায়েত নির্বাচন এই জেলায় মোটামুটি শান্তি পূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও উত্তপ্ত ও অশান্তি ঘটে যার ফলে নির্বাচন স্থগিত রাখতে হয়। এরই মধ্যে খোলামাঠা অঞ্চলের চকনপুর কেন্দ্র অন্যতম। নির্বাচনের প্রাক্কালে জয়পুরে শ্রীমান গৌতম মাহাত নামক একজন ছাত্র পরিষদ (কংগ্রেস) কর্মী নিহত হবার সংবাদও পাওয়া যায়।

ভোটদান বিষয়ে ভোটারদের আগ্রহ

এই নির্বাচনে ভোটারদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয় এবং প্রত্যেক কেন্দ্রেই সকাল ৭টার ভোট গ্রহণের বহু পূর্ব থেকে ভোটারদের লম্বা লাইন পড়ে যায়। অধিকাংশ স্থানে মহিলা ভোটারদের আগে ভোটদানের ব্যবস্থা করা এবং সকাল থেকে বেলা ১২টা—১টা পর্যন্ত মহিলাদেরই ভোট চলতে দেখা যায়। ভোটদানের নির্দ্ধারিত সময় খুবই কম রাখার কারণে বেলা ৩টার পূর্বে অনেক কেন্দ্রেই তিন চতুর্থাংশ অপেক্ষমান ভোটারদের ভোটার স্লিপ বিতরণ করতে হয়—যার ফলে রাত্রি ৮-৯ ঘটিকা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। বহুক্ষেত্রে পরদিন সকাল বা দুপুর পর্যন্তও ভোট গ্রহণ করা হয়। রঘুনাথপুর ১নং ব্লকের পোনীনাথপুর কেন্দ্রে ২রা জুন সোমবার বিকেল ৩টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হয়। অনুরূপভাবে পাড়া ব্লকের আনাড়া কেন্দ্রে বেলা ২টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে।

[২য় পাতায় দেখুন]

পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের ফলাফল ঃ রাজ্য ও জেলা

গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ভোটের ফলাফল নিম্নে দেওয়া হোল। তিন স্তরেই সি পি এম দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়।

গ্রাম পঞ্চায়েত	পশ্চিমবঙ্গ	পুরুলিয়া
মোট আসন	৩৬৮৫০	
ঘোষিত আসন	৩৬১৫৮	
সি পি এম	২৭৮১৩	১২৬
কংগ্রেস (ই)	৪৪২৪	৩০৭
কংগ্রেস	৫৭৮	১০৬
আর এস পি	১৬৩৫	
ফরোয়ার্ড ব্লক	১৫২৪	১৬২
সি পি আই	৮২৩	৩১
নির্দল ও অন্যান্য	২২৬১	৫১৪
		২১৯৮

পঞ্চায়েত সমিতি	পশ্চিমবঙ্গ	পুরুলিয়া
মোট আসন	৮৪৪৬	
ঘোষিত আসন	৮১৩৮	
সি পি এম	৫৩৮৫	৭২৩
কংগ্রেস (ই)	৯১১	৪৫
কংগ্রেস	৭৭	১২
আর এস পি	৩০৫	
ফরোয়ার্ড ব্লক	৩১৬	৩৫
সি পি আই	১৩০	৬
নির্দল ও অন্যান্য	১২৬৪	৭১
		৪০০

(জেলা পরিষদের নির্বাচনী ফলাফল ২য় পাতায় দেখুন)

পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে বহু অগণতান্ত্রিক আচরণের অভিযোগ

জনতা পার্টি ও কংগ্রেস এবং কংগ্রেস (ই) বিবিধ অভিযোগ তুলেছেন যে, বিগত পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে বামফ্রন্টের যে বিরাট সাফল্য দেখা যাচ্ছে তার পিছনে বামফ্রন্টের বহু অগণতান্ত্রিক কার্য্যধারা, চুনীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের ব্যাপক ঘটনা আছে। ডিগি (ডমকী ও জবরদস্তি সহকারে ভোট আদায় ব্যবস্থা), বিরোধী দলের কর্ম্মীদের ভীতি প্রদর্শন করে নিজেদের অবাধ স্বেচ্ছাতন্ত্র চালানো, দলীয় স্বার্থে শাসন ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ প্রভৃতি বহু প্রকারের অভিযোগ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে উঠেছে। এবিষয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছেও অভিযোগ করা হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলাতেও এই পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে বহু অগণতান্ত্রিক কার্য্যধারা অনুসৃত হয়েছে ব'লে অভিযোগ আসছে। এ সম্পর্কে যে সব অভিযোগ আসছে—তা আমরা পরে প্রকাশ করব। দেশের গণতান্ত্রিক জীবনের স্বার্থে ঐ সব অভিযোগের সত্যতা পূর্ণ তদন্ত হওয়া উচিত বলে অনেকেই মনে করছেন। কংগ্রেস আমলে নির্বাচনে কারচুপি ও চুনীতি সমূহের কোনো অভিযোগই শোনা যেত না। গণতান্ত্রিক বামফ্রন্টের শাসনে ঐ সব অভিযোগের যথার্থ তদন্ত হওয়া উচিত। ভোটে অপর দলের উপদ্রবেরও অভিযোগ রয়েছে। তদন্ত প্রয়োজন।

এই জেলার জেলা পরিষদ সদস্যবৃন্দ

ব্লক	প্রার্থীর নাম	দল
সাঁতুড়ী—অনাদি চক্রবর্তী		সি. পি. এম
	রামনাথ মণ্ডল (তপশিলী)	ঐ
নিতুরিয়া—রাজারাম মণ্ডল		ঐ
	ডাঃ বাণীশ্বর মুখার্জী	ঐ
রঘুনাথপুর ১—সরপ্রসাদ সিংহদেও		ঐ
	বাসুদেব আচারিয়র	ঐ
রঘুনাথপুর ২—পরেশ মুখার্জী		ঐ
	স্থগিত	
কাশীপুর—কালাচাঁদ মাহাত		ঐ
	অপন ব্যানার্জী	ঐ
ঝুড়া—নিখিল মুখার্জী		ঐ
	অবিনাশ মাহাত	ঐ
পুঞ্চা—দেবদাস মুখার্জী		ঐ
	দোলগোবিন্দ মাহাত	ঐ
মানবাজার ১—কমলাকান্ত মাহাত		ঐ
	অশোক দত্ত	ঐ
মানবাজার ২—নিতাই মাঝি		ঐ
	অতুলচন্দ্র মাহাত	ঐ
বান্দোয়ান—মদন মাহাত		ঐ
	রতন মাঝি	ঐ
বরাবাজার—মনীন্দ্র গোপ		ঐ
	কালীচরণ মাহাত	ঐ
বলরামপুর—হৃষিকেশ মণ্ডল		ঐ
	ভুবন মোহন পাত্র	ঐ
আড়ষা—সন্তোষ গোস্বামী ফরোয়ার্ড ব্লক		
	চন্দ্রশেখর মাহাত	ঐ
ঝাঘমুণ্ডী—বীরসিং মাহাত		ঐ
বালদা ১—সুধাংশু মাহাত		ঐ
	রামপদ সিং	কংগ্রেস (ই)
বালদা ২—জ্যোতিলাল মাহাত		কং বং
	সুবলচন্দ্র মাহাত	সি-পি-এম
জয়পুর—পদ্মলোচন মাহাত		সি-পি-এম
	স্থগিত	
পুরুলিয়া ১—মুক্তিপদ মাহাত		কংগ্রেস
	সনাতন মাহাত	সি-পি-এম
পুরুলিয়া ২—রামকিঙ্কর মাহাত		ঐ
	শক্তিপদ গোস্বামী	ঐ

ব্লক ফসফেট
ফসল বাড়ায়
জমি উর্বর করে

[১ম পাতার পর]

পঞ্চায়েতী নির্বাচনের তিন স্তরেই সি পি এম এর জয়

সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটি

এই দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে পঞ্চায়েতী নির্বাচন এবং একই কর্মীবাহিনী দ্বারা ভোট গ্রহণ ও ভোট গণনার ব্যবস্থা সরকারী নীতি ও ব্যবস্থার বাস্তব জ্ঞানের এবং মানবিকতা বোধের অভাবের পরিচয় দেয়। প্রথমতঃ অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহগুলির জীর্ণ অবস্থা অবর্ণনীয় এবং তার সঙ্কীর্ণ পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েতের বিরাট প্রার্থী বাহিনী ও এজেন্টদের স্থান সঙ্কুলান দুষ্কর ছিল। এইরূপ অস্বাস্থ্যকর ও অস্বস্তিকর অবস্থায় প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের স্নান, আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে ৩৬ ঘণ্টা থেকে ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত একটানা ভোটগ্রহণ, ভোট গণনা ও আনুষঙ্গিক অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করতে হয়। অনেক ভোট গ্রহণকারী কর্মী ঘটনাস্থলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

এই জেলার পুনর্নির্বাচন

গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮টি কেন্দ্রে পুনরায় ভোট গ্রহণ হবে। ১২টি কেন্দ্রে দুইজন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রার্থী সমসংখ্যক ভোট পাওয়ায় ফল অমীমাংসিত। অনুরূপভাবে পঞ্চায়েত সমিতি ৩টি কেন্দ্র ও জেলা পরিষদের ২টি কেন্দ্রে ১৮ই জুন পুনরায় ভোট গ্রহণের পর ফলাফল ঘোষিত হবে।

পঞ্চায়েত প্রশাসন নিয়ে মন্ত্রীদের কমিটি হবে

পঞ্চায়েত প্রশাসনের জন্য প্রতিটি ব্লকে একজন করে বি. ডি. ও এবং জেলা স্তরে একজন করে অতিরিক্ত জেলা শাসক নিয়োগ করা হবে। এঁরা শুধু পঞ্চায়েতের কাজকর্মই দেখা শুনা করবেন। পঞ্চায়েতের প্রশাসন এবং নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে কোঅর্ডিনেটর করে মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির আহ্বায়ক হবেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফ্রন্ট কেন্দ্রগুলিতে পুনর্নির্বাচন চান

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর কলকাতা করপোরেশন সমেত রাজ্যের পুরসভাগুলির নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হতে চলেছে। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই বামফ্রন্ট কমিটি বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। কমিটি চান, ভোটার লিস্টে নতুন ভোটারদের নাম সংযোজন করার পর পুর নির্বাচন হবে। গ্রামে মোটামুটিভাবে হাতের মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ পড়ে। বাকি এক তৃতীয়াংশকে নিয়ে পুরসভা বা শহরাঞ্চলের নির্বাচন। নানা দিক থেকেই পুরসভার নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া বহু পুরসভার নির্বাচন দীর্ঘদিন ধরে হয়নি। কলকাতা করপোরেশনের নির্বাচনও বহু দিন হয়নি।

[১ম পাতার পর]

পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের ফলাফল ঃ রাজ্য ও জেলা

জেলা পরিষদ

মোট আসন	৬৬৮
ঘোষিত আসন	৬১১
সি পি এম	৪৮০
কংগ্রেস (ই)	২২
কংগ্রেস	৪
আর এস পি	২৩
ফরোয়ার্ড ব্লক	৩৮
সি পি আই	৫
নির্দল ও অন্যান্য	৯৩

মুক্তি
২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩, সোমবার

আসল পঞ্চায়েৎ কি গড়া হোল ?

পশ্চিম বাংলার আড়াই লক্ষ ভোটার—পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে, ভোট দিয়ে, ছাপ্পান্ন হাজার প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করলেন। দারুণ ব্যাপার। এই নির্বাচন যুদ্ধে প্রার্থীরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন একলক্ষ সত্তর হাজারেরও বেশী মানুষ। আরো দারুণ ব্যাপার। রাজ্যপাল হিসাবে স্বীকৃত পশ্চিম বাংলার কয়েকটি দল এবং অগণিত নির্দ্দল দিনকতক ধ'রে নিজ নিজ প্রচারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত ক'রে, আপাততঃ এক নিদারুণ দক্ষযজ্ঞের পালা শেষ করলেন। এবং আমরা এই দক্ষযজ্ঞের পরবর্তী পালা কীভাবে দেখা দেবে—তারই প্রতীক্ষায় রয়েছি।

এই দক্ষযজ্ঞের পালাটি সারতে আমাদের শ্রীগৌরী সেনের রাজকোষের বিপুল অর্থ ব্যয় হোল। এবং অনেকে মনে করছেন, যে, এত ব্যয় ক'রে অবশেষে গ্রামজীবনের তলা পর্য্যন্ত এক দূষিত রাজনীতিকে টেনে আনা হল। এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত নই। কারণ দূষিত রাজনীতির ব্যাপক শিক্ষা এবং ব্যাপক গ্রামজীবনকে ইতিপূর্ব্বেই ভালভাবে তৈরী ক'রে রাখা হয়েছে। তাছাড়া, একের পর এক শাসনকারী দল যারাই আসরে নেমেছেন—তাঁরাই নিজেদের আসনকে কায়েম ক'রে রাখবার জন্য, গ্রামজীবনকে নিয়ত কম দূষিত করেন নি। সুতরাং এর ওপরে আজকের গ্রামজীবনকে নতুন শিক্ষা আর কে কী দেবেন ?

অনেকে আবার বিশেষভাবে চিন্তিত এই জন্য যে, ক্ষমতার যে-ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল—যে-ক্ষমতার লড়াই মন্ত্রী, এম. পি, এম, এল, এদের মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছিল, আজ প্রতিনিধিদের ব্যাপারটি ব্যাপক ক্ষেত্রে নেমে যাওয়ায়, সেই ক্ষমতার লড়াই ব্যাপকভাবে সারা দেশের গ্রাম জীবনকেও দূষিত করবে সন্দেহ নেই। যাঁরা আজ এই দুশ্চিন্তা করছেন—তাঁদের এই দুশ্চিন্তারও আমরা অংশভাগী হতে পারছি না। তার কারণ—মন্ত্রী, এম, পি, এম,এল, এরা সীমাবদ্ধ একটি গোষ্ঠী হলেও, তাঁদের ক্ষমতাক্ষেত্র বজায় রাখার জন্য, সর্ব্বদাই তাঁদের একটি বৃহত্তর গোষ্ঠী তৈরী করতে হয়। সেই বৃহত্তর গোষ্ঠী যে ভূমিকা গ্রহণ করেন তা' অনুচরের ভূমিকা, অনুগৃহীতের ভূমিকা—কেউ কেউ বলেন—দালালের ভূমিকা।

ক্ষমতাসীন সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর তত্ত্বধাররূপে ঐ বৃহত্তর গোষ্ঠীকে পল্লীজীবনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে যে কাজ করতে হয়—তা হচ্ছে ব্যাপক গ্রামজীবনকে অহরহ দূষিত করার রাজনীতি। এর পরিচয় আমরা কে না জানি বলুন ? এবং আজকে পঞ্চায়েৎ কাঠামোকে যেভাবে দাঁড় করানো হয়েছে—তাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন দলের অনুচর হিসাবে যাঁরা ব্যাপক জনজীবন ক্ষেত্রে দূষিত রাজনীতির তত্ত্বধার ছিলেন সেই তাঁদেরই আজ তাঁদের সেই সুপরিচিত কাজের জন্যই, পঞ্চায়েৎ নামক স্থায়ী কাঠামোর তকমা পরিয়ে দেওয়া হল। সুতরাং অবস্থার ইতর বিশেষ কোথায় কী হোল তা দেখতে তো পাচ্ছি না।

ক্ষমতাসীনদের প্রসাদ পুষ্ট হ'য়ে, গ্রামজীবনে যারা এতদিন উপদ্রব করেছে—পঞ্চায়েতের নামে, ব্লকের নামে, প্রতিনিধিদের নামে, মামলার নামে, আইন আদালতে সাক্ষ্য দানের নামে, থানা পুলিসের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার নামে, দূর্গত মানুষকে রক্ষার জন্য জি, আর, টি, আর এর নামে - তারা দিনে ডাকাতি করেছে, পুকুর চুরি করেছে লোমহর্ষক অত্যাচার করেছে—নয় অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক, বেআইনী কাজসমূহ করেছে। এই সমস্ত অত্যন্ত অপরাধজনক কাজসমূহ দেশের হাজার হাজার মানুষ দেখেছেন ; প্রতিকারের উদ্দেশ্যে বলবার বহু চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু তাঁদের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত সমস্ত অভিযোগ বিষয়ে আগের সরকারও যেমন সম্পূর্ণ বধির ও বোবা ছিলেন—এই সরকারও আজ এখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বোবা ও বধির ব'লেই দেখা যাচ্ছে।

দেশের এই ব্যাপক জীবনের জনসাধারণ—যাঁরাই হচ্ছেন আসল পঞ্চায়েৎ—তাঁদের বক্তব্য প্রতিধ্বনিত হবার কোনো রাস্তা তথাকথিত পঞ্চায়েতে রাখাই হল না। এর কাঠামো এমন করা হয়েছে যে, আগে যারা গ্রাম জীবনে তকমাবিহীনভাবে মাতব্বরি করতেন যাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ শোনার কেউ ছিলেন না—এরার তাঁরাই তথাকথিত পঞ্চায়েতের তকমাধারীর মর্য্যাদা পেলেন—এই মাত্র তফাৎ।

পঞ্চায়েতের মাতব্বররূপে কাজ করার জন্য আজ যাঁরা ছাড়পত্র পাচ্ছেন—তাঁদের অন্যায় কাজকর্মসমূহকে বিচার করার, বাধা দেওয়ার, তা' পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সার্থক প্রস্তাব রাখার জন্য দেশের ব্যাপক জনমতকে কোথাও এক বিন্দু মর্য্যাদার স্থান দেওয়া হয় নি। তবে আর একটা পঞ্চায়েতী শাসন কীভাবে চোল—আমাদের কেউ বলবেন কি ? জনগণের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকলে গ্রাম জীবনে যা চলছিল আজও পঞ্চায়েতের নামে সেই ব্যাপারই চলবে—তা অবধারিত।

কেউ কেউ বলেছেন—মৌলিক কোনো পরিবর্তন না হলেও, এই পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন গ্রামজীবনকে দারুণ নাড়া দিয়েছে। এই অভিমতের সঙ্গেও আমরা একমত হতে পাচ্ছি না। তার কারণ এই যে, আমরা দেখলাম—সারা পশ্চিম বাংলায় যে দু'লক্ষ মানুষ পঞ্চায়েতের প্রার্থীরূপে এক অভিনব সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই প্রার্থীরা—তাঁদের নেতারা—তাঁদের দলবলেরা—অর্থাৎ এই বিরাট বাহিনী এক নবতর কর্তৃত্বের সম্ভাবনার উদ্গাদনায় সারা রাজ্য তোলপাড় করেছিলেন। তারই আলোড়ন আমরা দেখলাম। কিন্তু আমরা তারই সঙ্গে দেখলাম যে,—দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এই নির্ব্বাচন কোনো সাড়া—কোনো আগ্রহ জাগাতে পারে নি। কারণ তাদের ধারণা হয়ে গেছে—এ সবের দ্বারা—কারো দ্বারা সাধারণ মানুষের কিছু উন্নতির আশা নেই।

এই নির্ব্বাচন বিষয়ে সাধারণ মানুষের যে সাধারণ সার্ব্বজনীন অভিমততা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে দেখলাম কয়েকটি গ্রামবাসীর একটি কথোপকথনে। নির্ব্বাচনের ৩।৪ দিন আগে, বান্দোয়ানে—হাটবারে জোর নির্ব্বাচনী প্রচার চলছিল। বিভিন্ন দল মাইক সহকারে নিজ নিজ প্রচার বাদ্যতে আকাশ প্রকম্পিত করছিলেন। সেই সময়ে হাটের একধারে তরিতরকারী বিক্রেতা রমণীরা তাঁদের মধ্যে নির্ব্বাচনী বার্ত্তালাপ সুরু করেন। একজন বলেন—হ্যাঁ গো, জানিস্ এরা এত চেঁচাচ্ছে কেন ? এরা গাঁয়ের হাকিম হবে। তবে তাদের বেতন নেই। সেই বেতন ওরা জি, আর, টি, আর, আদায় করে নেবে। তাই এদের এত লাফালাফি।

দেশের প্রতিনিধিদের সম্পর্কে দেশের সাধারণ মানুষের ধারণা আজ কতো খারাপ হয়ে গেছে—তা সকলেই জানেন।

সেই ধারণাকে পরিবর্ত্তনের চেষ্টা দূরে থাক দেশের প্রতিনিধিরা নিয়তই সেই ধারণাকে আরো বেশী খারাপ ক'রে তোলার জোর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে চলেছেন। আগেরাও করছেন এবং দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে—বর্ত্তমানেরাও করছেন।

"ঐ ধারণার আমরা নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তন করব"—এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলার শক্তি যদি আজ বর্ত্তমানের প্রতিনিধিদের থাকে, তবেই এই নৈরাশ্যজনক অবস্থার পরিবর্ত্তন হতে পারে। এবং ঐ অঙ্গীকার যদি দেশের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে আসে, তবে তার পরিচয় রাখতে হবে—তাঁদের আচরণে এবং পঞ্চায়েতের নূতন পরিকল্পনার মধ্যে। ঐ অঙ্গীকার সততাপূর্ণ হলে—তাঁদের আচরণের ও পঞ্চায়েৎ কাঠামোর এক নতুন রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। আজ কি কেউ বলতে পারেন পশ্চিম বঙ্গের বর্ত্তমান পঞ্চায়েৎ আসল পঞ্চায়েতের রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে?

বান্দোয়ানে সত্যাগ্রহ উপলক্ষ্যে বিরাট জনসভা

সত্যাগ্রহের প্রথম দিনের জনসভা : বিরোধী মিথ্যা প্রচারের স্বরূপ উদ্ঘাটিত

সকলকে বক্তব্য রাখতে আহ্বান : দুটি প্রচার পত্রের বিচার

বান্দোয়ানে সত্যাগ্রহ আরম্ভের দিনে—২২শে মে তারিখে লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে জনসভা আহুত হয়। আবার ১লা জুন তারিখে সত্যাগ্রহ সমাপ্ত হতে যাচ্ছে কেন—তা আলোচনা করতে জনসভা হয়। প্রথম দিন ৪।৫ হাজার লোক সমবেত হন। শেষ দিন ৫।৬ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। এবারে প্রথম দিনের বক্তৃতার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

লোকসেবক সংঘের সচিব অরুণ চন্দ্র ঘোষ ২৪ ঘণ্টা কালব্যাপী বক্তৃতায় যা বলেন তা এই। বক্তৃতার প্রথমে তিনি উপস্থিত সকলকেই বলেন যে, তাঁর কোনো কথা যদি কেউ অযৌক্তিক বা অসত্য ব'লে মনে করেন—তবে তিনি প্রতিবাদ জানাতে পারেন—ধৈর্য্যের সঙ্গে তা শোনা হবে। ঐ সভায় বামফ্রন্টের কর্মীরা ও দু কংগ্রেসের লোকেরাই ছিলেন। তারপর তিনি দুটি বিরোধী প্রচারপত্র সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেন। প্রচারপত্র দুটির একটি প্রকাশ করেছিলেন—ঐ স্কুল ঘরের জবরদখলকারী মহিলা এবং অপরটি ইন্দিরা-কংগ্রেসের ১০ জন যুব-কর্ম্মী।

ভাড়ার রসিদ বিষয়ে মিথ্যা প্রচার

প্রথমে ঐ মহিলার প্রচারপত্র সচিব আলোচনা করেন। ঐ মহিলা বলেছেন কোয়াটারটি জেলা পরিষদ ওঁর নামে ভাড়ায় বন্দোবস্ত করেছেন। ওঁর কাছে ভাড়ার সব রসিদ আছে। সচিব বলেন—দুটিই সত্য কথা হতে পারে। ঐ ঘরটি স্কুলকে দেওয়ার আগে জেলা পরিষদ ওঁকে ভাড়া দিয়ে থাকতে পারেন—সেই সময়ের রসিদ ওঁর কাছে থাকতে পারে। সচিব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, ঐ ঘর স্কুল কমিটির নামে হস্তান্তরিত করার পর জেলা পরিষদ ওঁকে ভাড়াতে দেননি এবং সেই সময় থেকে ওঁর কাছে ভাড়ার কোনো রসিদ নেই।

কোন সত্ত্ব থাকলে এস ডি, ওকে কেন বলা হয় নি

সচিব বলেন—তিনি ঐ মহিলাকে বার বার চিঠি দিয়েছেন এবং দাবী করেছেন যে, তাঁর যখন ঘরের বিষয়ে কোনো সত্ত্ব নেই—তিনি কেন ঐ ঘর ধ'রে রাখছেন। কিন্তু এর উত্তরে ঐ মহিলা কোনো পত্র দেননি। ওঁর কোনো রকম সত্ত্ব থাকলে নিশ্চয়ই উনি জানাতেন। এস, ডি ও, যখন আমাদের কর্ম্মীদের সামনে ওঁকে বললেন—ঐ ঘরে আপনার কোনো সত্ত্ব নেই—আপনি ছেড়ে দিন—তখন ঐ মহিলা জানালেন—আমি কিছু সময় চাইছি—অন্য ব্যবস্থা ক'রে ওঠবার জন্য। তখন তো উনি এস, ডি, ওকে দেখাননি ওঁর হাল আমলে দেওয়া ভাড়ার কত রসিদ আছে। প্রচারপত্রে এখন মিথ্যাচার করছেন। পুরোনো রসিদের কথা তুলে লোককে আজ বিভ্রান্ত করতে চাইছেন!

আদালতে কেন যাওয়া হলো না

ঐ মহিলা ঐ প্রচারপত্রে সংঘকে উপদেশ দিয়েছেন—আদালতে যেতে। উনি অপরকে উপদেশ দিতে পারেন—কিন্তু নিজের হক যখন নেই তখন ঘর ছেড়ে দেবার তাঁর সুবুদ্ধি হচ্ছে না কেন? সচিব ঐ ব্যাপারে বুঝিয়ে বলেন যে, একটি বিশেষ নীতিতে প্রশ্নে তাঁরা শাসনযন্ত্রের কাছ থেকে প্রতিকার চাইছেন। আদালতে যাবার আগে শাসনযন্ত্রের সততার পরিচয় তাঁরা পেতে চান।

সর্ব্বদলীয় বিচার : জ্যোতিবাবুরাও কেউই অগ্রসর হলেন না

ঐ মহিলা প্রচারপত্রে আরো বলেছেন যে, সংঘের যদি সাহস থাকে—তবে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তাঁর ন্যায় অন্যায়ের বিচার করা হোক। এর উত্তরে সচিব বলেন—সংঘই সমস্ত দলকে এ বিষয়ে বিচার করতে আহ্বান করেছিলেন—অন্যান্য কোনো দলেরই এ বিষয়ে সাহস হয়নি। এ বিষয়ে বিচার ক'রে ব্যবস্থা করার জন্য—বাম দলগুলির যে বামফ্রন্ট তার নেতা জ্যোতি বাবুকে বার বার পত্র দেওয়া হয়। তিনি নীরব থাকলেন। মুক্তিতে বার বার লেখা হল যে, আমরা আপোষে এর সমাধান চাই। কোনো দলের সাহস হোল না এগিয়ে আসতে। সচিব বলেন—আগে কারো সাহস না হয়ে থাকলেও, আজ তিনি সমস্ত দলকে আহ্বান জানাচ্ছেন—এ ব্যাপারে সর্ব্বদলীয় কমিটি ক'রে—তারা বিচার করুন। তাঁরা যা বলবেন—আমরা মেনে নোব—সচিব বলেন। ঐ জনসভায় ঐ মহিলার আত্মীয় স্বজনও ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে কেউ সাড়া দিলেন না। অন্যান্য দলের কর্ম্মীরাও সাড়া দিলেন না।

লোকসেবক সংঘের পিছনে মুষ্টিমেয় লোক?

সচিব বলেন—ঐ মহিলা প্রচারপত্রে লিখেছেন—বান্দোয়ানে জনসাধারণ বলতে কি লোকসেবক সংঘের এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের বোঝায়? সচিব বলেন—সংঘের ডাকে আজ বান্দোয়ান জামতোড়িয়া থানার হাজার হাজার মানুষ সমবেত। একে আজ মুষ্টিমেয় বলার ধৃষ্টতা ঐ মহিলা ছাড়া আর কার আছে এগিয়ে আসুন! সচিব বলেন—এই বিরাট জনতার মধ্যে প্রচারপত্র প্রকাশকারী ১০।১২ জন অতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়া আজ ঐ মহিলার পিছনে আর একটিও লোক এখানে আছেন কিনা আমি জিজ্ঞেস করি? সচিব আরো বলেন যে, নিতান্ত তুচ্ছ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে বামফ্রন্ট সরকার ও তার কর্ম্মীরা আজ ইন্দিরা কংগ্রেসের সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন—আজ জনগণের সামনে ঐ মহিলাকে সমর্থন জানাবার মত নৈতিক সাহস তাদের মধ্যে কোনো একজনেরও আছে কিনা—তিনি জানতে চান। বিরাট নিস্তব্ধ জনসভা সম্পূর্ণ নীরব থেকে জানালো যে, না, ঐ মহিলার পিছনে নৈতিক সমর্থন জানাবার মত সভায় একজনও কেউ নেই।

বিধবা নারীর ওপর পৈশাচিক অত্যাচার কাহিনীর স্বরূপ !!

ঐ মহিলাটি প্রচার পত্রে আরো একটি গুরুতর অভিযোগে করেছেন। বলেছেন—২৬শে জানুয়ারী পুলিস না থাকলে অসহায় বিধবা নারীর ওপর যে কী ভীষণ পৈশাচিক অত্যাচার হোত তা বর্ণনাতীত। এর উত্তরে সচিব বলেন—সেদিন বহু সংখ্যক বিক্ষোভকারী ছিলেন। তাঁরা পুলিসের হাত থেকে লাঠী বন্দুক ছিনিয়ে নেন—এখানকার সমস্ত লোক জানেন। সেদিন বিক্ষোভকারীদের দয়ার ওপর নির্ভর করে পুলিসদেরই থাকতে হয়েছিল। বিক্ষোভকারীরা শান্ত এবং অহিংস না থাকলে এবং বিক্ষোভকারীরা ঐ মহিলার ওপর পৈশাচিক আচরণ করার জন্য ব্যগ্র থাকলে, সেদিন পুলিসের কোনো ক্ষমতা ছিল না—ঐ মহিলাকে রক্ষা করার। সুতরাং মহিলার ওপর কোনো কিছু আক্রমণ কেউ করে নি—সে শুধু বিক্ষোভকারীদের যাঁরা নেতৃত্বে দিচ্ছিলেন তাঁরা কোনো অন্যায় করার মনোভাবাপন্ন ছিলেন না বলেই। ঐ মহিলা হার চুরির মামলা করেছেন। কিন্তু সেই হার চুরির অতবড় ঘটনা ঐ মহিলা নিজের প্রচার পত্রে দিতেই ভুলে গেছেন। প্রচার পত্র লেখার সময় বানানো ঘটনাটা আর তাঁর মনে ছিল না।

দশজন যুবকের প্রচার পত্র : কারা গুণ্ডা ও সমাজ বিরোধী?

তারপর সংঘের সচিব দশজন কংগ্রেসী যুবক কর্ত্তৃক প্রচারিত প্রচার পত্রের বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে, ঐ প্রচার পত্রে বলা হয়েছে—ভজহরিবাবুরা ৩০০ জন গুণ্ডা সঙ্গে নিয়ে ঐ মহিলার বাড়ীতে হাজির হন। অরুণবাবু সমস্ত জনতাকে জিজ্ঞেস করেন—আপনারা কি জানেন না কংগ্রেসী শাসন আমলে ঐ দশটি কংগ্রেসী অনুচর অবিরত কী রকম জঘন্য সমাজ-বিরোধী অপকর্ম্ম সমূহের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে এসেছে। আপনারা কি জানেন না ভজহরিবাবুর সমস্ত জীবনের ভূমিকা কী ছিল। তাঁর ৩০০ জন সহকর্ম্মী গুণ্ডা ছিল, না, কি ছিল—আপনারা কি তা জানেন না? কয়েকজন সমাজ-বিরোধী লোক নিজেরা প্রচার পত্র দিয়ে যদি অপরকে গুণ্ডা বলে এবং নিজেদের জনসেবী ব'লে প্রচার করতে চায়—সেটাই কি চূড়ান্ত সত্য হবে? আজ এখানে বান্দোয়ান জামতোড়িয়া থানার অগণিত লোকের এই বিরাট জনসভায় নির্দ্ধারণ করা হোক—গুণ্ডার ভূমিকা কারা কোথায় কীভাবে গ্রহণ করেছে। ঐ প্রচার পত্র প্রদানকারী কংগ্রেসী যুবকেরা সমাজ-বিরোধী নয়—কেউ তা বলতে পারেন কি? ভজহরি বাবুরা গুণ্ডার দল গঠন করেছেন এখানে একজনও কেউ আছেন কি যিনি একথা বলতে পারেন। সভা নিরুত্তর।

কোঅপারেটিভের ভিত্তিহীন কাহিনী

সচিব বলেন—২৬শে জানুয়ারীর ঘটনা সম্পর্কে ঐ প্রচার পত্রে যা লেখা হয়েছে—তা সবই মিথ্যাভাষণ ব'লে মনে করি। তাছাড়া, ঐ যুবকগুলি ঐ প্রচার পত্রে বলেছে যে, ভজহরিবাবুর নেতৃত্বে বান্দোয়ানে একটি কো-অপারেটিভের দোকান হয়। শেয়ারের টাকায় একটি ঘর কেনা হয়। পরে ভজহরিবাবু ঐ ঘরটী বিক্রি করে টাকা আত্মসাৎ করেন। শেয়ার হোল্ডারদের ফাঁকি দেন। অরুণবাবু বলেন—তিনি সকলের সামনে জানাচ্ছেন যে, ঐ অভিযোগ ভিত্তি হীন। তিনি বলেন—কো-অপারেটিভের ব্যবস্থা করার ভার দেওয়া হয়েছিল—ঐ দশটি যুবকের একজনের বাবার ওপর। ঐ ভদ্রলোক কোঅপারেটিভের খুব ক্ষতি ক'রে তাকে ডোবাবার যখন ব্যবস্থা করলেন—তখন ঐ ঘর বিক্রি ক'রে দিয়ে—শেয়ার হোল্ডারদের টাকা দিয়ে দেওয়া হয়। সচিব বলেন—এই জনসভায় বান্দোয়ান বাজারের অজস্র লোক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ বলতে পারেন কি যে, তাঁদের কারো শেয়ারের টাকা আজও ফেরৎ দেওয়া হয় নি? সচিব জনতার কাছে বারবার এই প্রশ্ন রাখেন। কিন্তু জনসভায় এমন দাবীদার পাওয়া গেল না। বা কারো দাবী বিষয়ে কেউ কোনো কথা বলতে পারলেন না।

সচিব বলেন—ঐ যুবকরা প্রচার পত্রে বলেছেন বালিকা বিদ্যালয় কমিটির নামে প্রদত্ত জমি ও ঘর ভজহরিবাবু নিজের নামে করে রেখেছেন। স্কুল কমিটির নামে তা দিয়ে দিতে হবে। অরুণবাবু বলেন—এসব কথা একেবারে মিথ্যে। ঐ জমি ও বাড়ী স্কুল কমিটির নামেই আছে। দলিল পত্র যদি কেউ দেখতে চান—দেখতে পারেন—তিনি আহ্বান জানান।

সমগ্র ব্যাপারের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা—মুখ্যমন্ত্রীর অভাবিত নীরবতা এবং প্রশাসন ও পুলিসের কর্ম্মধারা, সমূহের ব্যাপার উদ্ঘাটিত ক'রে তীব্র ভাষায় সচিব এই ব্যাপারে তাঁদের অভিযুক্ত করেন। সত্যাগ্রহ শেষ করার উপলক্ষ্যে যে জনসভা করা হয় তাতে সংঘের সচিব পুনরায় ঐ বিষয় গুলির আরো বিশদ আলোচনা করেন। সেজন্য এই বিষয় গুলি এখানে আর আলোচিত হচ্ছে না। দ্বিতীয় জনসভাটির বিবরণ প্রদান কালে সেগুলির বিষয় উত্থাপিত হবে।

ট্রাকটার ভাড়া

লোকব্রতী সোসাইটির ৩৫ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন ট্রাকটার চাষীদের ভাড়ায় দেবার জন্য আছে। জমি চষার কাজ ছাড়াও, কুরলের কাজ এতে হয়। তাতে জমি সমতল করা হয়। ট্রাকটারের প্রয়োজন হ'লে আগে থেকে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগকরুন।

চিঠিপত্র

(১)

সিরকাবাদ সমবায় বিষয়ে গুরুতর অভিযোগ

মহাশয়, এই চিঠিটি মুক্তিতে প্রকাশ করিলে বাধিত হবো।

শ্রীযুক্ত এ্যাসিষ্ট্যান্ট রেজিষ্টার অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটি
পুরুলিয়া

মহাশয়,

সিরকাবাদ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর নিম্ন স্বাক্ষরকারী কার্য্যকরী কমিটীর সদস্যগণের বিনীত নিবেদন এই যে উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাঝি মহাশয় সমিতির জমা খরচ বহির তালিকাভুক্ত হিসাব অনুযায়ী দেখা যাইতেছে যে গত ৩১-৩-৭৮ তারিখ পর্য্যন্ত হস্ত মজুতের পরিমাণ ১২১৯৩-২০ পঃ উক্ত টাকা পুরুলিয়া সেণ্টাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ এ সমিতির নামে কর্জ্জ থাকা সত্ত্বেও তিনি কর্জ্জ পরিশোধ করেন নাই। উপরন্তু জমা খরচ বহি দৃষ্টে দেখা যাইতেছে যে গত ৩০-৪-৭৮ তাং পর্য্যন্ত হস্ত মজুত তহবিল ১০,৯০৭-১৬ পঃ সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাঝি মহাশয়ের নিকট জমা রহিয়াছে। বর্ত্তমানে সমিতির পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গেল যে সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাঝি মহাশয় সমিতির সভ্যগণের নিকট হইতে আদায়ীকৃত ঋণের টাকা জমা খরচ বহি দৃষ্টে (৩০-৪-৭৮) পর্য্যন্ত ১৪,৯০৭-১৬ পঃ তছরূপ করিয়াছেন। এর ফলে একদিকে সমিতির সভ্যগণ সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাঝি মহাশয়কে লোনের টাকা আদায় দিতে ভরসা দিতে ভরসা পাইতেছে না। অপর দিকে লোন পরিশোধকারী সভ্যগণ ইক্ষু লোনের টাকা পাইতেছেন না।

সমিতির ম্যানেজার বাবুর নিকট জানা গেল যে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট রসিদ বহি থাকার জন্য জমা খরচ বহি হাত নাগাদ লেখা সম্ভব হয় নাই। ইহাতে অনুমান করা যাইতেছে যে সমিতির সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাঝি মহাশয়ের নিকট আরও আদায়ীকৃত টাকা থাকিতে পারে।

এমতাবস্থায় অবিলম্বে আপনার তরফ হইতে তদন্ত করিয়া প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিতে এবং যথপোযুক্ত আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাই। অন্যথায় সমিতির কাজকর্ম্ম চিরতরে বন্ধ হইবার উপক্রম হইবে।

সিরকাবাদ সমবায় কৃষি উন্নয়ন লিঃ এর সদস্যগণ

অপর যে সব জায়গায় ঐ চিঠি পাঠানো হইল

ইন্‌সপেক্টর এফ কো-অপঃ সোসাইটী, আড়ষা ব্লক
এ্যাক্সিকিউটিভ অফিসার পি, সি, ই, ব্লক লিঃ
রেজিষ্টার অফ কো-অপঃ সোসাইটি ওয়েষ্ট বেঙ্গল
মিনিষ্টার অফ কো-অপঃ সোসাইটি ওয়েষ্ট বেঙ্গল

(২)

পড়াশ্যা গ্রামে দারুণ পানীয় জলকষ্ট

আপনার পত্রিকার মাধ্যমে জেলাধীশ মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি।

আমরা বলরামপুর থানার বড় উরমা অঞ্চলের ডুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পড়াশ্যা গ্রাম নিবাসীগণ সমেত গৃহপালিত পশুপক্ষী মিলিয়া প্রায় তিন হাজারাধিক জীব, ভয়াবহ জলাভাবের সম্মুখীনে পড়িয়া বিপদাপন্ন। গ্রামের আশে পাশে কোথাও অল্প মাত্রও—কি মানুষের, কি পশুপক্ষীর—পানীয় জল

(৬ষ্ঠ পাতার ২য় কলমে দেখুন)

পরলোকে শ্রীনীপেন্দ্র নারায়ণ সেন

ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জামাতা স্বর্গত ভূপেন্দ্র নারায়ণ সেনের কনিষ্ঠ ভাই শ্রীনীপেন্দ্র নারায়ণ সেন ২৮শে মে কলকাতায় ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

ঋষি নিবারণ চন্দ্রের সমগ্র পারিবারিক জীবন যেমন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দেশের গঠন কর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়েছিল—তেমনি তাঁর জামাতা স্বর্গত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তের সুবৃহৎ পারিবারিক জীবনও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগঠনের বহুবিধ কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়েছিল।

ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জামাতা স্বর্গত ভূপেন্দ্র নারায়ণ সেন স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন ও বহু আন্দোলন ও গঠনকর্মে যোগদান ও কারাবরণ করেন। ভূপেনবাবু তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা সেনের সঙ্গে এই জেলায় দেশ সেবার কাজে আত্ম নিয়োগ করেন। ভূপেন্দ্র নারায়ণের ভাই নীপেন্দ্র নারায়ণও তাঁর গুরুতাত ও অগ্রজের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে দেশ সেবার জীবনে আত্মনিয়োগ করেন।

নীপেন্দ্র নারায়ণের গুরুতাত স্বর্গত ভাঃ ইন্দ্রনারায়ণ পশ্চিম বাংলার এক প্রখ্যাত দেশসেবী ছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। কাকা ও ভাইয়ের কর্মজীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে নীপেনবাবু নিজেকে বহুভাবে তৈরী করেন। নীপেনবাবুর আরেক গুরুতাত স্বর্গত সত্যনারায়ণ সেন উড়িষ্যার কটকে বিখ্যাত এ্যাডভোকেট ছিলেন। উড়িষ্যার স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত পর্যায়ে ও বহু রকম গঠন কর্মের আয়োজনে সত্যনারায়ণ বাবুর দান অপরিমেয়। উড়িষ্যার নব জাগরণের ইতিহাসে প্রথম যাদের নেতৃত্বকন্দের মধ্যে শ্রীসোপবন্ধু চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা রমাদেবীর স্থান অবিসংবাদিত। এঁদের সব রকম কাজে সত্যনারায়ণ বাবুর সহযোগিতা অনুরক্ত ছিল। এবং নীপেনবাবুও এই চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে তথা উড়িষ্যার অগ্রণী কর্মীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহু কাজ করেন। উড়িষ্যার এনসাইক্লোপিডিয়াতেও নীপেনবাবুর অবদানের কথা লিখিত রয়েছে। নীপেন বাবুর ভগ্নি শ্রীমতী মঞ্জলা সেনও উড়িষ্যার এই চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে একত্রে নানা গঠন কর্মে জড়িত আছেন। তিনিও অবিবাহিতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। এই বৃহৎ পরিবারের আরো বহু জন দেশের সংগ্রামে ও রাজনৈতিক জীবনে যুক্ত হয়েছেন এবং বিবিধ ভাবে দুঃখবরণ করেছেন।

কটকে প্রবেশিকা সমাপন করে অল্পার আয়ুর্বেদ কলেজ থেকে পাশ করেন। কবিরাজীতে ডিপ্লোমা নিলেও, যুদ্ধ ফেরৎ বিখ্যাত সার্জেন ইন্দ্রনারায়ণের কাছে দীর্ঘকাল ডাক্তারী শিক্ষা করেন এবং বিপন্ন আর্ত গ্রামবাসীদের সেবায় নেমে পড়েন।

১৯২২ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহে দেড় বৎসর কারাবরণ করেন। জেল থেকে বেরিয়ে উড়িষ্যার বন্যাত্রাণের কাজে যুক্ত হন। উড়িষ্যার জনসাধারণের দারিদ্র দেখে দেখানের স্থায়ী সেবাকর্ম করার মানসে কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে একটি অত্যন্ত অনুন্নত গ্রাম—ঝাড়গাঁয়ায়—নদীর ধারে কেন্দ্র স্থাপনা করেন এবং তার ভার গ্রহণ করেন। সেখানে চিকিৎসাকেন্দ্রও শুরু করেন।

১৯৩১ সালে পুরীতে ভারতীয় কংগ্রেসের মহা অধিবেশনের প্রস্তুতির সময়ে নীপেন বাবু কংগ্রেস সেবা দল বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। উড়িষ্যার নানা সেবাকর্মের মধ্যে থাকার সময় শুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন ভূপেন বাবু তাঁকে চিকিৎসার্থে কলকাতায় নিয়ে আসেন—১৯৩৮ সালে। সেই অবধি কলকাতায় ছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। পরিবারিক জীবনে অগ্রজের ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলার কাজ নিয়েছিলেন। কলকাতায় চিকিৎসার কাজের সঙ্গে বহুবিধ গঠন কর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কলকাতার বাসিন্দকে নিজেদের পাড়ার দুঃখী জনদরিদ্র, অনসেবী মানুষ ছিলেন। সর্বদা আর্ত বিপন্নের সেবায় উন্মুখ থাকতেন।

তিনি গান্ধীবাদী ছিলেন। পড়াশুনোর ঝোঁক খুব ছিল। বহু বিখ্যাত বই সংগ্রহ করেছিলেন। সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উড়িষ্যায় আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনে নবুক সাহিত্য সংঘের ও প্রথম তরুণ সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি অন্যতম অগ্রণী ছিলেন।

কলকাতায় থাকলেও উড়িষ্যার কর্মীদের সঙ্গে তাঁর সর্বদা যোগাযোগ থাকত। তাঁরই প্রভাবে আচার্য কবির দাস ভাতের টাকা নিয়ে কটকে ক্যানসার ডিটেকশন সেনটার প্রতিষ্ঠিত হয়—গত ডেকেড়ারী মাসে। উদ্বোধনে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি যান। ফিরে এসে কিছুদিনের মধ্যে গুরুতরভাবে অসুস্থ হন। দুরারোগ্য ক্যানসার রোগ দেখা দেয়।

তাঁর স্বর্গত আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই এবং পশ্চিম বাংলার এই কৃতিবিখ্যাত পরিবারের সকলের শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

(৪র্থ পাতার পর)

চিঠিপত্র

পর্যাপ্তও নাই। দুরন্ত প্রতিবেশী গ্রামের (মালডির) একটি বাঁধের জলই একমাত্র আমাদের জীবনযাপন নির্ভর করে। আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলেও (যেমন অগ্নিকাণ্ড) বিপদ এড়ানোর কোন উপায় নাই। আমরা বরাবরই শাসক পক্ষকে জানাইয়া আসিতেছি। কোন সরকারই কোন ব্যবস্থা করেন নাই। সাম্প্রতিক শাসক পক্ষও এ জলাভাব চাক্ষুস দেখিয়া গিয়াছেন, এখনও ইহার বিহিত ব্যবস্থার কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই। আসন্ন পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের প্রার্থীগণও গ্রামবাসীর এই দুরবস্থা দেখিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা এখনও ভোট আদায়ের তাগাদায় ভীষণ ব্যস্ত। এবং ভোট দিয়ে জয়ী না করিতে পারিলে ব্যবস্থা নাও হতে পারে।

আমরাও বুঝিলাম যে, সতাই এই বিশাল বিশ্বের জীব কুলের মধ্যে নগণ্য পড়াশুনাবাসীগণ কাহার কোন্ স্বার্থে লাগিবে।

অতএব, মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অবস্থা তদন্ত করিয়া দেখুন, এবং এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষে, আমাদের বাঁচার অধিকার থাকিলে আপনার অনুকম্পা লাভে অবশ্যই বঞ্চিত হইব না। ইতি—২৭-৫-৭৮

আবেদনকারী গ্রামবাসীগণ

শ্রীসুরেন্দ্র পরামানিক, শ্রীবৃচন সর্দার, শ্রীহাড়িরাম পরামানিক, শ্রীবিশ্বনাথ মণ্ডল, শ্রীপশুপতি মাঝি, সেখ রোস্তম আনসারী, শ্রীতরণী সেন মাহাত, ও আরো ১৪ জন।

Wanted

Wanted a Science graduate Asst. Mistress preferably trained for Sonathali Girls Junior High School against deputation vacancy. Arts graduate with Mathematics may apply. Apply sharp to the Secretary, Sonathali Girls Junior High School. P.O Sonathali Ashram, Dist. Purulia and come for an interview before the selection Committee on 27th June 1978 at 12 noon along with certificates and testimonial.

Secretary
Sonathali Girls Jr. High School

মুক্তি পড়ুন অপরকে পড়ান

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রদ্ধেয়াতনয়

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা | সোমবার, ১৯শে জুন, ১৯৭৮ ৬ষ্ঠা আষাঢ় ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

হে গণদেবতা! তুমি ঢুঁটো জগন্নাথ?
তোমার পুজার নামে,—
কারা সব করে আত্মসাৎ—
করো দৃষ্টিপাত॥
. . .
জেনে রাখো—তোমার রয়েছে লক্ষ হাত,—
অজান্তেরে কারো পদাঘাত—
করতো আঘাত॥
শঙ্খ চক্র গদা-পদ্ম-ধারী জগন্নাথ!

বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে বিবিধ সংবাদ

সত্যাগ্রহের ২য় জনসভা ঃ মুখ্যমন্ত্রীর যোগাযোগ ঃ আরেকটি সরকারী কৌশল

বান্দোয়ানে সত্যাগ্রহ যখন চলছিল তখন ১লা জুন লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় জনসভা—এক বিরাট জনসভা—অনুষ্ঠিত হয়। সেই জনসভায় ৫।৬ হাজার জন সমাবেশের সামনে লোকসেবক সংঘের সচিব অরুণচন্দ্র ঘোষ দেড় ঘন্টা বাণী ভাষণ দান করেন।

মহিলার প্রস্তাব ও তাঁর ন্যায্যের দাবী

এই সম্পর্কে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার আলোচনা ক'রে, তিনি বলেন যে, মূল যে অবরুদ্ধ ক'রে যে মহিলা রয়েছেন—তিনি সর্বদলীয় বিচারের কথা বলেছিলেন। গত মিটি-এ লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে সকলকে আহ্বান দেওয়া হয়েছিল—এই প্রস্তাব অনুযায়ী সর্বদলীয় কমিটি করা হোক। কিন্তু লোকসেবক সংঘ ছাড়া অন্য কোনো দল এই তাকে কোনো বিষয়টির মীমাংসায় অগ্রসর হতে চাইলেন না—এক বিচিত্র কথা। ঐ মহিলা ন্যায্য বিচারের কথাই বলেছিলেন। গতবারের জনসভায় লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে ঐ মহিলাকে বলা হয়েছিল—ঐ ঘর বিষয়ে ওঁর নিজের সত্যের কি প্রমাণপত্র আছে দেখান। যদি উপযুক্ত সব থাকে—সচিব বলেছিলেন—তাঁরা এভাবে ঐ ঘরের দাবী রাখা ছেড়ে দেবেন এবং আদালতের আশ্রয় নেবেন। সচিব বলেন—সংঘের পক্ষে গত জনসভায় এই প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও, ঐ মহিলা ওঁর কী সত্য তা তিনি দেখাচ্ছেন না। অথচ মুখে ন্যায় বিচারের কথা বলছেন। এই অবস্থায় লোকসেবক সংঘ কী করতে পারে বলুন?

সর্বহারাদের সরকার একটি কথারও জবাব দিচ্ছেন না কেন?

তারপর সচিব এই ব্যাপার বিষয়ে একটি সরকারী নীতি সম্পর্কিত কথা উত্থাপন করেন। বলেন যে আপন আপন দলিল-সম্মত দাবী রক্ষা করতে যদি দেশের সাধারণ গরীব মানুষরের বাহুবল এবং সব সময় সাংগঠিক আইনিতের আশ্রয় না হলে পথ না থাকে—তাহলে তাদের দুর্গতি ছাড়া পথ নেই। লোকসেবক সংঘ বারবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানিয়েছে—এ ব্যাপারে গণতান্ত্রিক বামফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব কী—তা ঘোষণা করুন। পাঁচ মাসের মধ্যে দক্ষ প্রশাসক জ্যোতি বসু ও তাঁর সরকার এ বিষয়ে কোনো জবাব দিতে সময় হলেন না আশ্চর্যের কথা। সচিব বলেন—কোনো সরকার যদি আজ সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা—আইনসঙ্গত অধিকার রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ না করেন—তবে সে সরকার সর্বহারার সরকার হতে পারেন না—এবং এ সরকারের টিকে থাকারও কোনো অধিকার থাকবে না। এবং যদি আজ বামফ্রন্ট সরকার তাঁর এই দায়িত্ব স্বীকার করেন তবে সেই সরকারের দায়িত্ব দেখা দেয়—বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের ন্যায় সঙ্গত সত্য রক্ষার জন্য সরকারী সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গণতান্ত্রিক সরকার শুধু চুপ করেই থাকেন নি অগ্রগতিকে নয় চক্রান্তে লিপ্ত হলেন!!

সচিব বলেন যে, যে সরকার অত্যন্ত প্রগতিশীল ও রুক—সেই বামফ্রন্ট সরকার ৫ মাস ধ'রেও সংঘের এই প্রশ্নের উত্তর একটা দিতে পারেননি।

[২য় পাতায় দেখুন]

বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয় ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর চিঠি

বিগত ২৮শে মে তারিখে জনসভার উদ্যোক্তে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু পুরুলিয়া এসেছিলেন। সেই সময় লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে একটি প্রচার পত্র প্রকাশিত হয়। সেই প্রচার পত্রে এই ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের নগ্ন অবিচার ও অত্যাচার সমূহের বিবরণ দিয়ে বলা হয় যে, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু যিনি একজন দক্ষ প্রশাসক এবং একটি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শাসনের মুখ্যমন্ত্রী—তাঁকে বিগত ৫ মাস ধরে লেখালেখি করা হল—বহু কাগজ পত্র পাঠানো হল—কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না লোকসেবক সংঘের ঐ সব চিঠি পত্রের কোনো উত্তর পর্যন্ত দিলেন না। এমন কি ভদ্রতা সূচক একটা প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করলেন না।

ঐ প্রচার পত্রটি এবং ঐ বিষয়ে বান্দোয়ানের জনসাধারণের প্রচার পত্রটি লোকসেবক সংঘের সচিব অরুণচন্দ্র ঘোষ পুরুলিয়ার জেলুটি কমি-

[২য় পাতায় দেখুন]

বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয় বিষয়ে একটি অদ্ভুত সরকারী আচরণ

বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয় বিষয়ে একটি বিশেষ ঘটনা মুক্তিতে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং লোক সেবক সংঘের সচিব ১লা জুন বান্দোয়ানের জনসভায়—৫।৬ হাজার লোকের সামনে—পুলিস ও অফিসারদের উপস্থিতিতে ঐ ঘটনার কথা ঘোষণা করেন। ঘটনা এই যে, বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে—বিদ্যালয় গৃহে অবরুদ্ধসকারী মহিলার বিরুদ্ধে—যে সত্যাগ্রহ চলছিল সেই সত্যাগ্রহ চলাকালীন ঐ অবরুদ্ধকারী মহিলা জিনিষপত্র গুটিয়ে নিয়ে ঐ স্কুল ঘর থেকে সরে পড়েন। লালীবাবী বন্দুকধারী পুলিস তাঁকে পাহারা দিয়ে, ঘিরে রাখা সত্ত্বেও, তিনি বিরাট জনমতের বিরুদ্ধে ঐ ঘরে থাকতে পারলেন না।

[৩য় পাতায় দেখুন]

[১ম পাতার পর]

বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে বিবিধ সংবাদ

একেবারে নীরব থেকেছেন—তাঁদের রক্ষতার এইসব চাঞ্চল্যকর পরিচয় রয়েছে। বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয় বিষয়ে—জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার বিষয়ে পরিষ্কার সরকারী ঘোষিতের নয় বিচ্যুতিই শুধু ঘটেনি—জনগণের সেই আইনসঙ্গত ন্যায়সঙ্গত দাবিকে বিপন্ন করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার নিজে নানা চাঞ্চল্যকর নয় চক্রান্তে নিজেকে জড়িত করে ফেলেছেন। এই অভিযোগের উত্তর দেবার ক্ষমতা কি এই জনসভায় কারো আছে বা বামফ্রন্ট সরকারেরও কি এর উত্তর দেবার কিছু আছে? সভা নিরুত্তর। (সভায় উপস্থিত পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের ডিগোর্ট ও টেপ রেকর্ডার থেকে এই আহ্বানের বিষয় সরকার জেনেও, আজও পর্যন্ত নিরুত্তর)।

পঞ্চায়েতী ভোটের সময় কেন সত্যাগ্রহ?

সচিব ঐ জনসভায় বলেন যে, তাঁর কাছে ঐ দিন একজন বলছিলেন যে, লোকসেবক সংঘ বলেন যে তাঁরা বামফ্রন্টকে সাহায্য করতে চান—তবে কেন তাঁরা এই ভোটের সময়ে বামফ্রন্টকে এইভাবে বিপন্ন করছেন। এর উত্তরে সচিব বলেন যে, আজ ভোটের সময়ে সময়ে সত্যাগ্রহ চলছে। কিন্তু পাঁচ মাস আগে যখন এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়—তখন সংঘ ধারণা করতে পারেননি যে, প্রগতিশীল দক্ষ বামফ্রন্ট সরকার এ বিষয়ে সরকারী কর্মধারা অবিলম্বে জানাবার যোগ্যতা দেখাতে পারবেন না। তখন সংঘ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের দাবীদার বামফ্রন্ট সরকার এই ব্যাপারটা নিয়ে চক্রান্তের পর চক্রান্ত ক'রে, চেলে চেলে নিয়ে এসে, আমাদের এই সময়ে সত্যাগ্রহ করতে বাধ্য করবেন! এই সময়ে সত্যাগ্রহ করার জন্য যদি কেউ দাবী তা বামফ্রন্ট সরকার। সচিব আরো বলেন যে, লোকসেবক সংঘ বামফ্রন্টের সহায়ক ব'লে নিজেকে ঘোষণা করেছেন ব'লে কি বামফ্রন্ট সরকারের অন্যায়, দুর্নীতি, শাসনের অসাধ্যবহার ও চক্রান্তপূর্ণ কাজকর্মকে সমর্থন করার জন্য সংঘ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আছেন?

বামফ্রন্ট কর্মীরা একেবারে নিরুত্তর

সচিব জনসভায় হাজার হাজার লোকের সামনে বলেন যে, এখানে বামফ্রন্টের যাঁরা আছ লোকসেবক সংঘের সংযোগিতার কথা তুলেছেন—তাঁরা যদি লোকসেবক সংঘের কাছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন—তা সত্যই কথা ছিল। কিন্তু আজ চাকরির থেকে অভিযোগ এই যে, লোকসেবক সংঘের ন্যায়সঙ্গত—গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ জনসভা যাতে পণ্ড হয়—তারজন্য বামফ্রন্ট কর্মীরা কংগ্রেসী আমলের মতই গ্রামে গ্রামে হীন অপপ্রচার সমূহ ক'রে, ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে বেড়িয়েছেন। এই কি কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে অপর দলকে সহায়তা? পাল্টা যোগ্য কর্মধারা? সচিব ঐ জনসভায় বারম্বার বলেন যে, বামফ্রন্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পর্কে নজগত, জনসভা বিষয়ে চক্রান্ত প্রভৃতির যে অভিযোগ উঠেছে—কেউ তা' অমতা ব'লে যদি দাবী করতে পারেন তাহলে এগিয়ে আসুন। বিশাল সভা নিরুত্তর।

কংগ্রেসীদের পক্ষে বামফ্রন্টের ঠিকাদারী !!!

সচিব জনসভায় আরো বলেন যে, আপনারা একটি মজার কথা শুনুন। অবরুদ্ধকারী মহিলাকে পাহারাদার রত পুলিসদের অনেক ব্যক্তি হাসতে হাসতে বলছিলেন যে, তাঁরা সত্যাগ্রহ করছেন। অরুণ বাবু এই প্রসঙ্গ তুলে বলেন যে, আজ পরিস্থিতির কী পরিধান দেখুন। অবরুদ্ধকারী কংগ্রেসী মহিলার বেআইনী আবার রাখতে তাঁর পক্ষে সত্যাগ্রহের ঠিকেদার দাঁড়িয়েছেন—বামফ্রন্ট সরকার তথা তার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাবু।

গুরুতর অভিযোগের সামনে বামফ্রন্ট ও তার কর্মীগণ

অরুণ বাবু আরো বলেন যে, যে ব্যাপার একটা জরু পরিচ্ছন্ন শাসন অত্যন্ত অন্যায়ে. আপোষে আইনসঙ্গতভাবে মীমাংসা ক'রে দিতে পারতেন—সেই ব্যাপার দেখুন—গণতন্ত্রের নামে পরিচালিত বামফ্রন্ট শাসন কি রকম অন্যায় ভাবে বেআইনীভাবে এর মাঝে পড়ে, কত ঘোলা, অপরিচ্ছন্ন ও বিপজ্জনক ক'রে তুললেন—আজ জনগণকে এর শুষ্ঠ বিচার করতে হবে।

সত্যাগ্রহ কেন বন্ধ রাখা হচ্ছে—এ সম্পর্কে সচিব এই জনসভায় যা বলেন—তার বিবরণ ১৬শ সংখ্যার মুক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

[১ম পাতার পর]

বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয় ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী চিঠি

সনাতন কেয়াতে মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন এবং ডি. সিকে অনুরোধ করেন যে, জ্যোতি বাবু পুরুলিয়া এলে যেন তাঁকে ঐ চিঠির পত্রটি দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী সভা ক'রে চলে যাবার পরদিন জেলাশি কমিনার একজনকে লোকসেবক সংঘের সচিবের কাছে পাঠান যে, ডি সি তাঁর সঙ্গে কথা—বলতে আগ্রহান্বিত। সচিব অমন ফোনে ক'র সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ডি সি বলেন যে,মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সচিবের বক্তব্য বিষয়ে ওঁর কথাবার্তা হয়েছে। সচিব বিস্তৃত করায় ডি সি বলেন—সচিবের পাঠানো প্রচার পত্রকটি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দেওয়া হয়েছে। ডি সি বলেন যে, তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলেন যে, অরুণ বাবু চুপ করেছেন যে, বার বার চিঠি লেখা সত্তেও, মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দেননি। তাতে মুখ্যমন্ত্রী ডি. সিকে বলেছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী অরুণ বাবুর ঐ চিঠিগুলি পান নি- বোধ হয় অফিসে গোলমাল হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেছেন যে, অরুণ বাবু যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন—তার কপি যদি আবার পাঠিয়ে দেন-ভাল হয়। ডি. সি ঐ খবর দিয়ে সচিবকে বলেন যে, ঐ চিঠিগুলির কপি ডি সি দিলে, তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবেন। তাতে অরুণ বাবু স্বিতপ্রিয়ে জানান যে, তিনি ঐ চিঠি গুলের কপি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এবং পাঠিয়ে দেন।

এই ব্যাপারে অরুণ বাবু বলছেন যে, তিনি সে সব চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে ৫ মাস ধ'রে পাঠিয়েছেন—সেই সব চিঠির তাকেও ভ্রান্তি স্বীকার করিব ই সী আছে—মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব ভারপ্রাপ্ত অফিসারকের। তা সত্তেও ঐ চিঠি পত্র মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হয়নি খুবই দুঃখের ব্যাপার। তাছাড়া, জ্যোতিবাবুর নিজস্ব ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দায়িত্ব দেওয়া আছে বা তাঁদের দায়না থাকা উচিত—কোন্ চিঠি গুরুত্বপূর্ণ—কোন্‌টা মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে জানানো দরকার। সে জন্যে যদি তাঁদের ট্রেনার দেওয়া না হয়েছে— তাও শাসন যন্ত্রের দিক থেকে অত্যন্ত ত্রুটির কথা। আর যদি মুখ্যমন্ত্রীর ঐ নিজস্ব ভারপ্রাপ্ত সহায়কদের সব ব'লে তাঁরা সত্তেও, তাঁরা এতেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার পাঁচ মাস ধ'রে মুখ্যমন্ত্রীর জোড়েই আনেননি—তা খুবই অন্যায়ের কথা। এতেন ব্যক্তিদের মুখ্যমন্ত্রীর কাজের ভারপ্রাপ্ত সচিবে রাখা কোনো যোগ্যতাই নেই—তাঁদের অবিলম্বে ঐ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত।

অরুণ বাবু আরো বলেন যে, ঐ সব সহায়কদের আচরণ দ্বারা দক্ষ প্রশাসক জ্যোতি বাবুকেও অন্ধকারে রাখা হয়েছে এবং সমগ্র বামফ্রন্ট শাসনও অপমানিত হচ্ছেন। এতে দক্ষ প্রশাসক হিসাবে জ্যোতি বাবুর সুনাম নষ্ট হবার কথা।

লোকসেবক সংঘের সচিব আরো বলেন যে, শাসন যন্ত্রের কাছে প্রতিকার পাবার বিষয়ে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠছে। লোকসেবক সংঘের মত এক্ষে, সারা ভারত সুপরিচিত হন—যে দল যুক্তফ্রন্টের সচিব হিসাবে বামফ্রন্ট নেতা ও কর্মীদের কাছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সুপরিচিত সেই দাবিহ মন্ত্রীর একটা দলের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বেদিষ্ট চিঠি মাসের পর মাস গেলেও যদি মুখ্যমন্ত্রীর নজরেই না আসে—তবে দেশের সাধারণ মানুষ তাদের অভাব অভিযোগ জানাতে, মুখ্যমন্ত্রীর যোগাযোগ পাবে কি ক'রে? এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

সাম্প্রতিক পত্রগুলিতে এত লেখালেখি হল – এত প্রচার পত্র ছাড়া হোল—সারা জেলা তোলপাড় হল – ডি, সিকে এত চিঠি লেখালেখি হল—সত্যাগ্রহ হল, তাতে ডি, সি পুলিস বাহিনীর ব্যবস্থা সমূহ করলেন কিন্তু তবুও মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে আদৌ একটা কোন রকম জবাব পর্যন্ত দেওয়া হল না। জেলা শাসনের বিভাগ এবং শাসক দলের প্রতিনিধি ও পার্টি কর্মীরাও একেবারে দলের হাতে শাসনেরই বা অর্থ কী—তাই আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবছি।

অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর পত্র এলো। লোক সেবক সংঘের সচিবকে লিখেছেন—তিনি পরে প্রেরিত চিঠিগুলি বললেন জানি না মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বাস্তব পাবার জন্য কতদিন আবার অপেক্ষা করতে হবে।

মুক্তি
৪ঠা আষাঢ় ১৩৮৭, সোমবার

পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনের বিজয় গৌরব

সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী সাম্প্রতিক পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে তিন স্তরেই সি, পি, এম দলের রক্ষক অগ্রগতি হয়েছে। সি, পি, এমের এই সাফল্যে আমরা সবিশেষ আনন্দিত এই জন্য, তাহতবর্ষের আজ যা সবচেয়ে বড়ো বিপদ—ইন্দিরা কংগ্রেস—তাকে পশ্চিম বাংলার এই পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে নির্ব্বাকভাবে পরাভূত করা হয়েছে। সুদীর্ঘকাল ধ'রে অভাবনীয় স্বৈরশাসনের অনাচার চালিয়ে, বিতাড়িত হয়েও, নগ্নভাবে এঁরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিলেন এবং তাঁদের আবার এই দম্ভ দেখা যাচ্ছিল যে, তাঁরা সর্ব্বপ্রানের সঙ্গে শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হবেন। পশ্চিম বাংলার এই ধারা তাঁদের এই দম্ভ চূর্ণ করতে সবিশেষ সহায়ক হোল।

পুরুলিয়ে জেলেও বামফ্রন্টের এই যে অবিশ্বাস্য প্রভাবের ক্ষেত্র হোল—তাতে আমরা খুশী তিনটি কারণে। লোকসভা নির্ব্বাচনের পর থেকে আমরা বারবার এই অভিমত পোষণ করেছি যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর একনায়কত্বের অবসান-করে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যাঁরা সংগ্রামে সাফল্যলাভ করেছেন—সেই জনতা পার্টি ও বামফ্রন্ট শক্তি গোষ্ঠীকেই আজ দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে অবাধ সুযোগ দিতে হবে। তাঁরা ভুলভ্রান্তি করলে, বন্ধুভাবে সমালোচনা অবশ্যই করতে হবে। কারণ কিছু বছরের ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের পর, ভারতের জনসাধারণ যে গণতান্ত্রিক জীবনকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছেন—সেই বহু কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক জীবনের পুনর্গঠন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে ভুলভ্রান্তি ও রাজনৈতিক দূর দৃষ্টির অভাবে যেন আবার মাথা খেতে না থাকে বা বাস্তিভাবে অগ্রগত হওয়ার পথে বাধা না পায়।

আমরা বামফ্রন্টের সাফল্যের জন্য আর একটি যে কারণে খুশী তা হচ্ছে—যাঁরা তাতে আজ সারা পশ্চিম বাংলার শাসনের ভার—যার ফলে আজ পশ্চিমবঙ্গের অর্থ ভাঙার রুক্ষ হয়েছে—সেই বামফ্রন্ট সরকারে ভরের ক্ষমতায় আসায়—রাজ্যতরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা সমূহের সঙ্গে পঞ্চায়েৎ শক্তির যোগ আর সহজ হবে। এই নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে বামফ্রন্টের ভাবভঙ্গী থেকে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে, বামফ্রন্ট জনযুদ্ধ না হয়ে, নির্ব্বাচনী সংখ্যায় অধিক জনযুদ্ধ হ'লে—পঞ্চায়েতের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার উৎসাহ বা তেমন আগ্রহ দেখা দেবে না।

গণতান্ত্রিক আদর্শের দৃষ্টিতে অবশ্য এই বৈধমা অসমর্থনযোগ্য—তবু তা বাস্তব সত্য। সুতরাং বামফ্রন্টের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা হওয়ায়—আশা করা যাচ্ছে—পঞ্চায়েৎ স্তরে এখন খানিকটা কাজেরে জোড়ার দেখা দিতে পারে। এদিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে বিকেন্দ্রিত গণশাসনের একটা পরীক্ষা হতে পারে—যদি তা ঠিকমতো বা বেশ বাস্তিতানও হয়।

তৃতীয়ত যে কারণে আমরা বামফ্রন্ট এর জন্যে খুশী হয়েছি তা হচ্ছে এই যে, বাম কর্মধারা কী জিনিষ, তার একটা পরিপূর্ণ পরীক্ষার সুযোগ ঘটল। যাঁরা বাম ভাবাদর্শের ভেত্তর দিয়ে সাধারণী শাসনের বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহান্বিত—তাঁরা আজ এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাম শাসনের সুযোগ পেয়েছেন। বাম নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে ঠিক মতো রূপ দিতে পারলে দেশ নিঃসন্দেহে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। আর আমাদের বিশ্বাস- মার্ক্সীয় দর্শনের হিসাব মতো অর্থনৈতিক কাঠামো যতই সঠিকভাবে গ'ড়ে তোলা হোক না কেন—শাসন পরিচালনার দায়িত্বে যাঁরা থাকবেন—তাঁরা এবং তাঁদের ব্যাপক ক্ষেত্রের সহায়করা যদি যোগ্য, সৎ এবং দরদী না হন, তবে অর্থ নৈতিক কাঠামো- যত উপযুক্তই হোক—সে সমস্ত কাঠামোই ভেঙে যাবে। আজ রাজ্যশাসনে বামশক্তি যখন একচ্ছত্র—তখন বামনেতৃবৃন্দের বিশ্বাস ও আমাদের বিশ্বাস—এই উভয় বিশ্বাসের মধ্যে বাস্তবাচ্ছন্ন কোনটি—তার চরম প্রমাণ হবে আশা করি। এই কারণেও আমরা বামফ্রন্ট শাসনের এই নূতন পরীক্ষার জন্য আগ্রহান্বিত।

বামফ্রন্ট শাসনের বিগত কয়েক মাসের যাত্রাপথে, শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সমস্ত কার্যধারা ও অবস্থাধারা দেখা গেল—তাতে এর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা ধারণা আমাদের হয়েছে। কাজের ধারা যদি বাস্তির পথে অগ্রসর না হয়—আর সমস্ত বিচ্যুতির কারণ যদি কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপানো হয়—তবে আসল ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে দেশের লোককে দেরী হবে না।

পশ্চিম বাংলার সরকার যদি ইন্দিরাজীর পথ অনুসরণ ক'রে, মনগড়া অগ্রগতির ছবি,"গোয়েবলস" পদ্ধতিতে জনমানসে অঙ্কিত করতে চান তবে স্বতন্ত্র কথা। তা যদি না চান—সত্যিই যদি আমরা এক রাজ্যশাসনের ছবি দুটিতে তুলতে পারেন—তবে শুধু পশ্চিম বাংলার কেন—সারা ভারতের মানুষ তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে।

আমরা ব্যগ্রভাবে আজ বামফ্রন্টের পরীক্ষা নিরীক্ষা- তথা পঞ্চায়েতী শাসন কর্মধারা নিরীক্ষণ করব। বাস্তির পথে অগ্রসর হবে, কার্যধারাগুলিকে চালিত করতে আমরা আন্তরিক সহযোগিতা দান করব। ভুলভ্রান্তিগুলিকে বন্ধুভাবে সমালোচনা ও সহানুভূতি দান করব—সে শুধু গণতান্ত্রিক জনশাসন আমরা যেন আবার না হারাই এই সজীব উদ্দেশ্য নিয়ে।

এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার যদি বামফ্রন্ট সরকারের রাজ্যশাসনের সুযোগ থেকে নিরস্ত্র পঞ্চায়েতী শাসনের সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন—নিরঙ্কুশভাবে, অবিশ্বাস্যভাবে, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে—তখন আজ আমরা আশা করব যে,বামফ্রন্ট সরকারের যোগ্য নেতৃত্ব যুক্তফ্রন্ট আমলের মত লঘু সুযোগ-সুবিধার হাতিয়ে—জনজীবনে আবার একটা আঘাত সৃষ্টি করার মত দুঃখজনক ইতিহাস নিশ্চয়ই আর সৃষ্টি করবেন না।

(১ম পাতার পর)

বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয় বিষয়ে সরকারী আচরণ

স্কুল কর্তৃপক্ষ উকিলদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করলে, উকিলেরা বলেন যে, এই অবস্থায় শাসন কর্তৃপক্ষ স্কুল কর্তৃপক্ষকে ডেকে ঐ খবর দিয়ে দেবেন; অথবা সত্যাগ্রহ বন্ধ হ'লে, তালা লাগিয়ে যাবেন। তালা লাগালে স্কুলের পক্ষ থেকে সরকারে আবেদন ক'রে ঘরের দখল নিতে হবে।

কিন্তু এসব করার কিছুই দরকার হোল না। আপনারা শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হবেন যে, সত্যাগ্রহের পরই বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে এই মহিলাকে আবার ধ'রে এনে, ঘরে বসিয়ে, পুলিস বাহিনীকে সরিয়ে নেওয়া হয় !!! _

বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যাপার বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকারের প্রধান জ্যোতিবাবু পাঁচ মাসের মধ্যে কিছুই জানতে পারলেন না !!! আর কংগ্রেসী উপস্রকারীদের যে আইনী তথা কর্মধা সহায়তা দেবার বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকার শুরু থেকে অতি দ্রুত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করলেন ও নানা নোংরামী করার ইতিহাস সৃষ্টি করতে সঙ্গে সঙ্গে সময় ও সুযোগ পেলেন !!!

এখানে সব চেয়ে বড়ো বিচার্য্য বিষয় এই যে, ঐ স্কুল ঘর বিষয়ে, ঐ কংগ্রেসী মহিলার কোনো রকম সত্ব না থাকা সত্ত্বেও ইন্দিরা কংগ্রেসের ঐ মহিলাকে বামফ্রন্ট সরকার কেন অত সব বেআইনী সাহায্য দেবার বিষয়ে নয় বিসলশ লাফালাফি ও উদ্যম করছেন—যেখানে এই সরকারের আজও ক্ষমতা হোল না জোতদার—কায়েমী আর্থ গোষ্ঠীদের হাত থেকে আবেদনকারী আর্ত মানুষদের বাঁচাবার জন্য একদিনও পুলিস পাঠাতে ?

আজ আমাদের জানা বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে—ন্যায়সঙ্গত, আইনসঙ্গত সত্বের অধিকারীদের রক্ষা করার জন্য গণতান্ত্রিক বামফ্রন্ট সরকারের কোনো ব্যবস্থা বা উদ্যোগ বা উদ্যম নেই—অথচ সমাজ বিরোধী জবর-দখলকারীদের একটা আবেদনেই সঙ্গে সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার লাঠিয়ে সাহায্য করতে হাজির হচ্ছেন। ব্যাপার কী? এ ব্যাপারে সরকারের বক্তব্য কী সরকার কি তা বলবেন ?

জনতা যুব মোর্চার পক্ষ থেকে কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি

(এই খোলা চিঠি মুক্তিতে প্রকাশ করে বাধিত করবেন)

মাননীয় শ্রীজ্যোতি বসু
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২২-৫-৭৮
মহাকরণ, কলিকাতা-১

মান্যবরেষু,

প্রায় এক বৎসর অতিক্রান্ত হতে চললো পশ্চিমবঙ্গের জনগণের রায়ে নির্বাচিত হয়ে আপনার নেতৃত্বে রাজ্য সরকার গঠিত হয়েছে। অতীতে বিরোধী দলের নেতা হিসাবে আপনি তৎকালীন সরকারের কাছে তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং ন্যায়নীতি সংক্রান্ত সংগ্রামের ক্ষেত্রে যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের চেষ্টা করতেন, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ সেই সংগ্রামী ভাবমূর্তির পরিপ্রেক্ষিতে আপনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ায় আশান্বিত হয়েছিলেন এবং আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতীও আশা করেছিলেন যে আপনারা (বাম ফ্রন্ট সরকার) পঃ বঃ বিধানসভায় তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে কার্যভার গ্রহণ করে অন্ততঃ কিছু কিছু সমস্যার দ্রুত সমাধান করবেন।

কিন্তু আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে আপনি এবং আপনার মন্ত্রীসভা পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণ এবং যুবক যুবতীদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছেন, উপরন্তু আপনাদের শাসনকালে জনজীবন আরও সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠছে।

এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে পঃ বঙ্গের যুবসমাজ আপনার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভার প্রতি ক্রমশঃ আস্থা হারাচ্ছে। অথচ আমরা চাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ৫ বৎসরের জন্য এই সরকার পঃ বঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে দ্রুত সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও যুব কল্যাণে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করুক।

পশ্চিমবঙ্গ জনতা যুব মোর্চার পনেরো হাজার যুব কর্মী আজ মহাকরণের অদূরে পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁদের বিক্ষোভ জানাচ্ছেন। আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ ঐ বিক্ষোভরত সংগ্রামী বন্ধুদের পক্ষ থেকে ৮ দফা দাবী সম্বলিত এই স্মারকলিপি আপনার হস্তে পেশ করছি :—

১। **বিদ্যুৎ সঙ্কট :—**

অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক লোড-শেডিং জনিত অন্ধকারের রাজত্বকে দূর করে ছোট কলকারখানা দোকান ও শিল্পসমূহ বাঁচান। ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনার ক্ষতি থেকে মুক্ত করুন। মাত্র এক বৎসরের মধ্যে কি ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের অবনতি ঘটল এবং মোট সরবরাহ ক্ষমতার পঞ্চাশ ভাগেরও কম কেন পাওয়া যাচ্ছে? এর পেছনে কোন্ ঘৃণ্য চক্রান্ত কাজ করছে তা অনুসন্ধান করা হোক। লোড-সেডিং এর ফলে ব্যাপক 'অর্দ্ধ-বেকারত্ব' সৃষ্টি হবার যে আশু সম্ভাবনা আছে, তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে। তাই বিদ্যুৎ সঙ্কট থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার জন্য দ্রুত কার্যকারী ব্যবস্থা নিতে জানাচ্ছি।

২। **রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা :—**

আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থার অবনতি ঘটে চলেছে। গ্রাম ও শহরে চুরি ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতি, হত্যাকাণ্ড প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর হামলাও বেড়ে চলেছে। চরম আর্থিক দুরবস্থা ও বেকারী এর প্রধান কারণ বলে আমরা কমে করি।

৩। **উদ্বাস্তু পুনর্বাসন/তদন্ত কমিশন :—**

দণ্ডকারণ্য ফেরৎ উদ্বাস্তুদের অবিলম্বে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। সুন্দরবন এবং হাসনাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে যে সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবার এসে উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের সকলের জন্য পানীয় জল এবং স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ—এই চারটি রাজ্যের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যারা যথাযথভাবে পালন করলেন না বলে উদ্বাস্তুপরিবার গুলি দণ্ডক থেকে সরে আসতে বাধ্য হলেন—তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হোক এবং অপরাধী ব্যক্তিদের মানবিকতা বিরোধী অপরাধের শাস্তি প্রদান করা হোক।

৪। **কর্ম্মসংস্থানের সুষ্ঠু পরিকল্পনা :—**

কিছু সংখ্যক দলীয় কর্মীকে বেকার ভাতা দিয়ে, নিজের দলের ঢাক পেটানো বন্ধ করে কর্ম্মসংস্থানের ব্যাপক পরিকল্পনার মাধ্যমে পশ্চিম বঙ্গের বেকার যুবক যুবতীদের কাজে নিয়োগ করা হোক। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প, বেকার বীমা, ডিগ্রী জামিন নিয়ে ঋণদান প্রকল্প গ্রহণ করে রাজ্যের ভয়াবহ এই সমস্যার সমাধানে এই সরকারকে অগ্রণী হতে এবং এম্প্লয়মেন্ট এক্‌চেঞ্জকে দুর্নীতিমুক্ত করে সরকারী ও দলীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কাজ করার উপযোগী করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" প্রকল্প প্রত্যেকটি জেলায় ও ব্লকে শুরু করে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হোক।

৫। **১৮ বৎসরে ভোটাধিকার :—**

পৃথিবীর বহু গণতান্ত্রিক দেশের মত ভারতবর্ষের সমস্ত যুবক-যুবতীরা যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগে সক্ষম হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ বৎসর বয়সে ভোটের অধিকার সংক্রান্ত বিল গ্রহণের জন্য আপনার সরকারকে সচেষ্ট হতে অহ্বান জানাচ্ছি।

৬। **পঞ্চায়েতের হাতে অধিক ক্ষমতা :—**

আমরা চাই পঞ্চায়েতের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হোক। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে নয়া আমলাতন্ত্র সৃষ্টি প্রতিরোধ করতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ উন্নয়নের স্বার্থে পঞ্চায়েতের হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে।

৭। **শিক্ষা সংস্থা অধিগ্রহণ চলবে না :—**

এই সরকার সম্প্রতি নির্বাচিত প্রশাসকমণ্ডলীকে বাতিল করে পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় অধিগ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সরকারী মনোনয়নের আড়ালে দলীয় লোককে সর্বেসর্বারূপে নিয়োগ করা শুরু হয়েছে। অগণতান্ত্রিক উপায়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে বাতিল করা হয়েছে। আপনার সরকার ও দল (সি. পি. আই, [এম]) একদিকে যেখানে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দাবী করছে অন্যদিকে ঠিক তেমনি সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার এক চক্রান্ত করছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বয়ংশাসিত পদ্ধতির গণতান্ত্রিক অধিকারকে অস্বীকার করা হচ্ছে। আমরা এই ধরণের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে এই সরকারী অধিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরায় নিরপেক্ষ স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পরিণত করার দাবী জানাচ্ছি।

৮। **বিনা সুদে কৃষিঋণ :—**

শতকরা ৮০ ভাগ লোকের জীবিকা অর্জ্জনের এককাত্র মাধ্যম যেখানে কৃষি ;—সেক্ষেত্রে বিনাসুদে কৃষিঋণ প্রবর্তনের দাবী জানাচ্ছি যাতে সত্যিকারের গরীব কৃষকদের উপকার হতে পারে। এ ছাড়া বকেয়া কৃষিঋণ মকুব এবং ক্ষেত মজুরদের কাজের সুব্যবস্থা করতে হবে।

আমরা আশা করি আপনি এই স্মারকলিপিতে উল্লিখিত দাবীসমূহ সম্পর্কে উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করবেন এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ তথা যুব সমাজকে সমস্যামুক্ত করতে অগ্রণী হবেন। যদি আপনারা উপরোক্ত দাবীরূপায়ণে দলমত নির্বিশেষে সচেষ্ট হন তবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত যুব সমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন পাবেন। আর যদি শুধু নিজের দলীয় কর্মীদের সুযোগ সুবিধা করে দিতেই ব্যস্ত থাকেন তা হলে পশ্চিম বঙ্গের যুব সমাজ এই দলবাজীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম অবতীর্ণ হবে।

ভবদীয়—

১। ডাঃ বিজয় মণ্ডল, এম, পি
২। এম, এ, হম্মান এম, পি.
৩। বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী এম, এল এ
৪। সুকুমার ব্যানার্জী (কোষাধ্যক্ষ)
৫। বিদ্যুৎ দত্ত, সভাপতি নবজনতা যুব মোর্চা
৬। নির্মল দত্ত বনিক সম্পাদক
৭। উৎপল চক্রবর্ত্তী, কোষাধ্যক্ষ
৮। রাধেশ্যাম শেলী, সভাপতি,

৬, মুরুলীধর সেন লেন. কলিকাতা-৭০০০৭৩

দুর্নীতি দমনে জনশক্তির প্রকাশ

কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীদের দ্বারা গম পাচার উদ্ঘাটিত

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

বামফ্রন্ট সরকারের অধীনে পরিচালিত জি, আর—টি আরের কাজে দুর্নীতি চলেছে—এই অভিযোগ আসছে। আমরা বলেছি—প্রমাণসহ তথ্যাদি আনতে ; নতুবা ঐভাবে অভিযোগ প্রকাশ করার অসুবিধে রয়েছে। সম্প্রতি একটি গুরুতর অভিযোগ মুক্তিতে প্রকাশ করার জন্য এসেছে। সেই তথ্যই এখানে প্রকাশ করছি।

মাঝিহিড়া গ্রামে আমাদের একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে। পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে গ্রামবাসী কিছু ব্যক্তি মিলিত হয়ে আলোচনা করেন যে, লোকসেবক সংঘের নির্দ্দেশ রয়েছে—বামফ্রন্ট বা জনতা পার্টির যোগ্য প্রার্থী থাকলে সমর্থন করতে। তাঁদের পক্ষ থেকে যোগ্য প্রার্থী না থাকলে ভাল নির্দ্দলীয় প্রার্থী থাকলে তাঁদের সমর্থন করতে। তাঁরা আলোচনার মধ্যে একথা বলেন যে, সি পি এমের পক্ষ থেকে প্রার্থী সুবিধের যখন হয়নি এবং টি, আর—জি, আরে যখন অবাধভাবে দুর্নীতি চলেছে এবং তার প্রতিকারও হচ্ছে না—তখন পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে ভাল নির্দ্দলীয় প্রার্থীরা যাতে দাঁড়ায় এবং জয়লাভ করে তা তাঁরা দেখবেন। ফলে পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে ঐখানে তিনজন নির্দ্দলীয় প্রার্থীই জয়যুক্ত হন।

পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের তিন দিনের মধ্যে এক ঘটনার উদ্ভব হয়। জি, আর—টি, আরে গম পাচারের এক অভিযোগের সত্যতা নির্ণয় করতে নির্দলীয় সদস্যদের নেতৃত্বে গ্রামবাসী অগ্রসর হন। গ্রামের মধ্যে রাত্রিবেলা যখন গরুর গাড়ীতে গম পাচার হয়—আশপাশের পড়শীরা সাধারণতঃ জানতেই পারেন। কিন্তু লোকে তার প্রতিকারে উদাসীন থাকেন স্বভাবসিদ্ধ উদ্যোগহীনতার জন্য এবং চেষ্টা করলেও প্রতিকার হবে না এবং যা দেশকাল তাতে উল্টে বিপদ আসতে পারে—এই সবের জন্য লোকে নিষ্ক্রিয় থাকেন। কিন্তু মাঝিহিড়ায় গত ৭ই জুন রাত্রিবেলা গ্রামবাসীরা খবর পান—গম পাচারের চেষ্টা হচ্ছে ব'লে। তখন নির্দ্দলীয় সদস্যদের নেতৃত্বে লোকে বেরিয়ে পড়েন—গম পাচার প্রতিরোধ করার জন্য।

৭ই জুন গভীর রাত্রে একদল যুবক মাঝিহিড়া আশ্রমে শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা ক'রে বলে যে, গম পাচারের সংবাদ পেয়ে তারা দলবদ্ধভাবে বেরিয়ে দুষ্কৃতিকারীকে ধরেছে এবং গরুর গাড়ীসহ তাদের ঐ আশ্রমে আনতে চায়। চিত্ত বাবুর সম্মতি পেয়ে বামালসহ গরুর গাড়ী ও দুষ্কৃতিকারীকে এনে তারা হাজির করে। তারপর গম পাচারকারীর সংবাদ থানায় পাঠানো হয়। থানায় পাঠাবার পূর্ব্বে গ্রামবাসীগণের একটি বিবৃতি ও গম পাচারকারীর একটি স্বীকারোক্তি স্বাক্ষরিত করা হয়। ঐ বিবৃতি ও স্বীকারোক্তি নিচে দেওয়া হল :—

ও. সির কাছে প্রদত্ত গ্রামবাসীদের বিবৃতি

শ্রীযুক্ত ও, সি, মানবাজার
সমীপেষু

মহাশয়, মাঝিহিড়া ষোল আনার পক্ষে নিম্ন লিখিত স্বাক্ষরকারীগণ জানাইতেছি যে, ৭ই জুন রাত্রে ১১টার সময় নাথুরডি গ্রাম হইতে মাঝিহিড়া গ্রামে একটি কাড়ার গাড়ি তিন বস্তা গম সহ ধরা হয়। উক্ত গাড়িটির চালক টিপু মাহাত এবং তিনবস্তা গমের মালিক স্থানীয় পে মাষ্টার শ্রীসীতা নাথ মাহাত গাড়ির সঙ্গে ছিল। গ্রামের ষোল আনার সম্মুখে সীতা নাথ মাহাত স্বীকার করে ঐ গম সে বেআইনীভাবে লইয়া যাইতেছে। উহার লিখিত স্বীকৃতি পত্র এতদ্ সহ দেওয়া হইল। এবং উক্ত গম ও গাড়ি সহ স্থানীয় চৌকিদারের নিকট জিম্মা দেওয়ার জন্য ষোল আনায় দেওয়া হইল। সীতা নাথ ও টিপু কাহাকেও না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে আপনি আসিয়া অথবা আপনার প্রতিনিধিকে এখানে পাঠাইয়া অবিলম্বে ইহার বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন ইহাই প্রার্থনা। ইতি—

বিনীত—ষোল আনার পক্ষে

১। শ্রীপতি মাহাত ২। বিবেকানন্দ মাহাত ৩। হংসেশ্বর মাহাত
৪। ক্ষুদিরাম মাহাত ৫। অরুণ চন্দ্র মাহাত ৬। সুনীলকুমার "
৭। পশুপতি মাহাত ৮। মঙ্গল মাহাত ৯। সুরৎ আনসারী
১০। যোগেন্দ্রনাথ " ১১। অম্বুজ মাহাত ১২। পরেশচন্দ্র মাহাত
১৩। ভোলানাথ " ১৪। অরুণ চন্দ্র মাহাত ১৫। কালু মাহাত
১৬। অজিতকুমার " ১৭। অমূল্যরতন মাহাত ১৮। নিরঞ্জন মাহাত
১৯। হরিপদ মাহাত।

এরপর গম পাচারকারীর স্বীকারোক্তি শুনুন

"বামনী মাঝিহিড়া অঞ্চলের বামনী জোড় হইতে কুদা পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি টি, আর স্কীমে কাজ চলিতেছিল, উক্ত রাস্তার আমি পেমাষ্টার। ঐ রাস্তায় ৪১০০০০০ (একচল্লিশ শত টাকা) ৮৩ কুঃ গম মঞ্জুর ছিল। ঐ রাস্তাটি ফাইন্যাল দেওয়ার পর গোদামে মোট ৮ বস্তা গম বাঁচে, উক্ত গম হইতে আমি তিন বস্তা গম রাত্রি প্রায় ১১টার সময় নরেন মাহাতর কাড়ার গাড়ীতে করিয়া আমার বাড়ীতে আনার সময় রাস্তায় মাঝিহিড়ার জনসাধারণের নিকট ধরা পড়ি। কাড়ার গাড়ি সহ গম চৌকিদারের হাতে জনসাধারণ জিম্মা দেন।

এছাড়া ঐ রাস্তার টাকা হইতে ১০০ টাকা [এক শত] করিয়া আমরা পেমাষ্টার, ডিলার, মহুরার ভাগ করিয়া লইয়াছি। আর একদিন বাজার খরচার জন্য ৪০ টাকার গম বিক্রয় করি।

আমি রাস্তায় কাজ করিতে গিয়া যাহা করিয়াছি তাহা জন সাধারণের নিকট লিখিয়া দিলাম। এছাড়াও টাকা তোলার সময় মোট ১০০ (একশত) টাকা ক্যাসিয়ারকে দিয়াছি।

ইতি—

স্বাঃ—সীতা নাথ মাহাত
পে মাষ্টার

সীতানাথের উক্ত বিবৃতিতে সাক্ষীস্বরূপ জনসাধারণ সহি দিলাম :—

১। হংসেশ্বর মাহাত ২। প্রহ্লাদ মাহাত ৩। রঙ্গলাল মাহাত
৪। পরেশ মাহাত ৫। নিবাস মাহাত ৬। সুরেন্দ্র মাহাত
৭। নীলকমল মাহাত ৮। ক্ষুদিরাম মাহাত ৯। অরুণচন্দ্র মাহাত
১০। মঙ্গল মাহাত ১১। সুনীলকুমার মাহাত ১২। পশুপতি মাহাত
১৩। চিত্তভূষণ দাসগুপ্ত ১৪। বিবেকানন্দ মাহাত ১৫। নির্মল মাহাত
১৬। ভোলানাথ মাহাত ১৭। শ্রীপতি মাহাত ১৮। সুরৎ আনসারী
১৯। যোগেন্দ্র মাহাত ২০। অম্বুজ মাহাত ২১। অজিত মাহাত
২২। অমূল্যরতন মাহাত ২৩। নিরঞ্জন মাহাত ২৪। হরিপদ মাহাত

Wanted

Wanted for Hadalda Uparrah Netaji High School—

1) Arts graduate in the language group. Preferably trained, in the deputation vacancy from 1-7-78 to 15-5-79.
2) Science graduate (Biology Science) in the deputation vacancy from from 1-7-78 to 15-5-79. Preferably trained.
3) Graduate teacher having degree in the Physical Education in the work education and physical education & Social Scince group in the permanent vacancy. Last date of submitting applicatons 29-6-78.

Date of interview—30-6-78

Secretary,
Hadalda Uparrah High School.
P. O. Hadalda, Dist. Purulia.

মুক্তি পড়ুন

অপরকে পড়ান

R. No.—2539/57 মুক্তি (৬) ৪ঠা আষাঢ় ১৯৭৮ W. B./B. K. U 24

লোকব্রতী সোসাইটির একটি বিশেষ কৃষি সংবাদ

"রক ফসফেট" কেন চাই শুনুন—

চাষের সব চেয়ে দরকার তিনটি সার—নাইট্রোজেন, ফসফেট আর পটাশ। এই জেলার মাটিতে সাধারণত পটাশ সর্ব্বত্র কম বেশী ভালই আছে। আর গাছের গোড়া পচলে মাটি তবু কিছুটা নাইট্রোজেন সার পায়। কিন্তু জেলার মাটিতে সাধারণতঃ ব্যাপক ভাবে ফসফেট প্রায় নেই বললেই চলে—অথচ এই ফসফেট গাছ ও ফসলের জন্য অত্যন্ত দরকারী—অত্যন্ত দরকারী—অত্যন্ত দরকারী।

অম্ল মাটিতে "রক ফসফেট" অত্যন্ত উপযোগী। তাই রক-ফসফেটের জন্য লোকব্রতীর সঙ্গে তথা পশ্চিম বঙ্গ মিনারেল ডেভলাপমেণ্ট এণ্ড ট্রেডিং করপোরেশন পুরুলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

দামের কথা—

১নং গ্রেড—৩০ পারসেণ্ট ফসফেট যুক্ত—১ টন ৩৬০৲ এর সঙ্গে ট্যাক্স প্রভৃতি

২নং গ্রেড—২৩ থেকে ২৫ পারসেণ্ট ফসফেট যুক্ত—১ টন ২৪৪৲—

বর্ষার মরশুমে লোকব্রতী সোসাইটির আয়োজন

১। বর্ষার সমস্ত রকম বীজ এসেছে ও আসছে

২। জীবানুসার এক অদ্ভুত নাইট্রোজেন—জৈব সার—রাসায়নিক সারের মত মাটি অম্ল করে না—মাটীকে উন্নত করে ফসল বাড়ায় খরচ অনেক কমায়

৩। এন—২ (N2)—দাম খুব কম অথচ ইউরিয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ইউরিয়ার অর্দ্ধেক অপচয় রোধ করে। পোকা মাকড় নষ্ট করে। কারণ এটা ভাল জৈব ওষুধ।

৪। কীট নাশক রয়েছে—ফুরাডন ডাইথেন জেড্ গ্যামাক্সিন প্রভৃতি। ইন্দুরের উপদ্রবে—জিঙ্ক ফসফাইট এবং লেলফল।

৫। পাম্পের পার্টস সমূহ (যন্ত্রাংশ)

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প—কির্লোস্কার পাম্প

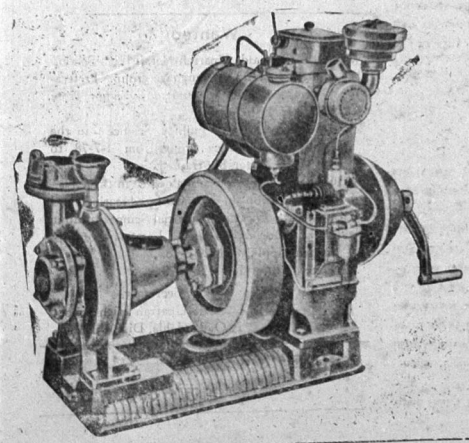

অন্য সব পাম্পের চেয়ে দাম বেশী। তবুও সারা ভারতজুড়ে এর দারুণ চাহিদা। কারণ কম দামী বাজে পাম্প কিনে আজীবন কষ্ট পাবেন। আর কিছু বেশী খরচ ক'রে একবার কির্লোস্কার পাম্প কিনতে পারলে বহু বছর ধরে এই পাম্প শ্রেষ্ঠ সেবা দেবে।

• • • •

যাঁরা সরকারী ঋণ বা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে পাম্প কিনতে চান তাঁরা কির্লোস্কার পাম্প যদি কিনতে চান তবে ব্যাঙ্কে বা সরকারে দাবী জানান কর্লোস্কার পাম্প চাই। তাঁরা তা অনুমোদন করতে বাধ্য। লোকব্রতীতে এই পাম্প পাবেন।

• • • •

বর্ত্তমানে দাম কমলো। এখন দাম ৪৮০০৲। ব্যাঙ্ক ও সরকার এই দাম অনুমোদন করেছেন।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা | সোমবার, ২৬শে জুন, ১৯৭৮, ১২ই আষাঢ় ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০, নগদ ২০ পয়সা

কে বলতে পারো—জননেতা আমি
নই চোর জালিয়াৎ।
কে বলতে পারো—জন-তহবিল
করিনি আত্মসাৎ।

• • •

কে বলতে পারো—সব অভিযোগে
দিতে পারি উত্তর।
কে বলতে পারো—ভোটের শপথ
রেখে গেছি বরাবর॥

বিবিধ ভারতীয় সংবাদ

জনতা পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আপোষ চেষ্টা

বেশ কিছুকাল ধরেই জনতা পার্টির মধ্যে আত্মকলহ চলছিল। জনতা পার্টি তৈরী হয়েছে চারটি দলের মিলনে—সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ, ভারতীয় লোকদল ও সমাজতন্ত্রী দল। পরে এই জোটের সঙ্গে যুক্ত হন কংগ্রেসত্যাগী সি. এফ. ডির দল। ঐ দলগুলি জনতা পার্টিরূপে একীভূত হলেও, আগের দলগুলির সদস্যদের মধ্যে রেষারেষী দেখা দিয়েছিল—পার্টিতে গোষ্ঠীগত প্রভাব বাড়াতে। তার জন্য দলের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, একে অপরকে দোষারোপ ক'রে বিবৃতি, প্রতি বিবৃতি চলছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন—ভারতীয় লোকদলের শ্রীরাজনারায়ণ—ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ওর পিছনে ছিলেন লোকদলের সর্ব্বময় কর্ত্তা শ্রীচরণ সিং—ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

ইদানীং অন্তর্দ্বন্দ্ব অত্যন্ত বেড়ে যায়। এই সময়ে সুদীর্ঘকাল ধ'রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচরণ সিং গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে

[২য় পাতায় দেখুন]

রাজ্যের বিবিধ সংবাদ

জনতা পার্টির নেতার জনতা পার্টি ত্যাগ

জনতা পার্টির পশ্চিম বঙ্গের রাজ্য কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন রাজ্য কমিটির সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ পত্র দিয়েছিলেন বেশ কিছুদিন আগে। কারণ কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে মতান্তর ঘটেছিল। শ্রীমোরারজী দেশাই বিশেষ ভাবে চাইছিলেন বিষয়টা মিটমাট হয়ে যাক। সেজন্য পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হয় নি। কথাবার্ত্তা যোগাযোগ চলছিল। শ্রীসেন মনে করেন যে পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্টের শাসন জনগণের নাগরিক অধিকারকে নানা ভাবে বিপন্ন করছে। সেজন্য এই শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই সুরু করা দরকার। পার্টির সর্ব্বভারতীয় সভাপতি শ্রীচন্দ্রশেখর বামফ্রন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করার পক্ষপাতি। সেজন্য এই দুই নেতার মধ্যে বনিবনা হচ্ছিল না। সম্প্রতি শ্রীসেন দিল্লী গেছলেন। দিল্লীতে শ্রীচন্দ্র শেখরের কাছ থেকে সম্যক ব্যবহার না পাওয়ায়, শ্রীসেন দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে জনতা পার্টি ছেড়ে দিলেন। এখন শ্রীসেন বলেছেন—জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য—দলহীন গণতন্ত্রের ধারায়—তিনি সংগ্রাম করে যাবেন। তাঁর এই কর্ম্মধারায় যুক্ত হ'তে যে কোন দল আসতে পারেন—তিনি ডাক দিয়েছেন।

[২য় পাতায় দেখুন]

বিবিধ বৈদেশিক সংবাদ

প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসনীয় বিদেশ সফর

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ৫ই জুন থেকে ১৭ই জুন অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্ব সফর ক'রে এলেন। মূল ভ্রমণের কর্ম্মতালিকা ছিল—অ্যামেরিকায়। ঐ সঙ্গে ইংলণ্ড ও কয়েকটা ইউরোপীয় দেশ ঘুরে এলেন।

বিশ্বের জন্য ভারতের মৈত্রীর বাণী—সারা বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র নিষেধ করার বিষয়ে ভারতের দাবী প্রভৃতি বিষয়গুলি ভারতের প্রধানমন্ত্রী খুবই যোগ্যতার সঙ্গে বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কগণের কাছে রাখেন। বিদেশের বহু সংবাদিক সম্মেলনে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর তিনি দেন। বিশ্বের দিকে দিকে তিনি ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন।

মানব কল্যাণের কাজে লাগাবার জন্য ভারত যে পারমাণবিক শক্তি তৈরীর কাজ করছে—তার জ্বালানী এক বিশেষ ধাতু। আগে আসতো অ্যামেরিকা থেকে। অ্যামেরিকা ইদানীং সেটা দেওয়া বন্ধ করেছিল। শ্রীদেশাই এই ব্যাপারেও অ্যামেরিকার সঙ্গে কথা বলতে চান। অ্যামেরিকার শাসনকারী দলের নেতৃবৃন্দ ঐ জ্বালানী দেবার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। শ্রীদেশাইয়ের

[২য় পাতায় দেখুন]

শাসনতান্ত্রিক সংবাদ

খাজনার বদলে কৃষি আয় কর

রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন—চাষীদের কাছ থেকে জমির খাজনা নেওয়া বন্ধ করে দেবেন এবং তার পরিবর্ত্তে—কৃষি আয়ের ওপর কর বসাবেন। এই সংবাদ বিষয়ে লোক সেবক সংঘের অভিমত চাওয়া হলে তাঁরা বলেন যে, জমির পরিমাণের ওপর কর না হয়ে, জমিতে যথার্থ যা উৎপাদন হল—তার ভিত্তিতে কর ধার্য্য হ'লে চাষীদের লাভেরই কথা। তবে, এ বিষয়ে ব্যবস্থা ধারা সুষ্ঠু না হলে, বহু দুর্নীতি চলবে ও চাষীদের ওপর উৎপীড়ন হবে। এই রকম করের জন্য নিয়মিত যথার্থ তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকা চাই।

পঞ্চায়েতের কাজকর্ম্ম তদারকী কমিটী

বামফ্রন্ট জানিয়েছেন—ফ্রন্ট অবিলম্বে পঞ্চায়েতের কাজ কর্ম্ম সুরু করতে চান। বর্ত্তমান পঞ্চায়েত আইনের ভিত্তিতেই ছয় মাসের কার্যসূচি নিয়ে কাজ সুরু হবে। ১৯৭৮-৮৯ সালে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রায় ১০ কোটি ব্যয় করা হচ্ছে। পঞ্চায়েতের কাজকর্ম্ম পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য মন্ত্রীসভার একটি সাব কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের হিসাব পরীক্ষা নিরীক্ষায় মন্ত্রীসভা কঠোরতা অবলম্বন করবেন—জানানো হয়েছে।

[প্রথম পাতার পর]

বিবিধ বৈদেশিক সংবাদ

অ্যামেরিকায় থাকাকালেই সেখানে এ বিষয়ে জোর বিরূপ মনোভাব দেখা দেয়। শ্রীদেশাই এ সম্পর্কে অ্যামেরিকার রাষ্ট্রপতি শ্রীকার্টারের সঙ্গে খুবই দৃঢ়তা ও মর্য্যাদার সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ যে সব আলোচনা করেন—তার ফলে অ্যামেরিকা ঐ জ্বালানী দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। এই বিষয়ে এহেন সাফল্য অর্জ্জনের জন্য চারিদিকে শ্রীদেশাইয়ের আরো সুখ্যাতি হয়। সফর শেষে বিদেশ থেকে ভারতের প্রধাতমন্ত্রী দেশে ফিরেছেন।

বাংলাদেশে ভারত বিদ্বেষ ও সংখ্যালঘু বিতাড়ন

বাংলাদেশের বর্তমান শাসনে জেনারেল জিয়ার অধীনে যে একনায়কত্ব চলেছে—সেই একনায়কত্বের দাপট এখন মুসলমানী জিগীর, হিন্দু বিদ্বেষ, ভারত বিদ্বেষ নব উদ্যমে জারী করেছে। এর ফলে সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে শাসন চক্রান্তের সহযোগে সংখ্যালঘু বিতাড়নের অর্থাৎ হিন্দু বিতাড়নের জোর কর্মতৎপরতা দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গেও সাজ সাজ রব পড়েছে রাজ্য সীমান্তে যাতে ঐ উদ্বাস্তু আসার স্রোত রোধ করা যায়। ওখানে ঠাঁই নেই—এধারেও ঢোকার উপায় নেই - ঐ উদ্বাস্তুদের ঐ অসহায় অবস্থায় পথ কী দেশের বহু চিন্তাশীল মানুষ ভেবে কুল পাচ্ছেন না।

বাংলা দেশে রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচনে জয়ী জিয়া

সম্প্রতি কয়েকদিন আগে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির চির্ব্বাচন হোল। এ সম্পর্কে সারা দেশে ব্যাপক ভোট গ্রহণ করা হয়। জেনারেল জিয়া এ পর্য্যন্ত সামরিক শাসক ছিলেন। তাঁর আসনকে গণতান্ত্রিক অনুমোদনে পাকা করার জন্য এই ভোটের আয়োজন হয়। জিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন—অবসর প্রাপ্ত জেনারেল ওসমানী। স্বর্গত রাষ্ট্রপতি মুজিবের কর্মধারার সমর্থক যে সমস্ত দল রয়েছেন - যারা বর্তমান শাসক জিয়ার বিরোধী দল—তাদের পক্ষে ওসমানী দাঁড়িয়েছিলেন। ভোটের পূর্ব্ব থেকেই আশঙ্কা করা হয়েছিল—হাতে শাসন ও মিলিটারী ক্ষমতার জোরে ঐ নির্বাচনে জিয়া জিতবার জন্য অনেক কাণ্ড করবেন। অবশেষে তাই হোল। দারুণ বেশী ভোটে জিয়া জিতলেন। বাংলা দেশে আজ সর্ব্বত্র জোর অভিযোগ উঠেছে—জিয়া নানা দুর্নীতি ও কারচুপির জোরেই জয়লাভ করেছেন।

দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুর স্রোত পশ্চিম বাংলায়

যে দণ্ডকারণ্যের কথা আমরা রামায়ণে পড়েছি—সেই বিশাল দণ্ডকারণ্য মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার সীমানায় অবস্থিত। পশ্চিম বাংলার আয়তনের মতই বিশাল এই দণ্ডকারণ্য। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বহু হাজার উদ্বাস্তু পশ্চিম বাংলা থেকে দণ্ডকারণ্যে প্রেরিত হন - সেখানে পুনর্বাসনের জন্য। আজ দীর্ঘ বহু বৎসর পর এই উদ্বাস্তুরা হাজার হাজার সংখ্যায় সম্প্রতি চলে আসছেন পশ্চিম বাংলায়—এখনো আসছেন। তারা সবাই যাচ্ছেন সুন্দরবনে বসবাসের দাবী নিয়ে।

উদ্বাস্তুরা বলছেন—এত বছর পার হোল তবু তাঁদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হোল না—অব্যবস্থা, অসম্মান এবং অর্দ্ধাহারের জন্য তাঁদের চলে আসতে বাধ্য হোল। কিছু কিছু লোকের বক্তব্য—দণ্ডকারণ্যে যে সব সুযোগ দেওয়া হয়েছিল—উদ্বাস্তুরা তার পুরো সুযোগ নেবার চেষ্টা করেননি এবং রাজনৈতিক উস্কানীতে পড়ে দণ্ডকারণ্য ত্যাগের পন্থা গ্রহণ করেছেন।

রাজ্য সরকার বলেছেন—"পশ্চিমবঙ্গে আর স্থান নেই—তাঁদের দেবার জন্য; তাঁদের দণ্ডকারণ্য ফিরে যেতেই হবে।" কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন—"পালিয়ে আসার মতো অভিযোগের কিছু ছিল না। যাই হোক, তাঁরা ফিরে চলুন—আরো ভাল ব্যবস্থা করা হবে।" উদ্বাস্তুরা বলছেন—"আর ফিরে যাবো না - মরিতো এই মাটিতেই মরব।" ফেরার লক্ষণ নেই—বরং হাজার হাজার সংখ্যায় আরো উদ্বাস্তু পশ্চিম বাংলায় স্রোতের মত আসছেন। দেশ কিং কর্তব্য বিমূঢ়—এদের সমস্যা নিয়ে কী করা যায়।

বিবিধ ভারতীয় সংবাদ

[১ম পাতার পর]

হাসপাতালে পড়ে থাকলেও—অন্তরাল থেকে কলকাঠী ভালই নাড়ছিলেন। সারা ভারতবর্ষে এজন্য জনতা পার্টির সুনাম খুবই ক্ষুণ্ণ হয়। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশায়ের ৫ই জুন থেকে ১৭ই জুন বিদেশ সফর কালে শ্রীরাজনারায়ণের লাফালাফি খুবই বেড়ে যায়। ওঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল—জনতা পার্টির সভাপতি শ্রীচন্দ্রশেখর এবং খুব প্রচ্ছন্নভাবে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই।

শ্রীদেশাই ফিরে আসার পর এখন ঐ সব অন্তর্দ্বন্দ্ব ও শৃঙ্খলাভঙ্গ বিষয়ে আলোচনা ও বিচারের জন্য জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক চলেছে। ইতিমধ্যে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ আভ্যন্তরীণ কলহ মিটিয়ে ফেলার জন্য আবেদন করেছেন।

সম্প্রতি দিল্লীতে এই আপোষ আলোচনা চলেছে। ভারতীয় লোকদল অর্থাৎ শ্রীরাজনারায়ণদের দলকে প্রথমে জনসংঘ পিছন থেকে সাহায্য দিচ্ছিলেন। সেজন্য মনে হয়েছিল জনতা দল এখন গুরুতর ভাঙ্গনের মুখে। তবে বর্ত্তমানে দলের সর্ব্বোচ্চ কমিটির কাছে শ্রীরাজনারায়ণেরা গুরুতরভাবে অভিযুক্ত হওয়ায় জনসংঘ এখন ভারতীয় লোকদলকে সমর্থন করছেন না—সরে দাঁড়িয়েছেন। জনতা পার্টির ভেতরে যাঁরা সংগঠন কংগ্রেসের এবং ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলের তাঁরা ভারতীয় লোকদলের ঐ দলীয় নেতাদের—বিশেষভাবে শ্রীরাজনারায়ণের ও আরো কয়েকজনের কাছে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য কৈফিয়ৎ চেয়েছেন। দেখা যাক্ পরিস্থিতি কতদূর কী দাঁড়ায়।

রাজ্যের বিবিধ সংবাদ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

সাঁওতালডিতে অন্তর্ঘাতমূলক অপচেষ্টা

সাঁওতালডিতে নানা গোলযোগের জন্য পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুৎ সরবরাহে খুবই বিঘ্ন ঘটছিল। শেষে রাজ্য সরকার তদন্তে জানেন অন্তর্ঘাতমূলক চেষ্টার ফলে এ সব ঘটছে। রাজ্য সরকার দৃঢ় ব্যবস্থা নেন। ১ জনকে বরখাস্ত ও ১৯ জনকে বদলী করা হয়। এখন বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থা উন্নতির দিকে চলেছে।

দেশপ্রেমিক
স্বর্গত বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিত
মহাবরষার রাঙা জল
নিজে পড়ুন অপরকে পড়ান
বিশ্ববিদ্যা ভবন
পুরুলিয়া

মুক্তি

১১ই আষাঢ় ১৩৮৫, সোমবার

গণতান্ত্রিক সরকারের একটি গণতান্ত্রিক দায়িত্ব

বাম-সমর্থক একটি সংবাদ পত্রে দেখলাম যে, তাঁরা বলেছেন—পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে এক নীরব "বিপ্লব" হয়ে গেল। তাঁদের আরো দাবী এই যে, পশ্চিম বাংলার ব্যাপক গ্রামজীবনে যে কায়েমী স্বার্থ-গোষ্ঠী অর্থাৎ যে জনশত্রুর দল ছড়িয়ে ছিল—তাদের পরাভূত ক'রে, আজ তাদের জায়গায় বিকেন্দ্রিত বিপ্লবী গণশক্তি—অর্থাৎ প্রগতিশীল বামশক্তির ক্ষমতালাভ হয়েছে।

যথার্থ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ফলেই যদি গণশক্তির ক্ষমতাদখল হয়ে থাকে - তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি—আজকে পশ্চিম বাংলায় ক্ষমতাসীন গণতান্ত্রিক শক্তি নিশ্চয়ই সর্ব্বক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দেবেন।

বিগত ইতিহাসের বহু পর্য্যায়ে এবং বর্তমানে সারা বিশ্বে অবিরতই দেখা যাচ্ছে—যখনই যিনি শাসনে বসেছেন - তিনি বা তাঁরা দাবী করছেন—তাঁরা জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনের আসনে বসেছেন। তাঁদের এই উক্তির বিরুদ্ধে জনগণ যখন প্রতিবাদ ক'রে বলেছেন যে, না, ঐ কথা সত্য নয়—তুমি বহু অসৎপন্থা ও ক্ষমতার অপব্যবহার ক'রে ক্ষমতায় এসেছ—তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আমরা দিতে পারি—তুমি এই সব অভিযোগ বিষয়ে এখনই তদন্ত করো—তখন শাসকেরা ঐ আহ্বান গ্রহণ না করে—তাদের দাবী মুখে নস্যাৎ ক'রে বলেছেন—ওসব বাজে কথা—নির্বাচন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক, সম্পূর্ণ অহিংস, সম্পূর্ণ নিয়মানুগ হয়েছে।

ঐসব ক্ষমতাসীনেরা সত্যকে ঐভাবে ধামা চাপা দিয়ে গেছেন সব সময়। কারণ তাঁরা বহু দুর্নীতির আশ্রয়েই ক্ষমতা লাভ করেছেন। তাঁদের ঐসব তদন্ত করার সাহস হয়নি। সেজন্য সারা দেশের জনসাধারণের দাবী উড়িয়ে দিয়ে তারা অবিরত সংবাদ পত্রে, প্রচারপত্রে, রেডিওতে প্রচার ক'রে গেছেন যে, পৃথিবীতে এহেন গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন আর হয়নি। ঠিক এ কাজ বহুবার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও করেছেন, আর আজ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াও করেছেন।

আজ সারা বিশ্বে,—বিশেষ ক'রে সারা ভারতবর্ষে জনজীবনে এখন সময় এসেছে—গণতন্ত্রের নামে এই সব চালাকির বিরুদ্ধে অবিরত তীব্র জনমত সৃষ্টি করার। এখন "সময়" এসেছে একথা বলার অর্থ—বর্তমানে ব্যাপকক্ষেত্রে জনগণের জাগৃতি তীব্রতর ও প্রসারিত হচ্ছে—আমাদের এই ভারতবর্ষে। সেই গণতান্ত্রিক জাগৃতিকে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে আজ পরিণত করতে হবে।

এখন দেখা যাক—এহেন জনজীবনের পরিস্থিতিতে, বিগত পঞ্চায়েৎ নির্বাচন বিষয়ে, পশ্চিম বাংলার গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল বামফ্রন্ট সম্পর্কে, কী কথা উঠছে এবং সরকারের দিক থেকে এ পর্য্যন্ত কী মনোভাব দেখা দিয়েছে। জনতা পার্টি ও কংগ্রেসী দলগুলি তীব্র অভিযোগ এনেছেন যে, সি পি এমের বিরাট সাফল্যের পিছনে বহু রকম দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের ইতিহাস ঘটেছে। তারা বলেছেন—এর মধ্যে হত্যার ভয়াবহ ঘটনাও ঘটেছে। সুতরাং এই সবের অবিলম্বে উপযুক্ত তদন্ত ব্যবস্থা করা হোক। সি পি এম নেতৃবৃন্দ অভিযোগের উত্তরে বলেছেন—ঐসব দলগুলি হেরে গিয়ে মিথ্যে দোষারোপ করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার এই অভিযোগ সমূহের তদন্তের অনুকূলে এখনো কোনো মনোভাব প্রকাশ করেননি।

আমাদের এই পুরুলিয়া জেলারও বহু জায়গা থেকে বহু শ্রেণীর মানুষের পক্ষ থেকে অভিযোগ আসছে যে, বিগত পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে বহু নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে, বিশেষ বিশেষ প্রার্থীর অনুকূলে, নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি ও কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছিল।

এই জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে এই বিষয়ে যে সমস্ত অভিযোগ এসেছে—তার সত্য মিথ্যা যাচাই আমরা করিনি। জনতা পার্টি ও কংগ্রেস দলগুলির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে যে সব গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে—সেগুলি শুধু রাজনৈতিক অভিনয়ের জন্য, না, তার মূলে সততার সত্যতা জাগ্রত আছে—তা বলা শক্ত। তবে ব্যাপার যাই-ই হোক, গণতান্ত্রিক বামফ্রন্ট সরকারের সামনে যখন এসব গুরুতর অভিযোগের প্রশ্ন উঠেছে—তখন সরকারের চুপ ক'রে থাকা কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় হবে না।

সত্যই যদি নির্বাচন গণতান্ত্রিক হয়ে থাকে—তবে এ সম্পর্কে অভিযোগের তদন্ত করতে সরকারের ভয়ের বা ইতস্ততঃ করার কিছুই থাকা উচিত নয়। তদন্তে নির্ব্বাচন ব্যবস্থা যেখানে যেখানে দূষিত হয়েছে ব'লে মনে হবে—সেখানে সেখানে পুনর্নির্বাচন হবে—এই তো মাত্র কথা। গণতান্ত্রিক সরকারের তো তারজন্য তৈরী থাকার কথা।

জনতা পার্টি সরকারের অধীনে প্রায় সারা ভারতে বিধানসভার নির্বাচন হোল। এই নির্বাচনে জনতা পার্টির বিরোধী দলেরা নির্বাচনে শাসনকারী দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনো অভিযোগ তুলতে পারেননি। আজ পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনের বিষয়ে নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে কেন? সত্য হোক মিথ্যে হোক গণতান্ত্রিক সরকারের কর্তব্য গণতান্ত্রিকভাবে তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এ বিষয়ে আমাদের একটি প্রস্তাব সরকারের কাছে আছে। বিরোধী দলগুলির কাছে সরকার প্রস্তাব রাখুন যে, তারা সম্মিলিতভাবে পরামর্শ করে, আপাততঃ নির্বাচনে দুর্নীতির একশ'টি ঘটনা সরকারকে দিন। তার সম্যক তদন্ত করা হোক। যদি সেই তদন্তে দেখা যায় যে, ঐ একশ টি ঘটনার মধ্যে বহু ঘটনায় অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে—তাহলে সরকারকে ব্যাপক তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে। আর যদি দেখা যায় যে, ঐ একশ' ঘটনার মধ্যে দু একটাতে মাত্র খানিকটা দুর্নীতির ব্যাপার দেখা গেল—তখন পরবর্তী তদন্তের পরিকল্পনা বাতিল করেই দেওয়া হবে। আর তাতে এ বিষয়ে বিরোধী পক্ষেরও স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে।

গণতান্ত্রিক জীবনকে বাঞ্ছিত পথে গড়ে তুলতে আগ্রহ থাকলে, অনেক রকম ঝামেলার মধ্য দিয়ে প্রথমে যেতেই হবে। এই সব ঝামেলা স্বীকার ক'রেও, আজ শক্ত হাতে যদি শাসনযন্ত্রের দায়িত্বগুলো বহন করা যায়—তাহলে ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক জীবন অনেক সহজ, সুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে গড়ে উঠবে—দেশের মানুষ সুখী হবে।

বামফ্রন্ট সরকার কি, তাঁদের গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে নির্বাচন বিষয়ে ঐ প্রস্তাবিত তদন্তের কাজ গ্রহণ করতে রাজী আছেন? আমরা কি তাদের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাবো—যে উত্তরের প্রত্যাশা করা - ন্যায়সঙ্গত এবং গণতন্ত্র সম্মত?

পঞ্চায়েৎ বিষয়ে দুটি জরুরী প্রস্তাব

বর্তমান সময়ে জনঅধিকার ও জনশাসনের স্বার্থের দৃষ্টিতে,—পঞ্চায়েৎ সংশ্লিষ্ট একটি জরুরী আলোচনা এখানে উত্থাপন করছি। আমরা সম্প্রতি সংবাদ পাচ্ছি যে, পঞ্চায়েতের হাতে এখন কতটা সরকারী দায়িত্বের অংশ এবং সরকারী অর্থের অংশ দেওয়া যেতে পারে—এই নিয়ে রাজ্য সরকারে খুবই তোড়জোড় চলেছে।

জনগণের হাতে বিকেন্দ্রিত শাসনের ভাগ প্রসারিত ক'রে দেওয়ার যে দাবী সারা বিশ্বে উঠেছে—সেই বাঞ্ছিত বিকেন্দ্রিত শাসন পরিকল্পনার দাবীর খুব সামান্যই আজ আমরা পঞ্চায়েতী শাসনের মাধ্যমে পাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার পঞ্চায়েৎ শাসনের যে কাঠামো এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করেছেন এবং তারই চৌহদ্দির মধ্যে আরো যে নতুন ব্যবস্থা করতে চাইছেন—তাতে আমরা বুঝতে পারছি যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এখনও পর্য্যন্ত বাঞ্ছিত বিকেন্দ্রিত শাসন ধারার সম্যক পরিকল্পনা ক'রে উঠতে পারেননি; বা ঐভাবের কর্ম্মধারায় তা' ক'রে উঠতে পারবেন না।

তাহলেও, যা চলছিল—সেই অবস্থা ধারার মধ্যে খানিকটা উন্নততর ব্যবস্থা নিশ্চয়ই দেখা দেবে।

তবে সর্বপ্রথম দুটি বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হবে। তার প্রথমটি হচ্ছে এই। পশ্চিম বাংলায় লোক সংখ্যা সাড়ে চার কোটি ৪৩ লক্ষ। গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্ব্বাচিত হয়েছেন—৪৬,০০০ মানুষ। তাহলে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের লোকসংখ্যার প্রতি এক হাজার মানুষের জন্য মাত্র একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হচ্ছেন। পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনের আগে এম, পি, এম, এল, এ, মন্ত্রী ও তাঁদের অনুচরবর্গ এবং অফিসারেরা ও পুলিসেরা জনজীবনে বিবিধ উপদ্রব করবার জন্য ছিলেন। তাঁরা যে সব অন্যায় অত্যাচার, লুঠ ও চক্রান্ত করতেন—বা এখনো করেন—সেই সব ব্যাপার হাজার হাজার মানুষ দেখলেও এবং সরকারে নালিশ জানালেও কোনো প্রতিকার হোত না।

আজ আরো প্রতিনিধি বাড়লো—হাজারে একজন। যা দেশে চলছে—সেই হিসাবে বলতে গেলে—এই একজন ব্যক্তি আজ হাজার লোকের ওপর সর্দ্দার হলেন—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হলেন—ইনি এখন ঐ হাজার লোককে সাত ঘাটের জল খাওয়াতে পারেন—জি, আর, টি, আরে যা খুসী ব্যাপার করতে পারেন। আরো কত কি করতে পারেন। প্রায়শঃই এই সব কাজ হয়ে এসেছে—ওপর থেকে নিচ পর্য্যন্ত প্রতিনিধিদের ও কর্মচারীদের ষড়যন্ত্রের একযোগে। সেই কারণে হাজার হাজার মানুষ বহু প্রতিবাদ ক'রে, প্রতিকার চাইলেও—তার প্রতিকার করার কেউ ছিলেন না।

আজ বামফ্রন্ট শাসনে দেশের ঐ অবাঞ্ছিত অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি হয়নি এবং বহুক্ষেত্রে ঠিক ঐ রকমই ব্যাপার ঘটতে দেখা গেছে। আজ বামফ্রন্টের তথাকথিত বিকেন্দ্রিত পঞ্চায়েৎ শাসনে, হাজারে একজন প্রতিনিধি—আবার যে ঐ রকম ব্যাপার করবেন না তারও নিশ্চয়তা কিছু নেই। এবং পঞ্চায়েতী শাসনের সকল স্তরের প্রতিনিধিরা—বিশেষ ক'রে বহু সংখ্যাগরিষ্ঠ সি পি এম সদস্যেরা সাধারণ মানুষের অধিকার নিয়ে অন্যায় অত্যাচার করলেও তাঁদের উর্দ্ধতন পরিচালকেরা প্রতিকার বিষয়ে চুপ ক'রে যে থাকবেন না—একথাও আজ জোর ক'রে কেউ বলতে পারেন না। একথা বলছি এই জন্য যে, দেশের শাসন জীবনধারা ও জাতীয় চরিত্র এমন ব্যাপক ও গভীরভাবে দুর্নীতিপূর্ণ হয়েছে যে, ঐ আশঙ্কা মনে জাগ্রত হওয়াই আজ খুব স্বাভাবিক।

দেশের রাষ্ট্রীয় জীবন তথা জাতীয় জীবন আজ ঐ অবস্থায় রয়েছে বলেই দেশের সাধারণ মানুষের হাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করার কথা আরো বেশী জোর দিয়ে আজ উঠেছে। আদর্শের দিক দিয়ে তথা বাঞ্ছিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দৃষ্টিতে বিকেন্দ্রীকরণের দাবীতো সকল সময়ের জন্য আছে। তার ওপর জরুরী অবস্থার জন্য এই বিষয়ে এত তাগিদ।

এই বিকেন্দ্রীকরণের মূল লক্ষ্য কী তাই বলি। এক হাজার মানুষের ওপর তো একজন প্রতিনিধি দেওয়া হল। ঐ প্রতিনিধি যদি অন্যায় করেন, তবে ঐ এক হাজার মানুষেরা তার প্রতিকার চাইলে—উর্দ্ধতন কারো কাছে প্রতিকারের জন্য তাঁদের ধর্ণা দিতে হবে না—তাঁদের সম্মিলিত অভিমতই আইনের বলে নিজের থেকে কার্য্যকরী হবে—এমন আইন কি আজ আছে? না, নেই। তবে আর বর্তমান পঞ্চায়েৎ আইনে গণঅধিকার কী এলো?

বিকেন্দ্রিত শাসন হোল ব'লে হৈ চৈ করা হচ্ছে—কিন্তু আসলে শাসন জীবনে আরো কতকগুলি মাতব্বর বাড়ানো হয়েছে মাত্র—যাঁরা এক হাজার লোকের প্রতিনিধি সেজে কয়েক হাজার লোকের ওপর অবাধ উপদ্রব আজ করতে পারবেন। পঞ্চায়েৎ বিধানে তার প্রতিকার নেই। প্রতিকারের জন্য ওপরে আবেদন ক'রে বসে থাকতে হবে এবং অনুগামীদের বিরুদ্ধে শাসকেরা কিছু প্রতিকার ব্যবস্থা নেবেন কিনা আজকের দিনে সে বিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠতে পারে।

সত্যকার বিকেন্দ্রিত শাসন-ক্ষমতার দৃষ্টিতে ঐ ব্যাপারে কী রকম বিধি বিধান থাকা উচিত দেখুন:

(ক) ঐ হাজার লোকের যিনি প্রতিনিধি তিনি অন্যায় কাজ করতে থাকলে, দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ করতে থাকলে, ঐ হাজার মানুষের অর্দ্ধেকের ওপর মানুষ একসঙ্গে রাজ্য সরকারকে দরখাস্ত করলে, রাজ্য সরকারের নির্দ্দেশে ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির কোনো গ্রামে একজন বিচারক উপস্থিত হবেন এবং তিনি ঐ দরখাস্তকারী জনগণের মধ্যে বসে, অভিযোগের বিষয় বিচার ক'রে, প্রতিনিধিকে পদচ্যুত হবার নির্দ্দেশ দেবেন। তিনি পদচ্যুত হবেন। এবং আইনে আরো থাকবে—১৫ দিনের মধ্যে বিচারক যদি ঐ আবেদনপত্রের বিচারে যেতে না পারেন—তবে যে কদিন বিলম্ব হবে—তার প্রতিদিনের জন্য ৫৲ টাকা ক'রে ক্ষতিপূরণ ঐ সমস্ত আবেদনকারীরা ব্যক্তিগতভাবে পাবেন এবং ঐ টাকা রাজ্য সরকারকে দিতে হবে।

(খ) ঐ হাজার ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যাপারে বি ডি ও বা কোনো পুলিস বা অন্য কোনো অফিসার যদি কোনো উপদ্রব বা অন্যায় করেন—তবে ঐ হাজার লোকের অধিকাংশ লোক দরখাস্ত করলে, সঙ্গে সঙ্গে ১৫ দিনের মধ্যে তার বিচার ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকার আইনতঃ বাধ্য থাকবেন। এবং দোষ সাব্যস্ত হ'লে, সংশ্লিষ্ট অফিসারের উপযুক্ত সাজা হবে বা তাঁর চাকুরী যাবে।

(গ) ঐ এক হাজার লোকের সংশ্লিষ্ট কোনো রেশন ডিলার, পে মাষ্টার, মোহরার, ঠিকেদার, বা অন্য কোনো ব্যাপারে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি যদি ঠিকমতো কাজ না করেন দুর্নীতি করেন—তবে ঐ এক হাজার লোকের অধিকাংশ লোক যদি এক সঙ্গে কারো বিষয়ে আপত্তি জানান, তবে তাঁকে ঐ আপত্তি পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই কার্য্যভার থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

দুটো পাঁচটা লোকের সাক্ষ্যতে যদি একটা লোকের ফাঁসী হ'তে পারে, তবে ৫০১ জনের সাক্ষ্যে একটা রেশন ডিলারের বা মোহরারের বা পে মাষ্টারের বা বি ডি ওর বা দারোগার চাকরী যাবে না কেন? যদি তা না হয়—তবে আর গণতন্ত্র কি? তবে তদন্তে দেখে নিতে হবে—ঐ আবেদনকারীরা জেনে বুঝে সই করেছেন কিনা।

ঐ সব ব্যবস্থা যদি হয় তবে ব্যাপক গ্রামজীবনে দুর্নীতি অচিরে বহু উড়ে যাবে। এর আবার খারাপ সম্ভাবনার দিক কিছু কিছু আছে তারও প্রতিকারের জন্য প্রতিবিধান-ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে এই সব ব্যবস্থার মধ্যে গোলমালের সম্ভবনা থাকলেও, এই সব ব্যবস্থা করলে, জনজীবনের নামে যা সব অন্যায় চলছে তার শতকরা ৯০ভাগ দূর হয়ে যাবেই। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ঐ সব ব্যবস্থা যেমন হবে—তেমন পুর-পঞ্চায়েৎগুলির মাধ্যমেও আবার ঐ সব ব্যবস্থা করতে হবে।

সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থাকলে, ঐ সব বৈপ্লবিক ব্যবস্থাগুলি করতেই হবে। অনেকে যাঁরা দু'বেলা বিপ্লবের কথা বলেন—তাঁদের অনেকেরই সত্যকার বৈপ্লবিক ব্যবস্থা করার মত সদিচ্ছাও যেমন নেই—তেমনি চিন্তাতেও তাঁদের এসব আসছেনা। অথচ এ সব বিষয়ে যাঁরা চিন্তার পথে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন—তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবার মতোও উদারতা, ধারণা, যোগ্যতা বা দূরদৃষ্টি শাসনকারীদের প্রায়শঃই হয় না।

এই প্রবন্ধে সত্যকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্যে যে দু চারটি বিধি বিধানের কথা বললাম—ঐগুলি ছাড়াও, যথার্থ পঞ্চায়েৎ বা যথার্থ গণতন্ত্র অথবা যথার্থ বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে আরো বহু কিছু ব্যবস্থা করার আছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এখনো পর্য্যন্ত সে সবের কিছু ভেবেছেন বলে কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁরা পঞ্চায়েতী শাসনের নামে যে সব ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত করেছেন—তাকে সত্যকার পঞ্চায়েতের দৃষ্টিতে তেমন কিছু বলে মনে হচ্ছে না।

আপাততঃ যে ব্যবস্থা করছেন—তাতে গণশাসনের কাজ বিশেষ অগ্রসর হতে পারবে না। তা' কেন-তার যুক্তিটা এই। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলো সেচ বিভাগ, রাস্তাঘাট বিভাগ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিভাগের মাধ্যমেও যেমন হচ্ছিল—তেমনি উন্নয়নমূলক কাজ ব্লক ও আধা সরকারী কতকগুলো সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও করা হচ্ছিল। ব্লক ও ঐ সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে সব কাজ করা হচ্ছিল—সে সব কাজের জন্য আরো যে সব লোকের দরকার হয়েছে—ব্লক ও প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশই সেজন্য এমন সব লোক বরাবর সংগ্রহ করেছেন—যারা ঐ সব কাজের ভেতর দিয়ে তাঁদের অনুচররূপে—দালালরূপে লুঠের উপযুক্ত সহায়ক হয়েছে। আজ ঐ সব সুযোগ সন্ধানী লোকের ভেতর থেকেই যদি অধিকাংশ পঞ্চায়েতের সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন এবং তাঁদের কাজকর্ম্ম যদি আগের মতই বিনা-জন-নিয়ন্ত্রণে—অবাধে চলতে থাকে—তবে আগের অবস্থা এবং এখনকার অবস্থার মধ্যে কোন রকম তফাৎ হল কেউ বলতে পারবেন না। বর্তমান পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় ঐ সব লোকের কাজকর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে জনসাধারণ যখন আজ কোনো অধিকার পাননি তখন এই পঞ্চায়েৎ আসল উদ্দেশ্য বিষয়ে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

একে তো বর্তমান পঞ্চায়েতী শাসন—লাগাম বিহীন অবস্থায় আরো বহু মাতব্বরের আখড়া হোল—তার ওপর শোনা যাচ্ছে—যে যে সি পি এম পঞ্চায়েতে বহু সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছেন—সেই সি পি এম পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনে সারা পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের সদস্যরূপে কায়েমীস্বার্থ গোষ্ঠীর বহু লোককে, বহু ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসীকে, বহু সুযোগ সন্ধানীকে সংগ্রহ করেছেন। এই তথ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সত্য থাকতে পারে ব'লে ধারণা হচ্ছে এই জেলার ব্যাপার প্রভৃতি দেখে।

এই রকম যদি অবস্থা, তবে পঞ্চায়েৎ শাসন চালু হলে, কী সাংঘাতিক পরিস্থিতি হবে—সহজেই অনুমেয়। বামফ্রন্ট সরকার যদি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বিষয়ে সত্যিই সজাগ রয়েছেন—তাহলে তাঁদের এই দুটি অবস্থা বিষয়ে অবিলম্বে দুটি ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমতঃ পল্লী-জীবন-স্তরে জনমতকে আইনতঃ উপযুক্ত স্থান দেওয়ার জন্য সরকার অবিলম্বে কিছু বিধি বিধান করুন। দ্বিতীয়তঃ জনগণের অপ্রিয় ভাজন সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্তের প্রতিশ্রুতি সরকার ঘোষণা করুন।

রাজ্য সরকার অবশ্যই ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন যে পঞ্চায়েৎ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা ভীতির সঞ্চার হয়েছে। ঐ ভীতির যে সব মূল কারণ তার প্রতিকারের অনেকটা ব্যবস্থা হতে পারবে—আমাদের উপরোক্ত ঐ দুটি প্রস্তাবে। এবং তার দ্বারা জনমনে পঞ্চায়েৎ সম্পর্কে অনেকখানি আস্থা ফিরতে পারবে।

আমরা মনে করি—পঞ্চায়েৎ বিষয়ে আমাদের ঐ প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলি অত্যন্ত জরুরী, অপরিহার্য্য এবং বাস্তব সম্মত তথা যুক্তিসম্মত। বামফ্রন্ট সরকার যদি ঐগুলি যুক্তিসঙ্গত নয় মনে করেন—তবে আমাদের সঙ্গে বিতর্ক সভার ব্যবস্থা করুন। তাহলে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে, সরকার গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল।

চিঠিপত্র

আবার এক গম পাচার ধরার ঘটনা

মহাশয়,

ঘটনাটি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

মানবাজার থানার অন্তর্গত জিতুজুড়ি অঞ্চলাধীন সিন্দুরপুর গ্রামের অধিবাসীগণের বিনীত প্রার্থনা এই যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাদের সিন্দুরপুর গ্রামের বামুন বাঁধের টি, আর, ষ্টীমের কাজ চলিতেছিল। উক্ত বাঁধের পে-মাষ্টার—শ্রীঅমরশঙ্কর মুখার্জ্জী ডিলার—শ্রীজ্ঞান শঙ্কর মুখার্জ্জী ও মহুরা—শ্রীনিবারণ চন্দ্র মাহাত। উক্ত স্কিমের কাজ কয়েক দিন চলিবার পর গত ১৫-৬-৭৮ তারিখে রাত্রি ১টার সময় মহুরা—শ্রীনিবারণ চন্দ্র মাহাত, ডিলার শ্রীজ্ঞান শঙ্কর মুখার্জ্জী সাইকেলে চাপাইয়া ১ বস্তা গম (মোট পরিমাণ প্রায় ১ কুইন্টাল) চুরি করিয়া লইয়া যাইবার কালে শ্রীমতি শ্যামলী মাহাত চোর চোর বলিয়া চিৎকার করিলে ঐ পাড়ার লোক ১। শ্রীইন্দ্র গরাঞ্জ, ২। শ্রীচম্পাধর মাহাত, ৩। শ্রীরেবতী মাহাত, ৪। শ্রীবাউল চন্দ্র মাহাত, সেখানে ছুটাছুটি করিয়া উপস্থিত হন এবং ঐ সমস্ত মালপত্র উদ্ধার করেন। আবার তাহারা গ্রামের সমস্ত লোককে ডাকাডাকি করিয়া তাহাদের সামনে উপস্থিত করেন। পরে ঐ সমস্ত মালপত্র চৌকিদারকে জমা দিয়া আমরা থানায় যাই কিন্তু থানা থেকে পুলিশ আসার পর দেখা যায় যে, আসামী—শ্রীনিবারণ চন্দ্র মাহাত সেখানে অনুপস্থিত। চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, শ্রীভোলানাথ সেন (জিতুজুড়ী), শ্রীমতিলাল মাহাত [শ্যামপুর] তাহার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তখন পুলিশ আসামীকে না ধরিয়াই সাইকেল সমেত মালপত্র লইয়া থানা যায়। আসামী আজও পর্যন্ত চালান হয় নাই। বি, ডি, ও মহাশকে জানানো হয় কিন্তু তিনিও কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই।

অতএব মহোদয়ের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ যাহাতে তদন্ত মূলে উক্ত ব্যক্তিগণের বিচার করা হয় তাহার সুব্যবস্থা করিতে মজ্জিত হয়।

প্রকাশ থাকে যে—আসামী ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তিগণ দুইজনই কমরেড। আরও জানা যায় যে—মাল-সমেত সাইকেলটি যাহা পুলিশ সিজ করিয়া থানা লইয়া যায় তাহা সিন্দুরপুর গ্রামের অধিবাসী কমরেড শ্রীপ্রণব কুমার ব্যানার্জ্জীর, যিনি গত পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে ব্লক সমিতিতে কমঃ পার্টির পক্ষ থেকে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। ইতি—

বিনীত—সিন্দুরপুর গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ

১। প্রণব কুমার ব্যানার্জ্জী ২। মলিন্দ্রনাথ বাউরী ৩। দ্বারিকানাথ মাহাত
৪। সুরেন্দ্রনাথ মাহাত ৫। কালীরাম বাউরী ৬। নবকিশোর মাঝি
৭। কাঞ্চন মাহাত ৮। নন্দলাল কর ৯। শঙ্কর চন্দ্র বাউরী
১০। অমূল্য মাহাত ১১। মরুলী মাহাত ১২। মঙ্গলচন্দ্র মাহাত
১৩। পাণ্ডব মাহাত ১৪। বুচন মিঞা ১৫। নকুল মাহাত
১৬। নফর চন্দ্র গরাঞ্জ ১৭। রুহিদাস মাহাত ১৮। বদন চন্দ্র মাহাত
১৯। শরৎচন্দ্র মাহাত ২০। ষষ্ঠী চরণ মাহাত ২১। শঙ্কর চন্দ্র মাহাত
২২। ঘনশ্যাম মাহাত ২৩। প্রফুল্ল কুমার মাহাত ২৪। কৃপাসিন্ধু মাহাত
২৫। মদন চন্দ্র মাহাত ২৬। পশুপতি মাহাত

নিম্নলিখিত তিনজন ঘটনা ঘটার পরই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া মাল ও আসামীদের দেখেন। তাঁহারা লিখিতেছেন যে:—

ঘটনা সত্য

স্বাক্ষর—শ্রীগিরিশ চন্দ্র মাহাত [মেট্যালা] ১৬-৬-৭৮
শ্রীঅজিত কুমার লায়েক [জিতুজুড়ী] ১৬-৬-৭৮
শ্রীসৃষ্টিধর মাহাত

Wanted

Wanted a graduate teacher in Physical Education with degree/deploma in Physical Education as per government circular. Pay as per G. A. Rules. Apply to the Secretary, Sirkabad High School, P. O. Sirkhabad. Dist. Purulia by 22. 7. 78.

M. Dutta,
Secretary,
Sirkabad High School.
P. O. Sirkabad, Dist. Purulia.

Wanted

Wanted an Arts graduate in deputation vacancy (preferably trained) to Arali Raghunathpur Adibasi Jr. High School. P. O. Chirudih Chandanpur, Dist. Purulia.

Apply to the Secretary on or before 2-7-78 and attend for an interview on 3-7-78 at 10 A. M.

সারা জেলায় বহুল প্রচারিত

মুক্তি

নির্ভিক সাপ্তাহিক

নিজে পড়ুন অপরকে পড়ান

R. No.—2539/57 মুক্তি (৬) ১১ই আষাঢ় ১৯৭৮ W. B./B. K. U 24

লোকব্রতী সোসাইটির একটি বিশেষ কৃষি সংবাদ

"রক ফসফেট" কেন চাই শুনুন—

চাষের সব চেয়ে দরকার তিনটি সার—নাইট্রোজেন, ফসফেট আর পটাশ। এই জেলার মাটিতে সাধারণতঃ পটাশ সর্ব্বত্র কম বেশী ভালই আছে। আর গাছের গোড়া পচলে মাটি তবু কিছুটা নাইট্রোজেন সার পায়। কিন্তু জেলার মাটিতে সাধারণতঃ ব্যাপক ভাবে ফসফেট প্রায় নেই বললেই চলে—অথচ এই ফসফেট গাছ ও ফসলের জন্য অত্যন্ত দরকারী—অত্যন্ত দরকারী—অত্যন্ত দরকারী।

অম্ল মাটিতে "রক ফসফেট" অত্যন্ত উপযোগী। তাই রক-ফসফেটের জন্য লোকব্রতীর সঙ্গে তথা পশ্চিম বঙ্গ মিনারেল ডেভলাপমেণ্ট এণ্ড ট্রেডিং করপোরেশন পুরুলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

দামের কথা—

১নং গ্রেড—৩০ পারসেণ্ট ফসফেট যুক্ত—১ টন ৩৬০ এর সঙ্গে ট্যাক্স প্রভৃতি
২নং গ্রেড—২৩ থেকে ২৫ পারসেণ্ট ফসফেট যুক্ত—১ টন ২৪৪ —

বর্ষার মরশুমে লোকব্রতী সোসাইটির আয়োজন

১। বর্ষার সমস্ত রকম বীজ এসেছে ও আসছে
২। জীবানুসার এক অদ্ভুত নাইট্রোজেন—জৈব সার—রাসায়নিক সারের মত মাটি অম্ল করে না—মাটীকে উন্নত করে ফসল বাড়ায় খরচ অনেক কমায়
৩। এন—২ (N2)—দাম খুব কম অথচ ইউরিয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ইউরিয়ার অর্দ্ধেক অপচয় রোধ করে। পোকা মাকড় নষ্ট করে। কারণ এটা ভাল জৈব ওষুধ।
৪। কীট নাশক রয়েছে—ফুরাডন ডাইথেন জেড্ গ্যামাক্সিন প্রভৃতি। ইন্দুরের উপদ্রবে জিঙ্ক ফসফাইট এবং সেলফস।
৫। পাম্পের পার্টস সমূহ (যন্ত্রাংশ)

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প—কির্লোস্কার পাম্প

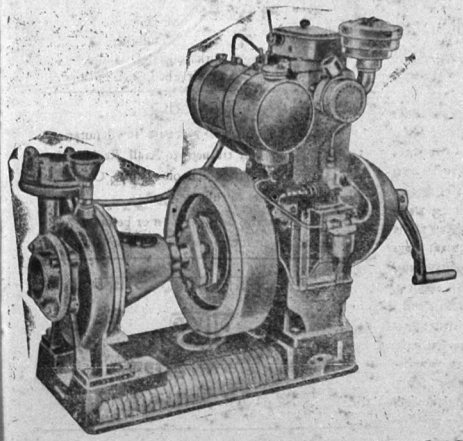

অন্য সব পাম্পের চেয়ে দাম বেশী। তবুও সারা ভারতজুড়ে এর দারুণ চাহিদা। কারণ কম দামী বাজে পাম্প কিনে আজীবন কষ্ট পাবেন। আর কিছু বেশী খরচ ক'রে একবার কির্লোস্কার পাম্প কিনতে পারলে বহু বছর ধরে এই পাম্প শ্রেষ্ঠ সেবা দেবে।

• • • •

যাঁরা সরকারী ঋণ বা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে পাম্প কনতে চান তাঁরা কির্লোস্কার পাম্প যদি কিনতে চান তবে ব্যাঙ্কে বা সরকারে দাবী জানান কর্লোস্কার পাম্প চাই। তাঁরা তা অনুমোদন করতে বাধ্য। লোকব্রতীতে এই পাম্প পাবেন।

• • • •

বর্ত্তমানে দাম কমলো। এখন দাম ৪৮০০। ব্যাঙ্ক ও সরকার এই দাম অনুমোদন করেছেন।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ২০শ সংখ্যা | সোমবার ৩রা জুলাই, ১৯৭৮ ১৮ই আষাঢ় ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

আসনে বসেই—ভাবে সকলেই
নিজেরা চালাক ভারি।
বোকা তোলাবার—লক্ষ্য সবার
কাজ যেন ঠকাবারই॥

• • •

(তারা) ভাবে জনগণ—ভেড়ার মতন
দিন বুঝে যাবে রাত।
ভাবেনা ভেড়াও—সিংহের মতো
জাগে যে অকস্মাৎ॥

জনতা সরকারে অভাবিত ঘটনা : দু' মন্ত্রীর পদত্যাগ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীরাজনারায়ণের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দ্দেশ

স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীরাজনারায়ণের উপদ্রব

বেশ কিছুদিন থেকে জনতাপার্টির আভ্যন্তরীণ দল ভারতীয় লোকদলের অন্যতম নেতা স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীরাজনারায়ণ, দলের শৃঙ্খলা-ভঙ্গ ক'রে, দলের সভাপতি শ্রীচন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নানা বিরূপ মন্তব্য করার জন্য জনতাপার্টির মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শ্রীরাজনারায়ণের এই সব শৃঙ্খলাভঙ্গের কাজের পিছনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং গোপনে কলকাঠী নাড়ছিলেন। দলের কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রীরাজনারায়ণের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেন। শ্রীচরণ সিং ভারতীয় লোক দলের সর্বময় কর্ত্তা।

ইতিমধ্যে শ্রীচরণ সিং প্রকাশ্যে এক চাঞ্চল্যকারী বিবৃতি দেন। তাতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিলম্ব হওয়ার জন্য, নিজেদের জনতাপার্টির বিরুদ্ধেই, প্রকাশ্যে দারুণ সমালোচনা করেন এবং পার্টির সম্মিলিত সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না রেখেই প্রকাশ্যভাবে নানা কর্ম্মপন্থার উল্লেখ করেন। শ্রীচরণ সিংহের এই বিবৃতি সমগ্র পার্টির মধ্যে এক নিদারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীরাজনারায়ণ আবার শিমলাতে বেপরোয়া দল বিরোধী কাণ্ড সমূহ করায় পার্টির মধ্যে সমভাবে দারুণ হৈ চৈ সৃষ্টি হয়। তার সঙ্গে শ্রীরাজনারায়ণ পার্টির নেতাদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা ক'রে সংবাদ পত্রে নানা চাঞ্চল্যকর বিবৃতি দিতে থাকেন।

শ্রীচরণ সিং ও শ্রীরাজনারায়ণের প্রতি প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্দেশ

দলের মধ্যে এই সব নগ্ন শৃঙ্খলা ভঙ্গের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে, জনতা মন্ত্রীরা (শ্রীচরণ সিং ও শ্রীরাজনারায়ণ ছাড়া) সকলে একবাক্যে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইকে অনুরোধ করেন—ঐ দু মন্ত্রীকে অবিলম্বে পদত্যাগ করার নির্দ্দেশ দিতে। উল্লেখযোগ্য যে, ঐ মন্ত্রীদের মধ্যে ভারতীয় লোকদল তথা শ্রীচরণ সিংয়ের অনুগামী মন্ত্রীরাও সকলে প্রধান মন্ত্রীকে ঐ মর্ম্মে অনুরোধ করেন।

সমগ্র মন্ত্রী মণ্ডলীর অনুরোধে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ২৯শে জুন ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচরণ সিং ও ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীরাজনারায়ণকে নির্দেশ দেন—আপনারা অবিলম্বে মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পদ থেকে পদত্যাগ করুন।

শ্রীচরণ সিং ও শ্রীরাজনারায়ণের পদত্যাগ ও বিক্ষোভ

এই নির্দেশ পেয়ে শ্রীচরণ সিং ও শ্রীরাজনারায়ণ পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন তবে তাঁদের পদত্যাগ পত্রে জনতা পার্টির প্রধান নেতা শ্রীমোরারজী দেশাই তথা পার্টির সমগ্র নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অবাঞ্ছিত চক্রান্তের তীব্র দোষারোপ করেন। শ্রীচরণ সিং ও শ্রীরাজনারায়ণের পক্ষ থেকে পদত্যাগ করায়—এঁদের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত চারজন রাষ্ট্রমন্ত্রী—যাঁরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য অথচ ক্যাবিনেটের নন—তাঁরা পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন।

লোক সভায় দল পরিস্থিতি : দলীয় সদস্য সংখ্যা

এই অবস্থায় জনতা পার্টি টিকবে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, লোকসভায় বর্ত্তমানে সবশুদ্ধ ৫৪৫ জন সদস্য। তার মধ্যে জনতা পার্টির সদস্য ৩০৪। ভেতরের খবর যা জানা গেছে—তাতে দেখা যাচ্ছে—শ্রীচরণ সিংয়ের ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ হয়ে জনতা পার্টি থেকে যদি সরে যেতে চানত—বে তা ৩২ জনের বেশী হবে না। এই অবস্থায় জনতা দলে থাকবেন ২৫২ জন। এঁদের সমর্থন জানাবেন সি, পি, এমের ২২ জন। নির্দলীয় ২০ জনের মধ্যে অনেকে জনতা পার্টিকে সমর্থন করবেন আশা করা যায়। জনতা পার্টির বিরোধী দু কংগ্রেস মিলে সদস্য আছেন ১৫০ জন। আর অন্যান্য সব দল গুলির সদস্য আছেন ৪৯ জন। এই ৪৯ জনের কিছু সংখ্যক সদস্য বিরোধীতা করবেন। সমগ্র পরিস্থিতি থেকে জানা যাচ্ছে যে, বর্ত্তমান ওলটপালট সত্ত্বেও আপাততঃ জনতা দল ভেঙ্গে যাবে ব'লে কোন আশঙ্কা নেই।

পুরুলিয়া জেলা সমবায় সম্মেলন : সমবায় দিগদর্শন

গত ১৭ই ও ১৮ই জুন স্থানীয় মহাত্মা গান্ধী হলে পুরুলিয়া জেলা সমবায় সম্মেলনের দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে লোকব্রতী সোসাইটীর সম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ সভাপতিত্ব করেন এবং সুইসা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক শ্রীশিশির গুপ্ত প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

পুরুলিয়া জেলার চারিটি কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান, বিপনন; শিল্প ও স্বয়ম্ভর প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতির কার্য্যকলাপ সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায় সংগঠন সম্পর্কে এক প্রতিবেদন সম্মেলনের বিবেচনার জন্য আহ্বায়ক শ্রীঅশোক চৌধুরী উপস্থাপন করেন।

[২য় পাতায় দেখুন]

বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশদ আলোচনার পর সম্মেলনে পুরুলিয়া জেলা সমবায় ইউনিয়ন, পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক; কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের পুরুলিয়া শাখা; পুরুলিয়া জেলা পাইকারী ক্রেতা সমবায় সমিতি; জেলার সমবায় বিপনন সমিতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। সমবায় রাইস মিল, সমবায় হিমঘর বা কোল্ড ষ্টোরেজ ইত্যাদি সম্পর্কেও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পুরুলিয়া জেলা সমবায় ইউনিয়ন

[১] জেলা শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনে পুরুলিয়া জেলা সমবায় ইউনিয়নের পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক করার সুপারিশ করা হয়।

সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপে দুর্নীতি বা অনাচারের ক্ষেত্রে দ্রুত তদন্ত কার্যের জন্য সমবায় ইউনিয়নের নিজস্ব তদন্ত "সেল" বা শাখা গঠনেরও সুপারিশ করা হয়।

পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক

[২] পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালনা বোর্ডের অস্বাভাবিক অবস্থা; কার্যতঃ; সরকারী নিয়ন্ত্রণের আধিক্য; ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ আদায়ে অসাফল্য এবং কৃষি ঋণদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের অনিশ্চয়তা প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের দ্রুত ও গণতান্ত্রিক পরিচালনা ব্যবস্থার স্বার্থে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়, যথা :

[ক] ব্যাঙ্কের সরকার মনোনীত সদস্যপদে কর্মব্যস্ত ও গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন জেলাশাসক; মহকুমা শাসক পর্য্যায়ের প্রশাসকদের মনোনয়ন বন্ধ করা।

[খ] ব্যাঙ্কের এক্সিকিউটিভ অফিসার, ডেপুটী ম্যানেজার, ফীল্ড অফিসার প্রমুখ বিভাগীয় অফিসারদের নিয়োগ বন্ধ করে ব্যাঙ্কে উচ্চপদের নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগের অধিকার দেওয়া।

[গ] ব্যাঙ্কের ঋণদান পদ্ধতি আরও বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবভিত্তিক করা—ঋণ গ্রহণকারীদের অনের প্রয়োজন ও ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা বিশেষ ভাবে যাচাই করা এবং মেয়াদী ঋণ প্রদান পুরুলিয়া জেলার কৃষি ঋণের সঙ্গে রাসায়নিক সার গ্রহণের ব্যাপারমূলক নিয়ম পরিবর্তন করে চাষীর স্বৈচ্ছিক বিষয় করা।

কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক

[৩] কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের পুরুলিয়া শাখার গত তিন বছরের কৃতিত্বপূর্ণ কার্যকলাপের পর বর্তমান বছরের অসাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ ও পর্য্যালোচনা করে কয়েকটি বিশেষ সুপারিশ করা হয়।

ক) ঋণ-মহুত ও ঋদানের প্রাক্কালে গ্রাম-সভীকা তাহা চাষীদের প্রয়োজন; ঋণ গ্রহণেচ্ছু চাষীদের তালিকা এবং কোন্ কোন্ কৃষিক্ষেত্রে জন্য ঋণ আবশ্যক—এই সকল বাস্তব ভিত্তিক তথ্য সংকলন।

খ) ঋণের জন্য আবেদনকারী চাষীর প্রয়োজনীয় জমির, গভচা রসীদ প্রভৃতি সংগ্রহে, সার্বেয়েন্সী, সেটেলমেন্ট, জে-এল-আর ও প্রভৃতি অফিসে যাতে অনাবশ্যক বিলম্ব ও হায়রানী ভোগ না করতে হয়—সেই ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

গ) অন্যান্য রাজ্যের মত পাঞ্চায়েত তথা পুরুলিয়ায় গ্রামে গ্রামে বা অঞ্চলে রেকর্ডকীপার স্থাপন, অনুদান সম্পর্কে জে-এল-আর ও সার্টিফিকেট উত্থাপিত করণ, ইত্যাদি ব্যবস্থা।

ঘ) ব্যাঙ্কের পুরুলিয়া শাখায় উপযুক্ত সংখ্যক কর্মীর অভাবে চাষীদের আবেদন পত্র পরীক্ষা অনুসন্ধান ও রিপোর্ট প্রদানে অহেতুক বিলম্বের জন্য চাষীদের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে। কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

ঙ) ব্যাঙ্কের কর্মীদের অধিকতর নিষ্ঠা ও শুদ্ধতা বোধের সঙ্গে কাজ করতে হবে যাতে চাষীদের কোনও হয়রানী ভোগ না করতে হয় এবং উন্নততর সেবার দ্বারা ব্যাঙ্কের সুনাম ও অগ্রগতি বৃদ্ধি পায়।

পুরুলিয়া জেলা পাইকারী ক্রেতা সমবায় সমিতি

৪। পুরুলিয়া জেলা পাইকারী ক্রেতা সমবায় সমিতি বিভিন্ন দিকে উল্লেখ জনক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যথা—নিজস্ব ভবন নির্মাণ, সমবায়িকার উদ্যোগন, ব্যবসায়ে লাভের অঙ্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রভৃতি। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা ও আর্থিক সহায়তায় সমিতির শাখা তথা গুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু সমিতির পরিচালনা ব্যবস্থার কোনও গণতান্ত্রিক নীতি অনুসৃত হয় না। গত ছয় সাত বৎসর সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ও পরিচালনা সমিতির নির্বাচন হয় নি। সরকার মনোনীত প্রশাসক মণ্ডলী সমিতির কার্য্য পরিচালনা করে আসছেন। সুতরাং মত শুত্বর সম্বর বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠান করে গণতান্ত্রিক পরিচালনা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হোক।

সমিতির গুচরা ও পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্রের তাবিগ্রাপ্ত কর্মীদের ক্রেতাদের সঙ্গে ব্যবহার প্রায়ই অশৌজন্য মূলক ও অসন্তোষজনক হয়ে থাকে এবং অব্যবস্থাও দুষ্প্রাপ্য ভোগ্য পণ্যাদির বন্টনে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ শোনা যায়। বিশেষতঃ খাদ্যজাতীয় ভোগ্য পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা অনেকক্ষেত্রে একান্ত অসন্তোষ জনক ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে থাকে। এই সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের তরফ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজন।

এই সম্মেলনে সমবায় বিপনন, সমবায় রাইস মিল, সমবায় কোল্ড ষ্টোরেজ প্রভৃতি সম্পর্কেও প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়।

স্থানীয় সংবাদ

সিরকাবাদ এস-কে-ইউ এস এর টাকা আত্মসাৎ সম্পর্কে পুলিশের নিকট এফ আই আর

সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিয়ামক শ্রীএ, আর, খান ২৩।১৮ তারিখে পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট (কি, ই, বি) এর নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে আড়ুয়াথানার সিরকাবাদ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাজি সমিতির ১৯,৩৮৩-৪৪ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এই ঘটনা সম্পর্কে সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায় তদন্ত করে যে রিপোর্ট দিয়েছেন সেই রিপোর্টও পাঠানো হোল। উক্ত সিরকাবাদ সমিতি তদন্ত করার সময় সমিতির ১৯,৩ তহবিলে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ ঘাটতি দেখা যায় এবং সমিতির সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাজির চেকিংহিং চাওয়া হয় ও পাতিতি গুণে করতে অর্থাৎ পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে জমা দিতে বলা হয়। কিন্তু শ্রীমাজি তা করতে অক্ষম হন।

সুতরাং শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাজি সমিতির টাকা আত্মসাৎ করে গুরুতর অপরাধ করেছেন এবং তাঁকে ভারতীয় দণ্ড-বিধির ৪০৩,৪০৬ ও ৪০৯ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত করে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

এই সম্পর্কে পুলিশী অনুসন্ধান চলছে বলে জানা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাজি সিরকাবাদ লেবার কনট্রাক্ট সমিতিও সেক্রেটারী। উক্ত সমিতি পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ১০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে—সেই ঋণ এখন বকেয়া ও খেলাপী পর্য্যায়ভুক্ত। জেবার সমিতির নিকট ব্যাঙ্কের পাওনা হোল ৯০৯৮ টাকা।

আঃও প্রকাশ, সিরকাবাদ এস কে ইউ এসের সম্পাদকগণ শ্রীমাজি পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হন। সমিতি তাঁকে সম্বর্ধনা থেকে অপসারণ করে ব্যাঙ্কের সেই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক এখনও তাহাকে ডিরেক্টর পদ হইতে অপসারিত করেন নাই।

লোকব্রতী সোসাইটি
জীবানুসার

(১) কম খরচে চাষ তুলতে হলে গোবর কিংবা কম্পোষ্ট সারের সঙ্গে জীবানুসার ব্যবহার করুন—খরচ বিঘা প্রতি মাত্র ৮.০০ পয়সা অর্থাৎ বিঘাতে লাগবে জীবানুসার ২ প্যাকেট (৩০০ গ্রাম)।

এন-টু

(2) (N—2) ইউরিয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ইউরিয়ার ছড়ানো রোদ করে নিয়মিত ছিটিয়ে বা স্প্রে করলে পোকা মাকড়ের উপদ্রব কমবে নিম থেকে তৈরী দাম মাত্র ১.০০ টাকা প্যাকেট।

মুক্তি

১৮ই আষাঢ় ১৩৮৩, সোমবার

বামফ্রন্ট শাসনের এক বছর

বিগত ২১শে জুন বামফ্রন্ট শাসনের এক বছর পূর্তি হোল। এই এক বছরে বামফ্রন্ট শাসন জনসাধারণের শাসন জীবনে কতদূর কী করেছেন—তার হিসাব নেওয়ার প্রয়োজন। বিভিন্ন সংবাদ পত্র পত্রিকায় দেখছি—তাঁরা এক বছরের বামফ্রন্ট শাসনের সাফল্য ও অসাফল্যের পর্য্যালোচনার চেষ্টা করেছেন। আমরাও এখানে পর্য্যালোচনার চেষ্টা করছি।

শাসন-জীবনের বিষয় পর্য্যালোচনা যেভাবে করা যেতে পারে—তা এই :—

[১] এই নতুন দল, শাসন-জীবনের ভার নেবার সময়, শাসনযন্ত্রের যে কাঠামো পেয়েছিলেন,—সে কাঠামোর ভেতরে, গতানুগতিকভাবে কাজ চালিয়ে, বছরটা কাটালেন কিনা।

[২] অথবা শাসনের ঐ পুরোণো কাঠামো এবং গতানুগতিক কাঠামোর বাইরে কোনো কিছুই ভাবনা দিকে পরিবর্তন করতে পারেননি; বরং তারই মধ্যে শাসন সুযোগে বহু অনাচার, অত্যাচার, স্বার্থান্ধতা করেছেন। এই রকম অবস্থা কিনা।

[৩] অথবা পুরোণো কাঠামোর ভেতরেই কাজ করেছেন—ঐ কাঠামোকে উন্নত করতে পারেননি; কিন্তু ঐ পুরোণো কাঠামো আশ্রয় করেও কিছু কিছু প্রশাসনীয় কাজ, সুশাসনের ব্যবস্থা এবং নিরপেক্ষ বিচার আচার ও অনুশাসন করেছেন। যার বেশী কিছু উন্নতির ব্যবস্থা করতে না পারলেও, জেনে বুঝে খারাপ কিছু করেননি বা বরনাম কেনার মত কিছু করেন নি। এই রকম অবস্থা কিনা।

[৪] অথবা শাসনযন্ত্রের পুরোণো কাঠামো বিশেষ কিছু বদলাতে না পারলেও খানিকটা বদলাবার চেষ্টা চলেছে—এবং দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধে দেবার জন্য কিছু কিছু চেষ্টা ও কর্মব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে দেশের বর্তমান সাংবিধানিক পরিস্থিতি ও দেশের বর্তমান দ্বিধাবিভক্তিতে, বিবিধ বোধের বাধা ও দুর্নীতির স্রোতধারাকে রুদ্ধ ও উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা এবং গতানুগতিক অধিকার ভাঙের যে সব পথ এখনই দৃঢ়তার সঙ্গে করা সম্ভব ছিল—তা করার দিকে পা-দানিতা দেখানো হয়নি। এবং এ সব বিষয়ে দেশের চিন্তাশীল তথা সমাজ জীবন বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষদের কাছে থেকে সাহায্য নেবার জন্যও কোনো আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়নি। কিছু কিছু ভাল কাজ, সুবিচারের কাজ করলেও, দলীয় স্বার্থসাধন ও দলীয় প্রভাব প্রসারের লক্ষ্যে অশোভন ব্যগ্রতার সঙ্গে বিভিন্নভাবে অবিচারের কাজ, ক্ষতিকর কাজ, অগণতান্ত্রিক কাজ—এমন কি দুর্নীতির কাজও করা হয়েছে। —এই অবস্থা কিনা।

[৫] অথবা শাসনযন্ত্র হাতে নিয়ে, বলিষ্ঠ শক্তিতে ও প্রশংসনীয় বুদ্ধিতে কাঠামোর দ্রুত পরিবর্তন সাধন করেছেন—মানুষের শাসন-সম্পর্ক ও জনঅধিকার অর্জনে, বাস্তিত সুযোগ সুবিধে লাভের দ্রুত পথ করে দিচ্ছেন—দৃঢ় হস্তে অন্যায় ও দুর্নীতির দমন করা হচ্ছে—সুবিচারের দৃষ্টি আগ্রত রয়েছে—জনবাদী সমূহের প্রতি সতর্ক দৃষ্টিদান ও প্রতিকার বিধানের তৎপরতা রয়েছে—দেশের উৎপাদিত আনদৃত বৃদ্ধি, প্রতিভা, কর্মশক্তি সমূহকে দ্রুত কাজে লাগাবার জন্য ব্যগ্রতার পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠেছে—এবং একবছরের মধ্যে বহু কিছু করতে না পারলেও, যে সব পথ গ্রহণ করেছেন তাতে ভাঁরা পরিষ্কার ও যুক্তিপূর্ণভাবে নানা চিন্তার প্রকাশদান করেছেন—দেশের চিন্তাশীল মানুষদের বুদ্ধি পরামর্শ নেবার বিষয়ে আগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ সুরু করেছেন। এই সমস্ত বিষয় থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি হচ্ছে যে, সুদূর প্রসারী বাস্তিত কর্মধারা বিষয়ে এই সরকারের জ্ঞান, আগ্রহ, দৃঢ়তা ও যোগ্যতা রয়েছে। এই অবস্থা কিনা।

এখন দেখা যাক্—আলোচনার ঐ পাঁচটি আপকাঠির মধ্যে মূলতঃ কোনটি আর বামফ্রন্টের বিগত এক বছরের শাসন জীবনের প্রতিচ্ছবি হতে পারে। এখানে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে—উপরোক্ত আলোচনার শেষ বিষয়টি বামফ্রন্ট শাসনের জন্য প্রযুক্ত হচ্ছে না—যা হওয়া উচিত ছিল। এবং বামফ্রন্ট শাসনের বিষয়ে আমাদের ব্যাপ্ত অন্তরের অন্যান্য আশা আকাঙ্ক্ষার বিষয় এইটিই ছিল।

বামফ্রন্ট শাসনের বিগত এক বছরের কর্ম জীবনকে বিচারের জন্য প্রাথমিক তিনটি মাপকাঠির প্রয়োজন মনে করছি না। আলোচনার চতুর্থ বিষয়টি বামফ্রন্টের বিগত এক বছরের শাসন জীবনের মাপকাঠিরূপে গ্রহণ ক'রে আমাদের বক্তব্যের অনুকূলে তথ্য ও যুক্তি রাখার চেষ্টা করব। কেউ যদি এই আলোচনা তথ্যের দিক থেকে, যুক্তির দিক থেকে যথার্থ হয়নি বলে মনে করেন—তিনি তা আমাদের জানালে, এ বিষয়ে সত্য নির্ণয়ে একটা বস্তুপূর্ণ বিশদ আলোচনা হতে পারবে।

এখন চতুর্থ বিষয়টি আলোচনা করা যাক। দেশের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা আজ অর্থনৈতিক সমস্যা। উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর দূরত্বের সমান দেশের অর্ধেক জীবনে বৈষম্য—ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভিত্তিতে আজও অন্যায় এবং অত্যাচারিত অর্থনৈতিক শোষণ চলেছে। এই বৈষম্য ও শোষণের অবসানের লক্ষ্যে গত এক বছরের মধ্যে কোনো কিছু ব্যবস্থা করা হোল না। নতুন বিধিবিধান সমূহের মাধ্যমে, সমবায় আইনের বৈপ্লবিক রূপান্তরের মাধ্যমে, অথবা কালোবাজার ও কায়েমী স্বার্থের অবাধ ব্যবসের ক্ষেত্রকে দৃঢ় হস্তে সঙ্কুচিত করার ব্যবস্থা, বাধার মাধ্যমে, যে দ্রুত এবং দৃঢ় পরিবর্তন আনার উপায় ছিল—তা কিছুই করা হল না।

দেশের শতকরা ৭০ ভাগ যেখানে চাষী—দেশের সেই চাষীদের অস্থিতিশীল এবং বাস্তিক অর্থনীতির ব্যবস্থা ক'রে, যেখানে অর্থ নৈতিক জীবনের বিশাল পরিবর্তন ঘটানোর উপায় রয়েছে—সেখানে সেই চাষীদের সমগ্র-অর্থনৈতিক জীবনের বিষয়ে বিস্তৃতর চিন্তা, পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা করা হল না। সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য না দিয়ে জনকতক ব্যক্তিগতকে সামান্য জমি পাইয়ে দেওয়ার মধ্যে এই রকম অর্থনৈতিক সমস্যার সুরাহা বিশেষ কিছুই নেই। দেশের অধিকাংশ মানুষ যে পরিস্থিতির মধ্যে ছিল—আজও তাদের বা আগামী দুদিনে সেই পরিস্থিতির মধ্যেই তারা রয়েছে। এদিক দিয়ে বামফ্রন্টের একবছরের শাসন কিছু করতে পারেননি।

দেশজীবনের সমস্ত স্তর আজ অভাবিত কুশাসনের ও অবিচারের অভাবে বিষম্বকর ভাবে নিষ্পেষিত। শাসন-জীবনের সমগ্র বিকেন্দ্রীকরণের যে ব্যবস্থার মধ্যে—ঐ নিরাকৃত শাসন-অনাচারের যথার্থ সমাধান হতে পারে—বামফ্রন্ট সরকার সেদিকে বিন্দু কোনো পদ দেখাতে পারলেন না। তাঁরা সম্প্রতি যে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা করেছেন—তার দ্বারা সত্যকার বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তি, দৃঢ়ী বা আদর্শ নেই—তাই হয়েছে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার বিকৃতিকরণ রূপ। এবং পঞ্চিয়েতের বর্তমান পঞ্চায়েতী শাসনের দ্বারা দেশের প্রবহমান শাসন-অনাচারের দিকগুলিকে আরো ঘোঁট পাকিয়ে তুলবে মাত্র। এ বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা চাইলে, সেই আলোচনা ক'রে আমাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো আশা করি।

একটা দেশ গড়ে উঠতে পারে না—দেশের একটা বলের গুটিকতক নেতা এবং একদল সাধারণ স্তরের কর্মীবাহিনী নিয়ে। যাদের জন্যে দেশ—যাদের জন্য শাসন—সেই বিরাট জনশক্তির সক্রিয়তে বিশাল বাহবল, সমর্থন ও সহযোগিতার আবার সর্বদিবে চেষ্টা না করলে গণতন্ত্র সফলেই পারে না। আর তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে দেশপ্রীতির উদ্বুদ্ধ ভাবে—যার অভাবে অগণিত মানুষের সহযোগিতা যাদের নানা অভিজ্ঞতা আছে—প্রতিভা আছে—কর্মের অবদান আছে আর সর্জনাশক্তি আছে অনাস্থিতা। তবেই একটা গণতন্ত্র পক্ষে তোলার যা উপাদান তা পাওয়া যাবে।

বিগত একবছরের বামফ্রন্ট শাসনে আমরা দুঃখের সঙ্গে উপলব্ধি করলাম যে, বামফ্রন্ট সরকার এই সব মতি প্রয়োজনীয় জন-সংযোগিতার কথা আদৌ ভাবেননি বা এর দিকে একটি পদক্ষেপও গ্রহণ করেননি।

তাঁদের গত একবছরের কাজকর্ম দেখে মনে হয়েছে — তাঁরা যেন ভেবেছেন — শাসন যখন তাঁদের হাতে এসেছে তখন সেই শাসন-শক্তির সহায়তায় তাঁদের একমাত্র কাজ দলের সংগঠন, দলের সেবা, দলের উন্নয়ন। শাসন-যন্ত্রের যা কিছু সুযোগ, সুবিধে, অধিকার, ব্যবস্থা, সব কিছুই যেন বামফ্রন্টের অনুগামীদের একচেটিয়া ব্যাপার। আর দেশের অপর যারা কিছু সামান্য ভাগ পেতে চাও—তারা দু'হাত তুলে দলের আনুগত্য ঘোষণা করো, নতুবা তারা কিছু পাবে না—এই যেন মনোভাবের পরিবেশ।

"মুক্তি" একটা মস্ত বড়ো কিছু সাময়িক পত্র আমরা দাবী করি না। তবে আমরা বলতে পারি— মুক্তি এক উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য বহন করছে। মুক্তি এই জেলায় খুবই জনপ্রিয় সাময়িক পত্র। এই মুক্তির পাতার মাধ্যমে জনগণের তথা জেলার জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা, প্রস্তাব ও চিন্তা পরিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া, লোকসেবক সংঘ এই জেলার এক প্রভাবশালী এবং অত্যন্ত দায়িত্ব সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান—যার জীবনে বহু ঐতিহাসিক কর্ম ও সংগ্রামের অবদান আছে এবং এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা জনজীবনের সংগঠনে ও উন্নয়নে সুদীর্ঘকাল ধ'রে বহুবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

মুক্তির এই সম্পাদক মণ্ডলী এবং লোকসেবক সংঘের ঐ দায়িত্বশীল কর্মীরা এই মুক্তির পাতায় গত একবছর ধ'রে বামফ্রন্ট সরকারের কাছে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, বহু প্রস্তাব, বহু জিজ্ঞাসা, বহু পরিকল্পনা, বহু সমালোচনা, বহু জনদাবী, বহু অভিযোগ রেখেছেন—তাঁরা বামফ্রন্ট সরকার ও বামফ্রন্টের পার্টিগুলিকে বহুবার অনুরোধ করেছেন যে, এসব বিষয়ে আলাপ আলোচনার জন্য তাঁদের সঙ্গে সরকারের এবং পার্টির দায়িত্বশীল কর্মীদের সম্মিলিত ব্যবস্থায় দেখাশুনো, বৈঠক প্রভৃতি করা হোক—তার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের বা পার্টিগুলির পক্ষ থেকে যেখানে যেতে বলবেন—যেখানে দেখা করতে বলবেন—তাঁরা যেতে এবং দেখা করতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বিগত দীর্ঘ একবছরের মধ্যে বামফ্রন্ট শাসন বা বামফ্রন্টের পার্টিগুলির এত বিরাট দলবলের কারও একদিনও সুবিধে হোল না—কথাবার্তার জন্য সময় দিতে—কোনো একটা কথার উত্তর দিতে বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সরকারী মনোভাব কি তা জানাতে বা এতসব ন্যায়সঙ্গত তথা গুরুত্বপূর্ণ দাবী সমূহের মধ্যে কোনো একটা জনদাবীর বিষয়েও সাড়া দিতে।

জনদাবী, জনমতের প্রতি এহেন অবহেলা গণতান্ত্রিক জীবনের দায়িত্বের সঙ্গে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ যে নয়—ত,' বামফ্রন্টকেও স্বীকার করতেই হবে। অধিকন্তু, একথা আজ সর্বজন বিদিত যে পুরুলিয়া জেলা ভারতের সমস্ত জেলার মধ্যে আর্থিক জীবনে সবচেয়ে অনগ্রসর—সবচেয়ে উপেক্ষিত,—সবচেয়ে দরিদ্র। যথার্থ সর্বহারা বলতে এই জেলা। সারা পশ্চিমবাংলার সব জেলার মধ্যে এই জেলার জন্যই সবচেয়ে বেশী ব্যবস্থা করা ও কাজের উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল বামফ্রন্ট সরকারের—যে বামফ্রন্ট সরকার নিজে সর্বহারার সরকার বলে দাবী করেন।

কিন্তু এই জেলার বিষয়ে সামান্য গতানুগতিক কিছু করা ছাড়া, গত একবছরে এই জেলার জন্য এই সরকার তেমন কিছু করেছেন ব'লে আমাদের জানা নেই। প্রতিনিয়ত এই অবস্থা অনুভব ক'রে, এই জেলার পক্ষ থেকে কতো বলা কওয়া, কতো অনুনয় বিনয় করা হল—কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল বামফ্রন্ট সরকার ঐ সমস্ত কিছুর কোনো একটা বিষয়ে একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করলেন না। দুঃখের সঙ্গেই বামফ্রন্ট সরকারের গত এক বছরের এহেন ইতিহাসের রূপ বিশ্লেষণ করতে আমরা বাধ্য হলাম।

গত একবছরে বামফ্রন্ট সরকার উল্লেখযোগ্য যা করেছেন তা হল—বর্গাদারদের স্বার্থরক্ষা, পঞ্চায়েৎ নির্বাচন, বেকার ভাতার ব্যবস্থা, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পেনসন প্রভৃতি। এর কোনো একটাকে সংশ্লিষ্ট সমস্যার পূর্ণাঙ্গ পদক্ষেপ বলা না গেলেও, এই সব ব্যবস্থাগুলি প্রশংসনীয়ই হয়েছে।

বিগত একবছর শাসনের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলির কথা এখন ওঠে। এ বিষয়ে বিশদ কিছু বলছি না। মূল অভিযোগ দু'চারটে রাখছি। ঐ সব অভিযোগ বিষয়ে আমরা নিজেরা তদন্ত করিনি। তবে অভিযোগগুলি ব্যাপক ও গুরুতর। সেজন্য অভিযোগগুলি এখানে রাখছি—বামফ্রন্ট শাসনের পক্ষ থেকে তদন্তের সুবিধের জন্য। অভিযোগগুলি বা ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি এই। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন দিক থেকে অভিযোগ এই যে,

ক) বামফ্রন্ট সরকার নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক কমিটি বাতিল ক'রে দলীয় লোকেদের হাতে সে সব তুলে দিয়েছেন।

খ) টি, আর, জী, আর পরিচালনার দায়িত্বে নিজেদের দলীয় সব লোক নিয়োগ করেছেন এবং এই সবের মধ্যে ব্যাপক তথা প্রকাশ্য দুর্নীতির অভিযোগ দেখা দিয়েছে।

গ) গত পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে শাসক দলের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে বিবিধ কারচুপির আশ্রয় নেওয়া হয়।

ঘ) অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, গণতান্ত্রিক জীবনের যে কয়েকটি নিম্নলিখিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জরুরী দায়িত্ব—সেগুলি বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকার অত্যন্ত উদাসীনতা ও উপেক্ষা দেখিয়েছেন। সেগুলি হল এই :—

ক] জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিষয়ে জনগণের সহযোগিতার জন্য, সরকারের দিক থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে জনগণকে আহ্বান জানানো—যাঁরা তাঁদের বুদ্ধি, পরামর্শ, পরিকল্পনা, অভিজ্ঞতা, সংগৃহীত জ্ঞান দিতে আগ্রহান্বিত। এই সব ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে বাছাই ক'রে জেলায় জেলায় সেমিনার প্রভৃতি করা। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের কোনো চেষ্টার লক্ষণ দেখা গেল না।

খ] ঐভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তাঁরা জনগণকে আহ্বান তো দিলেনই না—ঐ বিষয়ে জনগণের পক্ষ থেকে সরকারের উদ্দেশ্যে বহু প্রস্তাব, বহু পরিকল্পনা, বহু পরামর্শ প্রভৃতি দেওয়া হল। তাও সরকার গ্রাহ্য করলেন না।

গ] জনগণের পক্ষ থেকে বহু বিষয়ে বহু অভিযোগ তোলা হল—তারমধ্যে বহু গুরুতর অভিযোগও ছিল। এই জেলার বিষয়ে, আমাদের জানা ব্যাপার সমূহে মাত্র দু'একটা বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সত্য—কিন্তু বলতে গেলে অভিযোগ সমূহ বিষয়ে সরকার একেবারেই নীরব থাকছেন। বিশেষতঃ বামফ্রন্টের সংশ্লিষ্ট অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি বিষয়ে বামফ্রন্ট সরকার গত একবছর ধ'রে একেবারে নীরব থেকেছেন—যার দ্বারা মনে হচ্ছে এগুলির বিষয়ে তাঁরা কিছুই করতে চান না।

এই সমস্ত ব্যাপারের কারণে, নতুন গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের জীবনে নতুন আশা উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারেনি, জনগণের সবচেয়ে আশাভঙ্গের কারণ হয়েছে এই যে, এই সরকার যেন বামফ্রন্টের নিজের দলবলের জন্যই গঠিত হয়েছে—সরকার তাদের নিয়েই চলতে চান—তাদের জন্যেই কিছু করতে চান। এই ধারণার ফলে গত একটা বছর লোক উপলব্ধি করতে পারেননি যে দেশের গঠন জীবন থেকে ইন্দিরা কাঠামোর অবসান হচ্ছে অথবা আমরা নূতন উদ্দীপনাময়, আশাময় দায়িত্বের অংশপূর্ণ অভিযানের পথে মর্যাদার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছি।

তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এবারে ফ্রন্ট সরকারের শরিক দলেরা শাসনজীবনে বা শরিকী সম্বন্ধের জীবনে যুক্তফ্রন্ট আমলের মত বল্গাহীন বেপরোয়া ব্যাপার ঘটতে দেননি; এবারে ঐ বিষয়ে তাঁরা প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। কিছু কিছু অভিযোগ দেখা দিয়েছে যে, শাসনকারী দলের অনুগামীরা অপর রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ওপর হামলা করেছে—হত্যা করেছে। এরকম কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা উঠেছে। সমস্ত অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে, ঐ সব ব্যাপারগুলি ঘটে থাকলেও, তা' হয়েছে স্থানীয় কলহ ও পারস্পরিক প্রতিহিংসাবোধের থেকে। ক্ষমতা হাতে পেয়ে, শাসনকারী দলের পক্ষ থেকে প্রতিহিংসা নেবার ইচ্ছে থাকলে, অবস্থা অন্যরূপ গ্রহণ করত। কিন্তু তা আদৌ হয়নি। যে কোনো বিচার দৃষ্টি থেকেই হোক—বামফ্রন্ট এ বিষয়ে যে মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সারা রাজ্যে অনুগামীদের এখনো পর্যন্ত যেভাবে সামলে রেখেছেন—তা সবিশেষ কৃতিত্বের কথা।

খোলামনে আত্ম বিচারের দৃষ্টি নিয়ে গত এক বছরের সাফল্য অসাফল্য বিচার করে, ভুলত্রুটি শুধরে নিয়ে—বামফ্রন্ট সরকার যদি সামনের বছরের শাসন যাত্রায় বাঞ্ছিত ভাবে চলার সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হন—তবে তাতে বামফ্রন্টেরই শাসন যোগ্যতার সঙ্গে সুনাম, সংহতি, স্থায়িত্ব এবং সাফল্য উত্তরোত্তরবাড়বে—তা সুনিশ্চিত।

চিঠিপত্র

বিদ্যুৎ পানীয়জল, পথঘাট বিষয়ে সরকারী উদাসীনতা ও অব্যবস্থা

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু :
পুরুলিয়া

মহাশয়,

আমি পুরুলিয়া সহরের একজন অধিবাসী। যদিও সহরের পুরাতন মানবাজার রোড মহল্লায় আমার বাস, তথাপি যে অভিযোগগুলির উল্লেখ করিলাম তাহা সমগ্র পুরুলিয়া সহর সম্বন্ধেই নিশ্চয়ই প্রযোজ্য।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বিদ্যুৎ যোগানের ভার লওয়ার পর হইতেই সহরে বিদ্যুৎ যোগানের ক্রমাবনতিই চলিতেছিল। গত বৎসর সরকার বদল হওয়ার পর অবস্থার আরও অবনতি হয়। বস্তুতঃ তাহা নানারূপ দল ও রাজনৈতিক কারণই বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। অবশ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের স্থানীয় কর্মীদের একান্ত অযোগ্যতা, স্বল্পতম যোগ্যতারও অভাব এবং কর্তব্যে অবহেলাও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছে; এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের কাজে কর্মে বালসুলভ চপলতা ও দায়িত্ববোধ হীনতার পরিচয় ঘটিয়াছে। অবশ্য কেবল এই সহরে না, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষতঃ কলিকাতায়, সকল প্রকার অবস্থার অবনতিই চলিতেছিল। অবশ্য চিরাচরিত প্রথামত কলিকাতার ব্যাপারে সরকার সকল প্রকারেই সম্যকরূপে সচেষ্ট ছিলেন এবং সংবাদ পত্রাদিতেও ঐ সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা হইতেছিল। ফলে কয়েকদিন হইতে কলিকাতায় বিদ্যুতের অভাব সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য অভিযোগও সরকারের চেষ্টায় দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পত্রে প্রকাশ। কলিকাতার বাহিরে অনুরূপ প্রচেষ্টার কোন সংবাদ বিষয়ে আমরা অবগত নই।

এই সহরে বিদ্যুতের যোগানের যে অবস্থা চলিতেছিল গত ৬।৭ জুন হইতেই তাহার বিশেষ ও গুরুতর অবনতি লক্ষিত হয়। সারাদিন বিদ্যুতের যোগান অনিয়মিত হইলেও এবং নিদারুণ গ্রীষ্ম তজ্জন্য বহু লোকের পাখার অভাবে ও কম আলোকে গুরুতর কষ্ট হইলেও দিনের আলোয় লোকে কাজ কর্ম চালাইয়া লয়; কিন্তু অন্ধকার নামিতে নামিতেই বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ হওয়া আরম্ভ হয়। কখনও অতি স্বল্প সময় বাদে বাদে বারে বারেই বন্ধ হয়, কখনও এক একবার বন্ধ হইয়া আধঘণ্টা বা তাহারাও অধিককাল এই বন্ধ স্থায়ী হয়। কখনও এইরূপ ৩।৪ বার বন্ধ হয়—কোন কোন দিন তদধিক বহুবারও বিদ্যুতের যোগান বন্ধ হয়। স্বল্পমাত্রও মেঘ বা বাতাস থাকিলে ত আর কমাই নাই। মোটামুটি প্রায় রাত্রি ১০টা অবধি, কোন কোন দিন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বিদ্যুতের যোগান বন্ধ থাকে। বলিতে গেলে বর্তমানে সন্ধ্যার পর কোনরূপ কাজকর্ম হয় বন্ধ, নচেৎ বিদ্যুৎ ব্যতীত অন্য বিকল্প আলোর ব্যবস্থা রাখিতেই হয়। এ বৎসরের নিদারুণ গ্রীষ্মে পাখার অভাবের কথা ত আছেই। অথচ সরকারের ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন বিদ্যুৎ চার্জ হইল ১১-৫০, মোটামুটি আগেকার দ্বিগুণ ত বটেই। এই হইল যে সরকার গরীবের দোহাই প্রতি কথায় দেন এবং আপনাকে গরীবের সরকার বলিয়া প্রকাশ করেন তাঁহাদের ব্যবস্থা। সকল অবস্থায় একটা কথা মনে হয়। শেষ অবস্থাটা কি সরকারের নির্দ্দেশে এই অঞ্চল হইতে বিদ্যুতের যোগান কমাইয়া বা কাটিয়া লইয়া তাহা কলিকাতার অবস্থার উন্নতির জন্য তথায় স্থানান্তরিত করার জন্য? কথাটা কিছুটা কাকতালীয় বোধ হইতে পারে কিন্তু সাধারণের মনে না হইয়া পারে না।

তারপর এই সহরে পানীয় জলের ব্যবস্থা। গ্রীষ্ম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলে জলের যোগান প্রায় দিনই একবেলা বন্ধ হইতেছিল। ফলে জলের যোগান অতিশয় অনিয়মিত ও স্বল্প হইয়া দাঁড়ায়। তদুপরি গত ১১।৬।৭৮ ও ১২।৬।৭৮ তারিখ জলের যোগান সম্পূর্ণই বন্ধ ছিল। এ সকল সম্বন্ধে কাহারও কোনরূপ শিরঃপীড়া আছে সরকার পক্ষে একথা জনসাধারণকে অবহিত করার কোনরূপ প্রয়োজনবোধ হয় নাই। এই নিদারুণ গ্রীষ্মে এবং সহরের বর্তমান পানীয় জলের সর্বাঙ্গীন অভাবের সময়ে এজন্য জনসাধারণের অবর্ণনীয় কষ্টের উল্লেখ করা আমাদের পক্ষে বাহুল্য হইলেও গণতান্ত্রিক সরকার বা সরকারী কর্মচারীগণ তাহা কতটা অনুভব করিতে পারিতেছেন তাহার কোনরূপ প্রকাশই নাই।

পথ ঘাটের অবস্থা সম্বন্ধে এককথা বলিলেই চলিবে যে এই জিলার পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তির পর হইতেই সহরের কোন রাস্তাতেই উল্লেখযোগ্য কোন কাজই হয় নাই—কেবল নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত রোডের কতকাংশে ছাড়া। ফলে আজ দ্বাবিংশ বৎসরে অবস্থা যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।

নালা নর্দ্দমা পরিষ্কার, জঙ্গল পরিষ্কার বা স্বাস্থ্যবিভাগের কোন কাজই এ জিলায় স্মরণাতীত কাল হইতে হয় না ইহা সকলেই জানেন।

বাজারের কথা উল্লেখ করিতে স্বাভাবিকভাবেই ভীতিবোধ করি। একমাত্র এই কথাই মনে হয় যে একদিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্যবসাদারের হাতে ও অপরদিকে ফড়িয়ার, চালানদারের, কৃষক সম্প্রদায়ের ও জেলিয়ার হাতে বাজার চালাইবার সম্পূর্ণ ভার দ্বিধাহীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে,—সরকার তাহাদের ন্যায্য অন্যায্য মুনাফা অর্জনে কোনরূপেই হস্তক্ষেপ করিবেন না, তাহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত বলিয়াই মনে হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদ্যুৎ যোগান, পথ ঘাট সংস্কারাদি কার্য্য, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বাজার ইত্যাদি লইয়া যথেষ্ট চিন্তাভাবনা ও উল্লেখ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহার ফলাফলের যাহা কিছু প্রকাশ কলিকাতাতেই নিবদ্ধ বলিয়া দেখা যায়। মহানুভব সরকার সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গ কলিকাতাতেই সীমাবদ্ধ জ্ঞান করেন, বা তাহার বাহিরে তাঁহাদের হাত চলিতে পারে না, কেবল জিলাধীশ বা ঐরূপ কর্মচারীগণকে তাগিদ দিয়াই কর্তব্য শেষ করিতেই হয়।

পুরুলিয়ার জনসাধারণ সাধারণতঃই নীরব। মনে হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলিলগুলিরও এ সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই; সরকার যেভাবেই হউক, কতটুকু সংবাদ রাখেন বা সচেষ্ট তাহা জানি না। এই অবস্থায় আপনার সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকার মারফৎ অভিযোগগুলি মোটামুটিভাবে সরকারের ও জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে এই পত্র লিখিলাম। ইহা প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন আশা করি।

পত্র, কতক আমার লিখিবার দোষে, কতক বিষয়ানুসারে অতি দীর্ঘ হইয়া গেল। তজ্জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। ইতি—

নিবেদক—শ্যামাকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য
১৩।৬।৭৮

Wanted

Wanted a B. Sc (Pure) in the deputation vacancy for Ankro Jr. High School. P. O. Ankro, Dist. Purulia

Preference will be given to trained Science graduate. Apply to the Secretary by 8-7-78., and attend for an interview on 9-7-78

30-7-78

H. C. Mahata,
Secretary
Ankro Jr. High School.

Wanted

Applications are invited for the following posts of Asstt. Teachers for Napara High School (H. S) apply to the Secretary on or before the 18th July' 78.

[A] Two posts of Assistant teachers in deputation vacancy, qualification required one B. Sc. (Bio) Preferably trained. Other B. A. or B. Sc. with P. T.

[B] Two pasts of Assistant teachers for Higher Secondary Section. One M. Sc. in Chemistry, One M. Sc. in Phycics. Posts are temporary but likely to be permanent.

Dr. Ambarish Mukhopadhya
Secretary,
Napara High School (H. S)
P. O. Napara, Dt. Purulia.

কৃষি সংবাদ

বর্ষাকালে আমন জমিতে উপযুক্ত জাতের অধিক ফলনশীল ধান রোয়া লাগান সার কম হোক বেশী হোক এই জাতের ধান দেশী জাতের ধানের চেয়ে অনেক বেশী ফলন দেয়। ঠিক ভাবে সময়মত পরিচর্য্যা করলে ফলন আরও বেশী পাবেন। এমন কি উপযুক্ত পরিমাণে সার দিতে না পারলেও অধিক ফলনশীল ধানের ফলন দেশী জাতের চেয়ে বেশী হবে। জমির অবস্থান অনুযায়ী কোথায় কোন ধান লাগাবেন তা ঠিক করে নিন।

উঁচু জমি :—রত্না, পলমন ৫৭৯, পুষা-৩৩-৩০, আই, ই, টি, ৮৪৯, ২২৩৩, ১৪৪৪ আ. ই. আর—৩০, সি, এন, এম—২৫, কাবেরী ইত্যাদি।

মাঝারী জমি :—জয়া, আই, আর—২০, জয়ন্তী, বিজয়া, আই, ই, টি, ১১৩৬, বাণী ও সি, এন, এম-৩১ ইত্যাদি।

নীচু জমি :—পঙ্কজ, মাধুরী, এনসি—১২৮১

কাদানো বীজ তলায় চারা তৈরী।

* একর প্রতি ১৬-২৫ কেজি বীজ প্রয়োজন।
* প্রতি ২ কেজি বীজ তিন লিটার জলে তিন গ্রাম এরিটন-৬, ট্যাফাসন-৬ বা এগ্যালাল-৬ এবং ঐ সঙ্গে এক গ্রাম এগ্রি-মাইসিন ঔষধ মিশিয়ে ৮-১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে রেখে পরে জল থেকে তুলে বীজগুলি ভিজা চট দিয়ে ঢেকে রেখে কল গজিয়ে কাদান বীজ তলায় বুনুন।
* এক একরের জন্য ১০ শতক বীজ তলায় গোবর ৬০০ কেজি, এ্যা সালফেট-৭ কেজি ও সুপার ফসফেট-৯ কেজি এবং মিউরিয়েট অব পটাশ-৩ কেজি ভালভাবে মিশিয়ে কাদানো বীজতলায় কল বের করা বীজ ফেলুন ও ২-৩ ঘণ্টা পরে ডুবিয়ে সেচ দিন ও ২৪ ঘণ্টা জল ধরে রাখুন। পরে নালায় জল রেখে বাড়তি জল বের করে দিন ও চারা বড় হওয়ার সাথে সাথে একটু একটু করে বীজ তলায় জল বাড়ান।
* আষাঢ় মাসের শেষ অবধি কাদানো বীজ তলা তৈরী করা যাবে।

প্রকল্প আধিকারিক (বহুমুখী শস্য), পুরুলিয়া কর্ত্তৃক প্রচারিত।

WANTED

Wanted one B. A. with Sanskrit combination and one B. Sc. with Bio. Sc. for deputation vacancies at Boro High School, Po. Boro Dist. Purulia. Preferenee will be given to trained graduates. Applications along with attested copies of certificates and other testimonials, should reach to the Administrator on or before 10-7-78. Date of Interview on 16-7-78

"Place of Interview—Office of The District Inspector of Schools Purulia. Time—11 A.M.

Wanted

Wanted a Science teacher (B. Sc. Bio) for Balakdih K. B. M. High School, P. O, Balakdih Dist. Purulia against a deputation vacancy. Preference will be given to the trained candidates. Apply within 7 days from the publication of this advertisement.

WANTED

Wanted a Science graduate (Bio) teacher on deputation vacancy (Preferably trained) for Koradih J. D. R. High School P, O. Suklara Dist. Purulia (W. B.)

Apply to the Secretary on or before 10. 7. 78 and attend for an interview on 12-7-78 at 10 A M.

WANTED

Wanted a Science graduate (Bio) teacher for Dhanara Ashram Uchcha Madhaymik Vidyapith in the deputation Vacancy. Apply to the Secretary on or before 10-7-78 with attested copies of mark sheets and certificates.

Secretary,
Dhanara Ashram Uchch
Madhyamik Vidypith
P. O. Pirargoria, Purulia,

WANTED

Wanted an M. A. or Honours with eight years teaching experience, or an M. A. with Honours degree for the posts (Temporary) of Political Science and Philosophy teacher for R. B. B High School (H/S Section) Garhjaipur, Purulia. Pay as per departmental rules. Candidates must appear before the Selection Sub-Committee with the necessary papers on 30th July '78 at 11 A. M. No T. A. is admissible

WANTED

ডেপুটেশন vacancyতে একজন B. Sc. (Bio) (বি, টি, বাঞ্ছনীয়) এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীর স্থায়ী পদে একজন স্থানীয় অষ্টম মানোত্তীর্ণ ও ত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসর বয়ক্রমের প্রার্থী প্রয়োজন। আবেদন পত্র আগামী ২০-৭-৭৮ তারিখ মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌছাইতে হইবে।

সম্পাদক, দান্দুডি এস, এন, উচ্চ বিদ্যালয়
পো: নপাড়া বড়গ্রাম, পুরুলিয়া

WANTED

(১) জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষকের 'ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সিতে' একজন বি, এস, সি (বাইয়ো) প্রয়োজন। বি, টি/ বি-এড্ এর দাবী অগ্রগণ্য। (২) খেলাধূলা শিক্ষকের স্থায়ী পদে একজন 'পোষ্ট গ্রাজুয়েট ফিজিক্যাল ট্রেনিং' প্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

সম্পাদক, নডিহা হাই স্কুল।
পো:—নডিহা, জি:—পুরুলিয়া।

WANTED

Wanted a B. Sc. (Bio) life science teacher preferably trained on deputation vacancy. Apply to the Secretary Khudibandh High School. P. O. Sihali, Dist. Purulia on or before 12. 7. 78.

Ardhendu Sekhar Roy.
for Headmaster
Khudhibandh High School,

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ
২১শ সংখ্যা

সোমবার ১০ই জুলাই, ১৯৭৮
২৫শে আষাঢ় ১৩৮৫

বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০
নগদ ২০ পয়সা

এ সমাজ জেনো মানুষের গড়া—
লক্ষ্য যে মহীয়ান।
লক্ষ্যেরে চাই রূপদান করা—
জীবনের আহ্বান॥

• • •

তারি তরে চাই পন্থা মহান
পুত চরিত্রবল।
ঋষি নিবারণ তারি অবদান
ভাস্বর উজ্জ্বল॥

জনতা পার্টির আত্মকলহ মেটাতে জোর আপোষ চেষ্টা

দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মন্ত্রিত্ব ছেড়েছেন : দল ছাড়েননি

জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচরণ সিং ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীরাজনারায়ণ দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করায় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে তাঁদের পদত্যাগ করতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় তাঁরা পদত্যাগ করেন। কিন্তু পদত্যাগ করার পর ঐ উভয় নেতাই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের বিরুদ্ধে এবং জনতা পার্টির সভাপতি শ্রীচন্দ্রশেখর প্রভৃতির বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকেন। তবে শ্রীচরণ সিং বা শ্রীরাজনারায়ণ জনতা পার্টি ত্যাগ করেন নি।

নিজেদের পার্টির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশের প্রস্তুতি

এঁরা জনতা পার্টি থেকে পদত্যাগ না করলেও, পদত্যাগের ব্যাপারে আক্রোশবশত. শ্রীচরণ সিং ঘোষণা করেন যে আগামী ১৭ই জুলাই তারিখে এক বিরাট কিষাণ সমাবেশ করা হবে—জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য।

হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর দল বিরোধী কার্য্যধারা ও তারজন্য শাস্তি বিধান

ইতিমধ্যে জনতা পার্টির মধ্যে আর একটি দারুণ ঘরোয়া বিবাদ আত্মপ্রকাশ করে। হরিয়ানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেবীলাল শ্রীচরণ সিংয়ের বিশেষ অনুগত ব্যক্তি। খবর পাওয়া যায় যে, জনতা পার্টির পক্ষে ঐ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েও শ্রীদেবীলাল শ্রীচরণ সিং অনুষ্ঠিত ১৭ই তারিখের বিক্ষোভ মিছিলের জন্য লোক সংগ্রহের কাজে জোর তৎপর। এই সংবাদ পেয়ে জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি শ্রীদেবীলালকে এক বৈঠকে ডাকেন। কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁকে বলেন যে, ১৭ই জুলাইয়ের সমাবেশের জন্য কাজ করা তাঁর কখনই উচিত হবে না। তিনি ঐ নির্দ্দেশ শুনতে রাজী হন না। তাঁর এই আচরণের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। তিনি পদত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। তাতে তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা চলে।

জনতা দলের অভ্যন্তরে অশান্তি ও শান্তি প্রচেষ্টা

এদিকে শ্রীচরণ সিং ১৭ই জুলাইয়ের কিষাণ সমাবেশের জোর চেষ্টা চালাতে থাকেন ও পৃথক দল গড়ার কথাও ঘোষণা করতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী মনে করেন যে, শ্রীচরণ সিংয়ের এই সব চেষ্টা সত্ত্বেও দল কিছুতেই ভাঙ্গবে না—কেন্দ্রীয় সরকার অক্ষত অখণ্ডই থাকবে। কিন্তু তা হলেও, এই সব ব্যাপারের জন্য দলের মধ্যে গুরুতর অশান্তি এবং সারা ভারতে জনমনে দারুণ প্রতিক্রিয়া সমূহের উদ্ভব হয়। ফলে জনতা পার্টির ভাবমূর্ত্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। এই অবস্থা দেখে দলের মধ্যে একদল নেতা (যাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁরা) আপোষের জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে থাকেন।

(২য় পাতায় দেখুন)

১লা শ্রাবণ : ঋষি নিবারণ চন্দ্রের তিরোধান দিবস

১লা শ্রাবণ, ১৮ই জুলাই, ঋষির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পুণ্যময় দিবস

৪৩ বৎসর আগে এমনি একটি ১লা শ্রাবণে দেশপ্রেমিক ঋষি নিবারণ চন্দ্র আমাদের ছেড়ে গেছেন। তিনি আমাদের জীবনে অবিস্মরণীয়। আমাদের উন্নততর সমাজ-জীবনের লক্ষ্যে চেষ্টার পথে, প্রেরণার জন্য বরেণ্য মহা-পুরুষদের আদর্শ এবং বাণী আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। ঋষি নিবারণচন্দ্র সেই সার্থক-জীবনদের একজন। আজ ১লা শ্রাবণে তাঁর জীবন-সাধনার ইতিহাস থেকে আমরা যেন অন্তরে গভীর প্রেরণা পেতে পারি; তাঁর অন্তর্দৃষ্টি থেকে লব্ধ বাণীকে যেন আমরা আমাদের জ্ঞানের আলোরূপে গ্রহণ করিতে পারি। ঋষির তিরোধান দিবসের স্মৃতি আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল হোক।

নিবেদিকা—লাবণ্যপ্রভা ঘোষ
পরিচালিকা—লোকসেবক সংঘ

ঋষির স্মৃতি বার্ষিকীর কর্ম্মসূচি—
সকাল ৮টায় তেলকলপাড়া শ্মশানে শ্রদ্ধাঞ্জলি। ১০টায় ঋষি নিবারণ পার্কে মর্ম্মর মূর্ত্তিতে মাল্যদান।

(১ম পাতার পর)

জনতা পার্টির আত্মকলহ মেটাতে জোর আপোষ চেষ্টা

জনতা পার্টির আভ্যন্তরীন পরিস্থিতি উন্নতির দিকে

আপোষ চেষ্টার ফল ফলেছে। শ্রীচরণ সিং ঘোষণা করেছেন—১৭ই জুলাইরে কৃষাণ সমাবেশ বন্ধ রাখা হোল। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেবীলাল দলের নেতাদের বিরুদ্ধে যা বলেছিলেন—তা প্রত্যাহার করে নিলেন। জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় পরিষদও শ্রীদেবীলালের প্রতি পদত্যাগের নির্দ্দেশ বন্ধ রাখলেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় পরিষদ শ্রীচরণ সিং ও শ্রীরাজনারায়ণকে অনুরোধ জানিয়েছেন—তাঁরা কেন্দ্রীয় পরিষদ ও সংসদীয় পরিষদ থেকে যে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছিলেন—তা প্রত্যাহার করে নিতে।

নদফা আপোষ সূচি ও শান্তি কমিটি

জনতা দলের মধ্যে যাঁরা আপোষ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন—তাঁরা আপোষ সূত্র হিসাবে ৯ দফা কার্য্যসূচি প্রণয়ন করেছেন এবং তাঁরা আশা করছেন যে, সেই কর্মধারা সংশ্লিষ্ট সকলের দ্বারা গৃহীত হবে। দেখা যাক কীভাবে আপোষের রূপ গ্রহণ করে।

স্থানীয় সংবাদ

বন কর্ম্মীদের কাশীপুরে গণ-কনভেনশন

গত ২৫শে জুন কাশীপুরে পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ফরেষ্ট সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের পুরুলিয়া শাখার উদ্যোগে এক গণ কনভেনসনের আয়োজন করা হয়। সর্ব্বশ্রী প্রহ্লাদ সাহা, নৃপেন দে জোয়ার্দ্দার ও প্রবীর দাশগুপ্তকে নিয়ে গঠিত সভাপতি-মণ্ডলী সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীবিমল চ্যাটার্জী স্বাগত ভাষণ দেন এবং শ্রীবিশ্বনাথ দাস মূল প্রস্তাব পাঠ করেন। শ্রীবাসুদেব পণ্ডা কনভেনসনের উদ্দেশ্য ও কার্য্যক্রম ব্যাখ্যা করেন।

বিভিন্ন গণসংগঠন, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ও রাজ্য সরকার কর্ম্মচারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বনসৃজন, বনসংরক্ষণ ও বনকর্ম্মীদের সঙ্গে জনসাধারণের উন্নততর সম্পর্ক স্থাপনের বিভিন্ন পন্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। এ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রীরজতকান্তি সেনগুপ্ত সমগ্র আলোচনার সারাংশ ব্যাখ্যা করে বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তিত প্রশাসনিক কাঠামোয় বনবিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা ব্যক্তিদের ভূমিকার উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন যে সমগ্র রাজ্যে "কাজের জন্য খাদ্য" কর্মসূচী রূপায়ণে বনবিভাগের জন্য ১০ লক্ষ টন গম বরাদ্দ করা হলেও পুরুলিয়া জেলায় ৪টি বনবিভাগ থাকা সত্বেও মাত্র ৫০ টন গমের চাহিদা জানানো হয়েছে।

এই কনভেনশনে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষদের মধ্যে পুরুলিয়া ফরেষ্ট ডিভিশনের ডি-এফ-ও শ্রীসুবিমল রায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। শ্রীনকুল চন্দ্র মাহাত এম এল এ এই গণ-কনভেনশনে ভাষণ দেন। তুমুল বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যে গণ-কনভেনশনের কার্য্য সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

ভ্রম সংশোধন

মুক্তির বিগত সংখ্যায় প্রথম পাতায় "জনতা সরকারের অভাবিত ঘটনা" শীর্ষক লেখাটিতে ২য় লাইনে ভুলভাবে লেখা হয়েছে—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীরাজনারায়ণের প্রতি "মুখ্যমন্ত্রীর" নির্দ্দেশ। এটি হবে—প্রধানমন্ত্রীর নির্দ্দেশ। তাড়াহুড়োয় এই মারাত্মক ত্রুটি হওয়ার জন্য বিশেষ দুঃখিত।

—মুক্তি সম্পাদক

চিঠিপত্র

জি, আর, বিষয়ে গুরুতর অভিযোগ

মুক্তি পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়!

আমাদের এই পত্র আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। আমরা বরাবাজার থানার অন্তর্গত লটপদা অঞ্চলাধীন সরবেড়িয়া ও মুকুন্দপুর মৌজার অধিবাসী। আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী স্বাক্ষরকারিনীগণেরা পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন (১৮৭৮) পর্য্যন্ত যথারীতি জি, আর, পাইয়া আসিতেছিলাম; নির্ব্বাচনের পর গত ১৪।৬।৭৮ তারিখে জি, আর, আনিবার জন্য হেরবনা মৌজাতে অঞ্চল সেক্রেটারী ও রিলিফ কমিটির নিকট উপস্থিত হই। কিন্তু তাঁহারা আমাদের জি, আর, দিতে অস্বীকার করেন। কারণ আমাদের অপরাধ আমরা নাকি ওঁদের মনোনীত প্রার্থীদের গত পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে ভোট দিই নাই। তখন আমরা ওখান থেকে চলিয়া আসিতে বাধ্য হই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত জি, আর, কমিটি আমাদের নামে জি, আর, রসিদ কাটিয়া, সেই রসিদ, জি, আর, তালিকাভুক্ত নয় এইরূপ ব্যক্তিদের দেন। কাহার রসিদ কে পাইল তাহার চার্ট নিম্নে দেওয়া হইল।

রহিন সর্দ্দারের পরিবর্তে পঁড়ু সর্দ্দার
মুখী সর্দ্দারের পরিবর্তে খেচু সর্দ্দার
ভাবী সর্দারের পরিবর্তে অন্য ভাবী সর্দার
মঞ্জু দাসের পরিবর্তে প্রমিলা ভুঁঞা
রেবতী মাঝির পরিবর্তে আদিত্য সর্দ্দার
গহন গোপের পরিবর্তে তারা ভুঞা
নিবি কালিন্দীর পরিবর্তে ফুলমনি ভুঞা
শান্ত মাঝির পরিবর্তে লুড়কু সর্দার
শান্ত দাস এর পরিবর্তে সমি সহিস
এ ছাড়া আরও আছে যাহা জানা যায় নাই।

আমাদের উপর এই অবিচারের কাহিনী আমাদের গ্রামের নবনির্বাচিত নির্দলীয় প্রার্থীদের জানাই। তাঁহারা অনেক চেষ্টা করেন যাহাতে আমরা আমাদের প্রাপ্য জি, আর, পাই। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন আমরা অনন্যোপায় হইয়া স্থানীয় বি, ডি, ও; থানার দারোগা বাবু; এস, ডি, ও, এবং জেলাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

রিলিফ কমিটির বিরুদ্ধে স্বৈরতন্ত্র, অত্যাচার, অবিচার ও ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্য সরকারী যন্ত্র ব্যবহারের অভিযোগের প্রকাশ্য তদন্ত দাবী করি।

নিবেদক/নিবেদিকা -

১] কিরণ কর্ম্মকার, ২] মেজাপী কর্ম্মকার, ৩] শাঁকরা সর্দার, ৪] ভাবী সর্দ্দার, ৫] কল্যাণী কর্ম্মকার, ৬] মুখী সর্দ্দার, ৭] মান কর্ম্মকার ৮] রহিন সর্দার, ৯] শান্ত দাস, ১০] রৈবতী মাঝি, ১১] মঞ্জু দাস ১২] অনাদি মাঝি, ১৩] গহন গোপ।

আগামী সংখ্যার জন্য

জেলার নানা জায়গায় ধান চাষে মজুরী বিষয়ে এক বিশেষ ধরণের মারাত্মক উপদ্রবের সংবাদ ও জেলায় ব্যাপক চুরি, ডাকাতি ও ছিনতায়ের দুঃসাহসিক সংবাদ প্রকাশিত হবে।

—মুক্তি সম্পাদক

রক ফসফেট
ফসল বাড়ায়
জমি উর্ব্বর করে

মুক্তি

২৫শে আষাঢ় ১৩৮৫, সোমবার

১লা শ্রাবণের পরম বাণী

(লাবণ্যপ্রভা ঘোষ)

দেশপ্রেমিক ঋষি নিবারণ চন্দ্র আমাদের কাছ থেকে চির-বিদায় নিয়েছিলেন ৪৩ বছর আগে, একটি মেঘাচ্ছন্ন দিনে—১লা শ্রাবণে। শ্রাবণের ধারা নিত্য ঝরছে বিশ্বের জীব সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। শ্রাবণের ধারার মতোই শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে মহান ঋষি তাঁর যে অবদান আমাদের দিয়ে গেলেন—সেই অবদান আমাদের সমাজ-জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অপরিহার্য্য। সারা বিশ্বের ঋষি তুল্য মানুষেরা সমাজে সংসারে নিয়ত আজীবন তপস্যা ক'রে মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত যে দান দিয়ে যান—সেই দানের শক্তিতেই সারা বিশ্বের সমাজ-জীবন গড়ে উঠেছে ও টিকে আছে।

ঋষি তুল্য মানুষদের যে দান নইলে সমাজ টিকে থাকতে পারে না—সে অবদান তাহলে কী?

এটা একটা মস্ত বড়ো প্রশ্ন। এ প্রশ্নটি নিয়ে বিশ্বে যুগ যুগ ধ'রে বহু বিতর্ক, বহু মতান্তর ঘটেছে। আজও তার শেষ হয়নি। এই প্রশ্নটি হচ্ছে—মানব জীবনের 'লক্ষ্য' ও 'উপায়' সম্পর্কে। মানুষের জীবনে গ'ড়ে তোলবার,—অর্জ্জন করবার,—আয়ত্তে আনবার বিবিধ লক্ষ্য আছে। সেই বিবিধ 'লক্ষ্যে' পৌঁছুতে গেলে, বিবিধ 'উপায়' অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এখন এই লক্ষ্য ও উপায় সম্পর্কে সংসারে দুরকম মূল মতবাদ আছে।

একদল বলেন—লক্ষ্য যদি ভাল হয় উন্নত হয়—মহান হয়—তবে 'উপায়' যে রকমই হোক না কেন—আপাত দৃষ্টিতে তা' অবাঞ্ছিত মনে হয় হোক, এমনকি, তা' দোষাবহ, অসৎ, নিষ্ঠুর, প্রতারণামূলক, হিংসামূলক হয় হোক—ক্ষতি নেই। ক্ষতি নেই এই কারণে যে, ঐসব পথ অবলম্বন করা হচ্ছে—একটা কল্যাণের উদ্দেশ্যে একটা বৃহত্তর মানব স্বার্থে—একটা মহৎ প্রেরণায়। তাঁরা বলেন - Ends justify the means অর্থাৎ লক্ষ্যের মহানতাই যে কোনো উপায়ের ছাড়পত্র।

আরেক দল বলেন—না, 'লক্ষ্য' সমূহ যদি মহৎও হয়—তবু 'উপায়' সমূহ অবাঞ্ছিত হলে চলবে না। 'উপায়' সমূহকেও, পবিত্র, উন্নত, বাঞ্ছিত লক্ষ্যের মত উন্নত, বাঞ্ছিত, পবিত্র রাখতে হবে। তাঁরা বলেন—এই বক্তব্যের পিছনে তাঁদের অনস্বীকার্য্য, অকাট্য যুক্তি ও সত্য সমূহ রয়েছে। একথা যাঁরা বলেন—তাঁরা ঋষিতুল্য ব্যক্তি মহান চরিত্রের মানুষ বলে খ্যাত। লক্ষ্যের সঙ্গে উপায় সমূহকেও পবিত্র, বাঞ্ছিত, উন্নত রাখবার প্রয়োজনেই—তাঁরা নিজেদের জীবনকেও উন্নত, পবিত্র, বাঞ্ছিতরূপে গ'ড়ে তুলেছেন। তাই তাঁদের চরিত্র মহান—তাই তাঁরা ঋষিতুল্য ব্যক্তি। ঐ পথের পথিক—ঐ সাধনার সাধকদের মধ্যেই একজন ছিলেন—ঋষি নিবারণচন্দ্র। তিনি ঐ মতবাদে গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন ব'লেই নিজের জীবনকে উন্নত, পবিত্র, আদর্শবাদীরূপে গড়ে ছিলেন—তাই তিনি নিজেকে ঋষিত্বে উন্নীত করেছিলেন। উন্নত, বাঞ্ছিত, মহান লক্ষ্যে পৌঁছুবার প্রয়োজনে উপায় সমূহকেও উন্নত বাঞ্ছিত, পবিত্র কেন রাখতে হবে—এ বিষয়ে অকাট্য, অনস্বীকার্য্য যুক্তি ও সত্য কি এ সম্পর্কে তাঁরা যা বলছেন তা এই।

তাঁরা বলছেন—লক্ষ্য যতই মহান হোক—সেই লক্ষ্যের পথে যাবার জন্যে নানা অসৎ, অবাঞ্ছিত, নিষ্ঠুর উপায় সমূহ গ্রহণ করতে থাকলে,—এবং সেই পথ সবাই অনুসরণ করতে থাকলে, চারিদিকে কদর্য্য কাজের প্রবাহই বইতে থাকবে। তাতে অসৎ, অন্যায় কাজের প্রতিযোগিতা চলতে থাকবে। তার দ্বারা বাঞ্ছিত মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছুবার কাজ অবশ্যই পিছিয়ে যাবে। ঋষি নিবারণচন্দ্রও সমগ্র কর্ম্মজীবন-ব্যাপী একথা নিষ্ঠার সঙ্গে, গভীর বিশ্বাসের সঙ্গেই বলে গেছেন।

উন্নত চরিত্রের ঐ মানুষেরা আরো বলছেন যে, সৎ, আদর্শবাদী মানুষেরা তাঁদের মহান লক্ষ্য অর্জ্জনের জন্য অবাঞ্ছিত উপায় সমূহ অবলম্বন করলে, দেশের সুযোগ সন্ধানীরা—যারা সংখ্যায় অনেক—তারা নিজেদের অন্যায় অসৎ কাজের সমর্থনে—নিজেদের মতলব হাসিল করার উদ্দেশ্যে,—বড় বড় উন্নত, বাঞ্ছিত, মহান লক্ষ্যের দোহাই দেয়। তা তারা করে—লোকচক্ষে ধুলো দেবার জন্য। এর ফলে, উন্নত লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠা-সম্পন্ন আদর্শবাদীরাও দেশের কাছে অপরাধী হয়ে পড়েন। তাঁরা নিজেরা অবাঞ্ছিত অসৎ উপায় সমূহ অবলম্বন করতে গিয়ে, দেশজীবনে এইভাবে ব্যাপক দুর্নীতির ক্ষেত্রকে প্রেরণাদান ক'রে,—তাঁরা সমাজ-জীবনের ও নিজেদের জীবনের বহু ক্ষতিই করে যান—এবং তা করেও গেছেন যুগে যুগে।

ঋষিকল্প আদর্শ-চরিত্রের ঐ মানুষেরা নিজেদের যুক্তি ও সত্য দর্শনের সমর্থনে আরো বলেছেন যে, সৎ মানুষেরা উন্নত, মহৎ লক্ষ্যের নামে,—সেই পথে যাবার উপায় রূপে, নানা রকম দুর্নীতি, চক্রান্ত, প্রবঞ্চনা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি অবলম্বন করার মধ্য দিয়ে—নিজেদের জীবনকে ও চরিত্রকে ধীরে ধীরে ক্রমান্বিতভাবে দূষিত ও অবনতই করতে থাকেন—সেই গর্হিত, অবাঞ্ছিত কাজের মধ্যে জড়িত থাকার কারণে তাঁদের নিজেদের চরিত্রে নানা দুর্ব্বলতার পরিস্থিতি দেখা দিতে থাকে। তখন তাঁরা নিজেদের দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেন এই ব'লে যে, তাঁদের লক্ষ্য মহান, সুতরাং তাঁদের দুর্ব্বলতাগুলোর বিরুদ্ধে কারো কিছু বলার থাকতে পারে না। এইভাবে তাঁরা মহান লক্ষ্যের দোহাই দিয়ে, নিজেদের দুর্ব্বলতাগুলোকে ছাড়পত্র দিয়ে থাকেন।

মহান লক্ষ্যের নামে, ঐভাবে অবাঞ্ছিত উপায় সমূহ অনুসরণ করার যে ভয়াবহ ফল—তা বারম্বার স্মরণ করিয়ে দিয়ে, ঋষিকল্প আদর্শ চরিত্রের মানুষেরা এই আহ্বান বাণী উচ্চারণ ক'রে গেছেন যে, আদর্শময় লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হবার সবচেয়ে বড় উপায় হোল—মানুষের জীবন ও চরিত্র।

তাঁরা এই সঙ্গে এই সাবধান বাণীও উচ্চারণ করে গেছেন যে, মহান লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে উপায় সমূহ অবাঞ্ছিত হ'লেও দোষের কিছু নেই—এই ভ্রান্ত মতবাদ আশ্রয় করে মানুষ যদি তার লক্ষ্যে পৌঁছোবার অন্যতম উপায়—জীবন ও চরিত্রকে, অবাঞ্ছিত কাজ সমূহে লিপ্ত করতে কুণ্ঠিত না হয়—তবে তার মারাত্মক ফল ঘটবে। আদর্শবান, কল্যাণকামী মানুষেরাও আদর্শভ্রষ্ট, দূষিত-চরিত্রের মানুষে পরিণত হবেন। এ হচ্ছে—মানুষের স্বভাব ধর্ম্মের কথা—মনস্তত্ত্বের কথা—সমাজ মানসের কথা। ঐসব মানুষেরা বড় বড় আদর্শের কথা—মহান লক্ষ্যের কথা বললেও, নিজেরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে কখনো পারবেন না।

এহেন ভয়াবহ তথা দুঃখজনক জীবন ধারার দৃষ্টান্ত সারা বিশ্বের ইতিহাসে ছড়িয়ে রয়েছে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে,—গণতন্ত্রকে স্থিতিশীল করার দায়িত্ব নিয়ে, নেপোলিয়ান নিজের হাতে ক্ষমতা অধিকার করতে চাইলেন—সম্মিলিত শাসন গোষ্ঠীকে বঞ্চিত ক'রে, নানা কৌশল ও অবাঞ্ছিত পথ আশ্রয় ক'রে, ক্ষমতা তিনি পেলেন। অবাঞ্ছিত উপায়ে লব্ধ ক্ষমতার আস্বাদ তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলল। তারপর তিনি যা করলেন—তাতে বিরাট ইতিহাস জুড়ে বিধ্বংসীপর্ব্ব ও আত্মবিনাশ পর্ব্ব ঘটল। এই ইতিহাস আজ কে না জানেন?

বিংশ শতাব্দীর এক বিশেষ ঐতিহাসিক ক্ষণে হিটলার এবং মুসোলিনী রাজনৈতিক ভূমিকাপটে দেখা দিলেন। নিজেদের ক্ষমতা-মত্ততাকে মহান লক্ষ্যের আবরণ দিলেন—সেই সব মহান লক্ষ্যের নামে কোনো অবাঞ্ছিত কর্ম্মই বাদ রইল না। সারা বিশ্বে প্রচণ্ড বিধ্বংসী তাণ্ডবের পর তাঁদের নিজেদেরও শোচনীয় বিনাশ ঘটল।

সর্ব্বহারাদের মুক্তির নামে—বিশ্বে নূতন সমাজ গড়বার লক্ষ্য নিয়ে, রাশিয়ায় ও চীনে একের পর এক সর্বময় কর্তার আবির্ভাব হোল—তাঁরা প্রত্যেকেই নিঃস্ব মানব গোষ্ঠীকে ত্রাণ করার নামে—এবং নিজেকে তার একমাত্র যোগ্য ত্রাণকর্ত্তা মনে ক'রে—নিজের নিজের হাতে ক্ষমতা রাখবার জন্য যে সব ভয়াবহ কাণ্ড করে গেলেন—তা ইতিহাস বিদিত। এই সব স্বয়ংত্রাতাদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের যে সব লড়াই হল—তার রক্তাক্ত ইতিহাসও বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে। তারফলে সেই সব দেশের মহান নেতাদের

পরিকল্পিত জাতির মহান লক্ষ্যে ঠিকমতো পৌঁছুতে অনেক বিলম্ব হয়ে গেল—এ সত্য আজ অবিসম্বাদিত। ইতিহাসের পাতা থেকে এরকম আরো অজস্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। কিন্তু এখানে তা' বলার স্থান আজ নেই।

এ সব দৃষ্টান্ত আমরা অহরহ আমাদের নিকটতম জীবন পরিবেশেও দেখতে পাচ্ছি। এক একটা দল নির্বাচনে জয়লাভের জন্য নানা অবাঞ্ছিত পন্থা অনুসরণ করেন। এবং তা তাঁরা প্রত্যেকেই করেন এই মনোভাব নিয়ে যে, আমরা যে-কোনো ভাবে শাসনে বসতে পারলেই, দেশ ও জাতির পরম কল্যাণ অনিবার্য্য। এই মনোভাবের প্রেরণতেই তাঁরা লব্ধ ক্ষমতাকেও টিকিয়ে রাখতে সব রকম অপকৌশলই অবলম্বন করেন।

দলকে মহান লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্য শাসন ক্ষমতা দখল করে রাখবার উদ্দেশ্যে, অবিরত বহু অন্যায়, অসৎ কাজ করতে হয়—আর তার ফলে স্তূপীকৃত অন্যায় কাজের মধ্যে নিয়ত তাঁদের জড়িত ও বিব্রত হতে হয় এবং তাতে আসল লক্ষ্য সমূহ দূরে সরে যায়।

ঐ সব দল ক্ষমতা দখল করবার ব্যাকুলতায় এবং সত্বর কার্য্যকরী ফল লাভ করবার আশায়, দলে বহু অসাধু অবাঞ্ছিত লোককে সম্মানের সঙ্গে বরণ ক'রে নেন। এ সবের ফল হয় যে, ঐ সব অসৎ অবাঞ্ছিত লোককে ঢুকিয়ে, তাদের দ্বারা কাজ নিতে গিয়ে, তার বিনিময়ে দলকে তাদের যথেচ্ছাচার অবিরত সহ্য করতে হয়। আর ঐ সব লোক নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য দলে ঢোকে ব'লেই, তারা নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে মহান লক্ষ্য সমূহকে বানচাল করার সব রকম চেষ্টা করে। ফলে একটা দলের সামনে মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ থাকলেও অসৎ পন্থা সমূহ গ্রহণের পরিণাম ফল যা হবার তাই হয়। ঐ দলকে নিয়ত গভীরতর এবং প্রবর্দ্ধমান অন্যায় কাজের মধ্যে জড়িত হয়ে ঘুরপাক খেতে হয়—ফলে জনগণ বিরূপ হয়ে যায় এবং অবশেষে তারা ঐ দলকে ক্ষমতার আসন থেকে বিতাড়িত করে। এহেন দুঃখজনক দৃষ্টান্ত আমাদের দেশ এবং সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে প্রচুর ছড়িয়ে রয়েছে।

সেজন্য আদর্শবাদী দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষেরা—ঋষি নিবারণচন্দ্রের মত ঋষিকল্প মানুষেরা—নিজেদের সামনে মহান লক্ষ্য সমূহ স্থাপন ক'রে,—সেই লক্ষ্য সমূহে পৌঁছুবার জন্য জীবনে যেমন বাঞ্ছিত, সৎ, পবিত্র উপায় সমূহ অবলম্বন করেন—তেমনি তারই সঙ্গে সেই লক্ষ্য এবং উপায় সমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের জীবন ও চরিত্র গড়বার জন্য তাঁরা সারা জীবন নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম ক'রে যান। তাঁরা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, নিজের জীবন ও চরিত্র বড়ো না হ'লে—তা সৎ, পবিত্র ও আদর্শপূত না হ'লে—মহান উপায় সমূহ অনুসরণ করা যায় না। আর মহান উপায় সমূহ অনুসরণ করা না হ'লে—মহান লক্ষ্যে পৌঁছোনো যায় না।

এই সব সৎ মানুষেরা—আদর্শবাদী মানুষেরা যদি শাসন ক্ষমতা অর্জ্জনের পথেও অগ্রসর হন—তবে তাঁরা সৎ উপায় সমূহ আশ্রয় ক'রেই অগ্রসর হন—তাঁদের কাজের সহায়তার জন্য তাঁরা সৎ মানুষদের সংগ্রহ করার প্রতি লক্ষ্য রেখেই কাজে অগ্রসর হতে থাকেন। তাতে লক্ষ্যে পৌঁছুতে দেরী হ'লেও ক্ষতি নেই। কারণ তাঁরা জানেন—বিলম্ব হলেও, একমাত্র ঐ পথেই দেশ ও জাতি গড়ে উঠতে পারে—একমাত্র ঐ পথেই তাঁরা দেশ ও জাতির সত্যকার তথা স্থায়ী সমর্থন পেতে পারেন; একমাত্র ঐ পথেই যে ক্ষমতালাভ করা যায়—তাতে সেইভাবে অর্জ্জিত ক্ষমতার শক্তিই, মহান লক্ষ্য অর্জ্জনে সফল হতে পারে অন্য কোনো উপায়ে নয়। শাসন জীবনের জন্যও যেমন এই মতবাদ প্রযুক্ত তেমনি জীবনের সমস্ত স্তরের, সমস্ত কাজের জন্যই ঐ মহান মতবাদ সমভাবে প্রযোজ্য। একথা আমাদের মহান ঋষি এবং দেশের অপর ঋষিকল্প মানুষেরা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে গেছেন। সেই পথে তাঁরা আমাদের জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে ডাক দিয়ে গেছেন।

সেজন্য যখনই তাঁরা দেশের জন্য—আদর্শময় সমাজ গড়বার জন্য—নিগৃহীত শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য নিজেদের সামনে মহান লক্ষ্য সমূহ স্থাপনা করেছেন—তখনই তাঁরা সকলের চেয়ে আগে নিজেদের জীবনকে—নিজেদের চরিত্রকে বড়ো করবার কাজকে সবচেয়ে বড়ো ব'লে গ্রহণ করছেন এবং আর সততার সঙ্গে তা জীবনে ফুটিয়ে তোলার জন্য সমগ্র জীবন ধ'রে মহান সাধনা করেছেন।

পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাসে—সমগ্র মনস্তাত্ত্বিক দর্শনে, মানব জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতায়—ব্যক্তিগত মানুষের কর্ম্মের জীবনে, ঐ জীবন-বিধানই অভ্রান্তরূপে,—অনস্বীকার্য্যরূপে, অপরিহার্য্যরূপে ধ্রুব-সত্য হয়ে আছে।

মানব জীবন সম্পর্কে মহান সাধকদের মূল কথা এই যে, যে কোনো দেশের, যে কোনো জাতির, যে কোনো মানবগোষ্ঠীর বাঁচবার জন্য—উন্নততর জীবনের পথে অগ্রসর হবার জন্য—সেই পথে সাফল্য লাভের জন্য—তার উপযোগীরূপে আত্মবিকাশের জন্য মহান লক্ষ্য সমূহ নির্দ্ধারণ করা অপরিহার্য্য। আর সেই মহান লক্ষ্য সমূহে পৌঁছোবার জন্য মানুষের জীবনে মহান উপায় সমূহ, সৎ উপায় সমূহ, পবিত্র উপায় সমূহও অপরিহার্য্য। আর ঐ লক্ষ্য ও উপায় সমূহকে সার্থক ক'রে তোলার জন্য লক্ষ্য ও উপায় সমূহের অনুসরকারীদের আপন জীবন ও আপন চরিত্রকে গ'ড়ে তোলার—সৎ ক'রে তোলার—পবিত্র ক'রে তোলার কাজও মানব জীবনে অপরিহার্য্য।

এ নাহলে পৃথিবী বাঁচতে পারে না। এ নাহলে সমাজ বড়ো হতে পারে না। এ নাহলে মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস—মানুষের প্রতি মানুষের সহযোগিতা—মানুষের বিষয়ে মানুষের ভালবাসা গ'ড়ে উঠতে কখনই পারে না। এ নাহলে কোনো জাতি তার মহান লক্ষ্যে কখনই পৌঁছুতে পারে না।

মানুষের ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ-জীবনে যা অপরিহার্য্যরূপে অনুসরণীয়—তাকে গড়ে তুলতে ঐ সাধকেরা সমস্ত জীবন উৎসর্গ ক'রে যান। আপন বিশ্বাসে অবিচলরূপে তাঁরা আপন লক্ষ্যে অগ্রসর হতে থাকেন। সাময়িক কিছু সুবিধে ও সাফল্যের জন্য কোনো সহজ পন্থার আশ্রয় তাঁরা গ্রহণ করেন না। এবং নিজেদের অবিচল বিশ্বাস নিয়েই, সেই সাধনার পথে অবিচল থেকেই তাঁরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জীবনে বহু সাধনা ক'রেও, কোনো সাধক যদি শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত তা অনুসরণ করতে না পারেন—তাঁর সেই বিচ্যুতি সমাজের সাধারণ মানুষের মনকে ও জীবনকে ঐ আদর্শের বিষয়ে বিভ্রান্ত ও বিচলিত ক'রে তোলে—তারা মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারায়। সেজন্য জীবনের শেষ পর্য্যন্ত আপন বিশ্বাসে অবিচলরূপে এইভাবে আপন সাধনার পথ আশ্রয় ক'রে থাকার শক্তি, মানব জীবনে তথা সমাজ জীবনে এক অপরিহার্য্য সাধনা।

আপন সাধনার পথে, এই মহান সাধকদের জীবনে কোনো অসাফল্য, কোনো আঘাত, কোনো বিপর্য্যয়, কোনো বঞ্চনা তাঁদের অন্তরের বিশ্বাসকে ও সাধনার দৃঢ়তাকে ম্লান করতে পারে না। তাই তাঁদের সাধনা অপরাজেয়; তাই তাঁদের সাধনা পরম শক্তির প্রকাশ। যে বাঞ্ছিত জীবন ধারা ঋষিকল্প মানুষদের জীবনে পরম সাধনারূপে দেখা দেয়—সেই বাঞ্ছিত জীবন ধারা শুধু তাঁদের জন্যই নয়; সেই জীবন ধারা সর্ব্বকালের সকল দেশের সকল মানুষের অনুসরণের জন্য রয়েছে। নতুবা সমাজ অগ্রসর হতে পারে না। তাই সকল মানুষের জীবনে এক মহান প্রেরণাস্বরূপ ঐ মহাশক্তিধরদের দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে আমাদের সামনে।

এহেন অপরাজেয় সাধকগোষ্ঠীর মধ্যে আমরা দেখলাম—ঋষি নিবারণ চন্দ্রকে ১লা শ্রাবণের মহীয়ান দিনে—তাঁর শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে তিনি ব'লে গেলেন—আমি অবিচল নিষ্ঠায় শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত আমার কাজ করে গেল'ম। তাই অবিস্মরণীয় তাঁর অবদান। সেই অবদান—যে কোনো দেশের যে কোনো জাতির—যে কোনো মানব গোষ্ঠীর বাঁচবার জন্য অপরিহার্য্য পাথেয়।

গ্রাহকদের কাছে আবেদন

বহু জনের কাছেই "মুক্তির চাঁদা" বাকি আছে। তাঁরা চাঁদাটা না দেওয়ার জন্য অসুবিধে ভোগ করতে হচ্ছে। মুক্তির যা দাম তাতে কোনো রকমে খরচ ওঠে। বাকি পড়লে কী অবস্থা হয়—অনুভব করতে পারেন। স্থায়ী গ্রাহক যাঁরা মুক্তি নিতে অনচ্ছুক, তাঁরা জানালে সুখী হবো। যাঁদের চাঁদা বাকি আছে—পাঠিয়ে বাধিত করবেন। —মুক্তি সম্পাদক।

কৃষি সংবাদ

আমন ধান চাষের জমি তৈরী :-

(১) উচ্চ ফলনশীল ধান : জমি তৈরীর সময় যতটা সম্ভব গোবর বা জৈব সার দিন। অন্ততপক্ষে একর পিছু ৮ | ১০ গাড়ী গোবর বা জৈব সার দিতে পারলে ভাল হয়। পুরুলিয়া জেলার জমি সাধারণত ঢালু। তাই এই জমিতে নাইট্রোজেন ঘটিত সার একবারে না দিয়ে জমি তৈরীর সময় অর্ধেক নাইট্রোজেন ও ফসফেট ও পটাশ সমূহ প্রয়োগ করুন। বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন পরে চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করুন।

জমির মাটি পরীক্ষার রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করুন। জমির মাটি পরীক্ষা না হয়ে থাকলে নিম্নলিখিত সুপারিশ অনুযায়ী জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করুন। (প্রতি একরে)

	নাঃ	ফস্ঃ	পটাশ।
বাইদ জমির উচ্চ ফলনশীল ধানে :	২০কেজি	১০ কেজি	১০ কেজি
কানালী :	২৪ ,,	১২ ,,	১২ ,,
বহাল :	২৪ ,,	১২ ,,	১২ ,,

২০-২৪ দিনের চারা প্রতি গাছিতে ২-৩টি কাঠি দিয়ে ৮ × ৪ ইঞ্চি সারিতে লাগান।

(২) দেশী জাতের ধান : উচ্চ ফলনশীল ধানের মতই দেশী জাতের আমন ধানের জমি তৈরী করুন। কাদা করার সময় জমিতে নিম্নলিখিত সার প্রয়োগ করুন। [একরে]

বাইদ :	১০ কেজি নাঃ	৮ কেজি ফস্	৮ কেজি পটাশ
কানালী :	১৬ ঐ	১০ ঐ	১০ ঐ
বহাল :	১৬ ঐ	১০ ঐ	১০ ঐ

চারা রোপন : ৬ × ৭ ইঞ্চি দূরত্বে চারা রোপন করুন। প্রতি গাছিতে ২ | ৩টির বেশী চারা দেবেন না। লক্ষ্য রাখবেন যাতে প্রতি বর্গ হাত জমিতে অন্ততপক্ষে ৭০টি চারা রোপন করা হয়। এতে ফলন বেশী পাবেন। পুরুলিয়ার জমিতে নাইট্রোজেন ও ফসফেটের পরিমান খুবই কম। সেজন্য উপরিলিখিত নাইট্রোজেন ও ফসফেট সার যাতে জমিতে প্রয়োগ করা যায় সেদিকে নজর দিন।

প্রকল্প আধিকারিক [বহুমুখী শস্য], পুরুলিয়া কর্তৃক প্রচারিত।

দি ন্যাশনাল বডি বিল্ডার্স

উদ্ধব সিংহ ষ্ট্রীট, নডিহা, পুরুলিয়া।

বাস, ট্রাক, রিক্সা ইত্যাদির বডির জন্য বিখ্যাত গ্রীল, গেট, ইত্যাদির কার্য্য সুলভে হয়, ইহা S. S. I. কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষিত বেকার দ্বারা পরিচালিত সংস্থা।

মুক্তি পড়ুন

অপরকে পড়ান

বিজ্ঞাপন

দিঘী হাইস্কুলের ডেপুটেশন্ ভ্যাকান্সিতে একজন বি. এস-সি (বায়ো) শিক্ষক আবশ্যক। অভিজ্ঞ ও ট্রেণিং প্রাপ্ত প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। ২২-৭-৭৮ তারিখ পর্যন্ত আবেদন পত্র আহ্বান করা হইতেছে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মাহাত
সম্পাদক,
দিঘী হাই স্কুল
পোঃ—দিঘী, জেলা—পুরুলিয়া।

আবশ্যক

সুদূর পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সিনিয়র বেসিক বিভাগের 'লিভ্ ভ্যাকেন্সীতে' সহকারী শিক্ষকের পদে একজন স্নাতকোত্তর (কলা) যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক প্রয়োজন। বি. এড বা পি জি, বি, টি এর দাবী অগ্রগণ্য। বিজ্ঞাপন প্রকাশের একসপ্তাহের ভিতর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত
সম্পাদক
মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পোঃ মাঝিহিড়া, জেলা পুরুলিয়া।

Wanted

Two Assistant teacher one M A with Honours in Economics and another M A with Honours in Bengali for M G College (H S unit), Lalpur P O Chakalta (Purulia) on temporary basis likely to be permanent, Apply to the Secretary on or before 15-7-78 interview on 22-7-78 at 2 p m in the College Office,

ট্রাকটার ভাড়া

লোকব্রতী সোসাইটির ৩৫ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন ট্রাকটার চাষীদের ভাড়ায় দেবার জন্য আছে। জমি চষার কাজ ছাড়াও, কুরলের কাজ এতে হয়। তাতে জমি সমতল করা হয়। ট্রাকটারের প্রয়োজন হ'লে আগে থেকে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগকরুন।

জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত

মুক্তি প্রেস

(পুরুলিয়া সহরে কাপড়গলি ও বড় মসজিদের মোড়)

আপনার ছাপানোর কাজ থাকলে এখানে আসুন।

Wanted

The following posts of Lady Assistant Teachers for Chittaranjan Girls' High School, Purulia are lying vacant. All the applicants should apply to the Secretary by 22-7-78

(1) Assistant teacher of English (Language Group) in permanent vacancy—Wanted 1 (One) B.A (Hons) in English or M. A. in English preferably trained.

(2) Assistant teacher of Hindi in permanent vacancy—Wanted 1 (One) graduaate teacher with one of the following qualification in Hindi.

i) Diploma in Hindi teaching from the West Bengal Government Hindi Teachers' Training College.

ii) Kovid or any other qualification in Hindi recognised by the Government of India as equivalent to Kovid.

iii) Hindi literature as a subject in the degree or in the Intermediate Examination.

(3) Assistant teacher of Science and Mathematics Group (in a permanent vacancy)—Wanted 1 (One) B. Sc or M Sc teacher preferably trained and capable to teach Mathematics in upper classes.

(4) Assistant teacher of Science and Mathematics Group in a temporary leave vacancy—wanted 1 (One) B Sc Life Science teacher preferably trained.

Wanted

Wanted one B. Sc. (Bio-Science) preferably trained in the deputation vacancy and one B. A. or B. Sc. P. G. B. T. for work Education teacher in permanent vacancy and one B. A. or B. Sc. with diploma in Physical Education in the post of Physical Education teacher in the permanent vacancy for Udaypur High School, P. O. Udaypur Dist. Purulia.

The application must reach the Administrator of the school within 15 days from the date of publication with copies of certificates and testimonials.

Revised

Wanted a B Sc (Bio) life Science teacher preferably trained on deputation vacancy.

Apply to the Secretary Khudiband High School P O Sihali, Dist Purulia on or before 15-7-78

Wanted

Wanted a B. Sc. (Bio) preferably trained on deputation vacancy for Sirkabad High School, P. O Sirkabad. Dist. Purulia.

Apply to the Secretary by 20-7-78 and apprear at an interview on 23-7-78 at 11 a m in the school premises.

No T. A is admissible for the journey.

Wanted

Wanted a Bio-Science graduate teacher (preferably trained for Jhapra High School in a deputation vacancy. The last date for reaching application to the undersigned is 19-7-78 and the date of interview is fixed on 21-7-78 at 11 a. m. No call for interview and T.A. will be given to the candidates.

Secretary
Jhapra High School
P. O. Jhapra, Dist Purulia

Wanted

Wanted teachers for Jhalda Satyabhama Vidyapith (XI—XII), P. O. Masina (Purulia)

(1) an Honours M. A/M Sc in Mathematics

(2) an Honours M Sc in Botany/Zoology

Teaching expreience of eight years a must, for candidates with either of the degree in the subjects.

Applications to reach the Administrator by 31-7-78,

Administrator

Wanted

"Wanted a Science graduate (Bio) teacher on deputation vacancy for Bhutam Nibaran Chandra High School, P. O Bhutam Dist Purulia.

Apply to the Secretary within seven days from the date of publication of this advertisement."

Wanted

Wanted an Arts graduate and a Science graduate in deputation vacancies from 1-7-78 to 15-5-79 (preferably trained) to Latpada Junior High School P. O. Hijla, Dist Purulia.

Apply to the Secretary on or before 15-7-78 and attend for an interview on 16-7-78 at 11 a.m.

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বর্গত বিবারণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিহাস জাগ্রত
প্রাণাবরান
নিরোধহত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ২২শ সংখ্যা | সোমবার ১৭ই জুলাই, ১৯৭৮ ৩২শে আষাঢ় ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯·৫০ সডাক ১০·৫০ নগদ - ২০ পয়সা

তাঁরা) ভোটের আগে তোমার আমার
ভৃত্য সবাকার।
তাঁরা) ভোটের পরে সিংহদ্বারে
সব নাগালের পার॥

• • •

তখন) যতই কাঁদো, ডাকো-তাঁকো
তাকান নাকো আর।
তখন) পদটি ছাড়া সবই আপদ
বোঝেন চমৎকার॥

• • •

তাঁরা) ভোটের পরে সিংহদ্বারে
সব নাগালের পার॥

জনতা পার্টির দারুণ সঙ্কট আপাততঃ কেটে গেলো

জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে সম্প্রতি যে আত্মকলহ নিদারুণ ভাবে দেখা দিয়েছিল এবং যার ফলে জনতা পার্টি অবিলম্বে ভেঙ্গে যেতে পারে বলে মনে হয়েছিল—ঠাঁই সেই দারুণ আত্মকলহের মধ্যে শান্তির পথ আবিষ্কৃত হোল—জনতা পার্টি এ যাত্রা টিকে গেল। জনতা দলের মধ্যে যাঁরা আপোষ চেষ্টা চালাচ্ছিলেন—তাঁদের রচিত ন'দফা আপোষ সূত্র পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচরণ সিং ও প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীরাজনারায়ণ দলের কেন্দ্রীয় পরিষদ ও সংসদীয় পরিষদ থেকে সরে যেতে যে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছিলেন—সেই পদত্যাগ পত্র তুলে নিতে জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় পরিষদ তাঁদের অনুরোধ করেন এবং সেই অনুরোধক্রমে শ্রীচরণ সিং ও শ্রীরাজনারায়ণ পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছেন।

এখন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে শ্রীচরণ সিংয়ের একটি খোলাখুলি আলোচনার উদ্দেশ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মজুর ও চাষীদের ওপর এক অদ্ভুত রাজনৈতিক উপদ্রবের ঘটনা সমূহ

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

বরাবাজার থেকে ঘটনার পর ঘটনার সংবাদ আসে। সংবাদ এই যে, বরাবাজার ও আশেপাশের গ্রামে ক্ষেত মজুরদের ও চাষীদের ওপর এক বিচিত্র উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। অভিযোগ—সি, পি, এমের কর্মীদের পক্ষ থেকে এই উপদ্রব করা হচ্ছে। আমি ১০ই জুলাই তারিখে বরাবাজারে যাই। আমাদের কর্মীদের বৈঠক ছিল। আমাদের কর্মীদের কাছেও এ সম্পর্কে বৃত্তান্ত শুনলাম; এবং ঘটনায় জড়িত কয়েকজন ব্যক্তির কাছ থেকেও ব্যাপার শুনলাম। তাঁরা বরাবাজারে আমার সঙ্গে দেখা করেন। ব্যাপারটা এই।

মজুরী বাড়াবার আন্দোলন আক্রমণাত্মক ধারায় চালান হচ্ছে

বরাবাজারে ও আশেপাশের গ্রামে সি. পি, এমের কর্মীরা একটা আন্দোলন তুলেছেন যে, ক্ষেত মজুরেরা কেউ আট টাকা চার আনার কমে বেতন নেবে না। নানা কারণে সাধারণ চাষীরা দিতে অপারগ হচ্ছেন এবং মজুরেরাও নানা পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে, আগের বেতনের চেয়ে সামান্য বাড়িয়ে, চাষীদের কাজে যুক্ত হচ্ছেন—তাঁরা দিনে ৮/০ মজুরীর দাবীতে সামিল হচ্ছেন না। সেজন্য সি, পি, এম কর্মীরা এক আক্রমণাত্মক কর্মধারা অনুসরণ করছেন—এই অভিযোগ।

[২য় পাতায় দেখুন]

জেলার চারিদিকে অবাধ ডাকাতি ছিনতাইয়ের হিড়িক

জেলার বিভিন্ন দিক থেকে নানা দুঃসাহসিক ডাকাতি চুরি ও ছিনতাইয়ের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। যে সব ঘটনার সংবাদ ভালভাবে পাওয়া গেছে—তা এখানে জানাচ্ছি। বলরামপুরে, রঘুনাথপুরের রাস্তায় সংঘটিত ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনাগুলির সঠিক তথ্য এখনো আসেনি। প্রাপ্ত সংবাদগুলি এই :—

মানবাজার রাস্তায় ট্রাকে ডাকাতি

গত ৩-৭-৭৮ তারিখে রাত্রি ১৯ টার সময় মানবাজারের শ্রীজগবন্ধু কুণ্ডু ঘোরকের কি, সি, ১১৪১ নং ট্রাকটি পুরুলিয়া হতে মানবাজার যাচ্ছিল। ভাদবা পার হয়ে তাল জলার কাছে গিয়ে ট্রাকটি দেখে পাকা রাস্তার ওপর বড় বড় গাছের রাখা হয়েছে। ট্রাকটি দাঁড়িয়ে যায়। ট্রাকের খালাসী শ্রীরঘুনাথ চক্রবর্তী রাস্তার পাশবর্তীগুলিকে সরাতে গেলে, সেই সময় রাস্তা পাশের ক্ষেতের আইলের ওপাশ থেকে প্রায় ৪০/৫০ জন লোক অস্ত্রশস্ত্রসহ ট্রাকটিকে ঘেরাও করে। ড্রিঙ্কলতার বার ক'রে ড্রাইভার শ্রীনিখিল কর্মকারকে বলে হর্ণটি বন্ধ করা। তবে ড্রাইভার হর্ণটি বন্ধ করে দেয়। এরপরেই ডাকাত দল খালাসী রঘুনাথকে মার দেয়। পরে ড্রাইভার শ্রীনিখিল কর্মকারকে ও ম্যানেজার শ্রীশঙ্কি মুখার্জীকে মার দেয়। ড্রাইভারের হাতে চোট লাগে। ট্রাকটিতে তুলিসহ ১৯/১৫ জন লোক ছিল। মানবাজারের শ্রীরামরাদের পুত্র শ্রীবাবু দাসের কাছে ১১০০ টাকা (এগার শত টাকা) ও শ্রীশক্তি মুখার্জীর কাছে ৫৪০ টাকা ছিল—তা ডাকাতরা ছিনিয়ে নেয়। ৪ টিন তেলসহ মানে নগদে ৩০০০ টাকা (তিন হাজার টাকা) ডাকাতরা ছিনিয়ে নেয়। ডাকাতদের প্রত্যেকের হাতে বন্দুক, ড্রিঙ্কলতার, টাঙ্গী, কাঁড়রাশ, তরোয়াল ও লাঠি ছিল।

ডাকাতদের লক্ষ্য ছিল—অগ্রাধ বাসে ডাকাতি করা। এই বাসে দেদিন অনেক লোক পুরুলিয়া থেকে বেতনের টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন। এবং

শেষ বাস বলে ব্যবসায়ীদেরও অনেক টাকা ছিল। বাসটি নডিহায় খারাপ হয়ে যাওয়ায় এটি বিপদ থেকে বেঁচে গেল।

বান্দোয়ানের তুলসীডি গ্রামে ডাকাতি

গত ২০শে আষাঢ় বুধবার রাত্রি আন্দাজ ২ দুইটার সময় বান্দোয়ান থানার সাগা মৌজার টোলা তুলসীডি নিবাসী শ্রীঅম্বিকাপ্রসাদ মাহাতর (গুড়ুর অঞ্চলের প্রধান) এবং তাঁহার ভাইপো শ্রীজগৎচন্দ্র মাহাতর বাড়ীতে দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়।

ডাকাতেরা প্রথমে শ্রীঅম্বিকা বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদ্বারিকানাথ মাহাতর ফাঁকা ঘরের শিকল ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে। পরে ধারাল কুড়াল দ্বারা অম্বিকা বাবুর দুইটি ঘরের ২টি দরজা কাটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং অম্বিকা বাবু, তার স্ত্রী এবং মেয়েকে মারপিট করিয়া নগদে, অলঙ্কারে এবং কাপড় চোপড়ে প্রায় ৮ (আট হাজার) টাকার জিনিষ লইয়া অম্বিকা বাবুর ভাইপো শ্রীজগৎচন্দ্র মাহাতর বাড়ীতে ডাকাতেরা প্রবেশ করে। সেখানেও দুইটি ঘরের দরজা কুড়াল দ্বারা কাটিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে এবং সেখানেও শ্রীজগৎ মাহাতর স্ত্রীকে আঘাত করিয়া নগদে অলঙ্কারে, কাপড় চোপড়ে প্রায় ৩ তিন হাজার টাকার জিনিষপত্র লইয়া ডাকাতেরা পলায়ণ করে। দরজা কাটার আওয়াজে এবং পরস্পরের চীৎকারে গ্রামবাসীরা অম্বিকা বাবু এবং জগৎ মাহাতকে রক্ষা করিতে গেলে ডাকাতেরা ফটকা এবং বোমার দস্তুর মতো ব্যবহার করিতে থাকে। দূর হইতে গ্রামবাসীরা ২।১টি তীর ছুড়িয়াছিল। পরে ডাকাতেরা পলায়ণ করার পর রক্ত মাখা তীর ঘটনাস্থলে পাওয়া যায় এবং তাহা পুলিসে জিম্মা দেওয়া হয়। আহত অম্বিকা বাবু এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ডাকাতেরা ৬ জনের ১টি দল পলায়ণ করিয়া যাইবার সময় কোদগড়া এবং খয়েরবনি মৌজার মাঝামাঝি স্থানে প্রায় সকাল ৬ ছয়টার সময় তাহাদের একটি বোমা ফাটিয়া যায়। প্রচণ্ড আওয়াজে এলাকাটি কাঁপিয়া উঠে। ঘটনাস্থলে ডাকাতদের ১ জন গুরুতর জখমও হয়। ডাকাতরা কেহ ধরা পড়ে নাই।

হুড়া ব্লকে ডাকাতির দারুণ হিড়িক

হুড়া থানার হিজুলী গ্রামের শ্রীমুজিবর রহমান আনসারী জানাচ্ছেন যে, গত ১৬-৬-৭৮ তারিখ মধ্য রাত্রির সময় হুড়া থানার অন্তর্গত কর্ম্মাটাড় গ্রামে কয়েকজনের বাড়ীতে একই রাত্রিতে ডাকাত দল ডাকাতি করে। যাদের বাড়ীতে ডাকাতি হয় সকলের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

[১] শ্রীসাহেবরাম মাঝি [২] আজাদ আনসারী [৩] শ্রীলেচ মাঝি [৪] শ্রীদুর্গাদাস মাঝি ও আরও কয়েকজনের বাড়ীতে।

ডাকাত দল প্রত্যেক বাড়ীতে প্রবেশ করে ও প্রবেশ করে বাড়ীর কর্তাদের প্রচুর পরিমাণে প্রহার করে। এর মধ্যে—[১] শ্রীসাহেবরাম মাঝির বাড়ীতে ডাকাত দল বেশ কিছু পরিমাণ ধান, চাল, টাকা ও থালা বাসন ইত্যাদি নিয়ে চম্পট দেয়। শ্রীসাহেবরাম মাঝির বাড়ীতে সাইকেল ১টি মুরগী, ছাগল, কাপড় ধুতী, শাড়ী সম্পূর্ণ বাড়ী থেকে নিয়ে ডাকাত দল চম্পট দেয়। আরও অন্যান্য বাড়ীর কর্তাদেরও চাল, থালা, বাসন মুরগী কাপড় সাইকেল ইত্যাদি ইত্যাদি ছিনতাই ক'রে ও মারধর করে। রাত্রি প্রায় ২—২-৩০ মিঃ সময় ডাকাত দল পালিয়ে যায়। আনুমানিক ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০,০০০ হাজারের মতো। [২] ডাকাত দলের প্রহারে একটি বাড়ীর কর্তা আজাদ আনসারীর পুত্র মহঃ আলিহোসন কে গুরুতরভাবে জখম করে। আহত যুবক বর্তমানে সরকারী হাসপাতালে ভর্তি রহিয়াছে। ডাকাতির খবর স্থানীয় হুড়া থানার বড় বাবুকে খবর দেওয়া সত্ত্বেও বড় বাবু পলাতক ডাকাতদের ধরার কোনরূপ চেষ্টা এখনো করেন নাই। বর্তমানে ঐ সব ব্যক্তির বাড়ীতে কাহারো খাবার চাল নেই—পরনের কাপড় নেই। কিন্তু সরকারী সাহায্যেরও কোনরূপ চেষ্টা হচ্ছে না।

রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার অধিষ্ঠিত হওয়ার পর শুধু হুড়া ব্লকেই পর পর ২৫টী ডাকাতি হয়। বর্তমানে জনসাধারণ শান্তিতে চোর, ডাকাতের ভয়ে ঘোরাফেরা করতে ও রাত্রে ঘুমাতে পারছে না। এই সন্ত্রাসের রাজত্বের জন্য মানুষ আজ ভয়ে আতঙ্কিত।

[১ম পাতার পর]

মজুর ও চাষীদের ওপর এক অদ্ভুত রাজনৈতিক উপদ্রবের

মজুর ও চাষীদের যেভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে

অভিযোগ এই যে, যেসব ক্ষেতে মজুরেরা কাজ করছেন—সেই সব জায়গায় সি, পি, এম কর্ম্মীরা দলবদ্ধ যাচ্ছেন—কোথাও কোথাও দু চারটে লাঠীও সঙ্গে থাকছে—এবং তাঁরা চাষের ভরপুর কাজের সময়ে হাজির হ'য়ে, মজুরদের মারপিঠ ক'রে জমি থেকে উঠিয়ে দিচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য এই যে, ঐ সব মজুরেরা কেন আট টাকা চার আনার ধর্মঘটে সামিল হচ্ছেন না। সি, পি, এমের ঐ সব বাহিনী চাষীদেরও মারপিঠ করছেন। বক্তব্য এই যে, কেন তাঁরা আট টাকা চার আনার কমে মজুর লাগাচ্ছেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে, এই রকম উপদ্রব করা হয়েছে যে সব জায়গায় তা হচ্ছে—বরাবাজার, শাঁখারি, গুড়সাই, পাততোড়িয়া, বড়রা, ধাদকীডি, মতিরামডি, বামনিডি, নোয়াডি, বুলানডি প্রভৃতি গ্রাম।

আরো যে সব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে

ক) মজুরী হিসাবে কম বেতন রূপে যে ধান নিয়ে শ্রমিক ঘরে যাচ্ছিল সেই ধান শ্রমিকের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। লাকায় এই ঘটনা ঘটে—অভিযোগ করা হয়।

খ) সারা বছর যাঁরা মুনিষের কাজ করছেন—এবং বৈশাখেই যাঁরা (৬ মাস আগাম) সমস্ত বেতনটা নিয়ে নিয়েছেন—সেই রকম মুনিষকেও কোথাও কোথাও কাজে আসতে না দিয়ে। দারুণ চাষের সময়ে চাষীর গুরুতর করা হয়েছে।

গ) যে সব মজুরদের ঐ ভাবে কাজ থেকে বিরত করা হয়েছে—তাদের জন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়নি। দিন আনে দিন খায়—এমন মজুরদের বিপন্ন করা হ'য়েছে।

ঘ) অনেকগুলি স্থানে খাদ্য উৎপাদনের কাজকে গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে।

মজুরী বিষয়ে চাষীদের যে বক্তব্য

ক) মজুরদের জন্য বেতন বাড়ানোর ব্যবস্থা ভাল জিনিষ সন্দেহ নেই। কিন্তু ধানের নিয়ন্ত্রিত দর যা রাখা হচ্ছে—তাতে ৮।০ বেতন দিয়ে চাষীদের খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। সরকার ধান চাষের আয় ব্যয় ঠিক ক'রে, তারপর ৮।০ করুন। তা না দেখে—ঐ সব উপদ্রব চালালে চাষীরা চাষ ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন।

খ) বর্দ্ধমান প্রভৃতি জায়গায় চাষীরা যে মজুরী দেন—তা প্রায় ৮।০ আনার কাছাকাছি। সেখানে বর্দ্ধিত বেতনের জন্য কাজ বেশী নেওয়া হয়। এখানের চাষী সেই পরিশ্রম দিতে নারাজ। মজুরীও বেশী দেওয়া হবে, কাজও কম পাওয়া যাবে—তাহলে চলে কি করে?

গ) এই মজুরী বিষয়ে, বেআইনীভাবে চাষী ও শ্রমিকদের মারপিট করা অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং অপরাধজনক। মজুরেরা কম বেতনে কাজ করতে রাজী হলে, তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ক'রে, তাদের গায়ের জোরে প্রতিনিবৃত্ত করার অধিকার কারো নেই।

মজুরদের পক্ষ থেকে যা বক্তব্য

ক) তাঁরা বর্দ্ধমান প্রভৃতি জায়গার মত বেশী বেতন পাবার জন্য অত বেশী শ্রম দিতে রাজী নন। কম বেতন যেমন, তেমনি কম সময় কাজ করছেন।

[৫ম পাতায় দেখুন]

মুক্তি

৩২শে আষাঢ় ১৩৮৫, সোমবার

বামফ্রণ্টের সমালোচনা কেন?

সহরের একজন আমাকে ক'দিন আগে বলছিলেন যে, সি পি এমের জনৈক বিশিষ্ট কর্ম্মী অভিযোগ করছিলেন—মুক্তি পত্রিকা এখন বামফ্রণ্টের বিরুদ্ধে লেগেছে। তা সত্যি হ'লে দুঃখের কথা। তবে আমাদের উত্তর কী শুনুন।

বামফ্রণ্টের হাতে আজ গোটা রাজ্যের শাসন। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার কি একথা বলতে পারেন যে, এ রাজ্যের কোণায় কোণায় শাসনের নামে যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে—তা তাঁদের কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্র লক্ষ্য করছেন বা লক্ষ্য করতে পারবেন এবং নিজেদের থেকেই তার প্রতিকার ব্যবস্থা করবেন? একথা নিশ্চয়ই তাঁরা বলতে পারবেন না। সেজন্য দেশের কোণায় কোণায় কোথায় কি অভিযোগ দেখা দিচ্ছে—সেগুলি শাসনযন্ত্রের সামনে তুলে ধ'রে, সুশাসনের কাজে বামফ্রণ্ট সরকারের সহযোগিতা করলে, নিশ্চয়ই তাঁদের খুশী হওয়ার কথা। বিরূপ হওয়ার কথা নয়। মুক্তি সেই সহযোগিতার কাজ করছে।

বামফ্রণ্টের সাধারণ কর্ম্মীদের মধ্যে কিছু কর্ম্মীর এই ধারণা হয়তো হ'তে পারে যে, শাসন যখন তাঁদের হাতে—তখন বামফ্রণ্টের অনুগামীরূপে তাঁদের মধ্যে যে কেউ যা খুশী করবেন—সেটাই সঙ্গত বা তাঁদের অধিকারগত ব'লে ধ'রে নিতে হবে। এবং সে সবের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলাটাই গোটা বামফ্রণ্টের বিরোধিতা ব'লে গণ্য হবে। কিন্তু আমরা আশা করি—বামফ্রণ্টের মধ্যে যাঁদের বিচারবুদ্ধি আছে তাঁরা একথা কখনই বলবেন না।

আমরা দেখতে পাচ্ছি—বামফ্রণ্টের শরিক দলগুলির মধ্যে—এমন কি এক একটি শরিক দলে নিজেদের মধ্যে—এমন কি মন্ত্রী পর্য্যায়ের ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত—মাঝে মাঝে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। তাতে কি আমরা মনে করব যে, তাঁরা এজন্য সমগ্র বামফ্রণ্টের বিদ্রোহী ব'লে গণ্য হবেন? বামফ্রণ্টের যাঁরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করছেন—তাঁরা নিজেরা নিশ্চয়ই মনে করছেন যে, বামফ্রণ্টকে রক্ষা করার জন্যই তাঁরা এইসব অভিযোগ তুলছেন। তাঁরা যদি একথা মনে করতে পারেন, তবে মুক্তি কি একথা মনে করতে পারে না? বামফ্রণ্ট সম্পর্কে আমাদের কর্মপন্থা, বিচারধারা, কথাবার্ত্তা কোন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলেছে—তার কথা বলি।

কংগ্রেসকে (উভয় কংগ্রেসকে) আমরা দেশের সবচেয়ে বড়ো শত্রু ব'লে মনে করি। কারণ তারা সারা দেশের কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীর তথা সমাজবিরোধীদেরই প্রতিভূ। সেজন্য বিগত নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে শাসনচ্যুত করার জন্য যেমন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে জনতা পার্টি ও বামফ্রণ্টকে সহায়তা দিয়েছি—তেমনি আজও আমরা কংগ্রেসকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য—কংগ্রেস যেন আর মাথা চাড়া দিতে না পারে তারজন্য—তাকে সমূলে শেষ করার জন্য—ব্যগ্রতার সঙ্গে জনতা পার্টি ও বামফ্রণ্টকে সহযোগিতা দিতে তৎপর আছি। তাদের শক্তি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য সদিচ্ছা নিয়ে আছি। তাদের দোষত্রুটি যথাসময়ে দেখিয়ে দিয়ে তাদের সম্মান ও যোগ্যতা যেন বৃদ্ধি পায় তার চেষ্টা আমরা করছি।

যুক্তফ্রণ্টের ভেতরে, জনতা পার্টির ভেতরে যে সব গোলমাল দেখা দিচ্ছে—যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটছে—তারজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হচ্ছি। আমরা যে-সব সমালোচনা করছি—সে সব এই উদ্দেশ্যেই করছি যে, বামফ্রণ্ট, জনতা পার্টি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে যেন কাজ চালাতে পারেন—তার মধ্য দিয়ে দেশের বঞ্চিত, শোষিত মানুষ যাতে দ্রুত শোষণমুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারেন দেশে একটা সভ্য শাসন গ'ড়ে ওঠে।

আমরা যদি বুঝি যে, বামফ্রণ্ট, জনতা পার্টি কংগ্রেসেরই মত কায়েমী স্বার্থের তল্পিবাহক হয়ে গেছেন—যদি বুঝি যে, এঁদের আর সংশোধনের কোনো রাস্তা নেই—এদের কাছ থেকে সুবিচারের কোনো আশা নেই—তখন আমরা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণভাবে এদের বিরুদ্ধে কলম ধরব—তখন তা খোলাখুলিভাবেই করব। 'মুক্তি' কোনো দিন কাউকে ভয় করেনি—কোনো বিপদের কথা ভেবে চুপ ক'রে থাকে নি। প্রয়োজন হলে আজও বর্ত্তমান শাসনকারীদের বিরুদ্ধে মুক্তি পুরোপুরিই সংগ্রামে লেগে পড়বে।

কিন্তু আজ সে অবস্থা ঘটেনি। বামফ্রণ্ট, জনতা পার্টিকে আন্তরিকভাবেই সহযোগিতা দিতে চাই। আমরা এঁদের যে সমালোচনা করছি—তা বন্ধুভাবেই করছি—এঁদের শক্তি, সম্মান, যোগ্যতা বেড়ে উঠুক এই দৃষ্টি নিয়েই তা' করছি। বামফ্রণ্ট বা জনতা পার্টি আমাদের পরামর্শ শুনলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে, আমাদের পরামর্শ মত সংশোধন ও সুবিচার করলে—ওঁদেরই সম্মান ও প্রভাবের ক্ষেত্র দ্রুত অবশ্যই বেড়ে যাবে—একথা সুনিশ্চিতভাবেই বলতে পারি।

আমরা জানি যে, ৩০ বৎসর কংগ্রেসী শাসনে আমলাতন্ত্র ও পুলিস যন্ত্রের যে অবস্থা করে রাখা হয়েছে তাতে বহু সদিচ্ছা থাকলেও, বামফ্রণ্টের পক্ষে এখনিই এদের খুব ভালভাবে চালাবার শক্তি হবে না। সেজন্য এদের সম্পর্কে কোথায় কি গোলমাল চলছে—তা জানালে, বামফ্রণ্ট সরকারের আনন্দিত হবারই কথা। সে সব কথা জানালে তাকে বিরোধীতা বলে মনে করার কিছু নেই। সহযোগিতার কাজ মনে করাই উচিত।

তাছাড়া, শাসন হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অগণিত মানুষ বামফ্রণ্টের ও জনতা পার্টির অনুগামী হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে বহু সুযোগ-সন্ধানী আছে। সেজন্য এখনই এই সব দলবলকে বাঞ্ছিতভাবে চালাবার শক্তি বামফ্রণ্টের বা জনতা পার্টির না হবারই কথা। সেই কারণে বামফ্রণ্টের এই সব দলবল কোথায় কে কি আদর্শ বিরোধী কাজ করছেন—বামফ্রণ্টকে তাঁরা লোকচক্ষে কোথায় কিভাবে হেয় করছেন—একথা জানা আজ বামফ্রণ্টের বা জনতা পার্টির অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ এ সবের বিরুদ্ধে উপযুক্ত স্থায়ী ব্যবস্থা তাঁদের নিতে হবে। তাঁদের এই কর্তব্য পালনের পথে যাঁরা সাহায্য করবেন—তাঁদের প্রতি বামফ্রণ্টের বা জনতা পার্টির কৃতজ্ঞ হবারই কথা।

কিন্তু যদি এইসব সহযোগিতার কাজকে বামফ্রণ্টের পক্ষ থেকে বা জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বিরোধীতার কাজ ব'লে মনে করা হয়—তাহলে অত্যন্ত ভুল করা হবে। এবং তারচেয়েও বেশী ভুল করা হবে—যদি ঐ পরামর্শগুলি তাঁরা উপেক্ষা করেন—যদি অভিযোগ সমূহের প্রতি উদাসীন থাকেন। এর দ্বারা বামফ্রণ্টের বা জনতা পার্টির দ্রুত প্রভাবের ক্ষেত্রই নষ্ট হতে থাকবে যেমন কংগ্রেসের জীবনে ঘটেছিল।

জেলার সবাই জানেন 'মুক্তি' একটি সাময়িক পত্র এবং জেলার মানুষের অভাব অভিযোগসমূহ প্রকাশের দায়িত্ব মুক্তি আজন্মবহন করেছে। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও যদি দেশের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অভিযোগ আসে তা মুক্তিতে প্রকাশিত হবে। তাতে যদি মুক্তিকে কারো কোপে পড়তে হয়—মুক্তি তাতে দ্বিধা করেনি এবং করবে না।

দেশে যাঁরা বিচারশীল যাঁরা জন অধিকার তুলে ধরতে চান। মুক্তির এই কর্ম্মধারায় তাঁদের বিরূপ হবার কথা নয়—তাঁদের আনন্দিত হবারই কথা। এবং মুক্তিতে ভালভাবে জনমত প্রকাশিত হচ্ছে বলে মুক্তির প্রতি ভালভাবে তাঁদের লক্ষ্য করার কথা—কারণ তাঁরাও গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক।

মুক্তি যদি শাসনে প্রতিষ্ঠিত কোনো দলের প্রতি কোনো অন্যায় কটূক্তি করেছে—বিরোধীতা করার জন্যই কোথাও কিছু বলেছে—তাহলে তা দেখিয়ে দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আমরা সানুনয় আহ্বান জানাচ্ছি!

অভিযোগ যদি কারো মনে জমা হয়ে আছে—প্রকাশ করুন। পথে ঘাটে এক তরফা বিরূপতা প্রকাশ করা গণতান্ত্রিক রীতি সম্মত নয়। নির্ভিক দেশসেবীরা তাঁদের অভিযোগ মজলিসে বিচারের জন্য রাখতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হবেন না—এটা আশা করতে পারি।

চাল উৎপাদন সম্পর্কে রাজ্যভিত্তিক কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির

গত ২০শে থেকে ২৩শে জুন বহরাটীর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় চাউল উৎপাদন সম্পর্কে রাজ্যভিত্তিক কৃষিশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের চাউল উন্নয়ন অধিকারের অধিকর্তা ডঃ ভি বি যাই এই শিবিরের উদ্বোধন করেন এবং রাজ্য সরকারের মুখ্য কৃষি অধিকর্তা শ্রীযুক্ত, কে, মুখার্জী প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। পুরুলিয়া জেলার মহকুমা কৃষি আধিকারিক শ্রীকানাইলাল ব্যানার্জী সম্মেলনের প্রতিনিধি ও অতিথিবর্গকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন এবং শিবিরের কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন।

প্রথম দিন

প্রথম দিনের আলোচনাচক্রে "ধানের জাত" বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন—কৃষি অর্থনীতিবিদ ডঃ এস, কে, বিশ্বাস এবং বাঁকুড়ার ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত শ্রীএন, সি, বসু রায়চৌধুরী। পুরুলিয়া জেলার ৬০ শতাংশের অধিক উচ্চ জমি এবং নিশ্চিত বর্ষণের মেয়াদ জুন মাসের শেষ ভাগ থেকে সেপ্টেম্বরের শুরু পর্যন্ত মাত্র ৯০ দিন হওয়ায় এবং তারও মধ্যে মাঝে মাঝে একাধিকদিন বৃষ্টি নাও হতে পারে—এই বিশেষ পরিস্থিতিতে IET—1444. IET—849 এবং CRM—6 জাতের ধান পুরুলিয়ার পক্ষে একান্ত উপযোগী বলে সুপারিশ করা হয়।

দ্বিতীয় দিন

দ্বিতীয় দিনে "কৃষি-বিজ্ঞান" সম্পর্কিত আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন বিধানচন্দ্র কৃষি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক বি, এন, চাটার্জী এবং আলোচনায় বিশেষ অংশগ্রহণ করেন বিশ্বভারতীয় অধ্যাপক ডঃ শিশির কুমার মুখার্জী; কল্যাণী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রীডার ডঃ আর, কে, হালদার; বর্দ্ধমানের কৃষি প্রকৌশলবিদ্যার ডঃ বে, আর, লাহিড়ী প্রমুখেরা। অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পুরুলিয়ার জমির অম্লত্ব ও আগাছার দারুণ উৎপাত বিশেষণে নাইট্রোজেন ও ফসফেটের এক্যান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। সেইজন্য জমিতে দফায় দফায় নাইট্রোজেনের প্রয়োগ এবং জমি তৈরী শেষ হবার মুখে ফসফেটের অংশ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

তৃতীয় দিন

তৃতীয় দিনের আলোচনা সভায় বিধানচন্দ্র কৃষি মহাবিদ্যালয়ের রীডার শ্রীসুধর মুখোপাধ্যায় পৌরহিত্য করেন এবং "রোগ ও পোকামাকড়" সম্পর্কিত বিষয় আলোচনায় পুরুলিয়া জেলা কৃষি আধিকারিক ডঃ নিত্যানন্দ জিবেদী মুখ্য অংশগ্রহণ করেন। রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে শস্যরক্ষে ফসল-রক্ষার উপায় হিসাবে বীজ-শোধন ও বীজ-তলায় রোগ ও কীট-নাশক ঔষধ প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। পুরুলিয়ার বিশেষ সমস্যারূপে ফসল কাটার প্রাক্কালে বৃষ্টির অভাবে সন্ধী-পোকার উপদ্রব অথবা অতি-বর্ষণ হলে ছাতা-পোকার আক্রমণ প্রতিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়। জমিতে অণু-খাদ্যের অভাব-পূরণের জন্য মাটি-পরীক্ষা ও সেই অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়।

চতুর্থ দিন

"গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যসূচী" সম্পর্কিত শেষ দিনের আলোচনা-চক্রে জেলা কৃষি আধিকারিক ডঃ নিত্যানন্দ জিবেদী সভাপতিত্ব করেন। বিশ্ব ব্যাঙ্কের কৃষি প্রকল্প অনুযায়ী সারা পশ্চিমবঙ্গকে ছয়টি কৃষি জলবায়ু বিষয়ক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য একটি করে কৃষি-গবেষণাগার স্থাপিত হবে। কৃষি, জলের সুষম ব্যবহার; রোগ-পোকার আক্রমণ প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণালব্ধ তথ্যাদি কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ-শিবিরের মাধ্যমে অবহিত করানো হবে—আর কৃষি কর্মীরা চাষীদের সেই অনুযায়ী হাতে কলমে শিক্ষা দেবেন। প্রত্যেক মহকুমায় একটি নির্দ্দিষ্ট ব্লকে মাঝার গবেষণার ব্যবস্থা থাকবে।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর পূর্ব্ব; মেদিনীপুর পশ্চিম; উত্তর চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের ৩০ জন কৃষিবিদ ও সম্প্রসারণ কর্মী এই শিবিরে যোগদান করেন।

চিঠিপত্র

সমবায় বিষয়ে দুর্নীতির আরো অভিযোগ

মাননীয় সম্পাদক মুক্তি পত্রিকা

মহাশয়,

আপনার জনপ্রিয় পত্রিকায় সমবায় সম্বন্ধে অনেক সংবাদ প্রকাশ করিয়া জিলায় সমবায়ীদের অনেক উপকার করিতেছেন। সমবায়ের দুর্নীতি সম্বন্ধে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করিয়া আমাদের সমিতিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলে বাধিত হইব।

আপনার পত্রিকায় পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে যে, "শিকাবাদ এম, কে, ইউ, এম, এর সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাজি উক্ত সমিতির টাকা তছরূপ করিয়াছেন।" ঐ বাক্তি "শিকাবাদের কো-অপ লেবার কন্ট্রাক্টি সমিতির" এ লেজেকোটী, আমি উক্ত সমিতির চেয়ারম্যান। আমি নিজে লেখাপড়া বিশেষ জানিনা। আমাদের সমিতি ব্যাঙ্ক হইতে ১০,০০০ টাকা ঋণ লইয়াছে। সমিতির যে কাজকর্ম চলিতেছে তাহার হিসাবপত্র সেক্রেটারী কাহাকেও জানাইতেছে না। "লেবার কন্ট্রাক্ট" সমিতি কাজের জন্য যে চেক পায় তাহা হইতে ৩৬হাজার টাকা শোধ করিতেছে। আমি এই খবর পাইয়া গত ৬ মার্চ তারিখে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে দিয়াছি যেন সমিতির কোন চেক তাহাদিতে না দেওয়া হয়। সেক্রেটারীর নিকট চেক্ বই আছে। আমাকে দুই একটি পাতায় পূর্বের সহি করাইয়া রাখিয়াছে। তাহার জন্যই এই পত্র আমি ব্যাঙ্কে দিয়াছি।

আমাদের সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা করিবার সময় পার হইয়া গিয়াছে। A. R. C. S. মহাশয় নিজ ক্ষমতাবলে স্পেশাল মিটিং ডাকিবার জন্য ইনস্পেক্টর মহাশয়কে আবেদন দিয়াছেন। কিন্তু সেক্রেটারী খাতাপত্র কিছুতেই দিতেছেন না। সুতরাং সভাও ইন্সপেক্টর ডাকিতে পারিতেছেন না। তবদিল তছরূপের অভিযোগ আর প্রায় দুই মাস হইল করা হইয়াছে কিন্তু পুলিশ কিছুই করিতেছে না। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ও পূর্ব মাজিকে পরিশোধের সময় দিতেছেন। কারণ তাহারা পুলিসকে কোনরূপ তাগাদা করিতেছেন না। বাঙ্ককের যুগেও এই সব দুর্নীতির অফিসারগণ কি করিয়া প্রশ্রয় দিতেছেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

নন্দলাল মাজি
সভাপতি

আজকের গ্রামে খুদে উপদ্রবকারীদের একটি নমুনা

মাননীয় মহাশয়,

নিবেদন এই যে, আমি পুরুলিয়া জেলার বরাহবাজার থানার অন্তর্গত একজন চাষী। বর্তমানে নারায়ণপুর হইতে বড়রা ভায়া বেলাবাধা যে রিলিফ কাজ রাস্তায় চলিতেছে ঐপ্রকল্পের পাশে বড়রা ২২৩নং মৌজা খাতা নং—৬৮ এর প্লট নং ১৭৬ এর কিছু অংশে আমি বাস্তের চারা ফেলিয়াছিলাম, এই প্লটের কিছু অংশে সার গোবর মিশাইয়া লাঙ্গল করিয়া বীজ ফেলার নিমিত্ত তৈয়ারী করিয়াছিলাম এবং কিছু অংশে হাল লাঙ্গল দিয়া বীজ ফেলার উপযোগী করাইতেছিলাম।

বিগত ২৩-৬-৭৮ তারিখে বিশেষ প্রয়োজনবশত আমি বরাবাজারের বাইরে যাই। এবং গত ২৭-৬-৭৮ বাড়ীতে ফিরি। ফিরিয়া স্বয়ংজমিনে যাই ও আমার লোক যে জমিতে লাঙ্গল করিতে ছিল তাহার নিকট আমার বীজ খেতেরও অন্যান্য প্রস্তুত করা জমির দুরাবস্থার কথা জানিতে পারি।

ব্যাপার এই যে, ২৩-৬-৭৮ তারিখে আমার লোক যখন বীজ তলা খেতের অংশের অল্প জমিতে লাঙ্গল করিতেছিল সে সময় সেই রাস্তার কাজ করা কিছু মজদুরকে উক্ত বীজ তলা খেতের মাটী লইবার জন্য নামিতে দেখিলে তাহাদিগকে উক্ত খেতে বীজ ফেলা থাকার জন্য মাটী লইতে নিষেধ করে কিন্তু উক্ত ভীমের সে মাইার নামে পরিচিত একবাক্তি মজদুরগণকে জোরপূর্বক এই জমিরই মাটি লইতে হুকুম দেন। ইহাতে মজুরগণ এই জমির মাটি কাটিয়া রাস্তায় দেয় এবং ঐ জমির উপর মাটি ফেলিয়া

চলাচল করিয়া রাস্তা করিয়া ঐ জমির অপর পারের জমির মাঝা সার মিশান ও প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহার সম্পূর্ণ মাটি চাঁছা খেতের উপর দিয়া বহিয়া লইয়া, রাস্তার কাজ করেন। ইহাতে আমার তলা ও অল্প প্রস্তুত করা জমির কচুর ক্ষতি হয়। আমি ইহার মাইার মহাশয়ের সহিত একটা মীমাংসা করিবার জন্যই তাঁর অপেক্ষায় দুইদিন থাকি। তাহার সহিত আমার দেখা হইলে এবং এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করিলে তিনি মাটি তো লইতে ছিলেনই রাগতভাবে বিশেষ অপমান করিয়া আমায় বলিলেন যান যান যা পারেন করিবেন। "গো টু বি-ডি-ও ইত্যাদি। এই সংবাদটি প্রকাশিত করিয়া সরকারের গোচরে আনিতে আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

শ্রীশিব সাগর সিংহ
বরাবাজার

স্থানীয় সংবাদ

বিদ্যুৎ কর্মীদের পথ পরিক্রমা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবিদ্যুৎ পর্ষদ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীপ্রণব মুখার্জী জানাজ্ঞেন যে, ইউনিয়নের (I. N. T. H. C. এর) ডাকে সাওতালিহিতে (S. T. P. P.) বিদ্যুৎ কর্মীদের উপর পুলিশি নির্য্যাতনের প্রতিবাদে গত ১১ই জুলাই "গণডুটী" পালন করা হয়। অন্যত্র জেলার মতো পুরুলিয়া জেলাতেও ঐদিন অধিকাংশে বিদ্যুৎ কর্মীরা দেশবন্ধু হোজড বিদ্যুৎ বিভাগীয় কার্য্যালয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরে বিক্ষোভকারীরা পুরুলিয়া শহর পথ পরিক্রমায় বের হন। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ব্যাপারে সঠিক জনমত গঠনের জন্য তাঁরা জনসাধারণকে আহ্বান জানান। জনস্বার্থে বিদ্যুৎ এর দাম কমানোরও দাবী জানানো হয়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও বিক্ষোভ কারীরা তাঁদের পথ পরিক্রমা ও প্রতিবাদ অব্যাহত রাখেন। মিছিলের বিভিন্নস্থানে বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী প্রণব মুখার্জী, নরীরণ মুখার্জী, বিভাসেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুভাষ গাঙ্গুলী, আনন্দলাল রায়, পঙ্কজ কুমার সিনহা প্রমুখ। গণডুটিতে অংশগ্রহণকারী ইউনিয়নের সদস্য ও সমর্থকদের জেলা কমিটির পক্ষে আঞ্চীয়তাবাদী সংগ্রামী অভিনন্দন জানান জেলা সভাপতি শ্রীপ্রণব মুখার্জী ও সম্পাদক শ্রীনরীরণ মুখার্জী।

উল্লেখযোগ্য, ঐ একই দাবীতে বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেলা কমিটির কর্মী মহাকরণ অভিযানে সামিল হন। জেলার অধিকাংশই বিদ্যুৎ কার্য্যালয় সেদিন কর্মী শুন্য অবস্থায় ছিল।

আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ, ১৯৭৯

গত ২৪শে জুন, ১৯৭৮ শনিবার গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলে অনুষ্ঠিত এক সভায় "আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ ১৯৭৯" (আই, ওয়াই, সি) উপলক্ষ্যে পশ্চিম রাজ্য সমিতি গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা ও ব্যক্তিদের নিয়ে-উক্ত রাজ্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য বিচারক শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র মিত্র, সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুনাথ মল্লিক ও কোষাধ্যক্ষ হেডঃ ফাদার ফ্রেডিস গোমেজ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই "আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ ১৯৭৯"—পালনের জন্য জেলায় জেলায় উপসমিতি গঠন করার জন্য রাজ্য সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপসমিতি পুরুলিয়া জেলার আহ্বায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন শ্রীদীপক দত্ত। পুরুলিয়া জেলায় উপসমিতি গঠনের জন্য নীচেই স্থানীয় বিভিন্ন ব্যক্তিদের ও সংস্থাকে আহ্বান জানানো হইবে।

বিস্তারিত যোগাযোগের ঠিকানা—

শ্রীসুনাথ মল্লিক
সাধারণ সম্পাদক
"আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ ১৯৭৯"
২৯/সি আর্য্যহাট রো
কলিকাতা—৭০০০০১

শ্রীদীপক দত্ত
আহ্বায়ক
"আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ, ১৯৭৯"
নভিয়া মিসক্রাফ্টিক অ্যাসোসিয়েশন
নভিয়া, চাইবাসা রোড
পুরুলিয়া—৭২৩০০২

মজুর ও চাষীদের ওপর এক অদ্ভুত রাজনৈতিক উপদ্রবের

[বয় পাতার পর]

খ) বেশী বেতন দেবার দাবীর চাপে পড়ে চাষীরা যদি নিজেরাই দলবদ্ধভাবে নিজেদের কাজ উদ্যাপন করতে চান—তাহলে তাতে মজুরেরা অনেক কাজ থেকে বঞ্চিত হবেন।

গ) চাষীদের কাজ থেকে মজুরেরা সময়ে অসময়ে আগাম মজুরী ঋণ পান—সহায়তা পান। চাষীদের বিরুদ্ধে লড়ই এদের বিরুদ্ধ করার আগে, সরকার থেকে এই আশ্বাস চাই যে, মজুরেরা কাজ না পেলে সরকার আট টাকা চার আনা মজুরীতে মজুরদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করবেন এবং সময়ে অসময়ে আগাম সাহায্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করবেন।

এই উপদ্রবের বিরুদ্ধে চাষীদের ব্যবস্থা গ্রহণ

কয়েকটি গ্রামের চাষীরা বললেন যে, তাঁদের ওপর এই ভাবে যে উপদ্রব সুরু হয়েছে—তাতে তাঁরা স্থির করছেন যে, কোনো চাষীর ওপর এইভাবে আক্রমণ হ'লে, তাঁরা দলবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করবেন—বিপন্ন চাষীকে রক্ষা করবেন—তাছাড়া তাঁরা বললেন যে, তাঁদের মধ্যে যাঁরা "হাল ধরতে নেই" ব'লে হাল লাঙ্গল চাষাতেন না—তাঁরা পুরোনো সংস্কার ছেড়ে হাল চালাবার কাজে নেমে পড়েছেন।

বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি—স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের অনুরোধ এই যে, বিষয়টি এখনো প্রাথমিক স্তরে আছে—এই ব্যাপারে গ্রামাঞ্চলে গুরুতর আকারে বিরোধ সৃষ্টি হবার পূর্বেই, সমস্ত ব্যাপারটি অনুধাবন করে, সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

লোকব্রতী সোসাইটিতে জীবানুসার এসেছে

জীবাণুসার দু-রকম—

এ্যাজেটোব্যাকটার—ধান, গম, সব্জীর জন্য।

রাইজোবিয়াম—মুগ কলাই ও বাদাম, বরবটি ও অন্যান্য ডালের জন্য। এক বিঘায় মাত্র দু প্যাকেট লাগে। উচ্চতরের খুব ভাল নাইট্রোজেন। এক প্যাকেটের দাম ৪।০

রোগ পোকার জন্য—এন, টি ব্যবহার করুন।

...রের এক বছরের খাতরান

দেওয়া হয়েছে এবং আদালতের সমস্ত অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে বিচারালয়ের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।—

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা—সেন্সরশীপ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সংবাদপত্রকে নিজেদের মত প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সংবাদ সংস্থাগুলিকে পুর্জিতন সরকার একটি প্রতিষ্ঠানে (সমবায়ে) পরিণত করে শুধু নিজেদের প্রচার যন্ত্র রূপে ব্যবহার করেছিল তার পরিবর্তন করে চারটি সংবাদ-সংস্থাকে পূর্বের মতো পৃথক করে তাদের স্বাধীন ও প্রতিযোগিতা-...ফিরিয়ে দিয়ে তাদের ক্ষেত্রিয় ফাংশন দেওয়া হয়েছে।

Wanted

Wanted a Science graduate (pure) preferably trained for a deputation vacancy in Raja Nunaram Memorial Jr. High School. Mudali, at Mudali, P. O. Mudali, Dist. Purulia. Apply and come before the selection committee with original certificate and necessary documents on 28-7-78 at 12 a. m.

R. No.—2539/57 মুক্তি (৬) ৩২শে আষাঢ়, ১৯৭৮ W. B./B. K. U 24

Government of West Bengal
Office of the Deputy Commissioner, Purulia.

M. V. SECTION.

Notice under section 47 of the M.V. Act, 1939

As required under section 47 of the M. V. Act, 1939 and having regard to the matters enumerated in section 47, it is notified for general information of all concerned that the Regional Transport Authority, Purulia in its meeting held on 18/19-4-77, 7/8-12-77 and 10-5-78 proposed to grant one substantive stage carriage permit for each of the following routes for a period of 5 years.

Any representation and/or objection that may be made by person providing passenger transport facilities on or near the proposed routes or by any local or police authorities within whose jurisdition the proposed route lies or by any Association recognised by the State Government on this behalf will be received in the office of the undersigned on or before 31-7-78 during office hours.

The representation and/or objection that may be received in this connection will be considered by the Regional Transport Authority, Purulia in its meeting to be held after 31-7-78 and the date time, and place of hearing will be notified in due course.

S. P. Mukherjee
Secretary,
Regional Transport Authority
Purulia.

Dated,
Purulia the July, 1978

Sl. No.	Description of the route.	No. of permits to be issued.
1.	Santaldih to Bankura via Raghunathpur	1 (one) one trip each daily
2.	Purulia to Manbazar via Rajnowagarh	1 (one) "
3.	Kalapathar to Barabazar via Purulia Chakaltore, Bamundiha	1 (one) "
	Chairipihira	1 (one) "
	lia)	1 (one) " L. S.
		1 (one) "
	ih	1 (one) "
	unathpur	1 (one) "
	da, Iloo	1 (one) "
	alimati	1 (one) "
	unkodar,	
		1 (one) "
12.	Arsha to Manbazar via Purulia	1 (one) "
13.	Manbazar to Santaldih via Puncha, Hura, Purulia	1 (one) "
14.	Manbazar to Tulin via Puncha, Hura Purulia	1 (one) "
15.	Nadiha to Manbazar via Purulia, Hura Puncha	1 (one) "
16.	Purulia to Pairachalighat via Hura Rokhera, Parasiya	1 (one) "
17.	Purulia to Manihara via Lodhurka, Kashipur	1 (one) "
18.	Kutni to Purulia via Sindri, Barabazar Bundwan, Chakaltore	1 (one) "
19.	Manbazar to Adra via Purulia Hura Kashipur	1 (one) " with limited stoppage.

রোগ ও কীট-নাশক ঔষধ প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। পুরুলিয়ার বিশেষ সমস্যারূপে ফসল কাটার প্রাক্কালে বৃষ্টির অভাবে গন্ধী-পোকার উপদ্রব অথবা অতি-বর্ষণ হলে শুঁয়া-পোকার আক্রমণ প্রতিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়। জমিতে অণু-খাদ্যের অভাব-পূরণের জন্য মাটি-পরীক্ষা ও সেই অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়।

চতুর্থ দিন

"গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্য্যসূচী" সম্পর্কিত শেষ দিনের আলোচনা-চক্রে জেলা কৃষি আধিকারিক ডঃ নিত্যানন্দ ত্রিবেদী সভাপতিত্ব করেন। বিশ্ব ব্যাঙ্কের কৃষি প্রকল্প অনুযায়ী সারা পশ্চিমবঙ্গকে ছয়টি কৃষি জলবায়ু বিষয়ক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য একটি [illegible]

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা | সোমবার, ২৪শে জুলাই, ১৯৭৮ ৭ই শ্রাবণ, ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

সংখ্যা গুণেই হয়না 'গণ'
—শোনো বিজ্ঞ সব।
'গণের' জন্য চাই সকলের—
প্রাণের অনুভব॥

• • •

জনগণের সংহতিতেই
গণতন্ত্র গড়ে।
তার সঙ্গে মাথার মতো
মাথাটা চাই ধড়ে॥

মহারাষ্ট্র সংবাদ : ইন্দিরা-মামলা সংবাদ : জনতা সংবাদ

মহারাষ্ট্র সংবাদ

মহারাষ্ট্র বিগত আইন সভা নির্ব্বাচনে ইন্দিরা-কংগ্রেস ও রেড্ডি-কংগ্রেস মিলিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় দুই দলে যুক্ত হ'য়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। রেড্ডি কংগ্রেসের শ্রীবসন্ত দাদা পাতিল মুখ্যমন্ত্রী হন। সম্প্রতি রেড্ডি কংগ্রেসের শ্রীশারদ পাওয়ার এক দল এম, এল, এ সহ যুক্ত জোট থেকে বেরিয়ে ঘোষণা করেন যে, ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। রেড্ডি কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এতে রাজী হন না। তাতে শ্রীশারদ পাওয়ার ও একদল রেড্ডি কংগ্রেস এম, এল, এ জনতা পার্টির সহযোগিতায় মন্ত্রিত্ব গঠনে অগ্রসর হয়েছেন। শ্রীশারদ পাওয়ার মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ গ্রহণ করলেন।

ইন্দিরাজী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মামলা সুরু

কেন্দ্রীয় তদন্ত বুরো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর কয়েকজন সহায়কদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্ত বুরো নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ সহ চার্জ্জশীট দাখিল করছেন—দিল্লীর অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের আদালতে। বিভিন্ন দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এ-পর্য্যন্ত দু দফা মামলা দায়ের করা হল। আরো মামলা দায়ের করা হচ্ছে।

জনতা পার্টির রাজ্য কমিটির নূতন সভাপতি

জনতা পার্টির রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন—শ্রীফজলুর রহমান। তিনি সম্প্রতি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্ত্তৃক রাজ্য কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্প্রতি দিল্লীতে গেছলেন। তাঁর সঙ্গে কর্ম্ম সমিতির সদস্যপদে থাকবেন। শ্রীসেন বলেছেন—রাজ্য কমিটির পুনর্গঠনের জন্য যে বিষয়গুলি তিনি চেয়েছেন—তা পূরণ হওয়ায়, তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

কেন্দ্রে জনতা পার্টি সরকারের এক বছরের খতিয়ান

ভারতের জনগণ ১৯৭৭ সালে এক শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে তৎকালীন ইন্দিরা সরকারকে সরিয়ে দিয়ে মার্চ মাসে জনতা পার্টির সরকারকে বরণ করেছিলেন। ১লা মে ১৯৭৭-এ দেশের পাঁচটি বড় বড় রাজনৈতিকদল দেশের বৃহত্তম স্বার্থে নিজেদের অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে জনগণের ইচ্ছানুসারে "জনতা পার্টি" রূপে পরিণত হয়েছিল। জুন, ১৯৭৭ এ বিধানসভা নির্বাচনে আবার অনেক রাজ্যে জনতা সরকার গঠিত হয়েছে।

প্রাক্ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই এক বছরে কেন্দ্রে জনতা সরকার কি কি কাজ করেছে তা জনগণ ও জনতা পার্টির কর্মীরা স্বভাবতই জানতে আগ্রহী। তাঁদের অবগতির জন্য এই পুস্তিকা জনতা যুব মোর্চা পঃ বাংলা রাজ্য কমিটি কর্ত্তৃক প্রকাশ করা হচ্ছে।

গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা—দেশে যে দু'রকম জরুরী অবস্থা জারী করে সব রকম স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল, তা বাতিল করে গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

মৌলিক অধিকার—নাগরিকদের মৌলিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

রাজবন্দী মুক্তি এবং মিসা আইন বাতিল—মিসা আইন বাতিল করে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী এবং বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আদালতের সমস্ত অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে বিচারালয়ের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা—সেন্সরশীপ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সংবাদপত্রকে নিজেদের মত প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সংবাদ সংস্থাগুলিকে পূর্ব্বতন সরকার একটি প্রতিষ্ঠানে (সমাচার) পরিণত করে শুধু নিজেদের প্রচার যন্ত্র রূপে ব্যবহার করেছিল তার পরিবর্ত্তন করে চারটি সংবাদ-সংস্থাকে পূর্বের মতো পৃথক করে তাদের স্বাধীন ও প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

আকাশবাণী ও দূরদর্শন—বিগত সরকার আকাশবাণী, দূরদর্শন এবং ছায়াচিত্রগুলিকে পুরোপুরিভাবে সরকার এবং সরকারী দলের সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহার করে আসছিলেন। বিরোধী দলের লোকেদের এগুলির মাধ্যমে প্রচারের কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু জনতা সরকার একে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে সরকারী ও বেসরকারী সকল দলের নেতাদের এগুলি ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছেন। অধিকন্তু এই সংস্থাগুলিকে সরকারী আওতার বাইরে এনে একটি "স্বয়ংশাসিত" সংস্থারূপে পরিণত করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করেছেন।

চাকুরীতে পুনর্বহাল—গত বেশ কয়েক বছর থেকে বিশেষতঃ জরুরী অবস্থার সময় অন্যায়ভাবে হাজার হাজার লোককে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ঐ সমস্ত কর্মীদের জনতা সরকার পুনর্বহাল করেছে। [২য় পাতায় দেখুন]

বোনাস—আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করে বোনাসের হার কমিয়ে মাত্র ৪ শতাংশ করা হয়েছিল; কিন্তু ১৯৭৭ সালে স্থানীয় বোনাসের দাবী মেনে নিয়ে ৮·৩৩ শতাংশ বোনাস দেওয়া বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাই দেওয়া হচ্ছে।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্প—মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করার অছু হাতে ইন্দিরা সরকার সমস্ত মানুষের জীবিকা থেকে "সি, ডি, এস,"-এর টাকা কেটে নিয়েছিলেন কিন্তু জনতা সরকার সেই সমস্ত টাকা ফেরৎ দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে না কাটবার ব্যবস্থা করেছেন।

অন্ত্যোদয় পরিকল্পনা—গত বছরে রাজস্থানে চালু করা অন্ত্যোদয় পরিকল্পনাকে এই বছর সমস্ত জনতা শাসিত রাজ্যে চালু করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনার প্রতিটি গ্রামের সবচেয়ে গরীব পাঁচটি পরিবারকে প্রতি বছর বেছে নেওয়া হবে এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তাদের আর্থিকভাবে স্বয়ং-নির্ভরশীল করার চেষ্টা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে যে এই পরিকল্পনার দ্বারা প্রতিটি পরিবারকে সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে প্রত্যেক বছরে ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের ৩৫ লক্ষ পরিবার বা দেড় কোটি মানুষকে স্বয়ং নির্ভরশীল করা যেতে পারবে।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য—কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের বিনিময়ে খাদ্য যোজনা গত বছর পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং উত্তর প্রদেশে আরম্ভ করা হয়েছে। এবং এই বছরে সমস্ত দেশের প্রতিটি রাজ্যের ২টি জেলায় তা সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনায় গ্রামের ভূমিহীন গরীব মজুরকে নিজের গ্রামে কিম্বা নিজের গ্রামের পাশে কাজ দিয়ে ৬ ঘণ্টা শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে ২ কিলো খাদ্যশস্য এবং নগদ এক টাকা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে মত খাদ্য লাগবে তা কেন্দ্রীয় সরকার দেবে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশ ভিত্তিক খাদ্য বরাদ্দের যে ব্যবস্থা করেছে তাতে পশ্চিম-বঙ্গের বরাদ্দ সব চাইতে বেশী। এই প্রকল্পে যে উন্নয়নমূলক কাজ হবে তার উদ্দেশ্য হবে, প্রতিটি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা, প্রতিটি ক্ষেতের সেচের ব্যবস্থা, প্রতিটি গ্রামকে জেলা সদর শহরের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য রাস্তা তৈয়ারী এবং প্রতি গ্রামে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি স্বাস্থ্য-কেন্দ্র তৈরী করা। এই উদ্দেশ্যে এই বছর সম লক্ষ টন গম বিতরণ করার ব্যবস্থা হয়েছে। জনতা সরকারের উদ্যোগে আগামী ৮/৯ বছরের মধ্যে প্রত্যেকটি গ্রামের প্রতিটি বেকার যুবককে এই পরিকল্পনার আওতায় কাজ দেওয়া সম্ভব হবে।

গ্রাম ভিত্তিক অর্থনীতি—ভারতের ৮০ ভাগ লোক গ্রামে ও ২০ ভাগ লোক শহরে বাস করে। কিন্তু গত ৩০ বছরের মোট বিনিয়োগের ৮০ ভাগ অর্থ ব্যয় হয়েছে শহরের লোকদের জন্য এবং ২০ ভাগ অর্থ ব্যয় হয়েছে গ্রামের লোকেদের জন্য। এর ফলে শহরের কিছু কিছু উন্নতি হলেও গ্রামের মানুষের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। জনতা সরকার, গান্ধিজী, পণ্ডিত দীনদয়ালজী এবং ডাঃ রাম মনোহর লোহিয়ার নির্দেশিত পথে দেশকে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে স্বনির্ভর করার জন্য সরকার সচেষ্ট হয়েছেন। ছোট ছোট শিল্পে যে সব জিনিস উৎপাদন করা যেতে পারে সে সব ক্ষেত্র থেকে বড় উদ্যোগকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বড় বড় শিল্পে শুল্ক এবং বিক্রয়কর প্রভৃতি যে সব সুবিধা দেওয়া হোত তা ধীরে ধীরে কমিয়ে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেবার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন।

কন্ট্রোল ও কর্ডনের অবসান—গমের ওপর কন্ট্রোল ও কর্ডন তুলে দিয়ে সমস্ত দেশে অবাধে গম চলাচলের ব্যবস্থা করে জনতা সরকার একদিকে ক্রেতা ও অপরদিকে উৎপাদক কৃষকের উপকার করেছেন। এর ফলে ক্রেতা সস্তায় গম পাচ্ছে, আবার কোন অনাবৃষ্টিগ্রস্ত অঞ্চলে যাতে কৃত্রিমভাবে কৃষককে কম দামে বেচতে বাধ্য না করতে পারে তার জন্য ১১২·০০ টাকা কুইন্টাল দরে গম কেনার ব্যবস্থা করেছেন। এর ফলে রেশনের দোকানের নিকট গম বেচে বাজারে ভালো গম সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক এই নীতি অনু-যায়ী সরকার ধান চালের ওপরও বাধা নিষেধ তুলে দিয়েছেন এবং চালের দর অন্তত বছরের তুলনায় কমে গেছে, এর ফলে দুর্নীতি কমবে। এক-মাত্র সি, পি, আই (এম) সরকার এই ব্যবস্থা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য পশ্চিম বঙ্গের জনগণ এর সম্পূর্ণ সুফল লাভে বঞ্চিত হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলকে যেমন অত্যন্ত লেভী দিতে হচ্ছে না; তেমনি ক্রেতাকে অত্যন্ত দামে কিনতেও হচ্ছে না। সরকার কৃষকের সাহায্যে এগিয়ে আসায় এবং সার প্রভৃতির মূল্য হ্রাস করায় ও সেচের জন্য জলের ব্যবস্থার ফলে কৃষকও অধিক ফসল ফলাতে উৎসাহ পাচ্ছে এবং দেশের খাদ্যের জন্য গম নির্ভরতার অবসান হচ্ছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য—ছয়টি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনা হচ্ছে। এগুলি বিলি করার জন্য ৪৫ হাজার লোক প্রতি একটি লোকানের ব্যবস্থা হচ্ছে। এই ৬টি দ্রব্য হোল—চাল, গম, চিনি, সরিষার তৈল, কেরোসিন তেল ও ডাল। আমরা সবাই জানি উপরোক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে ডাল ছাড়া সব জিনিসের দাম গত বছরের তুলনায় নেমে এসেছে।

রেল—প্রতি বছর রেলে ঘাটতি হোত। কিন্তু জনতা সরকার আসার পর শুধু গত বছরেই পঞ্চাশ কোটি টাকা লাভ হয়েছে। এবছরের বাজেটে ২০ কোটি টাকা বাড়তি আয় হচ্ছে। এই দু'বছর কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ত কর্ম শোধ দেওয়া হচ্ছে। এর আগে প্রতি বছর ভাড়া বাড়ানো হোত, কিন্তু জনতা সরকার আসার পর আর ভাড়া বাড়ানো হয়নি। উপরন্তু ছিন্নাবেদন, সাটচর্য টিকেট প্রভৃতির দাম কমানো হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে গদী ও অতিরিক্ত পাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কয়েকটি নূতন দ্রুতগামী ট্রেন চালু করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর বগী বাড়ানো হচ্ছে না—শুধু দ্বিতীয় শ্রেণীর বগী বাড়ানো হচ্ছে। একটাকায় জনতা খাবার ও দুরন্তামী ট্রেনে দুই টাকা দিলে বিছানা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া যাত্রীদের পানীয় জল ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বড় বড় ষ্টেশনে রিজারভেশন কাউ-ণ্টারে কম্পিউটার বসানো হচ্ছে যাতে দুর্নীতি ও যাত্রী দর হয়রানি কমে।

পররাষ্ট্র নীতি—পূর্বে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি ভুল ঘেঁষা ছিল, কিন্তু বর্তমানে প্রকৃত জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, নেপাল, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের সাথে এখন শান্তিপূর্ণভাবে বিবোধ মিটিয়ে ফেলা হচ্ছে। আমেরিকা, রুশ ও চীন দেশের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হচ্ছে।

শিক্ষা—সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের দ্বারা শিক্ষাকে যুগ্মতালিকার (Concurrent list) ব্যাপার বে আগেকার করা হয়েছিল জনতা সরকার তার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কতকগুলি মৌলিক সবিষয়ের প্রধানী করেছেন। শিক্ষাকে রাজ্যতালিকায় আনা হয়েছে। আঞ্চলিক স্তরে বয়স্ক শিক্ষা গঠন গঠিত হয়েছে। শিক্ষা খাতে অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে সংস্কৃতি, পুরাতত্ত্ব এবং জনকল্যাণ খাতেও বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ্য পুস্তকের ব্যবসা করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ—ভারতবর্ষের গ্রামে বসবাসকারী ৮০ ভাগ জনগণের কাছে চিকিৎসা ও পারবার কল্যাণের সুযোগ পৌঁছে দেবার জন্য জনতা সরকার এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে ব্লককে এই পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে। এই রূপ প্রতিটি ব্লকে দুই হাজার যুবক যুবতীকে প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান অর্জনের জন্য তিন মাসের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই প্রশিক্ষনীয় ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি, আয়ুর্বেদ হাসপাতালের উপর বিশেষ দৃষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

শিল্প পরিকল্পনা—জনতা সরকার ব্যাপক শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে কৃষির উপর থেকে জনবৃদ্ধনের ভিড় কমানোর চেষ্টা করছে এবং এর মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে দেশের ১২০টি জেলায় শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং এ বছরের মধ্যেই আরও ২৮০টি জেলায় শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হবে। জনতা সরকার ইতিমধ্যেই কয়েক শত ক্ষুদ্র শিল্পকে সরকারী পরিচালনায় আওতায় এনেছে এবং এর দ্বারা কয়েক লাখ অতিরিক্ত কর্মচারী উপকৃত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ব্লকে খাদ্যোপযোগী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্থাপনা করা হচ্ছে এবং এই বাবদে ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া হচ্ছে।

[এর পাতার দেখুন]

মুক্তি

৭ই শ্রাবণ—১৩৮৪, সোমবার

জনতা পার্টির গুরুদায়িত্ব

এবারে জনতা পার্টি বিষয়ে কিছু লিখছি। আমাদের এই সুদূর পাবব বঞ্চিত দেশের মানুষের বক্তব্য কিম্বা নিবেদনের উপরিউদ্বেরে কাছে পৌঁছেবার কোনো আশা আছে বলে মনে করি না। কিন্তু গণতান্ত্রিক জীবনে—স্বাধীন জীবনে—সেই পরিবেশ গড়ায়ই উচিত মনে করি।

জনতা পার্টি আজ সর্বভারতীয় বিশাল দায়িত্ব বহন করছেন। সেই বিশাল দায়িত্বের উপযুক্ততা প্রমাণিত হ'তে পারবে, যদি তাঁরা কোনো কোনায় জনতা পার্টির বিভিন্ন শাখাগুলি সমূহ দায়িত্বভাবে সক্রিয় হ'য়ে, নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের পরিচয় দিতে পারেন।

এই সর্বভারতীয় সংগঠনের দিকেই জনতা পার্টির সবচেয়ে বেশী শক্তি নিয়োগ করা দরকার ছিল। এ বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা খুবই গাফাপ। পুরুলিয়া জেলার অবস্থাও ওথৈবচ। জনতা পার্টির পুরুলিয়া শাখা যদি সুসংহত, সক্রিয়, উদ্যোগপূর্ণ থাকতো তা হলে আমরা আশা করতে পার-তাম যে, আমাদের বক্তব্য, আমাদের সমালোচনা, আমাদের অভিযোগ, আমাদের নিবেদন প্রভৃতি ভালভাবে তুলে ধ'রে, অথানৈতিক জনতা-শাখা তাঁদের কেন্দ্রীয় শক্তির যেখানে যাকে নাড়া দেওয়া দরকার তা নিশ্চয়ই দিচ্ছেন।

কিন্তু আজ সে ভরসা আমরা করতে পারছি না। আমাদের এই কথায় জনতা পার্টির পুরুলিয়া জেলা কমিটি কিছু মনে করলেও, তা না বলে পারছি না। পুরুলিয়া জেলা কমিটি আমাদের যদি আজ ভরসা দিতে পারেন যে, তাঁরা সক্রিয়ই আছেন এবং তাঁদের প্রতি ন্যস্ত পার্টির দায়িত্বসমূহ যোগ্য-ভাবে সঙ্গেই তাঁরা পালন করছেন—তাহ'লে আমরা জনতা পার্টির প্রতি আমাদের বক্তব্য সমূহ নিয়মিত ভাবে খুলে বলতে ভরসা পেতে পারি।

সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছ থেকে জনতা পার্টি যে অদ্ভুত ও অকূর্ত সমর্থন পেয়েছিলেন—পার্টির পক্ষ থেকে সর্বাঙ্গীণ তার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত ছিল। ভারতের কোনায় কোনায় সৎ ও নির্ভরযোগ্য মানুষ খুঁজে তাঁদের ওপর পার্টির দায়িত্বভার দেওয়া উচিত ছিল। এই বিশাল কাজকে রূপ দেওয়ার জন্য পার্টির অগণ্য সারিবদ্ধ কর্মেরজন নেতাদেরই এই কাজের ভার নেওয়া উচিত ছিল—শাসক কাজের দায়িত্বের ভেতর না গিয়ে। কিন্তু তা হোল না। তাছাড়া, কর্মভারতীয় নেতাদেরই উচিত ছিল জনতা সংগঠন গড়ে তুলতে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ানো—ঘটকা বারিনীর মতো। কিন্তু এই কর্মধারাও নেওয়া হোল না।

সবচেয়ে দুঃখজনক হোল—আদর্শের দিক থেকে,—দলীয় সংহতির দিক থেকে, দলের মধ্যে সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করার দিক থেকে, জনতা পার্টির যে পরিষ্কার চেহারা সামনে উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে ওঠা উচিত ছিল—তাও হল না। গ্রিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন কুশাসনে অতিষ্ট জনসাধারণ যে অভাবনীয় মুক্তির আশ্বাস পেয়েছিল—তার সঙ্গে জনমনে যে গভীর আশা আকাঙ্ক্ষা জেগে গিয়েছিল—তার জন্যও কেউ কিছু ভাবেন না। সে জন্য পার্টির মধ্যে তুচ্ছ কলহ, অযুক্তের মত বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি দলের কেন্দ্রীয় স্তরে ঘটতে দেওয়া জনতা পার্টির সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত নেতাদের পক্ষে আদৌ উচিত হয়নি।

শ্রীজগজীবনরাম অত্যন্ত সাধারণ স্তরের মানুষের মত আচরণ করেছেন বাবস্থার দলের সম্পাদ্য করেছেন—একথা নিঃসন্দেহ। শ্রীচরণ সিংহের আচরণও খুবই আপত্তিজনক হয়েছে সত্য। তাতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের আঘাত লাগবারও কারণ ঘটেছে—তা সত্য। কিন্তু বর্ত-মানে শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের যে আসন এবং আদর্শবাদী গান্ধীবাদী বলে তাঁর যে দেশ জোড়াখ্যাতি তাকে জনতার বর্তমান অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁর কথা-বার্তা, আচরণ, মানসিক প্রতিক্রিয়া বহুক্ষণ নেওয়া উচিত ছিল—তার পরিচয় আমরা পেলাম না। আমরা তাঁদের পার্টির এই সংকটে তাঁর কাছ থেকে আরো যোগ্যতর নেতৃত্বের আশা করেছিলাম।

শ্রীচন্দ্রশেখরও জনতা পার্টির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আসনে উপবিষ্ট। তিনি জনতা পার্টির সাধারণ সভাপতি। জনতার মধ্যবিত্ত সব শ্রেণীকে সাম্প্রদায়ার কাছে তাঁর দিক থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভূমিকা দেবার কথা ছিল। —কিন্তু মনে হল তিনিও যেন দলের মধ্যে একটা গ্রোপির প্রতিনিধি হিসাবে মধ্যে জড়িত হয়ে পড়লেন।

পশ্চিমবঙ্গে জনতা পার্টির কাজকে গড়ে তোলবার জন্য কেন্দ্রের দিক থেকে এবং রাজ্যের নেতৃবৃন্দের দিক থেকে যে সুযোগ পরিচালনার প্রয়োজন ছিল—সেই দায়িত্ব উভয়ের দিক থেকে পালন করা হল না। উভয় দিক থেকেই সৃষ্ট হয়ে, নানা মানসিক দ্বন্দ্বের পরিবেশে দলের সাংগঠনিক ব্যাপারটা অত্যন্ত গোলমেলে ও জটিল হয়ে পড়ল।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একজন দীর্ঘকালের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জননেতা। সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি যে সব কথা বলছিলেন এবং যে ভাবে কাজ কর্ম পরিচালনা করতে চাইছিলেন—সে সব বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের কিছু অংশের বিরূপ মনোভাব থাকলেও, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে বোঝবার বা তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করবার কোনো চেষ্টা হল না—সেটা অত্যন্ত দুঃখের। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকালীন বিস্তির জন্যে দিক থেকে তাঁর সঙ্গে বিস্তির আচরণ ক'রে তাঁকে আরো বিরূপ ক'রে তোলা হল। অথচ সমগ্র জনতা পার্টির সাধারণ কর্মীর ধারণা এই যে, তাঁকে না হলে পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন রাষ্ট্রিতভাবে চলবে না।

অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা গেল—আদর্শের দিক থেকে, নীতির দিক থেকে, নিজের অভিমতের দিক থেকে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন যেভাবে নিজের বক্তব্য কথার প্রয়োজন বোধ করছিলেন—তাঁর দিক থেকেও, যদি তিনি সে সব বিষয় বক্তব্য করার আগে দলের চিন্তাশীলদের সঙ্গে ভাল ক'রে কথাবার্তা করতেন এবং তাঁর কর্মধারা বিষয়ে দলের বরুনদের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যদি কর্মকৌশলের দিক থেকে খানিকটা ঘুরে সয়ে অগ্রসর হতেন—তাহলে পশ্চিম বঙ্গের পার্টি পরিস্থিতি কম জটিল হোত ব'লে আমাদের মনে হয়।

শ্রীসেনের দিক থেকেও একটা কথা মনে রাখা উচিত ছিল যে, নিজের অভিমত, নিজের সত্য ধারণার কথা দিক থেকে চলাও যেমন মনের তাগিদ আছে—তেমনি সংগঠনে সেই সব কাজের সাফল্যের জন্য সংঘ শক্তির প্রয়োজনও গভীর রয়েছে। মানুষ যে দলে প্রথার আসন পান—সেই দলে নানা মতান্তরের মধ্য দিয়েই সেখানে সামঞ্জস্য ক'রে তাঁকে নেতৃত্ব দিতে হয় এবং তার শক্তিতেই নিজের নেতৃত্বের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়। এ দিকটার কথা শ্রীসেন তলিয়ে দেখেন নি ব'লেই আমাদের মনে হয়েছে।

ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। জনতা পার্টিকে বিশাল ক্ষেত্রে নিজের সংগঠন গ'ড়ে তোলার গুরু দায়িত্ব নিতে অগ্রসর হতে হয়েছে। এ কোন বিশাল ক্ষমতাসীনদলের মধ্যে অগণিত সুযোগ সন্ধানীরা ঢুকে পড়বে—তা স্বাভাবিক কথা। কাজে এক বলেই অধিকাংশ লোকের দলে ঢোকাতে হবে—দলের বর্তমান সুবিধে ও প্রভাবের কথা ভেবে—এটা যে কোনো দলের পক্ষে অত্যন্তস্বাভাবিক কথা। এই সুবিধের লোভ সম্বরণ ক'রে, পার্টির অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পরিষ্কার রাখার যে প্রয়োজন ছিল—মনে হচ্ছে জনতা পার্টি গোড়া থেকেই এ বিষয়ে সচেতন হতে পারেন নি। এই লক্ষ্য আরো প্রয়োজন ছিল এই কারণে যে, জনতা পার্টি মনে করেন—তাঁরা অধীনেরের বাহক ও বাহক।

সারা দেশের শাসন জীবন গ'ড়ে তোলার গুরু দায়িত্ব বহনের পাশা-পাশি, জনতা পার্টির বড়ো কাজ ছিল—সাংগঠনিক জীবনে ব্যক্তি মনোভাব সমূহ গড়ে তোলার গুরু পরিষ্কার দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম গ'ড়ে তোলা। এই কাজ সব চেয়ে ভাল ভাবে গ'ড়ে তোলা দরকার ছিল—

পার্টির কেন্দ্রীয় স্তরে। কিন্তু তা হয়নি বলেই আমাদের ধারণা হয়েছে। সেই পরিবেশ ছিল না বলেই পার্টিতে বহু বিসদৃশ ব্যাপার ঘটেছে। যতই নিজেদের মধ্যে গোলমাল ঘটে থাক—শ্রীদেশাই ও শ্রীচরণ সিং দুজনে দলেই আছেন। তা সত্ত্বেও, দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎকার আজ কত দুর্লভ ও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। দুজন সর্ব্বোচ্চ নেতার মধ্যে আলাপ আলোচনার জন্য এক বৈঠকের ব্যবস্থা করতেই পার্টির কত কেন্দ্রীয় নেতাকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। কোনো দলের সাংগঠনিক জীবনে এহেন পরিস্থিতি আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতাদের লড়াইটা নীতির লড়াইরূপে দেখা দেয়নি। ব্যক্তিগত আক্রোশের রূপ পরিগ্রহ করেছিল—সেটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। জনতা পার্টিকে আজ টিকে থাকতে হবে—দেশের গণতন্ত্রকে যথার্থ রূপ দিতে হবে। কংগ্রেসী আমলের ভয়াবহ স্বৈরতন্ত্রের হাত থেকে জনতা পার্টি দেশকে বহু গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন। তারজন্য দেশবাসী কৃতজ্ঞ।

কিন্তু এখনো দেশের সমগ্র রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকে যথার্থ গণতান্ত্রিক রূপ দিতে বাকি। তাছাড়া দেশের জীবনে এখনো যে শোষণ, বৈষম্য ও দুর্নীতির স্রোতধারা চলেছে, তার বিষয়ে বলতে গেলে কিছুই এখনো হাত দেওয়া হয়নি। তারই লক্ষ্যে একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা এখনই তৈরী করা প্রয়োজন।

সুতরাং জনতা পার্টিকে আজ ভালভাবে টিকে থাকতে হবে এবং নিজেদের দোষ ত্রুটি পর্য্যালোচনার কাজে এবং সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনার কাজে দেশের যাঁরা বন্ধুভাবে সহায়তা দানে উৎসুক—তাঁদের সহায়তা আহ্বান করতে হবে। এই সব কাজে জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় বা রাজ্য কমিটির যেমন, তেমনি জেলা স্তরের দলগুলিরও ভূমিকা মস্ত বড়ো—এ কথা যেন জনতাপার্টির সংশ্লিষ্ট সকলে মনে রাখেন—এই বিনীত অনুরোধ।

মুক্তির 'কলমের' বিরুদ্ধে অভিযোগ

মুক্তির বিরুদ্ধে আর একটি যে অভিযোগ সম্প্রতি করা হয়েছে—তার কথা এখন বলি।

সি, পি, এমের বিশিষ্ট কর্ম্মী ব'লে আমার কাছে পরিচিত একজন ব্যক্তি সেদিন মুক্তি অফিসে এসেছিলেন কোনো এক কাজের সূত্রে। তিনি আমাকে বলছিলেন যে, আপনার হাতে কাগজ কলম আছে—আপনি একের পর এক যা খুশী মিথ্যে প্রচার ক'রে চলেছেন। আমি তাঁকে যা উত্তর দিয়েছিলাম—এখানে সেই কথাই আবার বলছি। আমি বলেছিলাম যে, একটা বড়ো পার্টির হাতে নিশ্চয়ই কাগজ কলম থাকবার কথা। মুক্তি যদি মিথ্যে প্রচার ক'রে চলেছে তবে সেই কাগজ কলম চুপ ক'রে আছে কেন? মুক্তির মিথ্যে প্রচারের কাজকে তো তাঁরা উদ্ঘাটিত ক'রে দিতে পারেন।

একটা বিষয় তো এই জেলার সবাই দেখেছেন যে, মুক্তির কোনো লেখার যদি কেউ প্রতিবাদ পত্র মুক্তিতে পাঠিয়েছেন—মুক্তিতে সেই প্রতিবাদ পত্র সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে নিজেদের উত্তরও দেওয়া হয়েছে। এমন কেউ আছেন কি—যিনি বলতে পারেন—মুক্তির লেখার প্রতিবাদ পাঠিয়ে কোনো ফল হয়নি। যাঁরা মনে করছেন—মুক্তি মিথ্যে প্রচার করছে—তাঁরা কষ্ট ক'রে প্রতিবাদ পত্র পাঠান—আমরা সাদর আহ্বান জানাচ্ছি।

মুক্তিতে যাঁরা সংবাদ বা চিঠিপত্র পাঠান সব কিছু তদন্ত ক'রে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। তবে সাধারণভাবে দেখে নেওয়া হয়—সে সব বিশ্বাস যোগ্য কিনা। ওসবের মধ্যে ভুল থাকতে পারে। কেউ সে সব ধরিয়ে দিলে—আমরা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করব।

তবে যে সব লেখার জন্য আমরা সাক্ষাৎভাবে, গুরুতরভাবে দায়ী হতে পারি—তা হচ্ছে—আমাদের কলমে লেখা আমাদের নিজস্ব মুক্তি, নিজস্ব অভিমত, সমালোচনা প্রভৃতি। এ সবের মধ্যে যদি অসত্য থাকে—অযুক্তি থাকে—অপভাষণ থাকে,—কটূক্তি থাকে—কুরুচিপূর্ণ ভাবের প্রকাশ থাকে—তাহলে নিশ্চয়ই অপরে আমাদের গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারেন। এ রকম কোনো কিছু অপরাধ আমরা করেছি কিনা—নিজেরা বুঝতে পারছি না। সি পি এমের বন্ধুরা বা বামফ্রন্টের শরিকরা এ বিষয়ে কিছু বলবার রয়েছে যদি মনে করেন নিশ্চয়ই জানাবেন। আমরা মুক্তির পাতায় তার প্রকাশ দান করব। এবং ঐসব বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য রাখবো—ভুল উপলব্ধি করলে তা স্বীকার করব।

চিঠিপত্র

রামকৃষ্ণ মিশনের একটি আচরণের উত্তর

মহাশয়!

আমার এই চিঠি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করলে বাধিত হব।

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আমি একটি টাইপ করা চিঠি পাই। চিঠির নং C/30/56/78 তাং ১০-৭-৭৮ চিঠিতে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল জ্ঞাত করা হয়েছে। প্রতিটি ছাত্রের নাম—ডিভিশন ও মোট প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া আছে। মোট ৭৭ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছে—তন্মধ্যে ৬৯ জন প্রথম বিভাগে ও ৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে। ২৪টি ছাত্র ষ্টার মার্ক পেয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ আমার মত সকল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে এই চিঠি প্রেরণ করেছেন এটা সহজেই অনুমান করা যায়। এ বছরই রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়নি। পূর্বেও দিয়েছে এবং পরীক্ষার ফলাফলও জেলার অন্যান্য স্কুল থেকে অনেক ভাল হয়েছে। পূর্বেও প্রথম দশজনের মধ্যে প্রায় প্রতি বছর স্থান লাভ করেছে। জেলার সকল স্কুলের শিক্ষকগণ জানেন যে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ফলাফল বরাবরই ভাল হয় এবং ভবিষ্যতেও হবে। তাতে আমরা সকলেই আনন্দিত।

কিন্তু এ বছরের মত ইতিপূর্ব্বে কোন বছরেই এই জেলার প্রতি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে এভাবে পত্র দ্বারা পরীক্ষার ফল জ্ঞাত করা হয়নি। তবে এবছরে এভাবে জ্ঞাত করার উদ্দেশ্য কি হতে পারে? অন্যান্য বিদ্যালয়কে অবজ্ঞা করা?

ভারতবর্ষের এক অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদের ছেলেদের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, সাউথ পয়েন্ট লা মার্ট প্রভৃতি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করার জন্য প্রবল প্রতিযোগিতা দেখতে পাওয়া যায়। যে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ভাল হয় সেখানে সকলেই ছেলেমেয়েদের পড়াবার আগ্রহ পোষণ করে থাকেন কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি বিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য দেশের ৯০% লোক বিরত হন এই কারণে যে সেখানে পড়াবার আর্থিক সামর্থ্য তাঁদের নেই। সাধারণ ভাবে সকলেই জানেন যে মিশনে ছেলে পড়ান একটা সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি এবং অভিভাবকগণ তাতে গর্ব্ব বোধ করেন এবং আর্থিক প্রশ্নের দিক দিয়ে দুরূহ ব্যাপার।

ভর্ত্তির সময় কত ছেলে সেখানে ভর্ত্তির পরীক্ষা দেয় এবং তাদের মধ্যে কতজনকে ভর্ত্তি করা হয়? কজন দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে বিনা ব্যয়ে পড়ান হয়? বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণরূপে আবাসিক। সেখানে ছাত্রদের মাসিক ব্যয় কত? তবে একথা শুনেছি বিদ্যাপীঠের প্রতিটি ছাত্রের লেখাপড়ার প্রতি শিক্ষকগণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করে থাকেন এবং সেজন্য তাঁরা উপযুক্ত অতিরিক্ত ভাতা পান। শিক্ষকদেরও বিদ্যাপীঠের মধ্যে কোয়ার্টার আছে। বিভিন্ন খাতে শিক্ষা দপ্তর থেকে প্রতি বছর কত টাকা অনুদান দেওয়া হয় তা আমার জানা নেই।

মিশনের স্বামীজী পুরুলিয়া জেলার গ্রাম্য বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সম্পর্কে কতটা অবহিত আছেন তা আমি বলতে পারি না। তবে আমি আমার দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে দেখেছি যে, গ্রাম্য ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশের বেতন দেওয়ার ক্ষমতা নেই। দুবেলা পর্য্যাপ্ত আহার নেই—গ্রাম্য জীবনে পড়ার পরিবেশ নেই—ঘরের কাজকর্ম-চাষাবাদ-গোচারণ ইত্যাদি যথাসাধ্য করতে হয় তারপরে তারা পড়াশুনা করে থাকে স্কুলে যতটুকু শেখে তার বাইরে কোথাও আর কিছু শেখবার উপায় নেই। এমন ছাত্রও দেখা যায় না খেয়ে স্কুলে এসে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে তবুও এখানকার ছাত্রদের স্বভাব এত সুন্দর যে স্কুলে কখনও বলে না যে, না খেয়ে এসেছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি।

আমাদের সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ভর্ত্তির প্রতিযোগিতা নেই—প্রতিটি ছাত্রকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে অতিরিক্ত শিক্ষা দেবার আর্থিক আনুকূল্য নেই—ছাত্রদের লেখাপড়ার Tradition নেই—শিক্ষকদের মাসিক বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা নেই—আবাসিক সুযোগ নেই। এহেন প্রতিকূল পরিবেশে আমাদের ছাত্ররা যখন পরীক্ষায় পাশ করে এবং আশাতিরিক্ত ভাবে প্রথম বিভাগে বা দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে তখন আমরা নিজেরাই নিজেদের বিদ্যালয়ের ফলাফল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি। ঢাক পিটিয়ে ফলাফল প্রকাশ করার নামে অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বা অন্য বিদ্যালয়কে অবজ্ঞা করার স্পর্দ্ধা কল্পনাও করি না।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের মত এত আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সুব্যবস্থা এই জেলার অন্য কোন বিদ্যালয়ে আছে কি? এত সুব্যবস্থা থাকা স্বত্বেও এবং এত ছাত্র বাছাই করে ভর্ত্তি করার পরেও এই বিদ্যাপীঠে একজন ছাত্রও দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে কেন? এই জেলার কয়টি আদিবাসী ও তপশীলি ছাত্র অথবা অনুন্নত সম্প্রদায় বলে অভিহিত শ্রেণীদের কয়টি ছাত্র বিদ্যাপীঠ থেকে পাশ করেছে?

প্রতি ছাত্র পিছু এই জেলার অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চেয়ে ব্যয় কত বেশী হয়ে থাকে? সরকারী তরফ থেকে অন্যান্য বিদ্যালয়ের চেয়ে কি কি অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা পান সেগুলি তাঁরা প্রকাশ করবেন কি?

পরিশেষে সবিনয়ে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের কর্তৃপক্ষকে জানাই যে, আমি (এবং আমার মত অনেক প্রধান শিক্ষক মহাশয়) গ্রামের দরিদ্র, অবহেলিত ও অশিক্ষিত ঘরের ছাত্রদের শিক্ষার পরিবেশ বিহীন ও আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যেও যদি প্রতি বছরে ৫/১০টি ছাত্রকেও পরীক্ষায় পাশ করাতে সক্ষম হই—এমন কি সপ্তম অষ্টম শ্রেণীর মান পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে সমর্থ হই তবেই নিজেদের শিক্ষক হিসেবে সার্থক মনে করি। "রূপোর চামচে" মুখে নিয়ে যে সব ছাত্র রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে পড়ে তারা আরও ভাল ফললাভ করুক, ভবিষ্যতে উন্নতি করুক কামনা করি কিন্তু তাতে আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত নই। মাটিতে অন্ধকারে যে ছেলেরা অনাদ্রিতভাবে পড়ে আছে তাদের একজনকেও যদি দাঁড় করাতে পারি তবেই আমি ও আমার শিক্ষকরা "স্বামী বিবেকানন্দের" আদর্শকে যথার্থ রূপায়িত করছি বলে মনে করি—এর বেশী ফলাফল আমাদের কাম্য নেই।

বিনীত—
বিশ্বতোষ সেনগুপ্ত
প্রধান শিক্ষক
ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ,
বান্দোয়ান।

তাং ১৭ই জুলাই,
১৯৭৮

খেলার সংবাদ ও কয়েকটি অভিযোগ

মহাশয়,

বি. এফ. পরিচালিত শঙ্করীপদ স্মৃতি শীল্ডের খেলাটি এ বছর লীগ প্রথার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। মোট প্রতিবেশী দলের সংখ্যা ছিলো ৬টি। বি, এফ, ক্লাব, টাউন ক্লাব, কেতিকা দল, ষ্টার ক্লাব, সুভাষ ক্লাব ও আগুয়ান ক্লাব। বি, এফ. ক্লাব ৮ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ান ও কেতিকা দল ৭ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স হয়। ষ্টার ক্লাবও ৭ পয়েন্ট পায় কিন্তু গোল দেওয়ার সুবাদে কেতিকা দল রানার্স হয়। প্রতিটি খেলাই খুবই উপভোগ্য হয়।

বি, এফ, ক্লাব পরিচালিত অশোক সরকার স্মৃতি শীল্ডের খেলাটিও লীগ প্রথার মাধ্যমে শুরু হয়। প্রতিযোগীতা শেষ হওয়ার আর মাত্র ৭টি খেলা বাকী। গত ৮ তারিখে টাউন ক্লাব 'বি' এবং বি, এফ, ক্লাব খেলার সময় খেলাটি পরিত্যক্ত হয়। খেলার ফলাফল যখন ১—১ তখন প্রথমার্দ্ধের ১১ মিনিটের মাথায় মারাত্মকভাবে পা চালানোর ফলে টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে বি, এফ, ক্লাব পিনাল্টি কিক্ পায়। বি, এফ ক্লাবের কল্লোল ব্যানার্জী মারার প্রস্তুতি নেন কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে অতি উগ্র, উচ্ছৃঙ্খল একদল প্রাক্তন খেলোয়াড় সমর্থক মাঠের মধ্যে প্রবেশ করে এবং রেফারী শ্রীসুপ্রিয় চ্যাটার্জীকে গালাগালি করে। শ্রী চ্যাটার্জী এইরূপ অবস্থায় খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন। বর্ত্তমানে ক্লাব কর্তৃপক্ষ এই প্রতিযোগীতা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

বিগত বৎসরের ফুটবল মাঠেও এরূপ আচরণ ঘটে। বর্তমানে পুরুলিয়া জেলায় খেলা পরিচালনা করার জন্য রেফারীর অভাব রয়েছে। ১৯৭৬ সালে কিছু সংখ্যক উৎসাহী খেলোয়াড় রেফারীর পরীক্ষা দেন এবং ৭৭ সালে মৌখিক পরীক্ষা দেন। পরীক্ষাটি পরিচালনা করেন রেফারী অ্যাসোশিয়েশন। কিন্তু তার ফল আজও অপ্রকাশিত। ফলে এই সংকট আরও ব্যাপক হয়ে উঠেছে। এ অবস্থা দূর করা প্রয়োজন। ইতি—

শ্রীঅরবিন্দ ব্যানার্জী

সি, পি, এম কর্ম্মীদের প্রশংসাযোগ্য কাজ

ঝালদা হইতে পাট ঝালদা যাবার রাস্তাটি সি, পি, এম কর্ম্মী শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্রের তত্ত্বাবধানে রিলিফের মাধ্যমে মেরামত হইয়াছে। উক্ত রাস্তার ডিলার ও পে মাষ্টার যথাক্রমে শ্রীঅজিত দত্ত ও শ্রীঅবনী চন্দ্র।

রাস্তাটির মেরামতের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে সেইজন্য তাঁহারা প্রশংসার যোগ্য। ইতি—

শ্রীকমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়
ঝালদা

কেন্দ্রে জনতা পার্টি সরকারের এক বছরের খতিয়ান

[২য় পাতার পর]

- বর্ষশেষের পর্যালোচনায় প্রকাশ যে দেশের বাজারে চাল, ডাল, চীনাবাদাম চিনি, বনস্পতি তেল, তাজা শাকসব্জী, আলু ও সিমেন্টের যোগান বৃদ্ধির এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য রপ্তানী হয় নিষিদ্ধ অথবা নিয়ামিত করা হয়েছে।
- এক হাজার পাঁচ হাজার ও দশ হাজার টাকার নোট বাতিল।
- রাজনৈতিক দলের কয়েক শ্রেণীর আয়ের ক্ষেত্রে রেহাই এবং সম্পদের ক্ষেত্রে কর-এ রেহাই দেওয়া হয়েছে।
- পুলিশকে জনসেবার বাহনরূপে গড়ে তোলার জন্যে ধর্ম্মবীরের অধীনে জাতীয় পুলিশ কমিশনের নিযুক্তি হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে গ্রুপ 'সি' ও 'ডি' শ্রেণীর পদের জন্য শতকরা তিন ভাগ শারীরিক দিকে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে।
- ভারতরত্ন, পদ্মশ্রী প্রভৃতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ সম্মান স্বীকৃতি বন্ধ করা হয়েছে।
- গুজরাটে ১৫৫ কোটি টাকার উপজাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্বোধন।
- রেল কর্ম্মচারীদের জন্য ১৫ কোটি টাকা মঞ্জুর।
- কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের জন্য অতিরিক্ত ৫ থেকে ২৫ টাকা পেনসন অনুমোদন করা হয়েছে।
- দেড় মাসের মধ্যে পাশপোর্ট দেওয়া হবে।
- মিসায় বন্দীর মৃত্যু ঘটলে পোষ্যবর্গকে পেনসন দেওয়া হবে।

R. No.—2539/57 মুক্তি (৬) ৭ই শ্রাবণ, ১৩৮৮ W. B./B. K. U. 24

বিজ্ঞপ্তি

সরযূ প্রসাদ জুনিয়ার ইনজিনিয়ারিং ইনষ্টিটিউট

(হায়ার সেকেণ্ডারী ভোকেশন্যাল)

ডুডুগী, পোঃ ডুডুগী (ভায়া ঝালদা) জিলা পুরুলিয়া

১) মেকানিক্যাল সার্ভিসিং ও মেইন্টিন্যান্স

২) ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিসিং ও মেইন্টিন্যান্স

ট্রেডসমূহে ২ বৎসরের ভোকেশন্যাল টেকনিক্যাল কোর্সে ভর্তির জন্য আধ্যমিক অথবা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট আবেদন পত্রে আবেদন আহূত হইতেছে।

আবেদনপত্র, স্বনাম ঠিকানাযুক্ত খাম সহ (১০" × ৪½") ১'২৫ পয়সার ডাক টিকিট পৃথকভাবে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে পাওয়া যাইবে। আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ৩১।৮।১৯৭৮

ছাত্রাবাসের সুবন্দোবস্ত আছে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

Wanted

Wanted a B. Sc. trained and experienced Asstt. teacher in a leave vacancy for Ranipur colliery Jr. High School, Po. Saltore, Purulia.

Apply to the Secretary by the 5th August 1978.

Secretaay,
Ranipur Jr. High School
Po. Saltora, Purulia

WANTED

Wanted for Y. S. S. K. Vidyapith Lakhanpur (Purulia) on temporary basis a B. Sc. (Pure) with teaching experience and having sufficient aptitude and ability in guiding students of a Missionay School towards all round development of body mind and character. Interview on 31. 7. 78 at 2 p. m. Application to reach Headmaster on or before 30. 7. 78

WANTED

One B. Sc. (Hons)/M. Sc. in Mathematics with Eight years experience; one B. A. (Hons)/ M. A. in English with Eight years experience and one graduate teacher trained in physical Education for Agardih High School. Apply to the Secretary on and before 14. 8. 78

Secretary
Agardih High School
(XI—XII) class
P. O. Agardih; Dist. Purulia (W. B.)

Wanted

Wanted one trained Physical Education teacher for Ladhurka High School, Po Ladhurka Dist. Purulia on deputation vacancy. Apply to the Secretary within a week of publication.

দি ন্যাশনাল বডি বিল্ডার্স

উদ্ধব সিং ষ্ট্রীট, নডিহা, পুরুলিয়া।

বাস, ট্রাক, রিক্সা ইত্যাদির বডির জন্য বিখ্যাত গ্রীল, গেট, ইত্যাদির কার্য্য সুলভে হয়, ইহা S. S. I. কর্তৃক অনুকোদিত শিক্ষিত বেকার দ্বারা পরিচালিত সংস্থা।

লোকব্রতী সোসাইটিতে জীবানুসার এসেছে

জীবানুসর দু-রকম—

এ্যাজেটোব্যাকটার—ধান, গম, সব্জীর জন্য।

রাইজোবিয়াম—মুগ কলাই ও বাদাম, বরবটি ও অন্যান্য ডালের জন্য। এক বিঘায় মাত্র দু প্যাকেট লাগে। উচ্চস্তরের খুব ভাল নাইট্রোজেন। এক প্যাকেটের দাম ৪।০

রোগ পোকার জন্য—এন, ট্রি ব্যবহার করুন।

ট্রাকটার ভাড়া

লোকব্রতী সোসাইটির ৩৫ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন ট্রাকটর চাষীদের ভাড়ায় দেবার জন্য আছে। জমি চষার কাজ ছাড়াও, কুরলের কাজ এতে হয়। তাতে জমি সমতল করা হয়। ট্রাকটারের প্রয়োজন হ'লে আগে থেকে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগকরুন।

রবার ষ্ট্যাম্পের অর্ডার

মুক্তি প্রেসের কর্ম্মী শ্রীমহাবীর বাউরী "রবার ষ্ট্যাম্পের" কাজ করেন। কারো অর্ডার থাকলে মুক্তি প্রেসে যোগাযোগ করুন।

গ্রাহকদের কাছে আবেদন

বহু জনের কাছেই "মুক্তির চাঁদা" বাকি আছে। তাঁরা চাঁদাটা না দেওয়ার জন্য অসুবিধে ভোগ করতে হচ্ছে। মুক্তির যা দাম তাতো কোনে রকমে খরচ ওঠে। বাকি পড়লে কী অবস্থা হয়—অনুভব করতে পারেন। স্থায়ী গ্রাহক যাঁরা মুক্তি নিতে অনিচ্ছুক তাঁরা জানালে সুখী হবো। যাঁদের চাঁদা বাকি আছে—পাঠিয়ে বাধিত করবেন। —মুক্তি সম্পাদক।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ২৪শ সংখ্যা | সোমবার, ৩১শে জুলাই, ১৯৭৮ ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯·০০ সডাক ১০·০০ নগদ—২০ পয়সা

গণতন্ত্রকে গোঁজমিলে রেখে
শুধু ডেকে যাও বুলি।
মানুষ নাচার—কতদিন আর
চোখে দেবে তার ধুলি।

* * *

গণতান্ত্রিক অধিকার যত—
আজ নির্নীত হোক।
নিতে অধিকার—গণ দেবতার
খুলুক জ্ঞানের চোখ॥

লোকসভায় "পুরুলিয়া জেলা!" বিশেষভাবে উল্লিখিত

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই লোকসভায় পুরুলিয়ার কথা উত্থাপন করেন

সংবাদ পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ সংবাদ দাতা জানাচ্ছেন যে—"প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই আজ লোকসভায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলাকে অনগ্রসর জেলা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং সেখানে শিল্পোন্নয়নের জন্য সরকার উৎসাহ এবং সাহায্য দেবেন। ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহ থেকে সুবিধাজনক হারে ঋণ এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনুদানের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া পুরুলিয়া জেলাকে খরাপীড়িত অঞ্চল সংক্রান্ত কর্মসূচীরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে"

পুরুলিয়া জেলা ভারতবর্ষের সমস্ত জেলার মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র এবং উপেক্ষিত। এত দরিদ্র হওয়া সত্বেও এই জেলার প্রতি কোনো লক্ষ্যই দেওয়া হচ্ছিল না। এই জেলার পক্ষ থেকে—বিশেষতঃ লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে ভারতের নেতৃবৃন্দের কাছে এই জেলার শোচনীয় অবস্থা ও এই জেলার বিশেষ দাবি দীর্ঘ দিন ধরে তুলে ধরা হয়েছে। সম্প্রতি লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে দিল্লীতে কয়েকবারই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কাছে ও ভারত সরকারের উচ্চপদে আসীন অফিসারদের কাছে উপেক্ষিত পুরুলিয়ার অবস্থা বিশেষভাবে জানানো হয় এবং এই জেলার জন্য বিশেষ তথা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য সবিশেষ দাবী জানানো হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উপরোক্ত ঐ আশ্বাস বাণীতে ইতিমধ্যেই পুরুলিয়া জেলায় বেশ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে।

চাষীদের স্বার্থে এখন টি, আরের কাজ বন্ধ রাখা উচিত

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

এখন চাষের জোর কাজ লেগেছে। এহেন সময়ে চাষীদের মধ্য থেকে অভিযোগ দেখা দিচ্ছে যে, একটি বিশেষ কারণে, বেশী বেতন দিয়েও কামিন মুনিষ পাওয়া যাচ্ছে না। চাষের ক্ষতি হচ্ছে। সেই কারণটি হচ্ছে—চাষীদের চাষের পাশাপাশি টি, আরের কাজ চলছে। আমরা নিজেরাই দেখলাম যে, সাগমা গ্রামের রাস্তা থেকে পড়াশা গ্রাম পর্য্যন্ত রাস্তায় টি, আরে মাটির কাজ চলেছে। যেদিন টি, আরের কাজ আমরা দেখলাম—সেই দিনটা ভর চাষের দিন। ৭ই শ্রাবণ—২৩শে জুলাই।

আমাদের দেশে ক্ষেতমজুরেরা সারা বছর কাজ পায় না। সরকার থেকে বেকার মানুষদের কাজ দেওয়ার জন্য টি, আরের কাজ দেওয়া হয় শুনা। কিন্তু তা মানে মানে। সারা বছর সব বেকার ক্ষেতমজুরকে টি, আরের কাজ দেওয়ার ক্ষমতা এখনো এদেশের সরকারগুলির হয়নি। চাষের সময় বছরে দুবার ক্ষেতমজুরেরা দিন কতক ধ'রে খুব কাজ পান। তখন কামিন মজুরের টানাটানিই পড়ে।

যখন অবস্থা এই রকম তখন চাষের সময় টি, আর দিলে—দুটো গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। টি, আরের আকর্ষণেই ক্ষেতমজুরেরা চলে যান। কারণ টি, আরে মজুরেরা যা পান—তা সামাজ পরিশ্রমেই পান। ফলে কামিন মজুরের অভাবে চাষীদের কাজের ক্ষতি হয়। উপরন্তু টি, আরে করা রাস্তার কাজ বর্ষার প্রায় অধিকাংশ নষ্ট হয়ে যায়।

অপর দিকটির পরিস্থিতি যা উদ্ভব হয় তা এই যে, যখন চারিদিকে চাষের কাজ চলে তখন সরকারী গমে টি, আরের কাজ চললে, তাতে অনর্থক টি, আরের গমের ভাণ্ডার কমে যায়—যা থাকলে কাজের অভাবের সময় বেশী দিন ধ'রে বিপন্ন মজুরদের কাজ দেওয়া চলে।

শ্রাবণের মাঝামাঝিই প্রায় চাষ উঠে যাবে। শ্রাবণের শেষ দিকে, ভাদ্রে, আশ্বিনে দারুণ কাজের অভাব ও খাদ্যের অভাব ঘটবে—যা বরাবর ঘটে থাকে। পরে আবার কার্ত্তিক মাস থেকে জৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ক্ষেতমজুরদের ও বহু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর দারুণ খাদ্যের অভাব ও কাজের অভাব ঘটে।

সুতরাং খাদ্যে (গমের) ভাণ্ডার যখন পরিমিত—তখন হিসাব মত টি, আরের বিভিন্ন-স্তর নির্দ্ধারণ করাই সমীচীন। এতে সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে বিপন্ন চাষীরা বেশী দিন কাজ পাবে; আর অন্য দিকে দরিদ্র চাষীরা ঠিক-মতো কামিন মজুর পেয়ে চাষের সময় খানিকটা হবিরের সঙ্গে চাষটা তুলতে পারবেন।

চাষের সময় টি আর হ'লে, চাষীদের চাষের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মত ব্যাপার ঘটে যায়। কামিন মজুর পাওয়া দুষ্কিল হয়। কামিন মজুরকে বেশী মজুরী দিয়ে যারা কাজ করাবার শক্তি রাখেন—সেই সমর্থ ধনী চাষীরাই ভালভাবে কাজ ক'রাতে পারেন এবং দরিদ্র চাষীরা প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠেন না—তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

বৃষ্টি হ'লে, ধান লাগাবার মত অবস্থা ঘটলে জল বেশী ভাবে থাকতে থাকতে ধান কইবার কাজ ক'রে ফেলতে হয়। সেজন্য বহু দরিদ্র চাষীকেও লোক লাগাতে হয়। শুধু ঘরের লোক দিয়ে হয় না। এই সমস্ত দরিদ্র মানুষদের—দরিদ্র চাষীদের সাহায্য করাই প্রগতিশীল সরকারের দায়িত্ব বেশী। কিন্তু অপরিকল্পিত ব্যবস্থার অভাবে, ঐ রকম চাষীদেরই ক্ষতি করা হচ্ছে।

(২য় পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

বর্ষায় টি, আরের কাজে বিপর্য্যয়

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়, মুক্তি সমীপে—

আমরা জয়পুর থানার অন্তর্গত হোয়াংদা গ্রামের গরীব চাষীগণের সানুনয় নিবেদন এই যে,আমাদের গ্রামে অর্থাৎ হোয়াংদা হইতে গোয়ালাডি পর্য্যন্ত একটি সরকারী টি, আর, স্কীমের মাধ্যমে হইবার জন্য মঞ্জুর হইয়াছে।

অতএব মহাশয়, আমাদের নিবেদন এই যে এই বর্ষায় যদ্যপি উক্ত রাস্তাটির কাজ আরম্ভ হয় তাহা হইলে রাস্তার মাটি সমস্তই আমাদের ধান চাষের জমির উপর পড়িয়া সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া যাইবে।

এই বর্ষায় রিলিফের কাজ করা মানেই সমস্তই কাজ ফাঁকি। কারণ বর্ষায় মাটি কোন রূপেই রাস্তায় থাকবে না এবং কাদায় সমস্ত ভরিয়া গিয়া সাধারণের যাতায়াতের সুবিধা পর্য্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে।

আমরা ভুক্তভোগী কারণ—ঐ রাস্তা বর্ষায় আরও অনেকবার হইয়াছে। তাহাতে গোগাড়ি এবং হালের বলদ, গরু ছাগল পর্য্যন্ত চলিতে পারে নাই। এরূপও দৃষ্টান্ত আছে যে কয়েক জন চাষীর গরুর পা ভাঙ্গিয়া যায়।

তাই আমাদের অনুরোধ যাহাতে উক্ত রাস্তাটির কাজ বর্ষায় বন্ধ থাকে তাহার আদেশ দানে মর্জ্জি হয়।

এইরূপ ভাবে আমরা একটী প্রার্থনা পত্র স্থানীয় বি ডি,ও মহাশয়কেও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হয় নাই। তাই আমরা অনোন্যোপায় হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। নচেৎ যদ্যপি জোর করে ও কয়েকজন অফিসারের কুচক্রে রাস্তার কাজ চালান হয় তাহা হইলে জনগণের মধ্যে গুরুতর বিক্ষোভ দেখা দিবে। ইহার বিহীতব্যবস্থার জন্য মর্জ্জি হয়। এই মর্ম্মে একটি আবেদন পত্র মাননীয় ডেপুটি কমিশনার মহাশয়কে দেওয়া হইয়াছে।

নিবেদন ইতি—

সমস্ত গ্রামবাসিগণের স্বাক্ষর—

১। বৃন্দাবন মাহাত, (ওয়ার্ড মেম্বার) হোয়াংদা। ২। ভরতচন্দ্র মাহাত। ৩। হরেকৃষ্ণ মাহাত। ৪। শিবচরণ মাহাত। ৫। বিশ্বনাথ কৈবর্ত ৬। রাধেশ্যাম কৈবর্ত প্রভৃতি ৩৬ জন স্বাক্ষরকারী।

পি, এম, আইয়ের একটি নিবেদন

আগামী ২৩শে জানুয়ারী ১৯৮৫ সালের পুণ্যলগ্নে পুরুলিয়া মিউজিক্যাল ইনস্টিটিউটের (পি, এম, আই) শতবর্ষ পূর্ণ হবে। এই সুপ্রাচীন অথচ চিরনবীন সংস্থার সেই গৌরবের দিনে, আসুন আমরা মিলিত হই সুসংস্কৃতির রুচিশীল আধুনিক নাট্যশালার অঙ্গনে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও প্রগতির সংগ্রামধারাকে চির প্রবাহমান রাখতে এবং বঙ্গ সংস্কৃতির যথাসাধ্য প্রসারকল্পে এই সংস্থার অবদান স্বল্প নয়। জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতামূলক উচ্চাদর্শের নাটকগুলির সফল মঞ্চায়ন করে ও 'শরীর সুস্থ রাখার' সাধনায় সক্রিয় আগ্রহ প্রকাশ করে, এই সংস্থা দেশ ও দশের উচ্চমানের কাজ করে এসেছে—এটা পুরুলিয়া জেলাবাসীর অবিদিত নয়।

তাই বিনীতভাবে আমরা জেলাবাসী তথা সমগ্র দেশবাসীর প্রতি এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি, যে আমরা ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নির্ম্মাণের, ব্যায়ামশালা নির্ম্মাণের, গরীব ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'বুক ব্যাঙ্ক নির্মাণের' ও নাট্য পাঠাগার নির্ম্মাণের যে পথে এগিয়ে চলেছি, আপনারা আপনাদের অর্থ দিয়ে, বিচার বুদ্ধি দিয়ে, সুপরিকল্পনা দিয়ে সর্ব্ববিষয়ে আমাদের উদারভাবে সাহায্য করুন।

এই মঞ্চ এই নাট্যশালা আপনার আমার আমাদের সকলের। ঈশ্বর আপনাদের ও আমাদের মঙ্গল করুন।

সদস্যবৃন্দ,
পি, এম, আই, নামোপাড়া
পুরুলিয়া।

বাস লাইনের মঞ্জুরী চাই

(হুড়া থানার) অন্তর্গত দলদলী (গেনার মোড়) হইতে যে রাস্তাটি হিজুলী কেশরগড়, হইতে অর্জ্জুনজোড়া, হইয়া পুরুলিয়া গিয়াছে, ঐ রাস্তাখানি প্রাক্তন কংগ্রেস সরকার আমলে P. W.-তে মঞ্জুরী লাভ করে ১৯৭৫ সালে, তার ফলে, কেশরগড় গ্রামনিবাসী শ্রীফকির চন্দ্র গরাঁঙ্গ দলদলী (গেনার মোড়) ঐ রাস্তাটিতে দুটি বাস চালাতেন। কিন্তু কোন সরকারী বাস লাইনের মঞ্জুরী ছিল না। অস্থায়ী পারমিশন লইয়া শ্রীগঁরাই বাস চালাতেন কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল যে বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর উক্ত রাস্তাটিতে বাস চালনার পারমিশন বন্ধ হয়ে যায়। তার ফলে আমাদের দীর্ঘ দিনের বাসে পুরুলিয়া আসা যাওয়ার বন্ধ করে দেন বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার। (১) দলদলী (২) চাটুমাদার, (৩) কেশরগড় অঞ্চল, এই তিন অঞ্চলের লোকেদের পুরুলিয়া আসা যাওয়ার জন্য প্রায় ৮/১০ মাইল রাস্তা গরুর গাড়ী, সাইকেল ও পায়ে হেঁটে বাস ধরতে হয়। তার ফলে আমাদের বর্তমানে কষ্টের সীমা নেই। তাই আমাদের নিম্নলিখিত অঞ্চলের জনসাধারণের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারকে ও পুরুলিয়া আর, টি, ও এবং ডি সি, মহাশয়ের কাছে আবেদন যেন আমাদের এই রাস্তাটিতে অবিলম্বে বাস লাইনের মঞ্জুরী দেওয়া হয়। নচেৎ আমরা সরকার বাহাদুরের কাছে বাস লাইনের মঞ্জুরীর দাবীতে মিছিল সহকারে স্মারকলিপি পেশ করিতে বাধ্য থাকিব।

বিনীত

১। সেক মহম্মদ মুজিবর রহমান আনসারী, হিজুলী। ২। আব্দুল আজিজ আনসারী, কাজুলী। ৩। জানকীনাথ বাউরী, কেশরগড়। ৪। ফকিরচন্দ্র মাহাত, দলদলী। ৫। সর্ব্বেশ্বর মাহাত চাটুমাদার। ৬। অনিলকুমার মাহাত, করণ্ডী। ৭। শিবপ্রসাদ মাহাত, অর্জ্জুনজোড়া। ৮। তারিণীসেন গোপ, নিশ্চিন্তপুর। ৯। অশ্বিনীকুমার মাহাত, আমলাতোড়া ১০। লক্ষ্মীকান্ত মুর্মু, চরগালি। ১১। কালীপদ মাঝি, হাতীকুন্দর। ১২। লক্ষ্মনচন্দ্র মাঝি, কাশীপুর। ১৩। দয়াময় চক্রবর্ত্তী, কেশরগড় প্রভৃতি ৩০ জন স্বাক্ষরকারী।

চাষীদের স্বার্থে এখন টি. আরের কাজ বন্ধ রাখা উচিত

[১ম পাতার পর]

এবারের মুক্তিতেই চিঠিপত্র বিভাগে জনকয়েক গ্রামবাসীর একটা চিঠি বেরিয়েছে। তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে বর্ষার সময় তাঁদের জমির পাশের রাস্তায় টি. আরের কাজ হতে চলেছে। তাঁদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা আছে যে, বর্ষায় দেওয়া রাস্তার মাটি সব গলে গিয়ে তাঁদের ধানের ক্ষেতে পড়ে। তাঁদের চাষ বিপন্ন হয়। এ পর্য্যন্ত কোনো দিন কোনো শাসন কর্তৃপক্ষ চাষের সময়ে টি. আরের ব্যবস্থা করেন নি। এই প্রথম হোল।

এই জেলার কিছু লোকের বক্তব্য শুনে, তা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ব'লে মনে ক'রে, এই লেখা লিখলাম। আমার মনে হয়—জেলার অগণিত লোক আমাদের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হবেন।

এটা বিশ্বাস করতে পারি যে, রাজ্য সরকার জেনে বুঝে জেলার সাধারণ চাষীদের ক্ষতি করতে নিশ্চয়ই চাইছেন না। সেজন্য রাজ্য সরকারের প্রতি অনুরোধ -তাঁরা দেখুন—এই সময় কেন এ রকম অসমর্থনযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে—কাদের ব্যবস্থাধীনে বা কাদের পরামর্শে? তাছাড়া, ধান কাটার সময়কালের মধ্যে টি, আরের কাজ বন্ধ রাখার চেষ্টা যেন সরকার করেন—এই অনুরোধ।

গ্রাহকদের কাছে আবেদন

বহু জনের কাছেই "মুক্তির চাঁদা" বাকি আছে। তাঁরা চাঁদাটা না দেওয়ার জন্য অসুবিধে ভোগ করতে হচ্ছে। মুক্তির যা দাম তাতো কোনো রকমে খরচ ওঠে। বাকি পড়লে কী অবস্থা হয়—অনুভব করতে পারেন। স্থায়ী গ্রাহক যাঁরা মুক্তি নিতে অনচ্ছুক তাঁরা জানালে সুখী হবো। যাঁদের চাঁদা বাকি আছে—পাঠিয়ে বাধিত করবেন। —মুক্তি সম্পাদক।

মুক্তি

১৪ই শ্রাবণ ১৩৮৫, সোমবার

একটি সর্ব্বদলীয় সম্মেলনের দাবি

আমাদের যে দাবিটি আজ বামফ্রন্ট সরকারের কাছে রাখছি—আশাকরি জেলার সমস্ত মানুষ এই দাবিটিকে সম্পূর্ণ ন্যায্য এবং সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত মনে করবেন। আমরা গত একবছর ধ'রে মুক্তির পাতায় বহু ন্যায়সঙ্গত দাবি বামফ্রন্ট সরকারের কাছে রেখেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনো একটিরও বিষয়ে ফ্রন্ট সরকার সাড়া দেননি।

সারা ভারতবর্ষের বহু শিক্ষিত মানুষই জানেন যে, ভারতের মধ্যে সব চেয়ে দরিদ্র এবং অবহেলিত জেলা হচ্ছে পুরুলিয়া জেলা। সংবিধানে এবং কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বলা আছে যে, দেশে যারা পিছিয়ে আছে—তাদের জন্য সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য দেওয়া হবে এবং বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু ত্রিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনে দেখা গেল—যারা সব চেয়ে পিছিয়ে—তাদের প্রতিই সব চেয়ে অবহেলা এবং সবচেয়ে অবিচার করা হল।

আদর্শ ভ্রষ্ট, দুর্নীতি পরায়ণ, বিচার-বিহীন ব'লেই, কংগ্রেসকে দেশের লোক শাসন ক্ষমতা থেকে সরালেন। এবং যাঁরা শাসন দায়িত্বে এলেন—তাঁদের ক্ষমতা দখলের সর্ত্তই এই ছিল যে, তাঁরা দেশের বিপন্ন মানব গোষ্ঠীকে দুর্গতি থেকে, শোষণ থেকে, বৈষম্যপূর্ণ ব্যবস্থা থেকে মুক্ত ক'রে, সুবিচারের সঙ্গে দেশ গ'ড়ে তুলবেন।

ভারতবর্ষের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে জনতা পার্টি যেমন ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় এসে বসলেন—তেমনি পশ্চিমবাংলার জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে বামফ্রন্ট শক্তি-জোট পশ্চিম বাংলার শাসন ক্ষমতায় এসে বসলেন।

বামফ্রন্ট শাসনের পুরো একটি বছর পার হয়ে গেল। পুরুলিয়া জেলায় আমরা কিন্তু অনুভব করতে পারলাম না, যে, বামফ্রন্ট সরকার সাধারণভাবে শাসনযন্ত্র পরিচালনা ক'রে যাওয়া ছাড়া, সাধারণ মানুষের তথা এই জেলার উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো একটা নতুন ব্যবস্থা-কাঠামো রচনা করলেন; অথবা জেলার মানুষ অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া বলে তাদের জন্য বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা রচনা করলেন।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার শাসন হাতে নিয়েছেন মাত্র একবছর হোল। এই সময়ের মধ্যে প্রাথমিক বিলি ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকার জন্য, স্থায়ী উন্নয়ন ব্যবস্থা বিষয়ে হয়তো বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। কিন্তু আমরা আশা করতে পারি যে, নিশ্চয়ই তাঁরা সুদীর্ঘকাল ধ'রে অনাদৃত বঞ্চিত এই পুরুলিয়া জেলার উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা ভাবছেন এবং নিশ্চয়ই তাঁরা এতদিনে এই রাজ্যের সাধারণ মনুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিবিধ কর্ম্মতালিকা গ্রহণে অগ্রসর হচ্ছেন।

দায়িত্বশীল একটা রাজ্য সরকারের পক্ষে এই ভাবনা চিন্তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এবং এই ভাবনা চিন্তার ব্যাপার দেশের জনসধারণেরও জানা অত্যন্ত দরকার। তিনটি অত্যন্ত জরুরী কারণেই তা দরকার।

প্রথম কারণটি হচ্ছে যে, জনসাধারণের জন্য যে-পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাসমূহ নেওয়া হয়—তাতে জনগণের সক্রিয় এবং উৎসাহব্যঞ্জক সহযোগিতা না থাকলে, সে সব পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে না।

দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে যে, বহু ব্যাপার ও পরিকল্পনা জনগণের নামে করা হয়। বহু সময়ে যাদের কল্যাণের জন্য ব্যাপার তারা জানতে পারে না। সরকারের সঙ্গে তথা সরকারী অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগে দলীয় ব্যক্তিরা বা দালাল শ্রেণীর লোকেরা সেই সব সুযোগ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে থাকেন। ত্রিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনের এই ইতিহাস। সেই ধারার পরিবর্তনের জন্যই বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্ট আজ জনসাধারণকে অবিরত জানাবেন—কখন, কোথায়, কী কাজ গ্রহণ করা হচ্ছে। বামফ্রন্ট জনগণকে আহ্বান জানাবেন—যেখানে যা কাজ চলেছে জনসাধারণ অসুন তদারক করুন। দেখুন—যে-উদ্দেশ্যে কাজ, তা ঠিক মতো হচ্ছে কি না।

তৃতীয় যে-জরুরী কারণের জন্য পরিকল্পনা ব্যাপারে জনসংযোগ দরকার তা এই যে, একটা জেলার উন্নয়নের বিষয় যখন চিন্তা করা হয়—পরিকল্পনা গ্রহণ করতে যাওয়া হয়—তখন সেই জেলার জনজীবনের বিভিন্ন দিক বিষয়ে যাঁরা ভাবেন—যাঁরা জেলার জনজীবনে বহু কাজ করেছেন—তাঁদের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী দরকার। তাতে উন্নয়নের কার্য্যধারা সুষ্ঠু হওয়ার, ভাল হওয়ার, উন্নততর হওয়ার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে।

ঐ সমস্ত কারণে জনগণের সম্পর্কিত প্রস্তাব, পরিকল্পনা সমূহ বিষয়ে জনগণের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ যোগাযোগ ও মত বিনিময় প্রয়োজন। সেই যোগাযোগ এই জেলায় আজ পর্য্যন্ত জেলার এম, এল, এরা, এম, পিরা বা জেলার জন্য ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা বা স্থানীয় প্রশাসকেরা—কেউই করেননি—দুঃখের বিষয়।

সেজন্য বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমাদের আন্তরিক প্রস্তাব এই যে, এই জেলায় সরকারী ব্যবস্থাধীনে একটি সম্মেলন ডাকা হোক। তাতে বামফ্রন্ট তথা তার সরকারের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকুন। সরকার তাতে আমন্ত্রণ করুন জেলার সংবাদ পত্রের সম্পাদকদের; সমস্ত রাজনৈতিক দলের দু একজন ক'রে প্রতিনিধিদের; অপর সুপরিচিত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের; এবং কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত নন—অথচ চিন্তাশীল বা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের।

ঐ বৈঠকে আলোচনায় বিষয় বস্তু হবে—পুরুলিয়া জেলার উন্নয়নের আগামী পরিকল্পনা বিষয়ে একটা রূপরেখা প্রদান এবং ঐ সম্পর্কে আমন্ত্রিতদের মোটামুটি অভিমত জানা। সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত প্রথমদফা বৈঠক। ১ ঘণ্টার জন্য খাবার ছুটি। আবার ১টা থেকে ৪টে পর্য্যন্ত বৈঠক। একদিনে যতটা আলোচনা হয়। এতে তবু একটা যোগাযোগ হবে সরকারের সঙ্গে জেলার প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের। এবং গণতান্ত্রিক শাসনে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাথমিক স্তরে, জেলার বিভিন্ন সুচিন্তিত মত জেনে নেওয়া হবে।

বামফ্রন্টের বিরাট সাফল্য তাঁদের জনপ্রিয়তার পরিচয়। জনগণও আবার তাঁদের আসনে বসিয়েছে যে, তাঁরা শাসন সংশ্লিষ্ট গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করবেন—এই ভরসাতেই। সেজন্য আমরা সকলেই আশা করব যে, এই জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে যে সমস্ত কর্ম্মব্যবস্থা অনুসৃত হবে—সেই সমস্ত ব্যবস্থার সঙ্গে জনসংযোগের প্রশস্ত যোগপথ গ'ড়ে তোলার দিকে গণতান্ত্রিক বামফ্রন্ট সরকার লক্ষ্য দেবেন। সেই ভরসাতেই আজ এই জেলায় একটি সর্ব্বদলীয় সম্মেলনের যে প্রস্তাব রেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের দ্বারা তা' উপেক্ষিত হবে না—আশা করছি।

স্থানীয় সংবাদ

চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মেলন

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে এসোসিয়েশনের আদ্রা শাখা ও আদ্রাস্থিত দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলপথের বিভাগীয় হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে উক্ত হাসপাতালে আই, এম, এর রাজ্য সভাপতি ডাঃ দেবেন ঘোষের সভাপতিত্বে পুরুলিয়া জেলার চিকিৎসকদের প্রথম বার্ষিক বিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় হাসপাতালের সি, এম, ও ডাঃ এ, এল, গোস্বামী প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন এবং সম্মেলন উদ্বোধন করেন জেলাশাসক শ্রীকমলকান্তি নস্কর। বাঁকুড়া, রাঁচী, ধানবাদ, সিংভূম, কলকাতা ও পুরুলিয়ার ১২২ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন।

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর প্রতিনিধি ও অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে অভ্যর্থনা কমিতির সভাপতি ডাঃ সত্যরঞ্জন ত্রিপাঠী বলেন যে প্রায় ৯০ বছর আগে, ১৮৮৯ এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রথম আসানসোল হতে আদ্রায় ট্রেন আসে। আদ্রা আজ বিভাগীয় সদর দপ্তর। আজকের সম্মেলনে পারস্পরিক তথ্যবিনিময় চিকিৎসকের জ্ঞান ও চিকিৎসার মান উন্নততর করবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ দেবাশিষ রায়, ভারতের উপরাষ্ট্রপতির, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর, আই এম, এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডাঃ জে, ভি, আর শর্মার ও রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীজে, এন, কোহলী প্রমুখের শুভেচ্ছা বার্তাগুলি পাঠ করেন। প্রধান অতিথি ডাঃ গোস্বামী তাঁর ভাষণে গতিশীল পরিবর্ত্তমান চিকিৎসা জগতে ভাববিনিময়ের জন্য এই ধরণের সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেন। সভাপতি ডাঃ দেবেন ঘোষ জনসাধারণের সঙ্গে চিকিৎসক সমাজের সম্পর্কের অবনতিতে দুঃখ প্রকাশ করে সুসম্পর্ক গড়ে তোলায় আহ্বান জানান। এ ব্যাপারে তিনি সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সহায়তাও কামনা করেন।

আদ্রার বিভাগীয় অধ্যক্ষ শ্রীইকবাল সিং সন্ধু, ধানবাদের পাটলীপুত্র মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ এ, কে চ্যাটার্জী, কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ সুকুমার ঘোষ, পুরুলিয়ার খ্যাতনামা চর্ম্মরোগ ও কুষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আশুতোষ রায়, ডাঃ গৌরী দত্ত ও পুরুলিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি শ্রীঅশোক চৌধুরী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সমাজ সেবায় পুরুলিয়া রোটারী ক্লাব

রোটারী ক্লাব, পুরুলিয়ার পক্ষ থেকে শ্রীদীপক কুমার দত্ত জানাচ্ছেন যে, অবহেলিত ও অনগ্রসর পুরুলিয়া জেলার মধ্যে যে সকল সংস্থা বা ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে পুরুলিয়ার বুকে জনগণের সেবা করে যাচ্ছেন তার মধ্যে পুরুলিয়ার রোটারী ক্লাব একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এই রোটারী ক্লাব দীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ পুরুলিয়া সহর তথা গ্রামাঞ্চলে বহু জনকল্যাণমূলক কাজ করে এসেছেন। এই রোটারী ক্লাবের বর্তমান Community Service-র Director রোটারীয়ান শ্রীগোবিন্দ মুখার্জ্জি তাদের বর্তমান কর্মসূচী ও আগামীদিনের কর্ম্মসূচী সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন যে গত ৪ বৎসর যাবৎ তারা যে সফলতার সঙ্গে চক্ষু অপারেশন শিবির করে এসেছেন তা আগামী ডিসেম্বর মাসেও যথারীতি হবে। বর্তমানে তারা ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য একটি "শিশু সেবা কেন্দ্র" খুলেছেন। এ ছাড়া অনুন্নত গ্রামাঞ্চলে চাষের সুযোগ সুবিধা, গ্রামের আবর্জ্জনা মুক্ত, পানীয় জলের কুয়োকে জীবাণুমুক্ত করা প্রভৃতি কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়া বর্তমানে তিনটি কেন্দ্র থেকে বিনা অর্থে জনসাধারণকে অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিম্ন ঠিকানায় দেওয়া হচ্ছে—

১। রোটারীয়ান শ্রী ডি০ এন০ আগরওয়াল, সোবানী বিবি লেন মুনসেভডাঙ্গা, পুরুলিয়া-৭২৩১০১

২। রোটারীয়ান শ্রীগোবিন্দ মুখার্জ্জি, নডিহা, পুরুলিয়া-৭২৩১০২

৩। রোটারীয়ান শ্রীসুভাষ কাজরুয়াল, পোঃ বলরামপুর।

দীর্ঘদিন যাবৎ বিনা অর্থে এই রোটারী ক্লাবের উদ্যোগে স্থানীয় বিশুদ্ধ মেডিকেল হলে ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ট্রিপল এ্যানটিজাম ও ডবল এ্যানটিজেন দেওয়া হচ্ছে।

পরিশেষে রোটারীয়ান শ্রীগোবিন্দ মুখার্জ্জি তাদের আগামী কর্মসূচী সম্বন্ধে জানালেন যে শহরের বিভিন্ন স্থানে আলোর সাহায্যে Traffic Control-র ব্যবস্থা, শহর ও গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলাধুলা ও তর্ক বির্তকের প্রতিযোগিতা সহ শিক্ষার ব্যবস্থা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বহস্তে আঁকা ছবি নিয়ে প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং প্রতি বৎসর স্বাধীনতা দিবসে ও প্রজাতন্ত্র দিবসে বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের ও দুঃস্থ মানুষদের ফল বিতরণ করবেন। আগামী দিনে সারা বিশ্বব্যাপী যে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ পালন হবে তাতে পূর্ণ সহযোগিতা করার কথা রোটারীয়ান শ্রীগোবিন্দ মুখার্জি আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের পুরুলিয়া জেলার আহ্বায়ক শ্রীদীপক দত্তকে জানিয়েছেন।

বামফ্রণ্ট সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সাঁওতালডি ছাত্রছাত্রীদের লাগাতার ধর্ম্মঘট

সাঁওতালডি চকবাদ প্রস্তাবিত হাই স্কুল এবং ওয়াশারি প্রস্তাবিত হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের গত ১৪ই জুলাই থেকে বামফ্রণ্ট সরকারের বিশেষ অনুমতি প্রাপ্ত স্কুলের অনুমোদন বাতিল, প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত ইংরাজী তুলে দেওয়ার- স্কুল লাইব্রেরী থেকে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতির দাবীতে লাগাতার ধর্ম্মঘটের ডাক দিয়েছে।

সাঁওতালডি ছাত্র সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে গত ১৭ই জুলাই প্রায় ৭০০ ছাত্রছাত্রীর এক সুশৃঙ্খল মিছিল চকবাদ স্কুল থেকে শুরু করে ওয়াশারির বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। স্কুল প্রাঙ্গণে মিছিল জমায়েত হয় এবং একটি মিটিং হয়। মিটিং-এ এই আন্দোলনের সমর্থনে ডি, এস, ও পুরুলিয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড ভূতনাথ মাহাত দীর্ঘ ভাষণে বাম সরকারের শিক্ষা নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীদের এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য ছাত্র সমাজকে ও স্থানীয় জনসাধারণকে আহ্বান জানান। ছাত্র সংগ্রাম কমিটি আগামী ২০শে জুলাই স্থানীয় বি, ডি, ওর নিকট এই সমস্ত দাবীর ভিত্তিতে ডেপুটেশন দেওয়ার কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেছে।

আন্তঃজেলা সাব-জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা

পুরুলিয়া—গত ২৩শে জুলাই থেকে পুরুলিয়া জেলা ষ্টেডিয়ামে মানভূম স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েনের তত্ত্বাবধানে আন্তঃজেলা সাব-জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম বিভাগে পুরুলিয়া জেলা একাদশ সেমি ফাইনালে ৬-৫ গোলে মেদিনীপুর জেলাকে পরাজিত করিয়া ফাইন্যাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। আগামী ৬।৮।৭৮ তারিখে ফাইনাল খেলার দিন স্থির হইয়াছে।

পরলোকে ছৌ-নৃত্যশিল্পী শ্রীমধু রায়

ছৌ-নৃত্যের বিশিষ্ট ওস্তাদ-শিল্পী শ্রীমধু রায় কিছুকাল রোগভোগের পর জয়পুর হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৮২ বৎসর হয়েছিল।

ছৌ-নৃত্যের সাধনায় ও ছৌ-নৃত্যের প্রসারে শ্রীমধু রায়ের অবদান অবিস্মরণীয়। তিনিই প্রথম ছৌ-নৃত্যশিল্পী যিনি কুশলী দল নিয়ে রাজ্যের ও দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সরকারী অনুষ্ঠানে এই বিশিষ্ট লোকনৃত্য পরিবেশন করে মানভূমের ছৌ-নাচের সুনাম অর্জন করেছিলেন।

তিনি এক পুত্র, কন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং আত্মীয় স্বজনদের শোকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সরকারী কর্ম্মোদ্যোগ

কাজের জন্য খাদ্য কর্ম্মসূচী রূপায়ণ

পুরুলিয়া জেলায় "কাজের জন্য খাদ্য" এই কর্ম্মসূচীতে মোট ৪৭৪টি স্কীম গৃহীত হয়। ঐ স্কীমগুলির মাধ্যমে মোট ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার শ্রম দিবস সৃষ্টি হয় এবং কার্য্যসূচী রূপায়ণে ৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা নগদ ও ১৬ লক্ষ ৬৩ হাজার কে, জি গম ব্যয়িত হয়। জেলা শাসকের বিগত সাংবাদিক সম্মেলনে এই এই তথ্য পরিবেশিত হয়।

স্বল্প সঞ্চয়ের পুরস্কার বিতরণ

গত ১৪ই জুলাই জেলাশাসক শ্রীকমলকান্তি নস্করের সভাপতিত্বে স্বল্প সঞ্চয় সংস্থার কৃতী কর্মীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। স্বল্প সঞ্চয় সংস্থার আধিকারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য জেলার স্বল্প সঞ্চয় অভিযানের বিবরণ দান করেন। ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা সংগ্রহের কৃতিত্বে শ্রীহিমাদ্রী ঠাকুর প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। দ্বিতীয় শ্রীভরতকিশোর দেওঘরিয়া ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেন শ্রীসেণ্টুলাল মুখার্জী।

কৃষি সংবাদ (৪)

এ মাসে অধিক ফলনশীল এবং দেশী আমন ধানের রোয়া চলবে। চারা রোয়ার সময় জমিতে অল্প জল থাকলেও চলবে। জমির জল বের করে অধিক ফলনশীল ধান রোয়ার ১৫ দিন পর একরে প্রথমবার ২০ কেজি ইউরিয়া চাপান সার দিন। এবং মাটি ঘেঁটে দিন। দেশী ধানের বেলায় একরে ৮ কেজি ইউরিয়া চাপান সার দিন এবং ২৫ দিন পর নিড়ান দিন।

ধানের জমিতে মাজরা, পামরী, ভেঁপু, বাদামী শোষক ইত্যাদি পোকার আক্রমণ হলে দমনের জন্য চারা রোয়ার ২০ ও ৪০ দিনের মাথায় প্রতি লিটার জলে ০'৫ মি, লি, ডিমেক্রন, ১০০ বা ১ মি, লি মেটাসিড, ৫০ বা ২॥ গ্রাম সেভিন ৫০ শতাংশ ছিটান অথবা দানাদার জাতীয় ঔষধ যেমন ৮ কেজি ফিউরাডন ৩ জি বা ৪ কেজি থাইমেট ১০-জি প্রতি একরে ছড়িয়ে জমিতে ৫ থেকে ৬ দিন ২ ইঞ্চি জল ধরে রাখুন। পাতায় ধসা রোগ প্রতিরোধের জন্য ৩০০ লিটার জলে ১ কেজি জিনের ৭৫ শতাংশ বা ক্যাপটান ৮৩ শতাংশ বা ডাইথেন—জেড ৭৮ বা ডাইথেন এম—৪৫ বা ৩৫০ গ্রাম এ্যাগ্রোমাইসিন ২০০ লিটার জলে মিশিয়ে ছিটান।

প্রকল্প আধিকারিক (বহুমুখী শস্য)
পুরুলিয়া কর্তৃক প্রচারিত।

২৫-৩-৭৮

লোকব্রতী সোসাইটিতে জীবানুসার এসেছে

জীবানুসার দু-রকম—

এ্যাজেটোব্যাকটার—ধান, গম, সব্জীর জন্য।

রাইজোবিয়াম—মুগ কলাই ও বাদাম, বরবটি ও অন্যান্য ডালের জন্য। এক বিঘায় মাত্র দু প্যাকেট লাগে। উচ্চস্তরের খুব ভাল নাইট্রোজেন। এক প্যাকেটের দাম ৪।০

রোগ পোকার জন্য—এন, টু ব্যবহার করুন।

Wanted

"WANTED three lady teacher (on temporary basis) for Santamayee Girls' High School, P.o. & Dist. Purulia.

1) **Post**—One teacher for teaching Physics.

2) One teacher for teaching Biologioal Science

Qualification required—Candidates should possess Second class M. Sc. Degree in the respective subjects with a second class Honours Degree in the same subject.

Or

A second class M. Sc. Degree/B. Sc. (Hons.) degree in the subject concerned with at least 8 years teaching experience in a High/Higher Seconeary School or College. Preference will be given to one having Geography/Geology at the Degree stage.

3) One teacher on purely temporary basis against a leave vacancy on passed graduate scale for teaching Geography. The candidate should be preferably trained and should have Geography in Degree course. Candidates having higher qualification and willing to serve in pass graduate scale may also apply.

Application with copies of certificates and testimonials should reach to the Secretary on or before 14-8-1978.

Headmistress,
Santamayee Girls' High School
PURULIA.

31-7-78

Wanted

One lady graduate teacher preferably in Hindi medium with diploma in Physical Education in leave vacancy for Anara Girls High School (unaided), P. O. Anara R. S. Dist. Purulia. Apply to the Administrator, on or before 10th. August, 1978.

WANTED

Wanted one arts graduate (preferably trained) strong in English in deputation vacancy for Mangalda, B. N. J. High School, P. O. Manglda, Dist. Purulia. Other things being equal, M. A (in English)/B. A. Hons (in English) will be preferred. Apply to the Secretary by 11-8-71

দি ন্যাশনাল বাড বিল্ডার্স

উদ্ধব সিং ষ্ট্রীট, নডিহা, পুরুলিয়া।

বাস, ট্রাক, রিক্সা ইত্যাদির বডির জন্য বিখ্যাত গ্রীল, গেট, ইত্যাদির কার্য্য সুলভে হয়, ইহা S. S. I. কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষিত বেকার দ্বারা পরিচালিত সংস্থা।

R. No.—2539/57 মুক্তি (৬) ১৪ই শ্রাবণ, ১৯৭৮ W. B./B. K. U 24

Government of West Bengal
Office of the Deputy Commissioner, Purulia.
M. V. DEPARTMENT

Notice Under Section 50 of The M. V. Act. 1939

Applications in Form P. Co. P. A. are invited from intending Operators for the grant of substantive contract (Mini Bus) carriage permits for each of undermentioned routes valued for 5 years. The Mini Bus to be placed under the permit must fulfil the following specifications.

(i) The Mini Bus to be placed must not be more than 3 years old recorded from the date of sanction of the permit.

(ii) The Mini Bus shall have all front facing dunlopillow cushouned seats and glass windows.

(iii) The minimum seating capacity shall be 22 and the maximum 27 seats having wheel base of 120″ or 127″ respecting.

(iv) The overall width shall not exceed 8″ feet

(v) The overall height shall not exceed 8′-6″.

(vi) The inside height from floor level to the roof shall not exceed 5″ feet.

(vii) Rear overhang shall not excee 50% of the total chassis length.

(viii) Body to be painted in Maroon colour with yellow border of 6″ width on the sides and rear of the Bus below the window level.

The applications in the prescribed from will be received by the undersigned on or before 16-8-78 during the office hours after which no application will be entertained.

Any representation in connection with the applications that may be made by existing contract carriage permit holder or any local authority or police Authority of the region in which the proposed routes lie will be received by the undersigned on or before 16-8-78 during the office hours.

The applications together with any representations if any will be considered by the Regional Transport Authority, Purulia in its meeting to be held on the date place and time to be notified later on.

Name of the rout.	No. of parmits to be issued—	Meximum No of trips
1. Purulia to Bagmundih (via Sirkabad Ajodhya Hill)	One	Two trips each way daily
2. Purulia to Adra via Hura, Kashipur	One	do
3. Purulia to Manbazar via Hura, Puncha	One	do
4. Purulia to Manbazar via Kenda, Gopalnagar	One	do
5. Purulia to Cheleyama via Raghunathpur	One	do
6. Purulia to Baghmundih via Jhalda, Iloo	One	do
7. Purulia to Santaldih, Para Dubra.	One	do

Secretary
Regional Transport Authority,
Purulia.

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ২৫শ সংখ্যা | সোমবার, ৭ই আগষ্ট, ১৯৭৮ ২১শে শ্রাবণ, ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

অনেক তুমি দিচ্ছ ঢেলে—
ফর্জ্জ অনেক পাচ্ছি বলে।
বরাদ্দেতে সেইকো ফাঁকি—
তোমায় কে আর ফেলবে দোষে।

• • •

হিসাব কি নাও—কাদের লাগি
নামছে এ সব গঙ্গাধারা?
ছিটে ফোঁটাও নামছে কিনা
একেবারে তলায় যারা?

ইন্দিরা কংগ্রেসের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সাবধান হোন

এই হুঁসিয়ারী দিয়েছেন—বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন—"ইন্দিরা কংগ্রেস সারা ভারতে ৯ই আগষ্ট দিবস পালনের নামে যা করতে চেষ্টা করছে—তা ক্ষতিকর। দেশে যেটুকু গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ফিরে এসেছে—তা নষ্ট করাই ওদের উদ্দেশ্য। গণতন্ত্র প্রিয় মানুষকে তা প্রতিরোধ করতে হবে"। সম্প্রতি ইন্দিরা কংগ্রেস থেকে ৯ই আগষ্ট দিবস পালনের ঘোষণার ভিত্তিতেই চেয়ারম্যান শ্রীদাশগুপ্ত ঐ মন্তব্য করেন।

জনসাধারণের মনে আছে যে, সম্প্রতি কিছুদিন আগে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নামে পশ্চিম বাংলার ইন্দিরা কংগ্রেসের দলবল কলকাতা মহাকরণে যেভাবে হিংসাত্মক আক্রমণ করেছিল—তাতে বোঝা গেছে যে, তারা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে এখন চেষ্টা করছে—দেশে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে বিপর্য্যস্ত করার। সেজন্যই শ্রীদাশগুপ্ত ইন্দিরা কংগ্রেসের ৯ই আগষ্টের প্রস্তুতি সম্পর্কে জনগণকে সাবধান থাকতে হুঁসিয়ারী দিয়েছেন।

বিগত একবছরে বামফ্রণ্ট সরকারের বিভিন্ন কাজ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের রাজ্য দপ্তর গত এক বছরের কার্য্যাবলী সহ যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন এবং আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন—তার থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি এই)—

অর্থ বিভাগীয় ব্যবস্থা

বেকার ভাতা দেওয়ার একটি নতুন কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। গত ১ এপ্রিল থেকে এই কর্মসূচি অনুযায়ী দেড়লক্ষ বেকারকে ভাতা দেওয়া হবে। যাঁদের নাম এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে পাঁচ বছরের বেশি তালিকাভুক্ত আছে এবং যাঁদের পারিবারিক আয় মাসে ৫০০ টাকার কম, তাঁদের মধ্যে থেকে এজন্য লোক বাছাই হবে। মাসে ৫০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। ১৯৭৮-৭৯তে এজন্য বরাদ্দ হয়েছে ৯ কোটি টাকা। একটি জাতীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা দেওয়া হবে।

গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান ও সাহায্য দানের জন্য 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচি অনুযায়ী ১৯৭৭-৭৮এ ৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১৯৭৮-৭৯তে 'গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে' ২৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

রাজ্যের সদর দপ্তর থেকে ক্ষমতা সর্বনিম্ন পঞ্চায়েত পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়াই বর্ত্তমান সরকারের নীতি। পঞ্চায়েত নির্ব্বাচিত ৫৬,০০০ ব্যক্তিকে কাজের শরিক করে গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে দায়িত্ব দেওয়া হবে।

ভাগচাষী ও ক্ষুদ্র চাষীদের ব্যাঙ্কগুলি থেকে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিরাও তাঁদের ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে এখন সরকারী সাহায্য পাচ্ছেন।

এই বছরই সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা (১০০০ টাকা মূল মাসিক বেতনভোগী পর্যন্ত) ১০০ টাকা এক্সগ্রাসিয়া সাহায্য পেলেন। সরকারের অধীনে সাময়িক ও দৈনিক ভিত্তিতে কর্মরতরাও এই সাহায্য পেয়েছেন।

এ বৎসরের ১লা এপ্রিল থেকে সরকারী পেন্সনভোগীদের পেন্সন মাসিক ১৫ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৯৭৭-৭৮এ বার্ধক্য ভাতার পরিমাণ ২০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ টাকা করা হয়েছে। ভাতা-গ্রহীতাদের সংখ্যাও ১০০ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৯৭৮-৭৯তে আরও ৮২৫০ ব্যক্তিকে এই ভাতা দেওয়া হবে।

ভূমিসংস্কার

বর্গাদার ও ছোট রায়তদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের ৩০লক্ষাধিক বর্গাদারের মনে নতুন আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে।

কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন

পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় ৫৬৪১ একর জমিতে সমচাল বাঁধ, সিড়িবাঁধ, পলিমুক্ত জলাধার ইত্যাদি কার্যক্রম রূপায়িত করা হয়েছে।

শিক্ষা (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও গ্রন্থাগার)

গত ১ জানুয়ারি থেকে ১,০০০ নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে এবং এর জন্য নতুন ৪,০০০ শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন।

গত ১ জানুয়ারি থেকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। গত ১ এপ্রিল থেকে জুনিয়র হাইস্কুল ও জুনিয়র হাই মাদ্রাসায় নতুন ২,০০০ শিক্ষকের নিয়োগ সরকার মঞ্জুর করেছেন।

বিদ্যুৎ

পূর্বতন সরকারের আমলে গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পের কাজ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রচার করা হয়েছে যার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার কোন সম্পর্ক নেই।

(২য় পাতায় দেখুন)

১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য বর্তমান সরকার এই একল রূপায়ণে ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন।

সেচ ও জলপথ

কংসাবতী প্রকল্পের উপরের দিকের কাজও হাতে নেওয়া হচ্ছে এবং এর ফলে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার ৪৩ হাজার হেক্টার জমিতে সেচের সুবিধা সৃষ্টি হবে।

শিল্প

৩৩৯টি শিল্প প্রকল্পে বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ চলছে, এর অনুমিত লগ্নীর পরিমাণ ২২৯.১৮ কোটি টাকা। সেগুলির মধ্যে ১৯৭৮-১৯৭৯ সালে ১৪৫টি চালু হবে।

সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের প্রতি আশ্বাস বাণী

বামপন্থী ফ্রন্টের সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচি রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থকে সেবা করবে, তাঁদের জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সহায়তা করবে এবং ৩০ বছরের কংগ্রেসী অপশাসনে তাঁরা যে চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়েছেন, তার কিছুটা উপশমের ব্যবস্থা করতে পারবে। বামপন্থী বলিষ্ঠ গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও অযোগ্যতামূক একটি পরিচ্ছন্ন প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করতে সচেষ্ট হবে। মেহনতী মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলি তুলে ধরা ও সেগুলির পক্ষে দাঁড়ানো এবং এক সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই অধিকারগুলি সংরক্ষণ ও প্রসারের সংগ্রামে জনগণকে সাহায্য করা বামপন্থী ফ্রন্টের নিরন্তর প্রয়াস হবে।

ঋষি নিবারণ চন্দ্র স্মৃতি বার্ষিকী

পুরুলিয়া সহরে অনুষ্ঠান

বিগত ১লা শ্রাবণ বেসরকারি ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতি বার্ষিকী যথারীতি পালিত হয়। ভেকলপাড়া অঞ্চলে ঋষির স্বগৃহ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। নিমন্ত্রিত লোক সেবায়তনের মহিলা কর্মীরা প্রার্থনা পরিচালনা করেন। সহরে ঋষি নিবারণ পার্কে মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান অনুষ্ঠান হয়। ঋষির অনুরাগীরাও অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করেন।

আঁকরোতে অনুষ্ঠান

১লা শ্রাবণ ঋষির তিরোধান দিবসে মানবাজার ২নং ব্লকের বিশিষ্ট কর্মীরা আঁকরোতে সমবেত হন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সুকলী মাঝি (বড় সমমাদোশান, অমুল. নক, রবিলোচন মাহাত (ধরমপুর) বাবুরাম, হরি, কিরিটি মাহাত (মামড়ো) নবকিশোর, মাধব সিং (জামবনী) কাম্বক মাঝি (হুটাঁবা) তরুণ মাহাত (দাশীচিড়া) ভুনু মাহাত (হাথামোহনপুর) চৈতন কড়া (পাসকুড়া) নবীন মাঝি (ছোটবাঙ্গা) গোবর্দ্ধন সর্দার (বরো) গোষ্ঠ মাহাত (ভাদ্রভঙি) শরৎ, অমূল্য, প্রভাকর মাহাত (রঘুনাথপুর) রাঘবরি মানশোবিন্দ, গুরুচরণ, বরন, গুরুপদ, বংশী ছুট্টু, লক্ষণ ও ত্রিলোচন মাহাত (আঁকরো)। সমবেত জনসাধারণের মধ্যে ই'তারা বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধি রূপে যোগ দিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

সতনপুরে ঋষি নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত স্মৃতি তর্পণ

গত ১লা শ্রাবণ, সতনপুর লোকসেবা আশ্রমের গীতা ভবনে "ঋষি নিবারণ" স্মৃতি দিবস শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে প্রতিপালিত হয়। প্রভাতে গীতা ভবনে ঋষির প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করা হয়। তাঁহার প্রিয় সঙ্গীত "ঋষি নিজেরই যা কিছু অপরে বিলায়ে আপনা হারায়ে ফেলেছো" গানটি গাওয়া হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায় পাঠ করা হয়। কীর্তন, ভজন জীবনী আলোচনা হয়। আশ্রমের সকলে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমদ্ভবদ্ভ ভট্টাচার্য।

স্থানীয় সংবাদ

মানবাজার রাস্তায় আবার ডাকাতি

বিগত ১৯।৭।৭৮ তারিখে মানবাজার রাস্তায় আবার এক ডাকাতির ঘটনা ঘটে। রাত্রি প্রায় ৭১ টার সময় উমরা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীত্রিলোচন মাহাত ও তাঁর ভাই মোটর বাইকে পুরুলিয়া যাচ্ছিলেন। এঁরা বলরা হয়েছিলেন—নোয়াগড় থেকে। বড় রাস্তার মধ্যে পানিসাধব গ্রামের কাছে রাস্তা যেখানে চালু সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে ৭।৮ জন ডাকাত মোটর বাইক সহ এঁদের দুজনকে আটকায়। ত্রিলোচনবাবুর সঙ্গে ডাকাতদের মারামারি হয়। মানবাজার দিক থেকে একটি ট্রাক আসছিল। দূর থেকে ব্যাপার দেখে ট্রাকটি ফিরে চলে যায়। ডাকাতদের সঙ্গে মারামারির সময় যে গোলমাল হচ্ছিল— তা শুনে পানিসাধব ও বিনুডি গ্রাম থেকে অনেক লোক ছুটে আসায় ডাকাতরা পালিয়ে যায়। পানিসাধব ও বিনুডির লোকজন সাহসের সঙ্গে বিপদকের সাহায্যে এগিয়ে এসে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। ডাকিকাদের রাস্তা থাকে চলা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

পঃ বঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ডাকে পুরুলিয়া বিভাগীয় কর্মীদের বিক্ষোভ—

বিদ্যুৎ পর্ষদ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভাপতি জানাচ্ছেন যে, সী.ও.টা.সি.আই.টি.ইউ কর্মীদের উপর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে, সঠিক সময়ে wage কমিটির রায় প্রদান, এসুকাতাও/এডহক কর্মীদের উপযুক্ত পদে নিয়মিতকরণ ও বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে গত ২৩শে জুন (মঙ্গলবার) বেলবন্ধু রোডস্থ পুরুলিয়া বিদ্যুৎ কার্য্যালয়ে, W. B. S. E. B. পুরুলিয়া বিদ্যুৎ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (I. N. T. U. C.) বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উক্ত সময়াবেশে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের শ্রমিকবিরোধী কাজের সমালোচনা, পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদ ও নিন্দা জানানো হয়। উক্ত বিক্ষোভে ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক শ্রীনবীন মুখার্জী ও বিভাগীয় ইউনিট সম্পাদক শ্রীসুভাষ মাহুলী জোরালো বক্তব্য রাখেন। ইউনিয়নের জেলা কমিটির সভাপতি শ্রীপ্রদব বসুজী উক্ত দাবী দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ১১ই জুলাই ইউনিয়নের প্রতিটি সদস্য, সমর্থক এবং সকল শ্রেণীর বিদ্যুৎ কর্মিবন্ধুদের "গণছুটী" পালনের আহ্বান জানান।

পুরুলিয়ার শিল্প-ভাবনা। ক্ষুদ্রশিল্পমন্ত্রী উপাধ্যায়তে আলোচনাসভা।

গত ২৩।৭।৭৮ তারিখে স্থানীয় রাজস্বভিয়া অঞ্চলালয় সন্ধ্যা ৭টায় স্থানীয় শিল্পোদ্যোগীদের একটি সভার উদ্যোগে পুরুলিয়ার শিল্প সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাঙ্কার্স কমিটি ও ক্ষুদ্রশিল্প দপ্তরের ডাইরাক্টর মহী শ্রীচক্রবর্ত্ত মজুমদার তাঁর দপ্তরের শিল্পনীতির ও ডাইরেক্টরদের সহ এই সভায় যোগদান করেন।

সংস্থার সভাপতি শ্রীসত্যব্রতীপ্রসাদ সিংহদেও ও সম্পাদক শ্রীমোহন ঘোষ সভাস্থানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করেন। আমন্ত্রিত নাগরিকদের মধ্যে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এজেলায় শিল্পস্থাপনের প্রয়াসের কথা বলতে গিয়ে বলেন যে ১৯৬৩ সালে পুরুলিয়া প্রজেক্ট নামে একটি ব্যাপক শিল্প প্রকল্প রচিত হয়। ১৯৮৮তে অনুরূপ একটি শিল্প পোষনাদের জেলার শিল্পসম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়। এই সময় রাজ্যসরকারের শিল্পবাণিজ্যের বিবেচনার জন্য জেলাশাসিবর্গ থেকে একটি খসড়া প্রকল্প পাঠান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সব আলোচনা আলোচনা-তেই শেষ হয়েছে—কাজ কিছুই হয় নি। শ্রীভট্টাচার্য্য জেলার শিল্পসম্ভাবনার খনিজ সম্পদের বর্ণনা দিয়ে শিল্পস্থাপনে উজ্যোগী হতে এবং সড়কউন্নয়নের দ্বারা জেলার চারপাশের শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলের সঙ্গে সহজ যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য উপস্থিত মন্ত্রী মহাশয়ের মাধ্যমে রাজ্যসরকারের নিকট অনুরোধ জানান।

(৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন)

মুক্তি

২১শে শ্রাবণ ১৩৮৫, সোমবার

পুরুলিয়া জেলার দাবী

দিন কয়েক আগে দিল্লী থেকে একজন অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় বড়ো অফিসার এসেছিলেন পুরুলিয়া সহরে। সামাহিক কালের জন্য শিল্পাশ্রমেও আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। দিল্লীতে তিনি একটি জনসেবী সংস্থার সভাপতি। ভারতের পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছেন।

দিল্লীতে গান্ধী শিল্প ফাউণ্ডেশনে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তাঁকে পুরুলিয়া বাঁকুড়া প্রভৃতি থেকে অফলের জন্য বিশেষ দৃষ্টি রেখার বিষয়ে অনুরোধ করি। তিনি তাঁদের সংস্থার মাধ্যমে পুরুলিয়া জেলার গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারে চেষ্টা করেন।

সেই সূত্রেই পুরুলিয়া আসেন। পুরুলিয়ার তাঁর সঙ্গে জেলা সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। তাঁকে আমরা বললাম—পুরুলিয়া জেলার বিশেষ দৃষ্টি রেখার বিষয়ে অনুরোধ করছেন—আমরা করজ কারণ পুরুলিয়া জেলার মত এত দরিদ্র জেলা ভারতবর্ষে আর নেই।

এই কথায় তিনি বললেন—পুরুলিয়া জেলাও একটা ধরাধরণ জেলা। তারজন্যই আমরা চেষ্টা করছি। তবে আপনারা যে দাবী করছেন—সেই দাবীর সঙ্গে একমত হতে পারছি না। কারণ প্রত্যেক জেলার মানুষই বলেন—তাঁদের জেলাই সবচেয়ে দরিদ্র জেলা।

উত্তরে আমরা বললাম—সাধারণভাবে বহু লোকই ঐ মনোভাব প্রকাশ ক'রে থাকেন সত্য। তবে আপনার মতো একজন ইণ্টেলেক্চুয়েল লোকের সঙ্গে বিতর্কে শুরুত বহন ক'রে যখন আমাদের তথ্য বলতে হচ্ছে—তখন তথ্য প্রমাণ ও যুক্তি না রেখে—আপনার সঙ্গে কি ঐ ভাবে কথা বলতে সাহস করতাম।

যে যে তথ্যের ভিত্তিতে, যে যে যুক্তির জোরে আমরা ঐ দাবী তারতে সঙ্গত ক'রে আছি—সে সবের ছোটা কথা ব'লে তাকে বললাম যে, এই জেলায় তথ্য সন্ধান ব্যবস্থার মাধ্যমে ত্রিশ হাজার দুষ্টরোগী রয়েছে জানা গেছে—সন্ধানের বাইরে আরো কতো রোগী আছে তার ঠিক নেই। এবং এতে রোজা যাচ্ছে—কতো অগণিত পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ায়—ঐ সব অগণিত পরিবার আর্থিক জীবনে কতো বিপন্ন হয়েছে—ধারণা করতে পারেন। এই জেলার মতো এই অবস্থা ক'টা জেলার আছেন বলুন। তিনি এই শেষের কথাটিতে অত্যন্ত চমকিত ও বিস্মিত ভরে উঠলেন এবং বললেন—কলসাই বোধ করতে পারছি—কেন এই জেলা ভারতের সবচেয়ে দরিদ্র জেলা বলে দাবী করতে পারে।

সুদীর্ঘকাল ধ'রে লোকসেবক সংঘের প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষের তথ্য বিচার বালোর নেতৃত্বদের কাছে পুরুলিয়া জেলার শোচনীয় আর্থিক রূপ তুলে ধরেছেন। অগণিত স্মারকলিপির মাধ্যমে এবং মৌখিকভাবে যোগা-যোগের মাধ্যমে তাঁদের কাছে ক্রমাগ করেছেন—পুরুলিয়া জেলা কেন ভারতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র জেলা।

লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে ঐ দাবীর মূলে যে সমস্ত তথ্যাভিত্তি তথ্যাদি ও যুক্তি সমূহ দেখানো হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—

(১) বিস্তৃত সংক্ষুব্ধ ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা।

(২) শোচনীয় সামাজিক অবস্থা।

(৩) উগ্র নয় সাম্প্রদায়িক আঘাত।

(৪) রাজনৈতিক অবিচার।

(৫) শাসনতান্ত্রিক উপেক্ষা, উদাসীনতা ও অবিচার।

(৬) প্রাকৃতিক ভৌগলিক পরিবেশ।

(৭) দুষ্টরোগের অভিশাপ।

(৮) জনগণের শোচনীয় অর্থনৈতিক জীবনের ব্যক্তিগত দিক।

(১) বিস্তৃত সংক্ষুব্ধ ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার কথা প্রথমে বলি। এই জেলার মাটি অত্যন্ত অনুর্বর,—বালুসুর্ণ, কাঁকরপূর্ণ কাঁকরের মত। জল ধারণের ক্ষমতা অত্যন্ত কম। এখানে বৃষ্টিপাত খুব কম হ'লেও, এই জেলার চেয়েও কম বৃষ্টিপাত সম্পন্ন অন্য জেলা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এখানে মাটির জলধারণের ক্ষমতা অত্যন্ত কম ব'লে, কয়েকদিনের খরাতেই ব্যাপক ভাবে ফসল নষ্ট হয়।

এই অবস্থার মধ্যে যে বছর অনাবৃষ্টি দীর্ঘতর হয়—সে বছর অন্য জায়গায় দুর্ভিক্ষ না হলেও, এই জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়—অনাহারে মানুষ মরে—এ ঐতিহাসিক সত্য। দেমন ১৮, আর—ডি, আর এ জেলার জন্য চিরন্তন ব্যবস্থা। এ জেলায় সেচের ব্যবস্থা প্রায় অকিঞ্চিৎকর। মাটির অবস্থা কাঁকরার মত বলে, সুয়া, পুকুর প্রভৃতিও জলধারণের ক্ষমতা বিশেষ নেই। তাছাড়া, সুয়া পুকুরও প্রায় সব অকেজো এবং মজা। দেমন খরার সঙ্গে সংগ্রাম করার এই জেলার শক্তি অত্যন্ত নীরিহ।

এই জেলার মাটি অম্ল। ফসলের পক্ষে খুবই প্রতিকর্ক। তার ওপরে সাধারণের জমিগুলির উচু, নিচু ঢালু। তাতে বর্ষার মাটির ওপর দিয়ে জলের স্রোত বইতে থাকে। ফলে, মেটাকের মূল্যবান মাটির সুক্ষ্ম অংশ—জৈব পদার্থ সমূহ প্রতি বৎসর বর্ষণাগমে ধুয়ে চলে যাচ্ছে। এই কৃষিপ্রধান জন্যও এই জেলায় চাষীকে বেশী খরচ করতে হয়।

এই জেলার মাটি অত্যন্ত অনুর্বর হওয়ার জন্য এবং নানা বিঘ্নের জন্য, এই জেলার চাষীদের অন্য জেলার চাষীদের চেয়ে বিঘা প্রতি তিনগুণ বেশী চাষ খরচ করতে হয় এবং উৎপাদন হয় অন্য জেলার চেয়ে তিনগুণ কম। এর মোট ফলে দেখা যাচ্ছে—এক বিঘা জমিতে একই পরিমাণ অর্থ লগ্নী ক'রে—এ জেলার চাষীকে অন্য জেলার চেয়ে ৯ গুণ কম ফসল পেতে হচ্ছে। কী শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি করুন। এ ব্যতীত ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা এবং তার প্রতিক্রিয়ার জন্য ব্যবস্থার নৈরূ তারতবর্ষে অন্য কোনো জেলায় আছে ব'লে কেউ আমাদের এ পর্যন্ত বোঝাতে পারেন নি।

(২) এবারে শোচনীয় সামাজিক অবস্থার কথা এবার বলি। এই জেলার জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ আদিবাসী হরিজন সম্প্রদায়। এবং তার সঙ্গে অনগ্রসরদের নিম্নস্তরের মানুষের যোগ করলে, তাহা সবচেয়ে ৮০/৯০ ভাগ। এই সব শ্রেণীরা সমাজে সব সময় শোষিত ও নিগৃহীত হয়ে এসে-ছেন। শাসনযন্ত্রের কাছ থেকে এদের রক্ষা ব্যবস্থা হয়ে থাক—শাসনযন্ত্র বরাবরই ঐ সব শোষণ ও নিপীড়নের সহায়ক হয়ে ওদের অবস্থা শোচনীয় ক'রে তুলেছে।

(৩) উগ্র, নয় সাম্প্রদায়িক আঘাত কী এল তা এবার বলি। ব্রিটিশ আমলে সুখীর্ঘকাল ধ'রে অগণিতমানুষ শোষণের পর, স্বাধীনতা লাভ হলে, শোষিত মানুষ যখন শক্তির নিশান ফেললেন—তখন বিঘ্ন সরকারের অধীনে এই জেলার অধিবাসীরা উগ্র, নয় সাম্প্রদায়িক অত্যাচার, অবিচার ও আঘাত সহ্যকে স্বীকার হন। স্বাধীনতার পর থেকে ৮ বছর ধ'রে পুরুলিয়া জেলা স্বাধীনতার আস্বাদ তো পেলই না; বরং নানা রূপেরও সম্মুখীন হল।

(৪) জেলার ওপর রাজনৈতিক অবিচার কী হল তার আলোচনা করছি। বাংলাভাষী হিসাবে এই জেলার যে সমস্ত অংশ পাওয়া উচিত ছিল—সে সমস্ত অংশ এই জেলা পেল না। কেন্দ্রীয় তথা বিহার ও পশ্চিম বঙ্গের শাসনযন্ত্রের দিক থেকে নানা রাজনৈতিক চক্রান্ত ও মিথ্যাচারের ফলে এই জেলার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী অঞ্চলগুলি এই জেলার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল। ফলে এই জেলার আশাময় জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবন গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোল।

(৫) তারপর শাসনতান্ত্রিক উপেক্ষা, বিঘ্নতা ও অবিচার কী হোল তা বলি। স্বাধীন জীবনে, গণতান্ত্রিক পরিবেশে অধীনে, উন্নয়নের নানা পরিকল্পনার আয়োজনের পাশে এই জেলা আশাযোগ্য সব রকমে যে ভাবে বঞ্চিত হয়েছে—লেজাবে ভারতের কোনো জেলা বঞ্চিত হয়নি। শিল্প আয়োজন, বৃহৎ সেচ পরিকল্পনা, ব্যাপক উন্নয়ন কর্মতালিকা কোনো কিছুর বিন্দুমাত্র কার্যক্রম নেওয়া হল না। ব্যাপকভাবে এই জেলার মানুষের আর্থিক জীবন ১৯৪৭ সালে যা ছিল—তার চেয়েও শোচনীয় হোল। কারণ উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য কোনো সরকারী পরিকল্পনা নেওয়াই

হল না; অথচ অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধি ও স্বাধীনতার আনুষঙ্গিক উপদ্রবের স্বাধীনতায় এই জেলার আর্থিক জীবন আরো বিপন্ন হয়ে পড়ল। পুরুলিয়া কোটশিলার বড় লাইন এই জেলাকে একটা বড়ো অর্থনৈতিক সুযোগ দিতে পারতো—তা দেওয়া হল না। পুরুলিয়া বান্দোয়ান রাস্তায় বিহারের অংশ দুর্গম ক'রে রেখে জেলার একটা বৃহৎ অংশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে পঙ্গু ক'রে রাখা হল। আরো বহুভাবে বহু শাসনতান্ত্রিক অবিচার করা হল। এই জেলার শোচনীয় কৃষিকে কোনোভাবে সাহায্য দেওয়া হল না। এই জেলার নিজস্ব মৃত প্রায় কুটির শিল্পগুলিকে বাঁচাবার ব্যবস্থা হল না। নতুন কুটির শিল্প প্রসারের কথা স্বপ্ন হয়ে রইল। ভারতবর্ষে একটা সমগ্র জেলার জীবনে এমন সর্বাঙ্গীন বঞ্চনার ব্যবস্থা এই জেলা ছাড়া আর অন্য কোনো জেলার জীবনে ঘটেছে বলে কেউ বলতে পারেন নি।

(৬) প্রতিকূল ভৌগলিক পরিবেশের ব্যাপার এবার বলি। কোনো রকমে এই জেলার লক্ষ লক্ষ চাষী যে ফসলটুকু ফলাচ্ছে—দরিদ্র কুটির শিল্পী যে জিনিষপত্র গড়ছে—সেগুলির অধিকাংশই অভাবের তাড়নায় বিক্রি করে দিতে হচ্ছে কম দামে। ফড়িয়া, দালাল মজুতদারেরা সেগুলি লুফে নিচ্ছে। তারপর তারা চড়াদামে বিক্রি করছে—শিল্পাঞ্চলগুলিতে—যা ঘিরে আছে এই জেলাকে। জেলার চতুর্দ্দিক বেষ্টিত শিল্পাঞ্চলগুলির লোকজনের হাতে প্রচুর টাকা। তারা সেই টাকার জোরে জেলার জিনিষপত্র টেনে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে এই জেলার মানুষ বিপন্ন হচ্ছে। কারণ মজুতদারেরা জিনিষ পেয়েই দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে—তাদের হাতে ভাল বাজার আছে। এই জেলার দরিদ্র মানুষকে চড়া দরে জিনিষ কিনতে বাধ্য হতে হচ্ছে—প্রতিকূল ভৌগলিক পরিবেশের কারণে। এই জেলার শিল্পোন্নতি হচ্ছে না; কিন্তু আশপাশের শিল্পোন্নতির আঘাত তাকে বেশীভাবেই পেতে হচ্ছে।

(৭) কুষ্ঠরোগের অভিশাপের কথা প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছি। কুষ্ঠরোগের আক্রমণে পঙ্গু হওয়ার ফলে, অথবা ঘর থেকে বিতাড়িত হওয়ার ফলে, বহু পরিবারের স্থায়ী আর্থিক ব্যবস্থা ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। এই অত্যন্ত ভয়াবহ রোগের দারুণ প্রবহমান গতি রুদ্ধ করার বিশেষ কিছুই ব্যবস্থা আজও পর্য্যন্ত হয়নি।

(৮) জনগণের শোচনীয় অর্থনৈতিক জীবনের ব্যক্তিগত দিকের কথা এবার বলি। স্বাধীন জীবনের ৩০ বছরে, জেলার জীবনে যে নিদারুণ অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা গ'ড়ে উঠল—তার মধ্যে জেলার চাষীদের ভয়ানক সংগ্রাম ক'রে বাঁচতে হল—কারণ তাদের শতকরা ৯০ জন প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষী—প্রত্যেকের জমি অত্যন্ত সামান্য। তাও আবার চূড়ান্তভাবে অনুর্ব্বর। তার ওপর কৃষি যোগানের সব দিক থেকে প্রায় সর্বহারা এই জেলার কুটির শিল্পীরাও প্রায় পুঁজিহীন। তাদের দরাজ সাহায্য দেবার প্রচার রয়েছে—কিন্তু রয়েছে আইনের খাঁড়া কোলানো—সামনে কজনের যাবার সাধ্য। তাছাড়া অন্যান্য সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা ছেলেখেলারই নামান্তর। আশাকরি এগুলির ব্যাপার সবাই জানেন—এখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হচ্ছে না। এ জেলার চাষীদের অধিকাংশ বহুলাংশে ক্ষেত মজুর। যারা সকল সময়ের জন্য ক্ষেতমজুর তারা বছরের বেশীর ভাগ সময় এই জেলায় কাজ পায় না—কাজের সন্ধানে দুনিয়া ঘোরে—কিছু লোক কাজ পায়—কিছু বিতাড়িত হয়।

এই আমাদের জেলার জীবন। ঐ সমস্ত পরিস্থিতি বিচার ক'রে, আমরা যদি বলি—সুযোগ সুবিধের দিক থেকে, বঞ্চনার দিক থেকে, উপেক্ষার দিক থেকে, দারিদ্র্যের দিক থেকে, জীবন সংগ্রামের দিক থেকে এই জেলা ভারতের সমস্ত জেলার চেয়ে বিপন্ন—তাহলে কি কেউ বলতে পারবেন—তথ্য ও সত্যের খাতিরে তা সঠিক নয়?

ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বিগত ২৮শে জুলাই লোকসভায় পুরুলিয়া জেলার প্রশ্নকে সারা ভারতের অন্যান্য জেলার ওপরে স্থান দিয়ে এককভাবে তুলে ধরেছেন। আমরা আশা করছি—তিনি এবং তাঁর মন্ত্রীসভা পুরুলিয়ার সমাজ সমস্যা উপলব্ধি করেছেন। আমরা তাতে সবিশেষ আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি রাজ্য সরকারও ইতিমধ্যে পুরুলিয়ার উন্নয়ন প্রশ্নকে যথোচিত গুরুত্ব প্রদান ক'রে কর্ম্মে অগ্রসর হচ্ছেন। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের চিন্তা ও পরিকল্পনা জানতে পারলে আমরা সবিশেষ আনন্দিত হবো।

একটি বিশেষ অবিচারের ঘটনা

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল সেনগুপ্ত এই জেলাবাসীর বিশেষ পরিচিত। তিনি কলকাতায় বাস করলেও, এই জেলার জন্য সকল সময় বহু রকমভাবে সাহায্য করে গেছেন এবং করছেন। রাজ্যসভায় সদস্য থাকাকালে, দীর্ঘ সময় ধরে, পার্লামেণ্টে পুরুলিয়া জেলার অধিকার, উন্নয়ন বিষয়ে—জেলার অভাব অভিযোগ বিষয়ে নানা আলোচনা উত্থাপন করেছেন। বহুবার পুরুলিয়ার বিপদে আপদে, দুর্ভিক্ষে প্রয়োজনে পুরুলিয়ায় দৌড়ে এসেছেন গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরেছেন।

পুরুলিয়া জেলার জনস্বার্থের কথা ভেবে, সম্প্রতি কিছুদিন পূর্ব্বে দ্বিজেনবাবুর ব্যাপারে আমরাও এক কর্ম্মধারায় যুক্ত হই। আমাদের চেষ্টার ব্যাপারে ফলাফল কী ঘটল—তার পরিচয় দেবার কথা ভেবে রেখেছিলাম। অন্যান্য নানা কাজের ঝামেলায়, এ বিষয়টি লিখতে ক্রমশই দেরী হয়ে গেল। কিন্তু লেখা দরকার ব'লে, দেরী হলেও, এখন এ বিষয়ে লিখছি। তাছাড়া, আমাদের জেলার এহেন দরদী মানুষ দ্বিজেন বাবুর সম্পর্কে ঐ ব্যাপারে যে অবিচার বা ভুলবোঝার অবকাশ ঘটেছে, সে বিষয়ে আলোচনা না করলেও, কর্ত্তব্যে ত্রুটি থেকে যাচ্ছে মনে করেছি।

বিগত লোকসভা নির্ব্বাচনে দ্বিজেনবাবুর প্রতি খুবই অন্যায় অবিচার করা হয়েছিল—তা বহু জনেই জানেন। এই দায়িত্বে আমরাও প্রকারান্তরে জড়িত হয়ে গেছলাম। দ্বিজেনবাবু নিজে প্রার্থী হবার জন্য কাউকে বলেন নি। এক বিশেষ পরিস্থিতিতে (যার কথা মুক্তিতে আলোচনা করেছি) তদানীন্তন জনতাপার্টির রাজ্য সভাপতি শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দ্বিজেনবাবুকে পুরুলিয়ার আসন থেকে লোক সভার প্রার্থীরূপে মনোনীত করতে আমরা বাধ্য হই। কিন্তু শেষে জনতা বামফ্রণ্টের বিশেষ দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে তাঁর নাম আমরা প্রত্যাহার ক'রে নিতে বাধ্য হই। তখন তাঁর প্রতি এক বিশেষ অবিচার করা হোল এবং তাঁকে অনর্থক এক অপ্রীতিকর অবস্থায় ফেলা হল। এবারেও সম্প্রতি তাঁর প্রতি আরেক অবিচার করা হল।

গত মার্চ্চ মাসে রাজ্যসভায় যখন বিধান সভার পক্ষ থেকে ৫ জন সদস্য পাঠাবার কথা ওঠে, তখন দেখা গেল যে, জনতা পার্টির পক্ষ থেকে একজন সদস্য পাঠাবার ক্ষমতা হবে—যদি দ্বিজেনবাবুকে দাঁড়করানো হয়। তখন রাজনীতিতে অভিজ্ঞ কিছু ব্যক্তি জনতা পার্টিকে পরামর্শ দিলেন যে, দ্বিজেনবাবুকে দাঁড়করালে জনতা পার্টি ঐ আসনটা নিশ্চিত পাবেন এবং লোক সভার ব্যাপারে দ্বিজেনবাবুর প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে—তারও তাহলে প্রতিবিধান করা হবে। রাজ্যসভায় দ্বিজেনবাবু যাতে যান তার জন্য আমরাও বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলাম এইজন্য যে, তিনি পুরুলিয়া জেলার দাবী দাওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে খুবই সহায়ক হবেন এবং তাঁর মাধ্যমে আমরা দিল্লীতে জেলার স্বার্থে অনেক কাজ করতে পারবো।

সেই সময় ভোটের পরিস্থিতি ছিল এই। ৫টি রাজ্যসভার আসনের মধ্যে বামফ্রণ্টের পুরো শক্তি ছিল ৪ জনকে পাঠাবার। আর একজনকে উত্তীর্ণ হবার জন্য ৪৮।৪৯টি ভোটের প্রয়োজন হচ্ছিল। বামফ্রণ্টের ৪ জনকে পুরো ভোট দিয়ে আর একজনকে জয়যুক্ত করার মত ভোট ফ্রণ্টের ছিল না। জনতা পার্টিরও ৩০।৩২ ভোট ছিল। এই অবস্থায় দ্বিজেনবাবুর একটা সুবিধে হয়েছিল। এস, ইউ, সি এবং অন্যান্য দু একটি বামপন্থী দল ও

নির্দ্দলীয় দুচারজন সদস্য—এই জন ১৬ বিধানসভা সদস্য স্থির করেন যে, তাঁরা দ্বিজেনবাবুকেই ভোট দেবেন। এই অবস্থায় জনতা পার্টি তাঁদের ৩০।৩২ ভোট দ্বিজেনবাবুকে দিলে তিনি নিশ্চিতই নির্ব্বাচিত হবেন বোঝা গেল। আর জনতা পার্টির ৩০।৩২টি ভোট ছাড়া বেশী ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বোঝা গেল।

রাজ্য জনতা পার্টির কয়েকজন নেতা এই অবস্থা উপলব্ধি ক'রে রাজ্য জনতা পার্টির সভাপতিকে বিশেষ অনুরোধ করেন—দ্বিজেনবাবুকে নির্দলীয় প্রার্থীরূপে দাঁড়াতে ব'লে তাঁকে যেন সাহায্য করা হয়। তাতে সভাপতি স্বীকৃত হন এবং তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মারফত দ্বিজেনবাবুকে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে পরামর্শ দেন। এবং সভাপতির পরামর্শে জনতা পার্টির ২৮ জন বিধানসভা সদস্যের উপস্থিতিতে, রাজ্য জনতা পরিষদীয় দল সর্ব্বসম্মতিক্রমে দ্বিজেনবাবুকে সমর্থন করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

পরে যখন সংবাদ ঘোষিত হল যে জনতা পার্টির দিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুগল মণ্ডলকে ঐ আসনে প্রার্থীর জন্য মনোনীত করেছেন—তখন রাজ্য পরিষদীয় দল পুনরায় প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, জনতা পার্টির স্বার্থের দৃষ্টিতে দ্বিজেনবাবুকেই সমর্থন করা দরকার। এবং এই অবস্থা বোঝাবার জন্য তিনজন এম, এল, এ দিল্লীতে গিয়ে জনতার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সব তাঁদের বুঝিয়ে বলেন। তাঁদের সে চেষ্টা সফল হল না। আমরাও এবিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করি। কিন্তু ফল হল না।

যাঁরা দ্বিজেনবাবুকে ভোট দেবেন ব'লে স্থির করেছিলেন—তাঁরা জনতা পার্টির মত-পরিবর্ত্তনের অবস্থা দেখেও, নিজেদের সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করলেন না। দ্বিজেনবাবু ও জনতা পার্টির শ্রীযুগল মণ্ডল দুজনেই হেরে গেলেন। দ্বিজেনবাবু পেলেন ১৬ ভোট, যুগলবাবু পেলেন ৩২ ভোট, আর বামফ্রণ্টের পঞ্চম ব্যক্তি কম ভোট পেয়েই জয়যুক্ত হয়ে গেলেন। শ্রীযুগল মণ্ডলকে মনোনীত করার পর থেকে রাজ্য জনতা পার্টির সভাপতি শ্রীসেন দ্বিজেনবাবুর প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বিষয়ে তাঁদের দায়িত্বের কথা আর মনে রাখলেন না।

দুঃখের হলেও একথা বলতে আমরা বাধ্য যে, এই ব্যাপারে জনতা পার্টির আচরণ বাঞ্ছিত হয় নি। জনতা পার্টিকে আজ ভারতের বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা পেতে হবে। সেজন্য জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা সর্ব্বদাই পরিচ্ছন্ন রাজনীতির প্রকাশ আশা করছি।

কিছু লোকের মনে হয়েছে যে, দ্বিজেনবাবু জনতা পার্টি ও বামফ্রণ্ট উভয়ের বিরুদ্ধেই অনর্থক দাঁড়ালেন। তা সত্য নয়। জনতা পার্টির পরামর্শ ও আশ্বাস পেয়েই দাঁড়িয়েছিলেন এবং বামফ্রণ্টের ৫ম প্রার্থীরও জয়যুক্ত হবার কথা ছিল না। দ্বিজেন বাবুর কর্ম্মধারা খুবই সঙ্গত ছিল। জনতা পার্টি নিজে পরামর্শ দিয়ে তাঁকে দাঁড় না করালে তাঁর এই অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়ার কোনো কারণ ছিল না। লোক সভার নির্ব্বাচনের সময়ের মত এবারেও তাঁর প্রতি বিশেষ অবিচার করা হল। এর জন্য আমরা আরো দুঃখিত এই জন্য যে, পুরুলিয়া জেলার এমন সহৃদয় বন্ধুকে আমরা চেষ্টা ক'রেও, সেবারে বা এবারে পার্লামেণ্টে পাঠাতে পারলাম না।

এ বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার দরকার ছিল—জনমতের জন্য এবং সংশ্লিষ্ট নেতৃবর্গের আত্ম বিচারের জন্য। দায়িত্বশীল সংস্থাগুলির কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য বাঞ্ছিত আচরণ আজ সবিশেষ কাম্য।

চিঠিপত্র

মহুদা গ্রামে ভয়াবহ উপদ্রবের অভিযোগ

পুরুলিয়া ২নং ব্লকের কংগ্রেসের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীশিশির কুমার সিংহ আক্রান্ত ও আহত হইয়া পুলিশকে যে এজাহার দেন তাহার মর্ম্মার্থ এই—

পুরুলিয়া ২নং ব্লকের কংগ্রেসের যুগ্ম-সম্পাদক মহুদা গ্রামের শ্রীশিশির কুমার সিংহ গত ২৯।৭।৭৮ তারিখে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় ১৫/১৬ জন দুষ্কৃতকারী দ্বারা আক্রান্ত হন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ শিশিরবাবু ঐ দিন তাহার অন্ধ বৃদ্ধ পিতার সহিত বাড়ীর বাহিরে রাস্তার দিকে বসিয়া চাষ বাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। রাস্তার উপরে তাঁহার নাবালক পুত্র কন্যা দুইজন খেলা করিতেছিল। হঠাৎ প্যাণ্ট ও শার্ট পরিহিত, চেনা অচেনা পনেরো ষোলজন দুষ্কৃতকারী শিশিরবাবুকে আক্রমন করে, ভয়ে তাহার পুত্র কন্যারা বাড়ীর ভেতরে চলিয়া যায়। শিশিরবাবু বাড়ীতে প্রবেশ করিতে গেলে তিন চার জন দুষ্কৃতকারী বাড়ীর দরজার মুখে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে এবং তাঁহার সহিত ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়। এ দিকে অন্যান্যরা তখন রাস্তার উপর বোমা ফাটাইতে থাকে। একজন দুষ্কৃতকারী শিশিরবাবুকে ছোরা মারিতে গেলে তিনি তাহার হাত ধরিয়া হাতে কামড় দিয়া ছোরা কাড়িয়া নেন, এবং সেই ছোরা লইয়া দুষ্কৃতকারীকে মারিতে গেলে অন্য একজন একটী ধারালো দা দিয়া শিশিরবাবুকে মাথায় আঘাত করে সঙ্গে সঙ্গে শিশিরবাবু পড়িয়া যান এবং প্রচণ্ড রক্তক্ষরণের দরুণ তিনি অজ্ঞান হইয়া যান। তাহা দেখিয়া দুষ্কৃতকারীরা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া বলে যাক্ শালা শেষ হইয়া গিয়াছে, এই বলিয়া তাহারা বাড়ীর সদর দরজা হইতে বাহিরে আসে ইতিমধ্যে শিশিরবাবুর সামান্য জ্ঞান হইলে প্রাণের ভয়ে ঐ রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ীর ভেতরে চলিয়া যান, এবং ভেতরে গিয়া পড়িয়া যান। স্বামীর রক্তাক্ত অবস্থা দেখিয়া স্ত্রী শোভারাণী সিংহ বাড়ীর বন্দুকটী লইয়া [illegible] চালাইতে থাকেন। তখন দুষ্কৃতকারীরা ছাদের উপর শোভারাণী দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বোমা ছোড়ে সেই বোমার আঘাতে শোভারাণী দেবী আহত হন। এদিকে গোলমাল ও বোমার শব্দ শুনিয়া অন্য এক বাড়ী হইতে উচিত সিং মহাশয় গুলি চালাইলে দুষ্কৃতকারীরা বোমা ফাটাইতে ফাটাইতে পলাইয়া যায়। যে পনেরো ষোলজন দুষ্কৃতকারী ছিল তাহার মধ্যে কতিপয় গ্রামের লোক ছিল তাহারা উক্ত গ্রামের সি. পি. এম কর্ম্মী বলিয়া পরিচিত।

আরও প্রকাশ হইয়াছে যে গত পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের আগে মিথ্যা অভিযোগে বন্দুকটী বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। নির্ব্বাচনের পর তাহা ফেরৎ দেওয়া হয়। এবং নির্ব্বাচনের আগে ও পরে তাঁহাকে বেশ কিছু সংখ্যক সি. পি. এম কর্ম্মীভীতি প্রদর্শন করিতেছিল, সেই ভীতি প্রদর্শনের কথা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাত করা হইয়াছিল। তা সত্বেও দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি আক্রমন হইতে রক্ষা পাইলেন না।

ইতি—

শ্রীসুকুমার রায়
সাধারণ সম্পাদক,
জেলা কংগ্রেস কমিটি, পুরুলিয়া।

বিপন্নের ব্যবস্থায় জেলা শাসক

মাননীয় মুক্তি সম্পাদক সমীপেষু—
পুরুলিয়া।

আমাদের পুরুলিয়ার সদর হাসপাতাল নানান প্রকার অব্যবস্থার কেন্দ্র। এই অব্যবস্থার পরিচয় সেদিন পাওয়া গেল। ২৫।৭।৭৮ তারিখে কোন এক দুস্থ রোগীর আত্মীয় আমাদের (অর্থাৎ মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের টাউন কমিটির কর্মীদের) জানালেন যে, সদর হাসপাতালে তাঁদের একটি রোগী আছে। তাহার চিকিৎসা এখানে সম্ভব নয়, বাঁকুড়া লইয়া যাইতে হইবে। এছাড়াও জানালেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, পেট্রোলের অভাবে এম্বুলেন্স ও অন্যান্য গাড়ী বন্ধ। সে জন্য তিনি ব্যাকুলভাবে জানালেন—যে কোন প্রকারে ঐরোগীকে

বাঁকুড়া লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতে। তাঁহার নিকট পয়সা কড়ি নাই। অথচ রোগীকে না লইয়া গেলেও চলিবে না।

আমরা দুইজন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অন্যবিধার কথা আমাদেরে জানালেন।

বাধ্য হইলাম জেলা শাসকের নিকট আমাদের বক্তব্য রাখতে। উনি আমাদের কথা আন্তরিকতার শুনলেন ও বেশ কয়েক দিনের মত পেট্রোলের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন—হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্সের জন্য।

জেলা শাসক মহাশয় যে আন্তরিকতা ও মানবতার পরিচয় দিয়েছেন—ইহাতে অসহায় মানুষের ভরসার কথা। এতে আমরা সবিশেষ আনন্দিত। আমরা আশা করবো, উনি যেন প্রতিটি কাজে সহযোগিতা করে দুঃখ ও অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান।

২১ / ৭ / ৭৮

অনিল দাস

পুরুলিয়ায় শিল্প-ভাবনা। ক্ষুদ্র শিল্পমন্ত্রী উপস্থিতিতে

(২য় পাতার পর)

শ্রীঅনিলকুমার বসু শিল্পস্থাপনে সরকারী স্তরের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক লালফিতার বাঁধন ও খেয়ালীপনা কিভাবে তরুণ শিল্পোদ্যোগীদের হতাশার ও নিরুৎসাহ করছে তার বর্ণনা দেন।

অতঃপর মন্ত্রদপ্তরের আলোচনায় বিদ্যুতসংকট ও সরকারী বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ, লাক্ষাশিল্প ও লাক্ষাচাষীর সর্বনাশ করে কয়েকটি কাঁচা লাক্ষা কিনে বাইরে চালান দিয়ে মুনাফা লিকারের প্রসঙ্গ ইত্যাদি আলোচিত হয়।

মন্ত্রী শ্রীচিত্তরত মজুমদার জেলার শিল্পোদ্যোগী মানুষকে কোনো আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে জানান যে এই জেলার খনিজ-সম্পদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যই তিনি তাঁর প্রস্তরের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এসেছেন। এখানে যে বহু শিল্পের আত্যোগাতার কৃতশিল্পের দুরবস্থার কথা আলোচনা করে কৃতশিল্পজাত সামগ্রী উৎপাদনের লাইসেন্স বন্ধ শিল্পগুলিকে না দেবার জন্য কেন্দ্রসরকারের উপর চাপসৃষ্টির সরাসর্ণ দেন। কর্মহীনদের প্রতি বাষ্পফন্টের সহানুভূতির নিদর্শনরূপে তিনি Food For Work (কাজের বদলে খাদ্য) এবং বেকারভাতার কথাও আলোচনা করেন।

পুরুলিয়া রোটারী ক্লাবের ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

পুরুলিয়ার রোটারী ক্লাবের ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রাজমন্ত্রিতা বর্ষণশালায়। সভাস্থে জাতীয়সঙ্গীত সমবেতকণ্ঠে গীত হয় এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর কলকাতা, কোকারো ও ধানবাদ হতে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের ও স্থানীয় আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানান হয়। বিদায়ী সভাপতি শ্রীজগবান্ধন সরাওগী সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বিগত বৎসরে সমাজসেবার ক্ষেত্রে ক্লাবের সাফল্য ও কৃতিত্বের জন্য সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানান। তিনি নবনির্বাচিত সভাপতি শ্রীলক্ষীনারায়ণ মলের সুষায় ক্লাবের বর্ষপঞ্জী পরিচয় দিয়ে তাঁর পরিচালনার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন। জেলা ও সেসন জজ শ্রীএ. কে. মাইতি প্রধান অতিথি ছিলেন।

বিদায়ী সম্পাদক শ্রীঅজুযন বন্দ্যোপাধ্যায় একবছরের সাফল্যের বিবরণ দান করেন। আড়ষাড়ী মাসে রামচন্দ্রপুরের নেতাজী চক্ষু হাসপাতালের সহায়তায় রোটারী ক্লাবের বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশন শিবিরে ৬০০রোগীকে পরীক্ষার পর ১২২ জন রোগীকে অপারেশন করা হয়। প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা এবং রোগীদের বিনামূল্যে খাদ্য, ঔষধ ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও ক্লাব করেছিল। মার্চ মাসে রোগীদের বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়। ক্লাবের শিশুকল্যাণ কেন্দ্র সদস্য শ্রীগোবিন্দ মুখার্জীর সহায়তায় এবং ডাঃ এম. কে. ক্লাব স্বেচ্ছাব্রতের ফলে ৪০০ নিঃস্ব চিকিৎসা করেছে। বিনামূল্যে শিক্ষকের ওষুধপত্রও দেওয়া হয়। ক্লাবের ৩টি অস্ত্রিচেন মিলিতার ১০০ জন দুঃস্থ রোগীকে বিনাব্যয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এ ব্যবস্থা প্রসারিত করার প্রথম পদক্ষেপরূপে একটি মিনিগার দুঃস্থ রোগীরা বলরামপুরের সদস্য শ্রীএস. পি, কেজরীওয়ালের বাড়ী থেকে বিনাব্যয়ে পাবেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি শ্রীলক্ষীনারায়ণ মল তাঁর ভাষণে পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে রোটারীর আদর্শ অম্লান রাখার ও সকলের সহযোগিতায় ক্লাবের সমাজসেবার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দেন। শ্রীতুলসীরাম আগরওয়াল, শ্রীভবানী মুখার্জী, শ্রীবি. এন. হুণ্ডু প্রমুখ সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

কোকারো, ধানবাদ ও বোকারো হতে আগত প্রতিনিধিদের নেতৃবৃন্দ শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা জ্ঞাপন করেন। সম্মানিত অতিথি শ্রীযুক্তা গুপ্তা ধন্যবাদাহী ভাষায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং নবনির্বাচিত সভাপতির সহধর্মিণী শ্রীমতী সোমা মলকে পুষ্পস্তবক উপহার দেন।

পুরুলিয়ার ভাবপ্রাপ্ত জেলা ও সেসন জজ শ্রীযুক্ত মাইতি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিরূপে ওজস্বিনী ভাষায় দরিদ্র দুঃস্থ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য সকলের উদ্দেশ্যে আবেদন জানান।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্মারকপত্র প্রকাশ করা হয়। সভাশেষে সকলকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে আগামী ২২, ২৩ ও ২৪ শে আগষ্ট ১৯৭৮ প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য লোক বাছাই করা হবে।

যোগ্যতাবলী নিম্নরূপ :—
উচ্চতা—১৬৬ সেন্টিমিটার
ওজন—৫১ কেজি
ছাতি—৭৮ সেন্টিমিটার (৫ সেন্টিমিটার অন্ততঃ বৃদ্ধি সহ)
শিক্ষা—অষ্টম শ্রেণী ও উর্দ্ধে
বয়স—১৭ থেকে ২০ বছরের মধ্যে

প্রার্থীদের ট্রান্সফার সার্টিফকেট/স্কুল ছাড়ার সার্টিফিকেট এ্যাডমিট কার্ড ও প্রধান শিক্ষক কিংবা কোন গেজেটেড অফিসার স্বাক্ষরিত একটি চারিত্রিক সার্টিফকেট সহ সশরীরে হাজির হতে হবে।

পুরুলিয়া জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।

Advertisement

Applications are invited for issuing license for Stamp Venders at the following places :

1. For Raghunathpur Sub-Registration Office 2
2. For Jhalda " " " 2
3. For District Judge's Court Compound- 2 or 3

Applications stating Name, Father's Name, Age, Educational and other qualifications, Previous experience if any, will be received in the Stamp Section of the office of the undersigned upto 5PM. of 21-8 78.

for Deputy Commissioner, Purulia.

পুরুলিয়া জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।

Wanted

Wanted a graduate Asst teacher in a deputation vacancy for Bamundiha 4-Class Junior High School. Interview on 13-8-78 at 2 P. M. Application to reach the Secretary on or before that time.

Anitya Mahato
Secretary
Bamundiha 4-Class Jr. High School
Vill. & P. O. Bamundiha, Dist. Purulia

2-8-78

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মন্বেমাতরম্
স্বর্গীয় বিপ্লবী চারু রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা
সোমবার, ১৬ই আগষ্ট, ১৯৭৮
২৮শে শ্রাবণ, ১৩৮৫
বার্ষিক ৯·৫০ সডাক ১০·৫০
নগদ ২০ পয়সা

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

পনের আগষ্ট—সে মহান দিন
হল কি ব্যর্থ—হোল কি ক্ষীণ ?
এ জাতির নব জীবনের পথে—
অগ্রগতির—সবি কি বাকি ?

এ ব্যর্থতার—দোষ খোঁজো কার ?
কে কার ওপর দোষ চাপাও ?
সকলেই মোরা—অপরাধী আজ ;
এ দেশ গড়ার শপথ নাও॥

ইন্দিরাজীর বিচারে বিশেষ আদালত

শ্রীমতীইন্দিরা গান্ধী ও শ্রীসঞ্জয় গান্ধী ও এঁদের জনকয়েক কুকীর্ত্তির সহচরের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চ গরম হয়ে উঠেছে। জনতা পার্টির অভ্যন্তরে ও বাইরে বহু দল ও ব্যক্তি জোর আওয়াজ তুলেছেন—জরুরী আইনের সময়ে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহের জন্য শ্রীমতী গান্ধীর ও তার দলবলের বিচার ব্যবস্থা অতিশীঘ্র করা হোক এবং ঐ বিচার যাতে দ্রুত সমাধা হয়—তার ব্যবস্থা করা হোক। কেন্দ্রীয় সরকার এঁদের বিচার ব্যবস্থা খুব শীঘ্রই করতে চান এবং সাধারণ আদালতে বিচার বিলম্বিত হবে ব'লে বিশেষ আদালতে এঁদের বিচার হোক—তাই চান।

সংবিধান ও দেশে প্রচলিত দণ্ডবিধি অনুসারে বিশেষ আদালত আইন সম্মত হবে কিনা—বিচার ক'রে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রীম কোর্টকে অনুরোধ করেছেন। সরকারের অনুরোধ রাষ্ট্রপতির মারফত সুপ্রীম কোর্টের কাছে গেছে।

রাষ্ট্রপতির অনুরোধে সুপ্রীম কোর্ট ঐ বিষয়ে বিচারের জন্য ৫ জন বিচারপতিকে নিয়ে একটি সংবিধান বেঞ্চ গঠন করেছেন। ১১ই সেপ্টেম্বর শুনানীর দিন। ঐ শুনানীর ব্যাপারে ভারত সরকার ও রাজ্যগুলির এ্যাডভোকেট জেনারেলদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে—যদি ঐ বিষয়ে কারো কিছু বলার থাকে বলতে পারবেন।

অগণতান্ত্রিক মিসা আইন বাতিল

কংগ্রেস শাসনে রচিত, কুখ্যাত, অগণতান্ত্রিক মিসা আইন বাতিল করা হল। ১৯৫৭ সালের জুলাই লোক সভায় জনতা পার্টি সরকারের পক্ষ থেকে ঐ মর্ম্মে একটি বিল উত্থাপিত হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে অর্থাৎ লোক সভায় সমস্ত বিরোধী দলের সমর্থন সহ ঐ মিসা আইন বাতিল করা হচ্ছে। বিরোধীরাও স্বীকার করেছেন মিসা আইন কংগ্রেস সরকারের একটি কলঙ্কজনক ইতিহাস। মিসা বাতিল ক'রে জনতা সরকার তাঁদের বড়ো একটি নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করলেন।

আবার নক্সালী তৎপরতা

পশ্চিম বাংলায় আবার নক্সালী তৎপরতা দেখা দিচ্ছে। কলকাতায় মনীষীদের মূর্ত্তি ভাঙ্গার কাজ নক্সালদের ব'লেই অনুমান করার কারণ সরকার দেখেছেন। বাঁকুড়ায় দুজন পুলিস খুন ও নক্সালবাড়ী এলেকায় একজন জমির মালিককে কুপিয়ে হত্যা করার যে কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়—তা নক্সালী ব্যাপার বলেই সরকার মনে করেন।

বাঁকুড়া জেলায় ৯ঠা আগষ্ট সন্ধ্যে ও গভীর রাত্রে দুদফায় ওন্দা ও বাঁকুড়া থানায় বিভিন্ন গৃহস্থের বাড়ী হানা দিয়ে নক্সালীরা ৮টি বন্দুক ছিনতাই করে। এই ব্যাপারে পুলিস ওন্দা থানার ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে স্থানীয় সর্ব্বোচ্চ নক্সালী নেতা শ্রীভোলানাথ শীটের জোর খোঁজ চলেছে। ভোলানাথ লিন পিয়াও বিরোধী চারুপন্থী বিনোদ মিশ্র গ্রুপের অন্যতম প্রধান ব'লে পরিচিত। পেশা শিক্ষকতা।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ক্রমশঃই দারুণ ক্ষতিকর ও ভয়াবহ হয়ে উঠছে

গত সোমবারের ৭ই আগষ্টের মুক্তি বেরোবার ব্যাপারের এক ঘটনার কথা বলি। তার আগের শনিবার ৫ই আগষ্ট তারিখে সকাল বেলা 'মুক্তির' কম্পোজ করা 'মাটার' তৈরী হয়ে ছাপবার অপেক্ষায় রইল বড়ো ইলেকট্রিক মেশিনে একের পর এক চাপরে। কিন্তু সারাদিনই বিদ্যুৎ কাজ চলল না। কারেন্ট নেই। লোড শেডিং। কখনো কখনো সামান্য কারেন্ট আসছে—অত্যন্ত ক্ষীণ নাড়ীর মত—ভোল্টেজ থুবই কম—মেশিন চলে না। এইভাবে সারাটা দিন গেল। রবিবার ছুটির দিন। মেশিন কাজ বন্ধ ছিল। সোমবার বিদ্যুৎগতি একেবারে বিকল রইল। সোমবারের মুক্তি সোমবারে বেরুলো না।

মঙ্গলবারও ঐভাবে গেল। সমানে লোড শেডিং—ভোল্টেজ কম ইত্যাদি চলল। এই সহরের বাইরের লোক শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হবেন যে লাগাতার ঐ অবস্থা বুধবার, বৃহস্পতিবারও চলল। মুক্তিকে বাধ্য হয়ে শুক্রবারে বেরুতে হল।

আমরা তো খবর পাচ্ছি যে, রাজ্য সরকার নাকি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন বিদ্যুৎ সংকট কাটিয়ে উঠতে; প্রায় নাকি সফল হয়েছেন। কিন্তু আমরা দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হচ্ছি যে, রাজ্য সরকারের সংকট সমাধানের এত চেষ্টা সত্ত্বেও, ক্রমশঃই 'লোড শেডিং'—'ভোল্টেজ কম' প্রভৃতির অবস্থা চরমে উঠছে। অবস্থা মারাত্মক ও দারুণ ক্ষতির ব্যাপার হয়ে উঠেছে। পুরুলিয়া সহরে দিনের পর দিন—লাগাতার বিদ্যুৎ বিষয়ে যে কাণ্ড চলেছে তাতে কতো লোকের কতো রকম যে সাংঘাতিক ক্ষতি হচ্ছে—জীবন-যাত্রা যে কতো ভয়াবহ হয়ে উঠছে তার ঠিকানা নেই। রাত্রে একদিকে বিদ্যুৎ নেই—অন্যদিকে অন্ধকারে চোর, ডাকাত, খুনী, ছিনতাইকারদের হানা—কাণ্ড কারখানা। অন্ধকারে নানা পথ দুর্ঘটনা। মানুষের চরম অবস্থা।

এর মধ্যে আর একটা জিনিষ আমাদের আরো মর্ম্মাহত করছে। কেন এমন হচ্ছে—এর প্রতিকারে ব্যবস্থা কী নেওয়া হচ্ছে—প্রতিকার যদি না হয়—তবে মানুষকে সাবধান ক'রে দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে জনসংযোগের যে সরকারী দায়িত্ব রয়েছে সে বিষয়ে সরকার একেবারে উদাসীন।

লীভিং থিয়েটার সংস্থার অভিনয় ও পুরুলিয়ার নাট্য সমস্যা

—নেপাল চট্টোপাধ্যায়

গত ২রা আগষ্ট কলকাতার ভ্রাম্যমান সংস্থা লীভিং থিয়েটারের অভিনয় দেখলাম নামোপাড়ায়। পি, এম, আইয়ের আতিথ্যে ও ব্যবস্থাপনায় মুক্তমঞ্চে এঁরা উপস্থাপিত করলেন দুটি নাটক। 'সমুদ্র অস্থির' আর 'মালতুতো ভাই।' দ্বিতীয় নাটকটি একটি সামাজিক নক্সা বা ক্যারিকেচার—কিন্তু এঁদের দলগত সজ্ঞাশ্রীন উৎকর্ষের পরিচয়বাহী নাটক প্রথমটি, 'সমুদ্র অস্থির।' একটু উঁচু চারপাশ খোলামেলা একটি প্রশস্ত কেন্দ্রীয়-পীঠকে ঘিরে দর্শকের সমাবেশ, কেন্দ্রীয় পীঠের চার কোণ থেকে চারটি পথ চলে গেছে দর্শকদের ভেতরে এবং এই পথগুলি ব্যবহার করে এঁরা সমস্ত প্রেক্ষাঙ্গনটিকেই অভিনয় মঞ্চে রূপান্তরিত করেছেন। কেন্দ্রীয়পীঠের চারকোণে চারটি আলোর খুঁটি থাকলেও মঞ্চ এখানে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই মঞ্চব্যবস্থার সূচনা আমরা দেখেছিলাম বেশ কিছু বছর আগে 'এবং ইন্দ্রজিত' নাটকে। অবশ্য সাদা জিন সেদিন পেছনে ছিল, চারপাশ পুরোপুরি মুক্ত ছিল না এবং ছিল আলোর ইঙ্গিতমাত্র। তবু সেটা সূচনা সন্দেহ নেই। একযুগ আগে প্রথমেশ বড়ুয়াই নাকি প্রথম দর্শকদের মাঝখান থেকে মঞ্চাবেশ প্রবর্তন করেন পি. ডব্লিউ, ডি নাটকে সেনসাহেবের ভূমিকা নিয়ে। তবু সেটা মুক্তমঞ্চ ছিল না, মুক্তাঙ্গন তো নয়ই।

সাজসজ্জাহীন খোলামেলা প্রেক্ষাঙ্গনজোড়া মঞ্চে অভিনয় সে কত অবাধ প্রাণখোলা এবং প্রাণঢালা হতে পারে লীভিং থিয়েটার তা দেখালেন দর্শকদের একাত্ম করে নেবার উপযুক্ত আঙ্গিক এটাই, তাতে সন্দেহ নেই। 'সমুদ্র অস্থির' একটি আধুনিকতম নাটক। হয়তো এর বক্তব্য নতুন নয়, বক্তব্যের সঙ্গে সর্বত্র একমতও হওয়া যায় না, কোথাও কোথাও হয়তো এক-চোখো, তবু এ আধুনিকতম এর আঙ্গিকে—প্রকাশশৈলীতে। নাট্যকারও সর্বত্র অজান্ত নন, কিন্তু তিনি আন্তরিক। নাটকে চরিত্র নেই, ঘটনা নেই, এমন কি আপাতদৃষ্টিতে সংঘাতও নেই। সংঘাত মূল্যবোধের, ধারণার; যাকে বলা যায় Conflict of Ideas—তাই তা চোখের কাছ দৃশ্য নয় মনের গভীরে আলোড়িত। এ সংঘাতের উৎস কিন্তু বাস্তব জীবন ও সমাজ, যা আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। ব্যক্তিজীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্র-নৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন সবত্রই শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণা আর অবক্ষয়ের বিড়ম্বনা—আশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই, প্রত্যয়ের শক্ত মাটি নেই পায়ের তলায়—স্থৈর্য নেই তাই কোথাও। কিন্তু মানুষ বাঁচতে চায়—জানোয়ারের মতো নয়, মানুষের মতো; প্রত্যয় নিয়ে, ভালোবাসা নিয়ে, গান নিয়ে, আলো নিয়ে। পথ খুঁজে খুঁজে তাই সেও অস্থির! এ নাটকে তাই নাট্য সংকট (Dramatic Crisis) নেই, এর সংকট আত্মিক, Crisis of Human Soul। একটি নিটোল চেতনা প্রবাহের (Stream of conciousness) ভেতর দিয়ে এই সংকটকেই তীব্রভাবে প্রকাশ করেছেন নাট্যকার। চরিত্র, ঘটনা ইত্যাদির আভাস মাথা এই অখণ্ড চেতনাপ্রবাহের ভেতর থেকেই ছোট ছোট ঢেউয়ের মতো হঠাৎ একটু মাথা তুলেই আবার এই প্রবাহেই মিলিয়ে গেছে। জীবনমন্থনার বিভিন্ন পর্য্যায়গুলি এবং নাট্যকারের সমাজ সমালোচনা দর্শকদের অন্তরে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে অসংখ্য গান, দেহভঙ্গী দিয়ে সৃষ্টি করা অসংখ্য মোটিফ। চেতনাপ্রবাহের নাট্যধারা এবং তার অন্তর্নিহিত তীক্ষ্ণ সমাজ চেতনা এ নাটককে আধুনিকতম করে তুলেছে।

অভিনয়শৈলী সাবলীল, কিন্তু অপেরাধর্মী। অথচ মজার কথা কোন বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রীদল নেই। বাদ্যযন্ত্র ও আবহ-সঙ্গীতের কাজ অধিকাংশক্ষেত্রে অভিনেতারা মুখের আওয়াজ দিয়েই করে নিয়েছেন—বেশ্যা ধ্বনি কোথাও। পোষাক ও রূপসজ্জার বালাই নেই মফঃসাগ্রী (stage craft) এত সামান্য যে সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। মাইক ছিল না, কিন্তু অমাইক বাচন খোলামেলা প্রেক্ষাঙ্গণেও কোন অসুবিধার সৃষ্টি করেনি। এঁরা যে কোন পরিবেশে যে কোন মুহূর্তে অভিনয় করার জন্য প্রস্তুত। সদাপ্রস্তুত বলেই বেরিয়ে পড়েছেন মফঃস্বলে গ্রামেগঞ্জে নাট্য আন্দোলনের বাণী পৌঁছে দিতে।

বাঙলার সৌখীন নাট্য সংস্থাগুলিই নাট্য আন্দোলনের পতাকা বহন করে আসছে—পেশাদার মঞ্চগুলি অর্থের মজা ভোগ করার জন্যই আছে, অনর্থের বোঝা বইবার জন্য নয়। নাট্য আন্দোলন যদি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হয় এবং আমাদের জীবনে যদি তার কোন মূল্য থাকে তবে সামাজ বহিরঙ্গের অভাবে তা থেমে থাকবে কেন? পুরুলিয়ার নাট্যসংস্থাগুলিকে একথা উপলব্ধি করতে হবে। মহিলা শিল্পী, মঞ্চসজ্জা, আলোর সরঞ্জাম, রূপসজ্জা, যন্ত্রসঙ্গীত, ইত্যাদির তীব্র অভাব এখানে আছে এবং অধিকাংশ সংস্থাই এই অভাবে ম্রিয়মান। কিন্তু অভিনয় প্রতিভার অভাব তো এখানে নেই এবং তা যখন নেই, বহিরঙ্গের অভাবকে বড় করে দেখে অসহায়ের মতো পড়ে থাকলে কি এ জেলায় নাট্য আন্দোলন এগিয়ে যাবে? সৌখীন সংস্থা হিসেবে নাট্য আন্দোলনকে প্রসারিত করার দায়িত্ব এখানকার সংস্থাগুলিরও আছে। অভাবের দুর্বলতা সবলে ঝেড়ে ফেলে তাঁরা অগ্রসর হোন। একথা স্থানীয় একটি আলোচনাচক্রে এই আবেদনই জানিয়েছিলাম এখানকার সংস্থাগুলির কাছে। সে আবেদন যে অবাস্তব ছিল না, লীভিং থিয়েটারের নিরাভরণ সংঘবদ্ধ অভিনয়ের সাফল্যই তার প্রমাণ। এই অভিনয়ের বাস্তরূপ এখন চোখের সামনে রয়েছে, সেই সুযোগে আবার আবেদন রাখলাম আমাদের সংস্থাগুলির কাছে এবং সেইজন্যই নিতান্ত অপটু কলম নিয়েও এই আলোচনার অবতারণা করলাম। আন্তরিক অভিনন্দন জানাই লীভিং থিয়েটার সংস্থাকে। তাঁদের অভিযান সার্থক হোক, আত্মশক্তিতে উদ্বোধিত হোক আমাদের নাট্যসংস্থাগুলি।

সম্পাদকের বক্তব্য

যে সব গ্রাহকদের কাছে মুক্তির চাঁদা বাকি—তাঁদের দু একজন ক'রে টাকা পাঠাতে আরম্ভ করেছেন। যাঁরা এখনো পাঠাননি তাঁদের জন্য আবার নিচের আবেদন পত্রটি প্রকাশ করা হল।

গ্রাহকদের কাছে আবেদন

বহু জনের কাছেই "মুক্তির চাঁদা" বাকি আছে। তাঁরা চাঁদাটা না দেওয়ার জন্য অমু'বধে ভোগ করতে হচ্ছে। মুক্তির যা দাম তাতে কোনে রকমে খরচ ওঠে। বাকি পড়লে কী অবস্থা হয়—অনুভব করতে পারেন। স্থায়ী গ্রাহক যাঁরা মুক্তি নিতে অনচ্ছুক তাঁরা জানালে সুখী হবো। যাঁদের চাঁদা বাকি আছে—পাঠিয়ে বাধিত করবেন। —মুক্তি সম্পাদক।

মুক্তি

২৮শে শ্রাবণ ১৩৮০, সোমবার

বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানের হুঁসিয়ারী

মুক্তির গত সংখ্যায় বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের একটি হুঁসিয়ারী প্রকাশিত হয়েছে। ৯ই আগষ্ট তারিখে, ঐতিহাসিকদিবস উদ্‌যাপনের নামে, ইন্দিরা কংগ্রেস এক বিক্ষোভ দিবস উদ্‌যাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। ইন্দিরা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক কীর্তি-কলাপ সব উপলব্ধি ক'রে, লোকে আশঙ্কা করেছিলেন যে, ৯ই আগষ্ট পালনের নামে, একটা উপদ্রব সৃষ্টি করাই ইন্দিরা কংগ্রেসের অভিসন্ধি। সেজন্যই বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান ৯ই আগষ্টের আগে জনগণকে সাবধান থাকতে হুঁসিয়ারী দিয়েছেন।

শাসনযন্ত্র থেকে বিতাড়িত হয়ে, ইন্দিরা কংগ্রেস উপলব্ধি করছেন যে, দেশের জীবন শান্তিপূর্ণভাবে চলতে থাকলে, ভারতবর্ষের ক্ষমতার আসন, অধিকার করার শক্তি আর তাঁদের হবে না। তবে দেশে যদি নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ক'রে, সারা দেশের জনগণের মধ্যে তাঁরা বিক্ষোভের আগুন ছড়াতে পারেন—তাহলে হয়তো এ ডামাডোলের মধ্যে তাঁদের হাতে আবার ক্ষমতা, এসেও যেতে পারে। এটা তাঁদের নিছক দুরাশা। কিন্তু উপায় নেই। মাংসের আস্বাদ তাঁরা একদিন পেয়েছেন। তার লোভ আজ তাঁদের সর্বদা ক্ষমতার রাজনীতিতে ঠেলে পাঠাচ্ছে।

কিন্তু কথা হচ্ছে—ইন্দিরা কংগ্রেস দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কী ক'রে করতে পারবেন? নিজেরা তো পরাজিত, বিতাড়িত, অসম্মানিত। তার অর্থ আজ দেশের মানুষ তাঁদের পিছনে নেই। এবং তাঁরা মুষ্টিমেয়। এবং এই মুষ্টিমেয় লোকের হাতেই যখন শাসন ক্ষমতা আসে, অর্থ আসে, আমলা পুলিসের আনুগত্য আসে—তখন তাঁরা বিশাল শক্তির প্রতীক হয়ে যান। অর্থাৎ তাঁদের ক্ষমতা, অর্থ, পুলিসী শক্তি প্রভৃতির জন্য অভিভূত, মোহিত, প্রলুব্ধ হ'য়ে, জনগণ তাঁদের পিছনে চলেন। বহু মানুষ আবার একেবারে তাঁদের তাবেদার হ'য়ে পড়েন।

কিন্তু যখন ঐ সব বৈভব থেকে বঞ্চিত হয়ে, কোনো দল জনগণের সমর্থন হারান—যখন তাঁরা মুষ্টিমেয় লোকের দলমাত্র রূপে পরিণত হন তখন তাঁদের জনশক্তির জোর আর থাকে না। তাঁরা উপদ্রব করলেও, সে মুষ্টিমেয় লোকের উপদ্রবই হয় মাত্র। তাঁরা নানা বিক্ষোভ, নানা উৎপাত—এমন কি হিংসাত্মক কাজ করলেও মুষ্টিমেয় ব'লে তাঁদের পরাভূত করতে কোনো অসুবিধে হয় না।

ইন্দিরা কংগ্রেসের দলবল আজ ঐ রকম এক পোষ্টা : মুষ্টিমেয় লোকের একটা দলমাত্র। তাদের পিছনে আজ কোনো জনশক্তি নেই। তবু এদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান জনগণের প্রতি কেন এই হুঁসিয়ারী দিয়েছেন? কেন তিনি বলেছেন যে, দেশে যেটুকু গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ফিরে এসেছে—তা নষ্ট করাই ওদের উদ্দেশ্য। বামফ্রন্ট সভাপতি কেন মনে করছেন যে, দেশের শাসন জীবন যখন যথার্থ গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে রয়েছে, তখন দেশের গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা ঐ বিতাড়িত, অসম্মানিত মুষ্টিমেয় লোকগুলির জন্য নষ্ট হবে।

ওদের গিছনে তো আজ দেশের জনশক্তি নেই। তবে এই আশঙ্কা কিসের জন্য?

তবে কি আমরা মনে করব যে, সমগ্র দেশের ক্ষমতার সিংহাসন থেকে বহিষ্কৃত, অপমানিত ও পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও, আজও তাঁরা দেশে ব্যাপক ও বিরাট বিক্ষোভের আগুন সৃষ্টি করার জন্য জনশক্তিকে প্ররোচিত করার ক্ষমতা রাখে? কিসের প্রতি লক্ষ্য রেখে তবে বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান জনগণের প্রতি এই হুঁসিয়ারী দিয়েছেন তাহলে এখন তা ভেবে দেখা যাক।

আজ একথা অবধারিত সত্য যে, ইন্দিরা কংগ্রেসের পিছনে জনশক্তি আজ আর একেবারে নেই। এরা আজ নিতান্ত সামান্য একটা দল। যেমন সামান্য একটা দেশলাই কাঠি। ঐ দেশলাই কাঠিতে যতই আগুন অলুক—বিশাল সমুদ্রের জলে তার কোনো কলাকৌশল, চালাকী বা বাহাদুরি চলবে না। কিন্তু যদি ঐ সামান্য অকিঞ্চিৎকর দেশলাই কাঠির সামনে বিরাট দাহ্য পদার্থের স্তূপ থাকে—তাহলে ঐ একটা দেশলাই কাঠির আগুনেই বিশাল বিস্ফোরণের কাণ্ড কারখানা হতে পারে—এরকম স্বতঃসিদ্ধ। তাহলে কি বামফ্রন্ট কমিটির সভাপতি দেশ জীবনে এমন কোনো পরিস্থিতি উপলব্ধি করেই ঐ হুঁসিয়ারী দিয়েছেন?

তা যদি হয়—তাহলে বলতে হয় যে, কংগ্রেসকে বিতাড়িত করার পর, বহু আশা ক'রে দেশে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোল—এক বছর যে তা না যেতেই সেই গণতান্ত্রিক জীবনে নিশ্চয়ই এমন কিছু তাহলে ঘটছে—যার জন্যে জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ ঘটতে সুরু করছে—যাকে আশ্রয় ক'রেই ঐ মুষ্টিমেয় ইন্দিরা কংগ্রেসীরা দেশে এমনই একটা ব্যাপক বিশৃঙ্খলা বাধাবার সাহস রাখে। আর তাইই জন্য সম্ভবতঃ বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান ইন্দিরা কংগ্রেসের একটা সামান্য অনুষ্ঠানের কর্মসূচিতেই একটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন।

যে গণতান্ত্রিক শাসন আজ চলেছে—তাতে যদি জনগণ আজ সন্তুষ্ট এবং আশান্বিত হয়ে রয়েছেন—তাহলে ইন্দিরা কংগ্রেসের শত প্ররোচনাতেও, দেশের মানুষ দেশে আজ কোনো বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে—উপদ্রবে সামিল হতে নিশ্চয়ই অগ্রসর হবেন না। আর তাহলে নিশ্চয়ই বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যানেরও উদ্বিগ্ন হবারও কারণ কিছু থাকত না।

কিন্তু বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যানের কথা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, আজও দেশের জনজীবনের অবস্থা বা তাতে পরাজিত, বিতাড়িত, জনগণের অনাস্থাভাজন এই ইন্দিরা কংগ্রেস জনগণের মধ্যে আজও উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিবেশ তৈরী করতে পারে। তাহলে প্রশ্ন এই যে, পশ্চিমবঙ্গে শাসনতান্ত্রিক জীবনে জনগণের এই বিক্ষুব্ধ অবস্থার জন্য আজ কোন্ সরকার দায়ী? বামফ্রন্ট, না, জনতা পার্টি? কেউ মনে করতে পারেন উভয় সরকারের কাজ চালাবার ধারাই এই অবস্থা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। হ্যাঁ তা হতে পারে। তবে মূল দায়িত্বটা এ রাজ্যে কার তা অবশ্যই বুঝে দেখতে হবে।

দেশের জনমনে যে অসন্তোষ ঘটে বা ঘটছে—তার প্রধান কারণগুলি হল এই। চোরা বাজারের উপদ্রবের ফলে মূল্য বৃদ্ধি ও সৃষ্টি করা অনটন। শাসনতান্ত্রিক অযোগ্যতা ও নিষ্ক্রিয়তার ফলে দেশে চোর ডাকাতের অবাধ উপদ্রব। শাসনযন্ত্রে সুবিচারের অভাব। জনগণের অভাব অভিযোগে শাসনযন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা। শাসনতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধেগুলি দলীয় লোকদের এবং দলের অনুগত সুযোগ-সন্ধানীদের অবাধে আত্মসাৎ করতে দিয়ে,

সাধারণ দরিদ্র মানুষদের বঞ্চিত করা। ব্যাঙ্ক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ ভাণ্ডার এবং সমবায় প্রভৃতির বিরাট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, উপযুক্ত কর্ম্মপরিচালনা ও সুবিচারের অভাবে, বিভিন্ন আর্থিক গোষ্ঠীর উন্নয়নে এবং নতুন নতুন কর্ম্মসৃষ্টির কাজে শাসনতান্ত্রিক অসামর্থ্য। অসামর্থের কারণে ব্যাপক ক্ষেত্রে বৈষম্য ও বেকারত্ব। শোষণধারা থেকে উদ্ভূত অনটন ও দারিদ্র্য।

সর্ব্বোপরি, দেশের শাসন জীবনে আমলা, পুলিস ও দলীয় লোকদের একচ্ছত্র অধিকার ও উপদ্রবের অবসান ক'রে শাসন জীবনে জনগণকে সত্যকার ক্ষমতার অংশ দেবার যে প্রতিশ্রুতি—তা পালন না ক'রে—অকেজো বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থা বা পঞ্চায়েতী কর্ম্মধারাবার প্রবর্ত্তন। এবং এই অক্ষমতার কারণে বা বিশেষ উদ্দেশ্যে ঐ অবস্থা সৃষ্টি করার কারণে,—দেশজীবনের সর্ব্বত্র জনমতের প্রতি শাসনযন্ত্রের উপেক্ষা এবং জনগণের চোখের সামনে শাসনতান্ত্রিক অবিচার। উপরন্তু প্রতিকারের উদ্দেশ্যে উত্থাপিত জনদাবীমূহের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা।

এই সব অবস্থাগুলিই মূলতঃ জনমনে ব্যাপকভাবে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি ক'রে থাকে। এবং এই বিষয়গুলি ঘটা ও না ঘটার দায়িত্বও একমাত্র রাজ্যসরকারের। সত্যকথা বলতে গেলে বলতে হয়—এই অবস্থাগুলি আজও অব্যাহতভাবেই চলেছে।

ফলে, বর্তমানে জনজীবনে ব্যাপকভাবে বিক্ষোভের ধোঁয়া সঞ্চিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এবং এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ ক'রে, ইন্দিরা কংগ্রেসীরা মুষ্টিমেয় হলেও—দেশে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারে বলে, আশঙ্কা করেই বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান উদ্বিগ্ন হয়েছেন এবং জনগণের প্রতি হুসিয়ারী দিয়েছেন—এই আমাদের ধারণা।

যে পরিস্থিতির কথা বললাম—তা যদি ঘটে থাকে, তাহলে প্রশ্ন এই যে, হুসিয়ারী যথার্থ্যই আজ কার প্রতি দিতে হবে? জনমনে ব্যাপক বিক্ষোভ জেগে উঠতে থাকলে তারা বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যানের হুসিয়ারী শুনবে না—তারা বিক্ষুব্ধ অবস্থায় মুষ্টিমেয় ইন্দিরা কংগ্রেসের কথাই শুনবে। সেজন্য আজ বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে আসল হুসীয়ারী দিতে হয়—তাঁদের নিজেদেরই জোটের শাসনের প্রতি।

শাসনযন্ত্রে অব্যবস্থার ফলে জনমনে যে বিক্ষোভ সঞ্চিত হয়ে চলেছে এবং যে বিক্ষোভের সুযোগ নিতে মুষ্টিমেয় ইন্দিরা কংগ্রেস আজ সর্ব্বদাই তৎপর থাকবেন—জনমনের সেই বিক্ষোভকে বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান নিজেদের বামফ্রন্টের শাসন যোগ্যতায় দূর করার কথা না ভেবে, তিনি কি অন্যকোনো গোষ্ঠীর প্রতি হুসিয়ারী দিয়েই তা দূর করতে পারবেন? আমরা সততার সঙ্গেই বিশ্বাস করি—তা তাঁরা পারবেন না।

সবশেষে আমরা বামফ্রন্টের চেয়ারম্যানের প্রতি বিনীভাবেই একটি হুসিয়ারী উচ্চারণ করতে চাই। শাসনযন্ত্রের ওপর তলায় বসে,—আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে রাজ্য শাসনের অগ্রগতির হিসাব পাচ্ছেন—এবং শাসনের নানা সুযোগ অবলম্বন ক'রে বিপুল অনুগামী বাহিনী মাটিতে খুঁটি তৈরী ক'রে, জনজীবনে বিশাল প্রভাব বিস্তার করছেন। এই আত্মতুষ্টিতে অভিভূত হয়ে, যদি জনজীবনের সত্যকার অবস্থার প্রতি এখনও বামফ্রন্ট উদাসীন থাকেন—যদি বামফ্রন্টের সত্যকার বন্ধুদের শত্রু মনে ক'রে—তাদের সুপরামর্শ অবহেলায় অগ্রাহ্য ক'রেন—তবে অবশেষে একদিন ইন্দিরা কংগ্রেসীদের মত উপদ্রবকারীরাই দেশকে দারুণ নাড়া দেবে—এ অবধারিত সত্য। এহেন অবস্থা যেন না ঘটে তার জন্য আমরা আন্তরিক চেষ্টা ও কামনাই করছি—এবং বামফ্রন্ট যাতে এখনো সজাগ হন—তারজন্যই আমাদের এই হুসিয়ারী।

স্থানীয় সংবাদ

অর্গানাইজার টিচারদের আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক

অর্গানাইজার টিচার্স এণ্ড প্রাইমারী টিচার্স এসোসিয়েসনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীভক্তরঞ্জন ধবল জানাচ্ছেন যে, গত ৩০শে জুলাই '৭৮ অল বেঙ্গল অর্গানাইজার টিচার্স এণ্ড প্রাইমারী টিচার্স এসোসিয়েশনের রাজ্য পরিষদ সভায় অর্গানাইজড্ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সরকারী অনুমোদন প্রতিটি কর্ম্মরত অর্গানাইজার, সংগঠক, শিক্ষকের নিয়োগ, বেসিক ট্রেণ্ড ও থানার ট্রেণ্ডদের নিয়োগ প্রাথমিক শিক্ষার ও প্রাথমিক শিক্ষকের মূলগত দাবীগুলির ভিত্তিতে আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর '৭৮ কোলকাতায় ব্যাপক জমায়েত হয়ে বর্ষাকালীন বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, এই সংস্থা প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে দীর্ঘকাল ব্রতী রয়েছেন। প্রতিটি স্তরের মানুষের নিরক্ষরতা দূর করা এই সংস্থার লক্ষ্য। নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজকে ব্যাপকতর করার জন্য সভা প্রস্তাব গ্রহণ করছে যে, এই সংস্থার মাধ্যমে যাঁরা দীর্ঘকাল নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে ব্রতী রয়েছেন তাঁদেরকে দিয়ে রাজ্যে বয়স্ক শিক্ষা কার্য্যক্রমকে সফল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সাব জুনিয়ার ফুটবলে হাওড়ার ছেলেদের জয়

সাব জুনিয়ার ফুটবল ফাইন্যালে হাওড়ার ছেলেরা যোগ্যতম দল হিসেবে পুরুলিয়াকে দুই গোলে পরাজিত করেছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে পুরুলিয়ার ছেলেরা তিনটি সুযোগ পেয়েছিল এবং প্রথমার্দ্ধের শেষভাগে একটি মোক্ষম কর্ণার কিকে গোল করার অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। হাওড়ার গোলরক্ষক প্রশংসনীয় নৈপুণ্যে প্রথমার্দ্ধের কর্ণার কিক ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের দুটি সুযোগ ব্যর্থ করে দেয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধের সামান্য কিছু সময় ছাড়া বাকি সব সময় খেলায় হাওড়ার অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য ছিল এবং হাওড়ার ছেলেদের সুশৃংখল গতিসম্পন্ন পরিকল্পিত খেলার পরিপ্রেক্ষিতে পুরুলিয়ার খেলা নিতান্ত এলোমেল আনাড়ীর মতো ঠেকছিল। বোঝাপড়া একেবারেই ছিল না। হাওড়ার নৈপুণ্য অনুযায়ী আরও বেশী গোলে জেতাটাই স্বাভাবিক হত।

মাঠে গণ্ডগোল ও মারপিট কিছুটা হয়েছিল দর্শকদের মধ্যে। অবশ্য তা সংক্রামিত হয়নি এবং সকলেই এ অবাঞ্ছিত ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন।

এই প্রসঙ্গে দুটি কথা বলা দরকার। প্রথমত যথেষ্ট সময় থাকতে জেলার দল গঠন করা উচিত এবং ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে দলের বোঝাপড়া গড়ে তুলে দলের সামর্থ্যকে বাড়িয়ে তোলা দরকার। দলগঠনে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব অথবা অকারণে হঠাৎ খেলোয়াড় বদল করা উচিত নয়। এ ধরণের অভিযোগ উঠেছে।

খেলার মাঠে অশান্তির জন্য কোলকাতাতেও বহু খেলা পণ্ড হয়। পুরুলিয়ার লীগ খেলা বন্ধ আছে এরই কারণে। জেলার খেলার ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য খেলার মাঠে শান্তি বজায় রাখা দরকার। এ ব্যাপারে অনুরাগী দর্শক, খেলোয়াড় ও ক্লাব এবং এম-এস-এর এগিয়ে আসা দরকার। নতুবা এ জেলার কোন ভবিষ্যত নেই।

লীভিং থিয়েটার গ্রুপের সাংবাদিক সংযোগ

রহড়ার ভ্রাম্যমান লীভিং থিয়েটার দল গত রবিবার, ৭ই আগষ্ট স্থানীয় সংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন। উপস্থিত কয়েকজন সাংবাদিক ও কয়েকজন নাট্যরসিকের উপস্থিতিতে তাঁরা 'সূর্য্য সন্ধানে' ভাবনাট্য উপস্থাপিত করেন।

দলের নাট্যকার ও পরিচালক শ্রীপ্রবীর গুহর অনুরোধে কয়েকজন সাংবাদিক ও নাট্যরসিক ভাবনাট্যটি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অভিনয়ে সংযম ও স্থূলত্বের রসাভাস বর্জন করে সূচনার সূক্ষ্ম সাংকেতিকতাকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনটি পরিচালক—নাট্যকারকে উপলব্ধি করতে অনুরোধ করেন।

শ্রীগুহ আশা করেন যে অচিরেই তাঁরা তাঁদের অল্প বিস্তর বিচ্যুতি সংশোধন করে নিতে পারবেন। তিনি পুরুলিয়ার উদার আতিথেয়তার

(৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(১)

"কুদা থেকে বামনী জোড়" পর্য্যন্ত রাস্তার তদন্ত হোক

মহাশয়,

নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিগণের সবিনয় নিবেদন এই যে, মানবাজার থানার অন্তর্গত "কুদা হাসপাতাল হইতে বামনী জোড়" পর্য্যন্ত যে রাস্তাটিতে টি, আর, স্কীমে মঞ্জুর হইয়াছে তাহার কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। উক্ত রাস্তা পরিদর্শনের জন্য গঠিত গণগমিটির কয়েকজন সদস্যগণের নিকট হইতে জ্ঞাত হইলাম উক্ত রাস্তা মেরামতের জন্য ৮৪ কুইণ্ট্যাল গম এবং ৪১০০ টাকা (একচল্লিশ) শত টাকা মঞ্জুর ছিল। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ কাজে লাগান হয় নাই। বর্তমানে রাস্তাটির কাজের ফাইন্যাল রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে। তদবধি গত ৭।৬।৭৮ তারিখে ভিলার শ্রীতনুলাল মাহাতর নিকট তিন কুইণ্ট্যাল গম পাচারের সময় মাঝিহিড়া গ্রামবাসীগণ কর্তৃক গাড়ী সমেত আটক পড়ে। উক্ত পেমাষ্টার মাঝিহিড়ার জন সমক্ষে যে স্বীকৃতি পত্র দিয়াছেন তাহা মানবাজার থানার ও, সির নিকট মাল ও কাড়া গাড়ী সমেত জমা দেওয়া হয়।

অতএব মহোদয় সমীপে প্রার্থনা "কুদা হাসপাতাল হইতে বামনি জোড়" পর্য্যন্ত রাস্তাটীর কাজ সম্পর্কে যাহাতে অনতিবিলম্বে তদন্ত হয়—তজ্জন্য আপনার পত্রিকা মারফত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বাধিত করিবেন।

নিবেদন ইতি—

চুনারাম মাহাত (নাথুরডি), গিরিশচন্দ্র মাহাত (মেট্যালা), হংসেশ্বর মাহাত (মাঝিহিড়া), হেমচন্দ্র মাহাত (বামনি), ঝঁঙ্গুলাল মাহাত (বাগডেগা সাগর চন্দ্র মাহাত (কুড়মাশোল), নরেন্দ্রনাথ গঁরাই [কুদা], হরিহর মাহাত [কুদা], পরিক্ষীত মাহাত [কুদা], রাধারমন রায় [কুদা], কৃষ্ণপদ মাহাত [মহাড়া], অজিত কুমার রায় [মহাড়া], ভক্তরঞ্জন মাহাত [কুড়মাশোল], হাসু রায় [মহাড়া], সতিশ মাহাত [ডাকাকেন্দু], সুনীল মাহাত [ডাকাকেন্দু], অনিলবরণ মাহাত [ডাকাকেন্দু], কানাই মাহাত [ডাকাকেন্দু], নগেন্দ্রনাথ মাহাত [ডাকাকেন্দু], মানিক রজক [ডাকাকেন্দু], কন্দর্প নারায়ণ মাহাত [মাঝিহিড়া], শক্তিপদ মাহাত [ডাকাকেন্দু], অনিলচন্দ্র মাহাত [ডাকাকেন্দু], সারদা চৈতন্য ব্রহ্মচারী [জনড়া], মতিলাল মাহাত [বামনী], শান্তারাম মাহাত [বামনী], প্রাণকৃষ্ণ মাহাত [বামনী], মনিন্দ্রনাথ মাহাত [বামনী], নীলকমল মাহাত [মাঝিহিড়া], অজিত কুমার মাহাত মাঝিহিড়া] শক্তিপদ সহিস [ভালু], কিরিটী সহিস [বনফুঁচিয়া], ধনঞ্জয় মাহাত [ডাকাকেন্দু], লম্বোধর মাহাত [কদমা] ক্ষুদিরাম মাহাত [নাথুরডি] জানকী মাহাত [পুড়রু], হরিপদ মাহাত [মাঝিহিড়া], সৃষ্টিধর মাহাত ঐ সদানন্দ কুম্ভকার [কদমা], পূর্ণচন্দ্র মাহাত [মাঝিহিড়া], কমলাকান্ত সহিস [মাঝিহিড়া] ভোলানাথ মাহাত [মাঝিহিড়া], নির্মল মাহাত [মাঝিহিড়া], অর্জ্জুনচন্দ্র মাহাত [নড়রা], লক্ষীকান্ত মাহাত, বসু মাঝি [মাঝিহিড়া], পরেশচন্দ্র মাহাত [মাঝিহিড়া], সুরৎ আনসারী [মাঝিহিড়া], রামকিঙ্কর মাহাত [বামনী] ধনঞ্জয় মাহাত [পুড়রু], রসরাজ মাহাত [পুড়রু], শিব প্রসাদ রায় [মহাড়া], বিজয় চন্দ্র মাহাত [লড়রা], নিরঞ্জন মাহাত [মাঝিহিড়া বিরেশনন্দ মাহাত [মাঝিহিড়া], অম্বুজ মাহাত [মাঝিহিড়া], নবকিশোর মাহাত [কদমা], চিত্তরঞ্জন মাহাত [জনড়া], প্রাণকৃষ্ণ মাহাত [নাথুরডি], মনসারাম মাহাত [মাঝিহিড়া], বঙ্কবিহারী মাহাত [মাঝিহিড়া], লখু মাহাত [মাঝিহিড়া] গউর মাহাত [মাঝিহিড়া], চিনিবাস মাহাত [মাঝিহিড়া], কালিপদ মাহাত [পুটকাডি] দীনবন্ধু মাহাত [মাঝিহিড়া], সদানন্দ মাহাত [মাঝিহিড়া], সতীশ চন্দ্র মাহাত [মাঝিহিড়া] হরিপদ মাহাত [বামনী], মড়িরাম মাহাত [মাঝিহিড়া], মদন মাহাত [মাঝিহিড়া], আম্বু মাহাত [মাঝিহিড়া], যোগেন্দ্রনাথ মাহাত [মাঝিহিড়া], শ্রীনিবাস মাঝি [মাঝিহিড়া], মহানন্দ মাহাত [মাঝিহিড়া], পদ্মলোচন মাহাত [মাঝিহিড়া] ঠাকুরদাস মাহাত [মাঝিহিড়া]।

(২)

বেগুন চাষে কেন এই বিপর্য্যয় হোল?

মহাশয়, আমি বলরামপুর থানার একজন পরিশ্রমী চাষী, আমার বৎসরে ২০০ মণ ধান হয় আমার অন্য কোন বাহিরের আয় নেই। বেগুন চাষ লাভজনক চাষ বুঝিতে পারিয়া আমি আজ ৬।৭ বৎসর বেগুন চাষ করিয়া আসিতেছি। তাতে লাভের পরিমাণ যথেষ্ট। মণ প্রতি ৫০, ৪০, ৩০, ২৫ টাকা দরে বেগুন বিক্রি করিয়া ৪।৫ হাজার টাকা বৎসরে উপার্জ্জন করিয়াছি।

১৩৮৫ সালের আমার চাষের প্রণালী বলছি। আমার বেগুন চাষের জমির পরিমাণ ১॥ বিঘা। চারা লাগাই প্রায় ৩০০০। জমিতে মাঘ মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ১২।১৪ বার লাঙ্গল দিয়াছি। প্রত্যেক বারই মইও দিয়াছি, জমিতে ৬ গাড়ী গোবর দিয়া আবার লাঙ্গল করিয়াছি, কারণ গোবর যাতে করে মাটিতে মিশে যায়। বৈশাখের ১০।১২ তারিখে চারা বসিয়েছি, চারা বসানোর পূর্ব্বে সমস্ত জমিকে সমতল করিলাম। তারপর কয়েকটি পাটিতে ভাগ করে সমস্ত পাটিতে লাইন করে ডুবলী (মাঁদা) কাটিয়ে দিলাম। প্রত্যেক ডুবলীতে ১০ গ্রাম সুফলা, খইল এবং গোবর ভাল করে মিশিয়ে দিলাম। প্রত্যেক ডুবলিতে জল দিয়ে ১ মাসের বয়সের বেগুন চারা বসিয়ে দিলাম। ১০।১২ দিন দুই বেলা জল দিলাম, তারপর ১০।১২ দিন দিনে একবার জল দিলাম—পরে একদিন বিকালে সমস্ত বাড়ীকে জলের ছাপকা দিয়া ভিজাইয়া দিলাম। ঠিক পরের দিন সকালে বাড়ীকে কুপিয়ে সমতল করে দিলাম।

যখন আষাঢ়ের বৃষ্টি নামবার সম্ভাবনা দেখলাম, তখন লাইন করে বসানো চারার গোড়ায় মাটি দিয়ে উঁচু করে দিলাম, এবং লাইনের মাঝে নালা করে দিলাম। কারণ জল জমে থাকবে না।

যখন ফুল ফলের আবির্ভাব হল, তখন গাছপ্রতি চা চামচের দু চামচ ইউরিয়া এবং এক চামচ সুফলা দিলাম। ২।৩ দিন পরে আবার মাটি কুপিয়ে দিলাম।

গাছে প্রচুর পরিমাণে ফল দেখা দিল। হঠাৎ দেখা গেল মাঝে মাঝে একটা দুটা গাছ ঝিমিয়ে যাচ্ছে। কিছু বোঝা গেল না। শুধু গাছ উপড়িয়ে দেখলাম মাটির নিচের অংশটুকু পচে যাওয়ার মত। তখন কলিকাতায় এ্যাগ্রো সার্ভিস এজেন্সীর বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রত্যেক গাছের গোড়ায় ফিউরাডন এবং ব্লাইটক্স দিলাম, আবার ৩।৪ দিন পরে N-2 পাউডার এবং তেল দুই দিলাম। কিন্তু কোন উন্নতির লক্ষণ পেলাম না। বরং কয়েকদিনের মধ্যে গোটা বাড়ীটাই শেষ হয়ে গেল গাছ মরে। দুঃখের বিষয় এই যে এর কোন কারণ বুঝতে পারলাম না। ভবিষ্যতে এই অবস্থা আর যাতে না হয়—তজ্জন্য সুপরামর্শ দিতে যাঁরা সক্ষম সে চাষীভাইদের এবং বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীবিপিন বিহারী মাহাত
গ্রাম ও পোঃ ডুমারী

(৩)

আন্তঃজেলা সাব জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা

গত ২৩শে জুলাই থেকে পুরুলিয়া জেলা স্টেডিয়ামে আন্তঃজেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় মানভূম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে সাব জুনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়। গতকাল এই প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় হাওড়া জেলা দল পুরুলিয়া জেলা দলকে ২—০ গোলে পরাজিত করে হরিপদ দত্ত কাল জয় করে এবং পুরুলিয়া দল বিজীত দল হিসাবে লাবণ্য স্মৃতি শীল্ড লাভ করে। পুরস্কার বিতরণের সময় উপস্থিত থাকেন আন্তঃজেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি রাসবিহারী চক্রবর্তী, সম্পাদক এস, পি, হাজরা আই, এফ, এ-র সহঃ সম্পাদক চণ্ডী বাবু।

খেলাটি পরিচালনা করেন নদীয়া জেলার রেফারী শ্রীপ্রদীপ দত্ত। সহযোগিতা করেন মালদা জেলার শ্রীঅঞ্জন রায়মুহুরী ও মেদনীপুর জেলার শ্রীশান্তিময় ব্যানার্জী।

—: সমস্ত খেলার ফলাফল :—

২৩-৭-৭৮ বর্ধমান বনাম পুরুলিয়া—বর্ধমান ১—০ গোলে জয়লাভ করে কিন্তু বয়স্ক খেলোয়াড় খেলার অভিযোগে বর্ধমান বাতিল

হয়। পুরুলিয়া যোগ্য প্রমাণিত হয়।

২৪-৭-৭৮ মেদনীপুর বনাম চন্দননগর—মেদনীপুর ৪—১ গোলে জয়লাভ

২৫-৭-৭৮ পুরুলিয়া বনাম নদীয়া—পুরুলিয়া ৩—২ গোলে জয়লাভ করে।

২৬-৭-৭৮ মেদনীপুর বনাম মুরসিদাবাদ—মেদনীপুর ২—০ গোলে জেতে।

২৮-৭-৭৮ পুরুলিয়া বনাম মেদনীপুর—পুরুলিয়া ৬—৫ গোলে জেতে।

টাই ভাঙ্গা পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি হয়।

৩০-৭-৭৮ বাঁকুড়া বনাম হুগলী হুগলী ২—০ গোলে জেতে।

৩১-৭-৭৮ ২৪ পরগণা বনাম মালদা—২৪ পরগণা ৩—০ গোলে জেতে।

১-৮-৭৮ হুগলী বনাম হাওড়া—হাওড়া ২—০ গোলে জেতে।

২-৮-৭৮ ২৪ পরগণা বনাম দার্জ্জিলিং—২৪ পরগণা ৪—০ গোলে জেতে।

৪-৮-৭৮ হাওড়া বনাম ২৪ পরগণা ১—০ গোলে জেতে।

৬-৮-৭৮ হাওড়া বনাম পুরুলিয়া—হাওড়া দল ২—০ গোলে জেতে।

এই প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ দর্শক মনে কতকগুলি প্রশ্ন উঠে।

(১) প্রতিযোগিতা কি শেষ পর্য্যন্ত বয়সভিত্তিক হয়েছিলো?

(২) আন্তঃরাজ্য দল গঠনের সময় কি এই প্রতিযোগিতা থেকে খেলোয়াড় নেওয়া হবে?

(৩) খেলোয়াড় নির্বাচকরা কি পুরুলিয়া এসেছিলেন?

(৪) প্রতিটি খেলায় পরিচালনার মান কি উন্নত পর্য্যায়ে পৌঁছেছিল?

(৫) আন্তঃজেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা কি প্রথম দিনে ও শেষ দিনেই প্রতিটি প্রতিযোগিতায় এসে থাকেন? সব দায়িত্ব কি আন্তঃজেলা ক্রীড়া সংস্থার জেলা প্রতিনিধির?

(৬) তত্ত্বাবধায়ক জেলা সংস্থা কি উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করতে পেরেছিলেন ফাইন্যাল খেলার দিন।

(৭) এই প্রতিযোগিতায় পুরুলিয়া জেলার শ্রীঅলোক ভাদুড়ী ছাড়া আর অন্য কোন জনকে খেলাতে দেখা গেল না কেন?

(৮) মাঠের পরিবেশ ঠিক রাখার জন্য কি জেলা সংস্থা পুলিস বিভাগের সহায়তা নিয়েছিলেন? মাঠে তাহলে উপযুক্ত সংখ্যক পুলিশ ছিলো না কেন?

(৪র্থ পাতার পর)

লীভিং থিয়েটার গ্রুপের সাংবাদিক সংযোগ

কথা উল্লেখ করে বলেন যে এই অকৃত্রিম প্রীতি তাঁদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে।

সুব্রত কাপের জেলাস্তরে চ্যাম্পিয়ান জেলাস্কুল

সুব্রত কাপের জেলাস্তরের ফাইনাল খেলা গোল এম-এস-এর মানভূম ষ্টেডিয়ামে। টাইব্রেকারে জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয় এবং জেলা স্কুল এক গোলে ভিক্টোরিয়া স্কুলকে পরাজিত করে।

অন্যান্যবার সুব্রত কাপের খেলায় যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়, এবার তা দেখা যায়নি। বহু স্কুল এবার যোগ দেয়নি প্রতিযোগিতায়। মাঠে অবাঞ্ছিত ঘটনা ও অশান্তিই এর কারণ।

বৃহত্তর খেলার আসরে এখানকার ছেলেদের কোন সুযোগ নেই। জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ সুযোগটুকু আমরা নিজেরাই যদি এইভাবে বন্ধ করে দি তবে সেটা কি আত্মহত্যারই সামিল নয়?

আমাদের আবেদন, সকল পক্ষই এর সুরাহার জন্য তৎপর হোন। বিদ্বেষ, হিংসা, মারপিট নয়, প্রীতির প্রসারেই খেলাধুলার সার্থকতা!

ষ্টুডেন্টস্ হেল্‌থ হোমের পুরুলিয়া শাখার অনুষ্ঠান

ষ্টুডেন্টস্ হেলথ হোমের আহ্বায়ক শ্রীশংকর ঘোষ জানাচ্ছেন যে, ষ্টুডেন্টস্ হেল্‌থ হোম, পুরুলিয়া শাখার এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আগামী ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৮ তারিখে মুক্তাংগনে ছোটদের (প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী) এক অংকণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে. স্থানীয় সাইন্স পার্কে সাহেব বাঁধ) সকাল ৯টায়। উদ্বোধন করবেন জেলা সমাহর্ত্তা শ্রীযুক্ত কমল কান্তি সম্বর আই, এ, এস.।

১৯শে আগষ্ট ১৯৭৮ রবীন্দ্র ভবনে ঐ প্রতিযোগিতার পুতস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের, শিশু শিল্পীরা 'নৃত্য ও গীত' পরিবেশন করবে। সভাপতিত্ব করবেন শ্রীমৎ স্বামী অমরানন্দ মহারাজ।

পুরুলিয়ায় আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ

আগামী ১৫ই আগষ্ট '৭৮ তারিখে সকাল ৮ ঘটিকায় স্থানীয় নড়িহা বারোয়ারী দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ সম্পর্কে আলোচনা ও শপথ বাক্য পাঠ উপলক্ষ্যে মিলিত হইবার জন্য জেলার বিভিন্ন স্কুল, শিশু সংগঠন ও সমাজ কল্যাণ সংস্থাকে আহ্বান জানাচ্ছেন পুরুলিয়া জেলা আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষের আহ্বায়ক শ্রীদীপক দত্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর '৭৮ তারিখে আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ উপলক্ষ্যে পুরুলিয়া জেলা কমিটি গঠনের নির্ব্বাচন, শিশু বর্ষ সম্পর্কে আলোচনা ও অন্যান্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সাধারণ সভার আহ্বান করা হইবে। এই আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষটিকে পরিপূর্ণ সফল করার জন্য জেলার সকল স্তরের মানুষের নিকট ও বিভিন্ন সংস্থার নিকট আহ্বান জানাচ্ছেন।

কৃষি সংবাদ (৫)

আমন ধানের পরিচর্য্যা

নিড়ান:- চারা রোয়ার ১০ দিন পরে এবং ২০ দিন পরে জাপানি নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে নিড়েন দিন। দরকার হলে একবার হাত নিড়ান দিন। দূষিত বাতাস বার করার জন্য মাটি ভালভাবে ঘেটে দিন।

ঔষধ দিয়ে আগাছা দমন

চারা রোয়ার ৩ সপ্তাহ পর একর প্রতি ম্যাচেটি দানাদার ঔষধ ১০-১২ কেজি জমিতে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন। এতে সব রকম আগাছা মারা যাবে। আগাছা বেশি হলে একর প্রতি ১৫ কেজি পর্য্যন্ত ঔষধ লাগবে।

রোগ ও পোকা

খারিফ মরশুমে বিভিন্ন প্রকার রোগ ও পোকার ধান গাছের ক্ষতি করে। তাই রোয়ার পর সপ্তাহে ২ দিন জমিতে গিয়ে নজর রাখুন রোগ ও পোকা আসছে কি না। রোগ ও পোকার আক্রমণ বুঝে ঔষধ ছিটাবেন। এ বিষয়ে পূর্ব্ব সংখ্যায় আলোচনা হয়েছে এ ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে ব্লক অফিসে কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকের সঙ্গে বা স্থানীয় গ্রাম সেবকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

প্রকল্প আধিকারিক (বহুমুখী শস্য)
পুরুলিয়া কর্তৃক প্রচারিত।

১৪-৮-৭৮

Wanted

"Wanted M. Sc. with Hons in (1) Physics (2) Zoology (preferably Physio'ogy as one of the subjects in B. Sc. Hons with minimum 8 years teaching experience may also apply. Post purely temporary and pay as per Grant-in-aid Rules. Date of Interview 27-8 8-78 at 12 a. m. Apply sharp to the Secretary Radhamadhab Institution (Higher Secondary) P. O. Manbazar, Dist. Purulia."

বিজ্ঞপ্তি

যোগদা সৎসঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক কন্যা বিদ্যালয়
পোঃ—লক্ষণপুর, জেলা - পুরুলিয়া।

একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে ভর্ত্তি চলিতেছে। ছাত্রী নিবাসে আসন সীমাবদ্ধ। ভর্তির জন্য সত্বর আবেদন করুন। —সেক্রেটারী

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা

সোমবার, ২১শে আগষ্ট, ১৯৭৮
৪ঠা ভাদ্র, ১৩৮৫

বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০
নগদ - ২০ পয়সা

নেতাগিরি করা রোগের মড়ক—
সারা দেশ জুড়ে চলেছে জোর।
জনগণও তার—পেতে অধিকার
টুকরো কুড়োয় জীবন ভোর॥

• • •

এই দুটি মহা অভিশাপ হতে
মুক্তির পথ কী আছে ভাই?
—নেতার মতন নেতা চাই আর
যোগ্য জনতা-শক্তি চাই॥

জনতা পার্টির দারুণ সংকটের মধ্যে সমাধান চেষ্টা

কদিন ধ'রে অত্যন্ত দুঃখজনক সংবাদে আসছিল যে, জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর অন্তর্বিরোধ চলেছে—হয়তো বা অচিরেই জনতা পার্টি ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যাবে—শাসনযন্ত্রের ক্ষমতা আর তার থাকবে না। বর্ত্তমানে আশাজনক সংবাদ এসেছে যে সংকট কেটে গেল। একটা নেতৃবর্গের মধ্যে একটা আপস রফা হয়েছে।

আপসের সূত্র এই যে, শ্রীচন্দ্রশেখর সভাপতির পদ ছেড়ে দেবেন। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীচরণ সিং দলের সভাপতি হবেন। শ্রীরাজনারায়ণ অন্যতম সাধারণ সম্পাদক হবেন।

শ্রীচরণ সিং ও শ্রীরাজনারায়ণ মন্ত্রী সভায় আসছেন না। তবে শ্রীচরণ সিং এর ইচ্ছামত দুজনকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় নেওয়া হবে। যদি শ্রীচরণ সিং-এর সভাপতি হওয়ার পথে কোনো বাধা আসে, তবে তাঁকে মন্ত্রীসভায় নেওয়া হতে পারে। তবে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছাড়া অন্য দপ্তর তাঁকে দেওয়া হবে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরটি কাকে শ্রীদেশাই দেন এখনো কিছু বোঝা যায়নি। ভারতের শিল্পমন্ত্রী শ্রীজর্জ ফার্ণাণ্ডেজ বলেছেন - যতই আপসে ঝগড়া হোক—জনতা পার্টি কিছুতেই ভাঙ্গবে না। ঝগড়া ঝাঁটির মধ্য দিয়েই গলদ পরিষ্কার হ'য়ে দল আরো শক্ত হবে।

স্বাধীনতা পরবর্ত্তী নির্য্যাতীত কর্মীর সরকারী সাহায্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করেছেন স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের ভেতর যাঁরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত হ'য়ে বিপন্ন হয়েছেন—তাঁদের সরকার পেনসন দেবেন।

এই সরকারী ঘোষণার পর, কিছু কিছু লোক আমাদের কাছে আসছেন এ বিষয়ে পরামর্শ নিতে। অনেকে অনর্থক হায়রান হচ্ছেন। ব্যাপারটা সকলে যাতে জানেন এবং অনর্থক দৌড়োদৌড়ি ক'রে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সেজন্য এ সম্পর্কে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি এই সঙ্গে প্রকাশ করলাম।

সরকারী বক্তব্যটি পাঠ ক'রে সকলে ধারণা করুন—তাতে কী বলা হচ্ছে। ঐ সরকারী বক্তব্য পাঠ ক'রে আমরা বুঝেছি যে, সরকারী সাহায্য তাঁরাই পাবেন যাঁরা—

ক) কোনো আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পঙ্গু ও অসমর্থ হয়ে গেছেন;

খ) অথবা আন্দোলনে বরাবর অংশ গ্রহণ ক'রে একেবারে কর্ম্মহীন অসমর্থ হয়ে পড়েছেন;

গ) অথবা আন্দোলনে চাকুরী হারিয়েছে এ রকম ব্যক্তিরাই পেনসন পাবেন;

ঘ) অথবা যদি কেউ জেলে মৃত্যুবরণ করেছেন বা শহীদ হয়েছেন তাঁদের পরিবারের লোকেই পেনসন পাবেন। শুধু জেলে যাওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তি বা তাঁর পরিবারবর্গ সাহায্য পাবেন না সরকারী বক্তব্য থেকে একথাই বোঝা যাচ্ছে।

নিচের লেখাটি এ সম্পর্কে একটি সরকারী বিবৃতি:

স্বাধীনতা পরবর্ত্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নির্য্যাতীত রাজনৈতিক কর্ম্মীদের পেন্সন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাধীনতা পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে (অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ১৫।৮।৪৭ তারিখের পর—

(ক) যে কোন বৃহৎ রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের ফলে যে সমস্ত ব্যক্তি অঙ্গহীন বা অশক্ত হইয়াছেন।

(খ) যাঁহারা এই রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য পুরা সময় কাজ করিয়াছেন এবং কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন ও বর্ত্তমানে পঙ্গু এবং কাজের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে এবং

(গ) যাঁহারা স্বাধীনতা পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য চাকুরি হারাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে পেনসন মঞ্জুরের একটি পরিকল্প রূপায়ণের সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

(ঘ) স্বাধীনতা পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের ফলে আটক অবস্থায় অথবা কারাগারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এরূপ শহীদগণের পরিবারও পেনসনের উপযুক্ত হইবেন।

নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীর নির্যাতনের ব্যাপকতা, দরখাস্তকারীর বর্তমান আর্থিক অবস্থা ও তাঁহার পোষ্য সংখ্যার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করিয়া পেনসনের মোট পরিমাণ মাসে ৫০ টাকা হইতে ২০০ টাকার মধ্যে হইবে। সমস্ত সূত্র হইতে বার্ষিক ৩৫০০ টাকার অধিক পারিবারিক আয়-বিশিষ্ট কোন আবেদনকারী পেনসনের উপযুক্ত হইবেন না। পেনসনটি জীবনব্যাপী হইবে, কিন্তু অবিবাহিতা কন্যাদের ক্ষেত্রে তাহা নহে; তাহাদের-ক্ষেত্রে বিবাহের অব্যবহিত পরেই অথবা অন্যভাবে তাহারা স্বনির্ভর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পেনসন বন্ধ হইয়া যাইবে।

এই পরিকল্প অনুযায়ী পেনসন পাইবার যোগ্য সমস্ত ব্যক্তিকে প্রোফর্মা

অনুসারে (উহার বিবরণ **পলিটিক্যাল সাফারার্স পেনসন ব্রাঞ্চ, ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, রাইটার্স বিল্ডিংস কলিকাতা-১** ঠিকানায় পাওয়া যাইবে)। সাধারণ কাগজে দুই প্রস্থে দরখাস্ত করিতে হইবে। এই পরিকল্প অনুসারে পেনসনের জন্য নিজেদের উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন এরূপ ব্যক্তিগণ প্রাপ্তব্য কাগজপত্র দ্বারা সমর্থিত তাঁহাদের দরখাস্ত **সেক্রেটারী, ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট, পলিটিক্যাল সাফারার্স পেনসন ব্রাঞ্চ, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১**-এর নিকট দাখিল করিবেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহিত সম্পর্কক্রমে অঙ্গহীন অথবা অশক্ত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে, স্বাধীনতা পরবর্তী আন্দোলনে অংশগ্রহণই অশক্ততার প্রত্যক্ষ কারণ ইহা উল্লেখক্রমে ডিষ্ট্রিক্ট কালেক্টর-এর নিকট হইতে অথবা স্থানীয় এম পি/এম এল এ-র নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট সমেত পঙ্গুত্বের কারণ উল্লিখিত একটি মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হইবে।

উপরোক্ত ধরণের আন্দোলন সম্পর্কে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত অথবা কারাগারে আটক ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে কারা কর্তৃপক্ষ অথবা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট লাগিবে। ঐগুলি না পাওয়া যাইলে কারাগারে অতিবাহিত সময়কাল সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত স্থানীয় এম পি অথবা এম এল এ-র নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে। স্বাধীনতা পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য আটক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অথবা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হইবে। এই প্রসঙ্গে চাকুরি হারাইয়াছেন এরূপ ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে চাকুরি হইতে বরখাস্ত অথবা অপসারণের অর্ডার-এর প্রয়োজন হইবে।

পেনসন প্রাপকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ স্বতঃই পেনসন পাইবার যোগ্য হইবেন না; পেনসন প্রাপকের মৃত্যুর প্রমাণ ও অন্যভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ উপযুক্ততার প্রমাণসহ তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া দরখাস্ত করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

জেলায় প্রিণ্টিং প্রেস এসোসিয়েশন গঠিত হল

(৪র্থ পাতার পর)

লগ্নী মূলধনের আয় অনেক কম। সেজন্য প্রিণ্টিং প্রেসগুলির আয়ের মান উন্নত করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়।

এই শিল্পের বড়ো সম্ভাবনা : এ জেলায় এর বিরাট ক্ষেত্র হোক

২) প্রিণ্টিং প্রেস (বা মুদ্রণ শিল্প) রুজি রোজগারের একটি ক্রমবর্দ্ধমান উপায়। দেশে দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সারা দেশের মানুষ অনুভব করছেন শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে এই মুদ্রণ শিল্প বা ব্যবসায়ও দ্রুত বিস্তার লাভ করবে সন্দেহ নেই। পুরুলিয়া জেলা অর্থনৈতিক জীবনে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে অনগ্রসর, বঞ্চিত এবং উপেক্ষিত। সেজন্য সরকারী বেসরকারী প্রয়োজনে মুদ্রণের যত কাজ এই জেলার জন্য করা হয়—সে সমস্ত মুদ্রণের কাজ এই জেলাতে অবস্থিত প্রেসগুলিতে যাতে অবশ্যই হয়—তার ব্যবস্থা করতে হবে। তার ফলে, বর্তমান প্রেসগুলিরও আরো বেশী মানুষকে কাজ দেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং এই ব্যবস্থার আনুকূল্যে আরো নূতন নূতন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়ে - বেকারদের জন্য কাজের একটা ভাল পথ হবে।

এই জেলার জন্য ছাপানোর কাজ এই জেলার বাইরে কেন হবে

৩) জনতা পার্টি, বামফ্রণ্ট সকলেই বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দিচ্ছেন। তাছাড়া, সবচেয়ে অনগ্রসর জেলাগুলির প্রতি অবিলম্বে বিশেষ এবং জরুরী দৃষ্টি দেবার কথাও সকলেই বলছেন। বামফ্রণ্ট সরকারের পক্ষে এই জেলার জন্য যত মুদ্রণের কাজ হচ্ছে বা হবে তা সবই এই জেলাতেই হওয়া অবশ্যই উচিত। এবং এই জেলা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাঙ্ক, ডাক ও তার বিভাগ এবং অন্যান্য অনেক বিভাগের কাজ চলছে। সেই সব কাজের সূত্রে ছাপানোর কাজগুলির কোনো কিছুই (যা এই জেলায় সম্ভব) বাইরের প্রেস থেকে ছাপিয়ে আনা উচিত নয়। এই জেলার ব্যাঙ্কগুলি এই জেলার মানুষের অর্থে পুষ্ট হচ্ছে; কিন্তু কোনো ব্যাঙ্কের ছাপানোর কাজই এই জেলার প্রেসগুলির মাধ্যমে হচ্ছে না। এই ধারার অবিলম্বে পরিবর্তন হওয়া দরকার।

মুদ্রণ শিল্পে কেন্দ্রীভূত যে শাষণ চলছে তা বন্ধ হোক

(৪) এই বৈঠকের উদ্যোক্তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, তাঁরা জানেন যে এক একটা ব্যাঙ্ক এক একটা অত্যন্ত ধনীদের প্রেসে লক্ষলক্ষ টাকার কাগজ ছাপাচ্ছেন। যাঁরা আজ অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শ ঘোষণা করেছেন—তাঁদের পক্ষ থেকে অবিলম্বে এই সব বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বন্ধ হওয়া দরকার। রাজ্য সরকারের উচিত এই জেলার স্বার্থে দেখা যে—তাঁর বিভাগগুলি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগগুলি যেন ধন কেন্দ্রীভূত করার ধারাকে সমর্থন না করেন। বিকেন্দ্রিত অর্থনৈতিক ধারা যেন গ্রহণ করেন। এবং এই জেলার যাবতীয় ছাপানোর কাজ যাতে জেলার প্রেসগুলিতে বিকেন্দ্রিতভাবে করা হয় তা দেখেন। এই বিষয়ে নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে ও সংবাদ পত্রে শুধু ঘোষণার কর্ম্মধারার অবসান ক'রে, বাস্তবে সেই লক্ষ্যগুলির রূপদান করার দ্রুত কর্ম্মধারা যেন গ্রহণ করা হয়।

ছাপানোর ব্যাপার সরকারী বিভাগে যে অবাধ দুর্নীতি চলেছে

(৫) বৈঠকে আলোচিত হয় যে বিকেন্দ্রিতভাবে কাজ না দেওয়ার মূলে শাসনতান্ত্রিক বিভাগগুলিতে বহু দুর্নীতির ব্যাপার রয়েছে। বিশেষ লোকদের কাজ দেওয়ার মধ্যে তাঁদের সঙ্গে অন্যায় লেনদেনের ব্যবস্থা আছে। ঐ সব বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে সুযোগ রয়েছে হিসাবের অনেক কারচুপি করার। লক্ষ লক্ষ কপি না দিয়ে, পুরো হিসাব দেখিয়ে, মোটা মোটা অঙ্ক ভাগাভাগী করা। টেণ্ডার প্রভৃতির মধ্যেও বহুকম দুর্নীতির পথ অবলম্বন করা। অন্যায়ভাবে বহু প্রেসকে টেণ্ডারের নোটিশ না দেওয়া; এবং ন্যায্য খরচের চেয়েও কম টাকার টেণ্ডার দিয়ে কাজ আদায় ক'রে, দুর্নীতি করা। সৎ ব্যবসায়ীকে এইভাবে প্রতারিত করা। এই সমস্ত কর্ম্মধারার অবসানের লক্ষ্যে চেষ্টা করা হবে। বামফ্রণ্ট সরকার গঠিত হওয়ার পরও এই সব গ্লানীজনক কাজ অবাধে ও প্রকাশ্যে চলবে—প্রেস পরিচালকেরা আশা করেন না।

৬) প্রিণ্টিং এসোসিয়েশন যে সব কর্ম্মধারা গ্রহণ করবেন তা এই :—(ক) ছাপানোর বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে ন্যায়সঙ্গত নির্দ্ধারিত 'রেট' ঠিক করা। (খ) সরকারী বিভাগগুলিতে এ সম্পর্কে যে সব দুর্নীতি চলেছে—তার প্রতিকারের বিশেষ চেষ্টা করা। যথা : টেণ্ডারে ভাগ্যবান ব্যক্তি যখন সরকারে মাল সরবরাহ করবেন—তখন এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁর প্রদত্ত কাগজ পত্র গুনে দেখবার ব্যবস্থা করা। (গ) প্রতিযোগিতা না ক'রে সরকারী কাজগুলি সব প্রেসে সংঘবদ্ধভাবে ভাগ করে নেওয়া। (ঘ) প্রেসগুলির স্বার্থ, অধিকার, ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা খর্ব্ব বা বিপন্ন ক'রে যে সমস্ত আইন কানুন, ব্যবস্থা বা নির্দ্দেশ হবে—তার প্রতিকারের জন্য সংঘবদ্ধ চেষ্টা করা। ঙ) প্রেসগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা এবং সৌহার্দ্দ্য গ'ড়ে তোলা। (চ) এখানের সব প্রেসগুলিই যাতে সঙ্গত নিয়ম কানুন, বাঞ্ছিত আচরণ প্রভৃতি অনুসরণ করে চলেন তা' দেখা। (ছ) প্রেসগুলিতে নিযুক্ত সমস্ত কর্ম্মীদের ন্যায়সঙ্গত দাবী ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য দেওয়া।

মুক্তি

৪ঠা ভাদ্র ১৩৮৫, সোমবার

১৫ই আগষ্ট

ভারতবর্ষের মহান দিবস ১৫ই আগষ্ট আবার আমাদের সামনে দিয়ে পার হোল। এই দিনটি মস্ত বড়ো তিনটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত।

ঐতিহাসিক ১৫ই আগষ্টের মহান দিনে ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ যে অভাবিত স্বাধীনতা অর্জ্জন করেন সেই অপূর্ব্ব স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরত্বের ইতিহাস জড়িত রয়েছে—ঐ দিবসের সঙ্গে।

১৫ই আগষ্টের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের যে অভিজ্ঞতা সুরু হল—তা' স্বাধীনতা লাভের পরিদিন থেকে কংগ্রেসী শাসনের অভাবিত উচ্ছেদের সময় পর্য্যন্ত। এই পর্য্যায়ে এই গভীর মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হল যে, ভারতবর্ষের যে কোটি কোটি সংগ্রামী, নির্ভিক মানুষের—কর্ম্মে, রক্তে, ঘর্ম্মে, ত্যাগে ও তপস্যায়, বিশ্বে অভিনব স্বাধীনতা লাভ হোল—ভারতবর্ষের সেই কোটি কোটি মানুষই আবার, দেশের মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী, অর্থগৃধ্নু নৃশংস নরপিশাচদের সমস্ত দমন উৎপীড়ন, শোষণ ও অপহরণের যূপকাষ্ঠে নিষ্ক্রিয় ভীরু, অপদার্থ বলির মত জীবন যাপন ক'রে, তিরিশটি বছর ধ'রে, মহান ১৫ই আগষ্টকে চোরের মত পার হতে দিল।

তারপরে ১৯৭৭এ এলো আরেক অভিজ্ঞতা। একনায়কতন্ত্রকে আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষেপের দিন—জনগণের নীরব বিপ্লব। বিশ্বের অধমতম স্বৈরতন্ত্রের অন্যতম একটিকে ভারতবর্ষের মাটি থেকে উৎপাটিত করার দিন। সেই মহান ১৫ই আগষ্টের মহিমাকে নবতররূপে প্রতিষ্ঠার দিন। এই সুরু হল ১৫ই আগষ্টের তৃতীয় অভিজ্ঞতার এক অভিনব পর্য্যায়।

তাই এখন চলেছে—বিশাল ভারতের মহান গণতন্ত্রকে তার বাঞ্ছিত স্বরূপে গ'ড়েতোলার অঙ্গীকারের যুগ। দেশ দাবী করেছে—আশাভঙ্গ নিদ্রিত জনশক্তির আজ উত্থান ঘটেছে, নূতন আশা আকাঙ্ক্ষায়—নূতন অঙ্গীকারে। এই অঙ্গীকারকে সাফল্যের পথে নেতৃত্ব দেবে নূতন রূপ দেবে—সেই রূপকারেরা আজ কারা? এই উত্থান কি সত্য? গণতন্ত্রের এই বিকাশ-বেদনা কি ভান, না, বাস্তব? সারা আকাশ জুড়ে এই প্রশ্ন।

ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছে। দয়ার দান হিসাবে পায়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের এক একটা পর্য্যায়ে সে এক এক শক্তি অর্জ্জন করেছে। বিপ্লবী যুগের অগণিত মানুষের পরম আত্মদান জাতির জীবনে দেশাত্মবোধের সঙ্গে সংগ্রাম উদ্দীপনা ও নির্ভিকতার শক্তি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়। রণাঙ্গণে নেতাজীর নেতৃত্ব সারা জাতিকে এমন ভাবোন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিলো যে, যে-কোনো মূল্যে দেশের স্বাধীনতা চাই।

এমন কি, কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার পর থেকে, ব্রিটিশ শাসনের কাছে, সুদীর্ঘকাল ধ'রে যে আবেদন নিবেদনের পালা চলেছিল, সেই পালার মধ্য দিয়েও জাতির অপ্রতিরোধ্য দাবী—অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভিক প্রতিবাদ এবং রাজদণ্ড বহনের সুদৃঢ় আত্মবল তেজঃপুঞ্জের মত জাতির জীবনে চারিদিক থেকে বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল।

তারপরে এল এক অভিনব সংগ্রামের যুগ। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতবর্ষের নিরন্ন নিরস্ত্র ৪০ কোটি নরনারীর অভূতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক সংগ্রাম। বিশ্বে অভাবিত এক মুক্তির ইতিহাস।

এহেন বন্ধন মুক্তি সেদিন বিশ্বে স্বপ্নের অগোচর ছিল। নিরস্ত্র, নিরন্ন, অসহায় একটা দেশ, একটা ক্ষুদ্র কিন্তু বিশাল এক এমন শক্তির কাছে পরাধীন ছিল—যার মারণাস্ত্রের অগ্নিবর্ষণের মুখে সারা বিশ্ব ছিল প্রকম্পিত। এহেন পশুবল-সম্পন্ন রাজশক্তির হাত থেকে বিনা অস্ত্রে,—বিনা সশস্ত্র সংগ্রামে, মুক্তি লাভ হ'তে পারবে—একথা বিশ্বের কোনো যুগে কোনো মানুষ উপলব্ধি করতে পারেনি। কিন্তু ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব সেই ব্যাপারই ঘটে গেল—ভারতবর্ষের জীবনে।

সেদিন নিরস্ত্র জীবনের সমস্ত ভীরুতা—অসহায়বোধের সমস্ত গ্লানী কুয়াশার মত কোথায় কেটে গেল এক মুহূর্ত্তে! মাভৈঃ মন্ত্রে মরণ জয়ের জয়যাত্রা সুরু হল আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ জুড়ে। নেতৃত্ব দিলেন—নিরন্ন নিরস্ত্র দেশের উপযুক্ত নগ্ন এক সাধক ফকীর।

তিনি নেতৃত্ব দিলেন—সমগ্র অন্তরের সততা দিয়ে :—দেশপ্রেম ও মানব প্রেমের পরম উপলব্ধিতে আতপ্ত হয়ে। তিনি নেতৃত্ব দিলেন - নিজের জন্য কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষার লেশমাত্র না রেখে,—ত্যাগের চরম মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে। তিনি নেতৃত্ব দিলেন—উন্মুক্ত সত্যের তরবারী আশ্রয় করে—পরম বিশ্বাসের আলোকে সম্মুজ্জ্বল হ'য়ে।

এই মহীয়ান অধিনেতার ছত্রচ্ছায়ায় মিলিত হলেন এবং তাঁর পরিচালনায় নব নব অভিযানে অগ্রসর হলেন—আদর্শে উজ্জ্বল অগণিত জনসেনানী। মিলিত হল উপযুক্ত বরেণ্য নেতার সঙ্গে উপযুক্ত জাগ্রত জনশক্তি সুরু হল স্বাধীনতার নিদারুণ অহিংস সংগ্রাম। কত রক্তপাত, কত নিপীড়ন, কত আত্মদান, কত দুঃখবরণের ইতিহাস দেখা দিল—যা ছিল স্বপ্নের অগোচর। এই অভিনব সংগ্রামে সারা বিশ্ব তোলপাড় হল। সারা ভারতবর্ষে ইংরেজের পায়ের তলা থেকে সব মাটি সরে গেল। সারা বিশ্বে ইংরেজ হল ধিক্কৃত। সারা ভারতব্যাপী মহান দুঃখবরণের এই তপস্যার তাপে এবং বিশ্বব্যাপী তীব্র জনমতের চাপে—ইংরেজকে অবশেষে সরেই যেতে হল আপন শক্তি দিয়েই ভারতবর্ষ জয় করল তার স্বাধীনতা। তার জন্মগত অধিকার।

সংগ্রামের সেই প্রেক্ষাপটে—ভারতবর্ষের সেদিনের সেই ইতিহাসের মহান আলোকে,—সারা বিশ্ব উপলব্ধি করেছিল যে, একটা জাতির লক্ষ্য সাধনের জন্য মহান নেতৃত্ব যেমন দরকার—তেমনি জাতির জীবনে জাগ্রত মহান গণশক্তিও অপরিহার্য্য। নিরস্ত্র, নিরন্ন, ভীত, সন্ত্রস্ত, শোষিত, নিপীড়িত, আত্মচেতনাহীন ভারতবর্ষের পরাধীনতার কলঙ্ক-মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে দেখা দিলেন নেতার মত একজন নেতা। মহামানব মহাত্মা গান্ধী। অগণিত যোগ্য অনুগামী না হলে মহান নেতারও এই সংগ্রাম-লক্ষ্য, এই দেশগঠন পরিকল্পনা ব্যর্থ হত। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক মহান অধ্যায় সংযোজিত হল। যোগ্য নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে, লক্ষ লক্ষ যোগ্য অনুগামী সেদিন ভারতবর্ষের বন্ধনমুক্তির সংগ্রামে,—যোগ্যতার অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। সারা

বিশ্বে প্রমাণিত হল যে, ভারতবর্ষে অদ্ভুত এক নেতার ছত্রচ্ছায়ায় অদ্ভুত এক জনশক্তির উত্থান ঘটেছে।

সেদিন যেমন আমরা উপলব্ধি করেছিলাম—তেমনি আজও আমরা জীবনের পদে পদে অনুভব করছি যে, জাতির সংগ্রামে—জাতির গঠনে—যোগ্য নেতৃত্বের সঙ্গে যোগ্য জনশক্তি চাই। কংগ্রেসের গলিত ঘৃণিত স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আবিস্তৃত জনসাধারণ পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত ছিল। কিন্তু সেদিন বিশাল লোকসভার নির্ব্বাচনে যোগ্য নেতৃত্ব পেয়ে, জনসাধারণ এক নীরব বিপ্লবের অভাবনীয় যোগ্যতা অর্জ্জন করল। সেজন্য সেদিনের সংগ্রামের জন্য সেই যোগ্য নেতৃত্ব এবং যোগ্য জনশক্তির প্রকাশ আজ বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছে।

দীর্ঘ ত্রিশ বছরের কলঙ্কিত কুশাসনের পর, বিগত লোকসভা নির্ব্বাচনে ভারতবর্ষ যোগ্য নেতৃত্ব দেখাতে পেরেছে সত্য। কিন্তু এই বিশাল ভারতবর্ষের ৫৫ কোটি বিপন্ন, নিরন্ন মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জীবনকে গঠিত ক'রে, উন্নত করে তোলার কাজের জন্য যে মহান শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন, তা আজও গড়ে ওঠেনি ব'লে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে।

কিন্তু তারজন্য হতাশ হবার কিছু নেই—যদি এ সম্পর্কে আজ আমরা যথার্থভাবে সচেতন হই। যদি সচেতন না হই—যদি নেতৃত্বের নামে বিভ্রান্তিকেই নেতারা তাঁদের মহান অবদান ব'লে মনে করেন—তাহলে অবশ্য নেতৃত্বের ব্যর্থতা অনিবার্য্য।

কিন্তু যদি নেতারা আত্মবিচারে বিমুখ না হন—যদি অপরের সজনয় পরামর্শকে উপেক্ষা করার বিভ্রান্তি না দেখা দেয়—যদি তাঁরা নিজেদের ভুলভ্রান্তির পথকে দৃঢ়ভাবে বর্জ্জন ক'রে, দৃঢ়তার সঙ্গে আত্মগঠনের পথ অনুসরণের জন্য উন্মুখ থাকেন তবে আজকে জাতির অন্ধকারের মধ্যেও পথ অবশ্যই প্রতিভাসিত হবে।

একথা আজ দেশজীবনে নেতৃত্বের পুরোভাগে যাঁরা আছেন—জনতা পার্টি ও বামফ্রন্ট—উভয়ের প্রতিই আমাদের আবেদন। ১৫ই আগষ্টের মহান ঐতিহ্য বহনের জন্য তাঁরা আজ অগ্রসর। সেজন্য আজ এই মহান দিবস উপলক্ষে সারা জাতির সঙ্গে আমরা যে কথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছি—তার অন্তরের শুভেচ্ছা নেতৃবর্গ উপলব্ধি করুন এবং নিজেদের সামনের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করতে, দেশকে আশ্বস্ত করুন ও জাতিকে যোগ্য নেতৃত্ব দান করুন।

১৫ই আগষ্টে একথা দৃঢ়তার সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, যোগ্য নেতৃত্বের পিছনে যোগ্য জনশক্তি চাই। দেশের ব্যাপক জনশক্তিকেও আজ, দেশের সংকট ক্ষণের আহ্বান-সময়ে, যোগ্যতার সঙ্গে সাড়া দিতে হবে। এবং একথাও মনে রাখতে হবে যে, নেতৃত্বও যদি আজ যোগ্যতার পরিচয় দিতে না পারেন—তবে জনশক্তি যেন হতাশ করেই দিন না কাটান—জনশক্তিও যেন তার ঐতিহাসিক ভূমিকা নেবার জন্য নিজেকে তৈরী করতে থাকেন তবে সেই চেষ্টার মধ্য দিয়েই মহান নেতৃত্বও দেখা দেবে। দেশের জনশক্তি যে কী মহান ঐতিহাসিক অবদান দিতে পারে—তার অন্যতম জীবন্ত সাক্ষী—১৫ই আগষ্ট।

সেজন্য ১৫ই আগষ্টের মহান দিবসে আজ আমাদেরও মনে যেন থাকে যে, ১৫ই আগষ্টের ঐতিহ্য বহন করার জন্য দুটি শক্তির আজ সবচেয়ে প্রয়োজন। —এক নেতৃত্ব শক্তি; অপরটি জনশক্তি। আজকে যাঁরা যে যেখানে পদ ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন—তাঁদের সবচেয়ে বড়ো অঙ্গীকার হবে—যোগ্য নেতার সমস্ত উজ্জ্বল দিক তাঁদের মধ্যে যেন মূর্ত্ত হয়। আর জনগণের অঙ্গীকার হবে—জাগৃতি, সংহতি, সংগঠন ও সংগ্রাম।

জেলায় প্রিন্টিং প্রেস এসোসিয়েশন গঠিত হল

প্রেস পরিচালকদের পক্ষ থেকে ডাক

বিগত ৫ই আগষ্ট তারিখে পুরুলিয়া সহরের দশটি প্রেসের পরিচালকদের পক্ষ থেকে সহরের সমস্ত প্রিন্টিং প্রেসের পরিচালকদের এক বৈঠকে আহ্বান করা হয়। তাতে বলা হয় যে, ১৬ই আগষ্ট পুরুলিয়া মুক্তি প্রেসে এই বৈঠকে সমস্ত প্রেসের পরিচালকদের আহ্বান করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য এই যে প্রেস পরিচালকদের পক্ষ থেকে এক সংঘবদ্ধ সমিতি গঠিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং প্রেস সংক্রান্ত অভাব অভিযোগসমূহ সংঘবদ্ধভাবে উপলব্ধি ক'রে, সে সবের প্রতিকারে চেষ্টা করা। এবং প্রেসগুলির কর্তৃপক্ষ ও প্রেসে কর্ম্মরত সমস্ত কর্ম্মীর ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার জন্য সম্মিলিতভাবে সচেষ্ট থাকা।

এ্যাডহক কমিটি গঠিত হল

ঐ আবেদন অনুসারে ১৬ই আগষ্ট মুক্তি প্রেসে প্রেস পরিচালকদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন—সমবায় মুদ্রণীর শ্রীঅশোক চৌধুরী। বৈঠকে আলোচনার পর প্রেস পরিচালকদের একটি সমিতি করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় এবং ঐ বৈঠকে একটি এ্যাড হক সমিতি গঠিত করা হয়। নাম হয়—পুরুলিয়া প্রিন্টিং প্রেস এ্যাসোসিয়েশন। স্থির হয় যে, যে সমস্ত প্রেসের পরিচালকরা যোগদান করতে পারেন নি—তাঁদের সকলকে নিয়ে এক বৈঠকে স্থায়ী কমিটি গঠিত হবে। এ্যাড হক কমিটির কনভেনর হন—মুক্তি প্রেসের শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ।

কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ

এ্যাড হক কমিটির কার্য্যকরী সমিতির সদস্য হন—শ্রীঅশোক চৌধুরী—সমবায় মুদ্রণী; শ্রীশিবসুন্দর দাঁ—হেমন্ত আর্ট প্রেস; শ্রীরবি চৌধুরী—চৌধুরী প্রিন্টার্স; শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ—মুক্তি প্রেস; শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—শিবশক্তি প্রেস; শ্রীঅসিত বরণ সিংহ—বিবেকানন্দ প্রেস; শ্রীচিত্তরঞ্জন দত্ত—পুরুলিয়া প্রেস; শ্রীপ্রভাকর সরকার—আশুতোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, শ্রীঅশোক কুমার নাথ—মানভূম প্রেস; শ্রীরামকিশোর অধিকারী—কমলা প্রেস।

বৈঠকে আলোচনার পর সমিতির সামনে যে সব কর্ম্মলক্ষ্য দেখা দেয় তা এই :—

পরিস্থিতি বিচার ও কর্ম্ম লক্ষ্য

এই জেলায় প্রিন্টিং প্রেস শিল্প অনুন্নত

১) এই জেলার প্রায় সমস্ত প্রেসই সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের প্রেস। প্রেসগুলির আয় তেমন ভরসা যোগ্য নয় এবং বিভিন্ন শিল্প বা ব্যবসায়ের তুলনায় এই প্রেস শিল্পে

(২য় পাতায় দেখুন)

বিজ্ঞপ্তি

জেলা ও মোকাম পুরুলিয়া সবজজ আদালত।
৫ নং মানিসুট মোকর্দ্দমা ১৯৭৭ সাল।

শ্রীপুরন্দর বড়াল দীগর ... ... বাদী
বনাম
শ্রীপ্রহ্লাদ কেড়িয়া দীগর... ... ... প্রতিবাদী

১। শ্রীরঘুনাথ সিং পিতার নাম বাদীগণের অজ্ঞাত সাং বরাহবাজার, থানা বরাবাজার, পরগনা ও পোঃ বরাভূম জেলা পুরুলিয়া

প্রতি,

এতদ্বারা উক্ত প্রতিবাদীকে জানান যাইতেছে যে বাদীগণ বর্ত্তমান মোকর্দ্দমা উক্ত প্রতিবাদী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা আদায় পাইবার জন্য মোকর্দ্দমা **আনয়ন করিয়াছেন**। আপনার উপর আদালত হইতে যথারীতি সমনাদী প্রেরণ করা সত্ত্বেও আপনার বাসস্থানে না পাওয়ায় তাহা আদালতে বারংবার ফেরৎ আসিয়াছে। অতএব আদালতের নির্দ্দিশমত বর্ত্তমান পত্রিকায় আপনার উপর বর্ত্তমান মোকর্দ্দমার বিষয় অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তির হুকুম মত আপনাকে জানান যাইতেছে যে উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা আগামী ১৯।৯।৭৮ তারিখে বেলা ১০ ঘটিকায় জবাবাদী দিবার জন্য দিন ধার্য্য হইয়াছে।

অতএব আপনি উক্ত তারিখে স্বয়ং বা কোনও ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিল দ্বারা হাজির হইবেন অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা একতরফা বিচার হইবে।

অদ্য তাং ১৮।৮।৭৮ আদালতের স্বাক্ষর মতে দেওয়া গেল।

ইতি—
স্বাক্ষর—M Ray
সবজজ, পুরুলিয়া

Wanted a Lady teacher

1. M. A. or Hons in Geography, Trained Graduate with Geography way also apply.

2. Physical Trained teacher (Deploma in Physical Education). The candidate with Geography combination will be preferred.

Posts are against Permanent vacancy and pay as per Grant-in-aid Rules.

Apply to the Secretary, Manbazar Girls' High School, P. O. Manbazar Dist. Purulia, within 15 days from the date of advertisement.

Secretary

ট্রাকটার ভাড়া

লোকব্রতী সোসাইটির ৩৫ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন ট্রাকটার চাষীদের ভাড়ায় দেবার জন্য আছে। জমি চষার কাজ ছাড়াও, কুয়লের কাজ এতে হয়। তাতে জমি সমতল করা হয়। ট্রাকটারের প্রয়োজন হ'লে আগে থেকে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

Wanted

Wantted for Lagda High School. P. O. Lagda Dist. Purulia an assistant teacher for physics. Candidates must either be :

M. Sc. in Physics with honours preferably in the same subject, or

M. Sc./Honours graduates in Physics, with eight years teaching expereince in any recognised high or higher secondary school.

Applications must reach this office on or before 26th August '78. **Interview on the 27th. August '78 at the Head-master's office at 1 p.m. No separate intimation for the interview will be sent.**

Secretary

বিজ্ঞপ্তি

Class—XI ও XII এ ভর্ত্তি চলিছে। (Arts & Science) এখনও কিছু সংখ্যক আসন খালি আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

বিশেষ বৈশিষ্ট :—

(ক) উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা (খ) স্বাস্থ্যকর মনোরম পরিবেশ (গ) Special ফ্রি Coaching (ঘ) হোটেলে নিয়ন্ত্রিত খরচায় (মেস system) খাওয়া থাকার ব্যবস্থা (ঙ) আদিবাসী হরিজন এবং গরীব মেধাবী ও সৎ ছাত্রদের জন্য অতিরিক্ত বিশেষ ব্যবস্থা (যেমন, বেতন মকুব, লাইব্রেরী হইতে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ এবং দূরবর্ত্তী অঞ্চলের ছাত্রদের জন্য হোষ্টেলে থাওয়া থাকার সুযোগ সুবিধা দান ইত্যাদি)।

Rector M. G. College, Lalpur
P. O, Daldali, Purulia.

নিখোঁজ

তারাপদ বাউরী নামে আমার ১১ বৎসরের একটি ছেলে (ডাক নাম আকাল মাঝি) গত ১৫ (পনের) দিন যাবৎ নিখোঁজ। আমি আজ্রায় রেলওয়ে ট্রলিম্যান। ছেলেটির গায়ের রঙ খুব কাল, মাথায় ঘন চুল। তার বুকে কাটা দাগ আছে। নিখোঁজ হওয়ার সময় তার পরণের কাল প্যান্ট ও ছাপা ছিটের জামা ছিল। কেহ সন্ধান দিলে বিশেষ উপকৃত হব। সন্ধান দেবার ঠিকানা—আজ্রা পুলিস থানা, অথবা মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।

মধু বাউরী, আজ্রা

গ্রাহকদের কাছে আবেদন

এখনো অনেকের কাছে "মুক্তির চাঁদা" বাকি আছে। তাঁরা চাঁদাটা না দেওয়ার জন্য অসুবিধে ভোগ করতে হচ্ছে। মুক্তির যা দাম তাতে কোনো রকমে খরচ ওঠে। বাকি পড়লে কী অবস্থা হয়—অনুভব করতে পারেন। স্থায়ী গ্রাহক যাঁরা মুক্তি নিতে অনিচ্ছুক তাঁরা জানালে সুখী হবো। যাঁদের চাঁদা বাকি আছে—পাঠিয়ে বাধিত করবেন। —মুক্তি সম্পাদক।

R. No.—2539/57 মুক্তি (৬) ৪ঠা ভাদ্র, ১৯৭৮ W. B./B. K. U 24

গ্রামাঞ্চলে 'মুক্তি' সংগ্রহে সুবিধা : নূতন ব্যবস্থা

চারিদিক থেকে 'মুক্তি' পত্রিকার খুব চাহিদা হচ্ছে। ডাকের মারফত চারিদিকে মুক্তি যাচ্ছে—তবে বহু অভিযোগ আসছে—মুক্তি খোয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে একটা নূতন ব্যবস্থা করা হয়েছে—বিভিন্ন স্থানে কর্ম্মীদের কাছে মুক্তি পাঠানো হচ্ছে। নাম তালিকা দেওয়া হল। যার যেখানে নিকটে হবে—মুক্তি নেবার ব্যবস্থা করুন। তালিকা এই :—

১। শ্রীচিত্তভূষণ দাসগুপ্ত - মাঝিহিড়া, ব্লক মানবাজার—(১)
২। শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত—গোপালনগর-মেট্যালা ঐ
৩। শ্রীবিজয় কৃষ্ণ দত্ত—মানবাজার ঐ
৪। শ্রীভক্তরঞ্জন সেন—চেপুয়া ঐ
৫। শ্রীভজহরি মাহাত—বান্দোয়ান ব্লক বান্দোয়ান
৬। শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত—আঁকরো, মানবাজার—(২)
৭। শ্রীকাঁদরু মাঝি—কুটনী ঐ
৮। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মাহাত—খড়িদুয়ারা ঐ
৯। শ্রীরামচন্দ্র মাহাত—আমড়াবেড়া, বরাবাজার
১০। শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র খান্না বুড়দা ব্লক বাঘমুণ্ডি

আরো যে সব জায়গায় বাসের যোগাযোগের সুবিধে আছে—সে সব জায়গার কর্ম্মীরা 'মুক্তি' প্রসারের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করুন।

—মুক্তি সম্পাদক

শারদীয় মরশুমে লোকব্রতী সোসাইটির আয়োজন

১। শরৎকালের সমস্ত রকম বীজ এসেছে ও আসছে

২। জীবানুসার এক অদ্ভুত নাইট্রোজেন—জৈব সার—রাসায়নিক সারের মত মাটি অম্ল করে না—মাটীকে উন্নত করে; ফসল বাড়ায়; খরচ অনেক কমায়

৩। এন—২ (N2)—দাম খুব কম অথচ ইউরিয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ইউরিয়ার অর্দ্ধেক অপচয় রোধ করে। পোকা মাকড় নষ্ট করে। কারণ এটা ভাল জৈব ওষুধ।

৪। কীট নাশক রয়েছে—ফুরাডন ডাইথেন জেড্ গ্যামাক্সিন প্রভৃতি। ইন্দুরের উপদ্রবে—জিঙ্ক ফসফাইট এবং সেলফস।

৫। পাম্পের পার্টস সমূহ (যন্ত্রাংশ) সব রকম রয়েছে।

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প—কির্লোস্কার পাম্প

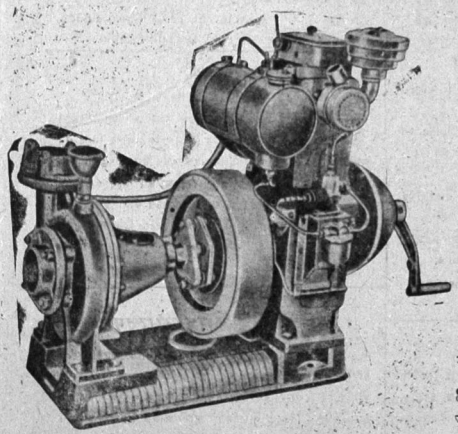

অন্য সব পাম্পের চেয়ে দাম বেশী। তবুও সারা ভারতজুড়ে এর দারুণ চাহিদা। কারণ কম দামী বাজে পাম্প কিনে আজীবন কষ্ট পাবেন। আর কিছু বেশী খরচ ক'রে একবার কির্লোস্কার পাম্প কিনতে পারলে বহু বছর ধরে এই পাম্প শ্রেষ্ঠ সেবা দেবে।

• • • •

যাঁরা সরকারী ঋণ বা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে পাম্প কিনতে চান তাঁরা কির্লোস্কার পাম্প যদি কিনতে চান তবে ব্যাঙ্কে বা সরকারে দাবী জানান কর্লোস্কার পাম্প চাই। তাঁরা তা অনুমোদন করতে বাধ্য। লোকব্রতীতে এই পাম্প পাবেন।

• • • •

বর্ত্তমানে দাম কমলো। এখন দাম ৪৮০০। ব্যাঙ্ক ও সরকার এই দাম অনুমোদন করেছেন।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ, ২৮শ সংখ্যা | সোমবার, ২৮শে আগষ্ট, ১৯৭৮, ১১ই ভাদ্র, ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০, নগদ—২০ পয়সা

তুমি) মানের আসনে জননেতা ব'নে
হীন অনাচারে জড়িত রবে।
তবু কি তোমারে ধ্বনি হুঙ্কারে
'যুগ যুগ জিয়ো' বলতে হবে?

• • •

দেশ ঘোচাবার ধর্ম্ম তোমার;
তবু জনতার মালাটি লবে?
হায়) এই পরিবেশ কবে হবে শেষ—
হবে জনতার শক্তি কবে?

এবারে খরিফ মরশুমে এই জেলার ফসল পরিস্থিতি

কোনো দায়িত্বশীল পক্ষ থেকে ভুল প্রচার

কোনো দায়িত্বশীল সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, এবারে পুরুলিয়া জেলায় চাষের প্রায় ৯০ শতাংশ জমিতে ভালভাবে চাষ উঠে গেছে—৫ লক্ষ ৪১ একরে চাষ হয়েছে। এবং ভুট্টার চাষও জেলায় ভালভাবে হয়েছে। আর উচ্চফলনশীল ধান বীজের প্রসারও এবার অনেক হয়েছে।

সংঘ কর্মীরা সমবেত হয়ে ফসল তথ্য বিষয়ে যে আলোচনা করেন

লোকসেবক সংঘের জনকয়েক বিশিষ্ট কর্মী ২০শে আগষ্ট পুরুলিয়ায় সমবেত হয়ে, জেলার চাষের ও ফসলের বিষয়ে সংগৃহীত তথ্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন যে, উপরোক্ত ঐ তথ্য সঠিক নয়। জেলায় ধান চাষের কাজ অনেকখানিই সমাধা হয়েছে সত্য; তবে বিশেষ কারণে কিছু অংশ চাষ বাকি রয়েছে এবং এবারে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে চাষীকে অগ্রসর হতে হয়েছে।

এবারের ভুট্টাচাষের শোচনীয় ব্যাপার

এবারে এই জেলায় ভুট্টার চাষ (জনারের চাষ) অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উৎপাদন হয়েছে—শতকরা মাত্র ১৫ থেকে ২০ ভাগ। এর কারণ ভুট্টা বোনার পরই অতিরিক্ত বৃষ্টি। তারজন্য বহু বীজের ক্ষতি হয়েছে। ফলে গাছের সংখ্যা বহু কমে গেছে। তার ওপর ভুট্টা গাছ কিছু বড়ো হলেই কোঁড় দিতে হয়। ঠিকমতো কোঁড় নাহলে ভুট্টা হয় না। কোঁড়ের সময়েই বৃষ্টির ওপর বৃষ্টি হচ্ছিল। ফলে ফসল শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ নষ্ট হয়েছে। বলতে গেলে—ভুট্টার চাষ হয়—বান্দোয়ান, মানবাজার (১), মানবাজার (২), বরাবাজার ব্লকগুলিতেই। সামান্য কিছু ক'রে হয়—পুঞ্চার পূর্ব্বাংশে, কাশীপুরে, বাগমুণ্ডিতে ও পাড়া ব্লকে। আর ১০টা ব্লকে ভুট্টা না হওয়ারই মধ্যে।

পুরুলিয়া জেলার লক্ষ লক্ষ লোকের কিছু দিনের জন্য ভুট্টাই প্রায় একমাত্র খাদ্য। যাঁরা ভুট্টা উৎপাদন করেন তাঁরা এবং আরো অনেকে যারা সস্তার এই খাদ্য কেনেন, তাঁরা দারুণ অনটনের সময় এই খাদ্য খেয়েই জীবন ধারণ করেন। আজ এই জেলার এক বিরাট কৃষি সম্প্রদায় এই সময়ে বিপন্ন। বামফ্রন্ট সরকার এ বিষয়ে লক্ষ্য দিন ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন—আমাদের অনুরোধ।

এবারের ধান চাষ

এবারে এই জেলার বহু চাষী বেশ তাড়াতাড়িই অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ থাকতেই ধানবীজ ফেলেছিলেন। চারা যখন লাগাবার সময় হোল, তখন বৃষ্টি বন্ধ। এই অবস্থা চলল আষাঢ়ের শেষ থেকে শ্রাবণের ২০শে পর্য্যন্ত। ফলে বহু চাষীর চারা বুড়িয়ে গেল। পরে যখন বৃষ্টি সুরু হোল, বহু চাষী বুড়ো চারা লাগাতে বাধ্য হলেন। সুতরাং অবস্থা থেকে বোঝা যাচ্ছে—এদের ধানের ফলন সাধারণ অবস্থায় উৎপাদনের তুলনায় অনেক কম হবে।

বাইদ জমির ধানের এখন আরেক অবস্থা। মাঝে আবার দিনকতক বৃষ্টি না হওয়ায়, বাইদ জমি শুকিয়ে রইল দিনকতক ধ'রে। জমিতে আগাছা হতে লাগল। ফলে ঐ সব জমিতে ফলন আরো কমবে।

এই অবস্থায় এই জেলার জন্যরাজ্য সরকারের কর্ত্তব্য

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—ভুট্টা ফসল ভীষণভাবে মার খেয়েছে। ধানের অবস্থাও ভাল নয়। এই সব পরিস্থিতিতে চাষীদের আর্থিক অবস্থা এখন বিশেষ খারাপ চলছে। তার ওপরে, এই সময়টা বছরের মধ্যে সবচেয়ে অনটনের সময়। তাছাড়া, পুরুলিয়া এমনিতেই তো অত্যন্ত দরিদ্র জেলা। রাজ্য সরকারের এখন এই জেলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

এই রকম অবস্থায় টি. আর, জি. আরের কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। সবাই বলছেন সরকার টি, আর, জি, আরের দরাজ

(২য় পাতায় দেখুন)

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজীদেশাইএর এক বিশেষ সিদ্ধান্ত

রাজ্য সভায় উভয় কংগ্রেস এবং সি, পি, আই জোর দাবী তুলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর পুত্র শ্রীকান্তিভাই দেশাই বহু দুর্নীতি করেছেন—এবং সেজন্য তাঁদের দাবী তদন্ত কমিটি গঠন করা। শ্রীদেশাই ২৪শে আগষ্ট রাজ্য সভায় বলেছেন যে, কোনো সদস্য তাঁর ছেলের নামে লিখিত অভিযোগ করলে, কেন্দ্রীয় সরকার সেটি বিচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে বিচারপতির কাছে পাঠাবেন। কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট কোনো অভিযোগ না থাকলে, কোনো তদন্ত কমিটি গঠন করার কোনো প্রস্তাবে তিনি সম্মতি দেবেন না।

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়া জেলায় আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের সভা

পুরুলিয়া জেলার আন্তর্জাতিকশিশুবর্ষের আহ্বায়ক শ্রীদীপক দত্ত জানাচ্ছেন যে আগামী ওরা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ বৈকাল ৩ ঘটিকায় স্থানীয় রাজগড়িয়া বর্ষাশালার সভাকক্ষে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ, ১৯৭৯-এর এক অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে। এই সভার আলোচ্য বিষয় আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পুরুলিয়া জেলা ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে পরিকল্পনা ও রূপায়ণ ব্যবস্থার জন্য আলোচনা এবং জেলা কমিটি গঠন। এই সভায় উপস্থিত থাকিবেন মধ্যভবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুধাংশু মল্লিক, সহকারী সম্পাদক শ্রীমতিলাল মণ্ডল প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এই সভায় উপস্থিতথাকিবার জন্য জেলার প্রত্যেকটি ক্লাব, সংস্থা, যুব, সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষকশ্যাম ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রত্যেকটি জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছেন আহ্বায়ক শ্রীদীপক দত্ত।

শ্রীঅরবিন্দের ১০৬-তম জন্মজয়ন্তী

গত ১৫ই আগষ্ট '৭৮ ঋষি অরবিন্দ শিশু বিদ্যানিকেতন (শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটীর পুরুলিয়া সেন্টার) প্রাঙ্গণে এক পবিত্র পরিবেশে শ্রীঅরবিন্দের ১০৬তম জন্মজয়ন্তী উৎস পালিত হয়।

সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও প্রভাতফেরীর পর বেলা ৯-৩০ মিনিটে শিশুর যোগাসন, শারীর শিক্ষা, আবৃত্তি, সঙ্গীত "চাষীরকৃষ্ণ-বন্দনা" নৃত্য ও জীবনী পাঠের মাধ্যমে তাঁদের শ্রদ্ধা জানান।

শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাস্তোত্রটি (টেপ) ও ১৫ই আগষ্ট বাণী পাঠ করে অনুষ্ঠানের শুরু হয়।

শ্রীঅরবিন্দ ও বর্তমান জগৎ সম্বন্ধে সেন্টারের সংগঠক ও বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক শ্রীশ্যামলকুমার সেন তাঁর আগত ভাষণে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেন। সভায় সৌজন্যবিরতা করেন মহকুমা শাসক শ্রীসুকুমার সরকার, প্রধান ও বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন জেলা আরক্ষাধ্যক্ষ শ্রীকাওলজিৎ সিং ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাঃ) শ্রীরামগোপাল পাল।

বরাবাজারে ১৫ই আগষ্ট

বরাবাজার হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহদেব জানাইতেছেন যে, ভাগবত পুষ্পা পুরি নিবেদন আহ্বানে ১৪ ৮-১৮ তাং বরাবাজার অরুণ পকৃতেতের প্রধান শ্রীশ্রীকিরিম কিশোরীমোহন সিংহদেবের সভাপতিত্বে ৩১তম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। অন্তে-রাজাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়গণ—শ্রীঅনিলকৃষ্ণ মাহাতী, শ্রীঅযুক্তাক্ষ মাহাতী, শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহদেব ও শ্রীঅযুতানাথ মাহাতী, বোলাজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীমিহির কুমার রঙ্গক এবং বরাবাজার যুবক সমিতির প্রাক্তন সভাপতি শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সিংহদেব, রাজকুমার শ্রীবসন্ত কুমার সিংহদেব, রাজপৌত্র শ্রীউদয়াদিত্য সিংহদেব, শ্রীআনন্দমোহন সিংহদেব ও রাজাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্রছাত্রী সহযোগে দেশের মনীষীগণের বাণীমুক্ত পোষ্টার ও জাতীয় পতাকা সহকারে রাজার পরিক্রমার পর যৎসামান্য মিষ্টি দ্রব্যগ্রহণের পর অনুষ্ঠানের কর্ম ইতি হয়।

স্পান পাইপ কারখানায় ১৫ই আগষ্ট

স্পান পাইপ কারখানা হইতে শ্রীরাজীবী জানাইতেছেন যে, পুরুলিয়া স্পান পাইপ কারখানায় ১৫ই আগষ্ট উৎসব পালিত হয়। কারখানার একমাত্র স্থায়ীকারী শ্রীহীরালাল মল্লিক পতাকা উত্তোলন করেন। এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে কারখানার কর্মচারীদের কাছে বক্তব্য রাখেন। শ্রীপি, রায়ও ১৫ই আগষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ঐ উপলক্ষে। কিছু অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাপড় ও কম্বল দান করা হয়। শেষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী রূপাল মল্লিক, অনন্তলাল মল্লিক ও পঙ্কজ মল্লিক।

শোক সংবাদ

বিগত ৩১শে আষাঢ় ১৩৮৫ ইং ১৫ই জুলাই-সোমবার ১৩৮৮ সন ১২৭৮ পূঃ তারিখে পটমদা থানার অন্তর্গত কুমীর গ্রামের লোকসেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীসর্দেশ্বর মাহাতের পিতা শ্রীদীনবন্ধু মাহাতে ৯২ বিরানব্বই বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি একজন অগ্রণী কৃষক ছিলেন। কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। লোক সেবক সংঘের অনুগামী ছিলেন সংঘের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সংঘের আদেশ কোন দিন লংঘন করিতেন না। তিনি কৃষিকার্যে বহু উন্নতি করিয়া গ্রামের ও অঞ্চলের চাষীভাইদের পথ প্রদর্শন করে গেছেন। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেবিক চাষীভাই উন্নতির পথে চলছেন। আমরা তাঁর স্বর্গত আমার সদ্গতি কামনা করি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

এবারে খরিফ মরশুমে এই জেলার ফসল পরিস্থিতি

(১ম পাতার পর হইতে)

ব্যবস্থা করছেন। তবে তার সঙ্গে ব্যাপক অভিযোগ এই যে, সত্যকার বহু অভাবী লোক বাদ পড়ছে। জি. আর. টি. আর নিয়ে অত্যন্ত বেশী রাজনীতি হচ্ছে ;—টি আরে কাজ না করেই, গম উড়ে যাচ্ছে। এই সব অভিযোগ যখন অত্যন্ত ব্যাপক এবং দরিদ্র চাষীবাসীর অভাবও যখন এখন অত্যন্ত বেশী, তখন সরকারের দেখা দরকার—বিলিফ ব্যবস্থা যেন তার যথার্থ উদ্দেশ্য পূর্ণ করছে।

বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আর একটি নিবেদন

জেলার খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে এখানে আমরা যা তথ্য দিলাম, সেই তথ্য সম্পর্কে জেলাশাসন কর্তৃপক্ষ তাঁদের অভিমত একটি বিবৃতি সরকারে জেলাবাসীকে জানান। জি, আর– টি, আর বিষয়ে ব্যাপক অভিযোগের যে কথাও এখানে উল্লেখ করলাম—সে বিষয়েও সরকার কোনো উত্তর দিলে সুখী হবো।

—অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

শারদীয় মরশুমে লোকব্রতী সোসাইটির আয়োজন

১। শরৎকালের সমস্ত রকম বীজ এসেছে ও আসছে

২। জীবানুসার এক অদ্ভুত নাইট্রোজেন জৈব সার—রাসায়নিক সারের মত মাটি অম্ল করে না—মাটিকে উন্নত করে; ফসল বাড়ায়; খরচ অনেক কমায়

৩। এন—২ (N2)—দাম খুব কম অথচ ইউরিয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ইউরিয়ার অর্দ্ধেক অপচয় রোধ করে। পোকা মাকড় নষ্ট করে। কারণ এটা ভাল জৈব ওষুধ।

৪। কীট নাশক রয়েছে—ফুরাডন, ডাইথেন জেড., গ্যামাক্সিন প্রভৃতি। ইন্দুরের উপদ্রবে—জিঙ্ক ফসফাইট এবং সেলফস

৫। পাম্পের পার্টস সমূহ (যন্ত্রাংশ) সব রকম রয়েছে।

মুক্তি

১১ই ভাদ্র ১৩৮৫, সোমবার

জঘন্য ভাষায় লিখছে !!!

মুক্তির সম্পাদকীয় কলমে, পর পর তিনটি বিষয়ে আলোচনা করব ভাবছিলাম। বিষয় তিনটি এই। টি, আর, টি, আর এবং বেকারভাতা। ঐ তিনটি ব্যবস্থার মাধ্যমে, বামফ্রন্ট সরকার, ব্যাপক ক্ষেত্রে, রাজ্যের সবচেয়ে দুর্গত, বিপন্ন, নিরন্ন, কর্মহীন মানুষকে যথাসম্ভব সাহায্য দেবার চেষ্টা করেছেন।

উদ্দেশ্য সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপার যা রূপ নিচ্ছে—তাতে বামফ্রন্টের প্রশংসনীয় আসল লক্ষ্যটা বহুলাংশে ব্যাহত হয়ে যাচ্ছে। সেজন্যই ঐসব বিষয়ে যে সব বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি ঘটছে—তার প্রতি বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই ঐ লেখাগুলি লিখবো ভাবছিলাম।

এই লেখাগুলি জনস্বার্থের দৃষ্টিতে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক অধিকার বা শাসনতান্ত্রিক সুবিচারের দৃষ্টিতে লেখবার কথা ভাবছিলাম। যা যা লিখব ভাবছিলাম বা ঐভাবে যা প্রায়ই লিখে থাকি—সে লেখা যেমন জনস্বার্থের দিক দিয়ে প্রয়োজন হয়—প্রয়োজন তেমনি ঐ সব লেখার আরেকটি উদ্দেশ্যও হচ্ছে—বন্ধুভাবে ভুলত্রুটি দেখিয়ে, বামফ্রন্টের যাতে সম্মান বাড়ে ; তার পায়ের তলার মাটি যাতে স্থায়ীভাবে শক্ত থাকে। নাহলে বৈরতান্ত্রিক তাণ্ডবক্ষেত্র আবার দেশে হাজির হতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্য যেমনই হোক—লেখাগুলি যে সমালোচনা-মূলক হবে—তা সহজেই অনুমেয়।

এহেন সমালোচনা-মূলক কয়েকটি সম্পাদকীয় লেখার কথা যখন ভাবছি—ঠিক সেই সময়ে একটি সংবাদ আমার কাছে এসে পৌঁছুলো। ঐ সংবাদটি শুনে ভাবলাম নিজের পরিকল্পনা মত লেখাগুলি লেখার আগে "একটা সঙ্কিত বিভ্রান্তির পরিবেশ" দূর করে নেওয়াই দরকার। সেই প্রয়োজন বোধেই এই সম্পাদকীয়।

আকস্মিক যে সংবাদ পেয়ে পূর্ব পরিকল্পিত লেখা বন্ধ রাখলাম, সেই সংবাদের কথাই এখন বলি। লোক সেবক সংঘের একজন বিশিষ্ট কর্মী একটি বৈঠকে যোগ দেবার জন্য সহরে এসেছিলেন ২০শে আগষ্ট। তাঁর সঙ্গে পুরুলিয়া কোর্টে একটি বিশিষ্ট এবং দায়িত্বশীল সি, পি, এম কর্মীর দেখা হয়। সি, পি, এমের রাজ্য পার্টি অফিসে ঐ কর্মীর বিশেষ যাতায়াত আছে। তিনি ছাত্র জীবনে লোকসেবক সংঘের ঐ বিশিষ্ট কর্মীর সহপাঠী ছিলেন। সি, পি, এম কর্মীটি তাঁর বন্ধু লোকসেবক সংঘের কর্মীর কাছে খুব অনুযোগ করে বললেন যে, 'তোমাদের মুক্তি' এখন জঘন্য ভাষায় সি, পি, এমের বিরুদ্ধে লিখছে।" লোকসেবক সংঘের কর্মীটি হাসতে হাসতে রসিকতা করে উত্তর দিয়ে বললেন—"মুক্তি তো কখনো জঘন্য ভাষায় লেখে না। তোমরা জঘন্য সব কাজ করলে মুক্তিকে মোলায়েম ভাষায় সে সবের সমালোচনা করতেই হবে।"

লোকসেবক সংঘের ঐ বিশিষ্ট কর্মীর সঙ্গে আমার দেখা হলে—তিনি আমাকে ঐ সংবাদটি জানান। তখন আমি ভাবি যে, এই বিষয়টি বার বার উঠছে ;—সি, পি, এমের কর্মীরা প্রায়ই ঐভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করছেন। গণতান্ত্রিক জীবনে বা সভ্য সমাজে পারস্পরিক অভিমত বিনিময়ের যে ধারা আছে—তা শুধু পথে ঘাটে বিক্ষোভ প্রকাশই নয়—তার সঙ্গে উন্নততর ধারা হচ্ছে—কাগজে কলমে মুক্তি সহকারে মতের আদান প্রদান করা বা উভয় পক্ষের মিলিত বৈঠকে আলোচনা, যুক্তি এবং তথ্য প্রমাণ প্রভৃতি দ্বারা নিজ নিজ অভিমত প্রতিপন্ন করা। সি, পি, এমের কর্মীরা বার বার যে গুরুতর অভিযোগ করছেন—তার একটা গণতান্ত্রিক বিচার হওয়া নিশ্চয়ই দরকার।

মুক্তিও যেমন একটা দায়িত্বশীল দলের পরিচালিত পত্রিকা তেমন সি, পি, এমও একটি বিশেষ দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান। অধিকন্তু, যিনি অভিযোগ করেছেন তিনিও একজন সি, পি, এমের দায়িত্বশীল কর্মী। মুক্তি যেহেতু দায়িত্বশীল এক পত্রিকা সেইহেতু তার পক্ষ থেকেও সি, পি, এমের মত এহেন সম্মানিত প্রভাবশালী দলের বিরুদ্ধে কোনো অসম্মানজনক উক্তি বা অসত্যপূর্ণ, অযৌক্তিক উক্তি করা যেমন কখনই উচিত নয় ; তেমনি সি, পি, এমের মত এক দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান—যার হাতে আজ দেশের শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত, তার পক্ষ থেকেও কারো স্বাঃসঙ্গত, গণতান্ত্রিক অভিমত প্রকাশের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করা কখনই উচিত হয় না।

অভিযোগ করা হয়েছে—মুক্তি এখন জঘন্য ভাষায় সি পি, এমের বিরুদ্ধে লিখছে। এই অভিযোগটি থেকে এই সঙ্গত প্রশ্নগুলি আসে।

ক) জঘন্য ভাষা বলতে কী বোঝায়? অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ কদর্য্য ভাষায় সি, পি, এমের আচরণগুলিকে বিবৃত করা ? অথবা

খ) সত্যকে বা বাঞ্ছিত তথ্যকে বিকৃত ক'রে—ঘটনা সমূহকে মিথ্যা জঘন্যরূপ দিয়ে, সি, পি, এমকে অসম্মানিত করা ? অথবা

গ) সি, পি, এমকে অনর্থক হেয় করার জন্য ভাষার জাল বিস্তার করা ?

মুক্তি দিনের আলোয় সকলের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশিত সমস্ত সংখ্যা জনগণের সামনেই রয়েছে। আমি মুক্তির সমস্ত পাঠককে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি যে, তাঁদের মধ্যে যে কেউ মুক্তির যে কোনো সংখ্যা থেকে দেখান যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে কোনো জায়গায় কারো সম্পর্কে ভদ্র, মার্জ্জিত, রুচিপূর্ণ ভাষা ছাড়া কোনো অভদ্র, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, জঘন্য ভাষা ব্যবহার ক'রে কারো প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করা হয়েছে কিনা।

আমি সমস্ত পাঠককে সানুনয় আহ্বান জানাচ্ছি কেউ দেখান যে,মুক্তির পক্ষ থেকে কোনো সম্পাদকীয়তে, বা পত্রিকার নিজস্ব কোনো মন্তব্যে বা লেখায়, সত্যকে বা তথ্যকে বিকৃত ক'রে, সি, পি, এমকে বা কাউকে অসম্মানিত, ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপন্ন করা হয়েছে।

আমি সমস্ত পাঠককে আরো এই সানুনয় আহ্বান জানাচ্ছি যে, কেউ দেখান যে, সি, পি, এমের ভুল ত্রুটি বন্ধুভাবে দেখিয়ে, তার সম্মান ও প্রভাবের ক্ষেত্র অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা না ক'রে—সি, পি, এমকে অন্যায়ভাবে অনর্থক হেয় করার জন্য মুক্তির পক্ষ থেকে কোনো চেষ্টা করা হয়েছে কিনা।

এ ছাড়াও আমি একটি প্রস্তাব রাখছি যে, সি, পি, এম অবিলম্বে পুরুলিয়া সহরের বা এই জেলার পাঁচজন বা দশজন বিচারশীল ব্যক্তির ওপর ভার দিন যে, তাঁরা মুক্তির লেখাগুলি অনুধাবন ক'রে, বিচার করে দেখুন যে,

R. No.—2539/57 মুক্তি (৬) ১১ই ভাদ্র, ১৯৭৮ W. B./B. K. U. 24

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ তাঁহারা অবিলম্বে উপরোক্ত রাস্তার কাজ সরজমিন তদন্ত করিয়া সত্যনির্ণয় করুন। এবং বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আমরা সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছি। ইতি—

আবেদনকারীগণের স্বাক্ষর

সর্ব্বশ্রী গঙ্গাধর মাহাত, কষ্টি মাহাত, ভূষণ মাহাত, হরেকৃষ্ণ মাহাত, প্রফুল্ল কুমার মাহাত, লিলু মাহাত, টুকু মাহাত, হাবু মাহাত, ফকির চন্দ্র মাহাত, ভমন মাহাত, শিশির মাহাত, কৃষ্ট মাহাত, পবন সর্দ্দার, ভূষণ মাহাত, পঞ্চানন মাহাত, খাঁকু মাহাত, দুঃখিতরাম মাহাত, রবি মাহাত, রামশর মাহাত, অজহরি মাহাত, অতুল চন্দ্র মাহাত, লছুমন মাহাত, ভূষণচন্দ্র মাহাত, যামিনী মাহাত, গোপালচন্দ্র মাহাত।

Wanted

Wanted a B. Sc. (Bio) teacher Purely temporary for G.S D. High School, Po. Dimdiha, Dt. Purulia The applications should reach to the undersigned on or before 22-9-78 and the candidates are requested to appeare before the Managing Committee on 22-9 78 with original certificates and testimonials at 11 a m. in the School Premises for an interview.

Wanted

Wanted the following teachers against permanent vacancies for Keshargarh Sri Krishnananda Vidyapith (Aided High School), P. O. Rakab, Dist. Purulia (i) A graduate having Degaee or diploma in Physical Education (ii) A trained graduate with Geography combination for Social Science group. Apply sharp to the Secretary and appear before the Selection Committee on 7-9-78. No T. A. will be admissible.

Wanted

Wanted a Trained Bio-Science (B. Sc-Bio) teacher for R. B. B. High School P. O. Garhjaipur Dt Purulia on Permanent Post. Appear Before the Selection Committee (M. C.) on 5.9.78 at 11 A. M in the School Building with all necessory certificates and testimonials.

TENDER

Pur/Lc.(HFC)/289/78/Swc

Sealed tenders are invited form bonafide and resourceful contractors for handling and transportation of different stocks.

Each tender should accompany with cash earnest money of Rupees One thausand only.

Tenders will be received by the undermentioned in his office on or before 15-9-1978 upto 3 p.m.

Detail particulars can be seen in the office of the undermentioned.

The corporation reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason there of.

(S. K. Dutta)
Superintendent,
W. B. State Warehousing Corporation.
Rajaband, Purulia

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প—কির্লোস্কার পাম্প

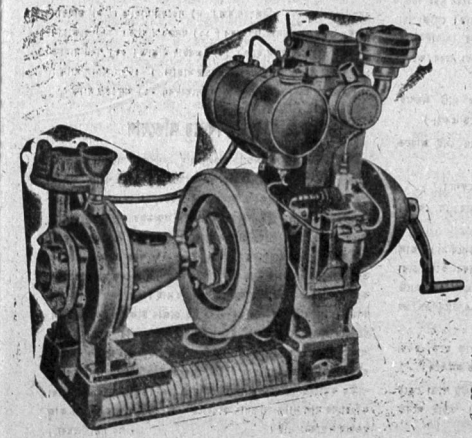

অন্য সব পাম্পের চেয়ে দাম বেশী। তবুও সারা ভারতজুড়ে এর দারুণ চাহিদা। কারণ কম দামী বাজে পাম্প কিনে আজীবন কষ্ট পাবেন। আর কিছু বেশী খরচ ক'রে একবার কির্লোস্কার পাম্প কিনতে পারলে বহু বছর ধরে এই পাম্প শ্রেষ্ঠ সেবা দেবে।

• • • •

যাঁরা সরকারী ঋণ বা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে পাম্প কনতে চান তাঁরা কির্লোস্কার পাম্প যদি কিনতে চান তবে ব্যাঙ্কে বা সরকারে দাবী জানান কর্লোস্কার পাম্প চাই। তাঁরা তা অনুমোদন করতে বাধ্য। লোকব্রতীতে এই পাম্প পাবেন।

• • • •

বর্ত্তমানে দাম কমলো। এখন দাম ৪৮০০্। ব্যাঙ্ক ও সরকার এই দাম অনুমোদন করেছেন।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ
২৯শ সংখ্যা

সোমবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮
১৮ই ভাদ্র, ১৩৮৫

বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০
নগদ ২০ পয়সা

যে-কোনো সুযোগ পাও যদি তুমি
হে বন্ধু! ছেড়ো নাকো।
(তবে) তোমার নিজের সুযোগের খোঁজে—
দেশটারে মনে রাখো॥

• • •

সুযোগের খোঁজ মানব জীবনে—
মহান কর্ম্মযোগ।
(তবে) দেখো যেন তব সুযোগ না আনে
অপরের দুর্যোগ॥

বন্যার তাণ্ডবে বাঁকুড়া মেদিনীপুর হুগলী হাওড়া

সাম্প্রতিক যে দারুণ বৃষ্টির সময় গেল—এই দুর্যোগকালের মধ্যে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলীতে অভূতপূর্ব্ব বিধ্বংসী বন্যায় অভাবিত বিপর্য্যয় সৃষ্টি করেছে। ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রি বেলা থেকে বিপর্য্যয় সুরু হয়। তিন জেলার লক্ষ লক্ষ লোক বিপন্ন। স্রোতের জলে ভেসে কত যে প্রাণহানী হয়েছে তার ঠিকানা নেই। আশঙ্কা করা হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ ভেসে গেছে। ত্রাণ ব্যবস্থা সুরু হয়েছে।

ইতিপূর্ব্বে আগষ্টের মাঝামাঝি মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায় দারুণ বন্যা হয়। বন্যায় অগণিত গ্রামের মানুষ জলবন্দী হন। বহু প্রাণহানী হয়। বিভিন্ন ত্রাণ কার্য্য চলেছে। ওখানে অবস্থা আয়ত্তের দিকে। বন্যাত্রাণেও রাজনীতি ও বৈষম্যমূলক আচরণ চলছে এই অভিযোগ উঠেছে। সরকার আশ্বাস দিয়েছেন—বৈষম্য হবে না। সাম্প্রতিক বন্যায় উদ্ধার কজে সেনা ও বিমান বাহিনীকেও সেবা কার্য্যে লাগানো হয়েছে।

গণতান্ত্রিক জীবনে চাষীদের বাঁচবার ন্যায়সঙ্গত দাবী

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

হুগলী জেলার তারকেশ্বর সহরের কৃষক-নেতাদের উদ্যোগে কিছুদিন পূর্ব্বে পশ্চিম বাংলার চাষী সমাজের একটি সম্মেলনে চাষীদের বাঁচবার মত ব্যবস্থার দাবীতে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবগুলি প্রকাশের জন্য আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এবং তার সঙ্গে আমাদের বলা হয়েছে যে, চাষীদের কল্যাণের তথা সংগঠনের নাম ক'রে বিভিন্ন দল গঠন করা হচ্ছে; কিন্তু তার অনেকেরই উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে—বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ওদের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা।

এই অভিমত জ্ঞাপনের সঙ্গে আমাদের কাছে ঐ কৃষক নেতারা একটি অনুরোধ করেছেন। বলেছেন—পুরুলিয়া জেলায় বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজের কর্মীরা হচ্ছেন চাষী; সেজন্য এই জেলায় চাষীদের পৃথক ভাল সংগঠনের জন্য আপনারা উদ্যোগী হন।

আমাদের কাছে যে দাবীপত্রটি পাঠানো হয়েছে—সেটি এখানে আমরা প্রকাশ করছি। দাবীগুলি সব নিজেরা খুব ভালভাবে অনুধাবন এখনো করিনি। মোটামুটি দেখেছি; ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়েছে। এবং এটা ঠিক যে, চাষী সমাজের প্রতি খুবই উপেক্ষা করা হচ্ছে। সেজন্য তাঁদের দাবী দাওয়া ভালভাবে তুলে ধরা দরকার। চাষীদের পৃথক সংগঠনের বিষয়ে যে অনুরোধ এসেছে—সে বিষয়ে আমরা এখনো কিছু স্থির করিনি। বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে। দাবীপত্রটি এই

যে দাবীপত্রটি এসেছে তা এই

নিঃস্ব ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী ও কয়েক বিঘের গরিব মালিক চাষজীবীদের সংখ্যা শতকরা ৮৫।৯০ জন। এদের দুবেলা ভাত জোটে না, পরণে কাপড় জোটে না। সরকার চাষ ও চাষজীবীদের বঞ্চিত করে ইংরেজ আমলের শোষণমূলক নীতিতে সহর ও কলকারখানার জন্যই সর্বশক্তি নিয়োগ করে এসেছে। তাই ক্রমাগতই গরিব চাষীরা জমিচ্যুত হয়ে হতভাগ্য ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীর সংখ্যাকেই ফাঁপিয়ে তুলেছে।

সহর ও কলকারখানার স্বার্থে, নিরাপদ আয়ের বেতনভোগীদের স্বার্থে, চাষের ও চাষীর প্রধানতম ফসল ধান ও পাটের দাম যে বেঁধেছে এক যুগ আগে, তারপর জিনিসের দাম বেড়েচে তিন গুণেরও বেশী। তবুও সরকার ধানের ও পাটের দাম বাড়ায় নি, আইনের বলে চাষীদের বঞ্চিত করে আসচে।—সরকার জিনিসের দাম বাড়িয়ে এসেচে। তাই অধিকাংশ চাষীই সার ওষুধ আদি কিনতে পারে না। তার ফলে ফলন কমে আসচে এবং চাষের ব্যয়ও বেড়ে আসচে। তাই তারা পর্য্যাপ্ত মজুর লাগাতে পারে না, যাদের বা লাগায় তাদেরও ন্যায্য মজুরী দিতে পারে না—ফলনে ও দামে পোষায় না বলে নিজেরাই খেতে পায় না তো মজুরদের দেবে কোথা থেকে!

চাষজীবী ও শিল্প-শ্রমিকদের বাইরে যে বিপুল পরিমাণ রোজগেরে আছে তাদের অধিকাংশেরই আয় ঐসব চাষজীবিদের চেয়ে বেশী হলেও নিম্নতম প্রয়োজনের বিচারে অনেক কম অথচ

এদের সংখ্যা শিল্প-শ্রমিকদের চেয়ে অনেক অনেক বেশী। তাই এরাও অত্যন্ত গরিব।

পরিকল্পনায় আজ পর্যন্ত ১ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকা নিযুক্ত হয়েছে!! তবুও বেকার ও গরিব বেড়েই এসেছে। ১৪ বছর ও তার বেশী বয়সের বেকারের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গেই ১ কোটি ৪২ লক্ষ এবং সারা ভারতেও এই অনুপাতে বেকারের হার বেশী বৈ কম নয়। সব মিলিয়ে, তাই, গরিবের চেয়েও গরিব—দেশের বারো আনা লোকই।

দেশের ও ঐ গরিবতম জনগণের স্বার্থ বলি দিয়ে, নিরাপদ আয়ের সংঘবদ্ধ বেতনভোগীরা ধর্মঘট ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আসচে। বড় বড় ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিরা লকআউট ক্লোজার ও নানাবিধ কৃত্রিম সঙ্কট করে চাপ দিয়ে স্বার্থ সিদ্ধি করে নিচ্ছে বরাবরই। তার ফলে দুর্নীতি ও চোরাবাজার অবাধে বেড়ে বেড়ে দুরারোগ্য সঙ্কটের সৃষ্টি করেচে। তদুপরি ওদেরই সন্তায় মাল দেবার জন্য চাষীকে বঞ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে গরিবের পকেট-কাটা রাজস্ব থেকে শত শত কোটি টাকার গচ্চা দিচ্ছে সরকার বছর বছর। তাছাড়া, তাদের ব্যয়ের কমাচ্ছে, নানা ছাড়ফাঁক করচে। এই সব কারণে টাকার ক্রয়শক্তি বাড়চে, সরকারের ঘাটতি বাড়চে, মূল্যও বেড়েই চলেচে এবং তার চোট পড়চে চাষজীবী ও গরিবদেরই ঘাড়ে।

কোটি কোটি এই অতি গরিবের জন্যই দেশে ভারণ মন্দা-জনিত শিল্প ও অর্থ সঙ্কট। উৎপাদন বাড়লেও বিক্রী হয় না, এখন যেমন হচ্ছে না। অধিকাংশ মানুষই অর্ধাহারী ও অনশনে। অথচ দেশে অতি অল্প (মাথা প্রতি ১০।১২ হাত মাত্র) যে কাপড় তৈরী হয় তাও অবিক্রীত থাকে; এবং সস্তায় গমও সরকারের গলায় আটকেচে, গরিবরা কিনতে পারে না বলে।

দেশের শত্রু মালিকদের শোষণে জর্জরিত শিল্পকে "রুগ্ন" বলে সরকার কয়েক হাজার শ্রমিকের স্বার্থে বছরে প্রায় ১০ কোটি টাকার ভর্তুকি বা লোকসান দিচ্ছে গরিবদেরই পেট কেটে রাজস্ব আদায় করে।

সরকারের অবজ্ঞায় দেশের প্রায় শ্রেষ্ঠতম সম্পদ কৃষি আজ পঙ্গুঘাতগ্রস্ত। তারই জন্য ঐ ৮৪।৯০ শতাংশ চাষজীবী (এবং সর্বমোট ৭০।৭৫ শতাংশ লোক) গরীবের চেয়েও গরিব। কিন্তু তাদের শিল্প-শ্রমিকদের মতই ভর্তুকি দিয়ে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করার গরজ নেই তো বটেই বরং প্রতারিত করাই হচ্ছে সর্বতোভাবে।

এমতাবস্থায় চাষীজীবীরা যেমন ভোটেও তাদের তিক্ততা প্রকাশ করে আসচেন তেমনই সংঘবদ্ধ হবার অপরিহার্যতাও অনুভব করচেন। বিচারের সর্বাত্মক বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্বেই অভাবিত পরিবর্তনের সূচনা হয়েচে সারা দেশে, যা দেখে বিপন্ন স্বার্থ চাষজীবীদের মধ্যে বিভেদ ও হানাহানির গভীর ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেচে। চার্ষ ও জমির মৌলিক উন্নয়ন না করে, কংগ্রেস সরকারই অজুরী বৃদ্ধি ও ভাগচাষ আইন করে বিরোধ, বিভেদ ও হানাহানির সৃষ্টি করে গেচে। তাছাড়া, এই গোড়ার উন্নয়ন না ক'রে, শোষক ইংরেজ আমলের প্রতারণাকর আইনে অপমানকর কাঙ্গালী বিদায়ের ব্যবস্থা করেচে বিরোধ ও বিভেদ পাকিয়ে তোলার জন্যই। গরিবী বাটোয়ারা করে তো বেকারী ও গরিবীই বাড়বে বৈ কমবে না। এই গরিবে গরিবে বিরোধে স্বেচ্ছাচারী শাসনের পথই পাকা হবে, গণতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ হবে।

পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিষ্ট সরকারের ভ্রান্ত কর্মধারা ও এদের সমস্যার প্রতি উদাসীনতা চাষজীবীদের সংঘবদ্ধতার মূলে কুঠারাঘাত করচে। তারা ভালই জানে, কংগ্রেসও জানতো, একমাত্র সম্পদ জমির ফলনবৃদ্ধি ও বছরের একাধিক ফসল ফলে চাষজীবীদের, গরীব চাষী-মজুরদের আর্থিক উন্নতি হবে; যার ফলে দেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রে বুনিয়াদী পরিবর্তন হবে—বেকারী সম্পূর্ণ লোপ পাবে, মন্দা ও শিল্পসঙ্কট দূর হবে, কলকারখানা ও অকৃষি সকল ক্ষেত্রেই নিয়োগ ও উৎপাদন বাড়বে। তার ফলে জনশক্তি পুষ্ট হবে, তাদের অধিকার ও গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে। কিন্তু তবুও কম্যুনিষ্ট সরকার এর গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন না।

কলকারখানা বসিয়ে যে বেকারী ও গরিবী দূর হওয়ার বদলে বাড়বেই তার অলঙ্ঘ্য প্রমাণ গত ত্রিশটা বছর ও২৫।২৬ বছরের পরিষ্কার।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক মৌলিক প্রশ্ন এখানে তুলি—এক দেশের ৮০।৮৫ শতাংশ লোকের সংসার খরচের ৮০।৮৫ ভাগই লাগে খাদ্যশস্যে ও কৃষিনির্ভর নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্পপণ্যে এবং দুই কৃষিনির্ভর শিল্পেই লোক নিয়োগ ও জাতীয় উৎপাদন খুবই বেশী। শিল্পি এদের গুরুত্ব বা ওয়েটেজ খুবই বেশী, পণ্যমূল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ৬০ শতাংশেরও বেশী।

কাজেকাজেই, বেকারী গরিবী মূল্যবৃদ্ধি ও মন্দা দূর করতে খাদ্যশস্যের ও শিল্পের দরকারী কৃষিজ কাঁচা মালের উৎপাদন বৃদ্ধিই একমাত্র পথ তার জন্য কৃষির উন্নতিতেই সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। সেচ ছাড়া কৃষি উন্নতি আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং তার জন্য চাষজীবীদের এই সম্মেলন দাবি করচে যে—

১) ব্যাপক সেচ ব্যবস্থার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। তার জন্য দীর্ঘকালস্থায়ী ও শিল্প নির্ভর পরিকল্পনা না করে অলস শ্রমশক্তিকে নিয়োগ করে মজা জলাশয় সংস্কার ও মাঠে মাঠে জলাধার খনন করতে হবে।

২) ইংরাজ আমলের শোষণমূলক/প্রতারণাকর করব্যবস্থা উল্টে দিয়ে অকৃষি সকল আয় ও সম্পদের উপর কৃষি উন্নয়ন কর আরোপ করতে হবে। তাছাড়া, ব্যাঙ্ক ও বিমা সংস্থাকে কৃষি ও গ্রাম উন্নয়নে লগ্নি করতে হবে এবং কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেসন করতে হবে।

৩) অকৃষি আয়ের সম হারে কর নির্ধারণ করে ইংরাজ আমলের বৈষম্য ও প্রতারণা দূর করার জন্য কৃষিকেও সর্বপ্রকার খরচ বাদে নেট ১০ হাজার টাকার আয় পর্যন্ত করমুক্ত করতে, খাজনা, জলকর, পথকর, শিক্ষাকর প্রভৃতির লোপ করতে হবে (১০ হাজার টাকা পর্যন্ত)।

৪) কৃষির উৎপাদন ব্যয় ও চাষজীবীদের জন্যান্য সাংসারিক ব্যয় নির্ধারণের জন্য এক তদন্ত কমিশন অবিলম্বে গঠন করতে হবে।

৫) বেতনবৃদ্ধি ও মুনাফা বা ডিভিডেন্ট বন্টন বন্ধ করতে হবে।

৬) সরকারী অবজ্ঞায় পঙ্গুঘাতগ্রস্ত কৃষির উপর নির্ভরশীল ক্ষেতমজুর ভাগচাষী ও অল্প জমির মালিক যে ঐ ৮৫ ১০ শতাংশ চাষজীবী তাদের শিল্প-শ্রমিকদের সম হারে নিয়মিত মাসিক আয় নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে ভর্তুকী দিতে হবে।

৭) সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আমলের অপমানকর কাঙ্গালী বিদায়ী টেষ্ট রিলিফের লোপ করে, শিল্প শ্রমিকদের সম হারে মজুরী দিয়ে ক্ষেতমজুর ও গরিব চাষজীবীদের কাজে লাগাতে হবে।

(৪র্থ পাতায় দেখুন)

মুক্তি

১৮ই ভাদ্র ১৩৮৫, সোমবার

সি পি এমের সুবর্ণ সুযোগ ?

এবারে অন্য একটি সম্পাদকীয় লিখবো ঠিক করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ সংবাদপত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প'ড়ে, মনে হল, ঐ বিষয়টি সম্পর্কেই শীঘ্র একটা আলোচনা হওয়া ভাল।

২৬শে আগষ্ট তারিখের আনন্দবাজারে দেখলাম—ঐ পত্রিকার রাজনৈতিক সংবাদ দাতা লিখছেন—সি, পি, এম নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন—সি, পি, এমের সামনে এখন এক সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। সেই সুযোগ না হারাতে তিনি দলের সর্বস্তরের কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রমোদবাবু তাঁর নিজের দলকে পরিস্থিতির সুযোগ নিতে উপদেশ দেবেন—এতে বলবার কিছু ছিলনা—যদি অন্য সময় হোত। তাঁর দল এখন রাজ্য-শাসনের বিরাট ক্ষমতায় আসীন। প্রমোদবাবুরা ক্ষমতায় আসবার আগে এ রকম সুবর্ণ সুযোগের সন্ধান পাননি। তাঁর দল ও দলের কর্মীদের নিজেদের সংগঠন-শক্তি ও জনসেবার শক্তির ভেতর দিয়ে যদি কোনো সুযোগ আসতো এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে যদি প্রমোদবাবু কর্মীদের প্রেরণা দিতেন, তাহলে তার মধ্যে মাথা গলাবার কোনো প্রয়োজন হোত না।

কিন্তু আজ শাসনশক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি হঠাৎ এক অভূতপূর্ব সুযোগের অবকাশ দেখতে পাচ্ছেন। এবং এই শাসনশক্তির সহায়তায় সি, পি, এম কর্মীরা ইতিমধ্যেই যে-সব বিচিত্র সুযোগ সমূহের রূপ সৃষ্টি করেছেন—তার প্রেক্ষিতে আজ অতি শীঘ্র জরুরী সাবধান বাণী উচ্চারণ না করলে—রাজ্যের জনসাধারণ ও বামফ্রন্ট উভয়েরই জীবনে—এই অভূত-পূর্ব সুবর্ণ সুযোগের পরিবর্তে এক অভাবিত গর্তার দুর্যোগই এসে হাজির হবে। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সংবাদটি এই :—

"শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গে সি,পি,আই(এম) এর সংগঠন বাড়াবার এক সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। প্রমোদবাবু তাঁর দলের সব কর্মীকেও বলছেন: এই সুযোগ কিছুতেই হারাবেন না। কেন প্রমোদবাবু মনে করেন পশ্চিমবঙ্গে পার্টি বাড়াবার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে? তাঁর বক্তব্য হল (ক) বুর্জোয়া ও ভুস্বামীরা এখন বিভক্ত। (খ) সাধারণ মানুষও এখন দেখতে পাচ্ছে যে বুর্জোয়া ও ভুস্বামীদের প্রতিনিধি রাজনৈতিক দল কংগ্রেস বা জনতা পার্টি তাঁদের কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। (গ) এই সময়ে ও এই সুযোগে সি, পি আই (এম) কর্মীদের পক্ষে জন সাধারণকে বোঝানো সহজ যে একমাত্র সি, পি, এম নির্দেশিত পথেই তাঁদের সকল সমস্যার সমাধান এবং (ঘ) তাই এখন সি, পি, আই (এম) এর মতে ও পথে জনসাধারণকে বেশি করে নিয়ে আসা সহজ।"

প্রমোদবাবুর উপরোক্ত বক্তব্যগুলি বিষয়ে আমাদের যুক্তি আলোচনা কী—তাই এখন বলি। প্রমোদবাবু বলছেন—'বুর্জোয়া ও ভুস্বামীরা এখন বিভক্ত।' উনি কথাটা কী ভাবে বলছেন—তা পরিষ্কার করা নেই। উনি বোধহয় বলতে চান যে, বুর্জোয়া এবং ভুস্বামীরা যারা কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় সমবেত হয়েছিল—তাদের অনেকে আজ জনতা পার্টীর ছত্রচ্ছায়ায় গিয়ে জুটেছে—এইভাবে আজ তারা বিভক্ত।

প্রমোদবাবুর বক্তব্য বা ধারণা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, বুর্জোয়া এবং ভুস্বামীরা দুটো আঙ্গুরের মধ্যে গিয়ে আসর জমাবার ব্যাপারে তারা ভাগাভাগী হ'লেও, লক্ষ্যের দিক দিয়ে,—তাদের মতলব হাসিলের জন্য ঐক্যের দিক দিয়ে,—তারা বিভক্ত নয়। তাদের মতবাদ একই আছে। তাদের মতবাদ ও কাজ হচ্ছে এই। দেশে যে সব দল শাসন-ক্ষমতার জন্য লড়ছে এবং তারজন্য যারা পরস্পর বিবাদ করছে এবং এ সব লড়াইয়ে যাদের জীবনে ঘন ঘন পালা বদল হচ্ছে—সেই সব দলগুলিতে বুর্জোয়া, ভুস্বামী প্রভৃতি কায়েমী স্বার্থবাদীরা ভাগ ক'রে ঢুকে পড়েছে এবং যে দল শাসনে থাকবে—তাকে কুক্ষিগত ক'রে, নিজেদের কাজ হাসিল ক'রে চলবে—যেমন বরাবর ক'রে যাচ্ছে। ৩০ বছর ধ'রে কংগ্রেস-কে এই ভাবে কুক্ষিগত করা হয়েছিল। আজ জনতাকে তারা ভাল ভাবে ধরছে। তবে ইন্দিরা হোক, রেড্ডি হোক—কোনো কং-গ্রেসকেই এখনও ছাড়ছে না—ওগুলোতেও তাদের দল ভাগ ক'রে লেগে থাকছে। কে কখন শাসনে আসবে ঠিক নেই। যার কপালে যখন শাসন আসবে—তার ভেতরের কায়েমী স্বার্থবাদীরা তখন অন্য সমস্ত কায়েমী স্বার্থবাদীদের জন্য সুযোগের ক্ষেত্র ক'রে দেবে। সুতরাং প্রমোদবাবু দেখতে পাচ্ছেন যে, ওরা কার্যতঃ বিভক্ত নয়। একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে ওরা চলছে।

ঐ বুর্জোয়া, ভুস্বামী—কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিষয়ে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে বলা দরকার। ওরা ভালভাবেই জানে যে, দেশে আজ যে সব দল ক্ষমতার জন্য লড়াই করছেন এবং খুব তাড়াতাড়ি যেন তেন প্রকারেন শাসন ক্ষমতা যাঁরা পেতে চান—তাঁরা কায়েমী স্বার্থবাদীদের সাহায্য ছাড়া ঐভাবে কাজ হাসিল করতেই পারবেন না।

তার কারণ বর্তমানের নির্বাচনী প্রথায় ভোটে লড়তে অজস্র টাকা দরকার; আর দেশে এখনো জনমত, জনচেতনা ব'লে তেমন কিছু গ'ড়ে ওঠেনি—কায়েমী স্বার্থবাদীরাই আজও সর্বত্র গ্রামে ঘরে মাতব্বর দালাল রূপে জনগণকে ফুটবলের মত খেলিয়ে বেড়াবার ক্ষমতা রাখে।

এহেন যখন পরিস্থিতি, তখন অর্থ ও জনবলের প্রয়োজনে আজ ক্ষমতা লোভী ব্যগ্র দলগুলি কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারস্থ হতে বাধ্য—একথা কায়েমী স্বার্থবাদীরা ভালভাবেই জানে। এবং সেই পরিস্থিতির জন্য অর্থাৎ দলগুলির দুর্বলতার সুযোগে, কায়েমী স্বার্থবাদীরাও যেমন ঐ সব দলগুলিতে ঢুকে পড়ছে—তেমন ঐ সব দলগুলিও নিজেরা, ঐ সব বিবেকহীন কায়েমী স্বার্থবাদীদের, নিজের নিজের দলে টানবার জন্য জোর প্রতিযো-গিতা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পশ্চিমবাংলায় সি, পি, এমের শক্তিশালী নেতৃত্বে বামফ্রন্ট আজ শাসন দখল করেছেন ব'লে, কায়েমী স্বার্থবাদীদের অগণিত লোক আজ সি, পি, এম দলেও ঢুকে পড়েছে। এবং এই জেলায় আমরা দেখছি—বামফ্রন্টের জেলা-নেতা ও জেলা-কর্মীরা—বিশেষ ক'রে সি,পি এমের জেলা-নেতা ও জেলা-কর্মীরা সারা জেলার অগণিত কায়েমী স্বার্থবাদীদের—অর্থাৎ কংগ্রেস আমলের বহু সাংঘাতিক সমাজ-বিরোধীদের অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে দলে টেনে নিয়েছেন বা তাদের যোগাযোগে সাম্যবাদ গড়তে চলেছেন!

প্রমোদবাবুর বক্তব্য এই যে, কংগ্রেস ও জনতা পার্টি আজ যখন বুর্জোয়া ও ভুস্বামী প্রভৃতি কায়েমী স্বার্থবাদীদের আড্ডা-

খানায় পরিণত হয়েছে—তখন তারা দেশের কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। প্রমোদবাবুর এই বিচারের মাপকাঠীতে আমাদের আজ একথাও তাহলে মনে করতে হয়—সি. পি. এমও এই রাজ্যের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। কারণ, সাধারণ মানুষের অধিকার ও উন্নয়ন সব চেয়ে বেশী নির্ভর করছে—জেলায় জেলায় বিকেন্দ্রিত শাসনের কাঠামোর ওপর। জেলার শাসনের কাঠামোর ৯৯ ভাগ যেখানে সি. পি. এমের হাতে এবং সেই সি, পি এমের জেলাবাহিনীতেই যখন অগণিত বুর্জোয়া, ভুস্বামী, কায়েমী স্বার্থবাদীর দল আসর জমিয়ে বসেচে—তখন প্রমোদবাবু কংগ্রেস, জনতা আর সি. পি. এমকে ঐ দৃষ্টিতে পৃথক ক'রে দেখছেন কীভাবে?

প্রমোদবাবু বলেছেন—সাধারণ মানুষ এখন দেখতে পাচ্ছে যে, বুর্জোয়া, ভুস্বামী কায়েমী স্বার্থবাদীদের দল কংগ্রেস বা জনতা তাদের কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। প্রমোদবাবুর আজ একথা ভালভাবে জানবার কথা যে, সাধারণ মানুষ সি পি.এম সম্পর্কেও ঐ একই কথা মনে করছে—যখন তারা দেখছে যে, রাজ্যশাসনের নানা ব্যাপারে—পঞ্চায়েতে—রিলিফে সর্ব্ব ঘটে সি, পি, এম কর্ম্মীরা কংগ্রেসী আমলের অত্যন্ত দুর্নীতি পরায়ণ সাংঘাতিক চরিত্রের কায়েমী স্বার্থবাদীদের সঙ্গে সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, তাঁদের নিয়ে, জননেতৃত্বের আসর জমিয়ে বসছেন। এসব জানিয়েও সি, পি, এম. বা বামফ্রন্টের কাছে কোনো প্রতিকার নেই। এ হেন দুঃখজনক অবস্থা উপলব্ধি করে, জনগণ কি মনে করতে পারেন যে, বুর্জোয়া ভুস্বামী চক্রান্তকে ধ্বংস ক'রে সি, পি, এমই আজ দেশকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত করতে পারবেন?

প্রমোদবাবু সি, পি, এম কর্মীদের জনসংযোগের দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ ক'রে বলেছেন যে,জন সাধারণকে বলতে হবে যে, একমাত্র সি, পি. এম নির্দ্দেশিত পথেই তাঁদের সকল সমস্যার সমাধান হবে। প্রমোদবাবু এখানে বলেন নি যে, সি, পি. এম নির্দ্দেশিত পথটা কী। তবে সারা জেলায় সি, পি, এম কর্মীদের প্রচার ধারা দেখে মনে হচ্ছে—সি, পি. এম নেতারা তাঁদের কর্মীদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, জনগণকে সি, পি, এমের পথে আকৃষ্ট করো—জি; আরের লোভ দেখিয়ে, টি, আরের লোভ দেখিয়ে, পে মাষ্টারী—ডিলারী, মোহরারীর পদের লোভ দেখিয়ে। এবং এ কথাও বলা হয়েছে যে, এর জন্য ঐ সব বিষয়ে সি পি, এম কর্মীদেরই একমাত্র মাতব্বরির রাজত্ব চলতে থাকবে। এবং তাকেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব'লে দাবী করা হবে।

প্রমোদবাবু এই জেলায় এসে, সারা জেলার জনগণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা করুন। দেখবেন যে, তাঁর কর্মীরা কোথাও কায়েমী স্বার্থের শোষণের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদ প্রচার করছেন না—বঞ্চিত সাধারণ মানুষের অধিকারের লক্ষ্য নিয়ে কোনো সংগঠনের কাজ গড়ছেন না। তাঁর কর্মীরা সর্ব্বত্র জি, আর, টি, আর প্রভৃতি নিয়েই টোপের খেলায় দিনরাত মশগুল। তারা ভাবছে যে এইভাবেই তাদের দলের এক অনড় অচল দারুণ ভবিষ্যৎ গ'ড়ে উঠবে। প্রমোদবাবুও কি এই জন্যই তাঁর বাহিনীকে উৎসাহিত করেছেন যে, তোমাদের সামনে এখন অভূতপূর্ব্ব সুবর্ণ সুযোগ এসেছে—এতেই তোমরা চরম শক্তি প্রয়োগ করো—এসুযোগ তোমরা কিছুতেই হারাবে না?

বামফ্রন্টেরই সংবাদ যে কংগ্রেসী আমলে এই জেলায় যারা অতি কুখ্যাত সমাজ বিরোধীদের পাণ্ডা ছিল—যারা সুদীর্ঘ কাল ধ'রে সবচেয়ে বেশী সরকারী টাকা লুঠ ক'রে খেয়ে এসেছিল—কংগ্রেস বিতাড়িত হবার শেষ দিন পর্য্যন্ত—সেই রকম সাংঘাতিক সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে—যাদের নাম শুনলে লোক ভয়ে ঘৃণায় শিউরে ওঠে—এহেন ব্যক্তিদের সঙ্গে সমঝোতা ক'রে, সি, পি, এম কর্ম্মীরা পঞ্চায়েৎ কমিটি প্রভৃতিতে মাতব্বরির অধিকার লাভ করেছেন!!!

অবাঞ্ছিত সুযোগের পিছনে থাকলে, সি,পি, এমের ও দেশের দুর্য্যোগই ঘনিয়ে উঠবে। প্রমোদবাবু নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, নিজের দলে বুর্জোয়া, ভুস্বামী, সমাজ-বিরোধী কায়েমী স্বার্থবাদী, দুর্নীতিপরায়ণদের আশ্রয় দিয়ে, প্রশ্রয় দিয়ে, সম্মান দিয়ে, আসন দিয়ে, কখনো বুর্জোয়া রাজত্বের অবসান করা যায় না। জেলা স্তরে নিজের দলে কি চলছে—এখনো না জানলে, প্রমোদবাবু তা দেখুন। তিনি জানতে চাইলে এবিষয়ে বহু বিস্ময়কর তথ্য আমরাও দিতে পারবো।

আমরা বিশ্বাস করি যে, সি, পি, এমের সামনে সত্যিই দারুণ সুযোগ এসেছে। সুযোগ কাকে বলে, উপলব্ধি ক'রে, বাঞ্ছিতরূপে সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারলে, দেশের এবং সি, পি. এমের প্রভূত অগ্রগতি হবে—সন্দেহ নেই।

(২য় পৃষ্ঠার পর)

গণতান্ত্রিক জীবনে চাষীদের বাঁচবার ন্যায়সঙ্গত দাবী

৮) ভূমি সংস্কার আইনের আমূল সংশোধন করতে হবে প্রকৃত চাষজীবীদের অনুকূলে।

৯) কৃষি সুমারি করে অতি সত্বর প্রকৃত ভূমি-মালিকদের সংখ্যা নির্ধারণ করে তাদের সংজ্ঞা ও শ্রেণী ভাগ করতে হবে।

১০) গ্রাম ও চাষী শোষণ করে কলকাতা ও সহরের জন্য যে শত শত কোটি টাকার অপব্যয় করা হচ্ছে তা বন্ধ করে গ্রামে গঞ্জে পরিকল্পিত সহর করতে হবে।

১১) কুটীর ও গ্রাম শিল্পে উৎপাদনযোগ্য পণ্যের উৎপাদন কলকারখানায় বন্ধ করতে হবে।

SAINIK SCHOOL, PURULIA.

TENDER NOTICE

Principal, Sainik School, Purulia, invites sealed tenders from bonafide dealers for supplies/services as noted below for the period from 15 Sept, '78 to 30 Jun '78

(i) Meat, Kima and Chicken

(ii) Fresh Fish and Egg

2. Tender forms can be had from Principal, Sainik School, Pnrulia on payment of Rs. 5/- in cash on any working day. The last date of submission of tender is 13 Sept. '78 by 11 00 hours.

FOR SALE

A second hand type machine, Corona. Made in U.S A in good running condition is for sale. Please contact with :-

Phone {Office : Resi : 287

RAJ KUMAR MALL
Ranchhor Gali
P. O. & Dist. Purulia.

চিঠিপত্র

একটী ভয়াবহ সংবাদ : দ্রুত ব্যবস্থা চাই

মহাশয়, পুরুলিয়া সহরেও এনকেফেলাইটিস্ আরম্ভ হইয়াছে। পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে খোঁজ নিলে জানিতে পারিবেন। বাঁকুড়া সহরে ব্যাপক হারে হইয়াছে এবং ব্যাপক হারে মারা যাইতেছে। পুরুলিয়া সহরে যাহাতে জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দেওয়া হয় এবং প্রচার বিভাগ কর্ত্তৃক মাইক দিয়া প্রচার করা হয়, প্রাথমিক সাবধানতা কি। তাহার ব্যবস্থা যাহাতে পৌরসভা, স্বাস্থ্যবিভাগ নেন, তাহার কার্য্যকরী ব্যবস্থা করিতে আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি। বিশ্বস্ত সূত্রে জানিলাম—শুকর জন্তু হইতে ইহার প্রকোপ বেশী। সেই কারণে জানাই যে সহরে প্রায় প্রত্যেক মহল্লায় বস্তীতে শুকর আছে উহা শীঘ্রমধ্যে যাহাতে সহর হইতে সরানো হয় তাহার সুব্যবস্থা করিতে জেলাশাসক মহাশয়কে জানাইয়া কার্য্যকরী করিতে অনুরোধ জানাই। আপনার পত্রিকা দ্বারা প্রচার এবং স্থানীয় সমস্ত পত্রিকায় যাহাতে প্রচার হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাই।

নড়িহা মহল্লার পক্ষে
শ্রীনন্দলাল সেন

আকরো সাব হেলথ সেণ্টার

মহাশয়,

মানবাজার ২নং ব্লকের আঁকরো মৌজাতে একটা সাব হেল্থ সেণ্টার আছে। আঁকরো বড়কদম অঞ্চল ও বরো জারাগড়া অঞ্চলের এই হেল্থ সেণ্টারটীই চিকিৎসার একমাত্র ভরসা। কিন্তু হেল্থ সেণ্টারের অবস্থা যা, তাতে অঞ্চলের কোন সুবিধাই হয়নি। বরং হেল্থ সেণ্টারের জন্য যারা জমি দিয়েছেন তারা যাদের অনুরোধে জমি দিয়েছেন তাদের প্রতি নানারূপ অনুযোগ করছেন। এই হেল্থ সেণ্টারে ১৯৬৮ সাল থেকেই কোন ডাক্তার নেই!! মাঝে ১৯৭২ সালে কয়েক দিনের জন্য একজন ডাক্তার এসেছিলেন। কয়েকদিন পর তার চিৎকার ও চেঁচামেচিতে জনসাধারণ বুঝতে পারেন যে তার মাথার গোলমাল আছে। তার কাছে জনগণ চিকিৎসিত হওয়া দূরে থাক তার চিৎকার ছুটাছুটীতে গ্রামের লোককে তার পাহারায় থাকতে হয় এবং পত্র দিয়ে তার স্ত্রীকে আনিয়ে আপদ বিদায় করেন। তার যাওয়ার পর থেকে বেশ কিছুদিন ডাক্তার শূণ্য অবস্থায় থাকে। পরে বান্দোয়ান থেকে একজন ডাক্তার আসেন। পরে জানা যায় তার দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হওয়ার জন্য তাকে এখানে পাঠান হয়। কিন্তু তিনি বান্দোয়ান থেকেই যোগ্যতার সঙ্গে এই সেণ্টারের কাজ পরিচালনা করেন। তিনি মারা যাবার পর আর কোন ডাক্তারের মুখ এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দেখতে পায়নি। আজ কয়েক বৎসর ধরে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলেই পাওয়া যায় কম্পাউণ্ডার লিখিত একখানি পুরচা যাহাতে ঔষধের নাম লিখা থাকে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে কম্পাউণ্ডার ছাড়া কালে ভদ্রে আরও দু একজন ষ্টাফকে দেখতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে বৈকালে জরুরী রোগী নিয়ে গেলেও সব সময় কম্পাউণ্ডার বাবুকেও পাওয়া যায় না। সন্ধান করে কোন পুকুর থেকে ধরে আনতে হয়। গুজব শোনা যায় যে অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সারা অসদ্ ব্যবহার করেন অথবা কাজে ফাঁকি দেন তাদেরই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান হয়। আমরা ভাবি এই পশ্চিম বাংলায় কি এখন এমন একজনও নাই যাহাকে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান যায়? থাকলে আমরা ডাক্তারের মুখ দর্শনে কৃতার্থ হতাম। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘরগুলিও তৈরীর পর থেকে একবারও সম্পূর্ণ মেরামত হয় নাই।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মূল ঘরটার দেওয়াল ফেটে গেছে। কোয়ার্টারগুলিও বৃষ্টির সময় ছাতা মাথায় বসে থাকতে হয়। অথচ কোয়ার্টারবাসীদের কাছ থেকে কোয়ার্টারের জন্য নিয়মিত টাকা কাটা হয়।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কিন্তু রোগীর সংখ্যা কম নয়। শতাধিক রোগী প্রত্যহ কম্পাউণ্ডার বাবুর কাছে লাল জল ও ওষুধ লিখা কাগজ লইবার জন্য আসে। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা এমনই শোচনীয় যে তাদের এই ছাড়া কোন উপায় নাই। আমরা বহুবার এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছি কিন্তু কোনো প্রতিকার হয় নাই। সি. এইচ, এম ও কে জানালে, তাঁর উত্তর ডাক্তারের অভাব আমি কি করতে পারি। ডাক্তারের অভাব সত্যই কিন্তু সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কি এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটীই একাদিক্রমে ডাক্তার শূণ্য অবস্থায় থাকবে? এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনার জন্য একটা ঘর আছে। বর্তমানে তাহাতে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা স্থাপিত হয়েছে। ঘরখানা তৈরীর সময় আমরা খারাপ সিমেণ্ট ও খারাপ বালি দেওয়া হচ্ছে বলে আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু ওভারসিয়ার ও ইঞ্জিনিয়ার আমাদের কথায় কর্ণপাত না করে ঠিকাদারের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে ঐ বালি সিমেণ্টেই ঘরটা করেন। এক বছরের মধ্যেই ঘরখানার দেওয়াল ফেটে যায় এবং মেঝে সম্পূর্ণ উঠে যায় এবং প্লাষ্টার খসে পড়ে। বর্তমানে ঘরটিতে ঢুকতে হলে বীমা করে ঢুকতে হবে। শোনা যাচ্ছে ঐ ঠিকাদার ও অফিসারদের পদোন্নতি হয়েছে।

এই তো গেল ঘরের কথা। হোমিওপ্যাথিক বিভাগে একজন ডাক্তার আছেন এবং একজন কম্পাউণ্ডার আছেন। ঐ ডাক্তার বাবুর মুখ মাসান্তে দু এক দিন রোগীরা দেখতে পান। জানিনা সরকার তাঁকে কোন সর্তে নিয়োগ পত্র দিয়াছেন। কম্পাউণ্ডার বাবু কিন্তু ঐ ভাঙ্গা ঘরেই আসর জমাইয়া বসিয়া থাকেন। রোগীর সংখ্যাও কম হয় না। মাঝে মাঝে শিলিং এর প্লাষ্টার টুকরা রোগী ও কম্পাউণ্ডারের মাথায় পড়িয়া বিভ্রাট বাধায়। এতদিন কংগ্রেসী শাসনে মুখ বুজে সমস্ত অসুবিধা এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ সহ্য করেছে। বামফ্রণ্ট সরকার গঠন হওয়ায় আমাদের দুঃখের অবসান হবে বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু আজ বর্ষা অতিক্রান্ত হ'ল কিন্তু এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না। আশাকরি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি দিয়া এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কৃতার্থ করিবেন। ৩রা ভাদ্র, ১৩৮৫

হেমচন্দ্র মাহাত
আঁকরো

ছাত্র জীবনের একটি গুরুতর সমস্যা

মহাশয়, আপনার নিকট আমার নিবেদন এই যে আমার এই সত্য ঘটনাটী আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া আমার ন্যায় আরও অনেক হতভাগ্য ছাত্রদের প্রতি সুবিচার করিবেন।

আমি গত বৎসর (১৯৭৭) মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। বিশেষ অসুবিধা থাকার জন্য গত বৎসর ভর্ত্তি হতে পারি নাই। এ বৎসর আমি জগন্নাথ কিশোর কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম কিন্তু সকল সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়েছি। এ বৎসর আমাদের স্কুল ও কলেজ একটি কথাই বলছে যে যারা প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে পাশ করেছে তাদের সুযোগ আগে। তারপর দেখা যাচ্ছে অবশিষ্ট আর একটিও আসন নাই। তাই আমরা এখন জিজ্ঞাসা করছি কি প্রয়োজন ছিল আমাদের মত ছেলেদের পাশ করাবার, যদি তাদের পড়ার সুযোগ নেই। তারা কি করবে ভবিষ্যতে? তারা কোথায় যাবে? কয়েকটি গ্রামের স্কুল আছে, কিন্তু তাতে পড়াশুনা করতে যাওয়া মধ্যবিত্ত পরিবারের সম্ভব নয়। কারণ বাসভাড়া বাড়তি টিফিন তারা কোথায় পাবে। তারা আজ বেকার। মানুষ হয়ে বাঁচার মত আশার আলো আজ নিভে গেছে। এর জন্য দায়ী কে? মা, বাবা, ছাত্র, না অন্য কেউ? আমি আমার বর্ত্তমান বন্ধু ভাইদের বলছি তারা কম্পার্ট মেণ্টাল পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে কি করবে? কোথায় যাবে? এবং আমি আমার বন্ধু ভাইদের তরফ থেকে বর্ত্তমান সরকারকে বলছি তারা কি দিলেন আমাদের? আমাদের জন্যকি করলেন? আমাদের দেশের ছেলেরা পড়াশুনা হতে বঞ্চিত হচ্ছে কেন? তারা পড়শুনার ব্যাপারে কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না কেন? তারা তাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন কি এখানেই শেষ করবে? আমার না হয় যা হল। কিন্তু ভবিষ্যতে যেন না আমার কোন বন্ধু ভাইয়ের এ রকম হয় তারজন্য শিক্ষাকর্তাদের কাছে নিবেদন করছি। জানি না এ সমস্যার সমাধান হবে কি না? যখন আমরা স্কুলে পড়তাম তখন বেশ মনে আছে S. F. I. এর মাথারা এসে আমাদের নিয়ে মিছিল করত, লড়াই করত, ছাত্রদের তরফ থেকে, আজ তারা কোথায়? আমি এক গরীব পরিবারের ছেলে পড়াশুনা করে ভাল সরকারী চাকুরী করে মাথা তুলে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু আজ আমার সে স্বপ্ন দেখা শেষ হয়ে গেছে। এর জন্য দায়ী কে? আমি, আমার বন্ধু ভাইয়েরা, অভিভাবকরা, না দেশের মাথারা? ১৯-৮-৭৮

বিনীত—
ছাত্রবন্ধুদের তরফ থেকে
শ্রীদেবাশীষ মুখার্জী
নামোপাড়া, কে, সি, চ্যাটার্জী লেন
পুরুলিয়া

স্থানীয় সংবাদ

স্বল্পসঞ্চয় সম্পর্কে আলোচনা

গত ১৫ই আগষ্ট, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জেলার সঞ্চয় আধিকারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সাংবাদিক শ্রীঅশোক চৌধুরী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। অবিরাম প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য আশানুরূপ উপস্থিত না হওয়ায় শ্রীভট্টাচার্য্য দুঃখপ্রকাশ করেন।

জেলার স্বল্প সঞ্চয়ের গতি প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে জেলা সঞ্চয় আধিকারিক বলেন যে তিনি '৭৩—'৭৪ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি এ জেলায় আসেন। সে বছর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০ লক্ষ টাকা। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অজন্মার জন্য সে বছর পূর্ব্ব সঞ্চয় থেকে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল সঞ্চয়ের পরিবর্তে।

স্বল্প সঞ্চয়ের সংগ্রহ উৎস সম্পর্কে তিনি বলেন যে অধিকাংশ টাকাই আসে অথরাইজড এজেন্টদের মারফৎ। এ ছাড়া মহিলা প্রধান ও ক্ষেত্রীয় যোজনার মহিলা এজেন্টদের মারফত অর্থ সংগৃহীত হয়। বেতনের আংশিক বিনিয়োগ, আদর্শগ্রাম ও সঞ্চয়িকা (স্কুল সেভিংস ব্যাঙ্ক) প্রকল্প হতেও অর্থ সংগৃহীত হয়। শ্রীভট্টাচার্য্য জানান যে এ পর্য্যন্ত তিনি ১৪টি স্কুলে সঞ্চয়িকা প্রকল্প চালু করতে পেরেছেন। সহরের স্কুলগুলি এ ব্যাপারে আশ্চর্যভাবে বিমুখ। আদর্শগ্রাম একটিও এখনও করা যায়নি। গ্রামীন মানুষ এখনও বেশ সঞ্চয় বিমুখ। অবশ্য ডাকঘরের অভাবকেই শ্রীভট্টাচার্য্য এর প্রধান কারণ বলে বর্ণনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, জেলার ৬টি ব্লকে কোন সাবপোষ্টাফিস নেই। পারবেলিয়া কয়লাখনি হতে মোটা টাকা জেলার স্বল্পসঞ্চয়ে আসতে পারে। কিন্তু সেখানেও ডাকঘর নেই। বাঁকুড়া জেলার ডিসেরগড় ডাকঘরে পুরুলিয়া জেলার কয়লাখনির কাজকর্ম হচ্ছে।

'৭৭—'৭৮ সালের জুলাই পর্য্যন্ত সংগ্রহের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে এ বছর লক্ষ্যমাত্রা আছে ৬৪ লক্ষ টাকা। জুলাই পর্য্যন্ত এজেন্টদের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে ১৯ লক্ষ ৯৪ হাজার, বেতন বিনিয়োগ হতে ৯৫ হাজার ৬৩০ টাকা এবং সঞ্চয়িকাগুলি থেকে ২ হাজার ৫২০ টাকা।

শ্রীভট্টাচার্য্য বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের ও অনগ্রসর জেলাগুলির উন্নয়নের স্বার্থে স্বল্পসঞ্চয়ের সংগ্রহপরিমাণ দ্রুত বাড়িয়ে তোলা দরকার। তিনি জানান যে সংগৃহীত অর্থের দুই তৃতীয়াংশ ভারত সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসেবে দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া সংগ্রহে প্রথম স্থানাধিকারী জেলা ৫ লক্ষ, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী জেলা ৩ লক্ষ ও তৃতীয়স্থানাধিকারী জেলা ২ লক্ষ টাকা পেয়ে থাকে পুরস্কার হিসেবে। কেবল লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করলেই একটি জেলা ৫০ হাজার টাকা পায়। এই অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলার স্বল্পসঞ্চয়ের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়।

আমন্ত্রিত সাংবাদিকেরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন যে স্থানীয় প্রশাসনের, বিশেষ করে শিক্ষা, শিল্প, কৃষি ও ব্লকগুলির সক্রিয় সহায়তা থাকলে এ জেলায় স্বল্পসঞ্চয় অভিযান দ্রুত অগ্রসর হতে পারে। স্বল্পসঞ্চয়ের স্থায়ী নিজস্ব অফিস থাকা খুবই দরকার। জেলা সঞ্চয় আধিকারিক মহাশয়কে বর্ত্তমানে বাঁকুড়া জেলারও দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে। স্বল্পসঞ্চয়ের প্রসারের কাজ এতে উভয় জেলাতেই ব্যাহত হচ্ছে বলে সাংবাদিকেরা মনে করেন। উপযুক্ত সংখ্যক নূতন ডাকঘর খোলা ও অন্যান্য অসুবিধার আশু প্রতিকার সকলে কামনা করেন।

হৃদ্যতাপূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে আলোচনাসভা সমাপ্ত হয়।

Wanted

Wanted (1) a B Sc. Bio preferably hons and trained.

(1) a B. A. or B. Sc with diploma in Physical education.

(3) A graduate with P.G.B.T. or B.Ed. (with work education) from Viswabharati. Apply to the Administrator, Bhagabandh High School, P. O. Bhagabandh Dist. Purulia by the 16th Sept. '78.

Administrator

কৃষি সংবাদ (৬)

১। ঠিক সময়ে নিড়ান দিন ও শ্যাওলা দমন করুন। রোয়া লাগাবার ২৫ দিনের মধ্যে ২ বার নিড়ান দিয়ে জমি ঘেটে দিন। শ্যাওলা ও ঝাঁদি দমনের জন্য বিঘা প্রতি ২ কেজি তুঁতে গুড়ো বা ১ কেজি ব্লাইটক্স বা ৫ কেজি টক দানাদার খেতের জলে সমানভাবে মিশিয়ে দিন।

২। বেশী শীষ ও বিয়ানের জন্য সঠিক সময়ে চাপান সার দিন। নাইট্রোজেন সার পাশকাটি ছাড়ার সময় খোড় আসার আগে ২ বার দিন। প্রথমবার রোয়ার ১৫ দিন পর ৯ কেজি ইউরিয়া বা ২০ কেজি এমোনিয়াম সালফেট এবং ৪০ দিন পর ঐ একই হারে চাপান সার বিঘা প্রতি প্রয়োগ করুন।

৩। চাপান সার ছড়াবার আগে জমি থেকে জল বের করে দিন। ছিপছিপে জল রাখুন। সার ছড়াবার পর জমি ভালভাবে ঘেটে দিন। ঘেটে দেওয়ার ২৫ ঘণ্টার পর জমিতে জল ঢুকিয়ে দিন এবং ১ ইঞ্চি জল রাখুন।

৪। রোয়া জমি কখনও শুকিয়ে যেতে দিবেন না। ধান গাছে খোড় আসার আগে থেকে দানা হওয়া পর্য্যন্ত সব চেয়ে বেশী জলের চাহিদা থাকে। এসময় জলের অভাব হলে ফলন কমে যায়।

৫। রোগ ও পোকার আক্রমনের দিকে নজর রাখুন ও সময় মত সঠিক ঔষধ প্রয়োগ করুন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরের সংখ্যায় দেখুন।

প্রকল্প আধিকারিক (বহুমুখী-শস্য) পুরুলিয়া কর্ত্তৃক প্রচারিত।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৩ সনের জমিদারী অধিগ্রহণ আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী যে সমস্ত ক্ষুদ্র বা মাঝারি মধ্যস্বত্বাধিকারী তাদের স্বীয় খাস জমির দখল রাখা বিষয়ে কোনও 'বি' ফর্ম স্থানীয় সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে দাখিল করেন নাই তাহাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে এই জেলার রেকর্ড প্রস্তুতি বর্ত্তমানে চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে (মানবাজার থানা ভিন্ন) এবং সরকারে ন্যস্ত সমস্ত জমির ক্ষতিপূরণ তালিকার প্রস্তুতিও প্রায় সম্পূর্ণ।

যে সমস্ত মধ্যস্বত্বাধিকারী তাহাদের খাস জমি স্বীয় দখলে রাখার জন্য কোনও 'বি' কর্ম দাখিল করেন নাই কিংবা ৬ (৫) ধারামত নোটিশের উত্তরে কোনও দরখাস্ত দাখিল করেন নাই তাহাদিগকে পুনরায় সতর্ক করা যাইতেছে যে আইনতঃ যে কোন জমি (এমনকি এক একরের কম জমিও) খাসে রাখিতে হইলে সমস্ত ভূতপূর্ব মধ্যস্বত্বাধিকারীকে এই বাবদ সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে তাহাদের মতানুকূল্যসূচক দরখাস্ত দিতে হইবে—অন্যথায় তাহাদের সমস্ত খাস জমি সরকারে ভেষ্ট হইয়া যাইবে। অবিলম্বে স্থানীয় সেটেলমেণ্ট অফিসে যোগাযোগ করুন।

সেটেলমেণ্ট অফিসার,
পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ৩০শ সংখ্যা | সোমবার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ ২৫শে ভাদ্র, ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

আজ) যাদের জন্যে তোমার আসন
তাদের জোটেনা রুজি।
আর) ছিনেরা তোমার কাঁধে চেপে পায়
পুঁজির ওপর পুঁজি !!

• • •

তুমি) জানোনা এসব ? জানবে কী করে—
যদি থাকো চোখ বুজি।
যদি) বোকা হয়ে রবে জেনো তবে হবে
ময়দানে বোঝাবুঝি ॥

অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে সারাভারতে এমন বন্যা দেখা যায় নি

সারা পশ্চিম বাংলায়—বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি জেলায় বন্যার তাণ্ডবের পর বর্দ্ধমান, নদীয়া জেলাগুলিতেও বন্যার প্রকোপ দ্রুত প্রসারিত হয়েছে। শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়—সারা ভারতে নানা জায়গায় বন্যা। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য বিহারেও নানা জায়গায় বন্যা। পাটনা, ভাগলপুর প্রভৃতি জায়গা থেকে আতঙ্কজনক সংবাদ আসছে। ভারতের রাজধানী দিল্লীতেও বিধ্বংসী বন্যা দিল্লীর মানুষকে দারুণভাবে আতঙ্কিত করেছিল। দিল্লীর বহু অঞ্চল ডুবে যায়। পশ্চিমবঙ্গে পাঁচটি জেলার ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে। পাঁচটি জেলার আংশিক ক্ষতি হয়েছে।

কিছুটা স্বস্তির সংবাদ এই যে, সর্ব্বত্র বন্যায় প্লাবিত নদীগুলির জল কমতে সুরু হয়েছে। জলবন্দী বহু মানুষকে সর্ব্বত্রই নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। এখনো বহু মানুষ সর্ব্বত্রই নিরাপদ পরিবেশে যাবার জন্য ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করছেন।

দুর্গত, বিপন্ন, খাদ্যহীন, আশ্রয়হীন, রোগগ্রস্ত মানুষদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার চেষ্টা করা হলেও, প্রয়োজনের তুলনায় ব্যবস্থা এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। বহু স্থানে ৪।৫ দিন পরে মানুষ খাবারের মুখ দেখছেন। ঠিকমত, প্রয়োজনমত খাদ্যও সর্ব্বত্র পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না।

বন্যার্ত্তদের সেবার জন্য সর্ব্বদলীয় ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলার জন্য বহু মানুষ দাবী জানাচ্ছেন। কিন্তু সে ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠে নি। রিলিফ ব্যবস্থা নিয়ে দলীয় বৈষম্যের অভিযোগ ক্রমাগতঃই উঠছে। সরকার অস্বীকার করছেন।

পরবর্ত্তী সংবাদ

কাশী, প্রয়োগ, বৃন্দাবন, আগ্রায় বন্যা সুরু হয়েছে। নদীয়াতেও বন্যা দেখা দিয়েছে। হুসিয়ারী দেওয়া হয়েছে যে, মালদা, মুর্সিদাবাদ নদীয়ায় আবার নতুনভাবে বন্যা দেখা দিতে পারে—তারজন্য সবাই যেন সাবধান থাকেন।

সর্ব্বত্র কলেরা প্রভৃতি রোগ প্রসারিত হচ্ছে। কত সহস্র মানুষ যে মারা গেছেন তার হিসাব এখনো করে ওঠা যায় নি। মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন—রাজ্যের তিনটি জেলাতে ৯৪ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। অন্যান্য জেলার ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নি।

এখন বন্যা পীড়িত সমস্ত অঞ্চল থেকে খাদ্য এবং ওষুধের জোর চাহিদা আসছে। দেশের নেতৃবৃন্দ দুর্গত মানুষদের জন্য সাহায্য পাঠাতে সারা দেশের মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

অতি বৃষ্টিতে সারা জেলায় নানারকম ক্ষয় ক্ষতির সংবাদ

আগষ্ট মাসের শেষ থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম পর্য্যন্ত যে নিদারুণ বৃষ্টি পার হয়ে গেল—সেই বৃষ্টিতে এই জেলায় বহু রকমের ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলাতেও বন্যার উপদ্রব

কাঁসাই কুমারীর জলের প্লাবনে মানবাজার থানার (জামতোড়িয়া অঞ্চলের দিকের অংশে) এবং বান্দোয়ান থানার কতকগুলি গ্রামের বহু ক্ষতি হয়েছে। বন্যার স্রোতে বহু গ্রামের জমির ফসলের সমূহ ক্ষতি হয়েছে। ক্রমাগত প্রবল বর্ষার ফলে পুরুলিয়া সহরে রামপদ কলোনীতে বহু ঘরে জল ঢুকে যায়। সহরের নানা দিকের জল এসে এই কলোনী প্লাবিত করে। দমকল বিভাগ পাম্প ক'রে কলোনী থেকে জল বের ক'রে দেবার কাজে বহু সাহায্য করেন।

প্রচণ্ড বৃষ্টিতে সারা জেলায় যে ক্ষতি

যে প্রচণ্ড বৃষ্টি পার হোল তাতে আইল ভেঙ্গে এ জেলায় ধান নষ্ট হয়েছে। এই কারণে শতকরা ৫ ভাগেরও বেশী ধানের ক্ষতি হয়েছে। এখন আবার আইল ভাঙ্গা ক্ষেত বাঁধাতে পারছে না বা জলের ভয়ে বাঁধাচ্ছে না। এখন জমিতে যদি এইভাবে বৃষ্টি চলতে থাকে—তাতে আরো বেশী বিপদ হবে।

ঘর বাড়ী ভেঙ্গে গেছে। শতকরা ৮০।৯০ জনের কিছু না কিছু ভেঙ্গেছে। তার মধ্যে শতকরা দশ জনের অবস্থা শোচনীয় তারা আশ্রয়হীন।

স্রোতের মুখে পুকুরের বড় মাছ প্রায় শেষ। তাতে বহু ক্ষতি হয়েছে। শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষতি।

জলের ক্রমাগত স্রোতে গাছের গোড়ায় যে সব সার প্রভৃতি দেওয়া হয়েছিল সে সব বহুলাংশে বয়ে চলে গেছে। অতি বৃষ্টিতে গাছপালা নানা দিকে হলদে হচ্ছে।

প্রথম রবি ফসলের যে ক্ষতি হল

সব্জী চাষ যারা করেছিল—চারা দিয়েছিল—লাগিয়েছিল—কপি, টমেটো, বেগুন, মূলো, ঢেড়স, গোঁয়ার শুঁটি, লঙ্কা প্রভৃতি প্রায় সব গেছে। যেগুলো ফলছিল যেমন কুঁদরি, ঝিঙ্গে, ঢেঁড়স বেগুন প্রভৃতি অত্যন্ত বৃষ্টির জন্য গাছ খারাপ হয়ে ফল ফলছে না।

তিল বোনা সুরু হয়েছিল—সেই সব তিল নষ্ট হয়ে গেল। তিলের সময় গেল। এবছর তিল গেল। আগে ভুট্টার বিপর্য্যয় লেখা হয়েছে। এমন অবস্থা হয়েছে যে আগামী বছরের জন্য ভুট্টার বীজ পর্য্যন্ত থাকবে না। কৃষি বিভাগ একথা মনে রাখুন।

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বিষয়ে মামলায় গুরুত্বপূর্ণ রায়

বিগত ৮ই জানুয়ারী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনের তারিখ ছিল। এই উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলে বার্ষিক সধারণ সভায় সমবেত হন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান ডেপুটি কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। ঐ নির্ব্বাচনে একটি পদের প্রার্থীরূপে প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীদিগেন্দ্রনাথ মিশ্র দাঁড়ান। ঐ নির্ব্বাচন পরিচালনার জন্য ক্ষমতা সম্পন্ন ইলেকসন অফিসার দিগেন বাবুর মনোনয়ন পত্র বৈধ ব'লে ঘোষণা করেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা আরম্ভ হলে ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ডেপুটি কমিশনার শ্রীকমলকান্তি নস্কর দিগেন বাবুর মনোনয়ন পত্র অবৈধ ব'লে ঘোষণা করেন। এই পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্কের আইন কানুন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সদস্যেরা চেয়ারম্যানকে পরামর্শ দিতে চেষ্টা করেন যে. এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার ইলেকসন অফিসারেরই আছে—চেয়ারম্যানের কোনো এক্তিয়ার নেই। তাঁরা আরো বলেন যে, দিগেন বাবুর মনোনয়ন পত্র বৈধ হয়েছে—তাঁকে দাঁড়াতে দিন—তারপর তাঁর জেতা না জেতা পরের প্রশ্ন। চেয়ারম্যান অর্থাৎ ডি, সি, বিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের কথা অগ্রাহ্য করেন। এবং দিগেন বাবুকে দাঁড়াবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন।

দিগেন বাবু এই আদেশের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মাননীয় মুন্সেফ আবেদনকারী দিগেন বাবুর আবেদন মত স্থায়ী ইঞ্জাংশন মঞ্জুর ক'রে সম্প্রতি আদেশ দিয়ে বলেছেন যে, চেয়ারম্যানের অর্থাৎ ডেপুটি কমিশনারের আদেশ অবৈধ হয়েছে এবং ঐ সাধারণ সভায় যে বোর্ড গঠিত হয়েছে—তাও অবৈধ হয়েছে—তাদের কাজ পরিচালনা করা বেআইনী হবে। এই মামলায় আবেদনকারীর পক্ষে ব্যবহারজীবি ছিলেন এ্যাডভোকেট শ্রীনলিন বিহারী সরকার এবং প্রতিপক্ষের ব্যবহারজীবি ছিলেন এ্যাডভোকেট শ্রীদ্বারকানাথ ব্যানার্জী ও এ্যাডভোকেট শ্রীদেবীলাল মুখার্জী।

জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় ব'লে, মুক্তিতে প্রকাশের জন্য, মুন্সেফ কোর্টের রায়টি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। রায়টি নিচে প্রকাশিত হচ্ছে। জেলার সমবায় ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে নানা প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে আবার এই সব গোলোযোগের ফলে সমবায় ব্যাঙ্কের কাজের অগ্রগতি অনর্থক ব্যাহত হচ্ছে। সুবিবেচনার সঙ্গে ব্যাঙ্কের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে—তার পরিবেশ অবিলম্বে হওয়া দরকার। মুন্সেফ মহোদয়ের রায়টি এই :

মুন্সেফ মহোদয়ের সিদ্ধান্ত

প্রতিবাদীগণ ১৯৭০ সালের পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইনের ১৩২/২ (ঘ) এবং ১৪১ ধারা উল্লেখ করে এই আদালতের বিচারের অধিবার সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। আবেদনকারীর এ্যাডভোকেট উক্ত আইনের ১৩২ (৪) এবং এ, আই, আর ১৯৪০ পাতা ১০৬ এর উল্লেখ করে ঐ যুক্তির কাটান দেন। আমার সুস্পষ্ট অভিমত এই আদালতের উপরোক্ত মামলা বিচারের অধিকার আছে।

আবেদনকারীর দাখিল কৃত মনোনয়ন পত্রের তালিকা এবং প্রতিবাদীদের স্বীকৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে "গ" শ্রেণী থেকে ম্যানেজিং কমিটির ডাইরেক্টার নির্ব্বাচনের জন্য ১নং আবেদনকারী যে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন তা ইলেকসান অফিসার তথা ডিষ্ট্রিক অডিটার (সি, এস) বৈধ বলে ঘোষণা করেন। এখানে প্রথম প্রশ্ন হোল—ডেপুটি কমিশনার তথা ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান আবেদনকারীর মনোনয়ন পত্র অবৈধ বলে যে ঘোষণা ও নির্দ্দেশ দেন—সেটাই বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত কিনা।

কো-অপারেটিভ আইনে ২৯ রুলের সাব-রুল ২৯ এ বলেছে যে—নির্ব্বাচন পরিচালনার জন্য রেজিষ্ট্রার ইলেকসান অফিসার নিয়োগ করেন। ঐ আইনের রুল ২২ আরও পরিষ্কারভাবে বলেছে যে—ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান তথা ডেপুটি কমিশনারের নির্ব্বাচন সম্পর্কে কোনও এক্তিয়ার নেই। সুতরাং তাঁর উপরোক্ত আদেশও বৈধ নয়। কারণ নির্ব্বাচন সম্পর্কে যাবতীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী হলেন নির্ব্বাচনী অফিসার—ডেপুটি কমিশনার তথা চেয়ারম্যান নন। রুল ২১ সাব-রুল ২ অনুযায়ী সাধারণ সভার বৈধতা সম্পর্কে যাবতীয় প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার চেয়ারম্যানের রয়েছে—কিন্তু নির্ব্বাচন সম্পর্কে নয়।

পরবর্ত্তী প্রশ্ন হোল যে—"গ" শ্রেণীর কোনও পদ শূণ্য ছিল কি না। প্রতিবাদীদের বক্তব্য হোল এই শ্রেণীর কোনও পদ শূণ্য ছিল না এবং ভ্রমক্রমে আবেদনকারীর মনোনয়ন পত্র বৈধ বলে ঘোষিত হয়। কারণ তাঁদের অনুযায়ী পূর্ববর্ত্তী নির্বাচনে যিনি প্রতিনিধি নির্বাচিত হন—তাঁকে এখনও প্রতিনিধিরূপে গণ্য করতে হবে।

কিন্তু আবেদনকারীর এ্যাডভোকেট এই সূত্রে—রুল (২৫) (২) (ই) (ii) ; ২৫ (৪) ; ২৫ (৫) ; ২৫ (৬) এবং ২৯ (৬) (বি) উল্লেখ করে উপরোক্ত যুক্তি খণ্ডন করেন এবং বলেন যে নূতন প্রতিনিধি নির্বাচনের সঙ্গে পূর্বেকার প্রতিনিধি তাঁর প্রতিনিধিত্ব হারিয়েছেন। এই বক্তব্য বিবেচনা করে আমি অভিমত পোষণ করি যে, প্রতিবাদীদের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়—এবং আবেদনকারী এটা আপাতগ্রাহ্য (prima-facie) রূপে প্রমাণ করতে পেরেছেন। অপূরনীয় ক্ষতি সাধন সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে ক্ষতিটা কেবল আর্থিক ক্ষতির প্রশ্নই নয়। ব্যবহারজীবি এই বিষয়টির উপরও বিশেষ জোর দিয়েছেন যে—আবেদনকারীর সদস্য হবার অধিকার হরণ করা হয়েছে এবং বে-আইনীভাবে নির্বাচিত সদস্যদের ব্যাঙ্কের টাকা পয়সার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার কোনও অধিকার নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি কলকাতা ১৯৭৬ এর ২০৯ এ প্রকাশিত সিদ্ধান্তের বিষয়ও উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং উভয় পক্ষের যুক্তি তথ্য ও বক্তব্য থেকে আমি মনে করি যে, যেহেতু বোর্ড বৈধরূপে গঠিত হয়নি—সেই জন্য ৪ থেকে ১০নং প্রতিবাদীদের ডাইরেক্টাররূপে কাজ করতে দেওয়া বে-আইনী হবে। সুতরাং আবেদনকারীর ইঞ্জাংশান সম্পর্কিত প্রার্থনা খরচা সমেত মঞ্জুর করা হোল।

অন্যান্য এক্স-পার্টিসহ ৪ থেকে ১০নং প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে অস্থায়ী ইঞ্জাংশান মঞ্জুর করা হোল এবং মামালার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অস্থায়ী ইঞ্জাংশান স্থায়ী করা হোল।

স্থানীয় সংবাদ

হোমাইয়ের গণআন্দোলনের সিদ্ধান্ত

হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার পুরুলিয়া শাখার সেক্রেটারী ডাঃ স্বামী মায়েশানন্দ জানাইতেছেন যে, তাঁদের দীর্ঘকালের কয়েকটি দাবী দাওয়া নিয়ে রাজ্যের ফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে একবছর ধরে যোগাযোগ করেন। কিন্তু সরকারী মনোভাবে হতাশ হয়ে হোমাই হোমিওপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথির স্বার্থে গণআন্দোলনের পথে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আন্দোলনের রূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে হোমিওপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথির প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রক যে গুরুতর অবিচার করেছেন, সে সম্পর্কে ফ্রন্টের সমস্ত শরিকদলগুলির ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্যাপক জনসমর্থন অর্জন করাই এ আন্দোলনের লক্ষ্য। সরকারের সঙ্গে সার্বিক সহযোগিতার যে প্রতিশ্রুতি হোমাই দিয়েছিলেন, তা এখনও অটুট আছে। আঞ্চলিক, জেলা ও রাজ্য, এই তিনটি পর্য্যায়ক্রমিক আন্দোলনে হোমিও চিকিৎসক ছাড়াও হোমিও অনুরাগী সাধারণ মানুষকে সামিল করার চেষ্টা করা হবে।

হোমাইয়ের দাবীসমূহ :

১। অমর্য্যাদাকর রেজিষ্ট্রেশন ফি [পাঁচ বছর অন্তর প্রদেয়] অবিলম্বে খারিজ করা হোক।

২। কাউন্সিল অফ হোমিও মেডিসিনের নির্বাচন ৬ মাসের মধ্যে করতে হবে।

৩। গ্রামে গঞ্জে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় চাই।

৪। গ্রামীন স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে হোমিওপ্যাথ নিয়োগ বন্ধ নয়, বৃদ্ধি করা হোক।

৫। E S. I. প্রকল্পে হোমিও চিকিৎসক গ্রহণ করা হোক।

৬। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে ২টি ষ্টেট হোমিও কলেজ স্থাপন করা হোক। এছাড়া বিভিন্ন জেলার স্থানীয় দাবীসমূহও আন্দোলনে স্থান পাবে।

মুক্তি

২৫শে ভাদ্র ১৩৮৫, সোমবার

ব্যাঙ্ক কি আজ জাতীয় সম্পত্তি ?

এই প্রশ্ন শুনে অনেকেই নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যান্বিত হবেন যে, সম্পাদক এ কী কথা বলছে! সম্পাদক কি জানে না যে, ব্যাঙ্ক অনেক দিনই হোল জাতীয়করণ করা হয়েছে, —ব্যাঙ্ক এখন আর ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সম্পত্তি নয়। ব্যাঙ্ক যে আজ সম্পূর্ণ জনগণের কল্যাণের জন্য—দেশের বঞ্চিত, অবহেলিত, শোষিত মানুষকে বাঁচাবার জন্য—রাষ্ট্রের হাতে নেওয়া হয়েছে—একথা সম্পাদকের তো জানা উচিত।

সম্পাদক অবশ্যই জানে যে, ব্যাঙ্ক আইনতঃ রাষ্ট্রায়ত্ত নিশ্চয়ই হয়েছে। এবং সম্পাদক এও জানে যে, এর উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়েছে—অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর ক'রে, রাষ্ট্রকে গ'ড়ে তোলা হবে এবং দেশের পিছিয়ে পড়া মানুষদের—দেশের অনাদৃত, বঞ্চিত, আর্থিক-দৈন্যে-নিগৃহীত মানুষদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজকে সর্ব্বাধিকার দেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক যখন রাষ্ট্রায়ত্ত হোল—তখন সারা দেশের মানুষ দুহাত তুলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জয়ধ্বনি দিয়েছিলেন যে, তিনি জাতির কল্যাণে এক ঐতিহাসিক কাজ করলেন!

দেশের মানুষের তখন ধারণা হয়েছিল যে, ব্যাঙ্ক যখন রাষ্ট্রায়ত্ত হোল—তখন জাতির অর্থনৈতিক জীবনে, কায়েমী স্বার্থবাদীরা আর যা খুসী করার সুযোগ পাবে না। এবং অর্থনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড়ো অন্যতম নিয়ামক এই ব্যাঙ্ক এবার জাতির কল্যাণে নির্ঘাত নিয়োজিত হবে। কিন্তু তখনও দেশের লোক স্বপ্নেও যেমন টের পাননি যে, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের মধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আসল সাংঘাতিক মতলবটা কী ছিল এবং তেমনি তাঁরা টেরও পাননি যে, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েও, দেশের অসাধু শাসকদের হতে প'ড়ে, দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে আরো কতো ভয়াবহ এবং ক্ষতিকর হয়ে উঠবে।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত ক'রেই, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দল (যা একেবারে পুরোপুরি মগ-বাহিনীর গোত্র স্থানীয় ছিল—সেই দল) নিজেদের শাসনের রাজত্ব এবং লুঠের কায়েমী-রাজত্ব বজায় রাখতে, অবাধভাবে, অন্যায়ভাবে ব্যাঙ্ককে ব্যবহার করতে লাগলেন। এবং পরিস্কার বোঝা গেল যে, এই উদ্দেশ্যেই বেসরকারী গোষ্ঠী-ব্যবসায়ীদের হাত থেকে সরকারী গোষ্ঠীর হাতে ব্যাঙ্ক আনা হয়েছিল।

ব্যাঙ্কের অগাধ ভাণ্ডার যেমন নিজেদের ব্যক্তিগত তথা দলীয় স্বার্থে, লুঠের মত বেপরোয়াভাবে তাঁরা নিয়োজিত করতে লাগলেন; তেমনি তাঁরা কংগ্রেসের যাঁরা সহায়ক বা কংগ্রেস যাঁদের প্রতিভূ—সেই সব ধণিক বণিক, মহাজন, মজুতদার, চোরা ব্যবসায়ী ও সমাজ-বিরোধীদের জন্যও ব্যাঙ্ক-ভাণ্ডারের দ্বার অবাধ ভাবে উন্মুক্ত ক'রে দিলেন। এবং দেশের পিছিয়ে-পড়া-দরিদ্র জনসাধারণকে ব্যাঙ্কের সুযোগ বিষয়ে শুধু বঞ্চিত করলেন তা নয়; তাঁরা ব্যাঙ্কের আইন কানুনকে নিজেদের সুবিধাজনকভাবে গ'ড়ে সমাজ-বিরোধীদের সহযোগে, দরিদ্র জনসাধারণকে অবাধভাবে লুঠ করতে লাগলেন এবং দেশের ধন-বৈষম্যকে আরো তীব্রতর ক'রে তুললেন।

ব্যাঙ্কের অগাধভাণ্ডার থেকে যখন ধণিক বণিকের দল শাসন শক্তির সহায়তায় লুঠের রাজত্ব চালাচ্ছে—তখন সেই সময়ে, স্বাধীন ভারতে, ব্যাঙ্কের সত্যকার উদ্দেশ্যকে সফল করতে—বঞ্চিত নিগৃহীত, দারিদ্রে নিষ্পেষিত মানুষের উন্নয়নের জন্য ব্যাঙ্কের সম্পদকে কাজে লাগাতে—এই জেলায়, ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব্ব এক পরীক্ষা সুরু হোল। সেই পরীক্ষা রূপ নিল—লোকব্রতী সোসাইটির মধ্যে।

সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল—কারো কাছে দান না নিয়ে, স্বাবলম্বন শক্তির পরীক্ষার জন্য—ব্যাঙ্কের ঋণের ভিত্তিতে, সোসাইটি নিজে দাঁড়াবে এবং জেলার লক্ষ লক্ষ অসহায় দরিদ্র মানুষকে ঐ স্বাবলম্বন শক্তির মহিমা ও মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে। লোকব্রতী সোসাইটির শক্তি-সহায়তায় ব্যাঙ্কের ঋণ সার্থক হোল। এই জেলার নিদারুণ অনুর্ব্বর বিশাল ডাঙ্গা জমিতে, অভাবিত ফসল ফলিয়ে, বৈজ্ঞানিক কৃষির ভিত্তিতে, নিজের কৃষিক্ষেত্রকে সোসাইটি যখন পূর্ণভাবে লাভজনক ক'রে তুলল—হাজার হাজার চাষীকে যথাসময়ে, ন্যায্য দরে, নির্ভেজাল কৃষিদ্রব্য সরবরাহ ক'রে, সোসাইটি যখন তার ব্যবসা বিভাগকে লাভজনক ক'রে, ব্যাঙ্ককে দেড় বছরের মধ্যে প্রায় দু লক্ষ টাকা সুদ দিয়ে উপকৃত করল এবং যখন সোসাইটি তার এই সব কাজের মধ্য দিয়ে সারা জেলায় অগণিত দরিদ্র চাষীদের ফসল দ্বিগুণ বাড়িয়ে, তাদের অন্তরে এক বিপুল আশা ও উৎসাহের আলোড়ন জাগিয়ে তুলল—তখন ঠিক সেই সময়ে শাসনকারী কংগ্রেস, রাজনৈতিক চক্রান্তে ব্যাঙ্ককে চাপ দিয়ে সোসাইটির জন্য বরাদ্দ সব ঋণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ক'রে দিল। এবং তাও করা হল ব্যাঙ্কের দায়িত্বশীল বড়ো অফিসারদের লিখিত আপত্তি সত্ত্বেও।

এই সব তথ্যের ভেতর দিয়ে বোঝা গেল যে, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হলেই জনগণের সহায়তায় লাগবে এমন কোনো কথা নেই। সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থাও হতে পারে। তাছাড়া, বোঝা গেল যে, শাসকের দল সৎ এবং যোগ্য না হলে, ব্যাঙ্কের টাকা অভাবগ্রস্ত জনগণের কাজে লাগে না এবং সরকারের দিক থেকে ব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে বিপন্ন মানুষদের বাঁচাবার তো কোনো কথাই নেই—অপরকেও এই জনসেবার কাজ করতে এই রকম শাসকেরা দেবে না।

আজ শাসনে কংগ্রেস নেই। দেশে আজ আবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের শাসনে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে যে সব সরকার আজ কর্ম্মরত, ব্যাঙ্ক বিষয়ে সততার সঙ্গে তাঁদের অত্যন্ত মনোযোগ দিতে হবে। কারণ দেশের ভেঙ্গে পড়া, বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অর্থনৈতিক জীবনকে গড়ে তুলতে ব্যাঙ্কের অবদান আজ সবচেয়ে বেশী।

তার কারণ দেশের অগণিত মানুষ আজও যারা দারিদ্র-সীমার নীচে রয়েছেন—তাঁদের জমি আছে শরীরে শ্রমশক্তি আছে—জলাধার করার পরিবেশ আছে—কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁরা অন্নকষ্টে, দারিদ্র্যে, অনাহারে হাহাকার করছেন। কারণ, একমাত্র যে-জিনিষ হ'লে, অসহায় মানুষদের জমি, শ্রমশক্তি, জলাধার প্রভৃতি এখনিই দারুণভাবে সক্রিয় হ'য়ে উঠতে পারে—এবং যার শক্তিতে অন্নকষ্ট শুধু দূর হওয়া নয়—অভাবিত প্রাচুর্য্যে চাষীদের নিজেদের সংসার ও সারা দেশ ভরে উঠতে পারে তা হচ্ছে—পুঁজি এই পুঁজি পেলেই, বীজ আসবে, সার আসবে, বলদ আসবে, লাঙ্গল চলবে—বড় বড় জলাধার তৈরী হতে পারবে।

শুধু চাষীদের সম্পর্কেই একথা নয়—ঐ পুঁজির শক্তিতে—অগণিত বেকার যুবক দেশের চারিদিকে শিল্প সম্পদ গ'ড়ে তুলতে পারে—অগণিত দরিদ্র মানুষ এই পুঁজির শক্তিতে ব্যবসা ক'রে—ধনী ব্যবসায়ীদের ধন কেন্দ্রীভূত করার অপকৌশলকে ব্যর্থ করতে পারে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমাদের জাতীয় জীবনে বৈষম্যের প্রতিরোধরূপে পুঁজি প্রয়োগ করা কতো বড়ো জাতীয় কাজ এবং এর দৃষ্টিতে জাতীয় জীবনে ব্যাঙ্কের গুরুত্ব আজ কতো মহান।

বলতে দুঃখ লাগছে—কংগ্রেসের হাত থেকে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও—এবং জনতা সরকার দু বছর হতে চলল—শাসনের দায়িত্ব নেওয়া সত্ত্বেও—ব্যাঙ্ক এখনো গণতান্ত্রিক জীবনের উপযোগী হল না—ধনতান্ত্রিক শোষণের প্রতিকার হিসাবে ব্যাঙ্কের পুঁজি লাগাবার কর্ম্মধারা আজও গড়ে উঠল না। এবং আরো দুঃখের কথা ব্যাঙ্কের আইন, কানুন, কাজ, কর্ম প্রভৃতির সঙ্গে যাঁরা জড়িত আছেন—কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরম্ভ ক'রে ব্যাঙ্কের ক্ষুদ্রতম শাখাগুলির কর্ম্মীবৃন্দ পর্য্যন্ত যে যেখানে জড়িত আছেন—তাঁদের অনেকেরই মধ্যে এখনো ব্যাঙ্কের গণতান্ত্রিক আদর্শের চিন্তা, ভাবনা, আচরণের পরিবেশ এখনো গড়ে উঠল না।

এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বহু কাজ রয়েছে। ব্যাঙ্কেরআইন, কানুন, কাঠামো, কর্ম্মধারার বহু কিছু আজ তাঁদের বদলাতে হবে। এবং দেশের যে শ্রেণী জনসংখ্যার শতকর আশীভাগ সেই চাষীদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা ধারাকে সম্পূর্ণ নূতন-ভাবে বিপুলভাবে গ'ড়ে তুলতে হবে। এসব বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যে সব কথা আমাদের মনে হয়েছে—তা পরে আলোচনা করছি।

ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার হলেও, এ বিষয়ে রাজ্য সরকারেরও মস্ত বড়ো ভূমিকা নেবার রয়েছে। রাজ্যের হাতে আরো ক্ষমতা চাই—এই দাবীর সঙ্গে রাজ্য সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাগুলিকে, রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য যথার্থভাবে কার্য্য-করী ক'রে তোলবার লক্ষ্যে, কেন্দ্রের কাছে শক্তিশালী দাবী ও প্রস্তাব সমূহ রাখবার অনেক কাজই রাজ্য সরকারের রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান বিষয় হল ব্যাঙ্ক। এ বিষয়েও আমরা পরে আবার আলোচনা করছি।

ব্যাঙ্কের গণতান্ত্রিক আদর্শ ও কর্মধারাকে দেশের জীবনে উপযুক্ত ভাবে রূপ দেবার মস্ত বড়ো দায়িত্ব যাঁদের ওপর রয়েছে—তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন—ব্যাঙ্কে যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা। এঁদের মধ্যে কিছু মানুষ নতুন জাতীয় জীবনের আদর্শে কাজ করার চেষ্টা করছেন বা পিছিয়ে পড়া মানুষদের সাহায্য করার চেষ্টা করছেন সত্য। কিন্তু ব্যাঙ্কে এখনো বহু মানুষ আছেন—যাঁরা সেই পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গীতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের বিষয়ে নানা অভিযোগ নিত্য আসছে। সে সবের আলোচনাও আমরা শীঘ্রই করব।

সর্ব্বোপরি, আর যাঁদের ওপর ব্যাঙ্ক জীবনের পরিবর্ত্তন ও বাঞ্ছিত অগ্রগতি নির্ভর করছে—তাঁরা হলেন দেশের জনসাধারণ। দারিদ্র্যে, নিপীড়নে, অনাহারে দেশের মানুষ দারুণভাবে কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের বিপদমুক্তির জন্য, স্বাধীন ভারতে, ব্যাঙ্ক-শক্তি যে এক মহান শক্তি রয়েছে এবং তাকে দুর্গত জনগণের দুঃখ-মোচনের উদ্দেশ্যে অনুকূল করার জন্য, দেশে যে বিপুল জনমত সৃষ্টি করা দরকার—সে বিষয়েও আজ জনগণেরচেতনা নেই। এই চেতনা আজ দেশের সর্বশ্রেণীর ভেতর থেকে জাগ্রত হওয়া চাই। বুদ্ধিজীবি থেকে আরম্ভ ক'রে ভূমিহীন শ্রমজীবি মানুষ পর্য্যন্ত সকলের কাছ থেকে—এই চেতনা আজ চাই। এ বিষয়ে জনচেতনা, জনমত ও জনশক্তির ধারা কীভাবে অগ্রসর হতে পারে—সে বিষয়েও বারান্তরে বলবার ইচ্ছে রইল।

পরিশেষে এই কথা আবার স্মরণ করাই যে, ব্যাঙ্ক বড় বড় শেঠজীদের বড় বড় ব্যবসার মত একটা ব্যবসা নয়। এটা একটা মহান জাতীয় সেবা প্রতিষ্ঠান। জাতীয় জীবনে ব্যাঙ্কের ভূমিকা অপরিমেয়। একথা যেন আমরা সকলে মনে রাখি। এবং ব্যাঙ্ককে জনকল্যাণের উপযোগী ক'রে গ'ড়ে তুলতে আমরা সকলেই যেন নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হই।

কোন দিকে সামলাই ?

সহরে যাঁর সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলছেন—বলুন তো কোন্ দিকে সামলাই। আলো বিভ্রাট নিয়ে তো প্রাণ ঝালাপালা—তার ওপর আবার বর্ষাকালেও জলসংকট—কলসংকটে প্রাণ অস্থির। শাসন যন্ত্র ব'লে কি কোনো কিছুই নেই ? শাসনযন্ত্রে বড়ো বড়ো মাথা রয়েছেন—কিন্তু কারো মাথা ব্যাথাই নেই—জন-সাধারণের দারুণ সংকটজনক সমস্যাগুলি বিষয়ে !! ব্যাপার কি ?

সত্যিই ব্যাপারটা অত্যন্ত ভাববার বিষয়। একের পর এক এমন গণতন্ত্র হচ্ছে যে, শাসন যন্ত্রের অধীনে, জনগণের দারুণ অসুবিধের ব্যাপার বিষয়েও কারো কোনো জবাবদিহী করারও দায়িত্বের বালাই নেই ! এমন বর্ষার সময়েও, দিনের পর দিন—সারা সহরের কলে জল কেন নেই সকলকে তাই বুঝিয়েই বলুন। বর্ষাতেও কলে জল নেই—লোকে ভাবছেন—এটা শাসনতান্ত্রিক চরম অপদার্থতার ফল। যদি অন্য কোনো কারণ ঘটেছে—তাই বুঝিয়ে বলা দরকার। এবং তার প্রতিকারে সরকার কী করছেন তাও জানিয়ে জনগণকে আশ্বস্ত করা দরকার।

এই দুদিন আগের কথা বলি। গত শুক্রবার বিকেলে কলে জল পাওয়া গেল না। শনিবারে সারাদিন জলের নামগন্ধ নেই ! পানীয় জলের অভাবে লোকের কী নিদারুণ কষ্ট গেল। রবিবার একবেলা কলের কৃপা হোল। তারপর আজ সোমবার সারা সকালে জল নেই। কলের ওপর নির্ভর মানুষের কী কষ্ট সহজেই অনুমেয়। জলের অনটনে প্রতি কলের গোড়ায় ঝগড়া মারামারির হিড়িক। জল কলের অফিসে নাকি ফোনের ব্যবস্থা নেই।

জল এবং বাতি—মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনের জিনিষ। এ নিয়ে খেলার মত ব্যাপার যাতে না চলে—গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্বের সঙ্গে লক্ষ্য দেবেন আশা করছি।

জনতা সরকারের জন্য জি, আর !!

কথাটা শুনে আপনারা একটু আশ্চর্য্যান্বিত হবেন। কিন্তু সত্যি কথা এই যে, দীর্ঘদিন ধ'রে জনতা সরকারকে খয়রাতি সাহায্য দিয়ে আসছি। কোনো কোনো রিলিফ প্রতিষ্ঠান ঘরে বাক্স রেখে যান যে, দৈনিক ঐ বাক্সের ফুটো দিয়ে কিছু করে পয়সা যেন ফেলে রাখা হয়—খয়রাতী সাহায্য হিসাবে।

আমাদের শিল্পাশ্রমেও এমন একটি খয়রাতী বাক্স রাখা আছে—যার নাম "টেলিফোন।" যেটি বাক্সর মত রাখা আছে ; কিন্তু ঐ বাক্সটির দ্বারা বলতে গেলে প্রায় কাজই পাইনা। এবং গত এক কোয়াটার ধ'রে, আমরা ঐ বাক্সটির কাছ থেকে একেবারেই কোনো কাজ পাইনি। তবে প্রতি কোয়াটারে আগাম খয়রাতীটা দিয়ে যাচ্ছি। তিন চার মাস ধ'রেই বহু অভিযোগ করছি—মেকানিক আসছেন—তবুও ফোন একেবারে মৃতবৎ। ফোনের অভিযোগ আমাদের একার নয়। এ বিষয়ে বহু মানুষের কাছ থেকেই নানা অভিযোগ পাচ্ছি।

কংগ্রেসের আমলে বরাবর দেখেছি—আমাদের দুটি ফোনই সব সময়ই নানা রকম ভুতুড়ে কলের মত কাজ করত। বিশেষতঃ নির্ব্বাচন প্রভৃতির সময়ে ফোন দুটি প্রায়ই অন্ধ নির্জ্জীব অবস্থা ধারণ ক'রে থাকতো। ইন্দিরাজী সিদ্ধার্থজীরা অসম্ভব চালাক ব'লে বাজারে দারুণ খ্যাতি থাকলেও, আমরা নিতান্ত ঘাস খেয়ে মানুষ হইনি ব'লে ভেতরের ব্যাপারটা অনুমান করা শক্ত হোত না।

আজ তো সে রাজত্ব নেই। আজ জনতা সরকারের অধীনে "ডাক তার বিভাগ"। তা থাকলেও, এসব বিভাগকে যাঁরা হাতের মুঠোয় রেখেছেন তাঁরা অধিকাংশই তো বামফ্রন্টের ভক্তেরা। সেজন্য আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়াই তো উচিত। রাজনৈতিক কারিগরি এবং অযোগ্যতা এখন দুটোই তো থাকা উচিত নয়। জল আর আলো বিভ্রাটের দুটি গোদের ওপর কোন বিভ্রাটের এই বিষফোড়া যদি চলতে থাকে তবে মানুষ করে কী !

চিঠিপত্র

(১)

জামবাদে গরু মহিষের গুরুতর রোগ

মহাশয় !

পুরুলিয়া থানার অন্তর্গত জামবাদ গ্রামে আজ প্রায় একমাস ধরে কাড়া গরুর গলা কটনি বলে রোগ চলিতেছে। ইতিমধ্যেই ১৪।১৫টি গরু ও কাড়া মারা গেছে। রোগটি এখনও চলিতেছে। মুক্তির মাধ্যমে সরকারের পশু বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যাহাতে অবিলম্বে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীলম্বোদর মাহাত
সাং জামবাদ (পোঃ আনাইজামবাদ)

(২)

শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির আয়োজন

মহাশয়,

শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটীর পুরুলিয়া সেন্টার (ঋষি অরবিন্দ শিশু বিদ্যা-নিকেতন) এর ব্যবস্থাপনায় ও পুরুলিয়া রোটারী ক্লাবের সৌজন্যে, ঋষি অরবিন্দ শিশু বিদ্যানিকেতন প্রাঙ্গণে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর এই তিন মাসে একদিন করিয়া শহরের ১০ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদের ডবল্, ট্রিপল্ এনটিজেন ভেক্সিনেশন ও সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী ১৬-৯-৭৮ শনিবার বিকেল ৪-৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত প্রথম ক্যাম্প খোলা হবে। প্রতি শিশুর সঙ্গে অভিভাবকদের আসতে হবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সেন্টারের সংগঠক ও বিদ্যানিকে-তনের প্রধান শিক্ষক শ্রীশ্যামল কুমার সেনের সহিত যোগাযোগ করুন।

অক্টোবর মাসের নিয়মিত কার্য্যসূচী :—

সময় প্রতি শনিবার বিকেল ৫টা—সন্ধ্যা ৬টা। সমবেত ধ্যান সন্ধ্যা ৬টায়।

৭-১০-৭৮/১৪-১০-৭৮/২১-১০-৭৮/২৮-১০-৭৮

আলোচ্য বিষয় শ্রীমার সাধনা, তৎসহ শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাস্তোত্র (টেপ) শ্রীঅরবিবেন্দের যোগ। তৎসহ ভক্তি গীতি।

সংগঠক
শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি

(৩)

পাকবিড়রার ঐতিহ্য রক্ষা

মহাশয়,

পুঞ্চা থানার পাকবিড়রা ৪ঠা ভাদ্র ইং ২১।৮।৭৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনমন্ত্রী শ্রীযুক্ত পরিমল মিত্র আসিয়াছিলেন। এই পাকবিড়রা গ্রামে বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি আছে এবং মন্দিরগুলি ভগ্ন অবস্থা আছে। তাহা সংস্কার করিবার জন্য সরকার হইতে নিচগুলি খনন করা হইতেছে ও ছোট ছোট অনেক মূর্ত্তি ভূমি হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। শোনা গেল যে মন্ত্রী মহাশয় এইখানে পার্ক করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। কিন্তু যে রকম এই সরকারের কাজের ব্যবস্থা যে অনেকগুলি টাকা খরচ হইবে অথচ কোনো কাজ হইবে না। কারণ পুরুলিয়া হইতে যে ঠিকাদার কাজ করিতেছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে মন্দিরগুলি যেমন ছিল তাহা হইতেও অনেক খারাপ হইতেছে এবং স্থানীয় কাহার কোনরূপ পরামর্শ বা সহযোগীতা না রাখিয়া কাজ করিতেছেন। আমার মনে হয় পুঞ্চা থানার বিশিষ্ট লোক লইয়া একটী তদারক কমিটি করিলে ভাল হইত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি মনে করেন যে পুরাতত্ত্বের ঐতিহ্য রাখা একান্ত দরকার—বাংলাদেশের একটি ভৌগলিক বা ঐতিহাসিক রক্ষা একান্ত প্রয়োজন—তাহা হইলে বামফ্রন্ট সরকারের কাছ হইতে আমরা আশা করিব—স্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিয়া পরিকল্পনা করুন।

সর্ব্বেশ্বর মাহাত
পাকবিড়রা

(৪)

প্রফেসন্যাল সোস্যাল ওয়ার্কারদের দাবীপত্র

মহাশয় !

এ্যাসোসিয়েশন অফ প্রফেসন্যাল সোশ্যাল ওয়ার্কার্সের পক্ষ থেকে আমরা ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে দাবী সপ্তাহ পালন করছি। এই ওয়ার্কাররা রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালের রোগীদের স্বার্থে কাজ করেন। এতদসহ প্রেরিত দাবীপত্রটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন। দাবীপত্রটি এই :—

১) রুগীর স্বার্থরক্ষা করার জন্য সমাজ কল্যাণ কর্ম্মীদের উপযুক্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা দিতে হবে।

২) ১৯৭১ সাল থেকে বেআইনি ভাবে রুখে দেওয়া বৈধ Promotion অবিলম্বে দিতে হবে।

৩) নূতন Job-Committee-র report অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে।

৪) ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক স্বীকৃত দাবীগুলো অবিলম্বে কার্য্যকর করতে হবে।

৫) G S. W. & Ad. G. S. W, Diploma প্রাপ্ত কর্ম্মীদের ৩টে ও ৬টা Higher increment দিতে হবে।

৬) Joint Cadre এর পরিকল্পনা গোপন রাখা চলবে না।

সমীর রায়
সংগঠন সম্পাদক, রাজ্য কমিটি
১১।৯।৭৮ এ্যাসোসিয়েশন অব প্রফেশনাল সোস্যাল ওয়ার্কার্স

(৫)

খেলা সংক্রান্ত আলোচনা : একটি লেখার জবাব

মহাশয়, গত ১৪ই আগষ্টের "মুক্তি" পত্রিকাটি পড়িলাম। পত্রিকার ৪র্থ পৃষ্ঠায় "সাব জুনিয়ার ফুটবল হাওড়ার ছেলেদের জয়" যে আলোচনাটি বেরিয়েছে সে প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

আলোচনার তৃতীয় পর্যায় বলা হয়েছে "সময় থাকতে জেলা দল গঠন করা উচিত।" এ প্রসঙ্গে বলি আন্তঃজেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় এই সমস্ত প্রতিযোগিতা হয়। আন্তঃজেলা ক্রীড়া সংস্থা একমাস আগে এই প্রতিযোগিতার খেলার তারিখ জানিয়ে দেন—তাদের দায়িত্ব মতো। বর্ত্ত-মানে পুরুলিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার (এম-এস-এ) অনুমোদিত ক্রীড়া সংস্থার সংখ্যা হলো প্রায় ৫০টি। জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খেলার চিঠি পাওয়ার পর সাব কমিটির মিটিং ডাকেন। এতে যায় তিন বা চার দিন। এর পর ৫০টি সংস্থাকে খেলোয়াড় পাঠাবার চিঠি দেন। এতে সময় দেওয়া থাকে ৭ দিন। এরপর বিভিন্ন ফুটবল সংস্থার কর্ম্মকর্ত্তারা তাদের খেলোয়াড়দের পাঠান। এরূপ সংস্থার সংখ্যা প্রায় ১৫। প্রতি

সংস্থাই আর ৪জন খেলোয়াড় পাঠান। এখন এই ৯০ জন খেলোয়াড়দের খেলা দেখার জন্য মাত্র ৩ দিন। এদের থেকে মোটামুটি ২৫জনকে বাছাই করা হয়। এখন আবার প্রতিটি সংস্থাকে খেলোয়াড়দের পাঠানোর জন্য চিঠি করতে হয়। এতে সময় যায় ৪দিন। এরপর কোচিং শুরু হয়। প্রথম ২ দিন চিমেতালে চলে। পুরুলিয়ার বাইরের ছেলেরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন যোগ দেন। বাকী ১০ দিনের মধ্যে ৮ দিন চলে কোচিং। সুতরাং ৮ দিনে ভাল দল গঠন কোন মতেই সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, জেলা সংস্থার অধীনে শুধুমাত্র অনুমোদিত "ফুটবল সংঘ" বলে কিছু সংস্থার ব্যবস্থা নেই। ফলে সব সংস্থাকেই চিঠি দিতে হয়। জেলা সংস্থার নিজস্ব কোনো কোচ নেই। এ বছর নেহেরু যুবক কেন্দ্রের কোচ শ্রীঅধীর ঘোষ মহাশয় থাকায় তিনি কোচিং এর দায়িত্ব নেন। কিন্তু ৮ দিনে তার পক্ষে সঠিক খেলোয়াড় নির্বাচন করে দল গঠন করা সম্ভব কি?

এবার বলি সাব জুনিয়ার প্রতিযোগিতা হয় ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স খেলোয়াড়দের নিয়ে। জেলা সংস্থার অধীনে অনুমোদিত সংস্থাগুলির যে সমস্ত খেলোয়াড়েরা রয়েছেন তাদের বয়স ১৬ বৎসরের উর্দ্ধে। তাই এ বছর কর্মকর্তারা পুরুলিয়া জেলা যুব ক্রীড়া সংস্থার সাহায্য নেন। ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীসুরজিৎ কর মহাশয়ের প্রচেষ্টায় দল গঠন করা সম্ভব হয়েছিলো।

এ বছর পুরুলিয়া দল প্রথম অংশগ্রহণ করে। ফলে এই সকল অসুবিধার মধ্যে সঠিক দল গঠন করতে হয়েছে। তাছাড়া আন্তঃজেলা ক্রীড়া সংস্থারও এই প্রতিযোগিতাগুলির নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। যদিও এই প্রতিযোগিতা গত বৎসর শুরু হয়েছে।

জেলা ক্রীড়া সংস্থা কোচিং এ আসার সময় খেলোয়াড়দের আসা ও যাওয়ার ভাড়া থাকার ব্যবস্থা এবং তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। এ ছাড়া খেলোয়াড়দের বিশেষ প্রয়োজন মত বুট সরবরাহ করেন। এ বছর খেলোয়াড়দের খেলার প্যান্ট সরবরাহ করেছেন প্রতিটি খেলোয়াড়কে। অবশ্য তা হয়তো কাইল্যা-এ উঠার জন্য। তাই হয়তো প্রতিযোগিতার শেষেই দেওয়া হয়েছে।

আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই ২০০০ টাকার মতো খরচ হয়—অবশ্যই কোচিং এবং খেলার ভাড়া সমেত। জেলা ক্রীড়া সংস্থার যাত্রার যা অবস্থা যাতে যা আয় হয় তা যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে খুবই কম। এর সংস্থার অবস্থাই চলছে। এর একমাত্র কারণ অসম্পূর্ণ জেলা স্টেডিয়াম। এর দর্শকাসন এখনও ঠিক হয়নি,—যদিনি মাঠের সংস্কার। এ ছাড়া রয়েছে মাঠের বেড়া।

এই সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি জেলাবাসীর সংস্থাগুলির, সরকারী কর্মচারীবৃন্দ, নেহেরু যুবক কেন্দ্র পুরুলিয়া শাখা, জেলা যুব ক্রীড়া সংস্থা, জেলা শারীর শিক্ষা ও যুব কল্যাণ বিভাগ ও খেলোয়াড়দের সহযোগিতা প্রয়োজন। মনেরু কোন মতেই সম্ভব নয় ভালভাবে দল গঠন।

সমালোচনা ভাল। তবে তা সহযোগিতার মাধ্যমেই হওয়া প্রয়োজন। ১৯।৮।৭৮

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
আমন্ত্রিত, পুরুলিয়া।

Wanted

Wanted a B. A. or B. Sc. Preferably trained teacher for Jargo High School P. O. Jorgo Dt. Purulia in leave vacancy on Temporary basis.

Appear before the Selection Committee on 18th September at 11 a. m. with application and documents.

Secretary

Wanted

Wanted a Physical trained Graduate teacher to fill in the Deputation vacancy for G. S. D. High School, P. O. Dimdiha, Dist. Purulia.

Apply to the Secretary and appear before the Managing Comittee on 22. 9. 78.

Secretary

Wanted following categories of teachers.

i) One graduate with requisite qualifications for Physical Education.

ii) One graduate with requisite qualifications for Work Enucation.

Apply with testimonials to the Secretary, Chhirudih Raghunathjew High School P. O. Chhirudih Chandanpur Dist. Purulia on or before 21-9-78.

Secretary

ট্রাকটার ভাড়া

লোকব্রতী সোসাইটির ৩৫ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন ট্রাকটার চাষীদের ভাড়ায় দেবার জন্য আছে। জমি চষার কাজ ছাড়াও, কুয়োর কাজ এতে হয়। তাতে জমি করমতল করা হয়। ট্রাকটারের প্রয়োজন হ'লে আগে থেকে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প "কির্লোস্কার' ব্যবহার করুন।

রবার ষ্ট্যাম্পের অর্ডার

মুক্তি প্রেসের কর্ম্মী শ্রীমহাবীর বাউরী "রবার ষ্ট্যাম্পের" কাজ করেন। কারো অর্ডার থাকলে মুক্তি প্রেসে যোগাযোগ করুন।

শারদীয় সরগুমে লোকব্রতী সোসাইটির আয়োজন

১। শরৎকালের সমস্ত রকম বীজ এসেছে ও আসছে

২। জীবানুসার এক অদ্ভুত নাইট্রোজেন জৈব সার—রাসায়নিক সারের মত মাটি অম্ল করে না—মাটিকে উন্নত করে; ফসল বাড়ায়; খরচ অনেক কমায়

৩। এন—২ (N2)—দাম খুব কম অথচ ইউরিয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ইউরিয়ার অর্দ্ধেক অপচয় রোধ করে। পোকা মাকড় নষ্ট করে। কারণ এটা ভাল জৈব ওষুধ।

৪। কীট নাশক রয়েছে—ফুরাডন, ডাইথেন জেড, গ্যামাক্সিন প্রভৃতি। ইন্দুরের উপদ্রবে—জিঙ্ক ফসফাইট এবং সেলফস

৫। পাম্পের পার্টস সমূহ (অল্পাংশে) সব রকম রয়েছে।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বর্গীয় বিমলেন্দু চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উন্নিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা | সোমবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ ১লা আশ্বিন, ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯·০০ ষান্মাসিক ৫·০০ নগদ ২০ পয়সা

মুখে যদি বলো—বড়ো কথা আর
কাজে যদি দাও ফাঁকি।
তুমি কি ভেবেছ—দেশে সব বোকা—
বুঝবে না—এ চালাকী?

• • •

যুগ যুগ ধ'রে, অতি-চালাকেরা—
দেখেও দেখেনি এটা।
আজকেই তারা পড়ে পায় ফুল—
কালকেই ছাতা-পেটা॥

রাজ্যসংবাদঃ বন্যা পরিস্থিতিঃ কেন্দ্রে রদবদল সম্ভাবনা!

গত সপ্তাহের শেষ দিকে মুর্শিদাবাদ ও মালদহে আবার বন্যার বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। সেনাবাহিনীকে তলব দেওয়া হয়েছিল। জওয়ানেরা এখন জলবন্দীদের উদ্ধারে নিযুক্ত রয়েছে।

খাদ্য, আলানী, পানীয়-জল, ওষুধ ও ডাক্তার পাঠাবার জন্য সমস্ত জায়গার বন্যার্তদের কাছ থেকে অবিরত আবেদন আসছে। সর্বত্র ঠিকমতো ব্যবস্থা এখনো ক'রে ওঠা যায়নি। ব্যবস্থার জন্য বিশেষ সরকারী চেষ্টা চলছে। তবে রিলিফ নিয়ে রাজনীতির অভিযোগ ক্রমশই বাড়ছে।

এবারে বাঁকুড়া ভয়াবহ সংকটের মুখ থেকে রক্ষা পেয়েছে। কাসাবতী বাঁধে আর মাত্র একফুট জলনীমা বাড়লে; শুধু গোটা বাঁকুড়া কেন, বর্দ্ধমানের একাংশও জলের তোড়ে ভেসে যাবার আশঙ্কা ছিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় বড় রকম রদবদলের জোর কথাবার্তা চলছে। জনতা পার্টির শরিকী সমঝোতার একটা অঙ্গ হিসাবেই এই রদবদল হতে চলেছে ব'লে রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের সংবাদ।

এই রদবদল শুধু বিভাগ বন্টনের রদবদল নয়, এই রদবদলের মুখে,—কয়েক জন মন্ত্রী বাদ পড়তে চলেছেন ব'লে জানা যাচ্ছে; এবং কয়েকজন নতুন ব্যক্তির স্থান হতে চলেছে মন্ত্রী সভায়। শোনা যাচ্ছে—শ্রীচরণ সিং মন্ত্রীসভায় ফিরে আসতে পারেন—তবে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে নয়। আর শ্রীরাজনারায়ণের ভাগ্যে মন্ত্রিত্বে ফেরার কোনো সম্ভাবনা নেই বলেই জানা যাচ্ছে।

এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে একটা জিনিষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শ্রীচরণ সিং ও শ্রীরাজনারায়ণের সমর্থকের দল ক্রমশঃই কোণঠাসা হচ্ছেন এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এর অসমনীয় মনোভাবের সামনে তাঁদের লাফালাফি নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে।

পুরুলিয়া সহরের জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং রাস্তাঘাট বিষয়ে সমস্যা

বিদ্যুৎ সরবরাহ বিষয়ে নিদারুণ সংকট ও সমস্যার মধ্যে আবার সহরে জল সরবরাহ বিষয়ে অভাবনীয় সংকট দেখা দেয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ বিষয়ে সহরে বিক্ষোভ অত্যন্ত তীব্র হওয়ায়, সহরে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে বিভিন্ন পাড়ার ছেলের দল এবং কলেজের ছাত্রেরা বিশেষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কর্তৃপক্ষ নিজেদের অসুবিধের কথা জানান ও ব্যবস্থারও আশ্বাস দেন। বিদ্যুৎ বিষয়ে এখন দু একদিন সামান্য উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

জল সরবরাহে বর্ষাতেও এহেন দারুণ সংকট কেন হচ্ছে—জেলা শাসন কর্তৃপক্ষ সহরবাসীকে বুঝিয়ে বলুন; এবং প্রতিকারে লক্ষ্য দিন। সহরের রাস্তা ঘাটের বর্তমান দুর্দ্দশা অবর্ণনীয়। পূজো আসছে—এ বিষয়েও কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে নজর দিন—সহরের এই দাবী। এই সমস্ত দাবী দাওয়া অসুবিধেগুলি সম্পর্কে এখানের কর্তৃপক্ষ সহরের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের অফিসারদের ডেকে আলোচনা করুন।

অমরবীর শহীদ গোবিন্দ চুনারাম দিবস সমাগত

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৩ই আশ্বিন, শনিবার—মানবাজারে অনুষ্ঠান

১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়" আন্দোলনে, স্বাধীনতার সম্মুখ সমরে, পুলিসের গুলি বীরের মত বুক পেতে নিয়ে, দেশের জন্য প্রাণ বলিদান দিয়ে যাঁরা শহীদ হয়েছেন সেই অমরবীর শহীদ স্বর্গত গোবিন্দ মাহাত এবং স্বর্গত চুনারাম মাহাতের মহান স্মরণ দিবস ১৩ই আশ্বিন, শনিবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর।

এই বীরত্ব অতুলনীয়। এই দেশপ্রেম ঐতিহাসিক। সংসারে সবাজে মানুষের মহান দাবীসমূহকে মানবজীবনে নিত্য সার্থকতার ক'রে তুলতে, মানুষকে বিবিধ তপস্যার সঙ্গে মহান ত্যাগের তপস্যাও অপরিহার্য্যরূপেই করতে হয়। না হলে মানবজীবনের—মানব সংস্কৃতি ও মানব সভ্যতার অগ্রগতি হয় না।

এ কথা অন্তরে ঐকান্তিকভাবে স্মরণ রেখে, সমাজের এই মহান ত্যাগীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়—যেন ত্যাগের মহান আলোক স্পর্শ আমাদের সকলেরই জীবনের যাত্রাপথ উজ্জ্বল করে। আমাদের জেলার সংগ্রামের ইতিহাসে—আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান ইতিহাসের ঐ দুটি পুণ্যমূর্ত্তি আমাদের অন্তর প্রেরণায় উদ্ভাসিত করুক—এই প্রার্থনা।

মানবাজার পুলিস থানা প্রাঙ্গণে বেলা ১০ টায় শহীদ স্মৃতি তর্পন। তার পূর্ব্বে শোভাযাত্রা।

১৮।৯।৭৮

নিবেদিকা—লাবণ্য প্রভা ঘোষ
পরিচালিকা, লোক সেবক সংঘ

রাজ্য সংবাদ

প্রাথমিক শিক্ষকদের আইন অমান্য আন্দোলন ও কারাবরণ

কলিকাতা ৭ই সেপ্টেম্বর অল বেঙ্গল অর্গানাইজার টিচার্স এণ্ড প্রাইমারী টিচার্স এসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটি থেকে জানান হয়েছে যে, ঐ এ্যাসোসিয়েশনের ডাকে অর্গানাইজড (সংগঠিত) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন ও শিক্ষকদের নিয়োগের দাবীতে, সাধারণ সম্পাদক শ্রীভক্তরঞ্জন ধবলের নেতৃত্বে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে রাজ্যের প্রায় ১০ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা সমবেত হন। বেলা ২টার সময় মিছিল রাজভবনের পূর্ব্বপ্রান্তে উপস্থিত হলে, জনতা বিধানসভা পরিষদীয় দলের উপনেতা শ্রীহরিপদ ভারতী, শ্রীজন্মেজয় ওঝা, শ্রীকিরণময় নন্দ, শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, শ্রীসন্দীপ দাস শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মৈত্র, এম, এল, এ-গণ এবং জনতা পার্টির অন্যতম সম্পাদক শ্রীবিমান মিত্র এবং অন্যতম নেতা শ্রীস্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য্য, শ্রীফণীভূষণ দাস প্রমুখ বক্তারা এ্যাসোসিয়েশনের দাবীকে সমর্থন জানিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি অভিনন্দন জানান।

বৈকাল ৫টার সময় সভাপতি শ্রীপ্রতুল ঝার নেতৃত্বে প্রায় ৪ হাজার শিক্ষক শিক্ষকা সত্যাগ্রহ ক'রে কারাবরণ করেন। কারাবরণকারীদের কলিকাতা প্রেসীডেন্সী জেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাত্রি ৯টার পর মুক্তি দেওয়া হয়।

ঐ এ্যাসোসিয়েশণের পুরুলিয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুখেন্দু চ্যাটার্জী জানাচ্ছেন যে, এ্যাসোসিয়েশন কর্ত্তৃক আনীত এক মামলায়, গত ১লা সেপ্টেম্বর '৭৮ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসবাসাচী মুখার্জী পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগের নিকট একটি ইনজ্যাংশন রুল জারী করেন। তিনি শিক্ষা বিভাগকে কারণ দর্শাতে বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি অর্গানাইজড প্রাঃ বিদ্যালয় ও অর্গানাইজার শিক্ষকদের নিয়োগ ও অনুমোদন সংক্রান্ত ব্যাপারে ফয়সালা না হয় ততক্ষন পর্য্যন্ত রাজ্যে কোন নূতন প্রাঃ বিদ্যালয়ের অনুমোদন ও সেই বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষক নিয়োগ না ক'রে অর্গানাইজার শিক্ষকগণ কেন নিয়োগপত্র পাবেন না। সংবিধানের ২২৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারেই সরকারের প্রতি এই কারণ দর্শানোর জন্য রুল জারী করা হয়েছে।

স্থানীয় সংবাদ

জেলা ষ্টেডিয়ামে আই, এফ, এ, শীল্ডের প্রিকোয়ার্টার ফাইন্যাল

আই, এফ, এ, শীল্ডের প্রিকোয়ার্টার ফাইনালের খেলা হল বোকারো ষ্টীল একাদশ বনাম খিদিরপুর। এম এস এ-র ব্যবস্থাপনায় পুরুলিয়ার জেলা ষ্টেডিয়ামে খেলাটি শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হওয়ায় সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করেন। ৺আপ্পা রাও ও ৺ডেকটেশের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় এক মিনিট নীরবতা পালন করে। এরপর খেলা আরম্ভ হয়। কিন্তু খেলাটি একেবারেই উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। বিশেষ করে কোলকাতার এ ডিভিসনের দল খিদিরপুরের খেলায় সকলে হতাশ ও বিরক্ত হয়ে পড়েন।

বোকারো দল এই খেলায় ৩–১ গোলে জয়ী হয়। খেলার প্রথমার্দ্ধেই বোকারোর আন্সারী ও অশোক কুমার একটি করে গোল করে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে খিদিরপুরের ডেনিস উইলিয়মসন্ একটি গোল পরিশোধ করেন। কিন্তু খেলা শেষ হবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে অশোক কুমার আরেকটি গোল করেন। বোকারো দলের প্রশিক্ষক ওলিম্পিয়ান ফুটবলার খঙ্গরাজের উপস্থিতি স্থানীয় যুবকদের চঞ্চল করে তুলেছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, বোকারো দল গত রবিবার কোলকাতায় কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় অসম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহন বাগানের কাছে ৬—১ গোলে পরাজিত হয়েছে। দলের একমাত্র গোলটি করেছেন অশোক কুমার।

এস, এ, এস (ক্লাস থ্রি) অফিসার্স এসোসিয়েশনের জেলা সম্মেলন

ওয়েষ্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট এগ্রিকালচারাল সার্ভিস (ক্লাস থ্রি) অফিসার্স এসোসিয়েশনের পুরুলিয়া জেলা শাখার সভাপতি শ্রীমাধব চন্দ্র মাহাত জানান যে, এসোসিয়েশনের ২৭তম জেলা সম্মেলন জেলা কৃষিবীজ ভাণ্ডার (নডিহা) প্রাঙ্গনে গত ২২-৭-৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার স্থায়ী সভাপতি শ্রীমাধব চন্দ্র মাহাত। সভা উদ্বোধন করেন সমিতির আঞ্চলিক সম্পাদক কমঃ সত্যরঞ্জন পাত্র। কমঃ পাত্র বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে কর্ম্মচারিদের জনমুখী প্রসাশন গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করার এবং সর্ব্বপ্রকারে দুর্নীতিমুক্ত সুষ্ঠ প্রশাসনিক অবস্থার সৃষ্টি করার জন্য দায় দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। এরপর জেলা সম্পাদক কমঃ হরপ্রসাদ বিশ্বাস সাংগঠনিক পরিস্থিতির উপর আলোচনা করেন এবং জেলার সংগঠনকে জন কল্যাণমুখী প্রশাসনের সহিত যুক্ত হবার জন্য আহ্বান জানান।

সম্মেলনে উপস্থিত কয়েকজন সদস্য সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের ও আয় ব্যায়ের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং সাংগঠনিক ভাবে আগামী দিনে প্রতিটি কর্ম্মচারী অধিকারগত ও অর্থ-নৈতিক দাবীর সমর্থনে সংগঠিতভাবে আন্দোলনে যেন অংশ গ্রহণ করেন তার জন্য সদস্যরা বক্তব্য রাখেন।

সংগঠনকে সুষ্ঠভাবে চালানোর জন্য আগামী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি শক্তিশালী জেলা কমিটি সর্ব্বসম্মতভাবে গঠন করা হইল।

সভাপতি—শ্রীমাধব চন্দ্র মাহাত, সহ-সভাপতি শ্রীঅরুনোদয় দত্ত, সম্পাদক—শ্রীহরপ্রসাদ বিশ্বাস, যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীনবেন্দু বিকাশ চক্রবর্ত্তী, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বসু সদস্য—শ্রীজিতেন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদিলীপ বন্দোপাধ্যায়।

এ ছাড়া জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির স্থায়ী প্রতিনিধি নির্বাচিত হন (১) শ্রীহরপ্রসাদ বিশ্বাস ও (২) শ্রীকৃষ্ণপদ মাহাত। জেলা কাউন্সিল সদস্য নির্ব্বাচিত হন (২১) শ্রীহরপ্রসাদ বিশ্বাস ও (২) শ্রীসুদর্শন ধারী মাইতি। সভাপতি সকলকে সামগ্রিকভাবে জেলা সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে সভার কার্য্য-সমাপ্তি ঘোষন করেন।

সহর সংবাদ

সহরের চারিদিক থেকে জল এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাট বিষয়ে দারুণ অভিযোগ আসছে। এই দুটি বিষয়ে সহর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও উত্তপ্ত।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যার মুক্তিতে ২য় পাতার স্থানীয় সংবাদ হিসাবে "হোমাইয়ের গণ-আন্দোলনের সিদ্ধান্ত" শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়েছিল—হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার পুরুলিয়া শাখার সেক্রেটারী ডাঃ স্বামী মায়েশানন্দ। স্বামী মায়েশানন্দজী ঐ সংস্থার সেক্রেটারী নন—উনি সভাপতি। —মুক্তি সম্পাদক

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প
"কির্লোস্কার' ব্যবহার করুন।

মুক্তি

১লা আশ্বিন ১৩৮৫, সোমবার

জি, আর এবং রাজনীতি

জি, আর যদিও ইংরিজী শব্দ—তবু দেশের অপামর জনসাধারণ এই শব্দটির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। তবুও এর বাংলা অর্থ কী তা বলছি। জি, আর একটি সংক্ষিপ্ত কথা—পুরো কথাটা হচ্ছে গ্র্যাটুইটাস রিলিফ। এর বাংলা অর্থ হচ্ছে—খয়রাতী সাহায্য।

জি, আর সম্পর্কিত আইনের নির্দ্দেশ হচ্ছে—যারা অক্ষম এবং অসহায় তাদের জন্যই এই খয়রাতি সাহায্য। অক্ষম হলেই জি, আর পাবেন না। একজন লক্ষপতির বাবা পক্ষাঘাতে অচল হতে পারেন—কিন্তু অসহায় নন। পঙ্গু, খঞ্জ, অন্ধ, রুগ্ন এমন কোনো ব্যক্তি যখন অসহায় অবস্থায় পড়বেন—অর্থাৎ যাকে খেতে দেবার কেউ নেই—তিনিই জি, আর পাবার অধিকারী।

এমারজেন্সী জি, আরের অর্থাৎ জরুরী অবস্থায় খয়রাতী সাহায্য ব'লে একটা ব্যবস্থাধারা আছে। যেমন যোগ্য, সমর্থলোক, জমি জমা আছে; কিন্তু হঠাৎ ঘরে আগুন লেগে বা বন্যায় সব গেল। যারা বিপন্ন হোল—তারা দেহশক্তিতে সমর্থ এবং পরে ব্যবস্থা করে নেবার সামর্থ্য রাখে। এদের সাময়িক বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য জরুরী অবস্থার খয়রাতী সাহায্যের ব্যবস্থা রয়েছে।

দেশে যখন কাজের অভাব হয়—আমাদের এখানে যেমন ভাদ্র আশ্বিন প্রভৃতি মাসে বহু মানুষ কাজের অভাবে অনাহারে দিন যাপন করতে থাকেন—তখন তাদের জন্য কাজের বদলে খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়। এর নাম টি, আর। পুরো কথাটা হোল—টেষ্ট রিলিফ। এর বাংলা নাম—পরীক্ষামূলক সাহায্য। অর্থাৎ কাজের ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম দাম দিয়ে মানুষকে কাজ দেওয়া। যে সত্যকার অভাবী সে খাটতে আসবে

এই রকম পরীক্ষামূলক অর্থাৎ কাজের বদলে খাদ্য দিতে গিয়ে কোথাও কোথাও সাময়িকভাবে জি, আর দিতে হয়। যখন দেখা যায়—দীর্ঘদিন কাজের অভাবে অর্দ্ধাহারে, অনাহারে বা যাতাই খেয়ে মানুষ এত দুর্ব্বল হয়ে গেছে যে, খাটবার ক্ষমতা নেই—এই অবস্থায় দুর্ব্বল মানুষদের দিনকতক জি, আর দিয়ে, তাদের টি, আরের উপযুক্ত ক'রে তোলা।

জি, আর, টি, আরের নিয়মকানুন হচ্ছে এই। কিন্তু তিরিশ বছর ধ'রে, কংগ্রেস আমলে আমরা দেখেছিলাম—দেশের শাসন যন্ত্র বিপন্ন মানুষকে বাঁচাবার জন্য এই আইনকে বিপন্ন মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করার কথা ভুলে, নামমাত্র তার কাজ ঠেকিয়ে রেখে—এই আইনের সুযোগে চূড়ান্ত রাজনীতি করে গেছে তিরিশ বছর ধ'রে। কংগ্রেসের হাতে জি, আর টি, আর ছিল অবাধ লুঠের মহা-কৌশলের এক কল। কংগ্রেসী আমলে প্রতি বছর টি, আরের মরশুমে শাসনকারী দলের অনুচরদের আর রাজ কর্ম্মচারী মহলের যে ভাগাড়ের মহোৎসব সুরু হোত—তার বিশদ আলোচনা অন্যবারে করব। এবারে জি, আর বিষয়েই আলোচনাটা সীমাবদ্ধ রাখছি।

কংগ্রেস আমলে জি, আরের খাদ্য ও টাকা বিষয়ে বহু রকমের দুর্নীতি চলত। কিছু কিছু বিপন্ন, দুর্গত মানুষদের জি, আর দেওয়ার রেওয়াজ কংগ্রেসী আমলে ছিল সত্য; তবে জি, আর পাবার যোগ্য বহু মানুষই জি, আর পেতেন না। সততার সঙ্গে এর খোঁজ খবর বা তালিকা নির্ণয় করাও হয়নি।

বহু অভিযোগ নিত্য শোনা যেত,—জি, আরের ডিলারদের চুরি; তাদের মাধ্যমে শাসনকারী দল ও রাজ-কর্মচারীদের চুরি। তাছাড়া, জি, আরের তালিকায় স্থান পেত—পঞ্চায়েৎ প্রধান, শাসনকারী দল বা রাজকর্ম্মচারীদের ঘরের কামিন মুনিষদের নাম—যাদের জি, আর দিলে কম বেতনে তাদের কাজ করানো যেতো। এবং আসল ব্যাপার ছিল এই যে, শাসনকারী দলের লোকেরাই এই সমস্ত বিষয়ের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ করতেন—রাজকর্ম্মচারীদের যোগাযোগে।

সুতরাং কংগ্রেসের আমলে আমরা দেখেছি যে, যে-জি, আর মানবতার এক মস্ত বড়ো দায় উদযাপন করার উপায়—সেই জি, আরকেও ওরা লুঠের সামগ্রী করার মত পাষণ্ডতার পরিচয় দিয়েছিল। এই সমস্ত মহা অপরাধ সমূহের জন্যই আমরা কংগ্রেসকে সবাই মিলে বহিষ্কার করলাম।

ভোটের ফলাফলের দিনে—(লোকসভা ও বিধানসভার ভোটেই) আমরা নিশ্চিন্ত হলাম যে, এবার আমরা ভদ্র, গণতান্ত্রিক, বিচারশীল, মানবদরদী সরকার পেলাম। এবার নিশ্চয় সুবিচারের সঙ্গে সমস্ত শাসনযন্ত্র চলবে—জি, আর, টি, আর প্রভৃতিতে রাজনীতি বা লুঠের রাজত্ব চলবে না। কিন্তু পরে যা ব্যাপার গড়াতে আরম্ভ করল, আমরা ক্রমশঃই হতবাক হয়ে পড়তে লাগলাম।

পশ্চিম বাংলায় প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক বামফ্রন্ট হওয়া সত্ত্বেও, জি, আর, টি, আরে অবাধ অন্যায় সমূহ দেখে আমরা প্রথম প্রথম ভাবছিলাম যে, পার্টির নিচের স্তরে যে ব্যাপার সমূহ ঘটতে সুরু হয়েছে—ফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দ শাসনযন্ত্রে আসার প্রথম অবস্থা কাটিয়ে উঠলে, সব ঠিক ক'রে ফেলবেন। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে—সামলাবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বরঞ্চ রোগ-সমূহ আরো বাড়ছে। আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও মর্ম্মাহত হচ্ছি।

চারিদিক থেকে ব্যাপক অভিযোগ এই যে, জি, আর, টি, আরের যা কিছু ব্যবস্থার পরিচালনা আজ সমস্তই করছেন—ফ্রণ্টের স্থানীয় নেতা বা কর্মীরাই। এবং আরো অভিযোগ এই যে, কংগ্রেস আমলে এই সব ব্যাপারে সরকারী কর্ম্মচারীদেরও মাতব্বরির খানিকটা হাত থাকতো—এখন নাকি এসব ব্যাপারে ওঁদের পুরোপুরিই ঠুঁটো জগন্নাথ ক'রে ফেলা হয়েছে।

বহু অভিযোগ এই আসছে যে, যাঁদের নিয়মিত জি, আর পাবার কথা—তাঁরা প্রতিমাসে জি, আর পাচ্ছেন না। সময়ে জি, আর দেওয়া হচ্ছে না। বহু দেরী ক'রে দেওয়া হচ্ছে—ঐ সব পদ্ধতিতে দু এক মাসের জি,আর হাওয়া ক'রে দেওয়া হচ্ছে। যদি সরকার থেকেই অপারগ হয়ে জি, আর বন্ধ করছেন—তাহলে সেটা স্থানীয় সংবাদপত্র বা নিজেদের প্রচারপত্র বা প্রচার বিভাগ মারফত জানিয়ে দেওয়া দরকার।

আমরা যে পাড়ায় থাকি, সে পাড়ায় একজন আছেন যিনি একেবারে অক্ষম অসহায়—অন্ধ, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। তিনি দীর্ঘকাল ধ'রে জি, আর পেয়ে যাচ্ছিলেন। মাসে তাঁকে আট কেজি গম দেওয়া হয়। এই অসহায় বিপন্ন ব্যক্তিটি দীর্ঘকাল জি, আরের পথ চেয়ে

চেয়ে—অবশেষে এপ্রিল, মে জুন, জুলাই এই চার মাসের প্রাপ্য গমের মধ্যে, এই কিছু দিন পূর্ব্বেমাত্র দুমাসের গম পেলেন! আর দু মাসের গমের হিসাব দেবার বা ব্যাপার জানাবার কেউ কোথাও নেই!

মানবাজার থানার মাঝিহিড়া গ্রামের একটি পরিবারকে বহু সময়ে নানা সাহায্য আমাদের দিতে হয়েছে। বাড়ীর রোজগার করার লোকটির কুষ্ঠ হয়েছিল। নাম শ্রীমধুসূদন সহিস। অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ল। ঘরে বৃদ্ধা মা, তার স্ত্রী এবং দুটি ছোট নাবালক বাচ্চা। মধু আর মধুর ৭০ বছর বয়সের বৃদ্ধা মা (শ্রীমতী শান্ত সহিস) জি. আর পেতেন। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত মধু মারা গেল। মধুর মা জি, আর পেতে লাগলেন। মধুর বৌ খেটে কিছু রোজগার করে! এইভাবে বহু কষ্টে সংসার চলে। মধুর মায়ের চলার শক্তিও প্রায় গেছে। এহেন পরিবারের এহেন এক বৃদ্ধা এতদিন জি. আর পেয়ে আসছিলেন—তাঁর জি, আর আজ বামফ্রন্ট আমলে বন্ধ হয়ে গেল!!

ঐ গ্রামেরই স্বর্গত হরি কর্ম্মকারের বৌ ৩।৪টি বাচ্চার মা এতকাল জি, আর পাচ্ছিলেন—তাঁর জি, আরও ইদানিং ফ্রন্ট শাসনে বন্ধ হয়ে গেল। কিছুদিন থেকে আর পাচ্ছেন না। এসব দেখে লোকে কী ভাবছেন? ভাবছেন এঁদের শাসনে—এহেন দরিদ্রতম, বিপন্ন মানুষদেরও জি, আর বন্ধ হচ্ছে যারা জি, আর পাবার অত্যন্ত যোগ্য এবং যারা কংগ্রেস আমলেও জি, আর পেতেন। আমার মনে হয়—দুস্থের একমাত্র ভরসা এই জি, আর, ফ্রন্ট আমলে, আরো বহু জনের বন্ধ হয়েছে—নতুন দলীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনে। যদি এই রকম অবস্থা নাই-ই হয়—যদি এ রকম ঘটনা দু চারটেই হয়েছে—তবু প্রশ্ন থেকে যায় যে, মধুর মায়ের মত দরিদ্রতম নিঃস্ব—যারা জি, আর পাবার যোগ্যতম—তাদের জি, আর ইচ্ছাকৃত ভাবে বন্ধ করা কেন আজ হবে? তবে শাসনে সুবিচার বলে কী জিনিষ থাকবে?

ওদিকে আবার মাঝিহিড়া গ্রামেরই আর এক অভিযোগ এই যে, গম চুরির জন্য ধৃত এক ব্যক্তির দাদা—অবস্থাপন্ন হয়েও, এই রাজত্বে জি, আর পাচ্ছেন—রাজনৈতিক পুরস্কার হিসাবে!!

চারিদিক থেকে ব্যাপক অভিযোগ আসছে যে, জি. আরে টোকেন দেওয়া হচ্ছে—জি. আর দেওয়া হচ্ছে না! আট কেজির টোকেন দেওয়া হচ্ছে—ছ কেজি গম দেওয়া হচ্ছে। যাদের জমি ভূমি আছে—খেটে খাচ্ছে—তাদের জি, আর দেওয়া হচ্ছে; আর যাদের জমি ভূমি নেই—অত্যন্ত অভাবে আছে—জি, আর পাচ্ছে না। এরকম উদাহরণ অনেক আজ পাওয়া যাবে বলে অভিযোগ। দলীয় লোক বলে দলে দলে আজ বহু লোক জি, আর পাচ্ছেন—যার ফলে আসল যাদের প্রাপ্য তারা বঞ্চিত হচ্ছেন সর্ব্বত্র এই অভিযোগ।

কংগ্রেসী রাজনীতির এক জি, আর ধারার পরিবর্ত্তে আজ আর এক প্রকাশ্য রাজনৈতিক জি, আর ধারা চলেছে। জি, আর ব্যাপারে ক্ষমতাসীন দলের কর্ম্মীরা বা শাখা কমিটিরা আরো যেভাবে জড়িত হচ্ছেন—তার খবরও আসছে। গ্রাম জীবনের খবরের মুখোমুখী যাঁরা হতে চান—তাঁদের এসব খবর পেতে দেরী হবে না ব'লে মনে করি।

জি. আর নিয়ে প্রকাশ্য রাজনীতি কী চলছে বামফ্রন্ট সরকারের আজ ভালভাবে তা' তদন্ত করা উচিত। যে কোনো ব্লকে বামফ্রন্ট একটা জমায়েৎ ডাকুন—তাতে আমাদেরও ডাকুন। শত শত লোকের কাছ থেকে তথ্য নিন। তাতে সরকার বুঝতে পারবেন অবস্থা কোথায় যাচ্ছে এবং এ সম্পর্কে তাঁদের কর্ত্তব্য কী।

জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতীক রূপে যাঁরা আজ শাসনে এসেছেন—তাঁরা যদি শাসন জীবনে সুবিচার ও গণতান্ত্রিক রূপকে সর্ব্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার দিকে লক্ষ্য না রাখেন, তবে অবশেষে দেশের ও বামফ্রন্টের সমূহ ক্ষতি হবে।

সেটেলমেণ্ট বিভাগের একটি অযৌক্তিক নির্দ্দেশ

সেটেলমেণ্ট বিভাগ থেকে পুরুলিয়া জেলার মধ্য স্বত্বাধিকারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখনো যাঁরা 'বি' ফর্ম দাখিল করেন নি—এমন কি যাঁরা এক একরেরও কম জমি খাসে রাখতে চান—তাদের সকলকে অবিলম্বে সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে নিজের অভিমত জানাতে হবে—না জানালে তাঁদের সমস্ত জমি সরকারে ভেষ্ট হয়ে যাবে।

দেশের সাধারণ মানুষদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন সরকার নিশ্চয় জানেন যে, মধ্য স্বত্বাধিকারী বলতে সবাই শিক্ষিত, ধনী জমিদার শ্রেণীর মানুষই নন। এঁদের মধ্যে অগণিত মানুষ আছেন—যারা অশিক্ষিত এবং সাধারণ সম্পত্তির মানুষ, এমন কি তাঁদের মধ্যে বহু দরিদ্র লোক আছেন। অনেক গ্রামে এজমাল মধ্য স্বত্বাধিকারীরা বহু ভাগ হয়ে আজ সামান্য সম্পত্তির মালিক।

একে তো এই সমস্ত লোকের পক্ষে 'বি' ফরম জোগাড় করা—সেই ফরম পূরণ করানোর জন্যে মাতব্বর লোক জোগাড় করা—কোর্ট কাছারি দৌড়োদৌড়ি ক'রে ধান্দাবাজদের পাল্লায় পড়া প্রভৃতি যেমন বহু খরচ, সময় নষ্ট ও নানা বিপদের ব্যাপার আছে—তেমনি ঐ সব লোককে আর একটি গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে—একটি গুরুতর সরকারী অব্যবস্থার জন্য। সেটি কী তাই বলি।

১৯২৭ সালে জমি মাপের পর বিনা পয়সায় সকলকে কাঁচা পড়চা দিয়েছিল। পরে আবার বিনা পয়সায় পাকা পড়চা দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৬ সালে বঙ্গভুক্তির পর জমির মাপ হয়েছে—কাঁচা পড়চা দেওয়া হয়েছে—এবং মানবাজার ছাড়া সব থানার সেটেলমেণ্ট ফাইন্যাল (সম্পূর্ণ) হয়েছে। কিন্তু তবু কাউকে পাকা পড়চা দেওয়া হয়নি—যা বিনা পয়সায় দেওয়া নিতান্তই সরকারের উচিত ছিল।

এর ফল কী দাঁড়াচ্ছে দেখুন। কাঁচা পড়চার পর মাপের কর্ম্মধারায় কত কী ব্যাপার ঘটে জমি জমার রূপ এখন কী দাঁড়িয়েছে—মধ্য স্বত্বাধিকারীরা কেউই কিছু জানেন না। পাকা পড়চায় কী আছে না জেনে—তাঁদের 'বি' ফরম পূরণ করাও সম্ভব নয়। এই অবস্থায় 'বি' ফরম পূরণ করতে সবাইকে পাকা পড়চা কিনতে হবে। তারজন্য বহু হায়রাণ ও বহু খরচের ধাক্কায় পড়তে হবে। তারপর পড়চা কেনার হিড়িক পড়লে অনেককে খেসারত নানাভাবে দিতে হবে। তাছাড়া, যাঁরা দরিদ্র—সামান্য জমির মালিক—তাঁদেরও বহু খরচ ক'রে পড়চা কেনা ও ফরম পূরণ প্রভৃতির ধাক্কায় যেতে হবে। যাঁরা না পারবেন—তাঁদের জমি ভেষ্ট হয়ে যাবে।

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

কংগ্রেস আমল থেকে আমরা বরাবর বলছি যে, কারো জমি ভূমি আছে ব'লেই সে চোরের দায়ে ধরা পড়েনি যে, কোনো বিবেচনা না ক'রে,—একটা সরকারী হুকুম ছাড়লেই লোককে সেটেলমেণ্ট অফিসে গড়াগড়ি দিতে হবে। আমরা বরাবর বলেছি—এ বিষয়ে সরকারের নিজেরই বেশী দায়িত্ব আছে। সাধারণ মানুষের সুবিধে অসুবিধে বুঝে সরকারকে তথ্য জানার ব্যাপারে সহযোগিতা করে ব্যাপারটার কিনারা করতে হবে।

এখন তো আর কংগ্রেস শাসন নেই। এখন তো সাধারণ মানুষের সুবিধে অসুবিধে বোঝবার মত সরকার রয়েছে। সেজন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ এ সম্পর্কে উপযুক্তভাবে বিবেচনা করে—সাধারণের সুবিধে জনক ব্যবস্থা করুন। তাছাড়া, এই প্রস্তাবটাও ভেবে দেখতে পারেন যে, সকলকে পাকা পড়চা দেওয়া হোক এবং সিলিং এর কম জমি থাকলে কারো সেইজমি ভেষ্ট করা হবে না—এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক।

কৃষি বিভাগের প্রশংসনীয় তৎপরতা

মুক্তির ২৬শ সংখ্যায়, ১৪ই আগষ্ট, চিঠিপত্র বিভাগে বলরামপুর থানার শ্রীবিপিন বিহারী মাহাতর একটি চিঠি "বেগুন চাষে কেন এই বিপর্য্যয় হোল" এই শিরোনামায় প্রকাশিত হয়।

বিপিনবাবু সুদীর্ঘকাল ধ'রে বেগুন চাষ করছেন। বেগুন চাষে খুবই পারদর্শী এবং দেড় দু' বিঘা জমিতে বছরে ৪/৫ হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন। বলরামপুর থানার ডুমারি ও অন্যান্য অনেক গ্রামে ব্যাপকভাবে এই বেগুনের চাষ হয় এবং ঐ সব চাষীরা হাজার হাজার মণ বেগুন বাজারে সরবরাহ করেন।

এবারে পূর্ব্ব খরিফ আবাদ হিসাবে বিপিনবাবু দেড় বিঘা জমিতে উপযুক্ত পরিচর্য্যা সহকারে বেগুন লাগান। সমস্ত জমিতে সুন্দর বেগুন গাছ বেড়ে উঠেছিল। সহসা এক রোগে সমস্ত গাছ শেষ হয়ে যায়। এই দুর্ব্বিপাকে বিপিনবাবুরও যেমন মন ভেঙ্গে যায়—অন্যান্য বহুচাষীরও আতঙ্ক হয়-যে, এই চাষ করা তবে তো বিপদ।

১৪ই আগষ্ট তারিখের মুক্তিতে প্রকাশিত এই সংবাদ দেখেই সঙ্গে সঙ্গেই ২১শে আগষ্ট ডাঃ এন. ত্রিবেদী, প্রজেক্ট অফিসার তথা জেলা কৃষি অধিকারিক আরো কয়েকজন কৃষি বিশেষজ্ঞসহ ডুমারি যান। বেগুন চাষে কেন এই বিপর্য্যয় হোল এবং এই বিপর্যয় পুণরায় যাতে না হয়—সে বিষয়ে চাষীদের কী ভাবে সাহায্য করা যায়—এই ছিল উদ্দেশ্য।

অন্যান্য কৃষি বিশেষজ্ঞ যাঁরা ডুমারি যান তাঁরা—বলরামপুরের এগ্রিকালচার এক্সটেনশন অফিসার শ্রীপুলক গাঙ্গুলী, ফার্টিলাইজার করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার পুরুলিয়া শাখার এ্যাগ্রোনমিষ্ট শ্রীরাখাল চন্দ্র নাথ এবং পুরুলিয়া কৃষি বিভাগের টেকনিক্যাল অফিসার শ্রীএস, পাল।

ডাঃ ত্রিবেদী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞেরা ডুমারি গিয়ে সমস্ত পরিদর্শন ক'রে, গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেখা করে, সব অবস্থা জানেন। বিপিনবাবু ও গ্রামবাসীদের নৈরাশ্য দেখে ডাঃ ত্রিবেদী বলেন যে, "একটা বিপদ হয়েছে ব'লে বেগুন চাষ ছেড়ে দেবার কোনো কারণ ঘটেনি। এখনই মাটি পরীক্ষা করা হবে এবং মাটিতে দোষ থাকলে তা কী ভাবে সংশোধন করা যায়—সে বিষয়ে আমরা শীঘ্রই সহায়তা করছি এবং আগামী বেগুন চাষের সময় আমরা নিজেরা চাষের সমস্ত পর্য্যায় পর্যবেক্ষণ করব এবং গাছ যাতে না মরে এবং বেগুন যাতে যথারীতি ফলে তা' আমরা দেখব।"

কৃষি বিভাগের এই তৎপরতা এবং আশ্বাস প্রদান দেখে গ্রামবাসীরা বিশেষ আশ্বস্ত হন। ডাঃ ত্রিবেদীর নেতৃত্বে কৃষি বিশেষজ্ঞদের এই দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণ বিশেষ প্রশংসনীয়। এর ভেতর দিয়ে বিভাগীয় দায়িত্ববোধ এবং বিপন্ন চাষীদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয় ঘটেছে।

চিঠিপত্র

(১)

দারিদ্র আদিবাসীদের গ্রামেও বার বার ডাকাতি

মহাশয়!

পুঞ্চা থানার অন্তর্গত অঞ্চল চান্দড়া মৌজা দেওরাং টোলার নরসিং গ্রামের জনসাধারণের সবিনয় নিবেদন এই যে গত ইং ৭।৯।৭৮ তারিখ মধ্য রাত্রিতে আমাদের গ্রামে একদল সশস্ত্র ডাকাত দল গ্রামের প্রতিটি ঘরে মারপিট করে ঘরের যাবতীয় জিনিষপত্র, এমনকি মুরগী, ছাগল, ভেড়া, টিনের বাসন, কাপড়, কাঁথা সমস্ত লইয়া গিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে গত ফাল্গুন মাসেও এইভাবে এক গ্রামটিতে ডাকাতের তাণ্ডবলীলা হইয়াছিল এবং আরোও হলো। এই গ্রামটির প্রতিটি মানুষ খেটে জীবিকা চালায় এবং সাঁওতাল ও মুদী সম্প্রদায় বাস করে। এই ভাবে বারে বারে নৃসংশ ডাকাত দল গ্রামের প্রতিটি মানুষের ঘরে মারপিট করে লুঠ করার কোন যুক্তি বুঝতে পারছি না। বর্ত্তমানে আমাদের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই এমনকি অঞ্চলে কোন সরকারী কাজ নাই যার দ্বারা আমরা কাজ করে জীবন রক্ষা করি তার উপায় নাই।

আমরা অত্যন্ত দরিদ্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক। আমাদের ওপরও এই অত্যাচার—এবং কর্ম্মহীন অবস্থায় প্রায়ই অনাহার—এই দু বিষয়েই বামফ্রন্ট সরকার আমাদের না দেখলে কে দেখবেন? মুক্তি পত্রিকা মারফত আমাদের দুঃখ সরকারকে জানাই। ৮।৯।৭৮

নিবেদন ইতি—

সর্ব্বশ্রী সুফলচন্দ্র মুদি, সেঠু মুদি, গোবর্দ্ধন মুদি, কুশল মুদি, হাসু মুদি, গুহিরাম মুদি, বাঁকু মুদি, ভীষ্ম মুদি, বিজয় মুদি, শকরা মুদি, বুধু মুদি, খাঁন্দু মুদি ভাদরী মুদি, শ্রাবণ মুদি, লক্ষীরাম মুদি, তারা মুদি শ্রাবণ মাঝি, মকর মুদি জগু মাঝি গগ মাঝি, মুঠা মুদি এবং আরোও ১৫ জন।

(২)

বুড়িবাঁধ অঞ্চলে জি, আর বিষয়ে গুরুতর অভিযোগ

মহাশয়,

পুরুলিয়া জেলা ও মানবাজার ২নং ব্লকের অন্তর্গত বুড়িবাঁধ অঞ্চলের সহকারী সেক্রেটারী ১৪।৮।৭৮ তারিখে গত জুন ও জুলাই মাসের জি, আর বিলি হইবে বলিয়া এলাকার খয়রাতি সাহায্য প্রাপকগণকে খবর দেন। সাহায্য প্রাপকগণ যথা সময়ে অঞ্চলের জি. আর ডিলারের বাড়ী যান। কিন্তু সেখানে টোকেন দিবার জন্য উক্ত সহকারী উপস্থিত ছিলেন না। ডিলার সাহায্য প্রাপকগণকে বলেন যে, কোন মাল আসে নাই। সাহায্য প্রাপকগণ নিরাশ হইয়া মানবাজার ২নং ব্লকের বি ডি ও সাহেবের নিকট যান। বি ডি ও সাহেব তাঁহাদিগকে জানান যে, এলাকার ডিলারকে যথসময়ে ডি ও দেওয়া হইয়াছে। সাহায্য প্রাপকগণ রিক্তহস্তে ফিরিয়া সহ সেক্রেটারীর বাড়ীতে তাঁহার সহিত দেখা করেন। তিনি ৫ই ভাদ্র তারিখে জুন ও জুলাই মাসের জি আর দিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে কথা দেন।

পরে গত ৫ই ভাদ্র তারিখে জি, আর বিলি হইল বটে, কিন্তু তাহা জুন মাসের নহে—জুলাই মাসের। এদিকে খবর রটিয়াছে যে, জুন '৭৮ মাসের জি আর এর মাল বিক্রীত হইয়া গিয়াছে এবং অভিযোগ এই যে, বিক্রয়লব্ধ অর্থের রহস্য সহকারী সেক্রেটারী, এম এল এ-র প্রতিনিধি শ্রীনকুলচন্দ্র মাহাত ও আরও কয়েকজন সদ্য নির্ব্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরাই

জানেন। এ বিষয়ে সঠিক তথ্য নিরূপনের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইতি

শ্রীনিমাইচরণ মাহাত ও শ্রীজাগরন মাহাত
সাং দাঁড়িকাডোবা
পোঃ জোরোবাড়ী, জেলা পুরুলিয়া।

(৩)

অতি সত্বর কেশরগড় রাকাব লাইনে বাস দেওয়া হউক

মহাশয়,

নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণেরা জানাইতেছে যে হিজুলী, দলদলী, আমলাতোড়া, চাটুমাদার, করনডি, কেশরগড় অর্জ্জুনজোড়া ও চিরুমাচা লাইনে অতি সত্বর বাস চালু করার জন্য বাস এসোসিয়েশন, মোটর ভেহিকেল ডিপার্টমেন্ট তৎসহ জেলাশাসক মহাশয়-এর নিকট দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত রাস্তাটিতে একটি মাত্র বাস "পার্ব্বতী সৌমেন"। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাসটির বডি নষ্ট হওয়াতে গত ২৯।৮।৭৮ তারিখে বডি বদলাইবার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বন্ধ হওয়ার জন্য অনেক খেটে খাওয়া ভাইদের নানান ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। অতএব নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণের অনুরোধ রাস্তাটিতে অতি সত্বর সরকার একটি বাস দিয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত—

শ্রীতরণীসেন গোপ (নিশ্চিন্তপুর), মুজিবর রহমান আনসারী (হিজুলী) শ্রীঅনিল মাহাত (করনডি), জানকীনাথ বাউরী (কেশরগড়), প্রফুল্ল গোপ (কেশরগড়) যাদব সহিস (চাটুমাদার), অশ্বিনী মাহাত (আমলাতোড়া), প্রণব কুমার মাহাত (দলদলী), ফকির মাঝি (পিররল্লিয়া), ভীষ্মদেব গোপ (নিশ্চিন্তপুর), সত্য গোপ (নিশ্চিন্তপুর)।

(৪)

পানীয় জল ও রাস্তাঘাট বিষয়ে অভিযোগ

মহাশয়,

আপনার বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সংকট সম্বন্ধে লেখার পর, বিদ্যুৎ সরবরাহ পুরুলিয়াতে আগের চেয়ে অনেকটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু পানীয় জলের ব্যাপারটা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। আর পুরুলিয়ায় রাস্তাঘাট সম্বন্ধেও এখন কিছু লেখা উচিত বিশেষ করে পূজো আসছে বলে। ১লা আশ্বিন।

ডাঃ অমর শংকর দে

Advertisement

Wanted a duly qualified Headmaster M. A. (Eng.)/M. Sc. (Math) B. T./B. Ed. Preferably Hons in degree course. 5 years teaching exp. in any recognised High School. for Sirkabad High School, P. O. Sirkabad, Dist. Purulia Apply to the Secretary by 28.9.78.

ডাক্তার চাই

নিমডি লোকসেবায়তনের একটি চিকিৎসালয় (হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই অনুষ্ঠানিকভাবে এই হাসপাতালের উদ্বোধন করা হচ্ছে। জায়গাটি পুরুলিয়া টাটা রেল রাস্তার মধ্যবর্ত্তী নিমডি ষ্টেশনের সংলগ্ন। এই হাসপাতালের জন্য একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রয়োজন। উদ্যোগী উৎসাহী কোনো তরুণ ডাক্তার গ্রামসেবার মনোভাবে এই হাসপাতালের কার্য্যভার নিতে অগ্রসর হলে কর্তৃপক্ষ সুখী হবেন। অথবা কোনো অবসর প্রাপ্ত অভিজ্ঞ ডাক্তার অনাদৃত উপেক্ষিত গ্রামবাসীর চিকিৎসার ভার নিতে যোগ দিলেও কর্তৃপক্ষ আনন্দিত হবেন। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা ক'রে, আবেদনকারীরা বেতন কী চান নিজেরাই জানাবেন। কয়েকজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক আবেদনগুলি থেকে যোগ্যতমকে নির্ব্বাচিত করবেন।

সেক্রেটারী
লোকসেবায়তন
পোঃ নিমডি (সিংভূম)

খাদীতে বিশেষ রিবেট

১৩-৯-৭৮ থেকে ৮-১০-৭৮ এবং ২৬-১০-৭৮ থেকে ৩০-১০-৭৮ পর্য্যন্ত

পূজা ও গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে নিমডি লোকসেবায়তন কর্তৃক বিভিন্ন ডিজাইনের থান, শাড়ী, ধুতি, চাদর বেডসীট ইত্যাদি— খাদি বস্ত্র বিক্রয়ের উপর শতকরা ২৫% ভাগ বিশেষ রিবেট দেওয়া হইতেছে।

প্রাপ্তিস্থান :—লোকসেবায়তন খাদি ভাণ্ডার
মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।

মুখার্জী মেডিক্যাল হল

ঔষধের দোকান
চাঁইবাসা রোড, পুরুলিয়া।

এখানে যাবতীয় এ্যালোপাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায়। এবং রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

শারদীয় মরশুমে লোকব্রতী সোসাইটির আয়োজন

১। শরৎকালের সমস্ত রকম বীজ এসেছে ও আসছে।

২। জীবানুসার এক অদ্ভুত নাইট্রোজেন জৈব সার—রাসায়নিক সারের মত মাটি অম্ল করে না—মাটীকে উন্নত করে; ফসল বাড়ায়; খরচ অনেক কমায়

৩। এন—২ (N2)—দাম খুব কম অথচ ইউরিয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ইউরিয়ার অর্দ্ধেক অপচয় রোধ করে। পোকা মাকড় নষ্ট করে। কারণ এটা ভাল জৈব ওষুধ।

৪। কীট নাশক রয়েছে—ফুরাডন, ডাইথেন জেড্, গ্যামাক্সিন প্রভৃতি। ইন্দুরের উপদ্রবে—জিঙ্ক ফসফাইট এবং সেলফস

৫। পাম্পের পার্টস সমূহ (যন্ত্রাংশ) সব রকম রয়েছে।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা

সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮
৮ই আশ্বিন, ১৩৮৫

বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫
নগদ ২০ পয়সা

ঐ) মহান সাধক—সৎ, অকপট
সততা মূর্ত্তিমান।
আজ) তাঁরি জয়গানে তোমরা আকাশ
করেছ কম্পমান॥

• • •

যদি) নিজেরাই হও—অসৎ, কপট,
—শঠতা মূর্ত্তিমান।
তবে) জেনো—প্রতিক্ষণে—তাঁরি জয়গানে
করো তাঁরি অপমান॥

সাম্প্রতিক বন্যায় এই রাজ্যের যে বিরাট ক্ষতি হয়েছে

ক্ষয় ক্ষতির হিসাব

১৯শে সেপ্টেম্বর, রাজ্যের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীরাধিকা রঞ্জন ব্যানার্জ্জী বলেন যে, আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যের এগারটি জেলায় বন্যায় [১] প্রায় ৫৮ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। [২] সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মেদিনীপুর জেলা। তার পরের স্থান মুরশিদাবাদের, তৃতীয় স্থান হুগলি; চতুর্থ মালদহ। [৩] সরকারী স্তরে প্রাপ্ত খবর এখনো পর্য্যন্ত ১০৩ জন লোক বন্যার ফলে মারা গেছে। [৫] কাঁচা পাকা মোট বাড়ি প্রায় চার লক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়েছে বা ভেঙ্গে পড়েছে। [৬] ১২ লক্ষ একরের বেশী জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। এর মূল্য ৮৯ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। বন্যায় মৃত মানুষের সংখ্যা বিষয়ে বেসরকারী হিসাব অনেক বেশী।

সাহায্য বিষয়ে সংবাদ

ত্রাণমন্ত্রী বলেন যে, [১] ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ত্রাণ বাবত রাজ্য সরকারের খরচ হয়েছে—সাড়ে আট কোটি টাকা [২] কেন্দ্রীয় সরকার বন্যার জন্য দিয়েছেন—১০ হাজার টন চাল, ১০ হাজার টন গম ও নগদ পাঁচ কোটি টাকা। [৩] চাষীদের অনুদান দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার জেলাগুলিতে ২ কোটি টাকা পাঠিয়েছেন।

ত্রাণের জন্য জরুরী প্রয়োজন ও কার্য্যক্রম

রাজ্য সরকারের প্রয়োজন [১] কৃষি ঋণের জন্য ৭০ কোটি টাকা। [২] ত্রাণের খয়রাতীর জন্য প্রায় ২০ কোটি টাকা। [৩] ৮৫ হাজার টন গম। [৪] ১লা অক্টোবর থেকে ঐ জেলাগুলিতে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প চলবে।

মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও শাসনতান্ত্রিক অত্যাচার

এই জেলার কর্ম্মীদের সংগ্রাম জীবনের সঙ্গে বহু গঠন কাজ

এই জেলায় যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ ও প্রথম সৈনিকের দল—যাঁরা বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষদের অধিকার রক্ষার ও উন্নয়নের জন্য বিগত ১৯২১ সাল থেকে জন-জীবনের বিবিধ কাজে যুক্ত হয়েছিলেন ও আছেন—তাঁরা পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য দেশের আন্দোলনগুলিতে ও সংগ্রামে যেমন আত্মনিয়োগ করেছিলেন—তেমনি তাঁরা সংগ্রামের পাশাপাশি নানা গঠন কর্ম্ম গ'ড়ে তোলার জন্য বহু সার্থক সাংগঠনিক কাজ করেছিলেন।

এই কাজ তাঁরা করেছিলেন—এই বিশ্বাস নিয়ে যে, সংগ্রামের সঙ্গে বঞ্চিত শোষিত জনশ্রেণীকে নানা গঠন কর্ম্মে সংগঠিত, আত্মসচেতন ও শক্তিশালী ক'রে তুলতে না পারলে, দেশ স্বাধীন হ'য়েও, দেশের হাতে ক্ষমতা এলেও, সার্থকভাবে তা' জনকল্যাণের কাজে নিয়োজিত হবে না।

এই মতবাদ, এই লক্ষ্য, এই আদর্শবাদ নিয়েই তাঁরা বঞ্চিত, নিগৃহীত, শোষিত মানুষদের মধ্যে,—দুর্গম, জঙ্গলে, অনাদৃত জায়গায়, পাহাড়-অঞ্চল প্রভৃতিতে নানা গঠনকেন্দ্র—অর্থাৎ সেবার কাজ, শিল্পোন্নয়নের কাজ—শিক্ষার কাজের বহু কেন্দ্র স্থাপনা করেন। জেলার অগণিত জনসাধারণ সে সবের কথা জানেন।

এই সেবাব্রতীর দল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনার যে কাজ করেন

এইভাবে এই জনসেবীর দল সেবার, পল্লীশিল্পের, জনচেতনা প্রভৃতির লক্ষ্যে বহুবিধ যে সমস্ত স্থায়ী সাংগঠনিক কাজ করেন—সে সবের উল্লেখ এই প্রবন্ধে এখন করছি না। এখন শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এই কর্ম্মীবাহিনী যে সব কাজ করেছেন—মোটামুটি তার উল্লেখ ক'রে, মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করছি।

পাহাড় জঙ্গল বেষ্টিত অঞ্চলে—বান্দোয়ানে—ঋষি নিবারণচন্দ্র বিদ্যাপীঠ,—যোগাযোগের খুবই অসুবিধের জায়গা দুর্গম মাঝিহিড়ায় বুনিয়াদী বিদ্যালয়,—অনাদৃত আদিবাসী অধ্যুষিত নিমডি গ্রামে (বর্তমান বিহারে) মাধ্যমিক স্কুল ও মেয়েদের বিশেষ শিক্ষার কর্ম্মধারা সমূহ—বিহার আমলে ভাষা-সংগ্রামের সম্মুখ সমরে পুরুলিয়া সহরে চিত্তরঞ্জন হাই স্কুল প্রভৃতি এবং জেলায় আরো অনেক জায়গায় শিক্ষাকেন্দ্র—শিক্ষা শিবির—নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপনা করেন—জেলার এই স্বাধীনতা সংগ্রামী গোষ্ঠীর দল।

হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই কর্ম্মীরা যে সংগ্রাম দিলেন

স্বাধীন জীবনে, বিহার আমলে, সারা জেলায় যখন হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের তাণ্ডব সুরু হল—যখন হিন্দীর মাধ্যমে না পড়ালে অনুমোদন ও অর্থ বন্ধ হয়ে যাবে ব'লে স্কুলে স্কুলে ফরমান আসতে আরম্ভ করল—যখন হিন্দী প্রচারকারী নামধেয় গুণ্ডার দল স্কুলে স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমূহের ওপর নানারকম জঘন্য অত্যাচার সুরু করল—যখন বাংলার মাধ্যমে পঠনপাঠনরত স্কুলগুলিকে মঞ্জুরী ও অর্থ সাহায্য থেকে বঞ্চিত ক'রে, তার পাশে বাংলা ভাষার স্কুল ভাঙ্গবার আড়কাঠী স্কুল পত্তন করতে লাগল—জেলার বিবেকহীন বিভীষণদের আশ্রয় ক'রে,—তখন ঐ সংগ্রামকারী গোষ্ঠীর দলই অভূতপূর্ব্ব জনসংগ্রাম পরিচালিত ক'রে, অসংখ্য বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের মানমর্য্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

জেলার এই সংগ্রামীর দল আট বৎসর ব্যাপী সেই হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নানারকম বিস্ময়কর সংগ্রামের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁরা 'হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষার' জুলুম-পত্রকে আবর্জ্জনাস্তূপে ফেলে দিয়ে, জনশক্তিতে—বেসরকারী শক্তিতে দীর্ঘদিন স্কুল চালিয়েছেন। সংগ্রাম ক'রে, আন্দোলন ক'রে, সত্যাগ্রহ ক'রে, স্কুলে অনুপ্রবেশকারী হিন্দীসাম্রাজ্যবাদী

উপদ্রবকারীদের প্রতিরোধ করেছেন। হাইকোর্টে সংবিধান গত অধিকার রক্ষার মামলা ক'রে স্কুলের আপন পরিবেশ উদ্ধার করেছেন।

এই কর্ম্মীগোষ্ঠীর নেতৃত্বে এবং এর পরিচালিত বিরাট বাহিনীর সাংগঠনিক শক্তিতে জেলার জনগণ মাতৃভাষার চিরন্তন অধিকার অর্জ্জন ক'রে পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি সম্ভব করেছিলেন।

পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্ম্মীদের প্রচেষ্টা

পুরুলিয়া জেলার বঙ্গভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার এই কর্ম্মীগোষ্ঠীর নেতৃত্বে 'পল্লীভারতী' প্রতিষ্ঠিত হল—যার ব্যবস্থাপনাতেই পুরুলিয়া সহরে হরিজন পাড়ায় বুনিয়াদী বিদ্যালয়, মূকবধির বিদ্যালয় প্রভৃতি থেকে আরম্ভ ক'রে,—জুনিয়ার বেসিক ট্রেনীং, পলিটেকনিক, নিস্তারিণী কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। এই পল্লীভারতীর উদ্যোগেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই সব শিক্ষা প্রসারের কাজে জড়িত করা সম্ভব হয়।

শাসকগোষ্ঠী বদল এবং কর্ম্মীদের তৈরী করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ে রাজনীতি

সততার সঙ্গে এই কর্ম্মীগোষ্ঠী শিক্ষা প্রসারের জন্য এই সব আন্তরিক চেষ্টা করলেও, দেশে একের পর এক যখনই যে শাসনকারীরা আসছেন—সেই শাসনকারীদের হাতেই এই কর্ম্মীদের তৈরী করা নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নানা বিঘ্ন বিপদ উপদ্রব আঘাতের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ সবের ঘটনাগুলি অনুধাবন করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, ঐ সব উপদ্রবের পিছনে রাজনৈতিক বুদ্ধিই কাজ করছে। এর আগে বান্দোয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলেছি। আজ মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয় সম্পর্কে বলব। পরে শীঘ্রই আবার অন্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বলব।

মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং কদর্য্য দলীয় রাজনীতি ও শাসনতান্ত্রিক অত্যাচার

মানবাজার থানায় অবস্থিত মাঝিহিড়া গ্রামের—মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সমস্ত কাহিনী অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, শাসনকারীরা নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, গ্রামের জীবনে পিছিয়ে পড়া গ্রামবাসীদের শিক্ষার কাজকে—সেবার কাজকে কীভাবে বিঘ্নিত করছেন; আরো পিছিয়ে দিচ্ছেন এবং স্বয়ং শাসনকারীরা তথা শিক্ষা বিভাগ কী রকম নগ্ন উপদ্রব করছেন—বিসদৃশ উদ্ভট ব্যবস্থা করছেন—বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা করছেন, এমনকি বেআইনী কাজ পর্য্যন্ত করছেন; এবং সর্ব্বোপরি, সমাজবিরোধী উপদ্রবকারীদের নিজেদের দলের পেটোয়ারূপে পাবার জন্য কী রকম গ্লানী জনকভাবে তাদের সাহায্য করছেন।

গান্ধীজীর গঠনকর্ম্মের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষাও বিশেষ স্থান পেল

যে কর্ম্মীগোষ্ঠীর শিক্ষাপ্রসারের কাজের কথা বললাম—সেই কর্ম্মীগোষ্ঠী গান্ধীজীর আদর্শ ও কর্ম্মধারাকে অনুসরণ করতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করেছেন। সর্বদাই তাঁরা গান্ধীজীর ১৮ দফা কর্ম্মতালিকা এই জেলায় প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেছেন। সেই অনুসারে এই জেলায় বুনিয়াদী শিক্ষার কর্ম্মধারাকে প্রবর্তন করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অনুভব করলেন এই কর্ম্মীরা। তার পরীক্ষাক্ষেত্র গড়ে তোলার আয়োজন তাঁরা করলেন। ঋষি নিবারণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্তকে গান্ধীজীর সেবাগ্রাম থেকে গান্ধী প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘের শিক্ষাক্রম অনুসারে শিক্ষিত ক'রে আনা হোল।

এই জেলার বুনিয়াদী শিক্ষার পরীক্ষাগার' সকলের সাহায্য পেল

উপেক্ষিত, অবহেলিত, শোষিত গ্রামজীবনের পরিবেশে—মাঝিহিড়ায় ১৯৪০ সালে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হোল। বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রসারিত করার জন্যই এক ট্রাষ্ট বোর্ড গঠিত হোল। ঐ উদ্বোধন দিবসে, সেবাগ্রাম থেকে বুনিয়াদী শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত আচার্য্য শ্রীআর্য্যনায়কম এসে ঐ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করলেন। স্বর্গত অতুলচন্দ্র ঘোষ ও জেলার বিশিষ্ট কর্ম্মীরা ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মণ্ডলীতে থাকলেন। হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ এই প্রতিষ্ঠানকে কাজ চালাবার সার্টিফিকেট দিলেন।

বুনিয়াদী শিক্ষার কাজকে গ'ড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই সহৃদয় গ্রামবাসীরা জমি দিলেন। ঐ উদ্দেশ্যেই জনসাধারণ সাহায্য দিলেন; সাহায্য দিলেন—তালিমী সংঘ, জেলাবোর্ড প্রভৃতি।

১৯৪২ এর সংগ্রামে বিদ্যালয়ে তালা পড়ল : বাজেয়াপ্ত হোল

বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দু'বছর পরেই এলো ১৯৪২ এর ভারতব্যাপী স্বাধীনতার আন্দোলন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ এবং পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ সকলেই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের ভক্ত ছিলেন। সেই কারণে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ও বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল!! স্কুল ঘরগুলিতে সরকারী তালা পড়ে গেল!! বাজেয়াপ্ত হবার সময় স্কুলের কয়েকটা মাটির ঘর, আসবাব পত্র, জিনিষপত্র, গরু ছাগল প্রভৃতির হিসাব ও মূল্য নির্দ্ধারণ ক'রে, তের হাজার টাকার সম্পত্তি তালিকা ক'রে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হল।

সংগ্রামের পর ক্ষতিপূরণ এলো : বিদ্যালয় পুনর্গঠিত হল

আন্দোলন চলল ৪।৫ বছর। অধ্যক্ষ ও শিক্ষকেরা এবং পরিচালন সমিতির সদস্যেরা দীর্ঘকাল জেলে রইলেন। স্কুলের ঘরবাড়ী সব ধূলিসাৎ এবং সম্পত্তি সব নষ্ট হয়ে গেল। যখন দেশ স্বাধীন হল তখন ক্ষতিপূরণ বাবত ঐ ১৩ হাজার টাকা পাওয়া গেল। ঐ টাকায় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অনেকগুলি ঘর তৈরী হল। তারমধ্যে ১২০ হাত লম্বা ও ১২ হাত চওড়া একটি ঘর; তার বিশাল বারান্দা, শিক্ষকদের জন্য কয়েকটি ঘর; আর আসবাবপত্র এবং তার সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার বহু সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি কেনা হল। ১৩ হাজার টাকাটা মূলপুঁজি ক'রে, আরো অর্থ, জিনিষপত্র সংগ্রহ ক'রে নূতনভাবে বুনিয়াদী বিদ্যালয় পুনর্গঠিত হোল—১৯৪৬ সালে।

হিন্দী সাম্রাজ্যবাদী মগের দল ছাত্রদের পুড়িয়ে মারতে চাইল

আমরা স্বাধীন হলাম—তখন বিহার রাজ্যের মধ্যে। স্বাধীনতার স্বাদ একবছর পেতে না পেতেই আমাদের জীবনে স্বদেশী শাসনের ভৈরব মূর্ত্তি দেখা দিল—হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ। সারা জেলায় বিহার সরকারের সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব সুরু হয়ে গেল। মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ও বাদ গেল না। স্কুলের ওপর নানা উপদ্রব, চুরি প্রভৃতি চলতে লাগল। অবশেষে একদিন ১৯৫০ সালে গভীর রাত্রে যখন বহু আবাসিক ছাত্র স্কুলের ঐ বিরাট মাটি ও খড়ের ঘরে নিদ্রায় অচেতন,—তখন বিহার সরকারের নিয়োজিত দুর্বৃত্তের দল ঐ বিরাট ঘরের খড়ের চালায় চারদিকে পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আরম্ভেই জানতে পেরে, শিক্ষকেরা ছুটোছুটি ক'রে, অগ্নিকুণ্ডের মধ্য থেকে বিপন্ন ছাত্রদের কোনো রকমে রক্ষা করেন। দেখা গেল, রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা কত নিচে নামতে পারে। ঐ বিরাট ঘর ও বিদ্যালয়ের বহু যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ধ্বংসস্তূপে আবার গড়ার কাজ হল : ট্রাষ্ট বডি রেজিষ্ট্রিকৃত হল

এই ভয়াবহ বিপদ এবং সাংঘাতিক উপদ্রবের পরিবেশ সত্ত্বেও, ঐ কর্ম্মীর দল আবার বিদ্যালয় ঘর তৈরী করতে লেগে পড়লেন। বিদ্যালয়ের জমা তহবিল ও চারিদিকের গ্রামবাসীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় আবার ঘর গড়ে উঠল। রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। ১৯৫২ সালে ট্রাষ্ট বডিকে (পরিচালন সমিতিকে) রেজিষ্ট্রী করা হল। এই ট্রাষ্ট বডির নাম হোল—মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ট্রাষ্টি।

এই ট্রাষ্টির অধীনে চার রকমের শিক্ষা ধারা গ্রহণ করা হয় তা' এই :—

বুনিয়াদী শিক্ষার যে বিভাগসমূহ গড়ে উঠল

(১) ক্রেশ বিভাগ—২। বছরের নিচের শিশুদের সারাদিন রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা—যাতে শ্রমিক মায়েরা নিশ্চিন্তে বাচ্চাদের 'ক্রেশে' রেখে কাজে যেতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ পর্ষদের অর্থানুকূল্যে এই বিভাগ খোলা হয়।

(২) পূর্ব্ব বুনিয়াদী (প্রি-বেসিক) বিভাগ—২। বছর থেকে ৫ বছর ছেলেমেয়েদের নানা জ্ঞান দেওয়া ও তাদের জীবনে শিক্ষার আগ্রহের পরিবেশ গ'ড়ে তোলা। নিখিল ভারত গান্ধী স্মারক নিধি ১৯৫২ সাল থেকে শিক্ষকদের বেতন প্রভৃতির জন্য অর্থ সাহায্য দিতে থাকেন ১৯৬১ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত। ১৯৬১ সালের এপ্রিল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। গান্ধী স্মারকনিধি বিদ্যালয়ের পাকা ঘর তৈরীর জন্য এবং আরো অন্যান্য ঘর তৈরীর জন্য টাকা দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বিদ্যালয় ঘরের জন্য টাকা দেন। এই বিভাগে দু জন শিক্ষক শিক্ষিকা ও দুজন কর্ম্মী।

[চতুর্থ পাতায় দেখুন]

মুক্তি

৮ই আশ্বিন ১৩৮৫, সোমবার

২রা অক্টোবর

যুগ যুগ ধ'রে, যতদিন পর্য্যন্ত, বিশ্বের বর্তমান মানব সমাজের ধারা ও ইতিহাস বেঁচে থাকবে—ততদিন পর্য্যন্ত এই মহান পুণ্যক্ষণ "২রা অক্টোবরের" স্মৃতি মানব সমাজের কাছে অভূতপূর্ব্ব অবদান রূপে জাগ্রত হয়ে থাকবে।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ইংরেজ মনীষী নোয়েল বেকার সাম্প্রতিক কালে এক জায়গায় বলেছেন যে, কিছু কিছু মহাপুরুষ নিজের দেশে কিছুকালের জন্য স্মরণীয় হ'য়ে থাকেন—কিছু কিছু মহাপুরুষ কিছু দেশে কিছুকালের জন্য স্মরণীয় হ'য়ে থাকেন—কিছু কিছু মহাপুরুষ বিশ্বের সকল দেশে কিছুকালের জন্য স্মরণীয় হ'য়ে থাকেন—কিন্তু ভারতবর্ষের 'গান্ধী'—বিশ্বের সর্ব্বদেশে, সর্বকালের জন্য, সকল মানুষের কাছে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। এই শ্রেণীর মহামানবেরা বিশ্বে খুব কমই আসেন।

তিনি আরো বলেন যে, কিছু কিছু মহাপুরুষ নিজের দেশে একেবারে আপনজন ব'লে নিজের দেশের হৃদয়ে স্থান পান। কিছু কিছু মহাপুরুষ কিছু দেশের হৃদয়ে আপনজনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন! কিন্তু ভারতবর্ষের 'গান্ধী' বিশ্বের সকল দেশের সকল মানুষের আপনজনরূপে সকলের হৃদয় জুড়ে আছেন।

কোনো দেশের লোক নিজের দেশের মহাপুরুষ বিষয়ে কোনো কিছু গর্ব্বের কথা যদি বলেন—তা অত্যুক্তি হওয়া প্রায়শঃই স্বাভাবিক। কিন্তু একজন বিদেশী—যিনি বর্তমান বিশ্বের একজন অন্যতম মনীষী—যিনি সারা বিশ্বে আনবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে ও বিশ্ব-শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করতে অগ্রগণ্যদের অন্যতম—তাঁর কাছ থেকে গান্ধীজী সম্পর্কে ঐ গর্ব্বের উক্তি—অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ।

বিশ্বে বিবদমান দেশগুলির মধ্যে হিংসার যে অন্তর্নিহিতরূপ পরিস্ফুট হচ্ছে—আনবিক মারণাস্ত্রের যে ভয়াবহ প্রতিযোগিতা চলেছে—তার প্রতিবিধানের পথে অগ্রসর হ'য়ে, নোয়েল বেকার প্রভৃতি বিশ্বের সমাদৃত মানুষেরা উপলব্ধি করেছেন যে, গান্ধীজী বিশ্বের চিন্তাধারার মোড়কে কীভাবে নতুন পথে ফিরিয়েছেন এবং তার প্রভাব কতো সুদূর-প্রসারী হয়েছে।

গান্ধীজীর জীবিতকালেই বিশ্বের তদানীন্তন মহা-মনীষীরা—আইনষ্টাইন, বার্টাণ্ড রাসেল, রঁমা রঁল্যা প্রভৃতি বিশ্বের চিন্তানায়কেরা গান্ধীজীকে চিন্তা জগতের যুগমানব ব'লে অভিহিত করেছেন। গান্ধীজী তাঁর নিজের চিন্তাকে কর্ম্মে রূপ দিতে, যে তপস্যা করেছেন, তার জন্য তাঁকে তাঁরা অদ্ভুত কর্ম্মা ব'লে অভিহিত করেছেন—তাঁরা তাঁকে জনগণের ওপর সারা বিশ্বে অভূতপূর্ব প্রভাবসম্পন্ন জননায়ক হিসাবে অভিহিত করেছেন। এবং সর্ব্বোপরি, সারা বিশ্বে শান্তি ও অহিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে, সমাজ-জীবনধারাকে—গঠনে ও সংগ্রামে, যে-অভাবিত নতুনরূপ গান্ধীজী দিয়ে গেলেন—তাকে অভিনন্দিত ক'রে, তার দ্বারা প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে, বিশ্বের এই মহান চিন্তানায়কেরা এবং বিশ্বে প্রভাবশালী আরো অনেক চিন্তানায়ক, গান্ধীজী প্রদর্শিত পথে,—ভাবপ্রসার বা সংগ্রামের কাজ ক'রে গেলেন!

সুতরাং গান্ধীজী শুধু পরাধীন ভারতের কোটি কোটি মানুষের বন্ধনমুক্তির লক্ষ্যে, অভূতপূর্ব্ব পথপ্রদর্শনের হোতা রূপেই বিশ্বে সমাদৃত হননি; তিনি সারা বিশ্বের যুদ্ধ-জর্জ্জরিত,—আনবিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত,—নিদারুণ ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে, অপূর্ব্ব বিশ্ব-মৈত্রীর বাণী বিশ্বের সামনে রাখলেন। এক নূতন বিশ্ব সমাজ-চেতনার ওপর জোর দিয়ে এবং নূতন এক অহিংস সংগ্রাম ধারার বিশাল রণক্ষেত্রের পরীক্ষার ভেতর দিয়ে—তিনি বিশ্বকে চমকিত, আকৃষ্ট, অনুপ্রাণিত ও আলোড়িত করেন। বিশ্বের কোটি কোটি নিরস্ত্র, শোষিত, নিগৃহীত মানুষের পক্ষেও যে এক অভাবিত বাঁচবার পথ আছে—এই গভীর বিশ্বাস সারা বিশ্বকে গভীরভাবে আশ্বাস দান করল।

একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে যে বিশাল অহিংস সংগ্রাম তিনি পরিচালিত করলেন—সেই সংগ্রামের ভেতর দিয়েও তিনি সারা বিশ্বের সমাজ-জীবনকে টিকিয়ে রাখার সমস্যা ও সংগ্রামের পথে এক নবতর পরীক্ষা বিশ্বের সামনে রাখলেন। সে পরীক্ষার অভাবিত ফল সারা বিশ্বের কাছে এক অভিনব মুক্তির বাণী নিয়ে এলো। সেজন্য তিনি সারা বিশ্বে 'যুগমানব' রূপে অভিহিত হলেন। বিশ্ববরণ্যে রূপে তিনি অভিনন্দিত হলেন।

গান্ধীজীর চিন্তাধারায় যেমন বিশ্বের ভাবজগতে—মনীষীদের চিন্তাধারায় এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করল—তেমনি ভারতবর্ষে গান্ধীজী পরিচালিত অভিনব সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের বাণী বিশ্বের কোটি কোটি নিগৃহীত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষকে তাদের নিজেদের অধিকার রক্ষায় আশান্বিত করল এবং ঐ সব দেশের লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র অসহায় মানুষকে সত্যাগ্রহ সংগ্রামের আত্মবলে উদ্বুদ্ধ করল।

তাই দেখা গেল সুদূর বিশাল এ্যামেরিকায় নিগ্রো সমাজের নেতা মার্টিন লুথার কিংএর নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ সত্যাগ্রহের শক্তিতে সারা বিশ্বে কী আলোড়ন সৃষ্টি করলেন! মার্টিন লুথার কিং অ্যামেরিকার গান্ধীরূপে, সত্যাগ্রহীরূপে মহান মৃত্যু বরণ করলেন। অহিংস সংগ্রামের শহীদ হয়ে সারা বিশ্বে নতুন জাগরণ তিনি সৃষ্টি করলেন।

বিশ্বে হিটলারের মত দারুণ একনায়কত্ববাদী—স্বৈরতন্ত্রবাদী সমরনায়ক ও তাঁর অনুসরণকারীদের অভ্যুত্থানের মুখে, সারা বিশ্বে, সহিংস সংগ্রামে রত কিছু দেশ ও তার সমরনায়কেরা বিশ্বের মানুষের মানবিক তথা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য অঙ্গীকার করলেন। বিশ্বের মানবের অধিকার সমূহের সনদ তৈরী হয়ে গেল। মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে এ এক অভিনয় অধ্যায় সংযোজিত হল।

ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটে, ১৯৪২ এর "ভারত ছাড়" সংগ্রাম, ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের মানবিক অধিকারের জন্য অহিংস সত্যাগ্রহের পথে কঠোর দুঃখবরণের সংগ্রাম—সারা বিশ্বের মানবিক অধিকারের দাবীর আলোড়নকে আরো নিদারুণভাবে আলোড়িত, আলোকিত, সম্মানিত ও মহিমান্বিত করল। তেমনি বিশ্বের নূতন মানবাধিকারের দাবীর ধ্বনিও ভারতবর্ষের অহিংস সংগ্রামের দাবীকে—তার যৌক্তিকতা ও অপরিহার্য্যতাকে—নিদারুণভাবে শক্তিশালী ক'রে তুলল।

সারা বিশ্বে ধারণা ছিল যে, কোনো পরাধীন দেশ সশস্ত্র, সংগঠিত আক্রমণের শক্তিতেই দেশের স্বাধীনতা লাভ করতে পারে। এটা কল্পনার অতীত ছিল যে, দেশের কোটি কোটি পরাধীন মানুষ নিরস্ত্র, নিঃসম্বল হয়েও, ভয়াবহ এক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত বিশাল রাজ শক্তির বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ ক'রে দাঁড়াবার শক্তি দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের হতে পারে এবং সে যুদ্ধেও তারা জয়ী হতে পারে। বিশ্বের এই মহান সংগ্রাম পরীক্ষার জন্মদাতা যিনি—তাঁর জন্ম ২রা অক্টোবরে। তাঁকে নমস্কার।

(৩) নিম্নবুনিয়াদী (জুনিয়ার বেসিক) বিভাগ – ১ম বর্ষ থেকে ৫ম বর্ষ পর্য্যন্ত। এই বিভাগের জন্য গান্ধী স্মারকনিধি ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩১ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত শিক্ষকদের বেতন প্রভৃতি জন্য টাকা দেন। ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার টাকা দেন। এই বিভাগে ৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন।

(৪) উচ্চ বুনিয়াদী (সিনিয়র বেসিক) বিভাগ—৬ষ্ঠ বর্ষ থেকে ৮ম বর্ষ। এই বিভাগের জন্য গান্ধী স্মারকনিধি ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের জুন পর্য্যন্ত অর্থ সাহায্য দেন। ১৯৫৭ সালের জুলাই থেকে পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই বিভাগে অর্থ সাহায্য দিতে থাকেন। এ বিভাগে ৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকা ও ২জন কর্ম্মী।

(৫) উত্তর বুনিয়াদী (পোষ্ট বেসিক) বিভাগ—১ম বর্ষ থেকে ১২শ বর্ষ। ১৯৩৬ সালে এই বিভাগ আরম্ভ হয় এবং গান্ধী স্মারকনিধি টাকা দেন—বেসরকারী ভাবে চালান হয়। সরকার এই বিভাগকে অনুমোদন দেন নি।

ট্রাষ্ট বডি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠল : সরকার ট্রাষ্ট বডি মেনে নিলেন

১৯৪৬ সালে বঙ্গভঙ্গের পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্য্যন্ত স্কুলের জীবন যাত্রা বেশ ভালভাবেই উন্নতি হলো। এই কার্য্যকাল মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৯৫১ সালে সরকারে প্রশ্ন ওঠে যে, কোনো ট্রাষ্ট বডিকে নিজার জন্য সরকার টাকা দিলে, যে যে বিভাগের জন্য সরকার টাকা দেবেন—সেই সেই বিভাগের জন্য সরকার নির্দ্ধারিত বিশেষ মানেজিং কমিটি গঠিত করা হবে, না, ঐ প্রতিষ্ঠানের ট্রাষ্ট বডির অধীনেই পরিচালিত শিক্ষা কাজকে টাকা দেওয়া হবে।

এই জেলায় এই প্রশ্ন ওঠে, রামকৃষ্ণ মিশন, মোণ্ডেরা সংসদ, রামকৃষ্ণ তাকশ মঠ, মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রভৃতি বিষয়ে। শেষে সরকারী সিদ্ধান্ত হয় যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলির নাম থেকে বিশেষ আবেদন এলে নিম্নস্থ সাব্যস্থে স্বীকার করে নেওয়া হবে এবং এই সংস্থাগুলির অধীনে পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারী টাকা দেওয়া হবে। মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয় নিজের পরিচালন ব্যবস্থায় থাকার আগ্রহ জানান। বিশেষ পরিচালন ব্যবস্থাকে স্বীকার করার পক্ষে তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মি সচিব তথা সেক্রেটারী শ্রীজি, এম. সেনের চিঠি আছে।

ট্রাষ্ট বডিকে মেনে তার হাতেই সিনিয়র বেসিক দেওয়া হল

১৯৬৩ সালে মুক্তফ্রন্ট আমলে মধ্য শিক্ষাপর্ষদ থেকে ঐ ধরণেরই একটি চিঠি আসে যে, উচ্চ বুনিয়াদী (সিনিয়র বেসিক) বিভাগকে রাজ্যের শিক্ষাধারার অর্থগত জুনিয়ার হাইস্কুলের পর্য্যায়ে ধরা হবে এবং স্বতন্ত্রভাবে এই বিভাগের মানেজিং কমিটিগুলি গঠিত করতে হবে—এই গঠন পদ্ধতি কী ভাবে হবে জানানো হয়।

তার সঙ্গে একথাও জানানো হয় যে, যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ট্রাষ্ট বডির মাধ্যমে ঐ শিক্ষা বিভাগ চলছে—এবং সেই ট্রাষ্ট বডি যদি তাঁদের নিজস্ব ট্রাষ্ট বডির অধীনেই [অর্থাৎ ঐ ভাবে বিশেষ ব্যবস্থায়] ঐ শিক্ষা বিভাগ চালাতে চান—তাহলে নিজেদের যুক্তিসহ তাঁরা শিক্ষা বিভাগকে জানান। মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ট্রাষ্ট বডি সরকারকে জানান—তাঁরা নিজেদের ট্রাষ্ট বডির অধীনেই (অর্থাৎ বিশেষ ব্যবস্থায়) ঐ বিভাগ চালাতে চান। এই উত্তর পেয়ে শিক্ষা বিভাগ ঐ ট্রাষ্ট বডিকেই নিয়মিত অর্থাদি দিয়ে যেতে থাকেন এবং ঐ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুমোদনাদি যথারীতি বরাবর দিয়ে যান।

সিনিয়র বেসিককে জুনিয়ার হাইএর পর্য্যায় করার উদ্দেশ্য

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, শিক্ষা সম্পর্কিত আইনেই ঐ বিশেষ পরিচালন কমিটির সুযোগ সম্পর্কিত আইন ছিল। এটা শিক্ষা বিভাগের আইনবহির্ভূত কোনো অন্তর্কথার প্রশ্ন ছিল না। অধিকন্তু, উচ্চ বুনিয়াদীকে (সিনিয়র বেসিককে) জুনিয়ার হাইস্কুলের পর্য্যায়ভুক্ত করার সরকারী সিদ্ধান্তের মধ্যে অর্থ এই ছিল না যে, উচ্চ বুনিয়াদীকে (সিনিয়র বেসিককে) তার বেসিকত্ব লোপ ক'রে জুনিয়ার হাইস্কে পরিণত করতে হবে। এই নির্দ্দেশ থাকলে সেটা তৎক্ষণিকী আইন হোত। উপরোক্ত ঐ নির্দ্দেশের অর্থ এই ছিল যে, বুনিয়াদী শিক্ষা তার নিজস্ব ধারাতেই চলবে—তবে এই সিনিয়র বেসিক বিভাগ শিক্ষা বিভাগের সুযোগ সুবিধে, নিয়োগ মাইনে প্রভৃতি বিষয়ে জুনিয়ার হাইস্কের সমতুল্য গণ্য হবে।

১৯৭২এ কংগ্রেস জয়ী : মন্ত্রীর নেতৃত্বে দারুণ কংগ্রেসী উপদ্রব

স্বাধীনতাতে পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হ'য়ে স্কুলের কাজ ভালই চলছিল। ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে পুণরায় কংগ্রেস দল শাসনে আসবার পর শুরু হল বিদ্যালয়ে ওপর উপদ্রব। উপদ্রব কয়েকটি ধারায় চলল। ধারাগুলি এই :

(ক) কংগ্রেসের লোকেরা বিদ্যালয়কে বিপন্ন করার জন্য নানাধরণের, নানা উপদ্রব চালাতে আরম্ভ করল। এবং বনমন্ত্রী শ্রীসীতারাম মাহাত এর পুরো নেতৃত্ব দিতে লাগলেন।

(খ) যুক্তফ্রন্ট আমলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হওয়ায়—বিদ্যালয়ের ট্রাষ্ট বোর্ডের সদস্যদের দ্বারা তৎসম্পর্কিত হওয়ায়, বিষেষপূর্ণ হ'য়ে সেই শিক্ষক বনমন্ত্রী শ্রীসীতারাম মাহাত ও কংগ্রেসীদের উপদ্রবের কাজে সাহায্য দিতে অগ্রসর হন। এই সুযোগ লাভ ক'রে,—মন্ত্রী মহোদয় ও কংগ্রেসীরা বিদ্যালয়ের অন্দরে কয়েকজন শিক্ষককে হাত ক'রে উপদ্রব বেশ পাকিয়ে তোলেন। মন্ত্রীর আশ্বাসে শিক্ষা বিভাগের আনকুলা পাবার আশায় অনেকটক শিক্ষক বিদ্যালয়ের ঘোর বিরোধী হয়ে ওঠেন।

(গ) মন্ত্রী ও নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসীদের চাপে ও আশ্বাসে স্বয়ং শিক্ষা বিভাগ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নানা যড়যন্ত্র ক'রে, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে হেয় করতে, ক্ষতি করতে কাজে লেগে যান। তাঁরা যা করলেন তা এই।

কংগ্রেসকে সাহায্য করতে শিক্ষা বিভাগ বদ্ধিমায় নামলেন

ক) মানেজিং কমিটির অধিকার বেআইনীভাবে—অদ্ভুত, উদ্ভট, অভাবিতভাবে অপহরণ করা হল। একে অবৈধ ব্যবস্থার অদ্ভুতপূর্ব্ব নজীরও বলা চলে।

খ) মন্ত্রী ও কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের অর্থাৎ স্কুলের ক্ষতিকারক উপদ্রবকারীদের নানাভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হল—এমন কি তাঁদের বে-আইনী সুযোগ সুবিধেও দেওয়া হল।

গ) মন্ত্রী তথা কংগ্রেসীদের প্ররোচনায় স্কুলের আনুগত্য-পরায়ণ শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি বিভণ অন্যায় ব্যবহার ও বিভালয়ের অর্থাদি বেআইনীভাবে আটক ক'রে বিদ্যালয়ের প্রভূত ক্ষতি সাধন করা হল।

ঘ) নানা অপকৌশলে গ্রামবাসীদের কিছু সংখ্যক লোককে বিদ্যালয়ের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ক'রে, নানা উপদ্রব সৃষ্টি করা হোল।

মন্ত্রী প্রভৃতির রাজনৈতিক উপদ্রব কাহিনী বারান্তরে থাকবে

এই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ওপর ভানীবন বনমন্ত্রী শ্রীসীতারাম মাহাত ও অন্যান্য কংগ্রেসীদের এবং তার সঙ্গে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন ঐ বিদ্যালয়েরই শিক্ষকরা যে সমস্ত উপদ্রব, চক্রান্ত এবং বেআইনী কার্য্যকলাপ ঐখানে ক'রে করেছেন—এবং তাঁরা বিদ্যালয়ের স্বাধীনতায় বিদ্যালয়ের ও ঐ সব গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের এক বিরাট কর্ম্মোদ্যোগকে যেভাবে হীন যড়যন্ত্রে নষ্ট করলেন—সে সবের আলোচনা বারান্তরে করব। বিদ্যালয়ের ট্রাষ্ট বডিকে ভাঙবার জন্য—বুনিয়াদী শিক্ষাধারাকে ঘোচাবার জন্য, ঐ উদ্দেশ্যে শাসনশক্তির সহায়তায় আশপাশের গ্রামবাসী কিছু মানুষকে শত্রুভাবাপন্ন করে তোলবার জন্য—দুর্ধর্ষকাল ধ'রে উপদ্রব ক'রে, শেষে আপনার হ'তে, ঐ সমস্ত বাক্তিরা শিক্ষা বিভাগকে প্রভাবিত করলেন। এবং শিক্ষা বিভাগও এক কদর্য্য রাজনৈতিক যড়যন্ত্রের সহায়ক হয়ে যে সব নজীরবিহীন বেআইনী কার্য্যকলাপ করলেন এবারে আমি সে সবের কথাই আলোচনা করছি।

শিক্ষাবিভাগের উদ্ভট বেআইনী ব্যবস্থা

(১) ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে শিক্ষা বিভাগ এক বিচিত্র ব্যবস্থা করলেন। বিদ্যালয়ের যে তিনটি বিভাগকে অস্থায়ী মাহাত্য দেওয়া হত—সেই তিনটি বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকার মাইনে এবং কনটিনজেন্সীর টাকা বিলি করার অধিকার ডি, আই ট্রাষ্ট বোর্ডের ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারীর হাত থেকে বেআইনীভাবে কেড়ে নিয়ে, নিজে বিলি করতে লাগলেন। কোনো কারণ দেখানোর না। শুধু জানালেন—তাঁর বিভাগের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশেই তিনি ঐ ব্যবস্থা করছেন !!!

(২) ট্রাষ্ট বোর্ডের প্রতি কোনোরকম বিরূপ হ'য়ে যে তাঁরা ট্রাষ্ট বোর্ডকে বাদ দিয়ে কোনো একটা ব্যবস্থা করলেন—তাও নয়। কারণ ট্রাষ্ট বোর্ডেরই সেক্রেটারীর হাত দিয়েই আবার মহার্ঘভাতাটা দিতে লাগলেন !!

(৩) কিন্তু আবার ওদিকে শিক্ষাবিভাগ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা,—বিল্ডিং মেরামতের গ্র্যাণ্ট প্রভৃতির টাকা আড়াই বছর ধ'রে এখনও পর্য্যন্ত বেআইনীভাবে আটক রেখে দিলেন এবং এখনও আটক রেখে যাচ্ছেন—তারফলে তাঁরা বিদ্যালয়ের প্রভূত ক্ষতি ক'রে যাচ্ছেন। ঐ বাবত স্কুলের প্রাপ্য প্রায় চুয়াল্লিশ হাজার টাকা আজও পর্য্যন্ত আটকে রয়েছে !!!

এ ছাড়া শিক্ষা বিভাগ আরো যে সমস্ত যড়যন্ত্রমূলক, বৈষম্যমূলক, নব বেআইনী কার্য্যকলাপ সমূহ করলেন তা এই :—

ট্রাষ্ট বোর্ডের বিরোধী শিক্ষকদের প্রতি বেআইনী অনুকূল ব্যবস্থা

(৪) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মাত্রমুখী তথা কংগ্রেসের তল্পীবাহকরূপে যে শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ের প্রতি নানা উপদ্রবে যুক্ত হলেন—তাঁরা নন্‌ম্যাট্রিক এবং 'বি' শ্রেণীর বেতন পাবার যোগ্য—তাঁদের জন্য 'এ' শ্রেণীর মাইনে চলছে—তাতে আপত্তি নেই !!

ঐ উপদ্রবকারী শিক্ষক দলের একজন অনুমোদন পাননি—অথচ তিনি বরাবর মাইনে পেয়ে যাচ্ছেন !

ট্রাষ্ট বোর্ডের অনুগত শিক্ষকদের প্রতি স্বেচ্ছাকৃত প্রতিকূল ব্যবস্থা

(৫) যে সব শিক্ষক শিক্ষিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত, ভক্ত, এবং কংগ্রেসের তল্পীবাহক নন—তাঁদের মাত্তাতার আমলের পুরোণো স্কেলেই মাইনে দেওয়া হচ্ছে—বিভাইজড্ স্কেলে মাইনে দেওয়া হচ্ছে না !! এবং এটা করা হচ্ছে—সুধীর্ঘকাল ধ'রে। এর জন্য অন্য ব্যাপারের মত নানা বাজে অজুহাত তোলা হচ্ছে। কংগ্রেসী পেটোয়াদের জন্য বেআইনী ব্যবস্থাও ঠিক হয়ে যাচ্ছে—এদের জন্য আইনের সঙ্গত ব্যবস্থাও নেই !

শিক্ষিকা শ্রীমতী প্রভাকে কী রকম বিসদৃশভাবে বঞ্চিত করা হল

(৬) বিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক'রে এত গোলমালই দেখে, বাইরের থেকে আগত ভাল শিক্ষকেরা এক একে একে চলে যাচ্ছিলেন। এই রকম পরিস্থিতিতে উচ্চ বুনিয়াদী বিভাগের একজন শিক্ষক চ'লে গেলে, বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী শ্রীভিভূষণ ধাসগুপ্তের কন্যা শ্রীমতী প্রভা যিনি বি, এ পাশ ক'রে বসেছিলেন—তিনি ঐ পদের জন্য অগ্রাহ্যকের সঙ্গে আবেদন করলেন। নির্ব্বাচন কমিটি ক'রে দেওয়া হল—তাঁরে রইলেন এই জেলার বি. টি কলেজের অধ্যক্ষ এবং সহরের আরো দুজন শিক্ষাবিদ। তাঁদের তিনজনের বিচারে প্রভা প্রথম হলেন। প্রভা বিভাগের শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করলেন। যে পোষ্টের জন্য অনুমোদন ও অর্থবরাদ্দ থাকে—সেই পোষ্ট খালি হ'লেই এবং তাতে নতুন শিক্ষক বা শিক্ষিকা নেওয়া হলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অনুমোদন দেওয়া বা মাইনে দেওয়া হয়ে থাকে। শ্রীমতী প্রভার ক্ষেত্রে, বহু লেখালেখি সত্ত্বেও, অনুমোদন বা মাইনে এলো না। এইভাবে প্রায় ছ মাস গড়িয়ে গেল। অর্থাৎ তাঁর বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি বিনা মাইনেতে পড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন। শিক্ষা বিভাগের নিছক রাজনৈতিক বৈষম্যবুদ্ধি তথা অবিচারের জন্যই এই নয় অবিচার করা হোল। সম্পূর্ণ নিয়মসঙ্গতভাবে শ্রীমতী প্রভাকে নিযুক্ত করা হয়। তবু তিনি অন্যায়ভাবে বঞ্চিত।

শিক্ষক শ্রীহরলেশ্বরের প্রতি কী রকম প্রবঞ্চনা করা হল

এই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ওপর উপদ্রবের মাহাত—ঐ বুনিয়াদী বিদ্যালয়েই পঠন পাঠন শেষ ক'রে, স্কুল ফাইন্যাল দেন। একজনের পদখালি হ'লে, তাঁকে বিধি বিধান সম্মতভাবে পূর্ব্ব বুনিয়াদী বিভাগে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তাঁকে মনোনয়ন দেবার জন্য শিক্ষা বিভাগকে চিঠি দিলে, ডি,ডি,পি, আই ওঁর সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন করে এক পত্র দেন। সেই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিয়ে পাঠানো হয়। ডি, ডি, পি, আই সঙ্গে সঙ্গে তার টাকা মঞ্জুর করেন এবং তা পাঠাতে থাকেন। শ্রীহরলেশ্বর মাহাতও যথারীতি শিক্ষকতা করে যেতে থাকেন। আড়াই বছর টাকা পাঠাবার পরে—হঠাৎ একদিন টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। শিক্ষাবিভাগ থেকে কোনো কারণ জানানো হল না। স্পষ্ট বোঝা গেল যে এর কারণ স্কুলের প্রতি অনুগত, বিচারবিমল এই শিক্ষক ঐ সব উপদ্রবকারী শিক্ষকদের উপদ্রবের বিরুদ্ধেই বরাবর দাঁড়াচ্ছিলেন। সুতরাং আড়াই বছর টাকা পাওয়ার পর টাকা বন্ধ হয়ে গেল। ডি, ডি পি, আই থেকে বরাবর রংসেন্সরের টাকা আসছে—তবু তার টাকা ডি, আই অজ্ঞাতসারে আটক রেখে যাচ্ছেন।

শিক্ষা বিভাগের অজুহাত সৃষ্টির অপকৌশল ও অব্যবস্থা সমূহ

(৮) শিক্ষা বিভাগের মহনীয় গাদিয়ের আসনে বসেও, কতকগুলি অবিবেচক তাঁদের উদ্ভট প্রণোদিত কাজগুলির সমর্থনে যখনো হাস্যকর, কখনো বালকোচিত কারণ দেখান বা উক্তি করেন। এঁরা কখনো 'অনুমোদনের' কথা তোলেন। কিন্তু 'অনুমোদন নেই' (প্রত্যক্ষ্যান নেই) কিভাবে ইচ্ছাকৃতভাবেই অনুমোদন দিচ্ছেন না। তালভাবে তথ্যাদি খাঁটিয়ে দেখা যাবে যে, অনিয়মিত, যাবাবিচ্ছুতি বাবস্থা অবলম্বনের জন্য শিক্ষা বিভাগের অনেক পাতাই অনেক ব্যাপার প্রকাশ করে পড়বে।

এসব কংগ্রেসী আবদ্ধমা কী বামফ্রন্ট বজায় রাখতে চান ?

রাজ্যের এবং জেলার শিক্ষা বিভাগ দীর্ঘকাল ধ'রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তথা বিদ্যালয়ের প্রতি বহু অসঙ্গতিজনক, বৈষম্যমূলক, আইনবিচ্ছুতি, এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নব বিসদৃশ আচরণ করেছেন। এবং আজকের দিনে সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, বামফ্রন্ট শাসনেও আজও ঐ সমস্ত নয়, বিসদৃশ, বেআইনী, বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সমূহ যথাপূর্ব্বং চলছে—যে ব্যবস্থাসমূহ শুধু কদর্য্য, উদ্ভট, তোঘলকী ব্যবস্থাই নয়—সারা রাজ্যের শিক্ষা জীবনে এই ব্যবস্থা নজীরবিহীন এবং মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অন্যই একক।

বামফ্রন্ট শাসন যেভাবে নিরাশ করাচ্ছেন

একটা স্বাধীন দেশের শিক্ষা বিভাগের কর্ণধারগা কী অদ্ভুত নোংরামী ও অন্যায় প্রবণ ব্যক্তিদের মত আচরণ করতে পারেন এই ব্যাপারই দেখুন। এই প্রবন্ধে আমি যে সব কথা দেখেছি—তার একটা বিবরণ প্রতিবাদ করার ক্ষমতা যদি শিক্ষা বিভাগের থাকে তো এগিয়ে আসুন। বামফ্রন্ট শাসনে আসতেই আমরা ভেবেছিলাম যে, শিক্ষার উচ্চমানের দৃষ্টিকে নিয়ে বামফ্রন্ট শাসন, শিক্ষার নামে কংগ্রেসী দুষ্ট বেআইনী ব্যবস্থাসমূহ—যড়যন্ত্র ও বৈষম্যমূলক আচরণ সমূহের আবর্জ্জনাগুলো সঙ্গে সঙ্গে ঝেঁটিয়ে সাফ ক'রে ফেলবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উপরোক্ত ঐ সমস্ত নয়, বিসদৃশ, বেআইনী তথা বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাগুলোর কথা আমরা যতটুকু জানি—তার কোনো কিছুর প্রতি বিধান করলেন না। ঐ অন্যায় ব্যবস্থাগুলোও যেমন অচল অনড় হয়ে আছে—বামফ্রন্ট ও তেমনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অচল অনড় হয়ে আছেন !!!

বামফ্রন্ট শিক্ষামন্ত্রীও নীরব আছেন

বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী সমস্ত বিষয় প্রাথমিক মাধ্যমিকের শিক্ষামন্ত্রী-কে লিখে জানিয়েছেন—তাঁর সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে তিনি তিনবার দেখা করছেন। আমিও ঐ শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দুবার দেখা করেছি এবং এ বিষয়ের অবিচারের অনিয়মে প্রতিকার করতে সহরোধ করেছি। তাঁকে বলেছি—রাজত্ব লাইনের একটা নির্দ্দেশ দিতে—তা এই যে, সুর্দ্ধীর্ঘ ব্যবস্থা ফিরিয়ে দেওয়া হোক তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরের যার যা ন্যায় সঙ্গতভাবে—তা বিবেচনা ক'রে দেখা হোক। এছাড়া, ফোনেও আমি তাঁকে তিনবার অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একথাও বলি। শ্রীয় বামফ্রন্ট আমার সময় থেকেই আমারের দিক থেকে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এক বছর ধরে এই যোগাযোগ চলেছে। তিনি সব সময়ই জানিয়েছেন যে, তিনি নীরই এ সম্পর্কে ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু প্রতিবার তাঁর আশ্বাস জানের পর দেখলাম অবস্থা যা চলছিল—ঠিক তাই চলছে। তিনি গতাগতিক একটা বিজাগীয় প্রাপ্তি স্বীকার ছাড়া আর কিছু জানান নি। বা আমারের অনুরোধ অনুযায়ীকে জনে রয়ে থাকলে তাও তিনি এপর্যন্ত লিখে বা মুখে জানান নি।

আজ আবার বিদ্যালয়ে যে রাজনৈতিক উপদ্রব দেখা দিচ্ছে

হয় তো শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আরো বলা কওয়া চালিয়ে যেতাম—আরো অপেক্ষা করতাম। কিন্তু কংগ্রেসী আমলের সরকারী ব্যবস্থাগুলি একাধিকে যেমন অনড়ভাবে বহাল রয়ে যাচ্ছে—অন্যদিকে আবার অন্যায় বিস্তির হয়ে দেখছি যে, আজ বামফ্রন্ট আমলেই কংগ্রেসী আমলে প্রোৎসাহাগ্রস্ত সেই উপদ্রবকারী শিক্ষক ও অন্যান্য কংগ্রেসী অনুচরগুলি পুণরায় নতুন উদ্যমে বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নানা উপদ্রব আরম্ভ করেছেন—এবং তাদের এ সব উপদ্রবে তাঁরা নতুন নতুন রাজনৈতিক বস্তু ও পুলিসী সহায়তা পাচ্ছেন !!! সেসবই সমস্ত বিষয়টা আজ অনাবাবশ্যকের গোচরে আনবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলাম।

R. No.—2539/57 মুক্তি (৬) ৮ই আশ্বিন, ১৯৭৮ W. B./B. K. U. 24

নোটীশ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, পুরুলিয়া দুলমী নিবাসী শ্রীভোলানাথ সরকার এবং নডিহা নিবাসী সেখ রমজান আলি আমার শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার সুযোগ লইয়া আমার জমি জমা প্রভৃতি সম্পত্তি ভালভাবে দেখাশুনা করিবে। এইরূপ বুঝাইয়া আমাকে গত ইং ২৭।৫ ৭১ তারিখে একলা পাইয়া পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী করাইয়া লন। উক্ত তঞ্চকী দলীলের বলে উক্ত দুই ব্যক্তি আমার কিছু সম্পত্তি আমার অজ্ঞাত সারে কিছু জমি বিক্রয় করিয়াছে। এবং বিক্রয় লব্ধ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে।

আমি গত ১৯।৯।৭৮ তারিখে পূর্ব্বোক্ত পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী দলীল ক্যানসেল করিয়াছি।

জানানো যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত শ্রীভোলানাথ সরকার ও সেখ রমজান আলির নিকট হইতে কেহ আমার সত্বাধিকৃত সম্পত্তি খরিদ বা রমগেজ গ্রহণ করিবেন না। করিলে তাহা বাতিল ও অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

নিবেদক
শ্রীদীনেশ চন্দ্র চৌধুরী
নডিহা, পুরুলিয়া
২০।৯।৭৮

Wanted

Wanted a Bio-Science graduate preferably Trained in Panjania J.D.R. 4 class Jr. High School P. O. Bagalia, Dt. Purulia.

Apply to the Secretary on or before 30-9-78 and appear before the Sellection Committee on 30-9-78 at 11 A. M. in the School. No T. A. will be given to the candidates.

Advertisement No. 1/78

Wanted a graduate in Arts, preferable trained in the Leave Vacancy for Gourangdih Jr. High School, P. O. Gourandih, Dist. Purulia.

Apply to the Secretary with in 6-10-78,

N. C. Halder
Secretary
25-9-78

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর

বিশেষ খেলা ঃ ২৮ অক্টোবর, ১৯৭৮
(৬টি সিরিজে)

*

একটি প্রথম পুরস্কার
২,৫০,০০০ টাকা
(ছটি সিরিজ মিলিয়ে)

*

প্রতি সিরিজে আরও অনেক উপহার
প্রতি টিকিটের দাম মাত্র একটাকা

এজেণ্ট ও বিক্রেতাদের জন্য আকর্ষণীয় বোনাস ও কমিশন

বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী
৬৯, গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-১৩

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Wanted

"Wanted immediately a trained M. Sc. (Math) with honours at the Degree stage or M. Sc./B. Sc. (Hons.) in Math, with at least Eight years teaching experience in Secondary Schools for Santaldih Thermal Plant High School (Govt. Sponsored) P. O. Santaldih T. P., Purulia—723146 against a Leave Vacancy.

Applications to reach the Secretary within a week from the date of publication of this advertisement"

শারদীয় মরশুমে লোকব্রতী সোসাইটির আয়োজন

১। শরৎকালের সমস্ত রকম বীজ এসেছে ও আসছে।

২। জীবানুসার এক অদ্ভুত নাইট্রোজেন জৈব সার—রাসায়নিক সারের মত মাটি অম্ল করে না—মাটীকে উন্নত করে; ফসল বাড়ায়; খরচ অনেক কমায়

৩। এন—২ (N2)—দাম খুব কম অথচ ইউরিয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ইউরিয়ার অর্দ্ধেক অপচয় রোধ করে। পোকা মাকড় নষ্ট করে। কারণ এটা ভাল জৈব ওষুধ।

৪। কীট নাশক রয়েছে—ফুরাডন, ডাইথেন জেড, গ্যামাক্সিন প্রভৃতি। ইন্দুরের উপদ্রবে—জিঙ্ক ফসফাইট এবং সেলফস

৫। পাম্পের পার্টস সমূহ (যন্ত্রাংশ) সব রকম রয়েছে।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ৩৩শ ও ৩৪শ সংখ্যা | সোমবার, ৯ই অক্টোবর, ১৯৭৮ ২২শে আশ্বিন, ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ—৩০ পয়সা

যবে) সহানুভূতির পরশ গভীর
জাগে মানুষের প্রাণে—
মানুষ তখন মানবিক হন
সৃষ্টির মাঝখানে ॥

• • •

যবে) আর্ত্তের তরে চোখে জল ঝরে
দুখ নিতে বুক পেতে—
মানুষ তখন মহীয়ান হন
দেবতার আসনেতে ॥

সারা জেলা যে প্রলয়ঙ্করী বর্ষার কবলে পড়েছে

বন্যার্ত্তদের জন্য আজ সারা দেশ চিন্তিত

পশ্চিমবঙ্গের বারটি জেলা অভূতপূর্ব্ব বন্যার কবলে প'ড়ে আজ অপরিমেয় ক্ষতি, দুর্গতি ও সংগ্রামের মধ্যে দিনযাপন করছে। অবিলম্বে এই জেলাগুলির লক্ষ লোকের খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়, ওষুধ, বাসস্থানের সামগ্রী সরবরাহ করার জন্য দেশের শাসনও বহু দল ও ব্যক্তি অত্যন্ত ব্যস্ত।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই জেলার দুঃখের কথা বলতে হচ্ছে

এই পরিস্থিতির মধ্যে যদি আবার বন্যাপীড়িত ছাড়া বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সাহায্যের জন্য দাবী উঠতে থাকে—তবে লোকে ভাল চক্ষে দেখবে না—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি বন্যা পীড়িত না হয়েও, এবং একসঙ্গে একাধিকবার অগণিত লোকের বিপদ না হয়েও, জেলার স্থানে স্থানে, কিছু কিছু লোকের অবস্থা বন্যাপীড়িত মানুষের মতই চরম দুর্গতিপূর্ণ হয়—তবে দাবী না তুলে উপায় নেই।

এই বর্ষার তাণ্ডবে পুরুলিয়ার কী অবস্থা দেখুন

জেলায় জেলায় বন্যার সঙ্গে, সারা পশ্চিমবাংলাতে যে ক্রমাগত বর্ষার তাণ্ডব চলেছে—তা অভাবিত এবং অভূতপূর্ব্ব। এরকম বৃষ্টি পূর্ব্বে দেখেছেন ব'লে কোনো মানুষই স্মরণে আনতে পারছেন না। এই রকম নিদারুণ বর্ষায় জেলার কী অবস্থা হতে পারে—তা সহজেই অনুমেয়।

বহু মানুষের কুটির ভেঙ্গে ধূলিসাৎ

চরম দারিদ্র্যে নিগৃহীত এই জেলার বহু নিঃস্ব মানুষের মাটির ছোট ছোট কুটিরের চালে খড় নেই। ঐ সব মাটির ঘরের দেওয়ালও আবার নিতান্ত সরু। ক্রমাগত সাংঘাতিক বর্ষায় পুরোনো ইঁটের দেয়ালই ভেঙ্গে পড়ছে। এই অবস্থায় ঐ সব ঘর যার চালে খড় প্রায় নেই—দেওয়াল সরু—সে সব ঘর ধূলিসাৎ হতে কতক্ষণ। ঝড়ে বহু লোকের চালের খড় গেছে।

যারা আজ গৃহহীন-তারা প্রায় সবাই সঙ্গতিহীন

সারা জেলার খবর—ঐরকম অজস্র ঘর ভেঙ্গে মাটিতে মিশিয়ে গেছে। যাদের ঘর ভেঙ্গেছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ আছেন, যাঁরা এই বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ গৃহহীন হ'য়ে অন্য লোকের বারান্দায়, ষোলআনার মেলায় আশ্রয় নিয়েছেন। এঁদের ঘর তৈরী করার কোনো সঙ্গতি নেই। এঁরা দিন আনেন—দিন খান—কোনো পুঁজি নেই। এবং তার ওপর এঁদের জন্য এখন কোনো কাজও নেই। কাজ নেই এখন বেশ কিছু দিনের জন্যই। বহু স্কুলঘর ও ছোট ছোট দোকানদারদের দোকান ঘরও পড়ে গেছে। দরিদ্র গ্রামবাসীদের পক্ষে শীঘ্র স্কুলঘর সারানো বা দরিদ্র দোকানদারদের দোকানঘর শীঘ্র সারানোর ক্ষমতা হবে না।

ঘর ভেঙ্গে পড়ায় বিপদসমূহ

১) দেওয়াল চাপা প'ড়ে বহু লোক আহত হয়েছেন। খবর—এতে লোক মারাও গেছেন। কজন মারা গেছেন সঠিক খবর নিতে হবে।

২) বহু গরু, মহিষ (কাড়া), ছাগল ভেড়া—ঘর চাপা পড়ে মারা গেছে।

৩) ক্রমাগত বৃষ্টির সময় বহু মাটির ঘরের বা বহু পুরোণো ঘরের বাসিন্দাদের রাত্রি জাগরণে কাটাতে হচ্ছে। কী ভয়ের ব্যাপার।

৪) এবারে আরো অজস্র বাড়ীর এক আধটা ক'রে দেওয়াল পড়ে গেছে।

৫) শুনছি—বৃষ্টির পর রোদ দিলে আরো ঘর ও দেওয়াল পড়বে।

ধানের যে ক্ষতি হল

১) যাদের আউস ধান (ভূত মুড়ি ধান) পাকছিল—ঝড়ে তাদের বহু ধান পড়ে গেছে—শতকরা ৫০ ভাগ গেছে। এই চাষীরা অধিকাংশ দরিদ্র।

২) বাইদ ধানের (আসন লাওয়া প্রভৃতি ধানের) ক্ষতি হয়েছে—এই জেলায়—ব্যাপক। যে ধান ফুটছিল—২৬শে, ২৭শে, ২৮শে তারিখের ঝড়ে—এরকম ধানের দারুণ ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির রূপটা হচ্ছে—এই জেলায় যাকে 'কুটি ফেটে' যাওয়া বলে। সারা জেলায় বাইদে কুটি ফেটে গেছে। লোকে বলছেন—এই ধান সর্ব্বত্র অর্দ্ধেক গেছে।

৩) নদী বা জোড়ের ধারে দুপাশে জলের স্রোতে বালি এনে অনেক জমির ধান চাপা দিয়ে দিয়েছে। ধান তো গেলই—তা ছাড়া যে সব দরিদ্র চাষীর জমি গেল—তাদের ঐ জমির বালি উঠিয়ে মেরামত করার ক্ষমতা দীর্ঘ দিনের মধ্যে হবে না।

৪) বহু জমির আইল ভেঙ্গে ধানের ক্ষতি হল ও জমির স্থায়ী ক্ষতি হল।

রবি ফসলের যে ক্ষতি হোল

১) এই সময়ের কলাই ডালের চাষ বহু জায়গায় একেবারে শেষ হল। গুঁজা কুখী একেবারে সব গেল। আগে জানিয়েছি—ভুট্টা ও তিল গেছে।

বৃষ্টিতে আরো যে সব ক্ষতি হয়েছে

১) নানা জায়গায় ঝড়ে বড় বড় গাছ শেকড় শুদ্ধ উপড়ে পড়ে গেছে।

২) কাঁসাই, কুমারী প্রভৃতি নদীর অবস্থা দুরন্ত হয়ে ওঠায়, বহু মানুষ দিন কতকের জন্য আটক হয়ে পড়েন। জামতোড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলের লোক কোর্টে বা ডাক্তার খানায় দিন কতক আসতে পারেন না, বা এখানে এসে গ্রামে ফিরতে পারেন না। ৩) বহু ছাগল ভেড়া গরু কাড়া রোগে মরছে।

চাষীরা এখন কী করতে পারেন

১) চাষের ক্ষতি পূরণের জন্য এখনকার ফসল যা সম্ভব তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। তা হচ্ছে—তিসি, ছোলা, খেসারী প্রভৃতি।

২) এবারে বাঁধ পুকুর কুয়া সব খুব ভর্তি হয়েছে—এই জলের সদ্ব্যবহার যতদূর সম্ভব করতে হবে। মূলা, কপি, টমেটো প্রভৃতি সব্জীর চাষ আশ্বিনের মধ্যে আরম্ভ করতে হবে। সাঁচি পিঁয়াজ লাগাতে হবে। তারপর গম, আলু—পিয়াজ প্রভৃতি লাগাতে হবে।

সরকারের কাছে সাহায্যের যে প্রস্তাব রয়েছে

১) যারা গৃহহীন হয়েছেন এবং গৃহ তৈরী করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ—অবিলম্বে তাদের ঘর তৈরী করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

২) যাদের জমি গেছে বা আইল গেছে—'কাজের বদলে গম' স্কীমে তাদের জমি বা আইল মেরামত করা।

৩) টি আর,—জি আর—কৃষি ঋণ, বীজ, যেখানে যেমন দরকার তার ব্যবস্থার জন্য জেলাতে নির্দ্দেশ দিন। এখন দেখতে হবে এ বিষয়ে যেন অবাঞ্ছিত রাজনীতি না হয়। এর জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসারদের কাজের দায়িত্ব দিয়ে যথাযথ কাজ উদ্যাপন করতে সরকার কড়া নির্দ্দেশ দিন।

৪) অবিলম্বে অত্যন্ত বিপন্নদের ও এই জেলার বন্যার্ত্তদের কম্বল, কাপড় প্রভৃতি দেবার ব্যবস্থা করুন। কাপ ও খাদ্যের অভাবে হাহাকার উঠেছে।

এই জেলায় বৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি ও ত্রাণকার্য্য সমূহ

ক্ষয় ও ক্ষতি সমূহ

পুরুলিয়ায় অভূতপূর্ব্ব বন্যার ক্ষয়ক্ষতি

এই বৎসর, গত ৩০শে আগষ্ট থেকে ২রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত একটানা অস্বাভাবিক বর্ষণে ১৬ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টিপাত হয়। এর ফলে পুরুলিয়া সহরে রামপদ কলোনী, ডিগুডি, কসাইডাঙ্গা, হাটের বাঁধ প্রভৃতি মহল্লায় এবং বস্তী অঞ্চল প্লাবিড ও জলমগ্ন হয়। আর কংসাবতী, শিলাইবতী, সুবর্ণরেখা, কুমারী প্রভৃতি নদীতে এবং দামোদর, দ্বারকেশ্বর প্রভৃতি নদের তীবর্ত্তী মানবাজার ১ ও ২নং ব্লক, বান্দোয়ান, রঘুনাথপুর ও নিতুরিয়া থানার শতাধিক গ্রাম ও কয়েক হাজার একর চাষের জমি জলমগ্ন হয়।

কংসাবতী ও পাঞ্চেত জলাধারে জলস্ফীতির কারণ পুরুলিয়া জেলায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দেয়।

সহরে মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেন ব্যবস্থার ত্রুটি প অভাব এবং নিকাশী ড্রেনের সুপরিকল্পনার অভাবে সহরের বহু অংশ জলমগ্ন হয় এবং ফায়ার ব্রিগেড তলব করে উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হয়।

(সমবায়ের কথা হইতে উদ্ধৃত)

বন্যায় পুঞ্চা ও মানবাজারের কয়েকটি গ্রাম জলমগ্ন

পুঞ্চা থানার পাকবিড়রা গ্রামের শ্রীসর্ব্বেশ্বর মাহাত জানাইতেছেন যে, গত ভাদ্র মাসে অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে কাঁসাই নদীর বন্যায় মানবাজার ও পুঞ্চা থানার মানবাজার ব্লকের কয়েকটি গ্রাম ডুবিয়া যায়। তাহাতে গরু কাড়া, ছাগল, ভেড়া গৃহ ধান চাউল ও অন্যান্য আসবাবপত্র ডুবিয়া যায়। এই অঞ্চলের ৩৬ হইতে ৪০টি পরিবারের ঘরবাড়ী গরু কাড়া অন্যান্য জিনিষ জলমগ্ন হইয়া নষ্ট হইয়াছে। সরকার হইতে এক কেজি জন প্রতি সাহায্য করিয়াছে। তাহারা অসহায়ভাবে দিন যাপন করিতেছে, পুরুলিয়া জেলায় এই বন্যায় অনেক ধানের জমি ডুবিয়া ফসল নষ্ট হইয়াছে। ইহার তদন্ত করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করিতে অনুরোধ করি।

রঘুনাথপুর ২নং ব্লকে বন্যার সংবাদ

সংবাদ এই যে, দামোদরে বন্যার প্রকোপে, চেলিয়ামা গ্রামের নিকটবর্ত্তী তীরস্থ করগালী প্রভৃতি ২/৩টি গ্রামের বিবিধ ক্ষতি ঘটেছে।

ঘর চাপা প'ড়ে বালিকার মৃত্যু

গত ২৮ | ৯ | ৭৮ তারিখে পুঞ্চা থানার কেন্দা অঞ্চলের বালকডি গ্রামে বৃষ্টির বাড়ী ধ্বসে পড়ায় শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাহাতর ১০ বৎসরের কন্যা মারা যায়।

মাটির ঘর সম্পূর্ণ প'ড়ে ৭ জন আহত

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর, রাত্রি ৩টার সময় কামতা-জাঙ্গিদিরি অঞ্চলের কলাবনী গ্রামনিবাসী শ্রীমহেন্দ্রনাথ মাহান্তির মাটির ঘরটি প্রবল বৃষ্টি ও দমকা ঝড়ে সম্পূর্ণ প'ড়ে যায়। ফলে সমস্ত পরিবারের ৭ জন একসঙ্গে আহত হন। তারমধ্যে ২ জন গুরুতর ভাবে আহত হন। ২৯শে সেপ্টেম্বর ১১টায় সময় পুরুলিয়া সদর হাঁসপাতালে আনা হয়। বর্তমানে ৫ জন কিছু সুস্থ আছেন। ২ জন এখনো পর্য্যন্ত গুরুতর অবস্থাতেই আছেন। দামদা গ্রাম সভায় অনেকগুলি বাড়ী পড়ে গেছে।

সাহায্য সংগ্রহে প্রচেষ্টা

ত্রাণকার্য্যে সরকারী তৎপরতা

বাঁকুড়ার বন্যাপীড়িদের সাহায্যের জন্য পুরুলিয়া থেকে চিঁড়ে, পাউরুটি প্রভৃতি খাদ্য এবং জলবেষ্টিতদের উদ্ধারের জন্য ট্রাক বাসের চাকার টিউব দফায় দফায় পাঠানো হচ্ছে। এজন্য সরকারী ত্রাণ বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগের অফিসারেরা বিশেষ কর্ম্মতৎপরতার মধ্যে রয়েছেন।

বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য জেলাবাসীর তৎপরতা

সারা রাজ্যব্যাপী ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে বিচলিত এই জেলার জনসাধারণের ভেতর থেকে সাহায্য দেবার এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত আগ্রহ দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণী ও দলের মানুষ সহায়তা সংগ্রহের কাজে এগিয়ে এসেছেন। বন্যাত্রাণে প্রচেষ্টা সমূহের সংবাদ সকলকে পাঠাতে মুক্তি সম্পাদক অনুরোধ করছেন।

নিস্তারিণী কলেজের অধ্যাপিকা ও ছাত্রীদের বন্যাত্রাণে কাজ

পুরুলিয়া নিস্তারিণী কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্পের উদ্যোগে কলেজের অধ্যাপিকা ও ছাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গের বন্যাত্রাণে প্রশংসনীয় কাজ করেন। পথ পরিক্রম ক'রে তাঁরা পুরুলিয়া সহরে ২১৬১.০০ (দুই হাজার একশত একষট্টি) টাকা এবং ২০৮ খানি বস্ত্র সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৩ | ৯ | ৭৮ তারিখে প্রেরিত হয়েছে। সংগৃহীত বস্ত্র পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে বন্যাক্লিষ্ট অঞ্চলে পাঠান হয়। এই সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করেন—জাতীয় সেবা প্রকল্পের দুইজন প্রোগ্রাম অফিসার—অধ্যাপিকা শ্রীমতী আঙ্গুর মাইতি এবং অধ্যাপিকা শ্রীমতী যূথিকা চট্টোপাধ্যায়।

বন্যাত্রাণে নডিহা জিমন্যাষ্টিক অ্যাসোসিয়েশন

গত ১০ই ও ১৩ই সেপ্টেম্বর '৭৮ তারিখদ্বয়ে পুরুলিয়ার অন্যান্য সংস্থার ন্যায় স্থানীয় নডিহা জিমন্যাষ্টিক অ্যাসোসিয়েশন বন্যাত্রাণে সাহায্যের জন্য শহর পরিক্রমা করে জনসাধারণের নিকট হতে নিম্নলিখিত অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছেন। এই অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রী গত ২০শে সেপেম্বর '৭৮ তারিখে সরকারীভাবে জমা দেওয়া হয়।

নগদ অর্থে ও চাউলে ৫০১৲ এবং বস্ত্রাদি ৫১৯টি।

সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রীশোভন শূররায়, সংস্থার পক্ষ থেকে বন্যাকবলিত দুর্গতমানুষদের প্রতি সমবেদনা প্রেরণ করেছেন।

মুক্তি ও মুক্তি প্রেস সম্পর্কে বক্তব্য

১) এবারে মুক্তি দু সংখ্যা একত্রে বের করতে হল—নানা কারণে। বেশী পাতা হওয়ার জন্য এবারের সংখ্যার দাম ৩০ পয়সা করা হোল।

২) মুক্তি যে কাগজে সাধারণতঃ ছাপা হয়—সে কাগজ বাজারে এখন নেই। সেজন্য একটু নিকৃষ্ট ধরণের কাগজে মুক্তি ছাপতে হল।

৩) পূজা উপলক্ষ্যে মুক্তি প্রেস বন্ধ থাকছে—৯ই অক্টোবর, ২০শে আশ্বিন, সোমবার থেকে ২০শে অক্টোবর, ২রা কার্ত্তিক শুক্রবার পর্য্যন্ত—১২ দিন।

৪) পূজোর জন্য মাঝে 'মুক্তি' দু' সংখ্যা বন্ধ থাকবে।

—মুক্তি সম্পাদক

মুক্তি

২২শে আশ্বিন ১৩৮৫, সোমবার

বন্যায় মানুষের সংকট ও আমাদের কর্ত্তব্য

যতই দিন যাচ্ছে—ততই এই ব্যাপক ও ভয়াবহ বন্যার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা আরো তীব্রতর, আরো প্রসারতর হয়ে উঠছে—দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে চিন্তার ও বেদনার কথা এই যে, এখনো লক্ষ লক্ষ লোক বন্যার জলে বেষ্টিত হয়ে, বাঁচবার জন্যে তিলে তিলে মরণপণ সংগ্রাম ক'রে চলেছেন। এঁদের এখনো নিরাপদ স্থানে আনবার বা এঁদের মধ্যে কতকাংশকে ঠিকমতো এবং কতকাংশকে একেবারেই খাদ্যশস্য বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেবার ব্যবস্থা এখনো সম্ভবপর হয়নি।

সারা ভারতবর্ষের নানা রাজ্যে এই প্রলয়ঙ্করী বন্যার তাণ্ডব দেখা দিলেও, এই পশ্চিম বাংলায় যে রকম ব্যাপক ও নিদারুণভাবে এই বন্যার বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে—ভারতবর্ষে তার তুলনা নেই। পশ্চিম বাংলায় দিনকতক ধরে যে অবিশ্রান্ত মারাত্মক বৃষ্টিপাত হয়ে চলেছে—প্রবল বেগে—এই বৃষ্টি যেমন ভারতবর্ষে অতুলনীয়—তেমনি এই বৃষ্টি রেকর্ড-বিহীন ঐতিহাসিক। বন্যার এই সংকটের সংবাদে সারা দেশের মানুষের মনে আশঙ্কা ও সমবেদনার আন্তরিক প্রকাশ দেখা দিলেও, সাক্ষাৎ সংকটে বিপন্ন মানুষেরা যে কী নিদারুণ শঙ্কা ও সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন তা' বাইরে থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

অত্যন্ত আশ্বাসের কথা এই যে, বন্যার এই ভয়াবহ সংকট কাটিয়ে ওঠার দায়িত্ব বিষয়ে, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েই আজ যথোচিত গুরুত্ব অনুভব করেছেন এবং সময়োচিত ব্যবস্থায় উদ্যোগী হয়েছেন। আকস্মিক এহেন সংকটের সামনে এদের উভয়ের সামর্থ্যের দিক থেকে অবস্থা যাই হোক—আন্তরিকতার অভাব নেই ব'লেই, দেশের লোকের ধারণা হয়েছে। সুখের কথা—জোয়ানেরা আর্ত্ত উদ্ধারে সংগ্রাম করছেন—ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি বিবিধ দেশী ও বৈদেশিক সেবা প্রতিষ্ঠান নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রে প্রশংসনীয় কাজ করছেন।

এর সঙ্গে খুবই সুখের কথা এই যে, আমাদেরই মানুষ সমাজের এক বিরাট গোষ্ঠীর এই মর্ম্মন্তুদ সংকটের সংবাদে সারা দেশের অন্তর গভীরভাবে নড়ে উঠেছে এবং আর্ত্ত মানুষদের ত্রাণ ব্যবস্থার লক্ষ্যে কিছু করার জন্য সারা দেশে আন্তরিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে। আজ আর্ত্ত সহায়তার লক্ষ্যে যার যতটুকু সাধ্য আছে—তা করার জন্য এগিয়ে আসতে সারা দেশের অগ্রণীরা দেশের মানবতা-বোধের কাছে গভীর আবেদন জানিয়েছেন।

দেশে অগণিত ক্রোড়পতি, লক্ষপতি এবং বহু বড়ো পুঁজির মালিক ধনীরা ব্যক্তি আছেন। তাঁদের আজ উচিত—জাতির এই সংকট মুহূর্ত্তে তাঁদের ধনের মর্য্যাদার উপযোগী আর্ত্ত-সহায়তা নিয়ে আর্ত্তত্রাণে অগ্রসর হওয়া। দেশের অগণিত সাধারণ মানুষের কাছ থেকে লভ্যাংশ নিয়েই তাঁদের এই বিশাল ধনভাণ্ডার গঠিত হয়েছে। সেই সাধারণ মানুষ আজ চরম দুঃখে ও সংকটে বিপর্য্যস্ত। স্বাধীন দেশে প্রগতির যুগে আজ তাঁদের কাছ থেকে উপযুক্ত সহায়তাই জাতি আশা করতে পারে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারে হাতে ত্রাণ খরচ খাতে, টাকা পর্য্যাপ্ত না থাকতে পারে। অত্যন্ত জরুরী নয়—এমন বহু খাতে টাকা বরাদ্দ করা আছে। উভয় সরকারই সেই সব টাকা ত্রাণকার্য্যে অবিলম্বে ব্যয় করুন। পাশ করা বাজেট নতুন হিসাব ব্যবস্থায় পাশ করিয়ে নিতে লোকসভা, বিধানসভার কাছ থেকে সমর্থনের অভাব হবে না—বিশ্বাস করতে পারি। এবং তাতে সারা দেশের আন্তরিক সমর্থন থাকবে—আশা করতে পারি।

আজ এই সংকট মুহূর্ত্তে,—যেখানে রাজ্যের বিশাল অঞ্চল জুড়ে কোটি কোটি মানুষের খাদ্যশস্য ও অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় জিনিষ বন্যার মুখে ধ্বংস হয়ে গেছে—সেখানে স্বাভাবিকভাবেই সারা দেশে সাময়িকভাবে বিভিন্ন জিনিষের খানিকটা অনটন দেখা দিতে পারে—তারজন্য আমাদের সকলকেই হাসিমুখে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এজন্য সরকারকে অভিযুক্ত না ক'রে, সংকট কাটিয়ে উঠতে সরকারকে সাহায্য করবার জন্য আমাদের মনোভাব রাখতে হবে।

কিন্তু আমরা সবাই জানি যে, দেশে আজও এহেন মানুষও আছেন—যাদের জাতীয় চেতনাবোধ নেই। দেশের এই ব্যাপক সংকটের সুযোগে, তারা মুনাফার উদ্দেশ্যে অনটনের অবস্থাকে আরো বাড়াবেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকেও যেমন কার্য্যকরীভাবে (শুধু হুমকী দিয়ে নয়) তৎপর থাকতে হবে, তেমনি জনসাধারণের দিক থেকেও সর্বদা অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে। এই অবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র জনমত সৃষ্টি ও আন্দোলন করতে হবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে সরকারকে অবিরত পরামর্শ ও সহায়তা দিতে হবে।

একথাও আজ অত্যন্ত নির্ম্মমভাবে সত্য যে, দেশে আজও এহেন মানুষেরা আছেন যাঁরা মানুষের এহেন চরম বিপদ সত্ত্বেও, ত্রাণ ব্যবস্থার জন্য অর্থ, সামগ্রী প্রভৃতি নিয়ে রাজনীতি বা স্বার্থসাধন করতে চাইবেন। এর বিরুদ্ধে যেমন সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলিতে তীব্র জনমত সৃষ্টি করতে হবে, তেমনি এ বিষয়ে সরকারকেও অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে এবং নিরপেক্ষভাবে দৃঢ় হস্তে সে সবে প্রতিরোধে তৎপর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এ ছাড়া, সব সময়ই দেখা যায়, এইসব পরিস্থিতিতে একদল অসাধু লোক জনসেবার নামে এগিয়ে এসে আত্মসাতের চেষ্টায় থাকেন এবং বহু ক্ষতি সাধনও করেন। অধিকন্তু, মানুষের এই সব বিশৃঙ্খল অসহায় অবস্থায় দেশের দুর্বৃত্তের দল সংগঠিতভাবে লুটপাটের রাজত্বও চালায়। সরকারকে এই সব পরিস্থিতির মধ্যে তৎপরতার সঙ্গে, পূর্ব পরিকল্পনার সঙ্গে প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জনসাধারণকেও এবিষয়ে সংগঠিত হয়ে—সজাগ ও তৎপর হয়ে প্রতিকারে দাঁড়াতে হবে—সরকারকে সাহায্য করতে হবে।

এসব তো সাময়িক ত্রাণ ব্যবস্থার কথা গেল। এরপরই অতি দ্রুততার সঙ্গে যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে—তা এক ঐতিহাসিক দায়িত্বের ব্যাপার। সেজন্য এ বিষয়ে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে—পারস্পরিক সদ্ভাব ও যুক্ত চেষ্টার মধ্যে—অত্যন্ত যোগ্যতা সহকারে পরিকল্পনা ও সুসংগঠিত কর্ম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এবং এখন থেকেই এবিষয়ে সারা বিশ্ব থেকে ঋণ ও সহায়তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আমরা আশা করতে পারি—সারা বিশ্বের কাছ থেকে ভারতবর্ষ আন্তরিক ও প্রয়োজনীয় সব সাহায্য লাভ করবে। তবে তার জন্য সবরকম চেষ্টার পরিবেশ গ'ড়ে তুলতে হবে।

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

বর্ষা ও মানুষের দৌরাত্ম্যে নিদারুণ দুর্দ্দশার একটী চিত্র

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

নিদারুণ বর্ষায় এই জেলার কতো মানুষের যে কী সাংঘাতিক দুর্দ্দশা ঘটেছে—তার খানিকটা ভাল পরিচয় পাওয়া যাবে—একটি জায়গার কতকগুলি মানুষের দুর্দ্দশার এক অত্যন্ত করুণ চিত্র থেকে। তারই সঙ্গে বোঝা যাবে—দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বার্থপর মানুষেরাও আজ এই সব দুর্দ্দশার জন্য কতোখানি দায়ী।

মানবাজারে গেছলাম—শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে। দারুণ বর্ষায় অনেকগুলি লোকের ঘর পড়ে গেছে শুনে—মানবাজারের একটি বস্তি দেখতে গেলাম—আমি ও মানবাজারের শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত। দিনটা ছিল ৩০শে সেপ্টেম্বর। বস্তিটির নাম—চড়কী মৌজা। বস্তির একপাশে হরিজন কলোনী করা হয়েছিল। কংগ্রেস আমলে জেলার নানা জায়গায়, টাকা লুঠের একটি উপায় হিসাবে—কলোনী নামধেয় যে সব প্রহসন হয়েছিল—এটিও তারই একটি নমুনা।

কলোনীতে ২০টি পরিবারের একটি ক'রে ছোট ছোট কুটির করা হয়েছিল। কাঁচা ইটের দেওয়াল—খড়ের চাল। দেখলাম এই বর্ষায় ১৯টি ঘরই একেবারে ধুলিসাৎ হয়েছে। একটি আধপড়া। পুরো পড়েনি কারণ তার সঙ্গে জড়িত একটি "ইট রহস্য" রয়েছে।

২০টি ঘরের মধ্যে ১০টি ঘর নিয়ে ১০টি বাউরী পরিবার বাস করতেন। ১০টি পরিত্যক্তই ছিল। ঐগুলিতে লোক কেন ছিলেন না—জিজ্ঞেস করায়—দখল করা ঘরের বাসিন্দারা বললেন যে, ঘরগুলি তৈরীর সময় থেকেই এমন অপটু ছিল যে, যাদের অন্য ব্যবস্থা ক'রে নেবার উপায় ছিল—তারা ঐ ঘরে থাকল না। ঐ বাসিন্দারা বললেন—নিরুপায় হয়েই তাঁরা ঐ বিপজ্জনক ঘরগুলিতেই আশ্রয় নিলেন।

ঘরের দেওয়ালগুলি যখন এই বর্ষায় পড়তে আরম্ভ করল—ঘরের চালাগুলি যখন মাটিতে আছড়ে পড়তে আরম্ভ হল—কোনো রকমে তাঁরা পালিয়ে বেঁচেছেন। যেভাবে ঘরগুলি সব পড়েছে দেখলাম তা ভয়াবহ ব্যাপার। ভাগ্যিস কেউ মারা যাননি। ঐ দশটি ঘরের পরিবার পালিয়ে গিয়ে মানবাজারের মূল বস্তিতে অপরের বারান্দায় যাযাবরের মত দিন কাটাচ্ছেন। এঁরা সবাই দিন মজুর। একে গৃহহীন তার ওপর বর্ষা বাদলের বিশৃঙ্খলা—বহু কষ্টে এঁরা আছেন। একটি পরিবার স্থান অভাবে ঐ বস্তির কাছে একটি পোড়ো বাড়ীতে আছেন—যে বাড়ীটি যে কোনো সময়ে ভেঙ্গে পড়তে পারে! আমরা তাঁদের অবিলম্বে স'রে যেতে বললাম।

এই দশটি পরিবারের দশজনের নাম এখানে দিচ্ছি। সর্বশ্রী ১। ভজু বাউরী ২। সুধীর বাউরী ৩। শিবু বাউরী ৪। নরসিং বাউরী ৫। গুরুপদ বাউরী ৬। কমল বাউরী ৭। হরি বাউরী ৮। পচু বাউরী ৯। নিবু বাউরী ১০। অঙ্কুর বাউরী।

এতগুলি ঘর একসঙ্গে পড়ে গেল—এতগুলি লোক গৃহহীন হল এবং তারা সবচেয়ে শোষিত বঞ্চিত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। এবং মানবাজার গ্রামেই ব্লক অফিস ও শাসনকারী দলের পার্টি অফিস। কিন্তু ব্লক বা পার্টি কোনো জায়গা থেকেই কেউ দুর্দ্দশা দেখতে এলেন না। শেষে এই দশটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি আবেদন পত্র দেওয়া হল সম্প্রতি নির্ব্বাচিত ব্লক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীঅশোক চৌধুরী (ক্ষুদিরাম বাবু)-কে। যিনি মানবাজারে সি-পি-এমের অন্যতম প্রধান। আবেদনকারীদের বক্তব্য ছিল—এঁরা গৃহহীন অবস্থায় আছেন—সেজন্য অনুরোধ—অবিলম্বে ঘরের ব্যবস্থা যেন করা হয়। সকলের পক্ষে এই আবেদন পত্র গিয়ে দিলেন—শ্রীনকুল বাউরী, শ্রীভীম বাউরী। তাতে ঐ ব্লক কমিটির চেয়ারম্যান—মানবাজারে শাসনকারী দলের প্রধান—উত্তর দিলেন এ সব বিষয়ে সাহায্য করার তাঁদের কোনো ব্যবস্থা নেই; তাঁদের দ্বারা কিছু করা যাবে না! আবেদনকারীরা নিরুপায় হ'য়ে ফিরে এলেন। মানবাজারে গিয়ে, বিজয় বাবুর কাছে ঐ বস্তির ঘটনার কথা শুনে আমরা তদন্তে যাই। যাবার সময় বিভিন্ন লোকের বারান্দা থেকে ঐ কলোনীর লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে যাই—দেখবার জন্য।

বর্তমান ব্লক কমিটির চেয়ারম্যান একজন দায়িত্ব পদে আসীন ব্যক্তি এবং তিনি শাসনকারী দলের একজন বিশিষ্ট কর্মীও। সর্ব্বহারাদের মুখপাত্র হিসাবে যে সি-পি-এমের অভ্যুদয়—তার কর্মী হিসাবেও ঐ সর্বহারা, বিপন্ন, বঞ্চিত মানুষদের জন্য তাঁর দায়িত্ব ছিল। আর শাসনকারী দলের কর্মী হিসাবেও এই সব দুর্গত মানুষদের জন্য ত্রাণ ব্যবস্থার চেষ্টা করা তাঁর উচিত ছিল। ব্লক পঞ্চায়েতের হাতে রিলিফের টাকা যদি নাও থাকে—তাহলেও নিজের গ্রামের ঐ বিপন্নদের জন্য সাহায্য ব্যবস্থা, কিছু পাওয়া যায় কিনা—তার চেষ্টা করাও তাঁর অপরিহার্য্য দায়িত্ব ছিল। যদি তাঁর এই দায়িত্ববোধ না থাকে—তবে ব্লক কমিটির মত গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েই বা তাঁর কী হবে, আর, মানবাজারে সি-পি-এমের পক্ষে সর্বহারাদের প্রধান নায়করূপে থেকেই বা তাঁর কী হবে। সি-পি-এমের জেলা প্রধানরা বা রাজ্য প্রধানরা তাঁদের এই সব কর্মীদের প্রতি লক্ষ্য দিন—এই অনুরোধ।

এবারে "ইট রহস্যের" কথা বলি। ২০টি ধুলিসাৎ হওয়া ঘরের মধ্যে একটি আধপড়া ঘর ছিল। কারণ তার খানিকটা অংশ "ইটে" তৈরী ছিল তাই সেটা পুরো ভাঙ্গেনি। ২০টা ঘরের মধ্যে এটাতে কেবল ইট কেন? বোধহয়, ইটে তৈরী করার সর্ত্তই ছিল। সেই অনুসারে তিন নম্বর ইট দিয়ে কাজটা আরম্ভও হয়েছিল। শেষে বোধহয় ঠিক হোল যে, চুরি যখন করতেই হবে—ওপর নিচে সব যোগাযোগে—তখন চুরিটা আরো ভালভাবেই হোক। সম্ভবতঃ কাগজে কলমে ইটের পাকা দেওয়াল তৈরী ব'লে রেকড়ে রইল। বর্তমান শাসকেরা একটু পুরোণো কাগজ ঘেঁটে দেখুন এবং প্রয়োজন হলে কণ্ট্রাক্টর বাবুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। অন্ততঃ তাকে সরকারী কাজ দেওয়া বন্ধ করুন।

এই নিদারুণ বন্যার মতই, সুদীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেস আমলে চুরির বন্যা পার হয়েছে। জনসাধারণের জন্য যে সব আয়োজন করা হয়েছিল—সে সব আয়োজনের নামে—জনগণের দেওয়া রাজস্বের টাকার যেমন অপরিমেয় অপচয় হয়েছে—তেমনি সাধারণ মানুষের জন্য কলোনী প্রভৃতিগুলি আবার জনসাধারণের সাক্ষাৎ ও ভয়াবহ বিপদের কারণও হয়েছে। কংগ্রেসী আমলের ঐসব কীর্ত্তিমান অফিসার তথা ঠিকেদারগুলি আজ বামফ্রন্ট শাসনে কালো খাতাতেই চিহ্নিত হবেন, অজ্ঞাত কারণে আরো উন্নততর আনুকূল্যের পরিবেশ লাভ করবেন না এটাই হবার কথা।

চিঠিপত্র

পশু চিকিৎসা বিভাগ থেকে এক প্রতিবাদ

মহাশয়,

স্থানীয় মুক্তি পত্রিকায় গত ১১ই ভাদ্র ১৩৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত বান্দোয়ান থানার গুড়ুর অঞ্চলের ভালুক গ্রাম ও সুপুড়ি অঞ্চলের পারবেলা গ্রামের গো মড়কের সংবাদ জিতান গ্রামবাসী শ্রীভজহরি মাহাত মহাশয়ের চিঠির মাধ্যমে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বান্দোয়ান ব্লকের ভারপ্রাপ্ত পশু চিকিৎসক এবং ইহার অধীন সহায়ক পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের কর্ম্মীবৃন্দ এবং জেলার ভারপ্রাপ্ত গবাদী পশুর রোগ নির্ণয় বিশেষজ্ঞের সরজমিনে প্রাপ্ত খবরের সহিত সামঞ্জস্য নেই।

বান্দোয়ান থানার গুড়ুর অঞ্চলের ভালুক গ্রামের গো-মড়ক প্রতিরোধে ভারপ্রাপ্ত পশু চিকিৎসক যথাযথ তৎপর ব্যবস্থা লইয়াছিলেন, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে রোগগ্রস্ত পশুর শবদেহ না পাওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। প্রকাশ থাকে যে গত ২২ | ৮ | ৭৮ তারিখে লিখিতভাবে উক্ত গ্রামের গো-মড়কের সংবাদ পাইয়া ভারপ্রাপ্ত পশু চিকিৎসক পরের দিন অর্থাৎ ২৩ | ৮ | ৭৮ তাং উক্ত গ্রামটি পরিদর্শনে যান। দুঃখের বিষয় কোন রোগগ্রস্ত বা মৃত গরু না পাওয়াতে রোগ নির্ণয়ের জন্য রক্ত অথবা অপর প্যাথলজিক্যাল স্পেসিমেন সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষাগারে পাঠানো সম্ভবপর হয়নি। যাহা হউক প্রয়োজনীয় কিছু ঔষধ গ্রামের একজন দায়ীত্বশীল লোকের নিকট তিনি রাখিয়া আসেন যাতে তিনি ওই ঔষধগুলি প্রয়োজনবোধে গ্রামবাসীদের দিতে পারেন। উক্ত গ্রামটি গত ২৬ | ৮ | ৭৮ হইতে ২ | ৯ | ৭৮ তাং পর্য্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টির জন্য বান্দোয়ান ব্লক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেই কারণে উক্ত সময়ের ভিতর ভারপ্রাপ্ত পশু চিকিৎসকের পুনরায় যাওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।

গত ৩ | ৯ ৭৮ ও ৬ ৯ ৭৮ তাং-এ কোন রোগগ্রস্থ বা মৃত গরুর সংবাদ স্থানীয় পশু চিকিৎসকের দপ্তরে ছিল না। এ কারণে নির্দিষ্ট রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিষেধক টীকা দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

সুপুড়ি অঞ্চলের পারবেলা গ্রামেও অনুরূপ কারণে রোগ নির্ণয় সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক জেলার পশু চিকিৎসা পরীক্ষাগারের ভারপ্রাপ্ত পশু চিকিৎসক গত ৯ | ৯ | ৭৮ তাং-এ উক্ত গ্রাম দুইটি পরিদর্শন করেন। তাঁহার বিবরণী থেকে জানা যায় যে পত্র লেখক শ্রীমাহাত মহাশয়ের উপরি উক্ত গ্রাম দুইটির লিখিত গো-মড়ক সম্বন্ধে চাক্ষুস কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। শোনা কথার উপর ভিত্তি করেই তার মুক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত এই চিঠির অবতারণা। বর্তমানে উক্ত গ্রামগুলিতে কোনরূপ গো-মড়ক নাই। পরিশেষে জানানো যায় যে, এই জেলার পশু চিকিৎসা বিভাগ যে কোন গবাদী পশুর মড়ক রোধে সর্বদাই সচেষ্ট আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। গবাদী পশুর মড়কের সংবাদ স্থানীয় পশু চিকিৎসকের সঙ্গেই সরাসরি যোগাযোগ করিলেই সত্বর সুফল পাওয়া যায়।

স্বাঃ জেলা পশু চিকিৎসা আধিকারিক
পুরুলিয়া।

মুক্তির পত্র লেখকদের প্রতি একটি পরামর্শ

মহাশয়,

পুরুলিয়ার "মুক্তি" কাগজ আমি নিয়মিত পড়ি। আপনাদের চিঠিপত্রের কলমে যে সব অভাব অভিযোগের কথা থাকে, আমার মনে হয় মুক্তিতে যেমন তা প্রকাশ হচ্ছে হোক—তার সঙ্গে চিঠিপত্রের কলমে সবাইকে লিখে জানিয়ে দিন যে, ঐ অভিযোগগুলো যেন সংশ্লিষ্ট সব বিভাগে দেওয়া হয় এবং রসিদ রাখা হয়।

কারণ আমার মনে হয় অভাব অভিযোগগুলো যেমন কাগজে প্রকাশ করা হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে আইন মাফিক কিছু কাজও এগিয়ে রাখা উচিৎ। নচেৎ এই সব অভিযোগের জের টানা যায় না। অভিযোগগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগে জানালে এবং রসিদ রাখলে তাঁদের পক্ষে "জানিনা" বা "শুনিনি তো" বলে এড়িয়ে যাওয়াকে আটকান সম্ভব যেমন ধরুন [ক] ২৮শে আগষ্ট সংখ্যায় শ্রীভজহরি মাহাত, জিতান থেকে গরু, কাড়ার রোগ বিষয়ে স্থানীয় শাসন কর্ত্তৃপক্ষকে জানাচ্ছেন। একই সঙ্গে জেলার ভেটারেনারী বিভাগ, অঞ্চল অফিস, বি, ডি, ও কৃষি দপ্তর এবং কোলকাতার ভেটারেনারী বিভাগ ও মন্ত্রী মহোদয়কেও চিঠি দেওয়া দরকার ও রসিদ রাখা কর্তব্য। [খ] গুড়ুর গ্রামে নৃশংস আক্রমণ—এটা শুধু মুক্তিতে জানালে চলবে না। স্থানীয় থানায় ডায়েরী করা এবং তার নম্বর ও তারিখ নিয়ে রাখাও জরুরী। তার সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চল অফিস, লোকাল কমিটি, বি, ডি, ও, জেলা শাসক, কোলকাতার স্বরাষ্ট্র বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের কাছেও ব্যাপারটা জানান দরকার। এ ক্ষেত্রেও চিঠি দিতে হবে ও রসিদ রাখতে হবে। [গ] ঢেলাৎবামু টি. আর, স্কীম বিষয়ে অভিযোগটিও একইভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো কর্তব্য।

এটা মনে রাখা আজ খুবই দরকার যে, আমাদের দেশে শুধু অভিযোগে কোন কাজ হয় না। তারই সঙ্গে সঙ্গে আইন মাফিক কাজ এগোতে হবে এবং দলীয় আন্দোলনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের রাস্তা বের করতে হবে। তবেই কিছুটা কাজ হতে পারে। নমস্কারান্তে—

সাথী মিত্র
গড়িয়া, ২৪ পরগণা

খেলা সংক্রান্ত আলোচনার জবাব প্রসঙ্গে

বিগত সাব জুনিয়ার ফুটবল ফাইনাল প্রসঙ্গে আমরা মুক্তিতে পুরুলিয়ার দল সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলাম "সময় থাকতে জেলা দল গঠন করা উচিত এবং ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে দলের বোঝাপড়া গ'ড়ে তুলে দলের সামর্থ্যকে বাড়িয়ে তোলা দরকার।"

এই মন্তব্য হতে সাতটি মাত্র শব্দ উদ্ধৃত ক'রে শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় যে দীর্ঘ তথাকথিত জবাব দিয়েছিলেন, আমরা তা প্রকাশ করেছি। জবাব দিতে গিয়ে কিন্তু তিনি মুক্তির মন্তব্যটিকেই মেনে নিয়েছেন "সুতরাং ৮ দিনে ভাল দল গঠন কোন মতেই সম্ভব নয়।"

দীর্ঘ পত্রটিতে বহু পরস্পর বিরোধী কথা তিনি লিখেছেন। প্রথমে লিখেছেন "বর্তমানে পুরুলিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার (এম, এস, এ) অনুমোদিত ক্রীড়াসংস্থার সংখ্যা হোল প্রায় ৫০টি।" পরক্ষণেই লিখেছেন "এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, জেলা সংস্থার অধীনে শুধুমাত্র অনুমোদিত "ফুটবল সংস্থা" বলে কিছু সংস্থার ব্যবস্থা নেই।" আবার লিখছেন "জেলা সংস্থার অধীনে অনুমোদিত সংস্থাগুলির যে সমস্ত খেলোয়াড়েরা রয়েছেন তাদের বয়স ১৬ বৎসরের উর্দ্ধে।" পত্রদাতার কোন্ ভাষ্যটি গ্রহণ করব?

একমাসের মধ্যে উপযুক্ত দল গঠন করা সম্ভব নয়, এটা প্রমাণ করার জন্য পত্রদাতা যে হিসেব দাখিল করেছেন, তা অত্যন্ত হাস্যকর। অন্য জেলাগুলি যেন পুরুলিয়াকে লুকিয়ে একবছর আগেই আন্তর্জেলা কর্তৃপক্ষের চিঠি পেয়ে যায়।

পত্রদাতা এম-এস-এর মুখপাত্র হিসেবে এসব কথা লিখছেন কিনা, পত্রে তার কোন উল্লেখ নেই। সেই দায়িত্ব বহন ক'রে চিঠি দিয়ে থাকলে তা তিনি জানাতেন। পত্রদাতা যে অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য হাজির করেছেন, সেগুলি এম-এস-এর পক্ষ থেকে এলে আলোচনা করা যেত। ব্যক্তি বিশেষের বক্তব্যের দায় একটি সংস্থার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত বলেই আমরা তা' থেকে বিরত হলাম।

স্থানীয় সংবাদ

গুরুতর অপরাধে শিক্ষক অভিযুক্ত

চাঞ্চল্যকর এক ডাকাতি ও খুনের ব্যাপারে শিক্ষক শ্রীসনাতন মাহাতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইনি মানিকডি স্কুলের শিক্ষক —সি, পি, এমের প্রার্থীরূপে জেলা পরিষদের সদস্য। ইনি এ, বি, পি, টি এরও সদস্য বলে প্রকাশ। আদালত জামিন না-মঞ্জুর করেছেন বলে সংবাদ। এই সূত্রে আরো দুজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। গত ৫ই সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া থানার টাড়া গ্রামে শ্রীগয়ারাম গোপের বাড়ীতে এই ডাকাতি হয়।

শ্রীগোপের ভাই শ্রীসীতারাম গোপকে ডাকাতেরা বন্দুকের গুলিতে সাংঘাতিকভাবে আহত করে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকৃষ্ণ গোপকে মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে ডাকাতেরা আঘাত করে। উভয়কে পুরুলিয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। শ্রীসীতারাম গোপের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হ'য়ে পড়ায়, তাঁকে রাঁচিতে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। ডাকাতেরা ঘরের মূল্যবান জিনিষ পত্র টাকা কড়ি লুঠ ক'রে নিয়ে যায়। শ্রীসীতারাম গোপ মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে ডাকাতদের নাম ব'লে যান।

ট্রেন থেকে ডাকাত ধরার পুলিসের কৃতিত্ব

গত ১৯।৯।৭৮ তারিখে, আসানসোল হইতে টাটা গামী একখানি লোকেল ট্রেনে (ট্রেন নং ৪৩৯– ভায়া পুরুলিয়া) ট্রেনে পাঁচজন ডাকাত ফতেপুর হইতে যাত্রা করিয়া আসোনসোল দিয়া টাটা যাইতেছিল। কিন্তু সেই ট্রেনে স্থানীয় পুরুলিয়া হইতে তিনজন রেলওয়ে পুলিশ ও একজন এ, এস, আই উক্ত ট্রেনে কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন। উরমা ষ্টেশনের নিকট এ এস, আই শ্রীকে, রায় ও রেলওয়ে পুলিস শ্রীরঞ্জিত বোস, শ্রীচন্দ্রশেখর মুখার্জ্জী ও শ্রীরসরাজ করের সন্দেহ হয় যে ইঞ্জিনের সামনের বগিতে পাঁচজন ডাকাত ভ্রমণ করিতেছে। তখন তাহারা বলরামপুর ষ্টেশনে রেলওয়ে পুলিশের সাহায্যে উক্ত বগিটি ঘেরাও করিয়া পাঁচজন ডাকাতকে ধরিয়া ফেলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে একখানি রিভলভার, পাইপ গানের মতো ৪টি যন্ত্র, ২৫টি ঝাড়ুঁজ, একটি বড় ভ্যাগার পাওয়া যায়। ডাকাত দলের বয়স ২৪ থেকে ২৫ বৎসর।

মানবাজার থানার সিন্দুরপুরে ডাকাতি

মানবাজার থানার সিন্দুরপুর গ্রামে গত ১১।৯।৭৮ শ্রীঅতুল মাহাতর ঘরে ডাকাতি হয়। ডাকাতির সময় শ্রীঅতুল মাহাত একজন ডাকাতকে জড়িয়ে ধরেন। সেই সময় অন্য ডাকাতগণ শ্রীঅতুল মাহাতকে লাঠি দিয়ে খুব মার দেয়। শ্রীঅতুল মাহাত তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তিনি এখনও সারতে পারেন নি। শ্রীঅতুল মাহাতর ২টি জামা সেলায়ের কল, ১টি সাইকেল, ১টি ঘড়ি, ১টি রেডিও আর সমস্ত থালাবাসন পিতলের হাঁড়ি, কয়েক শ ছিটে কাপড় নিয়ে ডাকাতেরা পালায়। শ্রীঅতুল মাহাতই কিছুদিন আগে এক হাল ভাল গরু যার মূল্য প্রায় ১৫০০ চুরি হয়।

পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার বার্ষিক সম্মেলন

গত ১০ই সেপ্টেম্বর, কাঁটাডি শিক্ষাসত্র হাই স্কুল প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন রাজ্য কমিটির সভাপতি শ্রীবিষ্ণুব্রত ভট্টাচার্য্য।

সম্মেলনে নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়। সমিতির সভাপতিরূপে শ্রীনিতাইদাস গাঙ্গুলী, সহসভাপতিরূপে শ্রীআমিন মাহাত ও শ্রীমতী আত্রেয়ী ব্যানার্জী; সাধারণ সম্পাদকরূপে শ্রীবারিক মাহাত এবং যুগ্ম সম্পাদকরূপে শ্রীদেবীপ্রসাদ অধিকারী ও শ্রীনিমাইচন্দ্র ওঝা নির্বাচিত হন।

বন্যায় মানুষের সংকট ও আমাদের কর্ত্তব্য

(৩য় পাতার পর)

এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ও কর্ম্ম-ব্যবস্থা বিষয়ে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দেশের বিশেষজ্ঞদের,—চিন্তাশীলদের এবং যেখানে যে সব দল ও ব্যক্তির সহায়তা সার্থকভাবে কাজে লাগতে পারে—সেই সব দল ও ব্যক্তিদের সহযোগিতা নিতে অবশ্যই চেষ্টা করবেন—আমরা আশা করব। ব্যাপক জনসহায়তা ভিন্ন আশু ও সুষ্ঠু পুনর্বাসন করা একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই অভাবিত, অভূতপূর্ব্ব বর্ষার জন্য খুবই বিপর্য্যয় ঘটেছে সত্য। তবে মানুষের তৈরী আর দুটি কারণের জন্য বিপর্য্যয় অত্যন্ত ভয়াবহভবে ব্যাপকতর এবং গভীরতর হয়েছে। প্রথমতঃ নদীতে বাঁধ প্রভৃতির ভুল এবং অসম্পূর্ণ পরিকল্পনার জন্য মানুষের দুর্গতি অনেক বেশী হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, ৩০ বছরের স্বাধীন জীবনে দেশের অধিকাংশ মানুষ ক্রমশঃ অধিকতর দরিদ্র হওয়ার ফলে আজ অগণিত মানুষের ঘরের চালে খড় নেই—দেওয়াল মেরামত নেই।

এই সব অবস্থা না ঘটলে, আজ ঐ অতি বৃষ্টির ধাক্কাও বহুলাংশে মানুষ সহ্য করতে পারত। আজ উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং দেশের দরিদ্র শ্রেণীর অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন এবং বন্যার সময়ের আগে যথেষ্ট পূর্ব্ব প্রস্তুতির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে অবিলম্বে কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

এই সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে আর একটি কথা স্মরণে রাখতে বলব—তা এই যে, বন্যার নিদারুণ ক্ষয় ক্ষতির সঙ্গে, সারা রাজ্যেই দারুণ বৃষ্টির ফলে বহু অত্যন্ত দরিদ্র অসহায় ব্যক্তিরও অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছে। ফলে, তাঁরাও আজ এই মুহূর্তে চরম সংকটের মধ্যে। এঁদের কথা স্মরণে রাখতে এবং এঁদের জন্যও অবিলম্বে ব্যবস্থা করতে উভয় সরকারকে অনুরোধ জানাই।

শোক সংবাদ

মানবাজার নিবাসী কৃতিব্যবসায়ী শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত গত ২৯শে আগষ্ট, ৫২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ইনি জনসাধারণের কাজে সর্ব্বদা যুক্ত থাকতেন এবং লোকসেবক সংঘের অত্যন্ত অনুরাগী ও সহায়ক ছিলেন। ইনি মানবাজারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী স্বর্গত ভূতনাথ দত্তের কনিষ্ঠপুত্র ও লোকসেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্তের ভ্রাতা। বিশ্বনাথবাবুর মধুর ব্যবহার সকলকে আকৃষ্ট করত।

তিনি তাঁর শোকার্ত্ত মা, ভ্রাতা, স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের রেখে গেছেন। আমরা তাঁর স্বর্গত আত্মার সদ্গতি কামনা করি ও শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

ট্রাকটার ভাড়া

লোকব্রতী সোসাইটির ৩৫ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন ট্রাকটার চাষীদের ভাড়ায় দেবার জন্য আছে। জমি চষার কাজ ছাড়াও, কুরলের কাজ এতে হয়। তাতে জমি সমতল করা হয়। ট্রাকটারের প্রয়োজন হ'লে আগে থেকে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকুন। লোকব্রতী সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

রবার ষ্ট্যাম্পের অর্ডার

মুক্তি প্রেসের কর্ম্মী শ্রীমহাবীর বাউরী "রবার ষ্ট্যাম্পের" কাজ করেন। কারো অর্ডার থাকলে মুক্তি প্রেসে যোগাযোগ করুন।


'শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।'
শারদীয়ার
আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন
পিয়ারলেসের
মাধ্যমে ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত
ক'রে তুলুন
দি পিয়ারলেস
জেনারেল ফাইনান্স
এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস :
পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৬৯
স্থাপিত ১৯৩২
PRASA

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকশিলা জুঃ হাঃ স্কুলের জন্য Bio, Science, Graduate (Preferably trained) শিক্ষক চাই। Work-Education ট্রেণিং প্রাপ্তের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। পত্রিকা প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করুন।

সম্পাদক
ঢাকশিলা জুঃ হাঃ স্কুল
পোঃ টাড়াবাড়ী (পুরুলিয়া)

বিজ্ঞপ্তি

Additional post এ Bsc. Bio. শিক্ষক প্রয়োজন। সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন।

১) আবেদন করার শেষ তারিখ 15-10-78.

২) Date of interview (Both oral and class-teaching) on 23-11-78 at 11 A.M in the school premises.

Secretary
Dorodih H. G. K.
Vidyapith,
4-class Jr. High School
P. O. Dorodih.
Dist. Purulia (W.B.)

শারদীয় মরশুমে লোকব্রতী সোসাইটির আয়োজন

১। শরৎকালের সমস্ত রকম বীজ এসেছে ও আসছে।

২। জীবানুসার এক অদ্ভুত নাইট্রোজেন জৈব সার—রাসায়নিক সারের মত মাটি অম্ল করে না—মাটীকে উন্নত করে; ফসল বাড়ায়; খরচ অনেক কমায়

৩। এন—২ (N2)—দাম খুব কম অথচ ইউরিয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ইউরিয়ার অর্দ্ধেক অপচয় রোধ করে। পোকা মাকড় নষ্ট করে। কারণ এটা ভাল জৈব ওষুধ।

৪। কীট নাশক রয়েছে—ফুরাডন, ডাইথেন জেড, গ্যামাক্সিন প্রভৃতি। ইন্দুরের উপদ্রবে—জিঙ্ক ফসফাইট এবং সেলফস

৫। পাম্পের পার্টস সমূহ (যন্ত্রাংশ) সব রকম রয়েছে।

কর্ম্মখালি

পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের অধীনে নিম্নলিখিত পদে কর্মী নিয়োগ করা হইবে। ১৯৭৮ সনের ২৭শে অক্টোবরের মধ্যে ভারতীয় রেড্‌ক্রশ সোসাইটির পুরুলিয়া শাখার সেক্রেটারীর নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

১। মিড্‌ওয়াইফ্—১ জন স্থায়ী।

ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা—

ট্রেনিং ও গভর্ণমেণ্ট হইতে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হওয়া চাই।

খ) অন্ততঃপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। হাসপাতালে বা সমতুল্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। দরখাস্তের সঙ্গে (ক) ও (খ) বিষয়ের প্রমাণপত্র ও বয়সের উল্লেখ করা দরকার। প্রয়োজন হইলে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

২। গ্রাম সেবিকা—১ জন অস্থায়ী।

কমপক্ষে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। দরখাস্তের সহিত শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র (অ্যাটেষ্টেড্ কপি) দিতে হইবে। অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়।

উভয় ক্ষেত্রেই নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নিকট যোগ্যতা প্রমাণের সার্টিফিকেটের মূলপত্র দেখাইতে হইবে। বেতন ও অন্যান্য সুবিধা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের অনুমোদিত হারে

ডাঃ পি, কে, মল্লিক
সেক্রেটারী,
ইণ্ডিয়ান রেড্‌ক্রশ সোসাইটি
পুরুলিয়া জেলা শাখা।

Wanted

Wanted a Bio-Science Graduate prefarablly traind in the deputation vacancy for Jhapra High School, P. O. Jhapra Dist. Purulia.

Apply to the Secretary on or before 14-10-78 and appear before the Selection Committee on 16-10-78 at 11 a. m. with original certificates.

No T. A. will be given to the candidates.

Sri Sachinandan Majee
Secretary

মুখার্জ্জী মেডিক্যাল হল

ঔষধের দোকান

চাইবাসা রোড্, পুরুলিয়া।

এখানে যাবতীয় এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায়। এবং রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

খাদীতে বিশেষ রিবেট

পূজা ও গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে নিমডি লোকসেবায়তন কর্ত্তৃক বিভিন্ন ডিজাইনের থান, শাড়ী, ধুতি, চাদর বেডসীট ইত্যাদি—খাদি বস্ত্র বিক্রয়ের উপর শতকরা ৩০% ভাগ বিশেষ রিবেট দেওয়া হইতেছে।

প্রাপ্তিস্থান :— লোকসেবায়তন খাদি ভাণ্ডার
মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।

একটি ঘোষণা

গত ১৭-৯-৭৮ তারিখে চাকলতোড়ের ছাতার মেলাতে আমার ডায়েরীটি হারাইয়া গিয়াছে। নিম্নঠিকানায় সংবাদ দিলে নিজে গিয়া ১০ টাকা পুরস্কার দিয়া আসিব। ---শ্রীঅম্বুজাক্ষ মাহাত, গ্রাম নডিহা, পোঃ কুলগোড়া, জেলা পুরুলিয়া।

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প—কির্লাস্কার পাম্প

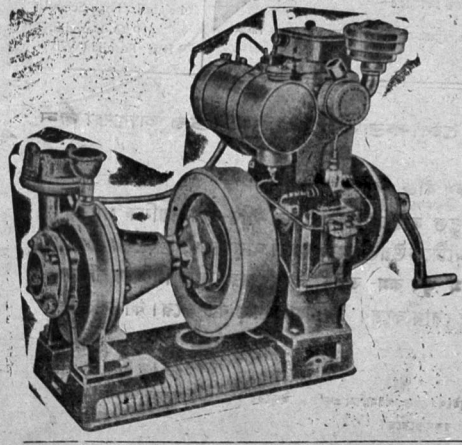

অন্য সব পাম্পের চেয়ে দাম বেশী। তবুও সারা ভারতজুড়ে এর দারুণ চাহিদা। কারণ কম দামী বাজে পাম্প কিনে আজীবন কষ্ট পাবেন। আর কিছু বেশী খরচ ক'রে একবার কির্লোস্কার পাম্প কিনতে পারলে বহু বছর ধরে এই পাম্প শ্রেষ্ঠ সেবা দেবে।

• • • •

যাঁরা সরকারী ঋণ বা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে পাম্প কিনতে চান তাঁরা কির্লোস্কার পাম্প যদি কিনতে চান তবে ব্যাঙ্কে বা সরকারে দাবী জানান কর্লোস্কার পাম্প চাই। তাঁরা তা অনুমোদন করতে বাধ্য। লোকব্রতীতে এই পাম্প পাবেন।

• • • •

বর্ত্তমানে দাম কমলো। এখন দাম ৪৮০০্। ব্যাঙ্ক ও সরকার এই দাম অনুমোদন করেছেন।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

সোমবার, ৩০শে অক্টোম্বর, ১৯৭৮
১২ই কার্ত্তিক, ১৩৮৫

বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০
নগদ - ৩০ পয়সা

শুভে ও অশুভে চির-সংগ্রাম।
কেবা হয় পরাজিত?
অশুভের জয়? সৃষ্টি যে হয়
সব সুখ বর্জ্জিত॥

• • •

আজ) দানবের দলে করো পরাজিত;
শুভ হোক অর্জ্জিত।
তাই) দেব-সেনানীরা জাগ্রত হও
রণে হও সজ্জিত॥

গভীর রাত্রে আক্রমণকারীদের শিল্পাশ্রমে হানা

সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, মুক্তি সম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা মজুমদার ও শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষ গুরুতর আহত

২৫শে অক্টোবর, ৭ই কার্ত্তিক, বুধবার মধ্যরাত্রে এই নিদারুণ ঘটনা অনুষ্ঠিত

২৫শে অক্টোবর রাত্রে আশ্রমে ছিলেন লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা অশীতিপর বৃদ্ধা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, মুক্তির সম্পাদক ও লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবীর কন্যা শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা মজুমদার দিনকতক পূর্বে দিল্লী থেকে এসে অসুস্থা মায়ের কাছে ছিলেন। সেই রাত্রেই নিমডি লোকসেবায়তনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষ—যিনি শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবীর আত্মীয়া তিনি নিমডি থেকে এসে সেই রাত্রে আশ্রমে তাঁর পিসিমার কাছে ছিলেন। আশ্রমে আর ছিল—কম বয়েসী ৪টি ছেলে; আর কলকাতা থেকে আগত একটি মেয়ে। এঁরা সব ছিলেন আশ্রমের ভেতরের দিকে। আশ্রমের বাইরের দিকটায় একলা একজন কর্মী ছিলেন।

আশ্রমের চৌহদ্দির দেয়ালের দু দিকের বহু অংশ অতি বর্ষায় সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়ে গেছে। আশ্রমে ঢোকবার কোনো বাধা ব'লে কিছু ছিল না। তাছাড়া আশ্রমে ঢোকবার দু দিকের দুটি মূল দরজাও আধভাঙ্গা হয়ে ছিল। আর আশ্রমের ঘরগুলিতে রাত্রিকালে কপাট দিয়েও শোওয়া হয় না। প্রায় সব ঘর রাত্রে খোলাই থাকে। আশ্রমে টাকা কড়িও কিছু ছিল না; আর থাকেও না। দামী জিনিষও আশ্রমে কিছুই নেই। আশ্রমের দু একটা জানলার লোহার রড বহু দিন থেকেই আলগা বা ভগ্ন প্রায় ছিল। মেরামত করানোও হয়নি। সুদীর্ঘকাল ধ'রে আশ্রমে এই অবস্থা এবং ব্যবস্থাই চলছে।

পূর্ব দিকের শেষের ঘরটায় অরুণ বাবু একলাই ছিলেন। ঘরের দরজা রাত্রে খোলাই ছিল। পশ্চিমদিকে ষষ্ঠ ঘরে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবী, শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবী ও শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী শুয়েছিলেন। আন্দাজ রাত্রি ১২টার সময় অরুণ বাবুর ভগ্নি শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবী অরুণ বাবুকে এসে জানান যে, ওঁদের ঘরে উত্তরের জানলা দিয়ে একটা টর্চ্চের আলো দেখা গেল এবং বাঁশও কে জানলা দিয়ে ঢোকাচ্ছিল। এঁরা জেগে পড়ায় ওরা সরে গেল। তাতে অরুণ বাবু বললেন—এখানে আর কি নেবে—কোনো দরিদ্র লোক হয়তো বাঁশ দিয়ে দু একটা জামা কাপড় নেবার চেষ্টা করছে। সবাই জেগে পড়ায় ওরা সরে পড়েছে—আর কি হবে। এর পরে সবাই শুয়ে পড়েন।

অরুণ বাবু যে ঘরে শুয়েছিলেন—তার দরজা জানলা খোলাই ছিল। সেই দরজা দিয়ে তাঁর বিছানা থেকেই পূর্ব্ব দিকের বাউণ্ডারীর দেওয়ালের আধভাঙ্গা দরজাটা দেখা যায়। রাত্রি আন্দাজ সওয়া একটার সময় একটা ইঁট বা পাথরের আঘাতে অরুণ বাবুর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি বিছানা থেকে উঠে দেখেন যে, বাইরের দরজাটা ভেঙ্গে একদল লোক কয়েকটা টর্চ্চের আলো জেলে ভেতরে ঢুকছে। অরুণ বাবু বুঝলেন—একদল এসেছে আক্রমণ করতে। উনি বিছনা ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ওঁর ৫।৬ হাত দূরে তখন আক্রমণকারীরা। উনি ওদের বললেন—কী ব্যাপার? তারা উত্তর দিল না। তারা অরুণবাবুর চোখের ওপর গোটা তিন চার টর্চ্চ একসঙ্গে ফেলতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে পাথর মারতে সুরু করল। সেই আঘাতের ফলে প্রচুর রক্ত ঝরতে লাগল। দেহে কয়েক জায়গায় পাথরের আঘাত লাগল। এবং ওঁর দেহে কয়েকটা লাঠি বা রড় দিয়ে মারার আঘাতও দেখা গেছে। আক্রমণকারীরা আশ্রমে ঢোকবার আগেই অরুণ বাবুর ঘরের জানলা থেকেই দুটো রড খুলে নিয়েছিল।

অরুণ বাবুকে যখন মারধোর সুরু করল—তখন ঠিক একসঙ্গেই ওরা অন্য দু জায়গায় আক্রমণ সুরু করল। অরুণ বাবুর পাশের ঘরে তিনটি কম বয়েসী কর্মী ছিল। দুটো তরোয়াল দেখিয়ে ওদের বাংলা ভাষাতেই বলল—তোরা চুপ ক'রে থাক—চেঁচালে মেরে ফেলব। এই বলেই ওদের ঘরের দরজায় বাইরে থেকে শিকল দিয়ে দেয়।

অরুণ বাবুকে যখন আক্রমণ করছে—তখন শব্দ শুনে অরুণ বাবুর ভগ্নি ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। তিনি দেখেন তাঁদের ঘরের দিকে কয়েকজন লোক টর্চ্চ হাতে ছুটে আসছে। অরুণ বাবুর ভগ্নি শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবী তখন তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। দরজার খিল অপটু ছিল। ওরা লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলে এবং ভেতরে ঢুকেই ওদের মার দিতে সুরু করে। দরজার কাছেই সামনের দিকে শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দেবীকে ও শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষকে পেয়ে মার দিতে সুরু করে। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ তখন তাড়াতাড়ি উঠে ওদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন—বলেন কেন মারছ—মের না, মের না। ওরা তখন শ্রীযুক্তা ঘোষকে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে। আর তিনি হাত তুলে আটকাতে যাচ্ছিলেন—হাতে এমন আঘাত করে যে, ওঁর বাঁ হাতের ক'ড়ে আঙ্গুলটা দু টুকরো হয়ে যায়। ওঁর ঘাড়ে ও অন্যান্য জায়গায় জোর আঘাত করে।

আক্রমণকারীরা শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা মজুমদারকে ঘাড়ে ও রগে প্রচণ্ড আঘাত করে। শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষের পেটে কয়েকটা জোর লাথি মারে। অরুণ বাবুকে মারধোর এবং শ্রীযুক্তা ঘোষদের তিনজনকে মারধোরের ব্যাপার দু তিন মিনিটের ভেতরে এক সঙ্গে শেষ করেই আক্রমণকারীরা সরে পড়ে। যাবার সময় শ্রীযুক্তা ঘোষের ঘর থেকে খদ্দরের কয়েকটা কাপড় ভর্ত্তি একটা সুটকেশ ও একটা ট্র্যানজিসটার (ছোট রেডিও) নিয়ে চলে যায়। আর শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষের হাতের দুটো

চুড়ি খুলে ও শ্রীমতী উর্ম্মিলা মজুমদারের হাতের একটা চুড়ি খুলে নিয়ে যায়। ঐ দু ভগ্নির দুটো হাত ব্যাগ এবং একজনের একটা হাতঘড়ি নিয়ে যায়। ঐ ঘরে আরো দু একটা বাক্স এবং বই ও পুরোণো জামা কাপড় ভর্ত্তি গোটা দুই আলমারী ছিল সেগুলো ওরা খোলেনি বা ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। পাড়ার লোক যখন বুঝলেন একটা ব্যাপার ঘটল—তার আগেই ওরা সরে পড়েছে।

অরুণ বাবুকে মারধোর করে ওরা চলে যেতেই অরুণ বাবু তাড়াতাড়ি ওঁর মায়েদের ঘরে দিকে যান। যেতেই দেখেন ইতিমধ্যেই আক্রমণকারীরা ওঁদেরও মারধোর ক'রেচলে গেছে। বারান্দায় ওঁর ভগ্নি বমি করছেন। ভেতরে শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষ খাটের ওপর অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায়; আর তাঁর মা শ্রীযুক্তা ঘোষ আঘাতের ফলে খাটে পড়ে রয়েছেন—সমস্ত বিছনায় রক্তের ছড়াছড়ি, একটা আঙ্গুল দু টুকরো। রাত্রি তখন ১॥টা। আক্রমণকারীরা আন্দাজ ১৪।১৫ জন ছিল। কাউকে চেনা যায়নি। ওরা ছেলেদের সঙ্গে ঐ একটা কথা ছাড়া কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। ওদের মাথায় গামছা বাঁধা ছিল।

অরুণ বাবু তখন সদর হাসপাতালে ফোন ক'রে এ্যাম্বুলেন্স আনাবার চেষ্টা করতে বলেন। হাসপাতালে তখন এ্যাম্বুলেন্স ছিলো না। সেজন্য কর্মীরা ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড থেকে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে নিয়ে যান। অরুণ বাবু তখন টাউন পুলিসকে খবর দিলেন। পুলিস অফিসারেরা সঙ্গে সঙ্গে এসে গেলেন। ট্যাক্সিতে ক'রে সদর হাসপাতালে রাত্রি আন্দাজ তিনটের সময় আসা হোল। পুলিস অফিসারেরাও সঙ্গে এলেন।

সর্ব্বহারা শ্রমিকদের প্রতি অত্যাচার

গত ২২।৯।৭৮ তারিখে আমরা বরাবাজার থানার অন্তর্গত বানজোড়া অঞ্চলের ব্রজরাজপুর মোড় হইতে বানজোড়া মোড় রিলিফ রাস্তায় মাটির কাজ করি। ২৩।৯।৭৮ তারিখে পেমাষ্টার শ্রীঅন্নদা মাহাত এবং মোহরার শ্রীজলধর সিংসর্দ্দার, সর্ব্ব সাং কাদঞ্জা। উভয়ে মিলিয়া আমাদের মাটির পরিমাপ করিয়া লয়। মাটির পরিমাপ করার পর পেমাষ্টার প্রতি ২০ (বিশ জন) শ্রমিকে প্রাপ্য ২০ (বিশ টাকার) জায়গায় ১০ (দশ টাকা) করিয়া আমাদেরকে পেমেণ্ট দেন। এবং পরে খাদ্যশস্য গম লইবার জন্য প্রতি শ্রমিককে ২ কেজি করিয়া মাষ্টার রোলে ইস্যু করিয়া দেন। আমার মাষ্টার রোল লইয়া ভিলার শ্রীষষ্টিরাম মাহাত এর কাছে যাই। সেখানে যাইয়া দেখিতে পাই যে উক্ত রাস্তার পেমাষ্টার, ভিলার এবং মোহরার মধ্যে ঐ রাস্তার গম এবং টাকা চুরির ভাগাভাগি ব্যাপারে ভীষণ গোলমাল হয়। ঐ ঘটনা স্থলে উপস্থিত ব্যক্তি শ্রীখুঁকু মাহাতকে লাঠি লইয়া মারামারি করে। ইহা ছাড়া আরো অনেকেই মারধোর খায়। পরে আমাদের ৩৮০ তিনশত আশীজন) শ্রমিকের নায্য পাওনা না দিয়া, দিব না বলিয়া সেখান হইতে তাড়াইয়া দেয়।

বিঃ দ্রঃ—পেমাষ্টার মাটির মাপ লইবার সময়ে প্রতি সর্দ্দারের দল হইতে ৫ (পাঁচ) চুয়া করিয়া কাটিয়া লইয়াছে। ঐ চুয়ার মাষ্টার রোল আমাদেরকে দেয় না! চুয়ার সংখ্যা ৮৫টি। এই জনপ্রিয় সরকারের আমলে আজও দুর্নীতি চলিবে আমরা আশা করি নাই।

নিবেদন ইতি—

আপনার একান্ত বিশ্বাসী ব্রজরাজপুর মোড় হইতে বানজোড়া মোড় পর্য্যন্ত গরীব শ্রমিকগণ—

আনবর আনসারী	রুটু মাহাত	বুড়া মাহাত
চুনি সিংসর্দ্দার	পুটু মাহাত	ভুটি মাহাত
নীলকমল মাহাত	দোলগোবিন্দ মাহাত	কঁকু মাহাত
দেবেন্দ্র মাহাত	রজনী মাহাত	মতি মাহাত
তুলসিরাম মাহাত	খেদু মাহাত	গতি মাহাত
পরীক্ষিত মাহাত	ফণিভূষণ মাহাত	ফলারি সিংসর্দ্দার
ভরত মাহাত	কৃষ্ণপদ মাহাত	সুলেমান আনসারী
নিমাই মাহাত	হাবলু মাহাত	আনবর আনসারী
মহাবৎ মাহাত	মহাব্য মাহাত	ছুটু সিংসর্দ্দার

সর্ব্ব টিপ বঃ কঃ শ্রীধনঞ্জয় মাহাত, গ্রাম কাদঞ্জা।

এমারজেন্সীতে তৎপরতার সঙ্গে প্রাথমিক ব্যবস্থা ক'রে সকলকে ভর্ত্তি করা হোল।

হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষের ক'ড়ে আঙ্গুল কেটে ফেলতে হয়েছে—মাথার ক্ষতে শেলাই করতে হয়েছে। অরুণ বাবুর কপালে ক্ষত শেলাই করতে হয়েছে। ভেতরের আঘাতে শ্রীমতী উর্ম্মিলা মজুমদারের গলা দিয়ে রক্তপাত হয়েছে। শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষের অবস্থা বিশেষ খারাপ হওয়ায়—ওঁকে বাঁকুড়া পাঠান হয়—২৭শে অক্টোবর রাত্রে। ঐ রাত্রেই বাঁকুড়ায় অপারেশন করে দেখা যায় যে, লাথির আঘাতে তাঁর পাকস্থলি ফেটে গেছে—প্রচুর রক্তপাতের পর পচন আরম্ভ হয়েছে। অপারেশন ক'রে বাঁচাবার চেষ্টা হচ্ছে। অবস্থা কিছু উন্নতির দিকে। তবে ফাঁড়া এখনো কাটেনি। পুরুলিয়া হাসপাতালে যাঁরা রয়েছেন - তাঁদের চিকিৎসা ও সেবা যত্নের জন্য হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ ও ডাক্তারেরা, নার্সেরা, কর্মীরা আন্তরিক চেষ্টা যত্ন করছেন।

আশ্রমের কাছে সুরুলিয়া গ্রামের ধারে সুটকেশটা ফেলে যায় ও হাত ব্যাগগুলি ছিঁড়ে ফেলে যায়। খবর পেয়ে পুলিস সেগুলি নিয়ে এসেছেন। খবর পেয়ে এই কদিন পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে প্রত্যহ শত শত লোক দেখা করতে আসছেন। সমস্ত দলেরই নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা দেখা করেছেন। গ্রামাঞ্চলে খবর পৌঁছানোর পর কর্মীরা দলে দলে ছুটে দেখতে আসছেন। পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট হাসপাতালে অরুণ বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে বলেছেন—তদন্তের সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। অন্যান্য পুলিস অফিসারেরাও হাসপাতালে দেখা করেন।

জি আর যাদের নামে—
তাদের জন্য জি আর নেই !!

আমরা এর পূর্ব্বে জানতাম যে, দুঃস্থ, পঙ্গু, অক্ষম ব্যক্তিদের বাঁচার জন্য জি, আর। কিন্তু বর্তমান বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে দেখছি তাঁরা জি, আর পাচ্ছেন না। বোধহয় সুস্থ সবল দলীয় ব্যক্তিরাই দুঃস্থ, পঙ্গু সর্বহারাদের জি, আরের ভাগ দখল করছেন।

কোনাপাড়া গ্রামের শ্রীত্রিভঙ্গ মাঝি দরিদ্র কুষ্ঠরোগ গ্রস্থ পঙ্গু। বিগত বিহার সরকার, কংগ্রেস ও যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে নিয়মিত জি, আর পেয়ে এসেছে। হঠাৎ বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ত্রিভঙ্গ মাঝির জি, আর বন্ধ করে দেন। কারণ ত্রিভঙ্গ মাঝি সি, পি, এমের দলে নেই। ত্রিভঙ্গ মাঝির মত আরও বহু দুঃস্থ, অক্ষম, পঙ্গু, জনসাধারণ কেন আজ জি, আর পাচ্ছে না? একথা বামফ্রণ্ট সরকার বলবেন কি?

ইতি—

নৌশাদ আনসারী, শ্রীঅমূল্য মাহাত, শ্রীদুর্গাচরণ মাঝি, হামিদ আনসারী শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত, সর্ব্বসাং কোনাপাড়া।

গুরুচরণ মাহাত	হাবলু মাহাত	তুলসিরাম মাহাত
ভাগবৎ মাহাত	অতুল মাহাত	দেবেন্দ্র মাহত
সুরেন্দ্র মাহাত	রবি মাহাত	নীলকমল মাহাত
অধর মাহাত	হেম সিংসর্দ্দার	সুবিতা মাহাত
মঙ্গল সিংসর্দ্দার	বিক্রম সিংসর্দ্দার	সুলেমান আনসারী
মিলন সিং	অমর সিংসর্দ্দার	নাসির আনসারী
ভূদেব মাহাত	হরিপদ সিংসর্দ্দার	আনবর আনসারী
ভূতনাথ মাহাত	শ্রীচরণ সিংসর্দ্দার	গন্ধু মাহাত
জলন মাহাত	মতিলাল মাহাত	শতুর মাহাত
ভাদু মাহাত	আকুল মাহাত	হরিপদ মাহাত
সভারাম মাহাত	ভাদু মাহাত	ভবু মাহাত

মুখার্জ্জী মেডিক্যাল হল
ঔষধের দোকান
চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া।
এখানে যাবতীয় এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায়।
এবং রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

প্রতিষ্ঠিত হয়। গদাইবাবু তার অগ্রনী সংগঠকদের অন্যতম ছিলেন। এই কর্মমন্দিরকে কেন্দ্র ক'রে সহরের যুব শক্তি সুসংগঠিত হয়। যুবকদের, দেহচর্চ্চা, লাঠী খেলা, রাজনৈতিক জ্ঞান, আর্ত্তের সেবা, জনশক্তি সংগঠন প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যক্রমের জোয়ার বইতে থাকে।

গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের সেবকরূপে যেমন গদাইবাবু তার সমস্ত সংগ্রাম, সংগঠন, আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন—তেমনি জেলার কর্ম্মীরা যেদিন থেকে কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে লোক সেবক সংঘ গঠন করলেন—সেদিন থেকে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত লোকসেবক সংঘের নিষ্ঠাবান অনুগামী ছিলেন।

গদাই বাবু সুদীর্ঘকাল মুক্তি ও মুক্তি প্রেসের কর্ম্মভার নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। টাউন ক্লাব, মানভূম স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন, সাহিত্য মন্দির প্রভৃতির সদস্য ও উদ্যোগী কর্মী ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল জগন্নাথ কিশোর কলেজের কাজে যুক্ত ছিলেন।

গদাই বাবুর পরলোক গমনে শোক জ্ঞাপনের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি, জগন্নাথ কিশোর কলেজ, হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে ছুটি দেওয়া হয়। গদাই বাবু এই জেলার বহু জনসেবার কাজে যুক্ত ছিলেন—জনজীবনে বহু বিপদ আপদে নির্ভিকতার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন—বহু বিপদ বরণ করেছেন।

গদাই বাবুর ভ্রাতা শ্রীঅশোক চৌধুরী সর্ব্বজন পরিচিত জনসেবক এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅলোক চৌধুরী এই জেলায় বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের (আর, এস, পির) অন্যতম প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা।

জেলার এই দেশপ্রেমিক জনসেবীর স্বর্গত আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

চিঠিপত্র

বন্যার নামে অসমীচীন সাহায্য আদায়
তার ওপর অবাঞ্ছিত রাজনীতি

মহাশয়,

ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মানবাজার শাখা কমিটি কর্ত্তৃক প্রচারিত এক প্রচার পত্র দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য আবেদনের নামে ঐ প্রচার পত্র বিলি করা হয়ে থাকলেও, ওর আসল উদ্দেশ্য বুঝলাম যে, আমাদের এখানকার সম্মানিত জনসেবক শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাতকে এবং সমগ্র লোক সেবক সংঘকে হেয় করার একটা সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঐ প্রচারপত্রে লেখা হয়েছে যে, "গত ১০ই অক্টোবর খাটচিরিতে নবমীর মেলায় মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির তথা যুবফেডারেশনের কর্ম্মীরা যখন সমাগত মানুষের কাছে থেকে বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য কৌটাতে দান সংগ্রহ করছিল—সেই সময় প্রাক্তন এম, এল, এ, লোক সেবক সংঘের অন্যতম নেতা গিরিশ চন্দ্র মাহাত সদলে এই দান সংগ্রহে বাধা সৃষ্টি করেন।" এইহচ্ছে প্রচারকারীদের মূল বক্তব্য। কিন্তু সত্য ঘটনা যা বহু লোকের সামনে ঘটেছিল—তা আমরা জানাচ্ছি। তাতে বুঝতে পারবেন যে, অসমীচীন পন্থা অনুসরণকারীরা জনসমক্ষে দোষী হ'য়ে, অপরের প্রতি - সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি কী রকম বিদ্বেষ প্রকাশ ও গালাগালি বর্ষণ করেছেন।

ঐ দিন মেলার প্রায় শেষ সময়ে গিরিশবাবু সহ আমরা জনকতক কর্ম্মী মেলা দেখতে যাই: গিরিশবাবু ও আমরা মেলার একধারে মেলায় আগন্তুক কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্ত্তা করছিলাম। এমন সময়ে দেখলাম—কয়েকজন কমরেড ফেষ্টুন ও কৌটো নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন। ফেষ্টুনে লেখা ছিল—"বন্যাত্রাণে সাহায্য করো।" কমরেডদের ভেতর ছিলেন—জবলার শ্রীঅনিল চন্দ্র মাহাত, ব্লক কমিটির মেম্বার, শ্রীলম্বোদর মাহাত, গোপালনগরের শ্রীননীগোপাল ব্যানার্জী, মেটালা গ্রামের সর্ব্বশ্রী বলরাম মাহাত, জগবন্ধু মাহাত, হিমাংশু মাহাত, শশাঙ্ক শেখর দত্ত, মনজুড়া মাহাত, সন্তোষ মাহাত, সুকুল মাহাত, প্রভাস রাজোয়াড়, মজনু আনসারী, ভরত রাজোয়াড়, দুর্গাচরণ মাহাত প্রভৃতি। এই দলটি যখন কৌটা নিয়ে লোকজনের কাছে পয়সা আদায় করছিল—তখন পুঞ্চা থানার দেলাং গ্রামের কমরেড শ্রীঅজিত কুমার মাহাত—যিনি ব্লক সমিতির মেম্বার তিনি গিরিশবাবুর কাছে এসে কথাবার্ত্তা করেন। গিরিশবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি আদায়কারীদের দলে নেই কেন? তাতে কমরেড শ্রীঅজিত মাহাত নিজেই বলেন যে, "এই আদায়কারীর দল বে-আইনী কাজ করছে—আবার বিনা রসিদে কে এদের আদায় করতে আদেশ দিল? একটি পয়সাও বন্যাত্রাণে পৌঁছুবে না। এদের পুলিসে দেওয়া উচিত।" একথা ব'লে তিনি চলে যান।

এর একটু পরেই আদায়কারীর দল গিরিশবাবুদের কাছে এসে ভিড় করল। তাদের মধ্যে কমরেড শ্রীঅনিল মাহাত কৌটো নেড়ে পয়সা চাইতে লাগলেন। আমাদের মধ্যে প্রথমে শ্রীঝগড়ু মাহাতর কাছে পয়সা চাইতেই তিনি বলেন যে, রসিদ কই? রসিদ না দিলে—সাহায্য দিতে পারছি না। তাতে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে শ্রীঅনিল মাহাত পর পর নিম্ন স্বাক্ষরকারী আমাদের সকলের কাছেই পয়সা চাইলেন। আমরা সকলেই এক কথা বললাম। এইভাবে ওরা শ্রীবিশ্বনাথ মাহাত, শ্রীলফর মাহাতর কাছেও চাইলেন। ওরাও ঐ কথা বললেন।

অবশেষে শ্রীঅনিল মাহাত ও দলবল গিরিশবাবুকে ঘেরাও ক'রে তাঁর কাছে কৌটো নেড়ে পয়সা চাইলেন। গিরিশবাবু বললেন—দু চার পয়সা নয়, আমরা বেশী করেই সাহায্য দোব—তবে রসিদ দিতে হবে। সহরে নিস্তারিণী কলেজের অধ্যাপিকারা ও ছাত্রীরা - যাদের সঙ্গে, আমার মেয়ে তৃপ্তিও ছিল—তাঁরা বন্যার্ত্তদের জন্য সাহায্য আদায় করেছিলেন—সবাইকে রসিদ দিয়েছেন। তোমাদের রসিদ কই? এই রকম আদায়ে অনেক বদনাম হচ্ছে। শোনা হাচ্ছে এ রকম আদায়ের টাকা বন্যাত্রাণে গিয়ে পৌঁচোচ্ছে না। তাছাড়া, অঞ্চলে টি, আর প্রভৃতি বিষয় তোমাদের ব্যাপার যেভাবে চলছে—তাতেও অনেক কথা উঠছে। সেজন্য রসিদ ছাড়া তোমাদের আদায় পত্র করা ঠিক হচ্ছে না—সেজন্য আমরাও দিতে পাচ্ছি না।

তখন তাঁরা যুক্তফ্রণ্টের কথা তুলে, লোক সেবক সংঘকে অভিযুক্ত করতে থাকেন। গিরিশবাবুও উত্তর দিতে থাকেন। তখন কমরেড লম্বোদর মাহাত উচ্চৈস্বরে বলতে থাকেন—গিরিশ মাহাত চোর—আমার ৫০০্ টাকা চুরি করেছে—ব্যাঙ্কের বহু টাকা চুরি করেছে। মেট্যালার শ্রীজগবন্ধু মাহাত বলেন—গিরিশ সারের টাকা চুরি করেছে ইত্যাদি। তখন গিরিশবাবু তাঁদের বলেন আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ আছে—লিখিতভাবে আমায় দাও। আর তোমাদের বিরুদ্ধেও আমাদের যে বক্তব্য আছে—আমরাও লিখিতভাবে বের করি। কার কি বলার

মুক্তি

১২ই কার্ত্তিক ১৩৮৫, সোমবার

সাহায্য ব্যবস্থায় সরকারী যোগ্যতা ও সততা প্রমাণিত হোক

বন্যাতেই হোক, আর অতি বৃষ্টিতেই হোক—যাঁরা অত্যন্ত বিপন্ন হয়েছেন—সম্পূর্ণ গৃহহীন হয়েছেন—অদ্যভাবে তার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন—তাঁদের অবিলম্বে সহায়তা দেবার দায়িত্বও যেমন রাজ্য সরকারের রয়েছে—তেমনি তাঁদের প্রতি মানবতার আহ্বানও আজ তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে।

যাঁরা শাসনে আছেন—কেন্দ্রে এবং রাজ্যে—তাঁদের আজ অবশ্য কর্ত্তব্য—আর্ত্তদের ত্রাণ ও পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা করা। উভয়েরই এই দায়িত্ব আছে ব'লেই, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে জোর তাগিদ দিয়েছেন যে, পশ্চিম বাংলার লক্ষ লক্ষ দুর্গত মানুষের ত্রাণ ও পুণর্বাসনের জন্য কেন্দ্রকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সব টাকা দিতে হবে। এবং আরো দাবী এই যে, এই টাকা ঋণ স্বরূপে নয়—খয়রাতী সাহায্য হিসাবেই দিতে হবে। রাজ্য সরকারের দিক থেকে এই দাবী অত্যন্ত সঙ্গত ব'লে আমরা মনে করি।

পৃথিবীর দেশে দেশে আধুনিক রাষ্ট্রগুলি কেউ বা নিজেদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র—কেউ বা নিজেদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব'লে অভিহিত করছেন। এর অর্থ এই রাষ্ট্রগুলি নিজেদের কল্যাণ কামী রাষ্ট্র ব'লেই দাবী করছেন। অর্থাৎ তাঁরা ওয়েলফেয়ার ষ্টেট। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের অর্থ এই যে, এহেন রাষ্ট্র দেশের সমস্ত মানুষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সাংসারিক বিঘ্ন বিপদে ও অভাব অনটনে ত্রাণ ব্যবস্থা প্রভৃতির পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। সমাজের মানুষ অপরাধ করলে, অনাহারে থাকলে, শোষণের কাজ করলে, তার জন্য সেই সব মানুষ যেমন দায়ী হন—তেমনি সেই সব ব্যক্তির সেই সব অপরাধ, অযোগ্যতা, অনগ্রসরতা প্রভৃতির জন্য সমস্ত রাষ্ট্রও সমভাবে দায়ী।

পশ্চিম বাংলার এই বন্যাজনিত—অতিবৃষ্টি জনিত নিদারুণ সংকটের জন্য আমাদের সমগ্র সমাজই আজ বহুলাংশেই দায়ী। অযোগ্যতার জন্য দায়ী—বুদ্ধিমত্তার অভাবের জন্য দায়ী—সমাজের অগ্রনী মানুষদের সেবা ও শক্তিকে কাজে লাগাবার অসামর্থ্যের জন্য দায়ী। এবং বিশেষভাবে আমরা দায়ী এই জন্য যে, ভারতবর্ষের মানুষ আমরা স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এই সুদীর্ঘকাল আমাদের অগ্রগতিকে আমরা নিজেদের অযোগ্যতায়, নিজেদের বিকারগ্রস্ত বুদ্ধিতে পিছিয়ে রেখেছি—বিপন্ন করেছি। আমরা নিজেদের স্বাধীন জীবনের উপযুক্ত ক'রে তুলতে পারলে আজকের এই অতিবৃষ্টি জনিত—বন্যাজনিত সংকটের অধিকাংশই আমরা মোকাবিলা করতে পারতাম।

আজ যে অকল্পনীয় বিপর্য্যয় পশ্চিম বাংলার জীবনে দেখা দিয়েছে—তার মহা-বিধ্বংসী ভূমিকা পটে—আজকে বিশাল পুনর্গঠনের দায়িত্ব আমাদের ওপর পড়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনের যে-সব ভুলের মাশুল হিসাবে আজকে যে বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে—সেই সব ভুলের কর্ম্মধারার পরিবর্ত্তন আমরা যদি না করি—তাহলে আমাদের বিশাল পুনর্গঠনের কাজও বিগত সুদীর্ঘকালের সমাজ-গঠনের ব্যর্থ প্রয়াসের মতই অবস্থা ঘটবে।

পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্ট সরকার শাসনের আসনে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন এক অভূতপূর্ব্ব সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন—তেমনি আজ বামফ্রন্ট সরকার পুনর্গঠনের যে বিশাল কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে যাচ্ছেন—সেই কাজকে যদি তাঁরা শৃঙ্খলার সঙ্গে, সততার সঙ্গে, যোগ্যতার সঙ্গে, সমস্ত যোগ্যব্যক্তিদের কর্ম্মশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার আয়োজনের সঙ্গে উদযাপিত করতে পারেন—তবে বামফ্রন্টের প্রভাব ও আসন অদ্ভুতভাবে প্রসারিত দৃঢ়তর অবশ্যই হবে।

তবে ইতিমধ্যে ত্রাণকার্য্য পুনর্বাসন প্রভৃতির ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের কতকগুলি কাজ সারা দেশে গভীর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। ত্রাণ কাজে কোঅর্ডিনেশন কমিটিকে ছাড়পত্র দেওয়া, দলীয় ব্যবস্থা ধারার প্রতি ব্যগ্র পক্ষপাতিত্ব করা,—নব গঠিত অসংগঠিত পঞ্চায়েতের ওপর বিশাল কজের ভার দেওয়ার জন্য আয়োজন করা—প্রভৃতি কাজ কেউ সমর্থন করতে পারছেন না। আমরা মনে করি—ঐগুলির ওপর বামফ্রন্টের দিক থেকে গভীর বিশ্বাস স্থাপনের কাজ—বিচারের ভুল হচ্ছে এবং তাতে বামফ্রন্টেরই গভীর ক্ষতির কারণও হবে।

সেজন্য আমরা মনে করি—সরকার শক্ত হাতে নিজের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ধারার মাধ্যমে ও ভারতবর্ষের খ্যাতনামা সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কর্ম্মধারা পরিচালনা করুন এবং অপর ঐসব সংস্থাগুলিতে ঐসব কাজে সহযোগিতা করতে, তদারক করতে, তার ভুলভ্রান্তি সরকারের গোচরে আনতে তৎপর থাকতে বলুন। আমরা মনে করি—এটাই বাঞ্ছিত কর্ম্মধারা হবে।

পরলোকে শ্রীঅমরনাথ চৌধুরী

'মুক্তির' সুদীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জনসেবী শ্রীঅমরনাথ চৌধুরী গত ১৭ই অক্টোবর, ৩০শে আশ্বিন মঙ্গলবার দীর্ঘ রোগ ভোগের পর পরলোক গমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল—৬৭ বৎসর। অমর বাবু যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও সমাজ সেবায় সেই পরিবারের অবদান অনন্য সাধারণ।

কলেজ জীবন থেকেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী। ছাত্র হিসাবে বাঁকুড়ায় কারাবরণ ও কারাদণ্ড ভোগ করেন ১৯৩০ সালে। ১৯৩২ সালে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন—এই সন্দেহে তাঁকে কলকাতা ধ'রে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিখ্যাত গোয়েন্দা বিভাগ—'ইলিসিয়াম রো'তে আটক রেখে নানা দৈহিক যন্ত্রণা দেওয়া হয়। ১৯৪২ সালে স্বাধীনতার মহান আন্দোলনে ভারতরক্ষা আইনে ধৃত হয়ে দু বৎসর কারাবাস করেন—৬।১০।৪২ থেকে ২৬।৯।৪৪ পর্য্যন্ত।

বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন সমিতির তিনি সদস্য ছিলেন। ১৯৩২ সালে ফাঁসীর আসামী বিখ্যাত বিপ্লবী শ্রীদীনেশ মজুমদার যখন জেল থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করেন তখন তিনি গদাই বাবুদের সাহায্যে গদাই বাবুদের বাড়ীতে কিছুদিন ধরে গুপ্তভাবে বাস করেন। ঐ সময় আরো বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বিপ্লবী আত্মগোপন ক'রে গদাই বাবুদের বাড়ীতে থাকেন—তাঁরা হলেন—শ্রীশচীন করগুপ্ত, শ্রীফণী দাশগুপ্ত, শ্রীতারানাথ লাহিড়ী প্রভৃতি। গদাই বাবু ও তাঁদের পরিবারবর্গ সাংঘাতিক বিপদ তুচ্ছ ক'রে, স্বাধীনতার যোদ্ধা এইসব বিপ্লবীদের অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করেন।

স্বর্গত দেশপ্রেমিক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্রদ্ধেয় জননেতা বীররাঘব আচারীয়ার নেতৃত্বে পুরুলিয়ায় শ্রদ্ধানন্দ কর্ম্মমন্দির

আছে দেখা যাক। তখন ঐ সমস্ত কমরেডের দল এক সঙ্গে উচ্চৈস্বরে ধ্বনি দিয়ে বলতে থাকেন—গিরিশ মাহাত চোর—গিরিশ মাহাত চোর। আর তারা হাততালি দিতে থাকেন।

ঘটনাটি হচ্ছে এই। কমরেডদের প্রচার পত্রে লেখা হয়েছে যে, বন্যার জন্য সাহায্যের কাজে বাধা দেওয়ায়, মেলার হাজার হাজার লোক গিরিশ মাহাতদের ধিক্কার দেয়। মেলা তখন ভাঙ্গবার মুখে, তখনি হাজার হাজার লোক ছিলেন না। তবে যাঁরা ছিলেন—তাঁরা সকলে গিরিশ বাবুর প্রতি এই অন্যায় আচরণের জন্য ঐ কমরেডদেরই ধিক্কার দেন।

দেশের সকলেই জানেন যে, এই জেলায় যখনই জনগণের জীবনে সংকট এসেছে দুর্ভিক্ষ এসেছে - লোক সেবক সংঘ তথা গিরিশ বাবুরা প্রতিনিয়ত তার প্রতিকার করতে চেষ্টা করেছেন। এঁদের মতন লোকেরা দেশের এই দুর্দ্দিনে মানুষের সাহায্যের কাজে বাধা দেবেন—কেউ কি বিশ্বাস করবেন? অপর দিকে ঐ সমস্ত কমরেডের দল—যাদের কোনো দিন—জনসেবার কোনো কাজে দেখা যায়নি—আজ তারা বিনা রসিদে বন্যাত্রাণের জন্য টাকা সংগ্রহে এত দরদী হয়ে উঠেছেন কেন—তা সকলেই উপলব্ধি করছেন। বিশেষতঃ গোপালনগর অঞ্চলের মানুষেরা যাঁরা ঐ সব কমরেডদের ব্যাপার প্রভৃতি সব জানেন—তাঁরা আরো ভালভাবেই ঐ কমরেডদের বন্যার্তদের প্রতি দরদের মর্মার্থ উপলব্ধি করবেন।

কমরেডরা ঐ প্রচার পত্রে লোকসেবক সংঘের কর্মীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন সংঘ কর্মীরা—(ক) জনগণকে বঞ্চিত ক'রে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছেন। (খ) তাঁরা বুর্জ্জোয়া সমাজে নিজেদের আরো উন্নীত করেছেন। (গ) তাঁরা দেউলিয়া রাজনীতিবিদ ইত্যাদি।

আমরা মুক্তির মারফত কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা ও রাজ্য স্তরের নেতাদের জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁদের যদি লোকসেবক সংঘের কর্মীদের বিরুদ্ধে ঐ সমস্ত অপরাধ প্রমাণ করার ক্ষমতা না থাকে তবে তাঁরা তাঁদের কর্মীদের এরকম দায়িত্ব জ্ঞানহীন উক্তি করার কাজে প্রশ্রয় কেন দিচ্ছেন? তারা প্রমাণ করুন—আমাদের সম্মানিত গিরিশ বাবু বা সংঘ কর্মীরা কোথায় কীভাবে চোর? সি পি এমের নেতাদের জিজ্ঞেস করি—তাঁরা কি তাঁদের কর্মীদের এ রকম দায়িত্ব জ্ঞানহীন ভাবে চাঁদা আদায়ের অধিকার দিয়েছেন। আমরা জানতে চাই কিসের বলে এই কমরেডদের আজ এত জুলুম ও এত স্পর্দ্ধা হয়েছে? সি পি এম নেতৃবৃন্দ কি তা জানাবেন?

নিবেদক—
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মাহাত—দুলালডি
শ্রীভক্তরঞ্জন সেন—চেপুয়া
শ্রীঝ লাল মাহাত—বাগডেপা
শ্রীবিশ্বনাথ মাহাত
শ্রীলফর মাহাত

হেলথ হোমের শ্রীশঙ্কর ঘোষের ওপর আক্রমণ

পুরুলিয়া ষ্টুডেন্টস্ হেলথ হোম—শুধু একটি নাম নয়, দুঃস্থ, রুগ্ন ছাত্রছাত্রীদের নিরাময়ের একটি আশ্রয় স্থল। সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন পুরুলিয়া বাসী, ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবহারজীবি, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, কন্ট্রাকটর ও বিভিন্ন জীবিকার মানুষের চেষ্টায় গড়ে ওঠা এক আন্তরিক প্রয়াস।

এই হেলথ হোম বিগত ১৬ মাসে গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ৬০০/৭০০ ছাত্রছাত্রীদের বিনা পয়সায় সুচিকিৎসায় ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যে কোনও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকদের অতি প্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে এই হেলথ হোম্। এই হেলথ হোমকে আমাদের শহরে গড়ে তোলার ব্যাপারে যে অধ্যাপকের অবদান উল্লেখের দাবী রাখে—তিনি পুরুলিয়া পলিটেক্‌নিকের শ্রীশঙ্কর ঘোষ।

জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমরা পুরুলিয়ার নাগরিকরা বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবি ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্ক কর্মচারী, কন্ট্রাকটর ও বিভিন্ন স্তরের মানুষ সমবেতভাবে এই ঘটনার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করছি।

সুস্থ ও বলিষ্ঠ জনমত গড়ে তোলার জন্য আবেদন রাখছি জেলার প্রতিটি নাগরিকদের কাছে এই প্রত্যাশা নিয়ে যে, দোষীদের শাস্তি বিধান করতে হবে। ইতি নিবেদক

বি, টি, কলেজ :
রামকমল অধিকারী, অধ্যক্ষ

পুরুলিশা পলিটেকনিক :
এস, কে, সেন, অধ্যক্ষ
এ, আর বসু ঐ
সি এস পারুই ঐ
আর কে চ্যাটার্জী ঐ
এ কে গাঙ্গুলী ঐ
সমরনাথ সিংহ ঐ
টি পি অধিকারী ঐ
দেবদাস দত্ত ঐ
এ কে চক্রবর্ত্তী ঐ
বুদ্ধেশ্বর মুখার্জী
গ্রন্থাগারিক পুরুলিয়া পলিটেকনিক

জে. কে, কলেজ :
সুবোধ বসু রায়, অধ্যাপক-ইন-চার্জ
মৃণাঙ্ক মোহন উপাধ্যায় অধ্যাপক
মনোরঞ্জন মাহান্তি ঐ
শক্তিসাধন বসু ঐ
রঞ্জিত কুমার খাঁ ঐ
নরেন্দ্রনাথ ফৌজদার ঐ
মনোজ কুমার চৌধুরী ঐ

এম, ভি ইনষ্টিটিশত :
নিতাই দাস গাঙ্গুলী প্রধান শিকক
সুনীল কুমার সরকার শিক্ষক
অজিত কুমার সেন, ঐ
নিত্যানন্দ রায় ঐ
প্রণব চ্যাটার্জী ঐ
রামকানাই অধিকারী ঐ
কমলেশ গুপ্ত ঐ
অসিত হাজরা ঐ
শিব কুমার কবিরাজ ঐ
তারকেশ চ্যাটার্জী ঐ

চিত্তরঞ্জন হাই স্কুল :
রামেন্দ্র সুন্দর চৌধুরী প্রধান শিক্ষক
রবীন্দ্র কবিরাজ, শিক্ষক
রবি রায় ঐ
অজিত কুমার দে ঐ
অশ্বিনী কুমার কবিরাজ
সহ প্রঃ শিক্ষক ঐ
সত্যেন্দু গুপ্ত প্রধান শিক্ষক

লাগদা হাই স্কুল :
সত্যনারায়ণ মুখার্জী অধ্যক্ষ

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র :
মেজর সুনীল চ্যাটার্জী

৫২ বেঙ্গল বি. এন, এন সি. সি.
ক্যাপঃ বলরাম দে ঐ

শান্তময়ী গার্লস্ হাই স্কুল
প্রণব কুমার দে শিক্ষক
নমিতা রাহারায় শিক্ষিকা
তৃপ্তি সান্যাল "
দীপিকা দাশগুপ্ত "
দীপালি ভট্টাচার্য্য "
কাজল পাল "
চিত্রা সরকার "
বেলা চক্রবর্তী "
শোভা চক্রবর্তী "

গভঃ গার্লস্ স্কুল :
সুরমা নন্দী শিক্ষিকা
মনোরমা দে "
ছবি কুণ্ডু "

নিস্তারিণী কলেজ :
নিমাইলাল দত্ত অধ্যাপক
বিনায়ক ভট্টাচার্য্য "
কমলা ব্যানার্জী অধ্যাপিকা
সৌম্যনাথ মল্লিক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক
প্রকাশ চন্দ্র সরকার সম্পাদক
ইউ বি আই ই এ
কল্যাণ ব্যানার্জী
ইউ বি আই পুরুলিয়া শাখা
অশোক আয়কত সহ সভাপতি
পি বি ও এ
প্রণব বক্সী ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া :
শ্যামল ব্যানার্জী "
অমল চন্দ্র কুমার "
অচিন ব্যানার্জি
পি ডাব্লিও ডি পুরুলিয়া
জে এন আদিত্য "
মোহন ওরাং ইউ বি আই পুরুলিয়া

(২য় পাতায় দেখুন)

WANTED

Wanted a B. Sc. (Bio) for Arjunjora Junior High School, P. O. Arjunjora Dist. Purulia.

Apply to the Secretary on or before 5-11-78 and attend for interview on 5-11-78 at a.n.

S. P. Mahato,
Secretary,
Arjunjora Jr. High School.

Wanted

Wanted an assistant teacher (graduate in Bio-Science) preferably trained, for Khamar Jr. High School. P. O. Khamar Dist.—Purulia, against permanent vacancy.

Apply to the undersigned on or before 15-11-78 and appear before the competent authority on 2-12-78 at 1 p. m. along with certificates and testimonials for interview.

No. T. A. will be entertained.

Secretary.

WANTED

Wanted assistant teacher for Napara High School (H. S.) for the following posts. Apply to the Secretary on or before the 7-11-78.

Category I. B. Sc. with (Hons) in Mathematics Physics and Chemistry preferably trained.

Category 2 M. A in English and History or Economics.

- Category 1 is for additional posts and Category 2 is for H. S. unit.

Pay and allowances as per G. A rules.

Secretary.
Napara High School
P. O. Napara Dist. Purulia.

WANTED

Wantec an assistant tcacher B. Scs (Bio-preferablly trained) for Jarobari Junior High School P. O. Jarobari, Dist. Purulia. Apply to the Secretary of the school by 15-11-78 at the latest.

Date of interview (Both oraland class teaching on 22-11-78 at 11 a. m. in the School premises.

Secretary.

WANTED

Wanted a Science (Bio) graduate praferably experienced and trained in the additional post of Bijoydih Jr. High School at P. O. Bijoydih Dist. Purulia. Apply to the Secretary, on or before 4-11-78 Interview on 7-11-78.

Secretary,

Wanted

1. Wanted a B. A. with Sanskrit (Preferably trained) for Baragram High School in Permanent vacancy. Scale of Pay according to G. A. rule

2. Applications are invited from trained graduates (trained in Physical Edn) in deputation vacancy. Scale of Pay according to G. A. rule.

Apply to the Secretary, by the 15th Nov. '78.

Secretaty
Baragram High School
P. O. Napara Baragram
Dist Purulia (W. B)

পুরুলিয়া আঞ্চলিক পরিবহন কর্ত্তৃপক্ষ

বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত প্রত্যেক রুটের এক একটিতে প্রতিদিন একটি করে ট্রিপ দেওয়ার জন্য বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে গাড়ীর পারমিট মঞ্জুরের জন্য পি, এস, টি, পি. এ ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। দরখাস্তের সঙ্গে দরখাস্ত ফি বাবদ ১০ টাকার ট্রেজারী চালান এবং দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা সহ জমানত স্বরূপ ২০০ টাকার ট্রেজারী চালান, আর্থিক অবস্থা, দরখাস্তকারী কোন পারমিটের অধিকারী থাকলে তার সংখ্যা; যাত্রীবাহী পরিবহণ ব্যবস্থায় অভিজ্ঞতা, কোন চালক/কন্‌ডাক্‌টরের লাইসেন্স অধিকারী হলে এবং গ্যারেজ ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ থাকা চাই। নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে ৩০-১১-৭৮ তারিখে অথবা তার আগে বেলা ২টা পর্য্যন্ত দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে। দরখাস্ত ফি ও জামানত বাবদ জমা দেওয়ার ট্রেজারী চালান ও সংশোধিত মোটর ভিইকলস্ আইনের (১৯৩৯) ৪৬ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সঙ্গে না থাকলে কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য করা হবে না। ৩০-১১-৭৮ তারিখে বেলা ২টার পর কোন দরখাস্ত নেওয়া হবে না। অসম্পূর্ণ দরখাস্ত বিবেচনা করা হবে না। স্বাক্ষর, সচিব, আঞ্চলিক পরিবহণ কর্ত্তৃপক্ষ, ২৬-৯-৭৮। বর্ণিত রুট সমূহ :

১) সাঁতালডিহ থেকে রঘুনাথপুর হয়ে বাঁকুড়া (প্রতিদিন প্রত্যেক রুটে একটি করে ট্রিপ), (২) পুরুলিয়া থেকে রাজনোওয়াগড় হয়ে মানবাজার, (ঐ), (৩) কালপাথর থেকে পুরুলিয়া, চাকালটোড়, বামনডিহা হয়ে বড়বাজার (ঐ) (৪) সিরকাবাদ থেকে পুরুলিয়া, লাধুরকা, খইরিপিহাড়া হয়ে সাঁওতালডিহ (ঐ), (৫) মানবাজার থেকে পুরুলিয়া, পাড়া, ডুবড়া হয়ে সাঁওতালডিহ (ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যক স্টপেজ), (৬) পুরুলিয়া থেকে রঘুনাথপুর হয়ে চেলিয়ামা (প্রতিদিন প্রত্যেক রুটে একটি করে ট্রিপ), (৭) বড়বাজার থেকে বলরামপুর বাগমুণ্ডি হয়ে ঝালদা (ঐ), (৮) মানবাজার থেকে কেন্দা, পুরুলিয়া রঘুনাথপুর, হয়ে পাঞ্চেত (ঐ) (৯) পুরুলিয়া থেকে বেগুনকোদর, ঝালদা, ইল্লু হয়ে তোরাং ষ্টেশন (ঐ), (১০) ব্রজপুর থেকে ঝালদা, ইল্লু, বুরদা, কালীমতি, বাগমুণ্ডি হয়ে বড়বাজার (ঐ), (১১) পুরুলিয়া থেকে সিরকাবাদ, আরশা, বেগুনকোডার, ঝালদা, ইল্লু, কালীমতি, বুরদা হয়ে বাগমুণ্ডি (ঐ) (১২) আরশা থেকে পুরুলিয়া হয়ে মানবাজার (ঐ), (১৩) মানবাজার থেকে পাঞ্চা, হুরা, পুরুলিয়া হয়ে সাঁওতালডিহ, (ঐ); (১৪) মানবাজার থেকে পাঞ্চা, হুরা, পুরুলিয়া হয়ে টুলিন (ঐ), (১৫) নদিহা থেকে পুরুলিয়া, হুরা, পাঞ্চা হয়ে মানবাজার (ঐ), (১৬) পুরুলিয়া থেকে হুরা, রোখেরা, পরাসিয়া, হয়ে পায়রাচালিঘাট (ঐ), (১৭) পুরুলিয়া থেকে লাধুরকা, কাশীপুর হয়ে মণিহারা (ঐ), (১৮) কুটনী থেকে সিন্দ্রি, বড়বাজর, বামনডিহা, চাকালটোড় হয়ে পুরুলিয়া (ঐ), (১৯) মানবাজার থেকে পুরুলিয়া, হুরা, কাশীপুর হয়ে আদ্রা (ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যক স্টপেজ)।

(আই, সি এ ৮৪১৯ (২) ৮)

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ বিশেষ সংখ্যা | শুক্রবার, ৩রা নভেম্বর, ১৯৭৮ ১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ১০ পয়সা

শুভে ও অশুভে চির-সংগ্রাম।
কেবা হয় পরাজিত?
অশুভের জয়? সৃষ্টি যে হয়
সব সুখ বর্জ্জিত॥

• • •

আজ) দানবের দলে করো পরাজিত;
শুভ হোক অর্জ্জিত।
তাই) দেব সেনানীরা জাগ্রত হও
রণে হও সজ্জিত॥

গভীর রাত্রে আক্রমণকারীদের শিল্পাশ্রমে হানা

সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, মুক্তি সম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমতী উর্ম্মিলা মজুমদার ও শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষ গুরুতর আহত

২৫শে অক্টোবর, ৭ই কার্ত্তিক, বুধবার মধ্যরাত্রে এই নিদারুণ ঘটনা অনুষ্ঠিত

২৫শে অক্টোবর রাত্রে আশ্রমে ছিলেন লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা অশীতিপর বৃদ্ধা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, মুক্তির সম্পাদক ও লোকসেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবীর কন্যা শ্রীমতী উর্ম্মিলা মজুমদার দিনকতক পূর্বে দিল্লী থেকে এসে অসুস্থা মায়ের কাছে ছিলেন। সেই রাত্রেই নিমডি লোকসেবায়তনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষ—যিনি শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবীর আত্মীয়া তিনি নিমডি থেকে এসে সেই রাত্রে আশ্রমে তাঁর পিসিমার কাছে ছিলেন। আশ্রমে আর ছিল—কম বয়েসী ৪টি ছেলে; আর কলকাতা থেকে আগত একটি মেয়ে। এঁরা সব ছিলেন আশ্রমের ভেতরের দিকে। আশ্রমের বাইরের দিকটায় একলা একজন কর্মী ছিলেন।

আশ্রমের চৌহদ্দির দেয়ালের দু দিকের বহু অংশ অতি বর্ষায় সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়ে গেছে। আশ্রমে ঢোকবার কোনো বাধা ব'লে কিছু ছিল না। তাছাড়া আশ্রমে ঢোকবার দু দিকের দুটি মূল দরজাও আধভাঙ্গা হয়ে ছিল। আর আশ্রমের ঘরগুলিতে রাত্রিকালে কপাট দিয়েও শোওয়া হয় না। প্রায় সব ঘর রাত্রে খোলাই থাকে। আশ্রমে টাকা কড়িও কিছু ছিল না; আর থাকেও না। দামী জিনিষও আশ্রমে কিছুই নেই। আশ্রমের দু একটা জানলার লোহার রড বহু দিন থেকেই আলগা বা ভগ্ন প্রায় ছিল। মেরামত করানোও হয়নি। সুদীর্ঘকাল ধ'রে আশ্রমে এই অবস্থা এবং ব্যবস্থাই চলছে।

পূর্ব দিকের শেষের ঘরটায় অরুণ বাবু একলাই ছিলেন। ঘরের দরজা রাত্রে খোলাই ছিল। পশ্চিমদিকে ষষ্ঠ ঘরে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবী, শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী ও শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী শুয়েছিলেন। আন্দাজ রাত্রি ১২টার সময় অরুণ বাবুর ভগ্নি শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী অরুণ বাবুকে এসে জানান যে, ওঁদের ঘরে উত্তরের জানলা দিয়ে একটা টর্চ্চের আলো দেখা গেল এবং বাঁশও কে জানলা দিয়ে ঢোকাচ্ছিল। এঁরা জেগে পড়ায় ওরা সরে গেল। তাতে অরুণ বাবু বললেন—এখানে আর কি নেবে—কোনো দরিদ্র লোক হয়তো বাঁশ দিয়ে দু একটা জামা কাপড় নেবার চেষ্টা করছে। সবাই জেগে পড়ায় ওরা সরে পড়েছে—আর কি হবে। এর পরে সবাই শুয়ে পড়েন।

অরুণ বাবু যে ঘরে শুয়েছিলেন—তার দরজা জানলা খোলাই ছিল। সেই দরজা দিয়ে তাঁর বিছানা থেকেই পূর্ব দিকের বাউণ্ডারীর দেওয়ালের আধভাঙ্গা দরজাটা দেখা যায়। রাত্রি আন্দাজ সওয়া একটার সময় একটা ইট বা পাথরের আঘাতে অরুণ বাবুর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি বিছানা থেকে উঠে দেখেন যে, বাইরের দরজাটা ভেঙ্গে একদল লোক কয়েকটা টর্চ্চের আলো জ্বেলে ভেতরে ঢুকছে। অরুণ বাবু বুঝলেন—একদল এসেছে আক্রমণ করতে। উনি বিছনা ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ওঁর ৫।৬ হাত দূরে তখন আক্রমণকারীরা। উনি ওদের বললেন—কী ব্যাপার? তারা উত্তর দিল না। তারা অরুণবাবুর চোখের ওপর গোটা তিন চার টর্চ্চ একসঙ্গে ফেলতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে পাথর মারতে সুরু করল। সেই আঘাতের ফলে প্রচুর রক্ত ঝরতে লাগল। দেহে কয়েক জায়গায় পাথরের আঘাত লাগল। এবং ওঁর দেহে কয়েকটা লাঠি বা রড় দিয়ে মারার আঘাতও দেখা গেছে। আক্রমণকারীরা আশ্রমে ঢোকবার আগেই অরুণ বাবুর ঘরের জানলা থেকেই দুটো রড খুলে নিয়েছিল।

অরুণ বাবুকে যখন মারধোর সুরু করল—তখন ঠিক একসঙ্গেই ওরা অন্য দু জায়গায় আক্রমণ সুরু করল। অরুণ বাবুর পাশের ঘরে তিনটি কম বয়েসী কর্মী ছিল। দুটো তরোয়াল দেখিয়ে ওদের বাংলা ভাষাতেই বলল—তোরা চুপ ক'রে থাক—চেঁচালে মেরে ফেলব। এই বলেই ওদের ঘরের দরজায় বাইরে থেকে শিকল দিয়ে দেয়।

অরুণ বাবুকে যখন আক্রমণ করছে - তখন শব্দ শুনে অরুণ বাবুর ভগ্নি ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। তিনি দেখেন তাঁদের ঘরের দিকে কয়েকজন লোক টর্চ্চ হাতে ছুটে আসছে। অরুণ বাবুর ভগ্নি শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী তখন তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। দরজার খিল অপটু ছিল। ওরা লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলে এবং ভেতরে ঢুকেই ওদের মার দিতে সুরু করে। দরজার কাছেই সামনের দিকে শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবীকে ও শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষকে পেয়ে মার দিতে সুরু করে। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ তখন তাড়াতাড়ি উঠে ওদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন—বলেন কেন মারছ—মের না, মের না। ওরা তখন শ্রীযুক্তা ঘোষকে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে। আর তিনি হাত তুলে আটকাতে যাচ্ছিলেন—হাতে এমন আঘাত করে যে, ওঁর বাঁ হাতের ক'ড়ে আঙ্গুলটা দু টুকরো হয়ে যায়। ওঁর ঘাড়ে ও অন্যান্য জায়গায় জোর আঘাত করে।

আক্রমণকারীরা শ্রীমতী উর্ম্মিলা মজুমদারকে ঘাড়ে ও রগে প্রচণ্ড আঘাত করে। শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষের পেটে কয়েকটা জোর লাথি ও লাঠী মারে। অরুণ বাবুকে মারধোর এবং শ্রীযুক্তা ঘোষদের তিন জনকে মারধোরের ব্যাপার দু তিন মিনিটের ভেতরে এক সঙ্গে শেষ করেই আক্রমণকারীরা সরে পড়ে। যাবার সময় শ্রীযুক্তা ঘোষের ঘর থেকে খদ্দরের কয়েকটা কাপড় ভর্ত্তি একটা সুটকেশ ও একটা ট্র্যানজিসটার (ছোট রেডিও) নিয়ে চলে যায়। আর শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষের হাতের দুটো

চুড়ি খুলে ও শ্রীমতী উর্ম্মিলা মজুমদারের হাতের একটা চুড়ি খুলে নিয়ে যায়। ঐ দু ভগ্নির দুটো হাত ব্যাগ এবং একজনের একটা হাতঘড়ি নিয়ে যায়। ঐ ঘরে আরো দু একটা বাক্স এবং বই ও পুরোণো জামা কাপড় ভর্ত্তি গোটা দুই আলমারী ছিল সেগুলো ওরা খোলেনি বা ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। পাড়ার লোক যখন বুঝলেন একটা ব্যাপার ঘটল - তার আগেই ওরা সরে পড়েছে।

অরুণবাবুকে মারধোর করে ওরা চলে যেতেই অরুণবাবু তাড়াতাড়ি ওঁর মায়েদের ঘরের দিকে যান। যেতেই দেখেন ইতিমধ্যেই আক্রমণকারীরা ওঁদেরও মারধোর ক'রে চলে গেছে। বারান্দায় ওঁর ভগ্নি বমি করছেন। ভেতরে শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষ খাটের ওপর অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায়; আর তাঁর মা শ্রীযুক্তা ঘোষ আঘাতের ফলে খাটে পড়ে রয়েছেন—বিছানায় রক্তের ছড়াছড়ি, একটা আঙ্গুল দু টুকরো। রাত্রি তখন ১৷৷টা। আক্রমণকারীরা আন্দাজ ১৪।১৫ জন ছিল। কাউকে চেনা যায় নি। ওরা ছেলেদের সঙ্গে ঐ একটা কথা ছাড়া কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। ওদের মাথায় গামছা বাঁধা ছিল।

অরুণবাবু তখন সদর হাসপাতালে ফোন ক'রে এ্যাম্বুলেন্স আনাবার চেষ্টা করতে বলেন। হাসপাতালে তখন এ্যাম্বুলেন্স ছিলো না। সেজন্য কর্মীরা ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড থেকে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে নিয়ে যান। অরুণবাবু তখন টাউন পুলিসকে খবর দিলেন। পুলিস অফিসারেরা সঙ্গে সঙ্গে এসে গেলেন। ট্যাক্সিতে ক'রে সদর হাসপাতালে রাত্রি আন্দাজ তিনটের সময় আসা হলো। পুলিস অফিসারেরাও সঙ্গে এলেন। এমারজেন্সীতে তৎপরতার সঙ্গে প্রাথমিক ব্যবস্থা ক'রে সকলকে ভর্ত্তি করা হোল।

হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষের ক'ড়ে আঙ্গুল কেটে ফেলতে হয়েছে—মাথার ক্ষতে শেলাই করতে হয়েছে। অরুণবাবুর কপালে ক্ষত শেলাই করতে হয়েছে। ভেতরের আঘাতে শ্রীমতী উর্ম্মিলা মজুমদারের গলা দিয়ে রক্তপাত হয়েছে। শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষের অবস্থা বিশের খারাপ হওয়ায় - ওঁরে বাঁকুড়া পাঠান হয়—২৭শে অক্টোবর রাত্রে। ঐ রাত্রেই বাঁকুড়ায় অপারেশন করে দেখা যায় যে, লাথির আঘাতে তাঁর পাকস্থলি ফেটে গেছে—প্রচুর রক্তপাতের পর পচন আরম্ভ হয়েছে। অপারেশন ক'রে বাঁচাবার চেষ্টা হচ্ছে। অবস্থা কিছু উন্নতির দিকে। তবে ফাঁড়া এখনো কাটেনি। পুরুলিয়া হাসপাতালে যাঁরা রয়েছেন—তাঁদের চিকিৎসা ও সেবা যত্নের জন্য হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ ও ডাক্তারেরা, নার্সেরা, কর্মীরা আন্তরিক চেষ্টা যত্ন করছেন।

আশ্রমের কাছে সুরুলিয়া গ্রামের ধারে সুটকেশটা ফেলে যায় ও হাত ব্যাগগুলি ছিঁড়ে ফেলে যায়। খবর পেয়ে পুলিস সেগুলি নিয়ে এসেছেন। খবর পেয়ে এই কদিন পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে প্রত্যহ শত শত লোক দেখা করতে আসছেন। সমস্ত দলেরই নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা দেখা করছেন। গ্রামাঞ্চলে খবর পৌঁছানোর পর কর্মীরা দলে দলে ছুটে দেখতে আসছেন। পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট হাসপাতালে অরুণবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে বলেছেন—তদন্তের সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। অন্যান্য পুলিস অফিসারেরাও হাসপাতালে দেখা করেন।

পঁচিশে অক্টোবরের ঘটনার জের

পুলিশী তদন্ত

শিল্পাশ্রমের ২৫শে অক্টোবর তারিখের ঘটনার সূত্রে পুলিশ ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৯৫।৩৯৭ ধারা অনুসারে ডাকাতির মামলা লিপিবদ্ধ করেছে। এই সূত্রে পুলিশ কয়েকজন দাগী আসামীকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে এবং জামীনে মুক্তি দেয় বলে জানা গেছে।

আরও প্রকাশ, গোয়েন্দা দপ্তর এই ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত সুরু করেছে।

আহতদের অবস্থা

উপরোক্ত ঘটনায় যাঁরা গুরুতরভাবে আহত হন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়ায়। তাঁকে ২৭শে অক্টোবর রাত্রে বাঁকুড়ায় এ্যাম্বুলেন্সযোগে স্থানান্তরিত করা হয়। বাঁকুড়ায় পৌঁছনোর এক ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ রাত্রি ১১টার সময় অস্ত্রোপচার করা হয়। শ্রীমতী ঘোষের পাকস্থলী ফেটে গিয়ে রক্তপাত ও পূজ জমে গুরুতর আশঙ্কার কারণ দেখা দেয়। অস্ত্রোপচারের পর ৩৬ ঘণ্টা অতিবাহিত হবার পর চিকিৎসকেরা আশা করছেন যে বিপদ হয়ত কেটে যাবে।

পুরুলিয়ার সদর হাসপাতালে আশ্রম মাতা শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা দেবী ও শ্রীমতী উর্ম্মিলা মজুমদার, ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করছেন। লোক সেবক সংঘের সচিব তথা মুক্তি সম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষের দেহের ক্ষতগুলি ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে হলেও তাঁর হৃদরোগ জনিত ব্যাধি জটিলতার সৃষ্টি করে। এই বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা ও তদনুযায়ী চিকিৎসার জন্য বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন হবে কিনা সেই বিষয়ে চিকিৎসকেরা পরামর্শ করছেন।

লোকসেবক সংঘের নেতৃবৃন্দকে হত্যার চেষ্টার প্রতিবাদে অনশন সত্যাগ্রহ

অদ্য পুঞ্চা এবং মানবাজার থানার কর্মীদের জামগোড়িয়া গ্রামে কর্মী বৈঠক ছিল। গত ২৫শে অক্টোবর রাত্রিতে শিল্পাশ্রমে লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা, শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ ও সংঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁদের নৃশংসভাবে আঘাত করে। তাঁদেরও সঙ্গে দিদি শ্রীমতী উর্মিলা মজুমদার এবং নিমডি লোকসেবায়তনের বিশিষ্ট কর্মী নিমডি হাই স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষকে নৃশংসভাবে আঘাত করে। এই খবর পেয়ে কর্মীরা ভীষণভাবে আঘাত পান। বৈঠকে আলোচনার পূর্বে তাঁদের আরোগ্যের জন্য দুই মিনিট দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত কর্মী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। উক্ত বৈঠকে আরও ঠিক হয় যে, আগামী ১৭ই কার্ত্তিক ৪।১১।৭৮ শনিবার পুরুলিয়া কোর্টে গান্ধী পার্কে জেলার অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে সমবেত হইয়া ২৪ ঘণ্টা অনশন ব্রত করিয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হইবে তাঁরা অতিশীঘ্র আরোগ্য লাভ করুন এবং দেশের সেবার জন্য দীর্ঘায়ু হোন কামনা করা হয়। আরও প্রার্থনা করা হইবে যে, যাঁহাদের চক্রান্তে ও প্ররোচনায় এই কলঙ্কিত ঘটনা ঘটিল তাঁহাদের যেন শুভবুদ্ধির উদয় হয়।

আমরা জেলার সমস্ত কর্মী জনসাধারণকে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছি।

বিনীত—

সর্ব্বশ্রী কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী, মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী, চুণারাম মাহাত, যাদব মাহাত, প্রহ্লাদ দত্ত, রামচন্দ্র মাহাত, বাসুদেব মণ্ডল, দিবাকর মাহাত, বুচন মাহাত, হিরু সিং সর্দ্দার ঝংলাল মাহাত, গিরিশ মাহাত, বিমল চন্দ্র মাহাত, পরেশচন্দ্র মাহাত, সন্তোষ ভট্টাচার্য্য।

অনশনকারীগণ স্ব-খরচায় ৩।১১।৭৮ তারিখে রাত্রি পর্য্যন্ত পৌঁছিবেন। সকাল হইতে আরম্ভ হইবে।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা

সোমবার, ৬ই নভেম্বর, ১৯৭৮
১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৮৫

বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০
নগদ ২০ পয়সা

পঁচিশ জনা করলে চড়াও—
হাজার জনা এগিয়ে আসে।
পঁচিশ জনা হানলে আঘাত
হাজার জনার নয়ন ভাসে॥

• • •

সন্দেহ নেই পচিশেরাই
অগ্রগতির পথের কাঁটা।
রুখতে পঁচিশ হাজার প্রাণ
জাগছে স্নেহ বুকের - পাটা॥

পুরুলিয়া প্রেস ক্লাবের প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত নীতির প্রতিবাদ

বিশ্বস্ত সূত্রে জ্ঞাত পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিকের ১০-৮-৭৮ তারিখের ১৪৮১৪ নং সার্কুলার বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন প্রদান ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত করার যে নীতি গৃহীত হতে চলেছে—তা বহু বিঘোষিত ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নীতির কেবল পরিপন্থীই নয়—আপাত দৃষ্টিতে একান্ত অশোভন, অবাস্তব এবং বৈষম্যমূলক হবার আশঙ্কা যুক্ত—ফলে বিজ্ঞাপন প্রদানের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। কারণ এই ব্যবস্থার দ্বারা বিজ্ঞাপনদান কেবল বিলম্বিতই হবে না—রাজ্য সরকারের কেন্দ্রীয় পর্য্যায়ে লালফিতার বাঁধনে বিচার বিবেচনার পর যে বিজ্ঞাপন বিলি বন্টন করা হবে—তা বহুক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় ও সামঞ্জস্যহীন হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষতঃ সরকারী দপ্তরের কলিকাতা কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে কলিকাতার বৃহৎ সংবাদপত্র ও কলিকাতার সাময়িক পত্রের সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থ সাধনের যূপকাষ্ঠে, জেলার বা মফঃস্বলের পত্র পত্রিকাগুলিকে বলি দেওয়া হবে।

খ) উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিতে সাময়িক পত্র পত্রিকার সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশনের অবৈধ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে, যে-ফতোয়া জারী করা হয়েছে—তাতে সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা কম পক্ষে ৬ পাতা এবং বৎসরে অন্ততঃ ৪০টি সংখ্যা প্রকাশের নীতি সর্ত ঘোষিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে বাস্তব জ্ঞানের অভাব এবং মফঃস্বল পত্র পত্রিকার সমস্যা সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের মনোভাব দেখিয়েছেন। সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির আয়তন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থেকে কেবলমাত্র পৃষ্ঠা সংখ্যার উপর জোর দেওয়া হয়েছে—অনুরূপভাবে পাক্ষিক পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রে বৎসরে ৪০টি সংখ্যা **প্রকাশের সর্ত অন্যায়** ও অবাস্তব।

গ) **বিগত ডিসেম্বর মাসে** পুরুলিয়া পরিদর্শন সূত্রে তথ্য ও জন সংযোগ মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে যে আশ্বাসবানী ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—বাস্তব ক্ষেত্রে বর্ত্তমান ঘটনাবলীর সূত্রে তার অসারত্ব উৎকটভাবে প্রকটিত হচ্ছে। কংগ্রেস আমলে, বৃহৎ সংবাদপত্রের স্বার্থে মফঃস্বলের ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকাগুলির উপর যে অন্যায় অবিচার করা হয়েছিল—বামফ্রন্ট সরকার তা অপনোদনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই আশ্বাস দিয়ে তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী এই প্রতিশ্রুতিও দেন যে, পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাসের বাজেটে সরকারী বিজ্ঞাপন বাবদ জেলাওয়ারী বরাদ্দের পরিমাণ অন্ততঃ দ্বিগুণ করা হবে।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে, পরিলক্ষিত হচ্ছে যে মার্চ্চ মাসে বাজেট গৃহীত হবার পর ছয়মাস অতীত হবার পরও জেলার জন্য কোনও বরাদ্দও আসে নি—আর সরকারী কোনও বিজ্ঞাপন প্রদানের বালাইও দেখা যায় নি। আগস্ট মাসের শেষ ভাগে অর্থ বরাদ্দের অবসর হলে দেখা যায় যে তার পরিমাণ কংগ্রেসী আমলের বরাদ্দের পরিমাণ থেকে যৎকিঞ্চিৎ অধিক হলেও, বিজ্ঞাপন পাবার উপযোগী নূতন নূতন সাময়িক পত্রের আবির্ভাব ঘটায় প্রকারান্তরে এই পরিমাণ বৃদ্ধির মহিমালুপ্ত কার্য্যতঃ লুপ্ত হয়ে গেছে।

ঘ) জেলা স্তরে তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের সাম্প্রতিক কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা সূত্রে দেখা যায় যে, তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এ গুলির বিন্দুমাত্র কোনও ভূমিকা নেই এবং জনসংযোগ প্রকৃতপক্ষে আমলাসংযোগে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেসী সরকারের আমলে এই দপ্তরে যে টুকু কার্য্যকলাপ ছিল—এখন ছায়াচিত্র প্রদর্শন ছাড়া এই দপ্তরের অস্তিত্বের কোনও সার্থকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

সুতরাং এই পরিস্থিতিতে যদি—বিজ্ঞাপন প্রদানের সামান্য কাজটুকুও কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হয়—তবে এই জেলা দপ্তরগুলি সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মহীন ও অলঙ্কার সর্ব্বস্ব দপ্তরে পরিণত হবে। অতএব, বিজ্ঞাপন প্রদানের এই ভ্রান্ত, অবান্তর ও অগণতান্ত্রিক নীতি পরিত্যক্ত ও প্রত্যাহৃত হয়ে—জেলা স্তরে বিজ্ঞাপন প্রদানের পুরাতন বিকেন্দ্রীত নীতি প্রবর্ত্তিত করার জন্য আমরা দাবি করি ও আশা করি। আমাদের ক্লাব এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ করে এই ভ্রান্ত নীতি অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানাচ্ছে।

—•—

পাতিল, না, ইন্দিরা?

চিকমাগালুরে ভাগ্য নির্দ্ধারণ

গত ৫ই নভেম্বর বিপুল উত্তেজনা ও উদ্দীপনার মধ্যে চিকমাগালুরে সংসদীয় উপনির্বাচন হয়ে গেল। ৭৫শতাংশ ভোটদাতা এই নির্বাচনে ভোট দেন। বহু সংখ্যক প্রার্থীদের মধ্যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্রেস (ই) নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং জনতা প্রার্থী শ্রীবিরেন্দ্র পাতিলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার এই নির্বাচনের ভোট গণনা সুরু হবে। সারা দেশ এই নির্বাচনের ফলাফলের জন্য আবেগ ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রতীক্ষা করছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দুঃখ প্রকাশ

গত ২৫শে অক্টোবর রাত্রিতে যে ঘটনায় লোক সেবক সংঘের নেতৃবৃন্দ গুরুতররূপে আক্রান্ত ও আহত হন—পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু লোক সেবক সংঘের নেত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষকে লিখিত এক পত্রে গভীর দুঃখ প্রকাশ ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

সম্প্রতি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপার্থ দে পুরুলিয়া হাসপাতালে এসে শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা দেবী ও শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

স্থানীয় সংবাদ

মালথোড় আন্ত গ্রাম সন্তরণ প্রতিযোগিতা ১৯৭৮

৯ই অক্টোবর ১৯৭৮ সোমবার মালথোড় স্বামীজী বাঁধে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিচালিত আন্তঃ গ্রাম সন্তরন প্রতিযোগিতা হয়। এতে বিভিন্ন গ্রামের মোট ৫৪ জন যুবক ও কিশোর অংশ গ্রহণ করে। তিনটি বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়। তিনটি বিভাগের ১ম ও ২য় স্থানাধিকারীগণকে ব্যক্তিগত পুরস্কার দেওয়া হয়। এবং সর্ব্বোচ্চ পয়েন্ট প্রাপ্ত গ্রামকে "মালথোড় স্বামীজী বাঁধ সন্তরণ প্রতিযোগিতা শীল্ড" প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণের পর জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে মালথোড় পূজা মণ্ডপে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন ডাঃ ভৈরবচন্দ্র মাহাত এবং প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন শ্রীসুশীল ঘোষ, শারীর শিক্ষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া। সহযোগিতা ও অংশ গ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেবাকেন্দ্রের সভাপতি শ্রীজয়চাঁদ মাহাত।

এ্যাসোসিয়েশন অফ প্রোফেসন্যাল সোস্যাল ওয়ার্কাসের জেলা সম্পাদক শ্রীসুধাকর বড়াল জানাইতেছেন যে,

(১) হাসপাতালে তথা বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের স্বার্থরক্ষার্থে সমাজ কল্যাণ কর্ম্মীদের হাতে উপযুক্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২২শে সেপ্টেম্বর '৭৮ জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিকের নিকট পুরুলিয়া জেলার সমাজ কল্যাণ কর্ম্মীগণ জেলা সম্পাদক শ্রীসুধাকর বড়ালের নেতৃত্বে এক ডেপুটেশন দেন। মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক এই ব্যাপারে উচ্চ কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করিয়া দাবী ফলপ্রসূ করিবার আশ্বাস দেন।

গত ১১ | ৯ | ৭৮ তারিখে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে এক বিশেষ সভায় পুরুলিয়া জেলার কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সংগঠন সম্পাদক সমীর রায়—

পুরুলিয়া জেলার কার্য্যকরী সমিতি :

সভাপতি - শ্রীসুশীল কুমার হাজরা (মানবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র)
সহ সভাপতি—শ্রীঅশ্বিনী কুমার দত্ত (সিরকাবাদ " ")
জেলা সম্পাদক – শ্রীসুধাকর বড়াল (সদর হাসপাতাল পুরুলিয়া)
কোষাধ্যক্ষ – শ্রীশঙ্কর প্রসাদ দাস (" " ")

পুরুলিয়ায় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ তারিখে পঃ বঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পুরুলিয়া (ও এণ্ড এম) ডিভিসন্ ষ্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে তাদের দ্বিতীয় বার্ষিক বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন স্থানীয় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ডিভিসন্যাল ইঞ্জিনীয়ার শ্রীসঞ্জীব কুমার রুদ্র মহাশয় ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক শ্রীঅপূর্ব্ব কুমার সান্যাল মহাশয়। এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে উদ্বোধনী সঙ্গীত ও পরে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন অধ্যাপক শ্রীঅপূর্ব্ব কুমার সান্যাল মহাশয়। শ্রীরুদ্র, শ্রীসান্যাল ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুবোধ সরকার বক্তব্য রাখেন। পরে স্থানীয় বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্ম্মীবৃন্দ নাট্যকার শৈলেশ গুহ নিয়োগী রচিত "ফাঁস" নাটকটি দর্শকপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। অনুষ্ঠানটির সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন নডিহা জিমন্যাষ্টিক এ্যাসোসিয়েশন। আবহসঙ্গীতে ছিলেন শ্রীঅলোক মজুমদার ও শ্রীতপন মজুমদার। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে প্রত্যেকটি শিল্পী দৃঢ়তার সঙ্গে অভিনয় করে দর্শক মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে যারা অভিনয় করেছিলেন—তপতী মুখার্জি অলকানন্দ দেবী, সর্বশ্রী মঙ্গলময় মুখার্জি, জগদীশ সিংহ, দেবব্রত সরকার, সুবোধ সরকার, কল্যাণ মিত্র, সুভাষ সরকার, সঞ্জীব রুদ্র, রঞ্জিত সরকার, সাধন গোপাল সান্যাল, পূর্ণেন্দু গুপ্ত, দীপক দত্ত ও অজিত দত্ত।

বন্যাত্রাণে গড়জয়পুরের সাহায্য

গত ২৬ | ৯ | ৭৮ তারিখে জয়পুর অঞ্চলের জনসাধারণ মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে ১৬৬৪ টাকা দান করেন। উক্ত চাঁদা আদায়ে জনসাধারণের সঙ্গে জয়পুরের সমস্ত বিভাগের অফিসাররা পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

অতুলচন্দ্র স্মৃতি তর্পণ

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য জানাচ্ছেন যে, ১৫ই অক্টোবর, ২৮শে আশ্বিন রবিবার শ্রদ্ধেম সর্ব্বত্যাগী অতুল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ১৭তম স্মৃতি বার্ষিকী সতনপুর লোক সেবাশ্রম গীতা ভবনে পরম শ্রদ্ধার সহিত প্রতিপালিত হয়। তাঁহার প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করা হয়। তাঁহার জীবনের কাজ ও বাণীর মধ্যে দেওয়া উপদেশাবলী স্মরণ করা হয়; "কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসে," গানটি গাওয়া হয়। শ্রীমদ্ভাগবদ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় পাঠ করা হয়। কীর্ত্তন, ভজন প্রভৃতি গাওয়া হয়। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

চিঠিপত্র

জমির মালিকদের ওপর রাজনৈতিক উপদ্রব

বরাবাজার থানার অন্তর্গত লাকা নিবাসী শ্রীগোউর চন্দ্র মাহাতর রায়তি জমির উপর দখল করিতে, মানবাজার থানার অন্তর্গত বারী অঞ্চলের সি পি এম কর্মী শলাশবনী গ্রামের, জোতদার জমিদার, মহাজন, সুবিধাবাদী, কংগ্রেস আমলের সাধু ভেকধারী, লুণ্ঠনকারী, বর্তমানে সি পি এম তকমাধারী শ্রীরমানাথ মাহাতর নেতৃত্বে, কতকগুলি উপদ্রবকারী লইয়া সদলবলে, উক্ত জমির মৌজা নং ২৫৩, খতিয়ান নং ৩৭ প্লট নং ১৭০৯, ১৭৩২, ১৭৩৬ উক্ত জমিতে, ২১ | ৭ | ৭৮ তারিখে, গোউর মাহাতর ধান্য রোপন কার্য্যে উক্ত দিনে ব্যস্ত ছিল। সেই সময় এই গুণ্ডার দল, তীর, ধনুক, লাঠি, সড়কি লইয়া আসে এবং নানা রকম অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে, এবং মারামারি করিয়া, গাঁইতি কোদাল ছিনিয়া লয়। তারপর উহারা তাহাদের পার্টির আঞ্চলিক কমিটিকে ডাকায় এবং তাহাদের পার্টির সিদ্ধান্ত বি ডি ও-কে জানায় যে, এই জমির উপর কোন টি আর স্কীম চলিয়াছে কিনা। প্রত্যুত্তরে বি ডি ও জানান যে বরাবাজার ব্লকের জমির উপর আমার কোন টি, আর স্কীম ছিল না। পরে তাহারা হতাশ হইয়া থানার যোগাযোগ করে এবং দারোগার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং দারোগা সাহেব তদন্ত করিয়া বলেন যে, এই জমি সম্পূর্ণ বরাবাজার থানার অন্তর্গত এতে আমার করণীয় কিছুই নেই। পরে বারী জে, এল, আরও অফিসে জানায়। গত ২৫ | ৭ | ৭৮ তারিখে জে, এল, আর সাহেব তদন্ত করে দুই মৌজার নক্সা দেখিয়া পরিষ্কার বলেন যে, একটি জ্ঞান বিহীন লোক নক্সা দেখিয়া বলিবেন যে এই জমি গোউর চন্দ্র মাহাতর। এতে বৃথা একজন গরীব চাষীর উপর হামলা করা মূর্খের কাজ। এটা আপোষে মীমাংসা করা যুক্তি সংগত। ইহা শুনিয়া ব্যর্থ হইয়া তাহারা ঘর ঢুকে পড়ে। বামফ্রন্টের পার্টি কর্মীরা এইভাবে অনর্থক উপদ্রব কেন করিতেছেন বামফ্রন্ট সরকার দেখিবেন কি?

বিনীত—
শ্রীবিনয় মাহাত (লাকা), শ্রীপবিত্র মাহাত (লাকা)

মুখার্জ্জী মেডিক্যাল হল
ঔষধের দোকান
চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া।
এখানে যাবতীয় এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায়।
এবং রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

মুক্তি

১৯শে কার্ত্তিক ১৩৮৫, সোমবার

আগুন নিয়ে খেলা

সংগ্রামী জীবনে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সংগৃহীত হয়। গত পঞ্চাশ বৎসরের অধিককালের রাজনৈতিক জীবনে এই জেলায় নানা সংগ্রাম; দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল বিচিত্র পরিবেশ ও পরিস্থিতির বৈচিত্র্যময় সমাবেশে বহু ঘটনা ঘটেছে—তার মধ্যে কিছু স্বাভাবিক আবার অনেকগুলি হয়ত অস্বাভাবিক। কিন্তু গত পঁচিশে অক্টোবর রাত্রির অন্ধকারে সহরের এক প্রান্তে জেলার রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ইতিহাস রচনার পীঠভূমি, বিশেষ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পাশ্রমে যে অভাবনীয় পৈশাচিক ও নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল—তা অভিজ্ঞতার দিক থেকে যেমন বিচিত্রতম—রাজনৈতিক ইতিহাসের দৃষ্টিতে তেমনি কলঙ্কতম অধ্যায়।

দেশ জুড়ে যখন গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়ছে—ব্যক্তি স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের অবাধ অধিকার; সমাজ জীবনে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার অতন্দ্র প্রহরীরূপে দলমত নির্ব্বিশেষে সবাই যখন সোচ্চার—মানুষের জীবন ও মর্য্যাদা রক্ষায় এবং সভ্য সুশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি যেখানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও সচেষ্ট তখন সমস্ত প্রকার শালীনতা, ন্যায়নীতি ও মানবিকতা বিবর্জ্জিত হয়ে কারা এই মাতৃরক্তপাতের হিংস্র উন্মত্ততায় মেতে উঠলো? ঘাতকেরা কি স্বতঃ প্রণোদিত, না, কোনও চক্রান্তকারীর প্ররোচনা ও প্রলোভনের শীকার? রাত্রির অন্ধকারে এক ঝটিকা অক্রমণে বিনা বাক্যব্যয়ে আশ্রমের দুই প্রান্তের দুইটি ঘরের নিদ্রিত ও নিদ্রিতারা লক্ষ্যস্থল হলেন কিভাবে—সেটা কি নিছক আকস্মিক দুর্ঘটনা, না সুপরিকল্পিত চক্রান্ত?

এমন হিংস্র বর্ব্বর কে আছে যে বিনা প্ররোচনা বা প্রলোভনে অসুস্থা ও অশীতিপর বৃদ্ধা এবং মাতৃরূপে সর্ব্বজনের শ্রদ্ধেয়া মহিলার মস্তকে খড়্গাঘাতে রক্তের বন্যার সৃষ্টি করবে? এমন বিকারগ্রস্ত কোন্ দুর্ব্বৃত্ত নিছক জিঘাংসার বশে এক শীর্ণকায়া ক্ষীণজীবি মহিলার উদরে নির্ম্মম আঘাতে পাকস্থলী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করবে? কোন্ অর্থ বা সম্পদ লুণ্ঠনের আশায় দুর্ব্বৃত্ত বাহিনী মুক্তি সম্পাদককে প্রস্তর বর্ষণ ও লাঠি সঞ্চালনে জর্জ্জরিত করে রণে ভঙ্গ দেবে? কষ্ট কল্পনায় যুক্তি তর্কের ব্যর্থ জাল রচনা করেও পঁচিশে অক্টোবরের রাত্রির পৈশাচিক ঘটনাকে আকস্মিক ও স্বতঃ প্রণোদিত বলে ব্যাখা করা চলে কি?

যে গোপন উৎস থেকে এই ঘটনা উৎসারিত হোক না কেন; যাঁদের প্রচ্ছন্ন পরিকল্পনানুসারে ঘাতকেরা প্ররোচিত বা প্রলোভিত হোক না কেন—প্ররোচনাদাতা তথা চক্রান্তকারীরা আগুন নিয়ে খেলা করছেন। আজ না হয় কাল সত্য উদ্‌ঘাটিত হবেই—ঘাতকেরা ধরা পড়ুক আর নাই পড়ুক - চক্রান্তকারীদের মুখোশ খুলে পড়বেই। প্রশাসন তথা বিচারালয়ের অবিচার বা সুবিচার নিতান্তই গৌন ব্যাপার—জনগণের দরবারে বিচারটাই মুখ্য। আগুন নিয়ে খেলা যাঁরা সুরু করেছেন—তাঁদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়ে সংযত না হলে ঐ আগুনই তাঁদের সর্ব্বনাশ করবে। অতএব সাধু সাবধান!

—অ, চ,

জননেতা বনাম জনতা

(হেমচন্দ্র মাহাত)

বিগত ১২ ৯।৭৮ তারিখে ডি, আই, অফ স্কুলস্ বান্দোয়ান থানার আগুইবিল প্রপোজড্ হাই স্কুল পরিদর্শনের জন্য আসেন। স্কুল পরিদর্শনের পর যখন, ডি, আই, সাহেব ফিরে যাচ্ছেন, সেই সময় হঠাৎ স্থানীয় এম এল এ শ্রীযুক্ত সুধাংশু মাঝি মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। স্থানীয় লোকের বক্তব্য কেডারদের আগে থেকেই ষড়যন্ত্র ছিল—তাই এম এল এ-কে স্কুল পরিদর্শনের দিন আনা হয়ে ছিল। এম এল এ সাহেব ডি আই সাহেবের গাড়ি থামিয়ে বলেন যে "এখানে স্কুল হওয়া সম্ভব নয়। আমি আসবার সময় দেখলাম কিছু ছেলে আসছে তাদের জিজ্ঞাসা করাতে তারা বলে "স্কুলে ডি আই সাহেব পরিদর্শনের জন্য আসবেন তাই আমরা এখানে আসছি।" কমিটি আমাদের কথা মত কাজ না করলে এখানে স্কুল হবে না। আর আমার এলাকায় স্কুল পরিদর্শন হচ্ছে—অথচ আমাকে অথবা স্থানীয় জেলা-বোর্ডের সদস্য শ্রীঅতুল চন্দ্র মাহাত কাউকেই আপনি জানান নি।" ডি আই নাকি—বলেন যে আপনি এসেছেন চলুন, আপনার সাক্ষাতেই আবার স্কুল পরিদর্শন করব। এম এল এ সাহেব রাজী হন নাই। তিনি জিদ করেন যে, এখানে স্কুল হবে না। জনৈক গ্রামবাসী ঐ কথা স্কুল কমিটির কাছে খবর দেয়। তখন গ্রামবাসীগণ একযোগে এম এল এ-কে ঘেরাও করে এবং বচসা হয়। গ্রামবাসীগণ এম এল এ-কে টানা হেঁচড়াও করে। প্রত্যক্ষদর্শী কারো কারো বক্তব্য যে, এম এল এ-কে এবং আরো দু একজনকে গ্রামবাসীগণ নাকি মারধোর করেন। গ্রামবাসীগণ এম এল এ-কে ঘেরাও করে বলেন যে, "তোমাকে লিখে দিতে হবে যে আমি যা বলছি তা বলেছি মাতাল অবস্থায়। তার কোন মূল্য নাই। এখানে স্কুলটি যাহাতে মঞ্জুরী পায় তার জন্য সুপারিশ করিতেছি। এবং স্থানীয় কর্মীদের লিখে দিতে হবে যে আমরা এই স্কুল যাতে মঞ্জুরী পায় তার জন্য সব রকম চেষ্টা করব।" এই সময় অঞ্চলের সি পি এমের বিশিষ্ট কর্মীরাও সেখানে উপস্থিত হন। গ্রামবাসীগণ উপরোক্ত সর্ত লিপির খসড়া করে আনেন এবং তাতে এম এল একে ও অন্যান্য কর্মীদের সই করবার জন্য দাবী জানান। জনতার চাপে এম এল এ ও কর্মীরা সই করবার জন্য তৈরীও ছিলেন। তারা বলেন যে সত্য কথাটি গোপন করা চলবে না। কথা কাটাকাটি হয় এবং গোলমাল চরমে উঠে। আবার হাতাহাতি সুরু হয়। এম এল এ মহাশয় ভয়ে এক ঘরে ঢুকে পড়েন। ঘর বন্ধ করে দেওয়া হয়। কর্মীদের সঙ্গে হাতাহাতি চরমে উঠে। গ্রাম সভার সদস্য (সি পি এম) শ্রীঅম্বুজ মাহাতকে গ্রামবাসীগণ মারপিট করে। কেউ কেউ বলেন যে, সেই সময় এম এল এ ও বিশিষ্ট কর্মীরাও বেশ মার খান। সি পি এমের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কিছু অন্যান্যদের মারপিটের কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন অম্বুজ কেই মেরেছে। তিনি একথাও বলেন যে; আমরা বাধা না দিলে অম্বুজের মা ও বাবা যেভাবে আক্রমণ করেছিল তাতে বহুলোক ঘায়েল হোত।" জামতোড়িয়া থানার পুলিস তদন্তকার্য্যে বড় কদম গ্রামে এসেছিল। জনৈক কেডার তাড়াতাড়ি তাদের সংবাদ দেয়। পুলিস ঘটনাস্থলে পৌছায়। ঘটনা আয়ত্বে আসে। পরদিন সকালে বেশ কিছু সংখ্যক পুলিস এসে আগুইবিল থেকে ২৫ ৩০ জন লোককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আগুইবিল থেকে বহু পুরুষ মহিলা ছেলে, মেয়ে শোভাযাত্রা করে বান্দোয়ানে আসেন। এবং

থানা ঘেরাও করে বসে থাকেন। সন্ধ্যার সময় আসামীদের ছেড়ে দেওয়া হয়। গ্রামের জনসাধারণ আসামীদের নিয়ে শোভা-যাত্রা করে। তারা বিভিন্ন রকম ধ্বনি দেন। কমরেড অতুল বাবুর ভাইপো কমরেড অমরেশকে শিক্ষক নেওয়া চলবে না; যারা এতদিন স্কুলে কাজ করেছে তাদের ছাড়ান চলবে না; সি পি এমের জুলুম সইব না, ইত্যাদি।

ব্যাপার এই যে, অতুল বাবু তার ভাইপো ও আরও তাদের দলের ২।৩ ভাগকে ঐ স্কুলে নিয়োগ করার কথা বলেন এবং আগে থেকে যারা ঐ স্কুলে কাজ করছেন—তাদের ছাড়িয়ে দিতে বলেন? স্কুল কমিটি তাতে রাজী হন নাই বলে সি পি এম কর্মীরা এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেন। তাই গ্রামবাসীগণ শোভা যাত্রায় ঐ সব ধ্বনি দেয়।

হিংসার প্রতিরোধে ও অন্যায়ের প্রতিবাদে অনশন সত্যাগ্রহ ও মৌন মিছিল

গত ২৫শে অক্টোবর রাত্রির অন্ধকারে শিল্পাশ্রমে হানা দিয়ে সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়া নেত্রী অশীতিপর বৃদ্ধা শ্রীযুক্ত লাবণ্যপ্রভা দেবীর উপর রক্তাক্ত আক্রমণ ও মুক্তি সম্পাদক তথা সংঘ সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী ও শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীকে নির্দ্দয় প্রহারে গুরুতরভাবে আহত করার প্রতিবাদে এবং এইরূপ হিংসাত্মক ঘটনার প্রতিরোধে লোকসেবক সংঘের কর্ম্মীরা স্বতঃ-স্ফূর্তভাবে গত ৪ঠা নভেম্বর শনিবার ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী অনশন ধর্মঘট পালন করেন।

অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত থানার কর্মীদের সংবাদ দিতে না পারার কারণে এবং শনিবার দিন ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বহু রুটের বাস বিভ্রাটের কারণে বহু কর্মীর পক্ষে অনশন সত্যা-গ্রহে যোগদান সম্ভব হয়নি। বাসের অভাবে কর্মীরা যেখানে সম্ভব ট্রাকে করে পুরুলিয়ায় এসে সত্যাগ্রহে যোগ দেন। এত প্রকার বাধা ও প্রতিবন্ধকতা-স্বত্বেও প্রতিটি থানা থেকেই কম বেশী সংখ্যায় প্রায় ৮০০ কর্মী অনশন সত্যাগ্রহে যোগ দেন। এই কর্মীদের মধ্যে ৬০/৭০ জন মহিলা, কয়েকজন অশীতিপর বৃদ্ধ, এক-জন প্রাক্তন এম পি; তিনজন প্রাক্তন এম এল এও ছিলেন। জনতা পার্টি ও যুব জনতা মোর্চ্চার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য সহানু-ভূতি সূচকভাবে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী অনশন সত্যাগ্রহে যোগ দেন।

৪ঠা নভেম্বর সকাল ৮টায় পুরুলিয়া আদালত প্রাঙ্গণে গান্ধী পার্কে লোকসেবক সংঘের কর্মীরা সমবেত প্রার্থনা ও ধ্বনি সহ-কারে অনশন সত্যাগ্রহ সুরু করেন। তার পূর্ব্বে গান্ধীজীর মূর্ত্তি ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয় এবং মহাত্মা গান্ধী, ঋষি নিবারণ চন্দ্র ও সর্ব্বত্যাগী অতুল চন্দ্রের আলেখ্য মাল্যভূষিত করা হয়। সারাদিনের কর্মসূচীর মধ্যে ২ ঘণ্টা অন্তর প্রার্থনা, সঙ্গীত ও আলোচনাদি করা হয়। শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্ত প্রার্থনা এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরী ও শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত সঙ্গীত পরিচালনা করেন। আলোচনাদিতে অংশ নেন শ্রীভজহরি মাহাত; শ্রীঅশোক চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরী, শ্রীগিরিশ মাহাত, শ্রীচুনারাম মাহাত, শ্রীতোলারাম লাট (জনতা), শ্রীসতাকিঙ্কর সেন (জনতা) শ্রীস্বপন মুখার্জী (যুব জনতা মোর্চ্চা) প্রমুখেরা। শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত, শ্রীগোপেশ্বর মাহাত ধ্বনি পরিচালনা করেন।

মৌন মিছিল

বৈকাল ৩ ঘটিকায় অনশন সত্যাগ্রহীদের বিশাল মৌন মিছিল সহর পরিক্রমা করে। বিবিধ প্ল্যাকার্ড ও পোষ্টার সহকারে সত্যাগ্রহীদের মৌন মিছিল হাটতলা, এস-সি-সেন রোড, ষ্টেশন, হরিপদ দাঁ রোড, এন-সি দাশগুপ্ত রোড তথা নামোপাড়া, চকবাজার প্রভৃতি হয়ে নিবারণ উদ্যানে সমবেত হয়। সেখানে সত্যাগ্রহীদের পক্ষ থেকে শ্রীভজহরি মাহাত ঋষি নিবারণচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তিতে মাল্যদান করেন।

সুদীর্ঘকালের মধ্যে এত বিশাল ও সুশৃঙ্খল মিছিল পুরুলিয়া সহরে দেখা যায় নি। মিছিলটি মৌন থাকায় একটি মাইক-সংযুক্ত রিক্সা থেকে মিছিলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়।

সত্যাগ্রহ উদ্‌যাপন

৫ই নভেম্বর সকাল ৮ ঘটিকায় এক গ্লাস সরবৎ পান করে সত্যাগ্রহীরা অনশন ভঙ্গ করেন। অনশন উদ্‌যাপনের সময় প্রার্থনা, রামধুন ও অন্যান্য অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়।

থানায় থানায় অনশন সত্যাগ্রহ

অল্প সময়ের মধ্যে আয়োজিত পুরুলিয়ার অনশন সত্যাগ্রহে লোক সেবক সংঘের হাজার হাজার কর্ম্মীর পক্ষে যোগদান করা সম্ভব না হওয়ায়, পুরুলিয়ার অনশন শিবিরে কর্ম্মীদের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় যে—**আগামী ১৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, ২৯শে কার্ত্তিক—প্রতি থানায় একসঙ্গে ১২ ঘণ্টার জন্য অনশন সত্যাগ্রহ** উদ্‌যাপিত হবে। প্রত্যেক থানায় এই অনশন সত্যাগ্রহে এক হাজার সংখ্যক সত্যাগ্রহী যোগদান করবেন।

Wanted

Wanted a B. Sc. (Bio) preferably trained., Assistant teacher for Jambad Anchalic Jr. High School. P. O. Jambad, Dist.—Purulia. Apply to the Secretary within 21-11-78.

Secretary

WANTED

Wanted a (Bio-Science) graduate preferably trained for Mahara Junior High School. Apply to the Secretary on and before 10th. Navember '78 and appear before the Selection Committee on 10th. November '78 at 3 p m. with original certificat. No T. A. will be given to the candidates.

Sri. Krishna Pada. Mahato.
Secretary,
Mahara Jr. High School.
P. O. Mahara, Dist. Purulia.

Wanted

Applications are invited from graduates in Bio-Science capable of taking work-education classes for the post of an Assistant Teacher of Belguma Vivekananda Vidyapith, Purulia (Wilcox Road, Near Belguma Police Barrack) on a salery sanctioned by the D. I. of schools (Secondary), Purulia.

Applications should reach the office on or before 23-11-78

Date of interview of the candidats. 26 11-78 at 11 a m, in the school premises.

Sd. R. K. Adhikary
Secretary
Belguma Vivekananda Vidyapith
P. O. Dist Furulia.

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ
৩৭শ সংখ্যা

সোমবার, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৭৮
২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৮৫

বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫
নগদ ২০ পয়সা

দেশকে ভালবাসা—
যদি অপরাধ,
তবে আমি অপরাধী
দেশবন্ধু

কেন্দ্রীয় সংস্থা দ্বারা শিল্পাশ্রমের ঘটনার তদন্ত হোক

প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেস ক্লাবের তার বার্ত্তা

১। মোরারজী দেশাই
প্রধানমন্ত্রী, নয়া দিল্লী

২। জগজীবন রাম
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

৩। চন্দ্র শেখর, সভাপতি
জনতা পার্টি, দিল্লী

অশীতিপর গান্ধীবাদী নেত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ, পরিচালিকা লোক সেবক সংঘ; মুক্তি সম্পাদক অরুণ চন্দ্র ঘোষ; জে, বি, কৃপলানীর আত্মীয়া শ্রীমতী উর্ম্মিলা মজুমদার সহ আরেকজন মহিলা শিল্পাশ্রমে মধ্যরাত্রে দুর্ব্বৃত্তদের আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত রাজনৈতিক মতামত পোষণের অধিকার এবং সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা বিপন্ন হবার গুরুতর আশঙ্কা। কেন্দ্রীয় সংস্থা দ্বারা অবিলম্বে তদন্তের ব্যবস্থা করতে বিশেষ অনুরোধ জানাই। ৩০।১০।৭৮

অশোক চৌধুরী
সভাপতি
পুরুলিয়া প্রেস ক্লাব।

চিকিৎসা ও তদন্তের পরিস্থিতি

শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষকে পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল থেকে কলিকাতায় পি-জি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে বিশেষ করে হৃদরোগ ও স্নায়ুরোগের চিকিৎসা হচ্ছে।

শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষ এখনও বাঁকুড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

আশ্রম-মাতা শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা দেবী ও শ্রীমতী উর্ম্মিলা মজুমদার হাসপাতাল থেকে শিল্পাশ্রমে ফিরে এসেছেন। সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

গত ২৫শে অক্টোবরের ঘটনা সম্পর্কে "যথারীতি" পুলিশী তদন্ত চলছে। প্রকাশ, গোয়েন্দা পুলিশ এখন তদন্তের ভার নিয়েছেন এবং ডি-আই-জি সি-আই-ডি তদন্তের সূত্রে পুরুলিয়ায় এসে হাসপাতালে অরুণবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ এখনও কোনও কুল কিনারা করতে পারে নি।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীর পত্র

শ্রদ্ধেয় অরুণবাবু,

গত ২৫শে অক্টোবর অর্ধরাত্রে লোক সেবক সংঘের অফিসে চড়াও হয়ে দুর্ব্বৃত্তেরা যে আঘাত সর্বজন শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ, আপনার ও অন্যান্যদের উপর করেছে—তার জন্য আমি খুবই ব্যথিত এবং আপনাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তায়িত।

ইতিপূর্বে কখনও আপনাদের প্রতিষ্ঠানের মত লোক হিতকর প্রতিষ্ঠানের উপর এই ধরণের আক্রমণ হয় নি। এটি একটি নজির বিহীন ঘটনা।—আমি সর্বতোভাবে আশা করি যে পুলিশ দুষ্কৃতকারীদের সন্ধান করতে এবং উপযুক্ত পাস্তি দিতে সমর্থ হবেন। ভগবানের নিকট তাড়াতাড়ি আপনাদের নিরাময় প্রার্থনা করি। শ্রদ্ধা জানবেন। ইতি

আপনাদের
আভা মাইতি

মুখ্যমন্ত্রীর পত্র

প্রিয় মহাশয়া,

লোক সেবক সংঘের আশ্রমে ডাকাতি এবং দুর্ব্বৃত্তগণ কর্তৃক আপনার এবং আপনার পুত্র ও কন্যার উপর নৃশংস আক্রমণের সংবাদ পেয়ে উদ্বিগ্নবোধ করছি। দুষ্কৃতিকারীদের যথাশীঘ্র অনুসন্ধান ও শাস্তি বিধানের জন্য আমি জেলা কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসনকে যথাযথ নির্দ্দেশ দিয়েছি। আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ১।১১।৭৮

ইতি জ্যোতি বসু

মাননীয় অরুণদা,

সংবাদপত্রে আপনাদের উপর আক্রমণ-এর কথা পড়ে মর্ম্মাহত হয়েছি—স্তম্ভিত হইনি—এই জন্য যে যুগের গতি ঐদিকে চলেছে।

মাসীমা ও আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন—এই প্রার্থনা করি। আমার পরিপূর্ণ সমবেদনা জানালাম। শ্রদ্ধা জানাই—

সুশীল ধাড়া

শ্রদ্ধেয় অরুণদা,

খবরের কাগজে পড়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত যে পৃথিবীতে এমন লোকও আছে যে আমাদের পরম পুজনীয়া মাকে প্রহার করতে পারে। এরকম ঘটনা আশ্রমে ঘটতে পারে আমি কল্পনাই করতে পারি নি ... ..

চিত্তরঞ্জন মাহাত

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নির্ব্বাচিত

চিকমাগালুরে লোকসভার উপনির্ব্বচনে কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জনতাপ্রার্থী শ্রীবীরেন্দ্র পাতিলকে ৭৭ হাজারের অধিক ভোটে পরাজিত করে সদস্যা নির্ব্বাচিত হয়েছেন?

জেলাপরিষদের সভাধিপতির সাংবাদিক সম্মেলন

গত ৭।১০।৭৮ তারিখে নব নির্বাচিত সভাধিপতি শ্রীস্বপন ব্যানার্জ্জী জেলা পরিষদ ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন।

শ্রীব্যানার্জী জানান যে দীর্ঘকাল ধরে দায়িত্বহীন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপানায় পরিষদের সহায় সম্পদ যথাযথরূপে ব্যবহৃত হয় নি। ফলে আয় কমে যাওয়ায় কর্মীদের প্রতি ও জেলার প্রতি পরিষদ দায়দায়িত্ব পালন করতে পারে নি। তিনি আরও জানান যে প্রকৃত পক্ষে এই প্রতিষ্ঠান এখন ঋণগ্রস্ত। কারণ অন্যান্য খাতের টাকা ভেঙ্গে কর্মীদের বেতন দেওয়া হচ্ছে। অনটনের ফলে কর্মীরাও তাঁদের ন্যায্য পাওনা ঠিক মতো পাচ্ছেন না। তবুও পরিষদের কর্মীরা পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

শ্রীব্যানার্জী বলেন যে রাজ্যসরকার প্রতি গ্রামপঞ্চায়েতকে যে ২৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার মধ্যে ১৩ হাজার টাকা করে অবিলম্বে দেবার মজুরীপত্র এসে গেছে।

তিনি আরও জানান যে সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও প্লাবনে প্রায় ১৬৫টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং রাস্তাঘাট প্রভৃতির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পুনর্গঠনটিও জরুরী হয়ে পড়েছে। এই বাবদে রাজ্যসরকারের কাছে ১৫ লক্ষ টাকা সাহায্য চাওয়া হয়েছে। ১৯৭৬-৭৭ সালের হিসাব অনুযায়ী পরিষদের নিজস্ব আয় ৫৭ হাজার ৫০০ টাকা। সেস ও অন্যান্য সরকারী সাহায্য নিয়ে জমার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদের নিজস্ব সহায় সম্পদ থেকে আয়ের পরিমাণ বাড়াবার চেষ্টা তাঁরা করছেন বলে শ্রীব্যানার্জী জানান।

তিনি বন্যাদুর্গতদের সাহায্যের জন্য সকলের কাছে আবেদন জানান। পরিষদেরা কর্মীরা তাঁদের একদিনের বেতন ৬৪০৲ দান করেছেন।

পুরুলিয়া জেলা পরিষদের পুনর্গঠনে সভাধিপতি সাংবাদিকদের পরামর্শ, সহযোগিতা ও গঠনমূলক সমালোচনা কামনা করেন। সহকারী সভাধিপতি শ্রীমণীন্দ্র গোপ এবং এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রীভবভূতি ভট্টাচার্য্যও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

পুরুলিয়া বন্যাত্রাণ কমিটির বিবৃতি

কমিটির সভাপতি শ্রীনকুলচন্দ্র মাহাত, এম এল এ এবং সম্পাদক শ্রীনিখিল মুখার্জী এক বিবৃতি সহকারে জানাচ্ছেন যে, পশ্চিম বাংলায় শতাব্দীর বৃহত্তম বন্যা হয়ে গেল। এই ভয়াবহ বন্যায় শত শত মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। হাজার ঘরবাড়ী ভেসে গেছে। লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির ফসল বিনষ্ট। বহু ছোট মাঝারি শিল্প অচল হ'য়ে পড়েছে। পথ ঘাট বিধ্বস্ত। দু কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।

পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকার সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতা সহ এই বিপর্য্যয়ের মোকাবিলা করছেন। বিপন্ন মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন গণ-সংগঠন। সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন সর্ব্বস্তরের মানুষ। সারা বিশ্বের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, অনেক রাষ্ট্র, ভারতের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার বিপন্ন মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

আমরা পুরুলিয়ার মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করি। ক্ষরা ক্লিষ্ট পুরুলিয়াতে এবার অধিক বর্ষণে এবং পাঞ্চেৎ ও কংসাবতী জলাধারের জল ধারণের ফলে শতাধিক গ্রাম বিধ্বস্ত। সারা জেলার রাস্তাঘাট ভেঙ্গে গেছে— আউশ ও আমন ক্ষতিগ্রস্ত।

কিন্তু পুরুলিয়ার মানুষ আমরা এবারের বন্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে রাজি নই। সমগ্র পশ্চিম বাংলার বন্যার্ত্ত মানুষের কান্না আমরা শুনেছি। পুরুলিয়া বন্যাত্রাণ কমিটির উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহের অভিযান সংগঠিত হয়েছে। চাল, চিড়ে, গুড়, রান্না খাবার, ওষুধ, জামা কাপড় যখন যা পেয়েছি, পাঠিয়েছি দুর্গত অঞ্চলে। কেরোসিন, ডিজেল, কয়লা ইত্যাদি পাঠানোর ব্যবস্থাও হয়েছে। আমরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি পুরুলিয়ার বিভিন্ন মহল্লায় উৎসবের দিনগুলোতেও কুইন্ট্যাল কুইন্ট্যাল আটার রুটি বানাবার কাজে হাত লাগিয়েছেন মা-বোনেরা। রাত্রির শেষ প্রহর পর্য্যন্ত সেই রুটির ঝুড়ি অপেক্ষমান ট্রাকে এনে তুলে দিয়েছেন পাড়ার যুব ছাত্র—এমনকি প্রৌঢ়ের দল। তাদের চোখে মুখে আমরা দেখেছি এই বিপর্য্যয় মোকাবিলায় প্রত্যয় দৃঢ় সংকল্প সাধনের দীপ্ত প্রকাশ। আমরা অভিনন্দন জানাই প্রতিটি পাড়ার মা-বোন ও যুব ছাত্রদের।

পুরুলিয়া বন্যাত্রাণ কমিটির উদ্যোগে সংগ্রহ অভিযান চলছে—এ অভিযান চলবে। কারণ এ বিপর্য্যয় নজিরবিহীন। বিধ্বস্ত পশ্চিম বাংলাকে গড়ে তোলার দায়িত্বে আমরা পুরুলিয়ার মানুষ পিছিয়ে থাকবো না। সর্বস্তরের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন পুরুলিয়া বন্যাত্রাণ কমিটির তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন। মহান দায়িত্বের শরিক হোন।

প্রগতির পথে মানুষ তো হতাশাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পশ্চিম বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারবো। কলকারখানার চাকা আবার চলবে। মাটির নীচ থেকে খনিজ আমরা আহরণ করবো। আবার সোনালী ফসল ফলাবো। বিপর্য্যস্ত মানুষকে আবার নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করবোই। এই প্রত্যয় নিয়ে আসুন সবাই মিলে আমরা বন্যা বিধ্বস্ত পশ্চিম বাংলাকে গ'ড়ে তুলি—ইতিহাসে কিছু নতুন পাতা জুড়ে দিই।

পুরুলিয়া বন্যাত্রাণ কমিটী গঠন

বন্যাত্রাণ কমিটির সম্পাদক শ্রীনিখিল মুখার্জী জানাচ্ছেন যে, ৮ই অক্টোবর '৭৮ সকাল ১০॥টায় স্থানীয় করনীদান ধর্ম্মশালায় সহরের সর্ব্বস্তরের মানুষের একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক, যুব, ছাত্র, শিক্ষক আইন ব্যবসায়ী, অফিস ও ব্যাঙ্ক কর্মচারী তথা সমাজের সর্ব্বস্তরের শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতায় প্রকাশ পায় পশ্চিম বাংলার সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহের প্রচেষ্টা কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে চলছে। সকল বক্তার ভাষণেই একটি সুসাহত কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা পরিস্ফুট হয়। ফলশ্রুতি হিসেবে গঠিত হয় পুরুলিয়া বন্যাত্রাণ কমিটি। কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন শ্রীনকুলচন্দ্র মাহাতো, এম এল এ। সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হন শ্রীমহাদেব মুখার্জী এম এল এ ও শ্রীসনৎ সরকার। সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন যথাক্রমে শ্রীনিখিল মুখার্জী ও শ্রীঅমূল্য মাহাতো। কমিটির সদস্য সংখ্যা চুয়ান্ন জন।

কমিটির পক্ষ থেকে প্রচারিত এক বিবৃতি মারফৎ জনসাধারণের নিকট পুরুলিয়া বন্যাত্রাণ কমিটির তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করার আবেদন করা হয়। ত্রাণের পাশাপাশি পশ্চিম বাংলাকে পুনর্গঠনের জন্য সর্বপ্রকার সহযোগিতারও আবেদন করা হয় ঐ বিবৃতিতে।

পুরুলিয়া বন্যাত্রাণ কমিটির অস্থায়ী কার্য্যালয় খোলা হয় নীলকুঠিডাঙ্গা, শশধর গাঙ্গুলী রোডে। সংবাদে প্রকাশ বিভিন্ন পল্লীতে বন্যাত্রাণ কমিটির স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহের অভিযান চলছে। সাড়াও দিচ্ছেন বিপুল সংখ্যক মানুষ।

জানা গেল ইতিমধ্যেই দুর্গত অঞ্চলে ট্রাকযোগে রান্না খাবার, জামা কাপড়, ওষুধ ইত্যাদি পাঠানো হয়েছে। সংগ্রহ অভিযান চলছে।

মুক্তি

২৬শে কার্ত্তিক ১৩৮৫, সোমবার

পরের কাঁধে বন্দুক রেখে লড়াই

পরের কাঁধে বন্দুক রেখে লড়াই-এর মহড়া চালানো যায় কিন্তু জয় সুনিশ্চিত করা যায় না।

পশ্চিম বঙ্গের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় আর্ত দুর্গতদের ত্রাণ কার্য্যের প্রাথমিক পর্ব্বের পর সর্ব্বস্বান্ত মানুষদের পুনর্ব্বাসনের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হয়েছে। এটা দীর্ঘ মেয়াদী প্রশ্ন হলেও ত্রাণের মতই যুদ্ধকালীন জরুরী সমস্যার ভিত্তিতে এর মোকাবিলা করতে হবে। বলা বাহুল্য ত্রাণের মতই পুনর্ব্বাসনের প্রশ্নটিও জাতীয় সমস্যা। একটি রাজ্যের সীমিত সম্পদ ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে এর সুষ্ঠু ও সার্থক সমাধান কখনই সম্ভব নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারকেও অতি আবশ্যিকভাবে এই জাতীয় সমস্যায় নিজ কর্তব্য ও দায়দায়িত্ব পালন করতেই হবে। কেন্দ্রীয় সরকারও এই বিষয়ে সজাগ ও সহানুভূতিশীল। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে—কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ অতি নগণ্য। ত্রাণের মত পুনর্ব্বাসনের ক্ষেত্রেও কেন্দ্র যে ছিটে ফোঁটা বরাদ্দ করছেন তাতে কাজ চালানো নাকি একরূপ অসম্ভব। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য হোল অর্থ ও সম্পদ যা প্রয়োজন সবই দিচ্ছি ও দোব—কিন্তু পাই পয়সার হিসাব চাই। কেন্দ্র ও রাজ্যের এই তাল ঠোকাঠুকিতে লড়াই-এর আসর ভালই জমে উঠেছে—আর এই রাজায় রাজায় লড়াইএর ফলে নলখাগড়ারূপী বন্যাক্লিষ্ট দুর্গত মানুষদের প্রাণ যায় যায়!

সর্ব্বনাশ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের। সুতরাং দুর্গত ও সর্বস্বান্ত মানবের সেবার ও পুনর্বাসনের প্রাথমিক ও মুখ্য দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকারকে সর্বশক্তি দিয়ে এই দায়িত্ব পালনে অগ্রনী হতে হবে—তার সেই সার্ব্বিক প্রচেষ্টাকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করার জন্য কেন্দ্রের, প্রতিবেশী রাজ্য সমূহের এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছা সেবী প্রতিষ্ঠানের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য ও সহযোগিতা যুক্ত হবে। সুতরাং এই সার্ব্বিক ও সুদূর প্রসারী প্রচেষ্টাকে সার্থক রূপদানের জন্য প্রয়োজন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের। সেই নেতৃত্ব দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গকে।

দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে বৈপ্লবিক দৃষ্টি সম্পন্ন, সুসংহত ও শক্তিশালী বামপন্থী দলগুলির সমন্বয়ে রাজ্য সরকার গঠিত হলেও ত্রাণ বা পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সেই বলিষ্ঠ নেতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারী বিভিন্ন বিভাগীয় কার্য্যকলাপের মত এই পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও গতিশীলতা, সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের এভাবে আচ্ছন্ন না করলে মানবিক দৃষ্টি নিয়ে পুনর্বাসনের প্রশ্নে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রস্তাব ও পরিকল্পনা নিয়েও অনাবশ্যক এরূপ টালবাহানা করতেন না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের কাহিনী সুবিদিত। কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিভিন্ন দলীয় সরকার গঠনের ফলে ঐ বীতরাগ বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর মান অভিমান করে বা শাপশাপান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গত মানুষের কোনও দুঃখ দূর হবে না। আর নিজের প্রাথমিক ও মুখ্য কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হয়ে কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোন্দল করে আসর জমানোর চেষ্টা হলে রাজ্য সরকারের ভাবমূর্ত্তিও তাতে উজ্জ্বল হবে না। সর্বশক্তি দিয়ে রাজ্য সরকার নিজ কর্তব্য পালনে ব্রতী হোন। তবুও কেন্দ্রীয় সরকার যদি নিজ কর্তব্য পালনে ত্রুটি বিচ্যুতি দেখান তবে তাঁরা নিজেরাই ধিক্কৃত হবেন।

অ, চ,

চোর—পুলিশ ঃ পুলিশ—চোর কে কাকে ধরে?

বান্দোয়ান থেকে বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ : গত ১০ই সেপ্টেম্বর বৈকালে স্থানীয় সি-পি-এম কর্ম্মীদের পরিচালনায় পাঁচ ছয় শত লোকের একটি মিছিল গ্রাম পরিক্রমাকালে "পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার" প্রতিবাদে ধ্বনি দিতে থাকে। ইতিপূর্ব্বে গ্রামের দেওয়ালে দেওয়ালে পোষ্টার দেওয়া হয়েছিল—"বান্দোয়ান থানায় এত চুরি ডাকাতি কেন? বান্দোয়ানে থানার ও-সি জবাব দিন।" সেই সঙ্গে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে বান্দোয়ান থানার সর্ব্বশ্রেণীর মানুষকে মিছিলে যোগ দেওয়ার আবেদন করা হয়।

আরও প্রকাশ উপরোক্ত মিছিল বান্দোয়ান থানার অফিসার ইন-চার্জ্জকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং এত চুরি ডাকাতির জন্য পুলিশ জড়িত কেন তার জবাব চায়। পরে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা চকবাজারে জনসভা করে প্রস্তাব করেন "বান্দোয়ান থানার পুলিশ চুরি ডাকাতির ষড়যন্ত্রে যুক্ত আছেন সুতরাং তাদের সামাজিক বয়কট করা হোক।"

সংবাদে আরও জানা যায় আগের দিন অর্থাৎ ৯ই সেপ্টেম্বর রাত্রে একদল ডাকাত গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিকালে শ্রীগঙ্গাধর পোদ্দারের গৃহে ডাকাতির উদ্দেশ্যে হানা দেয়—কিন্তু সেখানে ব্যর্থ হয়ে পার্শ্ববর্ত্তী ভাড়াটিয়া এক সরকারী কর্ম্মচারীর ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঢুকে অলঙ্কার, ঘড়ি প্রভৃতি সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে।

উপরোক্ত ডাকাতির সময় সর্ব্বশ্রী নরেন্দ্র নাথ মাহাত, নির্ম্মল দত্ত প্রমুখ গ্রাম রক্ষী বাহিনীর কয়েকজন যুবক থানায় সংবাদ দেওয়ার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। তখন ডাকাতদের লুণ্ঠনে ব্যস্ত থাকতে দেখে গ্রামরক্ষী যুবকেরা পুলিশকে গুলি করার অনুরোধ করে। কিন্তু ডাকাতি দমনে পুলিশের কোনও চেষ্টাই দেখা যায় নি। থানার ছোটবাবুর হাতে কেবল "কুকুর তাড়ানোর" মত একটি লাঠি ছিল—তাই একজন ডাকাত ছোটবাবুকে ঠেলে সরিয়ে পলায়ন করে। অন্য দিকে, কে ডাকাত আর কে পাবলিক বুঝতে না পারার জন্য বড়বাবুও গুলি ছুড়তে পারেন নি। বড়বাবুর সামনে দিয়ে ৬ জন ডাকাত বাড়ীর দক্ষিণ দিকের বহাল ক্ষেত দিয়ে পালাতে থাকে। গ্রামরক্ষী বাহিনীর যুবকেরা তখন বড়বাবু ও সশস্ত্র পুলিশদের গুলি চালাতে বিশেষ অনুরোধ করে। কিন্তু ডাকাতেরা নাগালের বাইরে চলে যাবার পর পুলিশ রাইফেলের এক ফাঁকা আওয়াজ করে। ডাকাত পালাবার পর ঐ ফাঁকা আওয়াজের অর্থ জানতে চাওয়া হলে পুলিশের পক্ষ থেকে সাফাই দেওয়া হয় যে বর্ষায় তাজা টোটা নষ্ট হয়ে গেছে বলে "মিস-ফায়ার" হচ্ছে।

বর্ত্তমান দারোগাবাবুর আমলে বান্দোয়ান থানার তুলসিডি গ্রামের শ্রীঅম্বিকা মাহাত, সুপুডি গ্রামের শ্রীচন্দ্র মাহাত ও ললিত মাহাত এবং বান্দোয়ানে শ্রীগঙ্গাধর পোদ্দারের বাড়ীতে ডাকাতি হোল।

জনতা পার্টির জাতীয় সম্মেলন

মধ্য প্রদেশের উজ্জয়িনীতে জনতা পার্টির জাতীয় সম্মেলন সুরু হয়েছে। পার্টির কেন্দ্রীয় কর্ম্ম সমিতির বৈঠকে শ্রীচন্দ্র শেখর সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই যোগ দেন। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং এবং প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীরাজনারায়ণ কর্ম্মনমিতির বৈঠক বা জাতীয় সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন না। এঁদের দু জনকে কেন্দ্র করে সম্মেলনে প্রবল ঝড় ওঠার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ চিকমাগালুর নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জয়লাভ ও জনতা প্রার্থীর শোচনীয় পরাজয় সম্মেলনে গভীর ছায়াপাত করবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সমর্থকদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে।

এই জাতীয় সম্মেলনের পরে অর্থাৎ সংসদের আসন্ন শীত-কালীন অধিবেশন সুরু হবার হয়ত পূর্বেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় কিছু রদবদল হবার সম্ভাবনা। শ্রীচরণ সিংকে হয়ত অর্থমন্ত্রকের ভার দেওয়া হতে পারে—কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কোওমতেই শ্রীরাজনারায়ণকে মন্ত্রী সভায় নেবেন না। শ্রীচরণ সিং সোজাসুজি মন্ত্রীসভায় যোগ দিবেন কিনা সন্দেহ আছে। তাঁকে স্বরাষ্ট্রের বদলে অর্থ দপ্তর দিলেও তিনি উপ-প্রধানমন্ত্রীর মর্য্যাদা দাবী করেছেন বলে জানা যায়। এদিকে ঐ মর্য্যাদার অন্যতম দাবীদার হলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম। আবার জনতার একাংশ সমগ্র মন্ত্রীসভার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রসভা গঠনের চিন্তা ভাবনা করছেন।

জেলায় অনশন সত্যাগ্রহের কার্য্যসূচী

আগামী ১৬ই নভেম্বর পুরুলিয়া জেলার থানায় থানায় ১২ ঘণ্টা ব্যাপী অনশন সত্যাগ্রহের এক ব্যাপক কর্ম্মসূচী লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীরা নিয়েছেন।

সহরের বুকে সশস্ত্র ডাকাতি

রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় পুরুলিয়া মধ্যবাজারে টাকা নিয়ে যাবার সময় এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর রিক্সা একদল দুর্বৃত্ত বোমা ও পাইপগান নিয়ে আক্রমণ করে ব্যবসায়ীর কর্ম্মচারীকে গুলির আঘাতে জর্জ্জরিত করে টাকার থলিটী ছিনতাই করে। মালিকের ছেলে তার হাতের আরেকটি টাকার থলি নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়।

ঘটনাস্থলের অতি নিকটেই দুইজন সশস্ত্র পুলিশ অফিসার ছিলেন। তাঁরা নাকি ডাকাতদের পশ্চাদ্ধাবনও করেন—কিন্তু ডাকাতেরা নির্ব্বিঘ্নে পালায়। এ ব্যাপারে পুলিশ আনীত কুকুরও ব্যর্থ হয়। সন্দেহক্রমে কয়েকজনকে ধরা হয়েছে।

রাস মহোৎসব

আগামী ১৯শে নভেম্বর তারিখ হইতে পুরুলিয়া রাস ময়দানে ৩২তম বার্ষিক পঞ্চম রাসমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদ্উপলক্ষে প্রতি বৎসরের ন্যায় ছৌনাচ, সংকীর্ত্তন কলিকাতার যাত্রা ও নানাবিধ খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হইবে।

এই উপলক্ষে কমিটি গঠিত হইয়াছে। শ্রীদ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধ্রুবনাথ ধীবর, শ্রীমোহন চন্দ্র কুণ্ডু, শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র ধীবর শ্রীসুধীর ধীবর, শ্রীঅজিত ধীবর ও শ্রীভোলানাথ আগরওয়াল প্রমুখ কার্য্যকরী সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীহরিহর ধীবর ও শ্রীবলরাম দরিপা যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন, শ্রীসুনীল চন্দ্র ধীবর ও শ্রীসত্যনারায়ণ দাস সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীশঙ্কর ধীবর, শ্রীমদন ধীবর ও শ্রীবাদল চন্দ্র নাগ কোষাধক্ষ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। সর্বসমেত ৩৭ জনকে লইয়া বর্তমান বৎসরের জন্য কমিটি গঠিত হইয়াছে।

পরিচালনায়—রাস কমিটীর পক্ষে ধীবর সমিতি।

চিঠিপত্র

পশু চিকিৎসায় গাফিলতীর প্রতিবাদ

পুরুলিয়া জেলার পশু চিকিৎসা আধিকারিক মহাশয়ের লিখিত ২২শে আশ্বিন ৩৩শ; ৩০শ সংখ্যার মুক্তিতে চিঠিপত্র বিভাগে "পশু চিকিৎসা বিভাগ থেকে এক প্রতিবাদ" নামক প্রকাশিত চিঠিখানি পড়িলাম।

ঐ প্রবন্ধে বান্দোয়ান থানার ভালু পার্শ্ববর্তী গ্রামের সম্বন্ধে জিতান গ্রামের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রীভজহরি মাহাত মহাশয়ের বিবৃতিকে মিথ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং লেখক মহাশয়কে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার অপচেষ্টা করিয়াছেন। আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ তার ঘোর প্রতিবাদ করিতেছি। কারণ এই গ্রামগুলিতে গোমড়ক শুরু হইলে স্থানীয় পশু চিকিৎসকের কাছে দিনের পর দিন লিখিত এবং মৌখিকভাবে আবেদন করা হয়। পশু চিকিৎসক "ঔষধ নাই" বলিয়া সকলকে ফিরাইয়া দেন। ফলে আরো লোকের গো-মাহিষাদি রোগে আক্রান্ত হয়।

আমাদের লোকসেবক সংঘের একটি থানা সম্মেলনে ভজহরি বাবুর সহিত এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা হয়। তখন উনি আমাদের পরামর্শ ক্রমে জেলার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 'মুক্তি' পত্রিকায় গো-মড়কের ঘটনা প্রকাশ করেন। আমাদের প্রদত্ত সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। থানা পশু চিকিৎসা বিভাগের "কর্ত্তব্যে ত্রুটি" যথেষ্ট হইয়াছে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জেলা পশু চিকিৎসা আধিকারিকের বিবৃতিতে তা ঢাকানো যাবে না। নিজেদের লোকের "কর্ত্তব্যে ত্রুটি" এড়াইবার জন্য অহেতুক ভজহরি বাবুর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া কথার জাল সৃষ্টি করার কোন সার্থকতা নাই। এত সব ঘটনা ঘটা সত্বেও কালিরাম মাহাতর ১টি কাড়া, ককা মাঝির ১টি গরু চুনারাম মাহাতর ১টি গরু, নিত্যানন্দ মাহাতর ১টি গাভী ও ১টি বাছুর মারা গিয়াছে। স্থানীয় হাতুড়ে চিকিৎসকদের চিকিৎসায় অনেক রোগাক্রান্ত পশু সারিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে আমরা 'মুক্তির' মাধ্যমে জেলা কর্তৃপক্ষের তদন্তের জন্য আহ্বান জানাইতেছি। ইতি—

নিবেদক—

চোট পড়াশ্যা নিবাসী

সর্বশ্রী খাসিরাম মুদি
লক্ষীকান্ত মাহাত
চৈতন মাহাত
পূর্ণচন্দ্র মাহাত
বাহাদুর মাহাত
অবনীকান্ত মাহাত

পারগেলা নিবাসী

শ্রীবিহারী মাহাত

ভালু নিবাসী

সর্বশ্রী রথু মাহাত
ভরত মাহাত
পানু মাহাত
নিত্যানন্দ মাহাত
ফটিক চন্দ্র মাঝি
যুধিষ্ঠির মাঝি
নগেন্দ্রনাথ মাহাত
গরাচাঁদ মাহাত
কিরিটিভূষণ মাঝি
কালিপদ মাঝি
শিপতি মাহাত
যষ্টিরাম মাহাত
বিভূতি ভূষণ মাহাত

Wanted

Wanted a B. Sc. (Bio) (preferably trained) for an additional post. Apply to Secretary on or before 10-12-78 and attend on 23-12-78 for an interview.

Secretary
Kuruktopa 4-class Jr. High School
P. O. Kuruktopa, Dist. Purulia

কৃষি সংবাদ (৭)

রবি শস্যের-চাষ বাড়ান

ডাল শস্য

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে উন্নত জাতের ছোলা, মটর ও মুসুরী বীজ বুনুন। কারণ এই সময় জমিতে প্রচুর রস থাকে। প্রতি একরে নিম্নলিখিত হারে বীজ লাগবে। ছোলা—২০ কেজি। মুসুর—১২, মটর—৩৬ কেজি।

বোনার আগে ছোলা বা মুসুরী বীজের সাথে সঠিক জাতের জীবানু-সার মিশিয়ে দিন। জীবানু সার মিশাবার আগে বীজগুলো ১০ মিনিট জলে ভিজিয়ে তুলুন। এরপর বীজের সাথে জীবানু সার মাখিয়ে দিন। তারপর বীজ বুনুন। মটর বীজ লাইনে বোনার চেষ্টা করুন। জমিতে রস থাকা অবস্থায় বীজ বুনুন।

তৈল-বীজ শস্য

এই সময় রাই বি-৮৫, টি ৫৯ (বরুণা) এবং এ্যাপ্রেষ্টমিউটেণ্ট জাতের সরিষা বুনুন। একর প্রতি ৩ কেজি বীজ লাগবে।

ঝুরঝুরে করে মাটি তৈরী করুন। প্রয়োজন মত জৈব সার দিন এবং শেষ চাষের আগে বিঘা প্রতি ৭ কেজি ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২১ কেজি সুপারফসফেট এবং ৬ কেজি ৫০০ গ্রাম মিউরেট অফ পটাশ মূল সার হিসাবে জমিতে দিন এবং তারপর বীজ বুনুন।

প্রকল্প আধিকারিক (বহুমুখী শস্য)
১১।১১।৭৮ পদাধিকার বলে জেলা কৃষি আধিকারিক,
পুরুলিয়া।

Advertisement No. 2/78

Wanted a graduate in Science (Bio) preferably trained for Gourangdi Jr, High School, P. O Gourangdi Dist, Purulia.

Appear before the Selection Sub-Committee on 26.11.78 at 10 a.m. for an interview along with your application & original certificate.

N. C. Haldar
Secretary

জমি বিক্রয়। জমি বিক্রয়।

মোটর গ্যারেজ, গোডাউন এবং বাড়ী করার উপযুক্ত জায়গা, পুরুলিয়া বরাকর বাঁকুড়া রোডের নিকটে প্রায় ৩০ ফুট চওড়া রেণী রোডের উপর অবস্থিত। জমির উপর জলের কল ও লাইট পোষ্ট। যোগাযোগ করুন।

শ্রীমতি গৌরী সেন
কোয়ার্টার নং ২-৩০/ডি
পোঃ আদ্রা, জেলা পুরুলিয়া

Office Accommodation For West. Bengal State Electricity Board

Wanted office accommodation for West Bengal State Electricity Board, Purulia (O & M) Divisional Office at Purulia Town. Covered area 4000/5000 Sq. ft. Adjoining compound preferred. Rent as per fair tent certificate of the District.

Write with full particulars & sketch to the Divisional Engineer, Purulia (O & M) Division, Deshbandhu Road.. Purulia or contact personally.

S. K. Rudra
Divisional Engineer
Purulia (O & M) Division
W. B. S. E. Board
Deshbandhu Road
Purulia

Wanted

Wanted an M.A. in English preferably trainep or with eight years teaching experience for Jargo High School, P.O. Jargo Dt. Purulia on temporary basis but likely to continu in the scale of pay as per G. O. rules. Appear before the Selection Committee on 25th Nov. at p.m. for an interview with application and documents.

Secretary

Wanted

Wanted 2 (two) Lady Teachers' preferably trained for Chittaranjan Girls' High School, Purulia. (1) Work Education, Physical Education & Social service group (permanent vacancy) Physical education teacher-graduate with Degree or Deploma in Physical Education. (2) Language group (temporary on leave vacancy) Graduate capable to teach Sanskrit at upper classes.

The candidates should apply to the Sectetary by 18.11.78 with in 10-30 a. m. and appear before an Interview on 19.11.78 at 10 a, m. in the school premises No. T. A. allowed.

মুখার্জ্জী মেডিক্যাল হল
ঔষধের দোকান
চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া।
এখানে যাবতীয় এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায়।
এবং রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

Applicationa from suitable candidates are invited for preparing a panel for the following temporary posts under Purulia District Wholesale Consumers' Co-operative Society Ltd. P. O. & Dist, Purulia.

1. Pharmacist (One) :

   Scale of Pay Rs. 230-425/- plus benefits.

   Qualifications : S. F. or its equivalent. Must have passed Compounders' Examination and be a registered Pharmacist.

   Cash Seeurity—500/- and Fidelity Bond 5000/-

2. Typist (one) :
   Scale of pay Rs. 190-316/- plus benefits.
   Qualifications : S. F. or its equivalent in 2nd Division with minimum typing speed 40 words per minute.

3. Accounts Clerk (one):
   Scale of pay Rs. 190-316/- plus benefits.
   Qualifications : S. F. or its equivalent in 2nd division

   Preference to those with training in Co-operative Training Institute/Graduates/those with experience in Co-operative Institutions.

4. Salesman (Six) :
   Scale of pay Rs, 160-250/- plus benefits :

   Qualifications : S. F. or its equivalent.
   Preference to those having at least one year's experience as salesman in any business organisation/shop.

Age : For Post No. 1 :—Not above 40 years on 1.8.78

For post No 2 to 4 :—18 to 30 years on 1.8.78 (35 years for S. C./S. T.)

Cash Security—Rs. 250/-

Candidates applying for posts 2to 4 must be registered with the local Employment Exchange. Selection will be made through written test and viva voce

Applications on plain paper in own handwriting with the following particulars along with a Crossed I P O for Rs. 2/- payable to Purulia District Wholesale Consumers' Cooperative Society Ltd. 2 pass-port sized recent photographs duly attested by a Gazetted Officer. attested copies of certificate/stestimonials and a self addressed stamped envelope should reach the Executive Officer, Purulia District Wholesale Consumers' Cooperative Society Ltd on or before 7.12.78 by 5 p m.
Separate applications should be sent for separate post.
N. B.—Canvassing in any form will render the candidate disqualified for selection.

Application for the post of .....

1. Name of the applicant (in Block capital letters)
2. Father's name
3. Present address
4. Permanant address
5. Date of birth
6. Qualifications

Name of the examination passed	Board University	Subjects	Year	Division

7. Experience, if any
8. Registration No and date upto which it is valid
9. Name of the Employment Exchange where registered

Signature in full

Sd/- M. A. Qutaishi
Executive Officer

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উদ্বিগ্ন জাগ্রত
প্রাণবান্
নির্ভীক

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ
৩৮শ সংখ্যা

সোমবার, ২০শে নভেম্বর, ১৯৭৮
৪টা অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

বার্ষিক ৯·৫০ ষ্টাক ১০·৫০
নগদ ২০ পয়সা

ভাঙ্গ চোরার খেলা দিয়ে
যায়নারে দেশ গড়া।
জনম দিয়েই সমাজ-বাঁধন ;
ব্যর্থ দড়ি দড়া॥

• • •

জুলুম, চুরি—ছল চাতুরী
ক্ষমতার পথ নয়।
জনগণের জয় নিশ্চই
শক্তি মানের জয়॥

জেলাব্যাপী সংঘের অনশন সত্যাগ্রহ উদ্‌যাপিত

ব্লকে ব্লকে দুই সহস্রাধিক কর্মীর অনশনে যোগদান

হিংসার প্রতিরোধে ও অন্যায়ের প্রতিবাদে মৌন ধিক্কার

আমাদের জেলায় ধান কাটার মরশুম শুরু হয়ে যাওয়ায় লোক সেবক সংঘের শত শত চালী কর্মীর পক্ষে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে ব্লকের সদর দপ্তরে বারো ঘণ্টাব্যাপী অনশন সত্যাগ্রহে যোগদান করা সম্ভব হয় নি। প্রধানতঃ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কর্মীরাই ১৬ই নভেম্বরের এই নির্দ্ধারিত ও নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসূচীতে যোগদান করেন। সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় আশ্রমমাতা শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা দেবীর উপর ঐ অভানমীয় ও পৈশাচিক আক্রমণের প্রতিবাদে জেলার মহিলা কর্মীরা বিশেষভাবে এই অনশন সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন স্থানের এই সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠানের সংবাদ পরিবেশিত হোল।

মানবাজার থানায় অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান

পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী ১৬ই নভেম্বর প্রাতঃকালেই মানবাজার থানার চতুষ্পার্শ্ববর্তী ও দশবার মাইল দূরবর্তী বিভিন্ন গ্রামে প্রায় তিনশত কর্মী মানবাজারে শহীদ বেদীমূলে অনশন ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সমবেত হন। জাতীয় ধ্বনি ও প্রার্থনার মধ্য দিয়া কর্মীরা অনশন ব্রত আরম্ভ করেন। বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু মহিলা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। যুব জনতা মোর্চার কর্মীগণও এই অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। পরম শ্রদ্ধেয়া মায়ের উপর, শ্রদ্ধেয় অরুণবাবুর উপর ও ভগ্নী উর্ম্মিলা ও স্নেহলতার উপর দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা কৃত অমানুষিক অত্যাচারের ঘটনা সমবেত কর্মী ও জন সাধারণের নিকট বিস্তৃত-রূপে বর্ণনা করা হয়। বিভিন্ন বক্তাগণ মায়েদের উপর অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়া অনশন ব্রতীদের সম্মুখে ভবিষ্যৎ কর্ম্মধারা উপস্থাপিত করেন।

সর্বশ্রী অশোক চৌধুরী, বিজয় দত্ত, গিরিশ চন্দ্র মাহাত, চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ কর্মীগণ এই আলোচনা চক্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন কর্মীগণ মাঝে মাঝে জাতীয় ভাবমূলক সংগীত দ্বারা ও জাতীয় ধ্বনির দ্বারা এই অনুষ্ঠানকে মনোরম করিয়া তোলেন। বেলা তিন ঘটিকায় অনশন ব্রতীদের সুদীর্ঘ মৌন মিছিল গোবিন্দ চুণারাম শহীদ বেদীমূল হইতে আরম্ভ করিয়া মানবাজার গ্রামের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমার পর থানার সম্মুখ দিয়া পুনরায় শহীদ বেদীমূলে প্রত্যাবর্তন করে। এই মিছিল পরিক্রমাকালে রাস্তার দুইধারে আবাল বৃদ্ধ বণিতা নির্বিশেষে নীরবে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত এই মৌন মিছিলকে সম্বর্দ্ধনা জানায়। স্থানীয় দুইটি বালিকা শ্রীমতী তপতী দত্ত ও শ্রীমতী রীণা দত্ত সুমধুর কণ্ঠে সময়োপযোগী কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করে। সন্ধ্যায় শ্রীচিত্ত ভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্রীবৈদ্যনাথ দত্তের পরিচালনায় প্রার্থনানুষ্ঠানের পর শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত প্রার্থনান্তিক ভাষণ দেন। শ্রীমুক্তিনাথ মাহাত জাতীয় ধ্বনি পরিচালনা করেন। সমবেত অনশনব্রতীরা দুই মিনিট নিরবে দাঁড়াইয়া মায়েদের দ্রুত আরোগ্য কামনা ও দুষ্কৃতকারীদের শুভ বুদ্ধি উদয়ের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া অনশন ব্রত অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। উপবাস অন্তে মানবাজারের কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী কর্মীগণের আহারের ব্যবস্থা করেন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে ও সাফল্যের সহিত এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

বান্দোয়ান

বান্দোয়ান থানার পার্শ্বে লোক সেবক সংঘের চারিশতাধিক কর্মী ১৬ই নভেম্বর অনশন সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করেন। এই সত্যাগ্রহীদের মধ্যে মহিলা কর্মীর সংখ্যাই দুই শতাধিক ছিল। সকাল ৭ ঘটিকা থেকে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত অনশন সত্যাগ্রহ চলে। বৈকাল ৩ ঘটিকায় সত্যাগ্রহীদের বিরাট মৌন মিছিল সমগ্র বান্দোয়ান পরিক্রমা করে।

সত্যাগ্রহ শিবিরে সমবেত সঙ্গীত এবং সংঘের কার্য্যক্রম সম্পর্কে আলোচনাদি হয়। লোক সভার প্রাক্তন সদস্য শ্রীভজহরি মাহাত, শ্রীঅটল চন্দ্র মাহাত প্রমুখেরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

বরাবাজার

বরাহবাজার ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে ১৬ই নভেম্বর লোক সেবক সংঘের দুই শতাধিক কর্মী অনশন সত্যাগ্রহে যোগদান করেন। বিধান সভার প্রাক্তন সদস্যগণ শ্রীপদক মাহাত, শ্রীগোবর্দ্ধন মাঝি প্রমুখেরা এই সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন। বেলা ৩ ঘটিকায় চারিশতাধিক কর্ম্মীর মৌন মিছিল বরাবাজার পরিক্রমা করে।

[২য় পাতায় দ্রষ্টব্য]

শিবিরে জাতীয় সঙ্গীত মাঝে মাঝে গীত হয়। শিবিরের আলোচনা চক্রে শ্রীপদক মাহাত, শ্রীগোবর্দ্ধন মাঝি, শ্রীহীরু সিং সর্দ্দার প্রমুখেরা অংশ গ্রহণ করেন। বিধান সভার প্রাক্তন কংগ্রেসী সদস্য শ্রীরূপসিং মাঝি প্রমুখেরা সত্যাগ্রহের সমর্থনে এবং শিল্পাশ্রমে অনুষ্ঠিত পৈশাচিক ঘটনার প্রতিবাদে বক্তব্য রাখেন।

হুড়া

১৬।১১।৭৮ তাং হুড়া থানার ২৪টা গ্রামের ৭৬ জন কর্মী হুড়ার নিকটবর্ত্তী জবজবি গোড়ার হরি মন্দিরে সমবেত হইয়া প্রার্থনা সমাপন করার পর প্ল্যাকার্ড হস্তে সমস্ত হুড়া শহর ধ্বনি সহকারে প্রদক্ষিণ করিয়া জেলা বোর্ডের ডাকবাংলার নিকট হাটের মধ্যে গাছতলায় উপবেশন করিয়া প্রার্থনা ও সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়া লাবণ্য প্রভা ঘোষ, অরুণচন্দ্র ঘোষ, উর্ম্মিলা মজুমদার ও স্নেহলতা ঘোষ এদের মঙ্গল কামনা করিয়া অনশন ব্রত উদ্‌যাপন করা হয়। থানার বয়ঃবৃদ্ধ কর্মী শ্রীউত্তম সহিস গান্ধীজীর প্রতিকৃতি সমস্ত রাস্তা বহন করেন। মনবোধ মাহাত ও সুভাষ মাহাত উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি পরিচালনা করেন কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী ও ভবেন্দ্র মাহাত প্রার্থনা ও রামধুন সঙ্গীত পরিচালনা করেন। কর্মী সংগঠনের কর্ম্মতালিকা করা হয় এবং অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়। এবং প্রতি অঞ্চলের বিশিষ্ট কর্মীদের দায় দায়িত্ব দেওয়া হয়। হুড়া যুব জনতা কমিটির পক্ষ থেকেও দুইজন বিশিষ্ট সদস্য এই অনশন ব্রতের সামিল হন। সহরবাসীর পক্ষ থেকে শ্রীনীলকণ্ঠ দে মহাশয় আহারাদির ব্যবস্থা করেন।

পুঞ্চা

পুঞ্চা থানা প্রাঙ্গণে ১৬ই নভেম্বর দেড়শতাধিক লোক সেবক সংঘ কর্মীরা সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত ১২ ঘণ্টাব্যাপী অনশন সত্যাগ্রহে যোগদান করেন। পানিপাথর, বিন্দুডি, বানসা পুনুড়া, কোনাপাড়া, পেঁচাড়া, কেন্দা, বুলডি, ভাগাবাঁধ, ভূতাম, দেওরাং, পাকবিড়রা, আসনবনী, জামবাদ প্রভৃতি গ্রামের কর্মীরা এই অনশন সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করেন।

সত্যাগ্রহের সুরুতে নেতৃবৃন্দের আলেখ্যে মাল্যদান করা হয় এবং শ্রীহেরম্ব চট্টোপাধ্যায় প্রার্থনা পরিচালনা করেন। তারপর শ্রীজলধর মাহাত ও শ্রীমহেশ্বর মাহাত রামধুন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তিন ঘণ্টা অন্তর প্রার্থনা, গীতা পাঠ ও সত্যাগ্রহের ধ্বনি দেওয়া হয়। বৈকাল ৩টার সময় মৌন মিছিল সমগ্র পুঞ্চা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। বৈকাল ৪টার সময় আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় প্রার্থনা গীতাপাঠ, রামধুন সঙ্গীত এবং ধ্বনি প্রদানের পর সত্যাগ্রহ উদ্‌যাপিত হয়।

কাশীপুর

১৬ই নভেম্বর কাশীপুর থানা প্রাঙ্গণে শ্রীলেদু মাঝির নেতৃত্বে ১২ জন লোক সেবক সংঘ কর্মী ১২ ঘণ্টাব্যাপী অনশন সত্যাগ্রহে যোগদান করেন। প্রার্থনা, সঙ্গীত ও আলোচনার মাধ্যমে সত্যাগ্রহ উদযাপিত হয়। বেলা ৩ ঘটিকায় এক মৌন মিছিল গ্রাম প্রদক্ষিণ করে।

পাড়া

১৬ই নভেম্বর পাড়া ব্লক প্রাঙ্গণে লোক সেবক সংঘের ৫জন কর্মী ১২ ঘণ্টাব্যাপী অনশন করেন। শ্রীকৃষ্ণ মাঝি এই সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন।

জয়পুর

১৬ই নভেম্বর গড়জয়পুর লক্ষ্মীমেলা প্রাঙ্গণে লোক সেবক সংঘের ৬০ জন কর্মী ১২ ঘণ্টাব্যাপী অনশন সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধীর আলেখ্যে মাল্যদান করার পর বেদমন্ত্র পাঠ করে মঙ্গলাচরণ করা হয় তারপর সকলে দণ্ডায়মান হয়ে বন্দেমাতরম জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। শ্রীখগেন্দ্র নাথ কয়াল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। জয়পুর ব্লকের সত্যাগ্রহে জনতা পার্টি সক্রিয় সমর্থন দেন এবং কয়েকজন বিশিষ্ট জনতা কর্মী অনশনে অংশ গ্রহন করেন।

সকাল ৮টা থেকে অনশন সত্যাগ্রহ সুরু হয়। এই সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক চৌধুরী প্রমুখেরা ভাষণ দেন। তারপর রামধুন সঙ্গীত পরীবেশিত হয়। জয়পুর, শ্রীরামপুর, হোয়াংদা, রোপো, সিধী, শ্যামপুর প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামের কর্মীরা সত্যাগ্রহে যোগ দেন।

বিকাল ৩টায় সত্যাগ্রহীদের মৌন মিছিল সমগ্র জয়পুর গ্রাম পরিক্রমা করে তারপর আলোচনা বৈঠক হয় আলোচনায় সর্ব্বশ্রী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধায়, রামপদ হাজরা, খগেন্দ্রনাথ কয়াল, বসন্ত দাস, হাসীমুদ্দীন আনসারী, রাজেন্দ্রনাথ মাহাত প্রমুখেরা অংশ গ্রহণ করেন।

রাত্রি ৮ ঘটিকায় প্রার্থনা, সঙ্গীত ও সত্যাগ্রহ ধ্বনি সহকারে সত্যাগ্রহ উদ্‌যাপন করা হয়।

(ক্রমশ)

জমি বিক্রয়। জমি বিক্রয়।

মোটর গ্যারেজ, গোডাউন এবং বাড়ী করার উপযুক্ত জায়গা, পুরুলিয়া বরাকর বাঁকুড়া রোডের নিকটে প্রায় ৩০ ফুট চওড়া রেণী রোডের উপর অবস্থিত। জমির উপর জলের কল ও লাইট পোষ্ট যোগাযোগ করুন।

শ্রীমতি গৌরী সেন
কোয়ার্টার নং ২-৩০/ডি
পোঃ আদ্রা, জেলা পুরুলিয়া

মুখার্জ্জী মেডিক্যাল হল
ঔষধের দোকান
চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া।
এখানে যাবতীয় এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায় এবং রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

Wanted

Wanted one Science graduate Teacher (preferably trained) for Dhakshila Jr. High School in permanent post. Apply to the undersigned within 15 days from the date of publication.

Secretary
Dhakshila Jr. High School
P. O. Tarabari
P. S. Santuri
Dist, Puruiia.

Wanted

Wanted a B. Sc. (Bio-Science) preferably trained for Ranipur Colliery Jr. High School, Apply to the Secretary on or before 2-12-78 Salary as per grant admisible.

Secretary
Ranipur Colliery Jr, High School
P. O Saltore, Dist. Purulia.

মুক্তি

৬ঠা অগ্রহায়ণ ১৩৮৫, সোমবার

গুরুত্বপূর্ণ তদন্ত !!

শিল্পাশ্রমের অকল্পনীয় ও অমানুষিক নৃশংস ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে মুখ্যমন্ত্রী জোর তদন্তের নির্দ্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। আর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের আই-জিকে এই ঘটনার তদন্তের জন্য বিশেষ নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সমবেদনাপূর্ণ চিঠিতে ঘটনাটিকে "ডাকাতি" বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য প্রশাসনের উর্দ্ধতম কর্তৃপক্ষ যে ঘটনার তদন্ত সম্পর্কে এত উদ্বিগ্ন ও সচেষ্ট গত প্রায় একমাসের নীট ফলশ্রুতি এই যে স্থানীয় পুলিশ বিশেষ সক্রিয়তার নিদর্শন স্বরূপ—তাদের সযত্নে রক্ষিত ঝুলি থেকে জন কয়েক দাগী আসামীকে বের করে থানায় এনে কিছু গল্পগুজব অর্থাৎ জিজ্ঞাসাবাদ করে আবার ঝুলির মধ্যে পুরে রেখেছে। প্রশাসনিক সক্রিয়তার উচ্চতর পর্য্যায়ের নিদর্শন স্বরূপ কেবল হাত বদল করে এখন গোয়েন্দা বিভাগের উপর ভার অর্পণ করা হয়েছে। এরই নাম হোল গুরুত্বপূর্ণ তদন্ত !!

কেবল শিল্পাশ্রমের ঘটনাই নয়—সাম্প্রতিক কালে অথবা অদূর অতীতে সহরে বা জেলার নানা স্থানে বহু খুন-খারাবী, ডাকাতি, রাহাজানী প্রভৃতি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। সামান্য কিছু ক্ষেত্রে "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লঘু আরম্ভে শূণ্য ক্রিয়া"য় পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কোথাও কোনও কূল কিনারা মেলেনি।

অন্যান্য হাজারটা ঘটনা থেকে শিল্পাশ্রমের ঘটনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একটি রাজনৈতিক দলের উপর সুপরিকল্পিত হিংসাত্মক আক্রমণ! প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেস ক্লাবের প্রেরিত তারবার্ত্তা অনুযায়ী রাজনৈতিক মতামত পোষণের অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিপর্ম হওয়ার গুরুতর আশঙ্কার উদ্ভব হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীর এমার্জেন্সীর আমলের বিভীষিকার দুঃস্বপ্ন এখনও কেন্দ্রে জনতা সরকারকে এবং রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারকে শিহরিত ও কণ্টকিত করছে—কিন্তু তাঁদের 'সুশাসনে' সেই এমারজেন্সীর ভূতকে সঞ্জীবিত করে তোলার এই চেষ্টায় তাঁরা কি কারণে এত উদাসীন ও নিস্পৃহ?

বিহারে হরিজনদের উপর অমানুষিক ও বর্ব্বর অত্যাচার নিপীড়নের ঘটনাবলী রাজ্যের জনতা সরকারের কার্য্যসূচীর অঙ্গ অথবা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দ্দেশে ঘটেছে—এই উদ্ভট অভিযোগ কোনও কুৎসা রটনাকারীও করবেন না। কিন্তু ঐ সকল ঘটনার সমগ্র দায়দায়িত্ব রাজ্যের প্রসাসনরূপে জনতা সরকারের উপর বর্ত্তেছে এবং তার জন্য সরকারকে জবাবদিহী করতে হচ্ছে।

অনুরূপভাবে, পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রমে জেলার মুখ্য রাজনৈতিক দলের সদর দপ্তরে সুপরিকল্পিত নৈশ অভিযানে দলের অশীতিপর বৃদ্ধা সভানেতৃ এবং সচিবের উপর হত্যার উদ্দেশ্যে বর্ব্বর আক্রমণ যেরূপ অচিন্তনীয় সেরূপ ধিক্কার ও নিন্দাবাদের ভাষারও অতীত। রাজ্যের প্রসাশনিক দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকার সুবাদে বামফ্রন্ট সরকারের উপরই এর যাবতীয় দায়দায়িত্ব বর্ত্তেছে এবং এর পূর্ণ জবাবদিহী বামফ্রন্ট সরকারকেই দিতে হবে।

দলীয় নির্ব্বাচনী ইস্তাহারের সুললিত বাণী প্রচারের সময় ভোটদাতাদের কর্ণে মধুবর্ষণ করে থাকে; কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ লাভের পর প্রগতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীল নির্ব্বিশেষে সংশ্লিষ্ট দল ভোট দাতাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে থাকেন—এই হোল ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রচলিত নীতি! সুদীর্ঘ কংগ্রেসী আমলের এই অভিজ্ঞতায় কোনও ব্যতিক্রম এখনও পর্য্যন্ত আমরা কেন্দ্রে জনতা সরকার ও রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষেত্রে দেখছি কি? প্রবাদ আছে—"যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ"। অবশ্য এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র—যিনি রাবণে পরিণত হন নি।

প্রশাসনের গদীকে আমরা যদি লঙ্কা বলে বর্ণনা করি তবে আজ পর্য্যন্ত কেন্দ্রে বা রাজ্যের গদীতে যাঁরাই গেছেন তাঁদের রাবণে রূপান্তরিত হবার দৃশ্যই আমরা দেখে আসছি—এখনও পর্য্যন্ত ব্যতিক্রম স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন মেলে নি—মিলবে কিনা সে ভরসাও করা যাচ্ছে না।

আমরা সুস্পষ্টভাবে জানাতে চাই যে তদন্তের নামে শিল্পাশ্রমের ঘটনা নিয়ে ছেলে খেলা জেলাবাসী বরদাস্ত করবে না। রাজ্যের প্রশাসনের এই বিষয়ে যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেওয়ায় কেন্দ্রীয় সংস্থা দ্বারা এর তদন্তের ব্যবস্থা জেলাবাসীর দাবী।

অ. চ.

আর একটি হীন চক্রান্ত

মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আবগারী পুলিশের অভিযান

বিগত ৯ই নভেম্বর বেলা প্রায় ১১টার সময় হঠাৎ মানবাজার থানার আবগারী বিভাগের ছোটবাবু অপর চারজন আবগারী বিভাগের কর্মী সহ মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হানা দেন। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কোনরূপ অনুমতি না লইয়াই বিদ্যালয় এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করেন এবং বিদ্যালয়ের কর্মী শ্রীফলারী মাহাতাকে জিজ্ঞাসা করেন "পুরাতন রান্নাঘর কোথায়"? বিদ্যালয়ের একধারে পুরাতন পাকা রান্নাঘর ও খাবার ঘর অবস্থিত।

ঐ সময় জুনিয়ার বেসিকের প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মাহাত তাহার ক্লাসের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকেও যতিবাবু কোথায় ও পুরাতন রান্নাঘর কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়াই কোনরূপ কিছু না বলিয়া উক্ত রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়েন এবং সেখান হইতে কিছু না পাইয়া বাহির হইয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ঝোপঝাড় দেখিয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাতর বাড়ীর দিকে চলিয়া যান। পরে জানিতে পারা গেল স্থানীয় এক হীন ষড়যন্ত্রের সহিত যুক্ত হইয়া উক্ত আবগারী বিভাগের কর্ম্মচারীবৃন্দ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে কি করিয়া বিপদে ফেলা যায় তাহার অপচেষ্টা সুরু করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিনও উক্ত আবগারী বিভাগের কর্ম্মচারী দলটিকে স্থানীয় এক মদ্যপায়ীর আলয়ে বসিয়া আড্ডাও দিতে দেখা গিয়াছিল। উক্ত কর্মচারীদের এবম্বিধ অন্যায় অপচেষ্টার খবর পাইয়া পরদিন অর্থাৎ ১০।১১।৭৮ তারিখে প্রতিষ্ঠানের সহসভাপতি শ্রীযুক্ত চুণারাম মাহাত, জুনিয়ার বেসিকের প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মাহাত ও প্রিবেশিকের সহকারী শিক্ষক শ্রীহংসেশ্বর মাহাতকে লইয়া মানবাজার থানায় বড় দারোগাবাবুকে এই বিষয়ে মৌখিক অভিযোগ পেশ করেন ও পরে থানার আবগারী বিভাগে গিয়া সংশ্লিষ্ট ছোটবাবুকে তাহার ঐরূপ বে-আইনী ও অন্যায় আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ছোটবাবু প্রতিষ্ঠানে এইরূপ অন্যায়ভাবে প্রবেশের জন্য ত্রুটি স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন ও তাঁহারা যে যতিবাবুর প্ররোচনায় পড়িয়াই এইরূপে প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহাও বলেন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাদের উপর কোনও কেস যাহাতে না চালানো হয় তাহার জন্য চুণারামবাবুকে অনুরোধ জানান এবং যাহাদের ষড়যন্ত্রে এই অন্যায় উপদ্রব সংগঠিত হইতেছিল মাঝিহিড়া গিয়া তাহাদের নাম লিখিতরূপে দিবার জন্য চুনণারামবাবুকে তাঁহারা প্রতিশ্রুতি দেন।

কিছুকাল যাবৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোক সেবক সংঘ বা তাহার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে সব সমাজ বিরোধী আক্রমণ ও অভিযান চলিয়াছে—তাহা কোনও সুপরিকল্পিত চক্রান্তের এক একটি অধ্যায় এরূপ অনুমান অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই দৃষ্টিতে মাঝিহিড়ার উপরোক্ত ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। সুতরাং এই বিষয়ে উচ্চ পর্য্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত একান্ত প্রয়োজন।

R. No.– 2539/57 মুক্তি ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ W B/B. K. U-24

কৃষি সংবাদ

সহজেই
একটা বাড়তি ফসল তুলে নিন

এ-ভাবেই দেখুন কিংবা ও-ভাবেই দেখুন

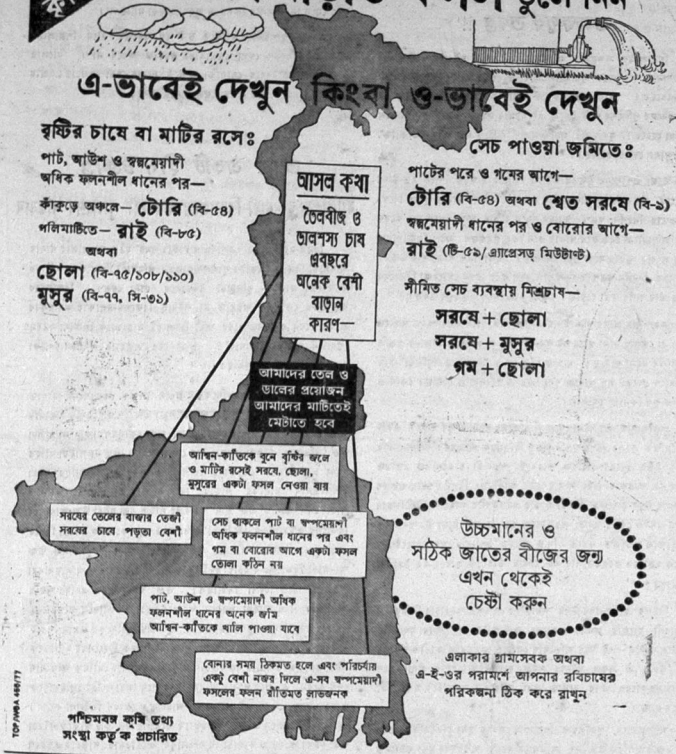

Purulia District Wholesale Consumers Co-operatite Society Ltd,
Po. & Dist. Purulia.

CORRIGENDUM

In our Advertisement published earlier inviting applications for some temporary post, read pay scale of Pharmacist Rs. 230-440/- in place of "Rs. 230-425/-."

M. A. Quraishi.
Executive Officer.

Wanted

Wanted a Science graduate (Bio) in additional post (preferably trained) to Puara 4-Clas Jr. High School. P. O. Puara, Dist. Purulia.

Apply to the Secretary on or before 5.12.78 and attend for an interview on 17.12.78.

R. C. Kuiri
Secretary
Puara 4-Class Jr. High School

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা | সোমবার, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৭৮ ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯·৫০ ষান্মাসিক ১০·৫০ নগদ – ২০ পয়সা

মুক্তিমেয়রা বহু মানুষের
স্বার্থ যখন হানে—
তারই প্রতিরোধে দাঁড়াতে যে হয়
সকলের কল্যাণে!!

• • •

নিষ্ঠিক তব সংগ্রাম হোক—
তবে মনে রেখো– প্রাণে
তাদের প্রতিও ভেগে রবে প্রেম
লড়াইয়ের মাঝখানে।

জেলাব্যাপী সংঘের অনশন সত্যাগ্রহ উদ্‌যাপিত

ব্লকে ব্লকে দুই সহস্রাধিক কর্মীর অনশনে যোগদান

হিংসার প্রতিরোধে ও অন্যায়ের প্রতিবাদে মৌন ধিক্কার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাগমুণ্ডী

১৯শা কার্ত্তিক বাগমুণ্ডি থানার সম্মুখে লোক সেবক সংঘের কর্মীদের অনশন সত্যাগ্রহ সকাল ৬টা হইতে বৈকাল ৬টা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। বাগমুণ্ডী থানার সম্মুখে এই সত্যাগ্রহে বুদ্ধদা, কুশলডি উকাদা, সিন্দরী, ভূরন্ড ইত্যাদি গ্রাম হইতে ১১জন মহিলা সহ ২৮জন কর্ম্মী যোগদান করেন। প্রথমে প্রার্থনা হয়, পরে শ্রীমতী অনিমা খাম্রা রামধুন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র খাম্রা অনশনের বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে শ্রীযুক্তা গুরুবারী মুড়ান দেড় বৎসর বয়সের ছেলে নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অনশনে যোগদান করেছিলেন।

বৈকাল ৩টার সময় বাগমুণ্ডি গ্রাম শোভাযাত্রা করিয়া পরিক্রমণ করা হয় এবং ৪টার পর বর্ত্তমান রাজনীতি এবং লোক সেবক সংঘের কর্মীদের সারা জীবনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা হয়। ৬টার সময় অনশন ভঙ্গ হয়।

আড়ষা

হিংসার প্রতিরোধে ও অন্যায়ের প্রতিবাদে আড়ষা থানার কর্মীবৃন্দ ১৬।১১।৭৮ তারিখে অনশন সত্যাগ্রহ পালন করেন। সিরকাবাদ ব্লকের নিকট এই সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৬টা হইতে রাত্রি ৬টা পর্য্যন্ত। সকাল ৬টায় ব্লক সমুখে রাস্তা বেদীতে মহাত্মা গান্ধী, কর্ম্মবীর বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত ও সচিব অরুণ চন্দ্র ঘোষের আলেখ্য স্থাপন করে—মাল্যদান করা হয় এবং সত্যাগ্রহের ধ্বনি দিয়া অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এই অনশন আড়ষা থানার অন্তর্গত লোছমনপুর হেসলা ও জামরাইদ কর্মীবৃন্দ উপস্থিত থাকিয়া সত্যাগ্রহ সম্পন্ন করেন।

অনশন ভঙ্গ হওয়ার পর স্থানীয় জনতা পার্টির কর্মী শ্রীদামোদর সেন ও শ্রীনিমাইচন্দ্র সেন যোগদান করেন এবং উক্ত অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু বলেন।

নিম্নে কর্মীবৃন্দের নাম দেওয়া হইল—

সর্বশ্রী সর্বেশ্বর মাহাত, লছমনপুর. ডমন চন্দ্র মাহাত, লছমনপুর, গিরিধারী সিং সর্দ্দার, সেনাবনা, মুকলিধর মাহাত, হেসলা, রামপদ মাহাত, ঐ ডাগরু মাহাত, ঐ ভরত কুমার, জামবাদ, মিহির কুমার ঐ জহর কুমার ঐ ঘাসিরাম কুমার, ঐ সাহেবরাম মাহাত, গোপাল মাহাত, গৌরীনাথ মাহাত, ঠাকুরদাস আষরি মাহাত সর্বসাং হেসলা, গোপেশ্বর মাহাত, শিমুলিয়া।

ঝালদা

১৬ই নভেম্বর সকাল ৭টায় কর্মীবৃন্দ সমবেত প্রার্থনা ও ধ্বনি দ্বারা অনশন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন এবং মহাত্মা গান্ধীজী এবং স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত ও অমর বীর শহীদদের প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করা হয়।

ঝালদা থানা জনতা পার্টির তুজন বিশিষ্ট সদস্য সহানুভূতি সূচকভাবে বারো ঘন্টাব্যাপী অনশন সত্যাগ্রহে যোগদান করেন। বেলা ৩ ঘটিকার সময় প্রার্থনা রামধুন গীত ও ধ্বনি সহকারে আলোচনাদি করা হয়।

আলোচনা প্রসঙ্গে বৃদ্ধা আশ্রমমাতা শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা দেবী, সাথ সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী ও শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীর দ্রুত আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয় এবং যাহারা এই প্রকার নিন্দনীয় কার্য্য করিয়াছেন তাহাদের শুভবুদ্ধি উদয়ের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয়।

বৈকাল ৫।৩টার সময় মৌন মিছিল সহকারে বাজার প্রদক্ষিণ করা হয় এবং সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় প্রার্থনা ও ধ্বনী দ্বারা অনশন সত্যাগ্রহ ভঙ্গ করা হয়।

অনশন সত্যাগ্রহে নিম্নলিখিত কর্মীবৃন্দ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সর্ব্বশ্রী ভোলানাথ হালদার, শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য, শঙ্করলাল কেশরবাণী (জনতা পার্টি), প্রেমচাঁদ খাওয়াস ও কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। (ক্রমশঃ)

শিল্পাশ্রমের ঘটনা ও পরবর্ত্তী সংবাদ

শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষের মাথার ঘা ও অন্যান্য উপসর্গ এখন নেই। হাতের কাটা আঙুলের ঘা সেরে আসছে।

নিমডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষ—যাঁকে পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল থেকে বাঁকুড়া হাসপাতালে

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

পাঠানো হয়েছিল এবং সেখানে যাঁর গুরুতর অপারেশনের পর চিকিৎসা চলছিল—তাঁকে ২৬শে নভেম্বর বাঁকুড়া হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে - তিনি এখনও অত্যন্ত দুর্বল রয়েছেন। তাঁকে দীর্ঘদিন পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে। ওঁকে বাঁকুড়া থেকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বিগত ৬ই নভেম্বর পুরুলিয়া হাসপাতাল থেকে শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষকে কলকাতায় শেঠ সুখলাল করনানী (পি, জি) হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঐদিন রাত্রি একটায় তিনি ভর্ত্তি হন। সেখানে হৃদরোগ এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ু প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ পরীক্ষার পর, ডাক্তারদের ব্যবস্থা পত্র নিয়ে, ১৪ দিন পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান। পরীক্ষাগুলিতে বিশেষ কিছু গোলমাল দেখা যায় নি। তিনি ২১শে নভেম্বর পুরুলিয়া ফিরেছেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন।

পি, জি হাসপাতালে অরুণবাবুর সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে যান তাঁদের মধ্যে ছিলেন—বিশিষ্ট জনতা নেতা প্রাক্তন এম, পি শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত; আর এস, পি নেতা শ্রীমাখন পাল, স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য্য, পূর্ত্তমন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্ত্তী, ডাঃ এম, ছেত্রী ডিরেক্টার স্বাস্থ্য বিভাগ, গান্ধী পীস ফাউণ্ডেশনের নেতা শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী; নিখিল ভারত সর্বোদয় নেতা শ্রীমনমোহন চৌধুরী, ডাঃ শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ন্যাশন্যাল লেবার ইন্‌স্‌টিটিউটের ডিরেক্টার প্রোফেসার শ্রীবোধায়ন চট্টোপাধ্যায়, ঐ সংস্থার প্রোজেক্ট সুপার ভাইজার ডাঃ তপন ঘোষ, স্যোশ্যাল সার্ভিস লীগের শ্রীসীমন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, কম্পাস সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম শ্রীমনোরঞ্জন সাধু খাঁ, ইনস্‌টিটিউট ফর নোটি-ভেটিং সেলফ এম্‌প্লয়মেণ্টের এক্সিকিটিভ ডিরেক্টার শ্রীবিপ্লব হালিম ও আরো অনেকে।

স্থানীয় ও বিবিধ সংবাদ

হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা

গত ১৩ই নভেম্বর জেলা শিল্প কেন্দ্রের হুচুকপাড়া অফিসে পুরুলিয়া জেলার হস্তশিল্পের এক প্রদর্শনী হয় এবং প্রদর্শনীর বিভিন্ন হস্তশিল্প সামগ্রীর মধ্যে বিচার করে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী নির্ব্বাচন করা হয়। জেলা ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায়—ছৌ-নাচের মুখোশের মধ্যেই প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। শ্রীধরনীধর দত্তের "মহাদেব" মুখোশটি প্রথম ও শ্রীহীরালাল রায়ের "নৃসিংহ অবতার" মুখোশটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। প্রথম পুরস্কার ১৫০৲ টাকা এবং দ্বিতীয় পুরস্কার ১০০৲ টাকা।

জেলা শাসকের সভাপতিত্বে বিচারকমণ্ডলী রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার জন্যও জেলার হস্তশিল্প সামগ্রী নির্ব্বাচিত করেন।

সপ্তম অর্থ কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ

কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত সপ্তম অর্থ কমিশন কেন্দ্র ও রাজ্যের আর্থিক সম্পদ বরাদ্দের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন এবং আগামী পাঁচ বছরের জন্য এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে।

ত্রাণের বারো আনা খরচ কেন্দ্রের

বন্যা, ঘূর্ণিঝড়' ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে ত্রাণের কাজে রাজ্যগুলি যে টাকা খরচ করবেন তার শতকরা ৭৫ ভাগই কেন্দ্র বহন করবেন। বাকী ২৫ শতাংশ ব্যয় রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে।—তবে যেখানে বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি খুবই বেশী, সেখানে কমিশনের এই সুপারিশের বাইরে গিয়েও কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে সাহায্য করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের ভাগে ১৮৫৭ কোটি টাকা

১৯৭৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে শুরু করে পাঁচ বছরে অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ ১৮৫৭ কোটি টাকা পাবে।—আয়কর, উৎপাদন শুল্ক, সুপার ট্যাক্স প্রভৃতি বাবদ পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য হবে ১৫৯৭ কোটি টাকা; প্রশাসনের উন্নতির জন্য ২৫ কোটি টাকা এবং বিচার বিভাগ, পুলিশ, আদিবাসী কল্যাণ প্রভৃতি বাবদ প্রায় ২৫ কোটি টাকা পাবে।

শতকরা হিসাবে সপ্তম অর্থ কমিশনের সূত্র অনুযায়ী আয়কর রাজস্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য অংশ কমে যাচ্ছে। তবে উৎপাদন শুল্ক খাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য অংশ বাড়ছে।

রাজ্য সরকারের দাবী গ্রাহ্য হোল না

কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক ঢেলে সাজানো এবং রাজ্য-গুলিকে সম্পদের বেশী পরিমাণ ভাগ দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে দাবী জানিয়েছিলেন—সপ্তম অর্থ কমিশন তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। সি-পি-এম নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্বের শতকরা ৭৫ ভাগ দাবী করেছিলেন—কিন্তু কমিশন মাত্র শতকরা ২৬ ভাগ দেবার সুপারিশ করেছেন। কমিশন বলেছেন যে—সংবিধানে রাজ্য-কেন্দ্র সম্পর্কের যে কাঠামো দেওয়া হয়েছে কালের পরীক্ষায় তা উত্তীর্ণ হয়েছে সুতরাং পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন নেই।

ট্রেন অবরোধের পুরাতন মামলা

প্রায় দশ বৎসর পূর্বে, চাণ্ডিল-মুরী ষ্টেশনের মধ্যে লোক্যাল ট্রেনের দাবীতে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সংশ্লিষ্ট ষ্টেশনগুলিতে যাত্রী তথা স্থানীয় জনসাধারণ ট্রেন অবরোধের আন্দোলন করেন। এই সূত্রে সুইসা ষ্টেশনে ট্রেন অবরোধে প্যাসেঞ্জার্স এ্যাসোসিয়েসন মুখ্য ভূমিকা নেয় এবং সেই সূত্রে রেলওয়ে জে আর কেস নং ৬৬/৬৯ নয় জন এস-ইউ-সি কর্মীর বিরুদ্ধে এখনও চলছে। গত ২৫শে অক্টোবর পুরুলিয়ার জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী বি-আর-মজুমদার মহাশয়ের এজলাসে উপরোক্ত নয়জন আসামী উপস্থিত হলে বিচারক তাঁদের জেল হাজতের আদেশ দেন। জামীনের জন্য দরখাস্তও খারিজ হয়।

গত ৩০শে অক্টোবর এস-ইউ-সি নেতা শ্রীসাধুচরণ ব্যানার্জী জেলখানায় বিচারাধীন আসামীদের জন্য "মার্ক্সবাদ" ও "মায়া-মুকুর" (স্কুল পাঠ্য) দুইখানি বই জমা দিতে গেলে জেল কর্তৃপক্ষ "মার্ক্সবাদ" পুস্তকটি নিষিদ্ধ করেন বলে প্রকাশ।

সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন

গত ১৪ই নভেম্বর থেকে ২০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে সপ্তাহব্যাপী কার্য্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ভবনে ১৪ই নভেম্বর সমবায় পতাকা উত্তোলন এবং আলোচনা সভার মাধ্যমে সমবায় সপ্তাহের উদ্বোধন হয়। কৃতী সমবায় সমিতির ও সমবায় কর্ম্মীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ১৫ই তারিখে মালডী এস-কে-ইউ-এস কর্তৃক কৃষক দিবস এবং ১৬ই তারিখে সাঁওতালডিতে সমবায় ক্রেতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। কাশীপুর ব্লকের মহুলবনা আদীবাসী সমবায় শস্য ভাণ্ডার কর্তৃক দুর্ব্বলতর শ্রেণী দিবস সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। বাঁধনা পরব স্বত্বেও বহু আদিবাসী পুরুষ ও মহিলা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। পুরুলিয়া জেলার এই শীর্ষ-

(৪র্থ পাতায় দেখুন)

মুক্তি

১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৫, সোমবার

বোঝার উপর শাকের আঁটি

মফঃস্বলের সংবাদ পত্রের প্রকাশনা নানা সমস্যা কণ্টকিত। যে সকল ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকার নিজস্ব মুদ্রণযন্ত্র বা ছাপাখানা নেই—তাদের সমস্যা আরও উৎকট। আবার ছোট খাটো ছাপাখানা সহ একটি সাময়িক পত্রের প্রকাশনা নানা কারণে খুবই জটীল ও দুরূহ। কারণ বর্তমান অবস্থায় কাগজ, কালি, টাইপ প্রভৃতি সামগ্রীর দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্যতার বাজারে ও কর্ম্মচারীদের বেতনাদির ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ছাপাখানা পরিচালনাই এক দারুণ সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। তার উপর ঐ ছাপাখানা থেকে কোনও সাময়িক পত্রের প্রকাশনা বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপানোর মতই দুঃসহ অবস্থা দেখা দেয়।

মাত্র দুই বৎসর আগেও যাঁরা সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে ছিলেন—শ্রীমতী গান্ধীর এমার্জ্জেন্সীর কষাঘাতে যাঁরা জর্জ্জরিত বিরোধী দলের নেতা বা কর্ম্মীরূপে "ত্রাহি ত্রাহি" করছিলেন—লোকসভা ও বিধানসভার ঐতিহাসিক নির্ব্বাচনে বৈপ্লবিক পট পরিবর্তন ঘটায়, ভূলুণ্ঠিত বিরোধীর স্তর থেকে এখন তাঁরা শাসনের সু-উচ্চ গদীতে আসীন। আর সেই সুবাদে সাধারণের স্তর থেকে তাঁরা অসাধারণত্বের শিখরে উন্নীত। সেইজন্য শিকা ছেঁড়ার মত গদীলাভের সন্ধিক্ষণে "স্বাভাবিক" কৃতজ্ঞতা ও বিনয়ের আবেগে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনে অনেক ভাল ভাল কথা তখন বলেছিলেন। সেই সব সু-সমাচারের অন্যতম ছিল মফঃস্বল সংবাদ পত্র তথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকার সমস্যাদি লাঘবের কার্য্যকরী ব্যবস্থা এবং বাস্তব-সম্মত বিকেন্দ্রীত ভিত্তিতে সরকারী বিজ্ঞাপনাদির সুষ্ঠু বণ্টন।

কিন্তু প্রায় দুই বৎসরে দেশের নদীনালা দিয়ে বহু পরিমাণ জল প্রবাহিত হয়েছে—সেই সঙ্গে শাসকবর্গের এই বোধোদয়ও হয়েছে—যে আমলাকুল গত ত্রিশ বৎসর ধরে জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব করে এসেছে—আজ তাঁরা সেই আমলাদেরও প্রভু। অর্থাৎ তাঁরা আর অধম সেবক নন—এখন তাঁরা জনসাধারণের প্রভুর প্রভু।

এই মানসিকতার কল্যাণে মতটাই যখন পালটিয়ে গেছে—তখন পুরানো পথটা ধরে রাখা নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক! জনসাধারণের সেবক বলে পরিচয় দেওয়ার "বস্তাপচা আদর্শের" চেয়ে—প্রভুত্বের গদী কায়েম রাখার জন্য আমলাবাহিনীর ক্রীড়নক হওয়া অনেক বেশী "বৈপ্লবিক মান-মর্য্যাদাসম্পন্ন।"

কেন্দ্র ও রাজ্য এই ব্যাপারে সহ-অবস্থানের নীতি মেনে চলেছেন। পার্থক্য কেবল এইটুকু যে—ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকার প্রশ্ন ও সমস্যাদি মন থেকে কেন্দ্র একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলেছেন সুতরাং বিন্দুমাত্র দায়িত্ব পালনের আর কোনও বালাই নেই। রাজ্য সরকার অবশ্য অতদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। মার্জার ইন্দুরকে গ্রাস করবার পূর্ব্বে যেমন খেলার ভান করে রাজ্য সরকার তেমনি মফঃস্বল সংবাদ পত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন করবার পরিকল্পনায় নানা চক্রজাল বিস্তার করছেন।

প্রথমতঃ সরকারী বিজ্ঞাপন বণ্টনকে দুঃস্থ আতুরকে দেয় খয়রাতী সাহায্যের পর্য্যায়ে নিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয়তঃ বৃটিশের অভিশপ্ত বিভেদনীতি অনুসরণ করে এই সরকারী বিজ্ঞাপনরূপী খয়রাতী সাহায্য বণ্টনে এমন বৈষম্য প্রদর্শন করছেন—যাতে মফঃস্বল সংবাদ পত্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ও ঈর্ষ্যার সৃষ্টি হয়। তৃতীয়তঃ বিজ্ঞাপন বণ্টন করলেও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনের জন্য দেয় অর্থপ্রদানে এমন অহেতুক ও অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটানো যাতে সংবাদ পত্রগুলির নাভীশ্বাস ওঠার অবস্থা হয়।

এইভাবে রাজ্য সরকার-সুস্থ, পরিচ্ছন্ন ও গণমুখী প্রশাসন সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি ও নীতি রূপায়ণের দায়িত্ব আমলাতন্ত্রের উপরই অর্পণ করেছেন। আর ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকাগুলির প্রাণ রাখতে প্রাণান্তকর বোঝার উপর আমলাদের বৈষম্য ও বিভেদ-মূলক অবিচারের শাকের আঁটিটি চাপিয়ে দেবার পাকা ব্যবস্থা করছেন।

অঃ চঃ

সমস্তিপুর লোকসভা উপ-নির্ব্বাচন

২৬শে নভেম্বর, রবিবার বিহারে সমস্তিপুর লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হোল। এই উপনির্ব্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় জনতা প্রার্থী অধ্যাপক অজিত মেটা এবং কংগ্রেস (ই) প্রার্থী শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহএর মধ্যে। আমরা গণতন্ত্র সমাজবাদ, ধর্ম্ম নিরপেক্ষতা ও জাতীয় সংহতির বড় বড় কথা মুখে বল্লেও—আমাদের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ—বিশেষতঃ নির্বাচন সংক্রান্তীয় নীতি—জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, প্রাদেশিক মনোভাব প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

এই সমস্তিপুর কেন্দ্রে তথাকথিত উচ্চবর্ণের মধ্যে ভূমিহার সম্প্রদায় সংখ্যা গরিষ্ঠ এবং কংগ্রেস(ই) প্রার্থী শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ স্বয়ং ভূমিহার। আর অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে কুইরী (মাহাত) সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং জনতা প্রার্থী অধ্যাপক অজিত মেটা (মাহাত) ঐ কুইরী সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং উচ্চবর্ণের ভোট কংগ্রেস (ই) প্রার্থী এবং অনুন্নত শ্রেণীর ভোট জনতা প্রার্থী বহুল সংখ্যায় লাভ করবেন। বাকী হরিজন ও মুসলমান ভোটারের দ্বারা নির্ব্বাচনের ফলাফল নির্ণয় হবে। মুসলমান ভোট অধিকাংশই কংগ্রেস (ই) প্রার্থী পাবেন বলে মনে হয়; আর বিহারে হরিজন ভোটের উপর শ্রীমতী গান্ধীর বিশেষ প্রভাব থাকায় কংগ্রেস প্রার্থী অধিকাংশ হরিজন ভোট পাবার আশা করছেন। কিন্তু বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুরের হরিজন সম্প্রদায়ের উপর যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং মুখ্যমন্ত্রী ঠাকুর যেভাবে নির্ব্বাচনী প্রচারে মেতেছেন—তাতে বহুসংখ্যক হরিজন ভোটও জনতা প্রার্থী পাবেন বলে আশা করা যায়।

ভোট গ্রহণের সন্ধিক্ষণে দুই শিবিরের বাঘা বাঘা নেতারা নির্ব্বাচনকেন্দ্র তোলপাড় করে গেছেন। কংগ্রেস পক্ষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ আরস; আর জনতা পক্ষে চন্দ্রশেখর, চরণ সিং, রাজনারায়ণ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ নির্ব্বাচনী অভিযান চালিয়ে গেছেন। কংগ্রেস কর্ম্মীরা "বুথ দখল" অভিযান চালাতে পারে বলে মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর জনতা দলের কর্মীদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

সমস্তিপুরের ছটি বিধানসভা কেন্দ্রের পাঁচটিতে জনতা প্রার্থী জয়লাভ করে এবং ষষ্ঠ কেন্দ্রে মাত্র সাতশত ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়। এই কেন্দ্রে বিভিন্ন শ্রেণীর ভোটার সংখ্যা এইরূপ কুইরী—১·২৫ লক্ষ; হরিজন—২·১৪ লক্ষ; মুসলমান—৯৪ হাজার ভূমিহার—৮০ হাজার; যাদব—৮৫ হাজার; মৈথিল—৭৫ হাজার রাজপুত—৫০ হাজার এবং অন্যান্য—৫০ হাজার।

(২য় পাতার পর)

স্থানীয় সমিতি কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য যে সকল পুরস্কার পেয়েছে সেগুলি বিতরণ করেন শ্রীমতী অলকা নস্কর।

১৮ই নভেম্বর পুরুলিয়া মহিলা সমবায় সমিতি কর্তৃক পরিবার কল্যাণ ও শিশু দিবস এবং ১৯শে নভেম্বর সকালে লেবার কন্ট্রাক্ট সমিতি ও বৈকালে বরাবাজার ল্যাম্প ও থানা বিপনন সমিতি যুক্তভাবে পরিকল্পনা দিবস উদ্‌যাপন করে। সমবায় বিভাগের কর্মীরা "দোজবর" নামক একাঙ্ক নাটিকা সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে। ২০শে নভেম্বর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক একাদশ বনাম সহ-নিয়ামক একাদশ প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচে ব্যাঙ্ক একাদশ ৩-১ গোলে জয়লাভ করে।

নির্বাচনী ও রাজনৈতিক বিবিধ প্রসঙ্গ

চিকমাগালুর সংসদীয় নির্বাচনে জনতা কংগ্রেস (ই) নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জয়লাভ কেন্দ্রের জনতা সরকার ও জনতা পার্টি এবং রাজ্যের বামফ্রন্ট তথা অকংগ্রেসী সরকারগুলির মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে জনতা পার্টির জাতীয় শিবিরে সভাপতি চন্দ্রশেখর দল ও সরকারী নেতৃত্বের সাবধান বাণী দিয়েছেন— আত্ম কলহ ও লড়াই বন্ধ করুন আর নিজের নিজের কাজে নেমে পড়ুন। তিনি আরও সতর্ক করে দেন যে ভিতর ও বাহির থেকে দল ভাঙ্গার চেষ্টা চলছে—সুতরাং হুঁশিয়ার! এই জাতীয় শিবিরে জনতা দলের জন্য ৬ দফা কার্য্য সূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

নয়া দিল্লীতে লোক সভা ও রাজ্যসভার শীতকালীন অধিবেশন সুরু হয়েছে। সংসদীয় অধিবেশনের প্রাক্কালে জনতা পরিষদীয় দলের সভায় প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই বিরোধী আক্রমণ মোকাবিলার জন্য দলের সমস্ত সদস্যদের কাছে আবেদন জানান।

চিকমাগালুরের পর বিহারের সমস্তিপুরে ২৬শে নভেম্বর এবং যুক্ত প্রদেশের ফুলপুরে ৩রা ডিসেম্বর সংসদীয় উপনির্বাচন হচ্ছে। উভয় কেন্দ্রেই জনতা প্রার্থীর সঙ্গে কংগ্রেস (ই) প্রার্থীর মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। দুই কেন্দ্রেই এখন সাজ সাজ রব পড়ে গেছে।

বিধান সভা

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার শীতকালীন অধিবেশন সুরু হয়েছে। বন্যাত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এই বারের অধিবেশনে তুমুল ঝড় ওঠার সম্ভাবনা। বিধান সভার অধিবেশনের প্রাক্কালে বামফ্রন্টিয় শরীকদলের পরিষদীয় নৈতৃকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু সরকারের সমর্থনে মিলিতভাবে সচেষ্ট হতে সদস্যদের অনুরোধ করেছেন এবং আলোচনাদির ধারা কোন খাতে পরিচালিত হবে তারও নির্দ্দেশ নামা দিয়েছেন।

চিঠিপত্র

রেল দপ্তরের খেয়ালখুশী ও অবিচার

রেল দপ্তর, বিশেষ করে দক্ষিণপূর্ব্ব রেল দপ্তরে কি মগের মুলুক চলছে? হাওড়া-পুরুলিয়ার যোগাযোগের একমাত্র ট্রেন— হাওড়া-আদ্রা-চক্রধরপুর এখনও বন্ধ রাখা হয়েছে কার হুকুমে? যখন বিধ্বংসী বন্যায় হাওড়া-খড়্গপুর লাইন সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হয়ে ট্রেন চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়—তখন দক্ষিণপূর্ব্ব রেল-পথের মুখ রক্ষা করে আদ্রা ডিভিসন। তখন আদ্রা ডিভিশনের চাঁদিল-পুরুলিয়া-আদ্রা-আসানসোল দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলপথের যাবতীয় দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ও মেল ট্রেনগুলি ছাড়াও মালগাড়ী পর্য্যন্ত যাতায়াত করেছে। খিদিরপুর ডক, শালিমার, রামকৃষ্ণপুর, চিৎপুর ইয়ার্ড, নৈহাটী প্রভৃতির সঙ্গে মালগাড়ীর যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হয়েছিল। সেছাড়া হাওড়া-খড়্গপুর লাইন মেরামতের যাবতীয় মালপত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিও আদ্রা ডিভিশনের মধ্য দিয়ে হাওড়ায় সরবরাহ সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ এরূপ অকৃতজ্ঞ ও বিকারগ্রস্ত যে হাওড়া খড়্গপুর লাইন সুদীর্ঘকাল পরে যখন পুনরায় চালু করা সম্ভব হোল—তখন হাওড়া-আদ্রা-চক্রধরপুর ট্রেনটিকে প্রথম বলি দেওয়া হোল। রেল দপ্তর এক ফতোয়া জারী করে ঘোষণা করলেন যে ৩১৫ আপ ও ৩১৬ ডাউন ট্রেনটি বাতিল করা হোল। অর্থাৎ বিপর্য্যয়ের সময় ট্রেনটি যেমন আদ্রা-চক্রধরপুরের মধ্যে যাতাযাত করছিল—এখন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সেই ব্যবস্থাটুকুই চালু থাকবে।

রেল দপ্তরের আরেক চক্রান্তের কথা শোনা যাচ্ছে যে পুরুলিয়া-কোটশিলা লাইনটি তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আমরা রেল দপ্তর তথা কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রককে এবং সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারকেও পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই যে পুরুলিয়া জেলা কোনও সরকারের উপনিবেশ নয়। এই জেলার প্রতি তাঁরা উপনিবেশ সুলভ মনোভাব ত্যাগ করুন। এই জেলার ভাল করার যদি ক্ষমতা না থাকে—তবে মন্দ করার জন্য কোমর বাঁধবেন না। জেলার মানুষেরও সহ্যের সীমা আছে এবং এই জেলা প্রতিবাদও করতে জানে এবং প্রতিরোধও গড়ে তুলতে পারে। এই জেলার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন সম্পর্কে কেন্দ্রের ন্যায় রাজ্য সরকারও কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেন নি— মাথাও ঘামান নি।

এই জেলার জনসাধারণের ন্যায্য দাবী সম্পর্কে কেন্দ্র ও রাজ্য যদি উদাসীন থাকে—তবে জেলাবাসী সক্রিয় আন্দোলনের পথেই নামতে বাধ্য হবে।

অশোক চৌধুরী

মুখার্জ্জী মেডিক্যাল হল

ঔষধের দোকান

চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া।

এখানে যাবতীয় এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায় এবং রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

Wanted

Applications are invited from B. Sc (Bio.) preferably trained for the post of an additional teacher. All things being equal preferance will be given to the local candidates, Apply to the Secretary on or before 12-12-78.

Secretary
Kunchia 4-Class Jr. High School
P. O. Kunchia, Dist, Purulia

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ৪০শ সংখ্যা | সোমবার, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭৮ ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯·৫০ সডাক ১০·৫০ নগদ ২০ পয়সা

গণতান্ত্রিক শাসনে আজকে
জানি আছে বহু রোগ।
অভিযোগ তুমি জারি রাখো—তবে
ছাড়ো শুধু অভিযোগ॥

• • •

অভিযোগ তারা গ্রাহ্য করে না—
তারা বীর বলে নয়।
ও মাথা নোয়াবে—দাবীর সঙ্গে
জনবল যদি রয়॥

সমস্তিপুর লোকসভা নির্বাচনে জনতা প্রার্থীর জয়

কংগ্রেস (ই) প্রার্থী শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিন্‌হা পরাজিত ঃ জনতা পার্টির প্রার্থী শ্রীঅজিত মেহেতা জয়ী

বিহারের সমস্তিপুর লোকসভা কেন্দ্রের উপ-নির্ব্বাচনে জনতা প্রার্থী অধ্যাপক অজিত মেহতা তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস (ই) প্রার্থী শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহকে ২৭ হাজারের অধিক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। বিহারের জনতা সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর পদত্যাগ করায় এই সমস্তিপুর কেন্দ্রের আসনটি শূন্য হয়। বিগত লোকসভার নির্ব্বাচনে জনতা দলের প্রার্থীরূপে শ্রীঠাকুর তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থীকে ৩ লক্ষের অধিক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছিলেন।

প্রাথমিক গণনা থেকে সুরু করে সারাদিন ও রাত্রি ভোর হওয়ার পর পর্য্যন্ত কংগ্রেস প্রার্থী ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় এগিয়ে যেতে থাকেন। তারপর ভোটের ব্যবধান কমতে থাকে এবং পরে জনতা প্রার্থী ধীরে ধীরে জয়ের পথে অগ্রসর হন। জনতা প্রার্থী অধ্যাপক অজিত মেটা ২৪৩,০৪২ ভোট পান এবং কংগ্রেস (ই) প্রার্থীর ভোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২১৬,৩৮৩ অর্থাৎ ভোটের ব্যবধান হয় ২৭,৬৫৯ মাত্র।

সমস্তিপুরের এই নির্ব্বাচন শেষ পর্য্যন্ত মিনি-গণভোটের রূপ নেয়। অর্থাৎ বিহার সরকার রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণীর লোকেদের জন্য শতকরা ২০ ভাগ চাকুরী সংরক্ষণের যে নীতি গ্রহণ করেছেন সেই প্রশ্নে রাজ্যে গণভোট। সাময়িকভাবে মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুরের গদী স্থিতিশীল হোল।

এই নির্ব্বাচনও প্রার্থী হিসাবে সমানে অসমানে প্রতিদ্বন্দ্বীতা। কংগ্রেস (ই) প্রার্থী শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ রাজনৈতিক জগতে সুপরিচিতা। পণ্ডিত জবাহরলালের আমলে তিনি কেন্দ্রীয় উপ-মন্ত্রী ছিলেন। পরে তাঁকে নিয়ে প্রবল ঝড় বয়ে যায়। দলীয় প্রার্থীর প্রচারে স্বয়ং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সমগ্র কেন্দ্র তোলপাড় করে দেন। অন্যদিকে জনতা প্রার্থী অধ্যাপক অজিত মেহতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একরূপ নবাগত। তিনি অনুন্নত শ্রেণীর কুইরী সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর জয়ের মূল কারণ হোল পল্লী অঞ্চলে বিশেষ করে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঠাকুরের জনপ্রিয়তা ও প্রবল প্রভাব।

জাতীয় ও রাজ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে সমস্তিপুরের নির্ব্বাচনী ফলাফল বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ হবে।

মন্ত্রী বরখাস্ত

সমস্তিপুর নির্ব্বাচনে দল বিরোধী কার্য্যকলাপের অভিযোগে বিহারের উপমন্ত্রী অনিরুদ্ধ প্রসাদকে মুখ্যমন্ত্রী বরখাস্ত করেছেন।

তদন্ত চাই

সমস্তিপুরে পরাজয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে—তাঁর প্রার্থীর বিপুল ভোটে জয়লাভের নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং নিশ্চয়ই ভোটের কারচুপী হয়েছে এই অভিযোগে তিনি তদন্ত দাবী করেছেন। পরাজিত প্রার্থী শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ রাষ্ট্রপতির নিকট তদন্তের অনুরোধ জানিয়েছেন।

অন্যদিকে জনতা নেতা ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং ভোটের ব্যবধানে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন যে জনতা প্রার্থীর যেখানে দুই লক্ষের অধিক ভোটের ব্যবধানে জয়লাভের কথা সেখানে ব্যবধান এত সামান্য কেন হোল—তার তদন্ত করা হোক।

বিধানসভায় শিল্পাশ্রমে আক্রমণের বিষয় উত্থাপিত

বিধানসভায় বিরোধী নেতা জনতা পার্টির সদস্য শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রের ভাষণ

২৭শে নভেম্বর সোমবার বিধান সভায় শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার দ্রুত অবনতির অভিযোগ উত্থাপনকালে, পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে গত ২৫শে অক্টোবরে যে আক্রমণ অনুষ্ঠিত হয়—সেই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বক্তব্য রাখেন।

কাশীকান্ত বাবু জানালেন, ২৫ অক্টোবর লোকসেবক সংঘ পরিচালিত পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে একদল সশস্ত্র লোক আক্রমণ করে। পরিচালিকা অশীতিপর লাবণ্যপ্রভা দেবীর একটি আঙুল কেটে বাদ দিতে হয়েছে। গান্ধীবাদী নেতা অরুণ ঘোষকে এবং উর্মিলা ঘোষকে দারুণভাবে আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়। লাবণ্যপ্রভা দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্রী স্নেহলতা ঘোষের পেটে এমনভাবে লাথি মারা হয়েছে যে, তার পাকস্থলী ফেটে গিয়েছে। তিনি জানান, ২৪ পরগণার দক্ষিণ চাতরা গ্রামের অরবিন্দ গাঁতা

আশ্রম এবং আশ্রমবাসীরা একইভাবে আক্রান্ত হন। শ্রীমৈত্র বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই পুলিশের বক্তব্য একুলি ডাকাতির ঘটনা। কিন্তু কোনটিতেই টাকা-পয়সা বা অন্য কোন সামগ্রী খোয়া যায় নি। সুতরাং ডাকাতি নয়, অন্য কোন উদ্দেশ্যে এইসব আক্রমণ চালানো হচ্ছে। একথা মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি লিখিতভাবে অভিযোগ করেছেন।

[যুগান্তর থেকে গৃহীত]

পুরুলিয়ায় প্রতিবন্ধী সমিতি গঠনের প্রস্তুতি

গত ২৫শে ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ প্রদীপ কুমার মল্লিক পুরুলিয়া জেলাতেও বাঁকুড়ার ন্যায় প্রতিবন্ধীদের (handicapped) একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ও প্রস্তুতি ব্যাখ্যা করেন। বাঁকুড়া জেলা প্রতিবন্ধী সমিতির সম্পাদক শ্রীঘনশ্যাম মণ্ডল, রাঁচিনোওয়াগড়ের শ্রীশিশির কুমার চৌধুরী ও সুবেরাও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ প্রদীপ কুমার মল্লিক বলেন যে – শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে পঙ্গু একজন প্রতিবন্ধী স্বভাবতঃ দুর্বল তাই। সমষ্টিগত ভাবে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। পোলিও রোগে পঙ্গু, বোবা, কালা, অন্ধ প্রভৃতি প্রতিবন্ধীরাও নাগরিক হিসাবে বাঁচার অধিকারী এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও সুযোগ সুবিধা পেলে – সমাজের বোঝা না হয়ে তাঁরাও সৃষ্টিশীল ও উপার্জনশীল হতে পারেন। সেই উদ্দেশ্যে—কলিকাতা বাদে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়—বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানে প্রতিবন্ধীদের সংঘবদ্ধ ও সংহত করার চেষ্টা চলছে। ডাঃ মল্লিক আরও জানান যে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার ক্ষেত্রে আরোগ্যপ্রাপ্ত কুষ্ঠরোগীরা—যাঁরা অঙ্গহীন হয়ে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েছেন—তাঁদেরও এই পুনর্বাসন সূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এস-ইউ-সি কর্ম্মী নিহত

শ্রীদাশু ব্যানার্জী জানাইতেছেন যে - গত ৮ই অক্টোবর দুর্গাপূজা সপ্তমীর দিনে শ্রীআশুতোষ রায় দিনাকে পুরুলিয়া সদ্য বিক্রয়েক কাজ শেষ করে শহর থেকে নিজ গ্রাম কড়েরিয়া অভিমুখে যাচ্ছিলেন। পুরুলিয়াতেই বেলা তবে ছিল। গ্রামেপৌঁছিতে আর মাত্র দেড় মাইল আছে এমন সময় গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। আততায়ীরা তাঁহাকে নিহত করে সাইকেলটি ছিনে নেয়। পরনিন সকালে উলঙ্গ অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ পথের উপর দেখা যায়। কড়েরিয়া আড়রা থানার অধীন পুয়াড়া অঞ্চলে অবস্থিত। কিছু দিন আগে এতদঞ্চলে লোক সেবক সংঘের এক কর্মী নিহত হয়েছিলেন। তারও আগে কংগ্রেসের কামাখ্যা চৌধুরী এই অঞ্চলেই নিহত হয়েছিলেন। ৫।১১।৭৮

সন্ধান চাই

গদিবেড়ো গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস গত সোমবার বেলা ২টার সময় বেড়ো বাস ষ্ট্যাণ্ড হইতে অন্নপূর্ণা বাসে সাঁতুড়ীর দিকে গিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা বাসের কণ্ডাকটারের নিকট খোঁজে জানিতে পারা যায় যে, তিনি সাঁতুড়ীর পূর্ব্বেই বাস হইতে নামিয়া গিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানে খোঁজ লইয়া তাঁহার বিষয় কিছুমাত্র জানা যায় নাই। রঘুনাথপুর পুলিশ এই ব্যাপারে তদন্ত করিতেছেন। কেহ তাঁহার সংবাদ জানিতে পারিলে রঘুনাথপুর থানায় জানাইলে বাধিত থাকিব।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস বয়স ৫০ ফিয়া নম্ভর রং এর হাফ সার্ট ও ধুতি পরে আসেন। স্বাস্থ্য মোটামুটি, রং পরিষ্কার, মাঝারি আকৃতি, অমায়িক ভদ্রলোক, ঠাণ্ডা মাথা সুস্থ প্রকৃতি।

কদম বিড়ির লটারীর ফলাফল

পুরুলিয়া বিড়ি কারিগর কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ জানাইতেছেন যে, ২৯।১১।৭৮-এ কদম বিড়ির লটারীর ফলাফল প্রকাশ করা হইল।

টিকিট নং ৮০৮৬ ১ম পুরস্কার—অ্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ান সাইকেল।
" " ২৩৮২ ২য় " এভন সাইকেল।
" " ৭৬৮০ ৩য় " ২ ব্যাণ্ড ফিলিপস রেডিও।
" " ৯৭৭৯ ৪র্থ " এ্যালো সুইস হাত ঘড়ি।
" " ৭৮৬৩ ৫ম " হেসাক লাইট।
" " ৪২৩৪ ৬ষ্ঠ " টেবিল ঘড়ি।
" " ১৭১২ ৭ম " পাঁচসেল এভারেডি টর্চ লাইট।
" " ৮৬৬৭ ৮ম " গ্যাস সিঙ্গার লাইট।

উপরোক্ত নাম্বারের কুপনগুলি যে যে ভাগ্যবান ব্যক্তি লাভ করিয়াছেন তাহারা কদম বিড়ির অফিসে কুপনগুলি জমা দিয়া উক্ত পুরস্কারগুলি গ্রহণ করুন।

মুক্তির বিজ্ঞাপনের হার

সম্প্রতি পুরুলিয়া প্রেস ক্লাবের বৈঠকে স্থির হয়েছে যে, কাগজ ও অন্যান্য জিনিষের দাম বেশী বেড়ে যাওয়ায়, পুরুলিয়ার সমস্ত সাময়িক পত্রের বিজ্ঞাপনের হার বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। যে সমস্ত সাময়িক পত্রের আকার— ক্রাউন ৬টা- তাদের বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পাতা ৮০ থেকে ১০০ করা হোক এবং যে সাময়িক পত্রের আকার ক্রাউন ২টো তার হার প্রতি পাতা ১৬০ স্থলে ২০০ করা হোক। অবশ্যই পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তির বিজ্ঞাপনের হার ঐ অনুসারে ধার্য্য করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। ঐ হার অনুসার সেন্টিমিটারের দামও বর্দ্ধিত হবে।

—মুক্তি সম্পাদক

ভ্রম সংশোধন

মুক্তির গত সংখ্যায় (৩১ সংখ্যায়, ২৭শে নভেম্বর) 'শিল্পাশ্রমের ঘটনা ও পরবর্ত্তী সংবাদ শীর্ষক বিবরণীতে লেখা হয়েছে— অরুণ বাবুর সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করেন—জনতা নেতা প্রাক্তন সংসদ সদস্য শ্রীবিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত। 'জননেতার' স্থলে ভ্রমক্রমে জনতা নেতা লেখা হয়েছে।

—মুক্তি সম্পাদক

Wanted

Wanted one B, A. or B. Sc. P. G. B., T. for the post of work Education teacher in the permanent vacancy and one B, A, or B. Sc. with diploma in physical Education in the post of physical Education teacher in the permanent vacancy for Udaypur High School, P. O. Udaypur, District Purulia.

The application must reach the Administrator after school within 10 days of publication with the copies of certificates and testimonials.

Sd/Dulal chandra Shee.
Administrator.

মুক্তি

১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৫, সোমবার

চিকমাগালুর থেকে সমস্তিপুর

দাক্ষিণাত্যের একপ্রান্তে চিকমাগালুর থেকে আর্য্যাবর্তের আর একপ্রান্তে সমস্তিপুরের ভৌগলিক দূরত্ব যেমন বিশাল— রাজনৈতিক গুরুত্বও তেমনি বিরাট; কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মী। ইন্দিরা কংগ্রেস শাসিত কর্ণাটক রাজ্যের অখ্যাত চিকমাগালুর লোকসভা কেন্দ্রে স্বয়ং শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিরাট সাফল্য যেমন উল্লেখযোগ্য; তেমনি জনতা শাসিত বিহার রাজ্যের সমস্তিপুর কেন্দ্রে এক অখ্যাত জনতা প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বিতীয়া ইন্দিরাজী শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহের তীরে এসে ভরাডুবীর ঘটনাও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

চিকমাগালুরে বিজয় গৌরব অর্জনের পর স্বভাবতঃই ইন্দিরা কংগ্রেসী মহলে যে উল্লাস এবং শ্রীমতী গান্ধীর অন্যতমী রাজনৈতিক পুনর্বাসন সম্পর্কে তাঁর সমর্থক মহলের জোর গবেষণা একটি প্রবল ধাক্কা খায় বোম্বাই কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে। চিকমাগালুরের অব্যবহিত পরে বোম্বাইএর নির্বাচনে জনতা প্রার্থীরা যেমন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জন করেন, ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রার্থীরা অনুরূপভাবে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। বোম্বাইএর কিছুদিন পরে সমস্তিপুরের নির্বাচন সকল প্রকার হিসাব নিকাশ ও গবেষণার সমাপ্তি ঘটিয়ে জনতা প্রার্থীর জয় ঘোষণা করে।

সমস্তিপুরের ফলাফল ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষে যতটা হতাশা ব্যঞ্জক হোক না কেন—জনতা পার্টির পক্ষে সেই তুলনায় মোটেই গৌরবব্যঞ্জক নয়। বিহারের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর বিগত লোকসভা নির্বাচনে জনতা প্রার্থীরূপে যেখানে তিন লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছিলেন— সেখানে বর্তমান নির্বাচনে ভোটের ব্যবধান দাঁড়িয়েছে তার এক দশমাংসেরও কম। কেবল ভোটের ব্যবধানই নয় এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ও শ্রেণী বিদ্বেষ যেরূপ উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যে সেটা জাতীয় সংহতি ও সুস্থ মানবিকবোধের দৃষ্টিতে গভীর উদ্বেগপূর্ণ। রাজনৈতিক মতবাদ জলাঞ্জলি দিয়ে ভোটদাতারা তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যান। আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে মুসলমান সমাজের আস্থা জনতা শাসন অপেক্ষা অধুনলুপ্ত ইন্দিরা প্রশাসনের প্রতি আস্থাশীল এটাও প্রকট হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতি জনতা প্রশাসন তথা জনতা পার্টির পক্ষে গৌরবজনক নয়।

হরিজন তথা অনুরূপ সম্প্রদায়ের জন্য বিহারের জনতা সরকারের সংরক্ষণ নীতি সারা বিহারকে জাতিগর্ত্ত করে তুলেছে। সমস্তিপুরের নির্বাচনে এই প্রশ্নটি মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং এই ভোটদাতারাও বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। নীতিগতভাবে অনুন্নত শ্রেণী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা কেবল সমর্থনযোগ্যই নয়—একান্তভাবে প্রয়োজন। আমাদের সংবিধানেও এর বিধান আছে। কিন্তু দশ বৎসরের স্থলে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হলেও এই সংরক্ষণ নীতির প্রয়োজনীয়তা আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সর্বস্তরে চরম ব্যর্থতার দিগদর্শন মাত্র। — আজও আমরা সমাজবদ্ধ মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখার দৃষ্টান্ত করিনি – আজও ত্রাহ্মণ হরিজন, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ ভেদ-বিচার আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে আছে। আজও আমরা ভারতীয় নাগরিকরূপে আমাদের পবিত্র দানের মানসিকতা অর্জন করতে পারিনি। প্রত্যেক রাজ্যই নিজের কোলে বেশী ঝোল টানতে সচেষ্ট আর কেন্দ্রে যে রাজ্যের খুঁটির জোর বেশী—তার কপালেই সিংহভাগ জোটে। এর জন্যই আমরা অঞ্চল হিসাবে দক্ষিণ ভারতীয় ও উত্তর ভারতীয় দুটিটি সমান গোষ্ঠী এবং তাছাড়াও পাঞ্জাবী-আকালী; বিহারী-বাঙ্গালী; মহারাষ্ট্রী-গুজরাটী প্রভৃতি বিভিন্ন উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত।

তাই সংরক্ষণ নীতি অন্যায় বা অবৈধ না হলেও তবে সেটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী প্রসূত হওয়া বাঞ্ছনীয়। উগ্র সর্বসাধী বেকারত্বের পরিপ্রেক্ষিতে দু দশটা চাকুরী নিয়ে কাড়াকাড়ি হবেই—আর তার মধ্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হলে— হতাশা ও বিক্ষোভ স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেবে। তাই দশ বৎসরে বেকার সমস্যা দূরীকরণে "জনতার স্বর্ণরাজ" রচনার পরিবর্তে-অবিলম্বে এই বৎসরে এক দশমাংশ চাকুরীর সৃষ্টি করে, সেই সঙ্গে সংরক্ষণ নীতিও চালু করলে সেটা অধিক বাস্তব সম্মত হবে এবং সেই সূত্রে দারুণ বিক্ষোভেরও কোনও কারণ দেখা দেবে না।

—অ. চ.

শিল্পাশ্রমের ঘটনা ও আমার বক্তব্য

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

২৫শে অক্টোবর গভীর রাত্রে শিল্পাশ্রমে যে আক্রমণ হয়—সেই আক্রমণের ব্যাপার বিষয়ে অনেকেই আমার বক্তব্য, ধারণা বা মতামত জানতে চেয়েছেন। স্থানীয় এবং কলকাতার পুলিশ কর্মকর্তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, আরো অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পুরুলিয়া এবং কলকাতার হাসপাতালে আমার সঙ্গে দেখা করেছেন এবং এ সব বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। সমগ্র বিষয়টার ওপর আমি যেন একটা বিবৃতি দিই—বন্ধু বান্ধবদের পক্ষ থেকে আমার প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

যাঁরা দেখা করেছেন—প্রায় সকলেই জানতে চেয়েছেন— আমি বা আমরা কাউকে চিনতে পেরেছি কি না। আমি বলেছি কাউকে চিনতে পারিনি। তখন তাঁদের অনেকে বলেছেন— ঘটনার ব্যাপার থেকে অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠছে যে, এটা ডাকাতির ব্যাপার কি না অর্থাৎ অন্য কোনো ব্যাপার কি না। তাঁরা এ বিষয়ে আমার অভিমত কী জানতে চেয়েছেন। পুলিস কর্মকর্তাদের আমি বলেছি—কীভাবে কী ব্যাপারটা ঘটেছে তার সঠিক বিবরণই আমি দিতে পারি। চোর ডাকাতের গতি প্রকৃতি, ধরণ ধারণ—আপনারাই ভাল বোঝেন। আপনারাই স্থির করুন এটা ডাকাতি কিনা বা অন্য কিছু।

কলিকাতা থেকে আগত গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার সহ পুলিস কর্মকর্তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুরে বলেছেন যে, ঘটনার যা ধরণ তাতে তো ডাকাতি বলে মনে হচ্ছে না। কম দামী হলেও, আশ্রমের জিনিষপত্র নেবার দিকে তো তাঁদের লক্ষ্য ছিল না মনে হচ্ছে। এসেই মার ধোর ক'রে যাবার সময় দু একটা জিনিষ নিয়েছে। আমার সঙ্গে সমস্ত দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দ পুরুলিয়া হাসপাতালে দেখা করেছেন। জনতা পার্টি, সি. পি. এম., আর. এস. পি, কংগ্রেস, কংগ্রেস (ই) এবং আরো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মানুষ বেসরকারী ও সরকারী।

তাঁরা সকলেই আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। তাঁরা সকলেই বলেছেন—এটা ডাকাতি ব'লে তাঁরা মনে হচ্ছে না—এটা অন্য কিছু ব্যাপার। নিছক আক্রমণের ব্যাপার মনে হচ্ছে। তাঁদের অনেকে বলেছেন—দেশশুদ্ধ মানুষ সবাই জানে—ধন সম্পত্তি বলতে আশ্রমের কিছুই নেই। ডাকাতেরাও বোকা নয় খবর না রেখে তারা অনর্থক শ্রম, সময় অপব্যয় করে না। আর চোর ডাকাতেরাও আশ্রমের সব হাল চাল জানে। আশ্রমে আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্রের বা বাইরের যে কর্মীরা আসেন বা আমাদের যে আত্মীয় স্বজনেরা আসেন তাঁরা সকলেই আর্থিক দৃষ্টিতে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ।

সাক্ষাৎকারীরা অনেকেই বলেছেন যে, আশ্রমের সঙ্গে কারো কোনো ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই—আমরা সকলেই জানি। আশ্রমের দিক থেকে মানুষের সেরা ও কল্যাণ রাতীত কারো প্রতি কোনো অবিচার অত্যাচার কোনোদিন করা হয় নি—তাইতো আমরা জানি। আশ্রমে যাদের ওপর আঘাত হোল—তাঁরা সকল সময় তো অফিসে কর্মধারা নিয়েই জীবন যাপন করেছেন ও করছেন। তা সত্ত্বেও যখন এই ভাবে আক্রমণ হোল—তাতে মনে হচ্ছে—শিল্পাশ্রমের সুধিবাসীরা বা লোক সেবক সংঘের সদস্যরা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে যে লড়ছেন; বহু মানুষের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ যাঁরা বিপন্ন করেছে—তাঁদের সেই আচরণের বিরুদ্ধে মুক্তি শিল্পাশ্রম বা লোক সেবক সংঘ যে সমালোচনা করছেন আন্দোলন করছেন—এর জন্যই সম্ভবতঃ কোনো একটা পক্ষ থেকে এই আক্রমণ চালানো হয়েছে—এই তাঁদের মত।

সমস্ত দলেরই নেতৃবৃন্দ বা কর্মীরা বলেছেন যে, তাঁদের সকলকেই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায়, প্রয়োজনে বহু আলোচনা ও সংগঠনের কাজ করতে হয়। গণতান্ত্রিক এই স্বাধীনতা ও দায়িত্ব পালনের বিরুদ্ধে যদি এইভাবে দমনমূলক আক্রমণ চালানো হয়—তাহলে তো আমাদের সকলেরই বিপদ। এই অভিমত পোষণ ক'রে, তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, তাঁদের সকলেরই নিরাপত্তার দৃষ্টিতে শিল্পাশ্রমের এই ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত হওয়া উচিত এবং দোষীদের খুঁজে বের করা দরকার।

কলকাতায় হাসপাতালে যাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাঁরাও বলেছেন—শিল্পাশ্রমে ডাকাতি হবার কারণ তো কিছুই নেই আর আপনাদের ওপর আক্রমণ এও এক অদ্ভুত ব্যাপার। এঁদের অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন আসল ব্যাপারটা কী—তা কিছু বুঝতে পেরেছেন কি?

যাঁরা পুরুলিয়া হাসপাতালে দেখা করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ঘটনার ওপর মুক্তিতে লেখার বিষয় উল্লেখ করে বলেছেন,—ঐ বিষয়ে লেখার জন্যই এই কাণ্ড হোল। কেউ অন্য বিষয়ে লেখার কারণে এই ব্যাপার হয়েছে বলেছেন। কেউ একটা, কেউ অন্য আরেকটা লেখার কারণে ঐ ব্যাপার হয়েছে বলেছেন। অনেকগুলি ঘটনার কথাই উত্থাপিত হয়েছে। এসব বিষয়ে আমার ধারণা চাওয়া হ'লে, বলেছি যে, অনেক ঘটনার কথাই তো উঠছে—কোনটা ঠিক বলা যাবে? আর প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কাউকে সন্দেহ ক'রে দোষী বলে উল্লেখই বা করি কী ক'রে?

যে সব পুলিস অফিসার দেখা করেছিলেন তাঁরাও জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমরা কাউকে সন্দেহ করছি কি না। তাঁদেরও ঐভাবেই উত্তর দিয়েছি। পুলিস অফিসারেরা আরো জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কেউ কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশে এটা করেছে কি না—আমার কী মনে হয়? আমি তাঁদের বলেছি যে, আমাদের দিক থেকে কারো প্রতি কোনো অন্যায় আচরণ বা ক্ষতিজনক আচরণ করা হয়েছে ব'লে আমি জানি না বা মনে করি না। আমরা যে সব জনসেবার কর্মোদ্যোগ নিয়েছি—তার ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ রক্ষায়, বা সাধারণভাবে, জনগণের স্বার্থ রক্ষায় আমরা কাজ করি,—কাগজপত্রে লিখি—কথা ও যুক্তি দিই—ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষায় জনগণকে সংগঠিত করি; তার কারণে কেউ বা কোনো গোষ্ঠী তাদের নিজেদের স্বার্থহানী হয়েছে ব'লে, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত আক্রোশ পোষণ ক'রে, একাজ করতে পারে একথাও অনেকে বলেছেন। ঐভাবে ঘটে থাকলেও তাকে কী ব্যক্তিগত আক্রোশ বলা যেতে পারে বলুন? তাতে আমি তাঁদের আরো জানিয়েছি যে, তথ্য প্রমাণ না পেলে কাকেই বা দোষী করতে পারি বলুন?

হাসপাতালে শত শত লোক এসে দেখা করেছেন—হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসেও বহু লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁদের প্রায় সকলেই কেউ কোনো ঘটনার উল্লেখ করেছেন—কেউ কোনো গোষ্ঠীকে দায়ী করেছেন—কেউ কোনো দলকে দায়ী করেছেন। বিভিন্ন দল বিভিন্ন দলকে দায়ী করেছেন। বহু মানুষ বলেছেন যে, জনসেবার কাজ নিয়ে যে-শিল্পাশ্রম সুদীর্ঘ কাল লেগে আছে—তরিও বছরের ইতিহাসে এ এক নজীর বিহীন ঘটনা—যেমন অভাবিত তেমনি অদ্ভুত।

পুরুলিয়া হাসপাতালে আমরা ১২ দিন ছিলাম। প্রতিদিন শত শত মানুষ দেখা করতে এসেছেন। অন্তরের গভীর সমবেদনা জানিয়ে গেছেন। আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কাজ করি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের যতটুকু প্রভাবই থাক না কেন—জনসেবার জীবনে দীর্ঘকাল জড়িত হয়ে, পুরুলিয়া সহর ও সারা জেলার জীবনে অগণিত মানুষের সঙ্গে যে ঘরের আত্মীয়তা গ'ড়ে উঠেছে—স্নেহ ভালবাসার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে—এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তার একটা প্রকাশ অনুভব করার আর একটি সুযোগ ঘটল। আমরা তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সহরে ও থানায় থানায় আমাদের কর্মীদের অনশন আয়োজনে—আমাদের চিকিৎসার ব্যাপারে ও কলকাতা যাওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে বহু মানুষ অর্থ দিতে, আহার্য দিতে, শ্রম দিতে যে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন—তার জন্যও আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং কলকাতা হাসপাতালে—তিন জায়গাতেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও ডাক্তারেরা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে যত্ন ও চিকিৎসা করেছেন। তাঁদের প্রতিও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

শিল্পাশ্রমের ঘটনার সংবাদ পেয়ে দিল্লী থেকে ভারত সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী আভা মাইতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে চিঠি দেন। তজ্জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। ঐ ঘটনার পর কয়েকজন লোকসভা সদস্য, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী প্রভৃতি অনেকে গভীর সমবেদনা জানিয়ে পত্র দেন। আমরা তজ্জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ঘটনার পরে এক পত্রে তাঁর উদ্বেগ জানিয়েছেন। তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। বামফ্রন্টের কয়েকজন মন্ত্রী

ও অন্যান্য নেতা পুরুলিয়া ও কলকাতা হাসপাতালে এসে দেখা ক'রে সমবেদনা জানিয়েছেন—পুরুলিয়া ও কলকাতা হাসপাতালে ও শিল্পাশ্রমে এসে অন্যান্য দলের ও প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট কর্মীবৃন্দ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দেখা করে সমবেদনা জানিয়েছেন। তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এ ব্যাপারে জনতা পার্টির জেলা নেতৃবৃন্দ ও জেলা জনতা যুব মোর্চা ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে তার পত্র দিয়ে, বিষয়টির গুরুত্ব সকলের সামনে তুলে ধরেন এবং, আমাদের প্রতি যে গভীর দরদ প্রকাশ ক'রে ঘটনার তদন্তের জন্য যে বিশেষ দাবী জানান,—সংঘের অনশন, মৌন মিছিল প্রভৃতিতে যে আন্তরিকতার সঙ্গে যোগদান করেন—তাতে তাঁরা আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। জনতা নেতা শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র বিধান সভায় এবিষয়টি উত্থাপন করার দায়িত্ব বোধ করছেন। আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

এ ব্যাপারে পুরুলিয়ার প্রেস ক্লাব ও সহরের সংবাদপত্রগুলি যে কাজ করেছেন—তা বিশেষ প্রশংসনীয়। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাগ্রে প্রেস ক্লাব প্রচারপত্র দিয়ে ব্যাকুলতার সঙ্গে এ ব্যাপারের গুরুত্ব উদঘাটিত করে, এ ব্যাপারে অবিলম্বে উপযুক্ত তদন্তের জন্য জনমত সৃষ্টি করতে অগ্রসর হন। সহরের সংবাদপত্রগুলি গভীর সমবেদনার সঙ্গে সংখ্যার পর সংখ্যায় তথ্য উদঘাটন ক'রে, উপযুক্ত তদন্তের জন্য তীব্র দাবী জানিয়ে, তদন্তের ধারা বিষয়ে সমালোচনা ক'রে, তাঁরা জনমত সৃষ্টি করেছেন। তজ্জন্য আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

শিল্পাশ্রমের ঘটনার পরই লোক সেবক সংঘের জেলার সমস্ত কর্মীদের অন্তরে যেভাবে আলোড়ন সৃষ্টি হয়—সঙ্গে সঙ্গে শত শত কর্মী সহরে এসে যে অনশন, মৌন মিছিল প্রভৃতি করেন—থানায় থানায় যে সব অনুষ্ঠান করেন—তাতে আমাদের জন্য তাঁদের অন্তরের গভীর ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের এই বৃহত্তর পরিবারের আত্মীয়তার যোগ আমরা আজ আবার গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম।

ঘটনার পরেই নিজেরাই স্থানীয় পুলিস কর্তৃপক্ষ আশ্রমে পুলিস পাহারার ব্যবস্থা ক'রে ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। পুলিসী ব্যবস্থা তো সাময়িক। অনেকে বলছেন—আশ্রমে নিরাপত্তার ব্যবস্থা কিছুটা ভাল করো। সাধারণ চোর প্রভৃতির জন্য থানিকটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার। সঙ্গতি হ'লে তা করা যাবে। তবে সাংঘাতিকভাবে কেউ আক্রমণ করতে চাইলে—খুব শক্তিশালী নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকলেও, কেউ আটকাতে পারবে না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডির জন্যে নিরাপত্তার কি কোনো ত্রুটি ছিল?

আমার সঙ্গে বহু মানুষের 'তদন্ত' বিষয়ে কথা হয়েছে। তাদের বক্তব্য—শিল্পাশ্রমের ঘটনার ব্যাপারে তদন্তের কাজ আরো উপযুক্ত ব্যবস্থায় করা উচিত; এবং উপযুক্ত তদন্তে যদি দেখা যায় যে, এই ব্যাপারটা ডাকাতি নয়—কোন রাজনৈতিক ব্যাপার—তা'হলে সেই ব্যাপারে যে কোনো দলেরই যে কোন এক-জায়গার কর্মী গোষ্ঠী জড়িত থাকুন না কেন—সরকারের উচিত হবে—নিরপেক্ষতা অবলম্বন ক'রে দোষীর বিচার ব্যবস্থা করা। এ বিষয়ে অনেকে আরো এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্য নিলে, তদন্তের দিক থেকেও সুবিধে হবে এবং তাতে রাজ্য সরকারের নিরপেক্ষতা বিষয়ে সুনামই হবে।

আমরা যে জীবন নিয়ে আছি—তা নিয়েই আমাদের থাকতে হবে। সাধারণ মানুষের সেবার যে কাজ ও জনস্বার্থরক্ষার যে কাজ নিয়ে আমরা আছি—তার জন্য যা বলার প্রয়োজন হবে, যা সংগঠন করার দরকার হবে—তা আমাদের অনুসরণ ক'রেই চলতে হবে। এর জন্য নানা বিপদ আপদ ইংরেজ আমলেও এসেছিল, বিহার কংগ্রেস আমলেও এসেছিল, বাংলা কংগ্রেস আমলেও এসেছে, এই আমলেও এসেছে। আরো আসতে পারে। তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতেই হবে।

Wanted

Wanted a qualified Part-time teacher for Biological Science for M. G. College, Lalpur (H.S. unit). Teacher who were eligible to teach the old H. S. courses may also apply. Application must reach to the Secretary on or before 23. 12. 78. Interview on 24. 12. 78 at 2 p. m.

Secretary,
M. G College (H. S Unit)
P. O. Daldali
Dist. Purulia.

মুখার্জী মেডিক্যাল হল
ঔষধের দোকান
চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া।
এখানে যাবতীয় এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায় এবং রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

একটি তারার পাঁচটি ফলক
ফসল তোলার ক্ষেত্রে

- এ বর্গাদার-পাট্টাদারদের স্বার্থ রক্ষা করুন
- স্থানীয় ভূমি সংস্কার আধিকারিকদের নিকট সমস্যাদির কথা বলুন
- বিরোধ-বিসম্বাদ আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নিন
- নির্বাচিত পঞ্চায়ের সমিতির সাহায্য নিন
- ঐক্যবদ্ধ শক্তির দ্বারা মাঠে মাঠে শান্তি ও আইন বজায় রাখুন

সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
দুর্বল শ্রেণীর নিরাপত্তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার॥

কৃষি সংবাদ (৮)

গমের চাষ

গম চাষের জন্য উঁচু এবং মাঝারি জমি বেছে নিন। কল্যাণসোনা, ইউ-পি-৩×১ জাতের গম পুরো অগ্রহায়ণ মাস বুনুন। সোনালিকা ও জনক অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি থেকে পৌষ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বুনুন। বোনার আগে বীজ শোধন করে নেবেন।

সঠিকভাবে বীজ বুনুন

সারিতে বুনলে একরপ্রতি ৪৮-৫০ কেজি বীজ লাগবে। ছিটিয়ে বুনলে বীজের পরিমাণ কিছু বেশী লাগবে। বীজ জমির ২ ইঞ্চি গভীরে বুনবেন। লাইনের মধ্যে ৬ ইঞ্চি ব্যবধান রাখুন।

জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ

গমের জমি ঝুরঝুরে করে তৈরী করুন। জমিতে রসের অভাব থাকলে জমি তৈরীর আগে হাল্কাভাবে একটা সেচ দিন। উই পোকা প্রভৃতি মাটিতে থাকা পোকামাকড় দমন করতে হলে একর প্রতি ১২ কেজি অলড্রিন ৫ শতাংশ বা বি-এইচ-সি ১০ শতাংশ চায়ের সময় মাটিতে প্রয়োগ করুন।

জমি তৈরীর সময় একর প্রতি ১০-১২ গাড়ী গোবর সার এবং বীজ বোনার আগে নিম্নলিখিত পরিমাণ সার দিন।

সুফলা (১৫: ১৫: ১৫:) —১০০ কেজি।

অথবা

সুফলা (২০: ২০: ০)—৮০ কেজি
মিউরেট অব পটাশ—৩০ কেজি।

প্রকল্প আধিকারিক (বহুমুখী শস্য)
পদাধিকার বলে জেলা কৃষি আধিকারিক,
কর্তৃক প্রচারিত।

Wanted

"Wanted immediately a part time teacher in Political Science for the Higher Secondary Unit of the school. Candidates must possess the following minimum qualification :—

a) a second class Post Graduate degree in Science with second class Honours degree in the same subject OR

b (i) a Post graduate degree in the subject or a second class Honours degree in the subject and

ii) at least eight years' teaching experience in Secondary sdhool (s).

All applications to reach the Secretary, Santaldih Thermal Plant High School (Govt. Sponsored) P, O, Santaldih Thermal Plant. Dist. Purulia within a week from the date of publication of this advertisement."

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নীলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে অত্র কার্য্যালয়ে ২১টি পুরাতন ট্যায়ার (জিপের) ১২টি পুরাতন টায়ার (ভ্যানের) এবং ১৩টি পুরাতন ট্যায়ার (ট্রাকের) মোট ৪৬টি পুরাতন টায়ার একসঙ্গে ১৯৭৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে বেলা ১২টার সময় প্রকাশ্যে খনিজ সদন অফিস প্রাঙ্গণে নীলাম বিক্রয় করা হইবে। ক্রয়েচ্ছুক ব্যক্তিগণ উক্ত দিবসে ও সময়ে অত্র কার্য্যালয়ের প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকিয়া নীলামে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন। যদি কেহ উক্ত টায়ার নীলামের পূর্ব্বে দেখিতে চান তাহা হইলে সিনিয়র জিওলজিষ্টের আদেশ লইয়া ডাকের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত অফিস চলাকালীন দেখিতে পারিবেন।

(সঃ ১২টা হইতে ২টার মধ্যে) অবশ্য অংশগ্রহণকারীগণের প্রত্যেককে ডাকের পূর্বে ১০ (দশ টাকা) করিয়া অফিসে জমা দিতে হইবে, ঐ টাকা ডাক শেষ হওয়ার পর ফেরৎ দেওয়া হইবে।

নীলামে ডাকের শেষে যিনি সর্বোচ্চ মূল্য হাঁকিবেন তাঁহাকে মোট ডাকের সিকি অংশ সিনিয়র জিওলজিষ্টের কার্য্যালয়ে ডাইরেক্টরেট অব মাইনস এ্যাণ্ড মিনারেলস্, পশ্চিমবঙ্গ খনিজ-সদন, পুরুলিয়া জমা দিতে হইবে। ইহার দরুন তিনি একটি রসিদ পাইবেন। বাকী তিন চতুর্থাংশ টাকা তাঁহার ডাকের সাতদিনের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে জমা দিতে হইবে এবং নীলামে খরিদ জিনিসগুলি ১৫ দিনের মধ্যে নিজ খরচে লইয়া যাইতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ) নং ৯৪৯৩ ৭৮

Wanted

Applications are invited from trained graduates (Bio-Science) for the post of a female Assistant Teacher in Ashram Type Junior High School for Girls at village Kenda, P. S. Puncha, Dist. Purulia in the scale of Rs. 300-15-375 20-575-25-750/- and usual Dearness Allowances as admissible under rules. Preference will be given to the Tribal girl candidates.

Apply to the undersigned within 16-12-78.

Sd/- S Rana,
District Inspector of Schools (S. E.), Purulia
& Secretary. Ashram Type Junior High School for Girls at Kenda.

Wanted

Wanted a 2nd class M. Sc. with Hons. or eight years' teaching experienced B. Sc. (Hons.) or M. Sc. in Botany or Zoology for Y. S. S. K. Vidyapith, P.O. Lakhanpur (Purulia) on temporary basis. Please apply with particulars and join interview on 15. 12. 78 at 2 p. m.

Secretary

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্ধেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উদ্ভিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা } সোমবার, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮ | ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ } বার্ষিক ৯·০০ সডাক ১০·৫০ নগদ ২০ পয়সা

কর্ম্মীরা বদ্ধ করেছে দেশের কাজ—
মুক্তি যুদ্ধে—ত্যাগে ও তপস্যায়।
সেই ইতিহাস গৌরব দেয় আজ—
তবে ইতিহাস আরো গৌরব চায়॥

সামনে মহান পরীক্ষা—দেশ গড়া।
তাই লাগি চাই—আরো ত্যাগ, আরো জ্ঞান।
সমুখে রয়েছে—দুর্গম পথে চড়া—
আরো প্রচণ্ড কর্ম্মের অভিযান॥

ফতেপুরে লোকসভা নির্বাচনে জনতা প্রার্থীর জয়

উত্তর প্রদেশে ৩০ হাজার ভোটে জনতা পার্টির প্রার্থী শ্রীলিয়াকত হুসেন জয়ী

ফতেপুর লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জনতা প্রার্থী লিয়াকত হুসেন জয়ী হয়েছেন। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস (ই) প্রার্থী হেমবতী নন্দনকে ৩০,৭৬৮ ভোটে পরাজিত করেছেন। কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীরবীন্দ্র পাল সিং ও ১১ জন নির্দল প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়েছে।

ফতেপুর লোকসভা কেন্দ্রের ৬,৭৮,৫৭১ জন ভোটদাতার মধ্যে ২,৯৯২২ জন ভোট দেন।

জনতা প্রার্থী লিয়াকত হুসেন পেয়েছেন ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৬২১ ভোট। কংগ্রেস (ই) প্রার্থী শ্রীতেওয়ারি পেয়েছেন ১ লক্ষ ৫৫৫ ভোট।

জনতা সদস্য বসির আমেদের মৃত্যুর ফলে ফতেপুর আসনটি খালি হয়। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচনে জনতা প্রার্থী ১ লক্ষ ৭০ হাজার ভোটে জয়ী হন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইকে খুনের হুমকী

লোকসভায় স্পীকার কর্তৃক তথ্য উদ্‌ঘাটন ঃ চারিদিকে আলোড়ন

বিগত ৮ই ডিসেম্বর লোক সভার স্পীকার শ্রী এস, কে, ডেগড়ে লোকসভায় জানান যে দিল্লীর পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে তিনি এই মর্ম্মে খবর পান যে, কংগ্রেস (ই) দলের লোকেরা প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে খুনের হুমকী দিয়েছে।

স্পীকার আরো বলেন যে, কংগ্রেস সদস্য শ্রী কে. পি. উন্নি কৃষ্ণন জানিয়েছেন যে, কেরল প্রদেশ কংগ্রেস (ই) কমিটির এক বৈঠকে লোকসভার বিরোধী নেতা শ্রী সি, এম, ষ্টিফেন বলেন যে, শ্রীমতী ইন্দিরার বিরুদ্ধে অধিকার ভঙ্গ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি যাকে লোক সভায় গৃহীত না হয়—সেজন্য তাঁর দল অর্থাৎ কংগ্রেস (ই) শারীরিকভাবে বাধা সৃষ্টি করবেন।

স্পীকার বলেন যে, এই সংবাদ পাওয়ার পর তিনি সব রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য নির্দ্দেশ দিয়েছেন। দিল্লীর পুলিস এখন অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে। লোকসভার অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্যেরা—যাঁরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন—তাঁদের বাড়ীতে বাড়ীতে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশেষ আদালত গঠন করার অধিকার সংসদের আছে

সুপ্রীম কোর্টের কনষ্টিটিউশন বেঞ্চ রায় দিয়েছেন যে—জরুরী অবস্থার সময় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা যে সব অপরাধ করেছেন তার তদন্তের জন্য বিশেষ আদালত গঠনের অধিকার সংসদের আছে। তাঁরা প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠন করার প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি শ্রী রেড্ডী সুপ্রীম কোর্টের অভিমত জানতে চেয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি ওয়াই, ভি, চন্দ্রচূড় ও অন্যান্য ছয়জন বিচারপতিকে নিয়ে এক কনষ্টিটিউশন বেঞ্চ গঠিত হয়।

সুপ্রীম কোর্ট রায়দান প্রসঙ্গে বলেছেন যে বিশেষ আদালত গঠন সম্পর্কে সংসদের বিলটি "বৈধ ও সাংবিধান সম্মত"। কারণ জরুরী অবস্থা থেকে উদ্ভূত অপরাধগুলি জাতির জীবনে সাধারণ অপরাধ বলে বিবেচিত হতে পারে না। সুতরাং বিশেষ আদালত গঠন বৈষম্যমূলক হবে না। তবে বিশেষ আদালত গঠনের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার সংসদের থাকলেও ঐ আদালতের রায় নিয়ে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করার ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

লোকসভার অধিকারভঙ্গে ইন্দিরা দোষী সাব্যস্ত

লোকসভা নিজে এখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান করবেন

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রধান মন্ত্রী তথা লোকসভার সদস্য ছিলেন তখন তিনি নিজেই, লোকসভার প্রশ্নের উত্তর তৈরীর ব্যাপারে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের বাধা প্রদান, ভীতি প্রদর্শন এবং হায়রানী করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত

লোকসভার স্বাধিকার রক্ষা কমিটির কাছে। ঐ কমিটিতে ১৫ জন সদস্য ছিলেন। তাতে কংগ্রেস (ই)র পক্ষ থেকেও সদস্য ছিলেন। ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জন সদস্য ইন্দিরাজীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। ইন্দিরাজীর ওপর আরো অভিযোগ এই যে, তিনি ঐ অধিকার রক্ষা কমিটির কাছে শপথ গ্রহণ ক'রে সাক্ষ্যদান করতে অস্বীকার করেন এবং এক বিবৃতিতে তিনি ঐ কমিটির প্রতি কটাক্ষ করেন। এর দ্বারা লোকসভার অধিকার ভঙ্গ ও অবমাননার গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্দিরাজীর সঙ্গে শ্রীআর, কে, খাণ্ডেকার ও শ্রীডি, সেনকেও অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঐ কমিটি শাস্তির ভার লোকসভার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে এহেন ঘটনা খুঁজে পাওয়া যাবে না—যেখানে লোকসভার নেতা হ'য়ে তিনি নিজে এইভাবে লোকসভার অধিকার ভঙ্গ করেছেন। বিশ্বের কোনো গণতান্ত্রিক দেশে ইতিপূর্বে এহেন অস্বাভাবিক ঘটনা আর ঘটেনি।

লোকসভা এখন ইন্দিরাজীর বিরুদ্ধে কী শাস্তি বিধান করেন—সে বিষয়ে সর্বত্র আলোচনার আলোড়ন চলেছে। কেউ বলছেন—তাঁকে লোকসভার আসনে বসবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হোক- কেউ বলছেন—লোকসভায় দাঁড় করিয়ে তিরস্কার করে ছেড়ে দেওয়া হোক—কেউ বলছেন—আরো কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক—তাঁকে জেল দেওয়া হোক ইত্যাদি।

স্থানীয় সংবাদ

জাতীয় পরিবার কল্যাণ পক্ষ

গত ৩০শে নভেম্বর শ্যামধর্মশালায় জাতীয় পরিবার কল্যাণ পক্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে জেলা শাসক শ্রী কমল কান্তি নস্কর সভাপতিত্ব করেন এবং রেড ক্রশ সংস্থার সম্পাদক ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। জেলা মুখ্য স্বাস্থ আধিকারিক ডাঃ এস, এস, দাশগুপ্ত পরিবার কল্যাণ কার্য্যসূচীর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন যে গত কয়েক বৎসর পুরুলিয়া জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্য্যসূচী রূপায়নে সারা পশ্চিমবঙ্গে শীর্ষস্থান অধিকার করলেও—এই বৎসর লক্ষ্যমাত্রার বহু পশ্চাতে রয়েছে। কারণ ১১৫০০ টিউবেক্টমীর স্থলে মাত্র ৪২০টি অপারেশন হয়েছে। সুতরাং আগামী চার মাস জোরদার কাজের আবেদন জানান।

এই অনুষ্ঠানে জেলা তথ্যাধিকারিক শ্রী সুফল মণ্ডল, অশোক চৌধুরী প্রমুখেরা ভাষণ দেন। প্রধান অতিথি ডাঃ মল্লিক তাঁর ভাষণে বলেন যে পুরুলিয়া জেলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার দম্পতির বন্ধ্যাত্ব করণের কার্য্যসূচি রূপায়ণ করতে বর্ত্তমান ধারা অনুযায়ী ১২ বৎসর লাগবে আর সেই সময়ে জনসংখ্যাও বহু পরিমাণে বেড়ে যাবে। সুতরাং পরিকল্পনা আরও বাস্তব ভিত্তিক করা প্রয়োজন।

পল্লী আবর্জ্জনা-সার প্রতিযোগিতা

গত ১৭ই নভেম্বর স্থানীয় পশুপতি গঙ্গাধর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সভাগৃহে কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে জেলা-ভিত্তিপল্লী আবর্জ্জনা-সার প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। জেলা শাসক শ্রী কে, কে, নস্কর সভাপতিত্ব করেন এবং স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ ও পুরস্কার বিতরণ করেন। মুখ্য কৃষি আধিকারিক ডাঃ নিত্যানন্দ ত্রিবেদী বলেন যে পল্লীর আবর্জ্জনা থেকে জৈব সার উৎপাদনের পদ্ধতিকে উৎসাহিত করার জন্য প্রতি ব্লকে এই সম্পর্কে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা কৃষি দপ্তর থেকে করা হয়। তারই ভিত্তিতে জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় দু জন কৃষী প্রগতিশীল চাষীকে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার এই অনুষ্ঠানে প্রদান করা হবে। সেই হইজন চাষী হলেন রঘুনাথপুর ১ নং ব্লকের শ্রীরঘুনাথ মণ্ডল এবং পুরুলিয়া ১নং ব্লকের শ্রীকালীপদ গোপ।

বন্যাত্রাণে পুরুলিয়া রেড ক্রশ

পুরুলিয়া জেলায় বন্যাত্রাণে পুরুলিয়া রেড ক্রশ সংস্থা অগ্রনীর ভূমিকা নেয়। পর পরিক্রমা করে ৮০২ টাকা নগদ এবং ৪০২টি জামা কাপড় সংগৃহীত হয়।

মানবাজার ব্লক (২) ঃ অনশন সত্যাগ্রহ

গত ২৫শে অক্টোবর পুরুলিয়া শিরাশ্রমে অনুষ্ঠিত নির্মম হিংসাত্মক ঘটনার অহিংস প্রতিবাদে বড়গড়িয়া মানবাজার ২নং ব্লক অফিসে ২৯শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১২ ঘন্টা ব্যাপী অনশন সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হয়।

বড়গড়িয়া ব্লক অফিসের সংলগ্ন আবর্জ্জনাপূর্ণ মহাদানটি সত্যাগ্রহীরা নিজেরাই পরিষ্কার করেন, এবং একটি সুদৃশ্য সত্যাগ্রহী শিবির সাজান। জাতীয় পতাকা তলে মহাত্মাগান্ধীজীর মূর্ত্তি উচ্চাসনে স্থাপন ও মাল্যভূষিত করা হয়।

জামকোড়িয়া ব্লকের ৭টি অঞ্চলের ৩০৩ জন পুরুষ ও ১০৭ জন মহিলা মোট ৪১০ জন সত্যাগ্রহী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অনশন সত্যাগ্রহে যোগদান করেন। সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত গভীর শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত অনশন ব্রত পালন করেন।

প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে উপনিষদ ও গীতার শ্লোক আবৃত্তির দ্বারা প্রার্থনা অনুষ্ঠান, রামধুন ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত সহকারে অনুষ্ঠান আরম্ভ ও শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীযুক্ত ভরত চন্দ্র মাহাত।

সাফাই, সজ্জা, সকাল ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীঅতুল চন্দ্র মাঝি, পেঁচাড়া ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিচালনা করেন শ্রীগুরুচরণ মাহাত কেন্দাডোড় ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা। অনুষ্ঠানের আলোচনা, কর্ম্মসূচী ধ্বনি ও মৌন মিছিল পরিচালনা করেন শ্রীব্রত চন্দ্র মাহাত।

জেলার ইতিহাসে নজীর বিহীন এই কলঙ্কজনক ঘটনার উল্লেখপূর্ব্বক অনশন সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য, হিংসা ও অন্যায়ের নিঃশনে অহিংস প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা, এইরূপ ক্ষেত্রে অহিংসার ব্যাপক প্রয়োগ, অহিংসার দ্বারা হিংসার অবসান গান্ধীজীর আদর্শে পরিকল্পিত গ্রামস্বরাজ ও অহিংস সমাজ গঠন সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্ব্বশ্রী কান্দল মাঝি, কালিপদ মাহাত, কুমারী বর্ষারাণী মাহাত, সুবীর কুমার মাঝি, সতীশ চন্দ্র মাহাত, বাসুদেব মণ্ডল লক্ষ্মীকান্ত মাহাত, প্রহ্লাদ চন্দ্র মাহাত, ভরত চন্দ্র মাহাত, অতুলচন্দ্র মাঝি। আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহারা ক্রমবর্দ্ধমান জুলুম, নির্য্যাতন,

(৫ম পাতায় দেখুন)

মুক্তি

২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৪, সোমবার

নির্ব্বাচন, জনতা-পার্টি ও বামফ্রন্ট

চিকমাগালুরে লোকসভা নির্ব্বাচন নানাদিক দিয়ে সারা ভারতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই নির্ব্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জয়লাভ করেছেন। একথা সত্য যে, লোক সভায় ফিরে আসবার জন্য শ্রীমতী গান্ধী নানারকম নিতান্ত অবাঞ্ছিত অপকৌশল অবলম্বন করেছেন। এমন নির্ব্বাচন ক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন—যে-রাজ্যে তাঁর দলের শাসন চলেছে—যেখানে বিগত লোক সভায় তাঁর দল জনতা পার্টিকে হারিয়েছিল।

শ্রীমতী গান্ধী তাঁর দলের নির্বাচিত সদস্যকে অসময়ে, বিনাদোষে পদত্যাগ করালেন। এবং ঐ নির্বাচন ক্ষেত্রটি নির্বাচনের দৃষ্টিতে তাঁর পক্ষে খুবই সুবিধেজনক ক'রে তোলবার জন্যে, রাজ্য সরকারের মারফত বহু আগে থেকে উন্নয়নের নামে অজস্র টাকা খরচ করানো হয়েছিল- বিবিধভাবে জনগণকে হাত করার ও প্রভাবিত ব্যাপার করা হোল। তারপর তিনি আসরে নামলেন। এমন কি তিনি ঐ নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে দাঁড়াবার জন্য, ভোটার তালিকায় নাম লেখাবার জন্য—এহেন মিথ্যাচারও অবলম্বন করলেন যে, তিনি ঐ নির্বাচন ক্ষেত্রের সাধারণ বাসিন্দা। সাধারণ বাসিন্দা হওয়া দূরে থাক—হয়তো এই নির্ব্বাচনসূত্রেই তিনি চিকমাগালুরে এই প্রথম দেখলেন। এত সব কাণ্ড ক'রে তিনি জয়লাভের পথ করলেন!

এই সব নানা কাণ্ড কারখানার ফলেই শ্রীমতী গান্ধী লোকসভার আসন জয় করেছেন একথা ব'লে জনতা পার্টি বা অন্যান্য ইন্দিরা-বিরোধীরা খানিকটা সান্ত্বনা পেতে পারেন সত্য। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিতে শ্রীমতী গান্ধীর এই জয়ে, গণতন্ত্রেরই পরাজয় ঘটেছে। ইতিহাসে আমরা দেখলাম—একনায়কত্বের বিরুদ্ধে—অবাধ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে—৩০ বছরের কংগ্রেসী কুশাসনের বিরুদ্ধে সারা ভারতে বিশাল গণউত্থান হোল। কোটি কোটি মানুষ ইন্দিরাজীর নেতৃত্বকে পথের ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর তার জায়গায় সারা ভারতে গণতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামরত দলগুলিকে—জনতা পার্টিকে বামফ্রন্টকে—সারা দেশের কোটি কোটি মানুষ বড় আশায় তাদের মহান গণতন্ত্র, তাদের অর্থ-নৈতিক জীবন, তাদের উন্নয়ন, তাদের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলার জন্যে শাসনের মহান দায়িত্বের আসনে বসালো।

হতে পারে সারাভারত লোকসভা নির্বাচনে কতকগুলি আসনে কংগ্রেসকে পরাজিত করতে পারা যায় নি। তার কারণ সুদীর্ঘ-কাল ধ'রে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার জন্যে এবং তাদের হাতে কোটি কোটি টাকা থাকার জন্যে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া মানুষদের যেভাবে হাত করেছিল—তাদের কিছুর মধ্যে এই নব জাগরণের ঢেউ তখনো পৌঁছতে পারে নি। সেদিন এই সব ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে বিরোধীরা হারাতে না পারলেও, সারা দেশের মানুষ আশা করেছিলেন যে, বিশাল গণতান্ত্রিক ক্ষমতায় আসনে বসে, এই নেতৃবৃন্দ আদর্শবাদী নতুন নেতৃত্বের মহান শক্তিতে—সত্যকার এবং সুপরিকল্পিত গণতান্ত্রিক কর্ম্মধারার সংগঠন এবং দালালতন্ত্র, দলীয়তন্ত্র, আমলাতন্ত্রের অবাধ রাজত্বের অবসান ক'রে—এঁরা দেশের মনে গভীর আশা ও উদ্দীপনা সঞ্চার করবেন। এবং বিশাল জনশক্তিকে দেশের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণে সক্রিয়ভাবে, সার্থকভাবে যুক্ত করতে পারবেন।

একথা আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতীক এই নূতন নেতৃবৃন্দগুলি—জনতা পার্টি বা বামফ্রন্ট—উভয়েই দেশকে ঐভাবে এখনো পরিচালিত করতে পারছেন না। অপর দিকে, নেতৃবৃন্দগুলির প্রতি জনগণের গভীর আস্থা গ'ড়ে উঠবে কোথায়, এঁদের উভয় শক্তির মধ্যেই দলাদলি, কলহ, আত্মবিরোধ প্রভৃতি এমন বিসদৃশভাবে দেখা দিয়েছে যে, জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে এই ধারণা হচ্ছে যে, যারা নিজের দলকে পরিচালিত করার শক্তি রাখেন না—তাঁরা দেশকে পরিচালিত করবেন কী করে?

এই শাসনগুলির ভুল পথ অনুসরণ করার মধ্যে সবচেয়ে ভুল কাজ হচ্ছে—জনগণের প্রতি তাঁদের যে প্রাথমিক এবং সব চেয়ে দায়িত্ব রয়েছে—সে বিষয়ে গভীর উদাসীনতা। শুধু অক্ষর জ্ঞানের প্রতি আজ জোর দিলেই হবে না। ব্যাপক গণশিক্ষার বিপুল আয়োজন—তার জন্য সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা—শিক্ষিত আদর্শবাদী জনসেবী মানুষদের বিরাট বাহিনীর মারফত গ্রামে, নগরে, বস্তিতে, খাওড়ায় ব্যাপক গণসংযোগ—এবং সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ বিষয়ে ও তাদের প্রতি অবিচার অনাচারের প্রতিকার বিষয়ে তৎপর লক্ষ্য দেওয়ার এবং প্রতিকারের চেষ্টার ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজ আজ গণতান্ত্রিক শাসনের সবচেয়ে বড়ো কাজ ছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এ বিষয়ে উভয় সরকারই যথেষ্ট উদাসীনতা প্রদর্শন করছেন।

গণতন্ত্রের নতুন নেতৃবৃন্দগুলি যদি সারা ভারতে ঐভাবে আন্তরিক গণসংযোগের কার্য্যধারা গ্রহণ করতেন, এবং নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থা গড়ে ওঠার অবস্থাগুলি সৃষ্টি করতে পারতেন—তাহলে শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধী চিকমাগালুরে যতই কলাকৌশল অবলম্বন করতেন না কেন, নতুন নেতৃত্বের দ্বারা সৃষ্ট জাগ্রত জনশক্তি তাঁর সে সব অপকৌশল নিশ্চয়ই ব্যর্থ করতে সমর্থ হোত।

চিকমাগালুরের পর সন্তিপুর ও ফতেপুর লোকসভা নির্বাচন পর্ব পার হোল। এই দুটি নির্বাচনে জনতা পার্টি জয়লাভ করায়, জনতা পার্টির মহলে আনন্দের নৃত্য দেখা দেয়। ঐ দুই নির্বাচনে জনতাপার্টি ইন্দিরাজীর কাছে না হেরে কোনো রকমে মুখ রক্ষা হয়েছে ব'লে, জনতা পার্টির মধ্যে সোয়াস্তি হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। আনন্দের নৃত্য নয়। কারণ সুদীর্ঘ-কালের স্বৈরাচার ও একনায়কত্বের উপদ্রবের জন্য এবং সংবিধান ও গণতন্ত্রের তথা অগণিত মানুষের ওপর বিভৎস অত্যাচার ও বর্ব্বর শাসন চালানোর জন্য এই সেদিন যাঁকে সারা ভারতের মানুষ বিতাড়িত করলেন, সেই মাহিলাই আবার এই সামান্য সময় মধ্যেই এমন দারুণ ক্ষেত্র করার শক্তি অর্জ্জন করলেন যে, এমনকি শাসনাসীন জনতা পার্টির প্রার্থী দুটির প্রায় সমান সমান ভোট অধিকার করলেন। এই সেদিন যে নব নেতৃত্ব জনগণের এত আস্থা পেলেন—যে নেতৃত্ব দু বছর ধ'রে গণ-সাযোগের এত সুযোগ পেলেন—তথাকথিত জয়লাভের মধ্যে তাঁদের এই পরাজয় সত্যই দুঃখজনক ও গ্লানীজনক। গত লোকসভা নির্ব্বাচনক্ষেত্রে যে বেশী ভোটের ব্যবধানে এঁরা জয়লাভ করেছিলেন—এবারে তার চেয়েও বেশী ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ

করা এঁদের উচিত ছিল। সেই অসামর্থ্যের জন্যে—এহেন পরাজয়ের জন্যে—সমগ্র জনতা দলে—সমগ্র কংগ্রেস-বিরোধী দলে শোকের ছায়াই দেখা দেখা দেওয়া উচিত ছিল—আনন্দের উল্লাস নয়।

আজ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক শাসনের নামে কংগ্রেস যে সব অগণতান্ত্রিক ভুলপথ ও অব্যাঞ্ছিত পথ অনুসরণ করছিল—জনতা পার্টি ও বামফ্রন্ট উভয়েই ক্রমশঃই প্রকারান্তরে তার অনেকগুলিই আজ অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছেন। হয় তো নিজেরা ঠিকমতো ধরতে পারছেন না। কিন্তু সেজন্য আমরা অত্যন্ত চিন্তিত। কংগ্রেস—যার পতাকা তলে দেশের সমস্ত কায়েমী স্বার্থবাদীরা ও সমাজ-বিরোধীরা দারুণভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছিল—সেই কংগ্রেস আবার ফিরে আসুক এ কখনই দেশের কাম্য হতে পারে না। কিন্তু দেশের লোক যে-নতুন নেতৃত্বের ওপর এত আশা নিয়ে গভীর আস্থা স্থাপন করেছেন—সেই আস্থা যদি নষ্ট হ'তে থাকে থাকে তাহলে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তারা আবার ইন্দিরার নেতৃত্বের কথাই চিন্তা করতে থাকবে—তা সেই নেতৃত্ব যতই ভায়াবহ হোক এবং বর্ত্তমান নেতৃত্ব তার তুলনায় যতই গণতান্ত্রিক হোক। এই হচ্ছে দেশের বর্ত্তমান জন চরিত্র—এই হচ্ছে জনমনে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার।

এই পরিস্থিতি বোঝবার ক্ষমতা যদি আজ না থাকে—এবং বিবিধ ভুলভ্রান্তি ক'রে যদি শাসনকারীরা নিজেদের ক্ষেত্র নষ্ট করতেই থাকেন—আর তাঁদেরই স্বার্থে গণতন্ত্রের কল্যাণকামীদের সমলোচনাকে যদি তাঁরা শত্রুতা ব'লে মনে করেন এবং সে সব অগ্রাহ্য করতে থাকেন ও বন্ধু সমালোচকদের প্রতি বিরোধিতা করতে থাকেন—তবে ঐ সরকারগুলি নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনবেন একথা অনস্বীকার্য্য।

গণশিক্ষার অভিযান

ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক উপলব্ধি করেছেন যে, দেশের ব্যাপক নিরক্ষরতা জাতির অগ্রগতির পথে দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাধাগুলির মধ্যে একটি। সেজন্য তাঁরা পরিকল্পনা করেন যে, গান্ধীজীর জন্মদিনকে উপলক্ষ্য ক'রে, গত ২রা অক্টোবর থেকে সারা ভারতবর্ষে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপক ও বিশাল আয়োজনের কাজ সুরু করবেন।

যতদূর আমরা জানি, কেন্দ্রীয় সরকার এই পরিকল্পনার কোনো কিছু নিজেরা সাক্ষাৎ ব্যবস্থা করবেন না। রাজ্যে রাজ্যে এ সম্পর্কে যে সব পরিকল্পনা করা হচ্ছে—ঐ সব পরিকল্পনাগুলি রাজ্য সরকারের অনুমোদন পেলেই তবে কেন্দ্রীয় সরকার এগিয়ে আসছেন।

ভারত সরকার বহু তোড়জোড় ক'রে যে বিরাট কর্মপরিকল্পনা আরম্ভ করলেন, আমরা আশা করছি—সারা ভারতে বিভিন্ন দিকে নিশ্চয়ই তার কাজ সুরু হয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে সারা পশ্চিম বাংলায় একটা জাতীয় কর্ম্মধারা-রূপে কিছু যে আরম্ভ হয়েছে—তার তো কোনো রকম সংবাদ কোনো সূত্রেই আমরা পাচ্ছি না। এই পুরুলিয়া জেলাতে বসেও আমরা ভারত সরকারের ঐ পরিকল্পনার কোনো কিছু কাজ সুরু হয়েছে বলে কোনো সংবাদই পাচ্ছি না। সম্ভবতঃ এহেন গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কোনো কাজই এ জেলায় এখনো আরম্ভ হোল না ২রা অক্টোবর কবে পার হয়ে গেছে।

সারা ভারতবর্ষে এই গণশিক্ষার পরিকল্পনার জন্য টাকা দিচ্ছেন—ভারত সরকার। এর সুযোগ পশ্চিমবঙ্গ নিতে পারলে মস্ত বড় কাজ হয়। গণশিক্ষার প্রয়োজনীতা রাজ্য সরকারও গভীরভাবে অনুভব করেন। কিন্তু কীভাবে কাজ অগ্রসর হবে তার জন্য রাজ্য সরকারকে উদ্যোগী ও তৎপর হতে হবে।

প্রায় বছর খানেক আগে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের গণশিক্ষা বিভাগের জয়েন্ট ডিরেক্টার নিজে আমায় অনুরোধ করেন—পুরুলিয়া জেলায় লোকব্রতী সোসাইটির পরিচালনাধীনে একটা গণশিক্ষার পরিকল্পনা নিতে। আমি প্রথমে অনিচ্ছুক হয়ে ছিলাম—এই জন্য যে, আমরা নানা কাজে জড়িত—নতুন দায়িত্ব এখন আর কেন নিই। তিনি আমায় বলেন যে, সারা জেলার চাষীদের গ'ড়ে তোলা আপনাদের কাজ। গণশিক্ষার এই পরিকল্পনা নিলে, কৃষি সংগঠন আরো ভালভাবে হবে। আর চাষী সংগঠনের সুযোগে গণশিক্ষার কাজও এগোবে। সেজন্যই আপনাদের উচিত গণশিক্ষার দায়িত্ব নেওয়া। আমি অবশেষে রাজী হই। জয়েন্ট ডিরেক্টারই নিজে পরিকল্পনা করে দেন। এবং অতিশীঘ্র পুরুলিয়া জেলায় কাজ যাতে হয়—তার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন।

সেই পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগকে দেওয়া হয়। অন্য কাজের সূত্রে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হ'লে তাঁকেও বলি যে, অনুমোদন যোগ্য হ'লে, তাড়াতাড়ি এ দিকের কাজটা সারা হ'লে, পুরুলিয়া জেলায় গণশিক্ষার একটা ভাল পরিকল্পনা শীঘ্র সুরু হতে পারে।

কয়েকমাস প'ড়ে থাকার পর রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ পরিকল্পনার সিকি অংশ অনুমোদন করলেন। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগকে জানালেন যে, একটা সমগ্র পরিকল্পনার আংশিক অনুমোদন করলে সেই পরিকল্পনা দাঁড়াবে কী ক'রে? আপনারা পুরো পরিকল্পনা অনুমোদন করুন। আমরা এঁদের মাধ্যমে পুরুলিয়ায় গণশিক্ষার কাজটা আরম্ভ করতে বিশেষ আগ্রহান্বিত। তাঁরা আরো লিখলেন যে, এঁরা গণজীবনের সঙ্গে জড়িত। গণশিক্ষার কাজ এঁদের মাধ্যমে ভালই হবে—আমাদের ধারণা। জয়েন্ট ডিরেক্টার ঐ চিঠির কপি একটা আমায় দেন।

এও আজ অনেক মাস আগের কথা। তারপর থেকে আর কোনো খবর নেই। এই রাজ্যের জন্যে—উপেক্ষিত এই জেলার জন্যে—গণশিক্ষার একটা সুযোগ এইভাবে অযথা বিলম্বিত হচ্ছে। এই রকম চেষ্টাগুলির জন্য রাজ্য সরকারেরই তো তৎপর উদ্যোগ ও সহযোগিতা থাকা দরকার। শুধু এইভাবে সহযোগিতা কেন রাজ্য সরকারের উচিত নিজে উদ্যোগী হয়ে—শিক্ষাপ্রসারের যোগ্যতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান খুঁজে খুঁজে আজ গণশিক্ষার প্রসার ব্যবস্থায় ইতিহাস সৃষ্টি করা। বাংলা এবং বাঙ্গালীই সংস্কৃতির অগ্রগামী বাহক ব'লে আমরাই তো নিত্য দাবী করি।

সাক্ষরতা মানুষের জীবনে জ্ঞানের আলো পাবার একটা পথ। কিন্তু আজকের ভারতে সাক্ষরতার অভিযানের সঙ্গে "গণশিক্ষার" বিশাল আয়োজন যুক্ত করা চাই। অক্ষর পরিচয়ের জন্য জাতিকে আজ অপেক্ষা ক'রে বসে থাকা চলে না। নিরক্ষর, অথচ জাতির অগণিত বুদ্ধি সম্পন্ন বয়স্কদের কাছে

অবিলম্বে ব্যাপক বিশাল পরিকল্পনায় নানাবিধ জ্ঞানের আলো আজ পৌঁছে দিতে হবে। এই শিক্ষাপ্রসারের কাজ—এই জনচেতনার কাজ হবে নানারকম আয়োজনের মাধ্যমে। জনজীবনে আজ সঞ্চারিত করতে হবে—জাতি গঠনের লক্ষ্যে নানাবিধ সমাজ-চেতনা।

সরকার এ বিষয়ে সক্রিয় সচেতন হ'লেই, আমরাও এই জেলার পথে ঘাটে তারই আলোড়নের ঢেউ অনুভব করতে থাকবো।

চারিদিক থেকে জনচেতনা গড়ে তোলার জন্য নানা বিষয় আমাদের সামনে রয়েছে। বহু বিষয়ের মধ্যে কতকগুলি এই। সমাজের মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য বোধ—অপরাধমূলক কাজ কর্ম্মসমূহের ভয়াবহ ফলসমূহ সম্বন্ধে সচেতনতা—দেশের সমস্ত মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণের প্রতি মানবতাবোধ—সকলের কল্যাণ ও স্বার্থরক্ষার ভিত্তিকে অবলম্বন করেই প্রত্যেক মানুষের স্বার্থ ও নিরাপত্তার বিষয়ে ধারণা—অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি—মদ্যপানের ভয়াবহ পরিণাম—পরিবার পরিকল্পনার অপরিমেয় গুরুত্ব—স্বাস্থ্যরক্ষা, খাদ্যজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক কৃষিজ্ঞান—বিকেন্দ্রিত ক্ষমতা অনুশীলনের শিক্ষা, জাতীয় জীবনে সমবায়ের মহান ভূমিকা প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞানের আলো জনসাধারণকে আজ দিতে হবে। দিতে হবে—বৈঠকে, প্রচারে, গানে, ছড়ায়, যাত্রা, পালাগানে, প্রদর্শনীতে, দেওয়াল চিত্রে এবং আরো অনেক কিছুর মাধ্যমে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পরিচালনায় সম্যক পরিকল্পনা সহকারে গণশিক্ষা আজ জাতীয় জীবনে মহান স্থান গ্রহণ করুক।

পুরুলিয়া প্রেস ক্লাবের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব

পুরুলিয়া প্রেস ক্লাবের এক জরুরী বৈঠকে জেলার স্বার্থ সংক্রান্ত ও ক্ষুদ্র সংবাদ পত্র সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মফঃস্বল পত্র-পত্রিকা

১) মফঃস্বল পত্র পত্রিকার সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম ঔদাসীন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা;

২) রাজ্য সরকার মফঃস্বল পত্র পত্রিকা সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ও বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছেন—তা অবিলম্বে প্রত্যাহারের অনুরোধ।

৩) পত্রিকা প্রকাশনের ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বিজ্ঞাপনের হার বৃদ্ধি।

রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা

পুরুলিয়া জেলাবাসীর স্বার্থহানী করে রেল কর্ত্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থাদির তীব্র প্রতিবাদ এবং ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী :—

১) হাওড়া-আদ্রা-চক্রধরপুর ট্রেন অবিলম্বে চালু করা;
২) হাওড়া-পুরুলিয়া এক্সপ্রেস ট্রেন প্রবর্তন;
৩) পুরুলিয়া-কোটশিলা লাইন ব্রড গেজ করা;
৪) পুরুলিয়া ষ্টেশনের উত্তরে রেলওয়ে ক্রসিংএ ওভার ব্রীজ
৫) পুরুলিয়া ষ্টেশনের উন্নয়নের ব্যবস্থা :
ক) প্ল্যাটফর্ম্ম উঁচু করা;
খ) প্ল্যাট ফর্মের শেড সুপরিসর করা;
গ) বুকিং অফিস থেকে মাল গোদাম পর্য্যন্ত সুপরিসর ওভার ব্রীজ;
ঘ) দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার।

এই প্রসঙ্গে রেল কর্ত্তৃপক্ষ তথা কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে অনুন্নত পুরুলিয়া জেলাকে আরও অনুন্নত করার নীতিই গৃহীত হচ্ছে। জেলাবাসীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে না। এই জেলার ২০টি ব্লকের মধ্যে ১০টি ব্লকে কোনও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই—৬টি ব্লকে নামমাত্র রেল লাইন আছে। সুতরাং এই জেলায় নূতন নূতন রেল লাইন স্থাপনের ব্যবস্থা করা হোক।

শিল্পাশ্রমের ঘটনা

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকের উপর হত্যামূলক আক্রমণ সংক্রান্ত শিল্পাশ্রমের ঘটনার তথ্য উদ্‌ঘাটনে রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসনের অক্ষমতা ও অযোগ্যতায় গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং এই সূত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে প্রদত্ত তারবার্ত্তার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তদন্ত সংস্থা কর্ত্তৃক সত্য উদ্‌ঘাটনে তদন্তের ব্যবস্থা করতে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছে।

রাজ্য পলিটেকনিক টিচার্স সম্মেলন

"ওয়েষ্ট বেঙ্গল বেঙ্গল পলিটেকনিক টিচার্স ফেডারশনের অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর, পুরুলিয়া পলিটেকনিকে।

সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের চতুষ্কোণ থেকে কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে জড়িত পলিটেকনিকের শিক্ষক, শিক্ষাকর্ম্মীবৃন্দ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেক্যানীক্যাল ডিপার্টমেন্টের এ্যাপলায়েড মেক্যানীকল্ বিভাগের ডঃ রজত চক্রবর্ত্তী সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।"

মানবাজার ব্লক (২) অনশন সত্যাগ্রহ

[২য় পাতার পর]

হিংসাত্মক ঘটনাগুলির এবং আইনশৃঙ্খলা শান্তি ও নিরাপত্তার অভাব ও ক্রমাবনতির কথা বর্ণনা করেন এবং অহিংসার পদ্ধতিতে তা' দূরীকরণের কথাও বলেন।

বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত একটি বিশাল মৌন মিছিল প্ল্যাকার্ড ও পোষ্টার সহকারে বড়গড়িয়া ও বড়মারা গ্রাম পরিক্রমা করে। শ্রীভরতচন্দ্র মাহাত মিছিলের অগ্রভাগে থাকিয়া এই মিছিলের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতে থাকেন।

সন্ধ্যায় প্রার্থনা ও অনুষ্ঠানের পর আহত আশ্রমমাতা অরুণদা ও অপর দুই ভগ্নীর শীঘ্র নিরাময় এবং আক্রমণকারীদের শুভবুদ্ধি কামনা করিয়া রাত্রি ৮টায় এই অনশন সত্যাগ্রহের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মুখার্জ্জী মেডিক্যাল হল
ঔষধের দোকান
চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া।
এখানে যাবতীয় এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায় এবং রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

R. No.—2539/57 মুক্তি ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৯৭৮ W. B./B. K. U. 24

Wanted

Wanted M. A. II class in English (with honours) M. A. II class in Political Science (with honours) and M. Sc. II (with honours) in Physics, preferably trained, Experienced and having good academic back ground. Apply to the Secretary by 21-12-78.

Secretary
Bari High School
P. O. Bari
Dist. Purulia (W. B)

Wanted

1. Wanted an M. A., II class in English (with honours) preferably trained, experienced and having good academic back ground. Such M. A. appeared candidate may also apply.
2. Wanted M A II class in Philosophy with honours preferably trained, experienced and having good academic back ground.

Apply to the Rector Rajnowagarh D. P. M High (Higher Secondary) School at & P. O. Rajnowagarh, Purulia. by 21-12-78.

বাড়ী ভাড়া চাই

বেঙ্গল আর্ক ষ্টীল লিঃ, টামনা, কর্মচারীদের জন্য পুরুলিয়া সহরে দুই তিন কামরার স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্লাট এবং তিন বা তদূর্দ্ধ কামরার সম্পূর্ণ খালি বাড়ী ভাড়া বা লিজ-এ চায়। যোগাযোগ করুন।

ম্যানেজার;
বেঙ্গল আর্ক ষ্টীল লিঃ টাম্না
টেলিফোন - পুরুলিয়া ২২১

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়া বেলগুময় ক্যাথলিক আশ্রমের পাশে মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, নিরলট্ নয় বিঘা (৯ বিঘা) জমি বিক্রয় হইবে। ইচ্ছুক ক্রেতাগণ নিম্নোক্ত স্থানে যোগাযোগ করুন।

১। ডাঃ এস, কে, চৌধুরী
কমিশনার্স কম্পাউণ্ড
কাঁচি/৮৪০০১

২। শ্রীদীনেশ চন্দ্র চৌধুরী
চাইবাসা রোড
নডিহা
পোঃ—পুরুলিয়া।

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প—কির্লোস্কার পাম্প

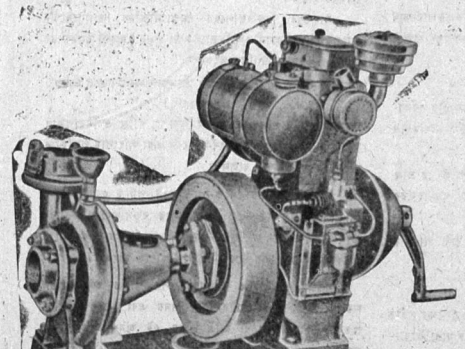

অন্য সব পাম্পের চেয়ে দাম বেশী। তবুও সারা ভারতজুড়ে এর দারুণ চাহিদা। কারণ কম দামী বাজে পাম্প কিনে আজীবন কষ্ট পাবেন। আর কিছু বেশী খরচ ক'রে একবার কির্লোস্কার পাম্প কিনতে পারলে বহু বছর ধরে এই পাম্প শ্রেষ্ঠ সেবা দেবে।

• • • •

যাঁরা সরকারী ঋণ বা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে পাম্প কিনতে চান তাঁরা কির্লোস্কার পাম্প যদি কিনতে চান তবে ব্যাঙ্কে বা সরকারে দাবী জানান কির্লোস্কার পাম্প চাই। তাঁরা তা অনুমোদন করতে বাধ্য। লোকতন্ত্রীতে এই পাম্প পাবেন।

• • • •

বর্ত্তমানে দাম কমলো। এখন দাম ৪৮০০। ব্যাঙ্ক ও সরকার এই দাম অনুমোদন করেছেন।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

জনগণের বিকাশ ছাড়া
হয় নারে ভাই গণতন্ত্র।
জনশক্তি-সংগঠনে
কল্যাণ-শক্তি মহামন্ত্র।
• • •
অগ্রগতির যা কিছু সব—
যোগ্যজনের অবদানে।
মানুষ খোঁজায়—মানুষ গড়ে—
স্মরণ রেখো দেশ গঠনে।

৩৮ বর্ষ ৪২শ সংখ্যা | সোমবার, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮ ২রা পৌষ, ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯·৫০ সডাক ১০·৫০ মগুল ২০ পয়সা

ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি শাস্তির ব্যাপারে নানা চিন্তা ভাবনা!

লোকসভার অধিকার ভঙ্গের অপরাধের জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি শাস্তির ব্যাপার নিয়ে নানা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কংগ্রেস (ই) শাস্তিদানের সিদ্ধান্ত অন্যায় এবং অনৈতিক বলছেন এবং তাঁরা দিচ্ছেন শাস্তি দেওয়া হলে, তাঁরা আন্দোলন করা হবে। এ, আই, সি, সি, এম,কে কংগ্রেস (ই)কে সমর্থন করছেন। তাঁরা শাস্তিদানের বিরুদ্ধে। জনতা পার্টির মধ্যে এ বিষয়ে নানা মতদ্বৈধ দেখা দিয়েছিল শোনা যাচ্ছে। তবে জনতা পার্টির অধিকাংশের মত ইন্দিরাজীকে ভালমতো শাস্তিদান করা উচিত এবং এমন নজীর রাখা উচিত যাতে উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে যাতে যে গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে খেলা না করতে পারেন। সি, পি, আই ঠিক তা নয়।

জনতা পার্টির অধিকাংশের অভিমতের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীকাহের কাছে প্রস্তাব রেখেছেন যে, লোকসভার চলতি অধিবেশন পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর জেল এবং সদস্যপদ খারিজ করা হোক। পদের পুরোপুরি মেয়াদ ১৯৮৩ সাল পর্যন্তই হবে। প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবে একমত নন সি, পি, এম, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর, এস, পি। তাঁদের মত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে কারাদণ্ড দিলে বা তাঁর সদস্যপদ খারিজ করলে তাঁর রাজনৈতিক মূলধন আরো সমৃদ্ধ হবে। সেজন্য ওঁর বিষয়ে এত গুরুত্ব না দিয়ে, লোকসভার বর্ষমান অধিবেশনের শেষ দিন পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে বরখাস্ত করাই উচিত। কিন্তু জনতা পার্টি মনে করেন যে, এ বিষয়ে লঘু ব্যবস্থা নিলে—জনসাধারণের ধারণা হবে যে, উচ্চপদে আসীনদের অন্যায় অত্যাচারে জন্যও তাঁদের ওপর হাত দেবার কেউ নেই। এতে গণতন্ত্রও উপহাসের বস্তুতে পরিণত হবে।

শাস্তি গ্রহণ করবার জন্য শ্রীমতী গান্ধীকে, শ্রীযাওয়ানকে ও শ্রীসেনকে লোকসভায় হাজির থাকতে স্পীকার নির্দ্দেশ দেবেন।

শিল্পাশ্রমে নৈশ আক্রমণ ও অভিনব পুলিসী তদন্তধারা

(অরুণচন্দ্র ঘোষ)

জ্যোতি বাবু যেভাবে চান—পুলিস সেভাবে কাজ করেছেন কিনা দেখুন

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু একজন দক্ষ প্রশাসক। তিনি পুলিস মন্ত্রীও। শিল্পাশ্রমে আক্রমণের ঘটনার খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উদ্বেগ জানিয়ে মাকে চিঠি দিয়েছিলেন যে, তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ বিভাগকে তদন্তের জন্য যথাযথ নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি সর্বদাই বলেছেন যে, শাসন ও পুলিস যেন সততার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন তা তিনি চান। পুলিস কোনো রাজনৈতিক চাপে পড়ে কাজ করুক বা গোষ্ঠীগত কারো স্বার্থে প্রভাবিত হোক মুখ্যমন্ত্রী কখনই চান না তিনি বলেন। পুরুলিয়ার শিল্পাশ্রমে সাম্প্রতিক আক্রমণের ঘটনা সম্পর্কে পুলিসী তদন্ত শুরু হোলো। তদন্তের নামে যে কতকগুলি ব্যাপার অনুষ্ঠিত হোল—সে বিষয়গুলি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবং জনসমক্ষে রাখতে চাই। আমার এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁরা দেখতে পাবেন যে, তদন্তের নামে পুলিস ও শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কতকগুলি জট পাকানো হয়েছে—তদন্তের মাঝখানে অনাবশ্যকভাবে অসমীচীনভাবে কিছু বলার চেষ্টা হয়েছে। কতকগুলি উক্তি করতে গিয়ে অপরের বিশেষ ক্ষতি করা হয়েছে। এবং অপরের ক্ষতি হতে পারে তার প্রতি তাঁরা লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন বোধও করেননি। মুখ্যমন্ত্রী এ সমস্ত বিষয় বিচার করে দেখুন যে, কী কারণে এসব ঘটনা ঘটেছে এবং এরকম হওয়া উচিত ছিল কিনা।

শিল্পাশ্রমে ঘটনার তদন্ত যেভাবে হবে আশা ছিল

সাধারণতঃ গ্রামে ঘরে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী বা আক্রমণাত্মক কিছু হ'লে, লোকে পুলিসে খবর দেন। পুলিস থেকেও তদন্ত হয়। কিন্তু লোকে ধরেই রাখেন যে, ঐ পর্যন্তই যা হোল। ধরাটরা কেউ পড়বে না।

অপর দিকে আবার পুলিস বিভাগ বা গোয়েন্দা বিভাগের নানা বুদ্ধি-মত্তার, নানা কলাকৌশলের বা অভিনব দক্ষতারও বহু গল্প শোনা যায়। উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের ব্যাপারে অথবা বহুখ্যাত অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভৃতির ব্যাপার বিষয়ে অপরাধ উদ্ঘাটনের নানা পুলিসী কারুকলার ফলাও সংবাদমূলক, সংবাদ পত্রে পাঠ ক'রে, তাঁদের যোগ্যতার তারিফ করতে মানুষ বাধ্য হন। নিতান্ত সাধারণ মানুষের সংক্রান্ত ব্যাপার হলেও, পুলিস বিভাগ, গোয়েন্দা বিভাগ যখন রয়েছেন—তখন তাঁদের দিক থেকে যে সব ব্যবস্থা করার রয়েছে—তা তাঁরা অবশ্যই করবেন—আজ আমরা এই গণতান্ত্রিক জীবনে তা সবাই আশা করতে পারি। তবে কার্য্যতঃ বিভিন্ন জায়গায় কোথায় কী হচ্ছে সে ভিন্ন কথা।

বাঞ্ছিত পুলিস তদন্ত না হয়ে, তদন্ত হল অদ্ভুত ও ক্ষতিকর

পুরুলিয়াতে শিল্পাশ্রমে আমরা যারা থাকি—তারা অপর সকলের মতই সাধারণ স্তরের লোক। আমাদের ব্যাপারের জন্য বিশেষ পুলিসী তদন্তের ব্যবস্থা হবে—আশা করি না। তবে

ঘটনা যখন একটা ঘটেছে এবং পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগ যখন তদন্তের একটা ভার গ্রহণ করেছেন—তখন পুলিসী আইন কানুনের ধারা মাফিক তদন্তের লক্ষ্যে একটা সততা পূর্ণ চেষ্টা হবে—তাতে তথ্য সূত্রে - সঙ্গত অনুমান সূত্রে যা কিছু না পাওয়ার সূত্রে একটা স্বাভাবিক পুলিসী রিপোর্ট, স্বাভাবিক ধারায় প্রদান করা হবে—এই আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু শিল্পাশ্রমের ঘটনার ব্যাপারে তদন্তের নামে কতকগুলি এমন ব্যাপারের অভ্যুদয় হোল—যা অস্বাভাবিক ও ধারা বহির্ভূত হয়েছে বলে অনুভব করলাম। এবং তারজন্যই এই আলোচনা করতে বাধ্য হলাম।

মুখ্যমন্ত্রী ও কমিউনিষ্ট নেতারা যে আশ্বাস দিয়েছিলেন

শিল্পাশ্রমে ঘটনার পরই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বিশেষ উদ্বেগের সঙ্গে মাকে চিঠি দিয়েছিলেন যে, দুষ্কৃতিকারীদের যথার্থীজ অনুসন্ধান ও শান্তি বিধানের জন্য তিনি জেলা কর্তৃপক্ষ ও পুলিস প্রশাসনকে যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য শাসনকারী দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আমাকে বলেন যে, ব্যাপারটা আদৌ ডাকাতি নয়—আশ্রমে কিসের জন্য ডাকাতি হবে—ব্যাপারটা কী তা খুঁজে বের করার জন্য তাঁরা স্থানীয় শাসনযন্ত্রকে চাপ দিচ্ছেন এবং দরকার বোধ হলে অবিলম্বে তাঁরা কলকাতা থেকে গোয়েন্দা অফিসারদের আনিয়ে এর তথ্য রহস্য উদঘাটন করবেন।

গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারেরা এলেন ও যে ধারণা দিলেন

তদন্তের বিষয়ে এঁদের এই সব দৃঢ় কর্ম্ম সিদ্ধান্তের কথা যখন এঁরা বলছেন—ঠিক সেই সময়েই - ঘটনা ঘটার কয়েক-দিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে সি, আই, ডির ডি, আই, জি, সি, আই, ডির এস, ডি ও এবং স্থানীয় সি, আই, ডির বর্তৃপক্ষ হাসপাতালে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে ঘটনার প্রতিপ্রকৃতি বিষয়ে আলোচনা কালে সকলেই আমাকে বলেন যে, যেভাবে ব্যাপার ঘটেছে—তাতে এটা ডাকাতি ব'লে মনে হচ্ছে না—অন্য কিছু ব্যাপার। অন্য কী ব্যাপার হ'তে পারে - এ বিষয়ে আমি কোনো সূত্র দিতে পারি কিনা তার পরামর্শ তাঁরা চাইলেন। আমি বলে ছিলাম এ বিষয়ে তথ্য উদঘাটন করার শক্তি আপনাদেরই আছে। আমার পক্ষে বলা মুস্কিল।

লোকের মনে কেন সন্দেহ দেখা দিল

ব্যাপারটা বিষয়ে এই রকম একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে এবং তদন্তের নিতান্ত আরম্ভ কালেই পর পর এমন কতক-গুলি ব্যাপার ঘটতে লাগল—যার কারণে মনে হল এ ব্যাপারে কতকগুলি অস্বাভাবিক আচরণ অনুসরণ করা হচ্ছে। এবং তার ফলে লোকের মনে নানা সন্দেহের সৃষ্টি হচ্ছে।

সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা কেন অস্বাভাবিক হল ?

কলকাতার বিভিন্ন বড়ো সংবাদ পত্রের স্থানীয় সংবাদ-দাতাদের সংবাদ সব কাগজে ঠিকমতো প্রকাশই করা হল না। উপরন্তু এ বিষয়ে ষ্টাফ রিপোর্টারদের প্রদত্ত সংবাদ প্রকাশিত হতে লাগল। কিন্তু ষ্টাফ রিপোর্টাররা কলকাতাতে বসেই তথ্য পরিবেশন করতে লাগলেন—যে তথ্য এখানকার সংবাদ দাতাদের সংবাদের থেকে পৃথক হতে লাগল। লোকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হতে লাগল যে, সংবাদপত্রগুলি তাদের স্থানীয় সংবাদ দাতাদের সংবাদ ঠিকমতো না ছেপে, ষ্টাফ রিপোর্টারদের দিয়ে কলকাতার অফিসে বসে বিশেষ সংবাদ (এবং তা ভুল সংবাদ) প্রকাশ করাচ্ছেন কোন স্বার্থে? তাতে অনেকের মনে হচ্ছে যে, সংবাদপত্রের জন্য গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অবাধ রাজত্বের দিন প্রবর্ত্তিত হয়েছে বলে আমাদের ধারণা থাকলেও, এক্ষেত্রে মনে হচ্ছে—কোনো পক্ষ থেকে তাদের দিয়ে তৈরী করা সংবাদ প্রকাশ করানো হয়েছে। আর ঐ সংবাদগুলিই বা ষ্টাফ রিপোর্টারদের ঘটনাস্থলে তদন্তে না পাঠিয়ে এবং তাঁদের নিজস্ব সংবাদ দাতার সংবাদগুলি ঠিকমতো প্রকাশ না করে—যে আচরণ করলেন তা অবাঞ্ছিত হল—অনেকে মনে করেছেন।

তদন্ত শেষ হবার আগেই যে প্রচার শুরু হল

যেখানে মুখ্যমন্ত্রী ঘটনার আসল ব্যাপার অনুসন্ধান করতে বলছেন—সেখানে কলকাতা থেকে অপরাধ বিশেষজ্ঞের দল—গোয়েন্দা অফিসারের দল পুরুলিয়া এসে তদন্তের কাজ আরম্ভ করেছেন—সেই অনুসন্ধান কাজ শেষ হবার আগেই ঘটনাটিকে—ডাকাতির ঘটনা ব'লে সংবাদ পত্রে বারম্বার প্রচার করার চেষ্টাটাও এই জেলার অগনিত লোকের মনে বিসদৃশ ব'লে ঠেকেছে। এটা কেন করা হচ্ছে—সে সম্পর্কে জনমনে নানাপ্রশ্ন উঠেছে।

কলকাতায় বসেই ডেপুটি কমিসনারের প্রচার

তথা উদঘাটনে এখানকার পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগকে সাহায্য করার জন্য যখন কলকাতা থেকে গোয়েন্দা বিভাগের বড় অফিসারদের পাঠনো হচ্ছে এবং তাঁদের তদন্ত-কার্য্য চলছে—সেই অসমাপ্ত সময় কালের মধ্যেই ডেপুটি কমিশনারের প্রচারিত সংবাদ ব'লে একটি সংবাদ জনমনে বিস্ময়কর ব'লে ঠেকেছিল। ঘটনার পরই আনন্দবাজারের একটি সংস্করণে সংবাদ বেরুলো যে, ডেপুটি কমিসনার এখন কলকাতায়। শিল্পাশ্রমে আক্রমণের ঘটনা বিষয়ে তিনি পুরুলিয়ায় পুলিস সুপারের সঙ্গে ট্রাঙ্কযোগে কথাবার্তা ক'রে জানতে পারলেন যে, শিল্পাশ্রমের ব্যাপারটা ডাকাতি। লোকের মনে হ'ল - তদন্তের এই প্রাথমিক বা অসমাপ্ত অবস্থায় ডেপুটি কমিসনারের মত একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এভাবে বললেন কেন বা ডেপুটি কমিসনারকে দিয়ে এহেন তথ্য প্রকাশ করাইই বা কার কী প্রয়োজন ছিল ?

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দ্দেশমত কি জেলা প্রশাসন তদন্ত করলেন ?

মুখ্যমন্ত্রীর চিঠিতে আমরা জানতে পেরেছি— তিনি স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় পুলিসকে উপযুক্ত তদন্তের জন্য যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন। এর অর্থ উভয়কেই পৃথকভাবে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসনের প্রধান হলেন—ডেপুটি কমিশনার। তিনি যথাযথ তদন্তের নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও - নিজেদের দিক থেকে তদন্ত না ক'রে, কলকাতায় ব'সে শুধু কোন যোগে এস, পির বক্তব্যের ওপর ভিত্তি ক'রে একেবারে সংবাদ পত্রে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন কোন যুক্তিতে? মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমত তাঁর নিজ প্রশাসনের দিক থেকে তদন্তের ব্যবস্থাই বা কোথায় বা কখন হোল ? পুরুলিয়ার পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগ, কলকাতার গোয়েন্দা বিভাগ পুরুলিয়ায় এসে আহতদের সঙ্গে কথাবার্তা করেছেন— ঘটনাস্থল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছেন নানাজনের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন—অবশ্য তার অন্তিম রিপোর্ট কী হবে সে পরের কথা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জেলা প্রশাসনকে যে সমাক তদন্তের যথাযথ নির্দেশ দিলেন ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসনের অন্য কোনো ভারপ্রাপ্ত অফিসারেরা কেন সেই তদন্ত করলেন না বা তাঁদের কেন সেই তদন্ত করতে দেওয়া হল না—আমাদের জিজ্ঞাস্য। তাঁরা তদন্তের ভার নিলে—তাঁরা আহতদের

[৪র্থ পাতায় দেখুন]

মুক্তি

২৪শ পৌষ ১৩৮৫, সোমবার

পঞ্চায়েত ও সমবায়

বিকেন্দ্রীত শাসন ব্যবস্থার দুটি স্তম্ভ—একটি পঞ্চায়েত আর অন্যটি সমবায়। রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা প্রশাসনিক ধারার বিকেন্দ্রীকরণ সার্থক রূপ নেয় প্রকৃত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে; আর সমবায় নীতি ও পদ্ধতি হোল অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ধারা। ভারতে প্রাচীন কাল থেকে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার ঐতিহ্য গড়ে উঠলেও প্রায় হাজার বছর ধরে পরাধীনতার গ্লানিতে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যায় অন্যদিকে; আমাদের সামাজিক জীবনে সমবায়ের নীতি অনেকটা অনুসৃত হলেও—সমবায়ের আদর্শ ও ধারা আমাদের দেশে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক। তবে যে কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধারায় পঞ্চায়েত ও সমবায় পরস্পরের পরিপূরক।

দেশ স্বাধীন হবার পর স্বরাজী ব্যবস্থা ধারায় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতাই প্রকট হয়—ফলে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবহেলিত থাকে। সম্প্রতি পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা ধারা পর্য্যা-লোচনা ও পঞ্চায়েতী রাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু সচেষ্ট হয়েছেন। অন্যদিকে রাজ্য সরকারগুলিও নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিগত যুক্তফ্রন্টের আমলে ক্ষমতা পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচায় রাজ্যের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা গড়ে তোলার যে বলিষ্ঠ প্রয়াস শুরু হয়েছিল - যুক্তফ্রন্টের অকাল মৃত্যুতে সেই প্রচেষ্টার উপরও যবনিকা পাত হয়।

বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা গড়ে তোলায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। মোটামুটি প্রচলিত আইনকানুনের কিছু কিছু সংশোধন ও সংযোজনসহ পুরাতন কাঠামোর ব্যাপক অঙ্গসজ্জা করে ত্রিস্তরে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। রাজ্যের সীমিত অর্থনৈতিক সামর্থের মধ্যে যতদূর সম্ভব আধিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা এবং কিছু পরিমাণ প্রশাসনিক ক্ষমতা দানও করা হচ্ছে। এই পঞ্চায়েতী ধারায় সমবায়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। এই পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার ত্রুটির মূলে দলীয় মনোভাবের প্রাধান্য থাকলেও এটা স্বীকার্য্য যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের দৃঢ় প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

ঠিক বিপরীতভাবে, রাজ্যের সমবায় আন্দোলনে এখনও কোনও প্রাণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সমবায়ের "মরা গাঙে বান ডাকার" কোনও সূচনাও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বামফ্রন্ট শাসনে আসীন হবার সময় সমবায় সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা বলা হয়েছিল—সমবায়ী ঘুঘুর বাসা ভেঙ্গে সমবায় আন্দো-লনকে ঘুনীতিমুক্ত করার জেহাদও ঘোষণা করা হয়েছিল। এই পর্য্যন্ত কয়েকটি "ঘুঘুর বাসা" ভাঙ্গা হলেও সেখানে যে আবার "বাস্তু ঘুঘুর" অনুপ্রবেশ ঘটবে না, একথাও জোর গলায় বলা যায় না। ফলে সমবায় আন্দোলনকে বাঞ্ছিত নূতন রূপ দেওয়ার বিষয়ে অনিশ্চয়তার জন্য সমবায়ের প্রশাসনিক স্তরে সেই অযোগ্যতা দায়িত্বহীনতা, অনুদারিতা প্রভৃতি নানা আধিব্যাধির আবর্জ্জনায় আরও গতিহীনতা ও পঙ্কিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি দূর করতে হলে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ প্রয়োজন সেটা প্রশাসনের শীর্ষে যাঁরা আছেন তাঁদেরই দিতে হবে। কিন্তু সমবায়ের উপর মহলে গরাগচ্ছ ভাবই দেখা যাচ্ছে।

সারা দেশের মধ্যে পশ্চিম বাংলা সমবায় আন্দোলনে নানা-ভাবে পিছিয়ে আছে। আবার সারা রাজ্যের মধ্যে পুরুলিয়া জেলা সব চেয়ে পিছিয়ে। তাই অন্যান্য জেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে—আমাদের চলনকে আরও দ্রুত করতে হবে। বর্ত্তমান সীমাবদ্ধ পরিবেশ ও পরিস্থিতি সত্ত্বেও যে টুকু সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে - তার উপর নির্ভর করেই আমরা আমাদের জেলায় সমবায় আন্দোলনে নূতন প্রাণ সঞ্চার করতে পারি। এর জন্য চাই সমবায় আদর্শে অনুরাগিত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। সরকারী নিয়ন্ত্রণের কাঠামোর মধ্যেও আমরা বেসরকারী নেতৃত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারি—সমবায় আন্দোলনে নূতন গতিবেগ প্রদান করতে পারি—যদি আমাদের নিষ্ঠা ও কাজ করার আগ্রহ থাকে।

পঞ্চায়েতের নূতন কর্ম্মোদ্যমের সঙ্গে সমবায়ও যাতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে—তার জন্য আমাদের সকলকে সচেষ্ট ও সক্রিয় হতে হবে।

অ. চ.

গণশিক্ষার গুরু দায়িত্ব

মুক্তির গত সংখ্যায় গণশিক্ষা সম্পর্কে কিছু লিখেছি। তাতে বলেছি ভারত সরকার নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সাক্ষরতা সম্প্রসারে বিশাল কার্য্যক্রম নেবার কথা ভাবছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে বড়ো পরিকল্পনার কথা কিছু ভাবছেন কি না দেশের কাজে এখনো তা ফুলে ধরা হয়নি।

সাক্ষরতার অভিযান হলুক ক্ষতি নেই। কিন্তু তার চেয়েও বড় বিষয় আজ বয়স্কদের জন্য শিক্ষা। বয়স্কদের অবিলম্বে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিলে—দ্রুত গতিতে দেশের উৎপাদন, দেশের সম্পদ, দেশের সমবায়, দেশের সতাকার জাগ্রত জনশক্তির অফুরন্ত উৎস গড়ে উঠবে। সেজন্য আজ এ বিষয়ে বিশাল কাজের আয়োজন—কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের দিক থেকে শীঘ্র আরম্ভ হোক—আমরা চাই। যা আমরা আজও দেখতে পাচ্ছি না।

অক্ষরজ্ঞানের প্রসার ও বয়স্ক শিক্ষার মধ্যে তফাৎটা কী বলি। অক্ষরজ্ঞান অবশ্যই সকলকে দিতে হবে—বয়স্কদেরও। কারণ অক্ষরের ভেতর দিয়েই অগণিত বইয়ের—বহুবিধ জ্ঞানের সঙ্গে মানুষের যোগ হয়। অক্ষরের ভেতর দিয়ে লেখাপড়া শেখার কাজ অনেক সময় সাপেক্ষ। সেটা চলতে থাকুক। তবে বয়স্ক মানুষ যার বুদ্ধি বিবেচনা আছে—তার সেই সুযোগটা গ্রহণ ক'রে—অবিলম্বে তাকে নানা জ্ঞান দেওয়ার কাজ শুরু হোক।

চারিদিক থেকে জন চেতনা গড়ে তোলার জন্য নানা বিষয় আমাদের সামনে রয়েছে। বহু বিষয়ের মধ্যে কতকগুলি এই। সমাজের মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য বোধ—অপরাধমূলক কাজকর্ম-সমূহের ভয়াবহ ফলসমূহ সম্বন্ধে সচেতনতা—দেশের সমস্ত মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণের প্রতি মানবতা বোধ—**সকলের স্বার্থ রক্ষার ভিত্তিতেই সকলের কল্যাণ** ও নিরাপত্তা এ বিষয়ে ধারণা—অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি—মদ্য-পানের ভয়াবহ পরিণাম—পরিবার পরিকল্পনার অপরিমেয় গুরুত্ব; স্বাস্থ্যরক্ষা, খাদ্যজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক কৃষিজ্ঞান, বিকেন্দ্রিত ক্ষমতা অনুশীলনের শিক্ষা, **জাতীয় জীবনে সমবায়ের মহান ভূমিকার ধারণা** প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞানের আলো জনসাধারণকে আজ দিতে হবে। দিতে হবে—বৈঠকে, প্রচারে, গানে, ছড়ায়, যাত্রা, পালাগানে, প্রদর্শনীতে, দেওয়াল চিত্রে এবং আরো অনেক কিছুর মাধ্যমে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পরিচালনায় সমাক পরিকল্পনা সহকারে এইভাবে গণশিক্ষা আজ জাতীয় জীবনে মহান স্থান গ্রহণ করুক।

শিল্পাশ্রমে নৈশ আক্রমণ ও অভিনব পুলিসী তদন্ত ধারা

[৪৬ পাতার পর]

জিজ্ঞাসাবাদ করতেন—বা ঘটনাস্থলও দেখতেন। সে সব কিছু না করে, অন্য কী ভাবে তাঁরা তদন্ত করেছেন জানি না।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমত কি এস. পি তদন্ত করলেন?

মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয় পুলিস বিভাগকেও যথাযথ তদন্তের ভার দিয়েছিলেন। পুরুলিয়া হাসপাতালে প্রথম দিন পুলিস সুপার আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন—আমার সঙ্গে ঘটনা সম্পর্কে কথাবার্তাও হয় নি। কলকাতার গোয়েন্দা অফিসারেরা এখানে তদন্তের ভার নেবার আগে পুলিস সুপার তাঁর বিভাগ থেকে কী কী তদন্ত করেছিলেন তাও জানি না। তবে এর মধ্যে একটি সঙ্গত প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে যে, যেখানে জেলার অগণিত লোক ঐ ঘটনাকে ডাকাতির ঘটনা ব'লে ধারণাই করতে পারছেন না—সে ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ তদন্তের একেবারে প্রথম স্তরেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিস সুপার ঘটনাকে ডাকাতি ব'লে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন কী ক'রে? অথবা ঐ সিদ্ধান্ত কলকাতায় ডি, সিকে জানালেনই বা কোন যুক্তিতে? ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস সুপার যদি পাকা সিদ্ধান্ত ক'রেই নিয়েছিলেন, তাহলে কলকাতার গোয়েন্দা পুলিসকে এখানে পাঠাবার প্রয়োজনীয়তাই বা কী ছিল? এস. পির মত দায়িত্বশীল ব্যক্তি তদন্তের মাঝখানে নিজ সিদ্ধান্ত জানাবার প্রেরণাই বা পেলেন কোথা থেকে?

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের অর্থ কী?

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ভালভাবেই জানেন যে, আজকের দিনে ডাকাতি প্রভৃতির সঙ্গে বহু রাজনৈতিক আক্রমণও হচ্ছে। সেজন্য কোনো ঘটনা ঘটলে তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগকে যখন নির্দেশ দিচ্ছেন ব্যাপার কী দেখো - তখন তার অর্থ তোমরা দেখ—এটা ডাকাতিও হতে পারে—অন্যকোনো ব্যাপারও হ'তে পারে। শিল্পাশ্রম বিষয়ে তাঁর অজানা কিছু নেই। শিল্পাশ্রমে আক্রমণের বিষয় ডাকাতি না হওয়াই সম্ভব—তাঁর ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। তবু তিনি মাকে লেখা চিঠির প্রথম লাইনেই লিখেছিলেন—শিল্পাশ্রমে ডাকাতি হয়েছে। তদন্তের পূর্বেই 'ডাকাতি' বলে নিজের সিদ্ধান্তটা দেওয়ায় অনেকেই একথা মন্তব্য করেছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী কি তবে তদন্তকারীদের প্রতি কার্যাধারার একটা ইঙ্গিত প্রদান করেছেন? আমার নিজের তা মনে হয় নি। মনে হয়েছে যে—যেভাবে রিপোর্ট পেয়েছিলেন—সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে তাড়াহুড়োর ভাবে ঐ কথাটা লিখেদেন এবং একটা যথাযথ তদন্ত হোক - তাই হয়তো চেয়েছিলেন।

পঞ্চাশ হাজার টাকার এক অদ্ভুত গল্প

এবারে আমি যে বিষয়টার কথা লিখছি—সেটা একটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার। ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করলেই মনে হবে—এটা বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারের ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছু আর কি হতে পারে? এবং তার সঙ্গে এও মনে হবে যে, কলকাতার পুলিস বিভাগ—যাকে আমরা অত্যন্ত বুদ্ধি ও দক্ষতার জন্য খ্যাতি সম্পন্ন মনে করি—সেই বিভাগ এই ব্যাপারে নিতান্তই বুদ্ধি বিভ্রাট প্রদর্শন করেছেন। আনন্দবাজারের একটি সংস্করণে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, পুলিসী সূত্রে জানা গেছে শিল্পাশ্রমে ডাকাতেরা ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি লুঠ ক'রে নিয়ে গেছে। হাঁড়িকুঁড়ি বাসনপত্র ৫০ হাজার টাকার হতে পারে না। তাহলে টাকা বা গয়নার কথাই ওঠে। কত টাকা বা কত টাকার জিনিষ খোয়া গেল—তা জানতে গেলে—তিনটে সূত্র থেকেই জানা যেতে পারে।

পঞ্চাশ হাজার নিয়ে পুলিস ও ডাকাতের গোপন কথাবার্তা?

প্রথম সূত্র হচ্ছে—যাদের খোয়া গেছে—তারা যদি বলেন ডাকাতেরা আমাদের এত টাকার সম্পত্তি নিয়ে গেছে. তাহলে পুলিশ জানতে পারেন। আমরা তো পুলিশকে তা বলি নি। দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে—ব্যাঙ্ক থেকে যদি সংবাদ পাওয়া যায় ঐ দিন ঐ বাড়ীর লোক ৫০ হাজার টাকা তুলেছিল বা কেউ যদি বলে আমি বা আমরা ঐ দিন বা ঐ রাত্রে ৫০ হাজার টাকা ঐ পরিবারের (আশ্রমের) লোককে দিয়েছি। কিন্তু পুলিসের কাছে সে সূত্রেও যে কোনো সংবাদই নেই তা আমি ভালভাবেই জানি। তৃতীয়সূত্র হচ্ছে—যারা টাকা নিয়েছে—ডাকাতেরা—তারা যদি বামাল ধরা পড়ে—তবে তার থেকে জানা যেতে পারে। আমরা তো সবাই জানি যে, পুলিস ডাকাতদের ধরতে পারেন নি। এই অবস্থায়—ডাকাতেরা ৫০ হাজার টাকা বা সেই মূল্যের সম্পত্তি নিয়েছে—এর হদিস পাবার একটি মাত্র রাস্তা রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, যে ডাকাতদের পুলিস ধরেনি—সেই ডাকাতদের সঙ্গে পুলিস কর্তৃপক্ষের বন্ধুভাবে কথাবার্তা হয়েছে এবং তাতে তাঁরা জেনেছেন—ডাকাতেরা ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি পেয়েছে! এ ছাড়া এই ঘটনায় আর কোন্ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে? সংবাদপত্রে ৫০ হাজারের এই তথ্যটি সংবাদপত্রের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয়, না, দায়িত্বজ্ঞানহীন কোনো সরকারী বিভাগের কারসাজী মুখ্যমন্ত্রী কি তার অনুসন্ধান করবেন?

অবিবেচনার ফলে ডাকাতদের প্রতি প্রচারণা কি হচ্ছে না?

আশ্রমে ডাকাতিই হয়েছিল—এটা ভালভাবে বিশ্বাসযোগ্য করানোর উদ্দেশ্যেই যদি ৫০ হাজারের গল্প সংবাদ পত্রে প্রচারিত করা হয়েছিল, তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, এর বিসদৃশতা প্রচারকারীদের নিজেদেরই বোঝবার শক্তি ছিল না। তাছাড়া, এই ঘটনার ভেতর দিয়ে তাঁরা যে একটা সাধারণ পরিবারিক জীবনের—বা কায়ক্লেশে যে আশ্রম চলছে তার নিরাপত্তার ক্ষতি সাধন করছেন—এ বোধও তাঁদের হয়নি। যে আশ্রমের চৌহদ্দির পাঁচিলের অধিকাংশ ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হ'য়ে রাস্তার সঙ্গে উঠোন এক হয়ে গেছে— যেখানে বাড়ী ঘর জানলা দরজা ভগ্ন প্রায়—সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা বলতে তেমন যে কিছু নেই—তা সহজেই অনুমেয়। এ রকম এক ভগ্নপ্রায় আবাস-স্থল থেকে ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি লুঠ হয়েছে—এহেন অসত্য প্রচার যদি সংবাদপত্রে দায়িত্বশীল পুলিস কর্তৃপক্ষের দিক থেকে করা হয়—তাহলে কি অপরাধ প্রবণ ব্যক্তিদের জন্যে ঐ ভগ্নপ্রায় তথা নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিহীন আবাসস্থলও একটা আকর্ষণের জায়গা বা একটা লক্ষ্যস্থল হ'তে দাঁড়াবে না? বহুল প্রচারিত সংবাদ পত্রের মারফত এই যে মিথ্যে সংবাদ সংশোধনহীন হয়ে জারী রইল—এবং আশ্রমবাসীদের নিরাপত্তার বিষয় বিঘ্নিত করে রাখা হল—এর জন্য দায়ী শাসন বিভাগই হোন—অথবা সংবাদ পত্রই হোন—তাঁরাই এহেন কাজ করেছেন তাঁরা যেমন অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞান হীনতার কাজ করেছেন—তার সঙ্গে তাঁরা তেমনি অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন—বলতে বাধ্য হচ্ছি।

স্থানীয় সংবাদদাতা পি টি আই কী লিখছেন

এরপর আমি এমন একটি তথ্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি—যা অনেকগুলি দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সংবাদটির কথা

বলছি—তা প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক বসুমতি পত্রিকায়—যে পত্রিকাটি সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত। সংবাদটি তার ৩০শে নভেম্বর তারিখে (১১৩ সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটির শিরোনামা হচ্ছে -"হানার প্রতিবাদে লোকসেবক সংঘের সদস্যদের অনশন।" তাতে লেখা আছে—"পুরুলিয়া থেকে ২৮শে নভেম্বর পি. টি. আই রিপোর্টার জানাচ্ছেন যে, এখানকার লোকসেবক সংঘে হানার প্রতিবাদে সংঘের দু'হাজার কর্মী গত ২৯শে নভেম্বর চার ঘন্টা ব্যাপী (চার নয়—চল্লিশ ঘন্টা ব্যাপী) অনশন ক'রে বিক্ষোভ জানান। এর আগে সত্যাগ্রহের একটি নীরব মিছিল পথ পরিক্রমা করে।"

পি টি আইকে নস্যাৎ করতে ষ্টাফ রিপোর্টার আমদানী

পুরুলিয়ার পি. টি. আই এর সংবাদদাতার সংবাদের পরই ঐ সঙ্গেই কলকাতার ষ্টাফ রিপোর্টারের এক সংবাদ জুড়ে দেবার দরকার হোল! পুরুলিয়ার পি. টি. আই যে সংবাদ জানাচ্ছেন—তা ডাকাতির ব্যাপার নয় ব'লেই ঘটনার পৃথক বিবরণ দিচ্ছেন। কারো বাড়ীতে ডাকাত পড়লে,—সেই ডাকাতি প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ সত্যাগ্রহ করে না। লোকসেবক সংঘে ডাকাতি যে হয়নি—তা যে অন্য ধরণের হানা হয়েছিল—একথা জানাতে চেয়ে, ঐ হানার সমাক তদন্তের ব্যবস্থা চেয়ে,—সংকারের কাছে দাবী বা আবেদন জানাবার জন্য এবং জনমত সৃষ্টি করার জন্যই দু'হাজার কর্মী চব্বিশ ঘন্টা অনশন সত্যাগ্রহ করেন—থানায় থানায় মৌন মিছিল করেন। পুরুলিয়া সহরেও তাঁরা বিরাট মৌন মিছিল করেন।

আশ্রমে মূল্যবান সম্পত্তির লোভে ডাকাতি!!!

এই হানার বিষয়ে তদন্তের দাবীকে চাপা দেবার জন্য—ঘটনাটাকে (কী কারণে জানি না) ডাকাতি ব'লে সাব্যস্ত করার জন্য ষ্টাফ রিপোর্টারকে আমদানী করা হোল! এবং তার সঙ্গে আমদানী করতে হল—পুরুলিয়ার এস. পিকে এবং ডি, আই, জিকে। এবং তার সঙ্গে এমন গল্প বানাতে হল—যা সারা জেলার কেউ বিশ্বাস করবেন না। এবং এখানের ও কলকাতার যে সব তদন্তকারী পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারেরা এ বিষয়ে তদন্ত করেছেন—তাঁরা নিজেরাও তা সত্য বলে বিশ্বাস করেন না—আমি জানি। বসুমতীর ষ্টাফ রিপোর্টারের কলম দিয়ে যা লেখানো হয়েছে তা এই :—

"মূল্যবান জিনিষ পত্রের লোভেই পুরুলিয়ায় শিল্পাশ্রমে দুষ্কৃতকারীরা হানা দিয়েছিল ব'লে পুলিস সন্দেহ করেছে। ঐ ডাকাতি সম্পর্কে এস. পি, মহাকরণে ডি, আই, জির কাছে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন—তাতে সেই সন্দেহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ব'লে ডি, আই, জি জানিয়েছেন।

আরেক উদ্ভট, অর্থহীন, ক্ষতিকর অথচ অনিশ্চিত সিদ্ধান্ত

আশ্রমে যে ডাকাতদের আকর্ষণ যোগ্য মূল্যবান জিনিষ থাকেনা বা ছিল না—তা যেমন জেলার অগণিত লোক জানেন, তেমনি গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারেরাও তা জেনেছেন। কিন্তু ডাকাতির ঘটনা এবং তারজন্য মূল্যবান সম্পত্তির আবির্ভাব ঘটাতে হবে। সেজন্য পুলিস বিভাগ এক অদ্ভুত, হাস্যকর, অর্থহীন গল্প সৃষ্টি করলেন। গল্পটি ঐ বসুমতীতেই প্রকাশিত হয়েছে। তা এই।

"তিনি (অর্থাৎ ডি, আই, জি) জানান যে, ঐ ঘটনার আগে অরুণ ঘোষের বাঁচিতে বসবাসকারী এক বোন তাঁর স্বামী সহ পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে এসেছিলেন। দুষ্কৃতকারীরা হয়তো ভেবেছিল ওদের সঙ্গে মূল্যবান জিনিষপত্র থাকতে পারে—এবং সেই লোভেই মনে হয়—দুষ্কৃতকারীরা হামলা চালায়। শ্রীঘোষের ঐ বোন ঘটনার আগের দিন অর্থাৎ ২৪শে অক্টোবর বিকেলে আশ্রম থেকে চলে গিয়েছিলেন।

অবিরত আশ্রমে পুরুষ ও মহিলারা আসছেন

আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে—লোক সেবায়তন—মাঝিহিড়া ও অন্যান্য কেন্দ্র থেকে—কলকাতা প্রভৃতি থেকে—ঋষি নিবারণ চন্দ্রের খুব কন্যারা—নাতি নাতনী নাতবৌরা—অন্যান্য কর্মীরা—মহিলা কর্মীরা প্রায়ই আসছেন। আমার দু বোন খুব কম্সে দিল্লী ও রাঁচি থেকে প্রায়ই আসছেন। বিশেষতঃ মা ইদানিং প্রায়শঃই বিশেষ অসুস্থ থাকছেন বলে সবাই বেশী আসা যাওয়া করছেন। এরা সকলেই আর্থিক দৃষ্টিতে নিতান্তই সাধারণ মানুষ। কেউই সোনাদানা, অর্থ সম্পত্তি নিয়ে আসেন না আর তা নেইও। আর দুদিনের দেখা করতে কেউ নানা মূল্যবান জিনিষ আনেন না। পরণের কাপড় চোপড়ের ব্যাগই সঙ্গে আনেন। তাছাড়া, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পুরুষ ও মহিলা অতিথিরাও প্রায় আসেন—তাঁরা তথ্য সংগ্রহের জন্য আসেন—দু চারখানা কাগজপত্র একটা জামাকাপড়ের সুটকেশ আনেন।

একটা দায়িত্বপদে আসীন পুলিস বিভাগ এভাবে অভিমত দিতেও লজ্জিত নন?

পরিস্থিতি যেখানে এই সেখানে এত লোকের নিত্য আনাগোনার মধ্যে কোনটি আমার বোন ও ভগ্নীপতি—তাঁরা কবে কত সম্পত্তি নিয়ে আসছেন—পাহারা দিয়ে তার খবর ডাকাতেরা—রাখছে এ ভাল গল্প। রাঁচিতে তারা বিশেষ সম্পত্তিবান—পুলিসের পক্ষ থেকে ডাকাতদের কাছে এই মিথ্যে প্রচারেও না দেওয়া থাকলে, ডাকাতদের পক্ষে এই ধারণা হওয়াও সম্ভব ছিল না। আমাদের পাড়ার লোকের সঙ্গে আমাদের যে হৃদ্যতা তাতে তাদের সঙ্গে ডাকাতদের যোগাযোগেরও কোনো প্রশ্নই নেই।

আর পাড়ার যোগাযোগ থাকলে—ডাকাতরা তাঁদের আর্থিক অবস্থাও জানতে পারতো; আর ২৪শে তাঁরা যে চলে গেছেন তার খবরও তারা পেতো এবং ডাকাতির প্রয়োজনই হত না। বহু বুদ্ধি খরচ ক'রে পুলিস বিভাগ একটা আজগুবি হাস্যকর গল্প বানিয়েছেন—সেটা আবার সংবাদপত্রে দিয়েছেন। সমস্ত গল্পটার মধ্যে তদন্তের সিদ্ধান্ত নেই—সমস্তটা অনুমানের ওপর। "দুষ্কৃতিকারীরা হয়ত ভেবেছিল"—"আমাদের মনে হয়" ইত্যাদি। একটা দায়িত্ব পদে আসীন পুলিস বিভাগ যে একটা দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে কাজ করতে পারেন জানা ছিল না।

অপরের নিরাপত্তা বিঘ্ন করার এক বিশেষ প্রশ্ন

আমার বোন ও ভগ্নীপতিরা যে দুষ্কৃতকারীদের আকর্ষণের বস্তু—এই সংবাদ পুলিস বিভাগ থেকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বিবেকহীনভাবে সংবাদপত্রে যেভাবে প্রচার ক'রে দেওয়া হল—তার দ্বারা তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নের প্রশ্ন জড়িত করা হল কিনা? অপরের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব যাদের ওপর সেই পুলিস বিভাগ যে বিশেষ উদ্দেশ্যে অপরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছেন—আশা করি—জ্যোতিবাবু এর গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন।

পুলিসের পক্ষে লজ্জার ও সরকারের পক্ষে বিচার্য্য বিষয় নয় কি?

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু নিজে পুলিস মন্ত্রী। তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে পুলিসী ব্যবস্থা দায়িত্বপূর্ণ হবে আমরা আশা করি। শিল্পাশ্রমের

ঘটনায় কাকে কাকে তদন্তের ভার দেওয়া হল—কে কি করলেন—কে কখন কী বললেন—তার মাথা মুণ্ড বোঝা গেল না। তদন্ত যদি সততাপূর্ণ হোত—তাহলে এই অবস্থায়—তাঁদের বলা উচিত ছিল—ডাকাতি, না, অন্য কিছু বোঝা গেল না এবং যাই হয়ে থাক—তার কারণও আমরা হদিস করতে পারলাম না। যে ঘটনার জন্য জেলার অগণিত মানুষ তদন্ত চেয়েছিলেন—তার অবস্থাই যদি এই হয়—তবে সাধারণ ব্যাপারে মানুষ কী আচরণ পাবে? শিল্পাশ্রম ঘটনার তদন্তের নামে যা ঘটেছে জ্যোতি বাবুকে জিজ্ঞেস করি—তা পুলিসের পক্ষে লজ্জার এবং সরকারের পক্ষে বিচার্য্য বিষয় হয়নি কি?

জয়পুর নির্ব্বাচনক্ষেত্রে নির্ব্বাচন

জয়পুর বিধানসভার উপ-নির্ব্বাচন হবে ২১শে জানুয়ারী ১৯৭৯। মনোনয়ন পত্রের শেষ তারিখ—২৬শে ডিসেম্বর। ২৭শে মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা ও ২৯শে ডিসেম্বর প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের তারিখ।

বন্যাত্রাণে সাহায্য

(১)

বান্দোয়ান ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীবিশ্বতোষ সেনগুপ্ত জানাচ্ছেন যে, বিদ্যাপীঠের ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকগণ মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে ৪০১ টাকা সাহায্য পাঠিয়েছেন।

(২)

বরাবাজার নিবাসী প্রাক্তন মুক্তি যোদ্ধা শ্রীআনন্দ মোহন সিংহদেব বন্যা দুর্গতদের সাহায্যকল্পে বিগত ১৬ ১০ ৭৮ তারিখে মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে ২০১ (দুইশত এক টাকা) প্রেরণ করেছেন।

(৩)

বরাবাজার নিবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহদেব বন্যাত্রানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে ১৭ (সতের টাকা) দিয়েছেন।

Wanted

Wanted for Nistarini College one part-time lecturer in each of Philosophy, Economics, Sanskrit and Geography. The candidates must have (a) atleast 50% mark in M. A. (b) an average of atleast 50% marks in the Honours and H.S/P.U/U E. examinations beken together. The monthly remmueration will be Rs. 100/- (fixed). The Part-time lecturer in Philosophy will be required upto 31-3-79. The last date of receipt of the application and date of interview are 3-1-79 and 10-1-79 at 2 p.m. respectively in the college premises.

Principal
Nistarini College, Purulia.

মুখার্জ্জী মেডিক্যাল হল
ঔষধের দোকান
চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া।
এখানে যাবতীয় এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায় এবং রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

বাড়ী ভাড়া চাই

বেঙ্গল আর্ক ষ্টীল লিঃ, টামনা, কর্ম্মচারীদের জন্য পুরুলিয়া সহরে দুই তিন কামরার স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্লাট এবং তিন বা তদূর্দ্ধ কামরার সম্পূর্ণ খালি বাড়ী ভাড়া বা লিজ-এ চায়। যোগাযোগ করুন।

ম্যানেজার;
বেঙ্গল আর্ক ষ্টীল লিঃ টাম্‌না
টেলিফোন—পুরুলিয়া ২২১

রান্নার জন্য লোক চাই

ঝালদা থানায় তুলিন গ্রামে একটি কায়স্থ পরিবারে রান্নার জন্য একটি মহিলা কর্ম্মী দরকার। রান্না ও সামান্য গোছগাছের কাজ করতে হবে। বাড়ীতে আছেন স্বামী স্ত্রী ও দুটি ছেলে।

যদি কেউ এ কাজ করতে চান—তিনি তাঁর নিজ বিবরণ ও কী চান জানিয়ে মুক্তি প্রেসে চিঠি দিন।

Wanted

Wanted M. A. II class in English (with honours) M. A. II class in Political Science (with honours) or M. Sc. II (with honours) in Physics. preferably trained, Experienced and having good academic back ground.

Honours candidates who were eligible and engaged in teaching Work of Class XI (Old Higher Secondary) on 31-12-75 may also apply.

Apply sharp to the Secretary with testimonials on or before 27-12-78

Secretary
Bari High School, (XI—Class)
P. O. Bari Dist. Purulia

Wanted

Wanted an honours in English preferably trained for Nigamnagar N. S. High School, P. O. Adra, Dist. Purulia. Apply to the Secretary within a week from the date of publication of the advertisement.

Secretary

Wanted

Wanted a Bio-Science graduate (Preferably B. T.) Sonaijuri Anchalik Jr. High School (Bhalagora) P. O. Sonaijuri Dist. Purulia.

The applictaions should reach the school office on or before 2-1-79

Apply, to the Secretary: Date of Interview on 7-1-79 at 1 p. m.

Secretary

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ৪৩শ সংখ্যা | সোমবার, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ ৯ই পৌষ, ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

জনমতের স্বাধীনতায় গণতন্ত্র গড়ে—
জুলুমবাজী, হিংসাতে হয় ব্যর্থ গণমত।
মানবতা না যদি রয় জনগণের ধড়ে—
মানব সমাজ কিসে পাবে গণতান্ত্রিক পথ।

• • •

সমাজ মানে জনকয়েকের জুলুমদারী নয়—
মৈত্রী দিয়েই হয় সমাজের বাঁচার বুনিয়াদ—
অহিংসা আর মানুষ গড়াই গান্ধী সর্ব্বোদয়।
স্বাধীনতার মুক্তি-মন্ত্র মহান গান্ধীবাদ॥

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জেল ও সংসদ সদস্যপদ খারিজ

লোকসভার ব্যাপারে বিবিধ অপরাধমূলক কাজ করার জন্য লোকসভার অধিকার রক্ষা কমিটির তদন্ত ও বিচারে শ্রীমতী গান্ধী শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বলে ধার্য্য হন। গত ১৯শে ডিসেম্বর লোকসভার পক্ষ থেকে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয় যে, চলতি অধিবেশন পর্য্যন্ত তিনি জেলে থাকবেন এবং তিনি যে লোকসভার সদস্য হয়েছেন—তা বাতিল ক'রে দেওয়া হয়। তাঁকে তিহার জেলে রাখা হয়েছে। শাস্তির প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয়। পক্ষে ছিলেন ২৭৯ জন-বিপক্ষে ১৩৮ জন এবং ভোট দেননি ৩৭ জন। শ্রীমতী গান্ধীর অপরাধ অত্যন্ত গুরুতরই হয়েছিল এবং লোকসভার অধিকার রক্ষা কমিটি সুবিচারের সঙ্গে সমগ্র বিষয়টির তদন্ত ও আলোকপাত করেন। লোকসভায় এ বিষয়ে বিচার বিমর্ষের কালে ইন্দিরাজীর আচরণও নিতান্তই অগণতান্ত্রিক ও সুরুচি বহির্ভূত ও ভব্যতা বিরোধী হয়েছিল।

ইন্দিরার শাস্তি ও তথাকথিত গান্ধীবাদীদের তাণ্ডব

গান্ধীবাদী ও গণতন্ত্রের একমাত্র রক্ষক ব'লে যাঁরা নিজেদের ঘোষণা করেন—সেই তথাকথিত গান্ধী-মগবাহিনী আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে, তাদের নেত্রীর সাজা হলে তাঁরা রসাতল কাণ্ড করে দেবেন। ইন্দিরাজীর সাজা হওয়ার পর তাঁরা সারা ভারতে বিচ্ছিন্নভাবে নানা হিংসাত্মক কদর্য্য অন্তর্ঘাতমূলক উপদ্রব সুরু করেন। এবং হরতালের ডাক দেন। ভারতবর্ষের কিছু কিছু জায়গায় হরতাল পালিত হয়েছে সত্য—তবে ইন্দিরা-শোকে নয় মস্তানদের উপদ্রবের ভয়ে লোকে দোকান পাট বন্ধ রেখে ছিল। অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এই অজুহাতে—তথাকথিত অহিংস গান্ধীবাদী ইন্দিরা-চেলারা চারিদিকে ট্রামে বাসে, সরকারী অফিস প্রভৃতিতে আগুন লাগিয়ে বহু ক্ষতি করে—আগুন লাগিয়ে কিছু মানুষ পর্য্যন্ত মারে। নানাস্থানে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ, গোলাগুলির ব্যবহার, খণ্ডযুদ্ধ প্রভৃতি তারা চালায়। ভারতের আকাশ থেকে ভারতীয় বিমান ছিনতাই পর্য্যন্ত করা হয়—ইন্দিরার মুক্তির দাবীতে। ইন্দিরা-অনুগামীদের হিংসাত্মক কাজ ঠেকাতে পুলিসও নানাস্থানে গুলি চালায়—তাতে মানুষ মারা যান। অধিকার রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীসমর গুহের বাড়ীতে বোমা বর্ষণের আক্রমণ চালানো হয়। সারা ভারতে ইন্দিরা কংগ্রেসের উপদ্রবকারীদের প্রায় লক্ষাধিক ব্যক্তি হিংসাত্মক কাজের অভিযোগে ধৃত হন। এ পর্য্যন্ত ১২ জন নিহত হয়েছেন ব'লে সংবাদ।

পুরুলিয়া জেলায় এবারের ফসলের আসল পরিস্থিতি

সরকারী পক্ষ ও বিভিন্ন পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে বন্যাপীড়িত অঞ্চলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতির কথা বাদ দিলে এবার সারা পশ্চিমবঙ্গে ভাল ফসল হয়েছে। সারা পশ্চিমবঙ্গের খবর আমরা জানি তবে বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক বিভ্রাটের জন্য পুরুলিয়া জেলার ফসলের অবস্থা যে এবার খুবই খারাপ হবে—তা আমরা মুক্তির পাতায় কয়েকবার আলোচনা করেছি এবং তার বিস্তারিত কারণগুলিরও আলোচনা করেছি।

বিগত ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর লোকসেবক সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে তিনটি থানা বাদে সারা জেলার সমস্ত থানার প্রতিনিধিরা শিল্পাশ্রমে সমবেত হন। বিভিন্ন জরুরী আলোচনার সঙ্গে, জেলার খাদ্য পরিস্থিতির বিষয়টিও বিশেষ আলোচনার বস্তু ছিল তাতে সব ব্লকের প্রতিনিধিদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বোঝা গেল যে, ধানের ফলন মোটামুটি সব থানায় একই রকম হয়েছে। তথ্যে বোঝা গেল যে, সারা জেলার বাইদ জমিতে মাত্র আট আনা এবং বহালকানালী জমিতে মাত্র ছয় আনা ধান হয়েছে।

অত্যন্ত দরিদ্র-দুর্দ্দশাগ্রস্ত জেলার পক্ষে ধানের এই উৎপাদনের রূপ—অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। জেলার শোচনীয় কৃষিজীবনকে উপযুক্তভাবে গ'ড়ে তোলার কোনো উদ্যোগ বা সার্থক পরিকল্পনা সমূহের কোনো সংবাদও নেই। এবারের ধানের উৎপাদনও যেমন ক্ষতিজনক হয়েছে—তেমনি অন্যান্য বহু রকম আনুষঙ্গিক ফসলও একেবারে গেছে—বহু বেশ ভাল রকম নষ্ট হয়েছে। এ সবের বিবরণ মুক্তিতে আগেই প্রকাশিত হয়েছে।

জেলার খাদ্যাবস্থার এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সরকারী ব্যবস্থা নেবার অনেক কিছু রয়েছে। কর্ম্মীদের কাছে জানা গেল—গম প্রভৃতি বিকল্প খাদ্যের জন্য সহায়তা দেবার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু উদ্যোগ সরকার নিয়েছেন। যেমন মিনিকিট প্রভৃতি দেবার ব্যবস্থা করা। কর্ম্মীদের অনেকে বললেন—মিনিকিটের জন্য যাদের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে—তাঁদের অনেকে এখনো মিনিকিট না পাওয়ায় সময় চলে যাচ্ছে—জমিতে আগাছা হচ্ছে।

শাসন কর্ত্তৃপক্ষ যদি জেলার ধানের উৎপাদন বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একমত না হন, তাহলে আমরা অনুরোধ করব—আমাদের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে তদন্তে চলুন—তাহলে আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

ইন্দিরা কংগ্রেস কর্মীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন
পুলিশের টীয়ার গ্যাস চালনা : দুই শতাধিক গ্রেপ্তার

গত ২১শে ডিসেম্বর পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেস (ই) ও যুব কংগ্রেস (ই) এর যৌথ উদ্যোগে একটি বিশাল মিছিল সহর পরিক্রমা করে বেলা ১টার সময় আদালত প্রাঙ্গণে জজ কোর্টের সম্মুখে সমবেত হয়। সেখানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং কুখ্যাত মিসা বন্দী শ্রীসুব্রত মুখার্জীর মুক্তির দাবীতে বক্তৃতা করা হয়। সভা চলাকালীন সময়ে পুলিশ সুপার শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার মুখার্জী ও অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার ভট্টাচার্য্য সভাস্থলে উপস্থিত হন এবং সভা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। সভা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়ার পর পুলিশ সুপার শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার মুখার্জী ও অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার ভট্টাচার্য্য সভাস্থলে উপস্থিত হন এবং

তবে সে পন্থাও হবে গণতান্ত্রিক ও অহিংস। কিন্তু যা হল তা কলঙ্কজনক।

শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে ইন্দিরাজীদের যেমন ক্ষমতা-মত্ততা ও বিচার-বিকৃতি হয়েছিল—শাসন ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়ে এঁরা আরো বিকার-গ্রস্ত ও কাণ্ডজ্ঞানহীন দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। কোনো কোনো সাংবাদিক বলেছেন ইন্দিরাজীকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে—অপরাধের দৃষ্টিতে তা যথাযোগ্যই হয়েছে। তবে এই শাস্তিতে ইন্দিরাজীর লোক চক্ষে আরো সম্মান বাড়বে এবং তাঁর রাজনৈতিক কূট কৌশলের কাছে জনতা পার্টি সরকার পেরে উঠবেন না। যথার্থ বিচারের হাতে লজ্জাকর শাস্তি লাভ ক'রেও যদি দেশের মানুষের কাছে ইন্দিরাজী 'হিরো' হন—তাহলে তা তিনি হবেন ঐ সব বিশেষ সাংবাদিকদের অভিনব কলমের কল্যাণেই। ঐ সাংবাদিকদের আরেকটি কথাও ঠিক নয়—কেন তা বলছি।

জনতা পার্টি সরকার ঠিকমতো দেশ চালাতে পারছেন না এটা অনস্বীকার্য্য। যদি এঁরা সামলাতে না পারেন—তাহলে নানা জোড়াতালির মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনীতির মোড় অন্যদিকে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু এটা অবধারিত ঐতিহাসিক সত্যরূপে দেখা দেবেই যে, ইন্দিরাজীর পক্ষে ভারতের ক্ষমতার আসনে আর ফিরে আসবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। নানা ঘাত প্রতিঘাত, নানা অভিজ্ঞতা, নানা অবিচার অত্যাচারের মধ্য দিয়ে দেশ অগ্রসর হচ্ছেই। দেশের যেখানে যত কায়েমী স্বার্থবাদী ও সমাজ-বিরোধীদের সংহতির ক্ষেত্ররূপে, ইন্দিরাজীকে আশ্রয় ক'রে, যে-কংগ্রেস আজ ৩০ বৎসর ধরে লুণ্ঠন স্বৈরাচার, অবিচার অনাচার ও বর্ব্বর শাসন করেছে—দেশের মানুষ আবার তাকে ফিরিয়ে আনবে—দেশের মানুষ এতটা অমানুষিকতার কাজ করবে—তা কখনো আশা করতে পারি না।

শিল্পাশ্রমে নৈশ আক্রমণ ও পুলিসী তদন্ত সম্পর্কে তথ্য

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

মুক্তির বিগত সংখ্যায় শিল্পাশ্রমে ২৫শে অক্টোবর মধ্যরাত্রে যে আক্রমণ হয়—তার তদন্ত সম্পর্কিত দিকটির আলোচনা করেছি। সকলেই জানেন যে, ঐ ঘটনার বিষয়ে সারা জেলায় উপযুক্ত তদন্তের দাবী ওঠে এবং মুখ্যমন্ত্রী ও শাসনকারী দলের নেতারা আশ্বাস দেন যে, উপযুক্ত তদন্তের জন্য তাঁরা যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন। এসম্পর্কে সাধ্যমত ব্যবস্থা করছেন। এবং জানা গেল যে, এই তদন্তের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জেলা কর্তৃপক্ষ, জেলা পুলিস এবং জেলা ও রাজ্যস্তরের গোয়েন্দা বিভাগকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত সংখ্যার মুক্তিতে আলোচনায় আমি দেখাই যে, ঐ সব তদন্তের নামে যে সব অদ্ভুত এবং যথেচ্ছাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে—তাতে একে কোনো ভাবেই কোনো বিভাগ সম্মত, বিধান সম্মত, বিচার সম্মত বা বুদ্ধি সম্মত তদন্তই বলা চলে না। এবং এই ব্যাপারের সঙ্গে কয়েকটি সংবাদপত্রের অদ্ভুত আচরণেরও যে ব্যাপার ঘটেছে তাকেও কোনোভাবেই স্বাভাবিক সাংবাদিকতা বা সাংবাদিক সততার দৃষ্টিতে কর্ত্তব্যপালন বলা চলেনা। জনমনে তদন্তের বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রশ্ন জাগ্রত করে তুলেছে—তাও আমি ঐ প্রবন্ধে আলোচনা করেছি।

দীর্ঘদিন ধ'রে তদন্তের নামে যে ব্যাপার চলেছে এবং সংবাদ পত্রের পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক উপায়ে সংবাদ সংগ্রহের নানা ব্যাপারে পুলিস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যেভাবে যোগাযোগ ঘটেছে তাতে বামফ্রন্টের মত গণতান্ত্রিক সরকার দীর্ঘদিন ধরে নীরবে এ সব সহ্য ক'রে যাচ্ছেন কেন—তাও আজ জেলার বহু লোকের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

রাজ্য সরকার যদি এ বিষয়ে খেয়াল করেন নি ব'লেই এই পরিস্থিতি ঘটেছে—এবং তদন্ত সম্পর্কে রাজ্যসরকার যদি সত্যিই সততা-সম্পন্ন হন—তবে বহু মানুষই মনে করছেন যে, রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই জনসাধারণের সামনে বিবৃতি দিয়ে, পুলিস বিভাগের বিভ্রান্তিজনক ও অসংলগ্ন আচরণগুলির জন্য ত্রুটি স্বীকার করবেন এবং উপযুক্ত তদন্তের জন্য চেষ্টা করবেন। তাছাড়া, রাজ্য পুলিস ও রাজ্য গোয়েন্দা যদি তদন্তে ঠিকমতো অগ্রসর হতে পারছেন না—তাহলে রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্য গ্রহণ করবেন।

দিল্লী ইউনিয়ন অফ জার্নালিষ্টস

শিল্পাশ্রমে আক্রমণের ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পর গত ৭ই নভেম্বর তারিখে "দিল্লী ইউনিয়ন অফ জার্নালিষ্টসের পক্ষ থেকে ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী মধুমিতা মজুমদার যিনি ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের আসিষ্ট্যান্ট এডিটার, দিল্লী থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে ৭ই নভেম্বর এক পত্র লেখেন যে, তাঁরা ঘটনার সমস্ত বিবরণ সংবাদপত্র মারফত (এবং মুক্তি পত্রিকারও মারফত) পেয়েছেন। এই সংবাদ তাঁদের অত্যন্ত বিচলিত করেছে। শ্রীমতী মজুমদার উল্লিখিত চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন যে, পুলিস এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের ধরবার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এবং তিনি আরো লিখেছেন যে তিনি সংবাদ পেয়েছেন—পুলিসী তদন্তের যে সব আনুষঙ্গিক কার্য্যধারা—আঙ্গুলের ছাপের ছবি রাখা প্রভৃতি—তা নাকি করা হয় নি তা যদি সত্য হয়—তবে তা কেন করা হল—তা তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছেন।

দিল্লী ইউনিয়ন অফ জার্নালিষ্টসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে, তিনি ১২ই ডিসেম্বর আবার সি, পি, এমের ভারতীয় পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী ই, এম, এস, নাম্বুদ্রিপাদকে চিঠি লিখে শিল্পাশ্রমের সমস্ত ব্যাপার জানান। এবং তাঁকে জানান যে, ঐ ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত যাতে হয় তজ্জন্য পুরুলিয়া জেলায় একটা ব্যাপক দাবীর আন্দোলন নানাভাবে দেখা দিয়েছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদকে শ্রীমতী মজুমদার জানান যে, স্থানীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র মুক্তির সম্পাদক শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ তাঁদের পত্রিকায় শাসনযন্ত্র ও পুলিসের কর্ম্মধারা ও মনোভাব প্রভৃতি সম্পর্কে নানা সমালোচনা করেছেন। তার সঙ্গে বামফ্রন্ট বিষয়েও সমালোচনা আছে। শ্রীমতী মজুমদার লিখেছেন যে, শিল্পাশ্রমে যে-মারাত্মক আক্রমণ করা হয়েছিল তার পিছনে কে ছিল—তা তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবে একথা তিনি বলতে পারেন যে শিল্পাশ্রমের ওপর আক্রমণের ব্যাপারকে জেলার জনসাধারণ এক গুরুতর বিষয় রূপে গ্রহণ করেছেন এবং অপরাধী অনুসন্ধানের ব্যাপারে

পুলিসের অসামর্থ্য বা ঔদাসীনের বিষয়েও তীব্র মনোভাব পোষণ করছেন।

এ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট আরো বলেন যে, পশ্চিম বাংলার আইন শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে অভিযোগ সমূহকে তাঁরা গুরুত্ব দিতেন না—শিল্পাশ্রমের ব্যাপারে তাঁদের মনেও সবিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রে তুলেছে। তিনি আরো বলেন যে, ভিন্ন মতবাদের ব্যক্তিদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ ক'রে, তাদের দমন করার কর্মধারা আজকের দিনে সকলেই অবাঞ্ছিত ও বর্জ্জনীয় মনে করছেন। তিনি বলেন, আমরা শুনেছি—সারা পশ্চিম বাংলায় বিশেষ ক'রে পুরুলিয়া জেলায় বামফ্রন্টে অনেক অবাঞ্ছিত লোক ঢুকে গেছে। বামফ্রন্ট কি তাদের নিয়ে ফ্রন্টের আদর্শগত কাজ চালাতে পারবেন? মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু তদন্তের বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। দিল্লী জার্নালিষ্ট এ্যাসোসিয়েশন তাঁকে উপযুক্ত তদন্ত ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছেন। কিছুই ব্যবস্থা হয় নি ব'লে দিল্লী জার্নালিষ্ট ইউনিয়ন জেনেছেন। রাজ্যের দিক থেকে তদন্তের যখন এই অবস্থা, তখন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্য নেবার বিষয়ে জ্যোতিবাবুকে পরামর্শ দেবার জন্য শ্রীনাম্বুদ্রীপাদকে তাঁরা অনুরোধ জানিয়েছেন।

প্রেস ক্লাবের কাছে প্রধানমন্ত্রীর পত্র

শিল্পাশ্রমে ঘটনা সম্পর্কে আর একটি অত্যন্ত বিচিত্র এবং অদ্ভুত সংবাদের উপহার আপনাদের দিচ্ছি। সেটি এই।

প্রধানমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী ২০।১২।৭৮ তারিখের পত্রে পুরুলিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি শ্রীঅশোক চৌধুরীকে লিখেছেন যে, "পুরুলিয়া লোকসেবক সংঘ আশ্রমের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর প্রেরিত ৩০শে অক্টোবরের টেলিগ্রাম ও পত্র প্রধানমন্ত্রী পেয়েছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে ঐ বিষয়ে যোগাযোগ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রধানমন্ত্রীকে পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্টের যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তাতে জানা যায় যে গত ২৬শে অক্টোবর ভোর রাত্রে আশ্রমের শ্রীঅরুণ ঘোষ থানাতে টেলিফোন করেন যে, আশ্রমে ডাকাতি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং অরুণ বাবুর অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৭ ধারায় একটা মামলা দায়ের করে। পুলিশ রিপোর্টে আরও জানা যায় যে, জন দশ বারো সশস্ত্র দুর্বৃত্ত আশ্রমে হানা দিয়ে একটা ঘর তছনছ করে এবং আরেকটা ঘর থেকে একটা চামড়ার সুটকেশ নিয়ে যায়। দুর্বৃত্তের হাতে আশ্রমবাসীরা সামান্য আহত হন এবং তাঁদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনার পশ্চাতে কোনও দুরভিসন্ধি ছিল কিনা সেটা সুস্পষ্ট নয় ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তিনজন দাগী আসামীকে পুলিশ ধরেছে এবং অন্যান্যদের ধরার চেষ্টা করছে। গোয়েন্দা বিভাগ এখন তদন্ত কার্য্য চালাচ্ছেন।"

তদন্তের বিষয়ে অন্য যে সব কথা লিখেছি—সে সব যদি ছেড়েও দিই একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর এই চিঠির সংবাদটিই প্রমাণ করছে—একটা রাজ্য সরকারের দায়িত্বের আসনে উপবিষ্ট অফিসারেরা তদন্তের নামে কী রকম ছেলাখেলা ও সত্যের অপলাপ করতে পারেন। ঘটনা ঘটে ২৫শে অক্টোবর। ৩০শে টেলিগ্রাম গেছে। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে চিঠি লিখতে ও উত্তর পেতে বহু দেরী হয়েছে। তাই প্রধানমন্ত্রী ২০শে ডিসেম্বর চিঠি দিচ্ছেন। যে পুলিশ সুপারের বক্তব্য দীর্ঘদিন পরে প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো হচ্ছে—সেই পুলিশ সুপার নিজে ৩০শে অক্টোবরের মধ্যেই জেনেছিলেন যে, আক্রান্ত ব্যক্তিদের একজনের পাকস্থলী আঘাতে ফেটে যায়। অপারেশন ক'রে তাকে মরণোন্মুখ অবস্থা থেকে বাঁচানো হয়। আর একজনের একটা আঙ্গুল কেটে টুকরো হয়ে যায়—এবং দুজনের মাথায় দারুণ আঘাত লাগে—যে ক্ষতগুলি সেলাই করতে হয়। সকলকে সর্ব্বাঙ্গে এত মারধোর করা হয় যে, দুজন অজ্ঞান হয়ে যান এবং ঐ দুজনের রক্ত বমি হয়। হাসপাতালে একাধিক ব্যক্তিকে স্যালাইন গ্লুকোজ প্রভৃতি দিতে হয়। এস, পি এসব নিজে জানা সত্ত্বেও এবং সরকারী হাসপাতালেগুলিতে এই সব রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও, তিনি অনায়াসে লিখলেন—দুর্বৃত্তদের হাতে আশ্রমবাসীরা সামান্য আঘাত পান!! একটা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, সত্য গোপন ক'রে, দেশের প্রধান মন্ত্রীকে কী ভাবে সম্পূর্ণ অসত্য সংবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত করা হচ্ছে দেখুন জেলার একজনও মানুষ এস পির এই রিপোর্টকে সত্য বলে মনে করেন কি?

ঐ পত্র অনুসারে আমরা জানতে পারছি—এস, পি, জানিয়েছেন—২৬শে ভোর রাত্রে অরুণ ঘোষ পুলিসকে জানান যে, ডাকাতি হয়েছে। সেই অনুসারে ডাকাতির চার্জ্জ আনা হয়েছে। ঘটনা যা ঘটেছিল অরুণ ঘোষ তারই বিবরণ দিয়েছেন। তাঁকে সেদিন রাজ্য সরকার থেকে ভার দেওয়া হয়নি যে, ঐ ব্যাপারটাকে 'ডাকাতি' ব'লে উল্লেখ ক'রে রাজ্য সরকারের পক্ষে ব্যাপারটাকে সুবিধাজনক ক'রে যেন দেন। প্রেস ক্লাবের সভাপতি বিষয়টির উপযুক্ত তদন্তের দাবী করেছিলেন পুলিস নিজের পক্ষের তদন্তের ফলাফল না জানিয়ে অরুণ ঘোষের প্রাথমিক জবানবন্দীর নামে প্রধানমন্ত্রীকে একটি বিচিত্র উপহার দিয়ে কাজ সারলেন।

তদন্তের বিষয়টার যে কোনো গুরুত্বই ছিল না—এস, পির আর একটি কথা থেকে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। তিনি লিখেছেন—দুর্বৃত্তেরা একটা ঘর তছনছ করে—এবং অন্য ঘর থেকে একটা চামড়ার সুটকেশ নিয়ে যায়। পুলিসের যতগুলি দল আশ্রমে তদন্তে গেছেন—জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন—তাঁরা কেউই ঐ রিপোর্ট দেননি। দুর্বৃত্তেরা মাত্র একটি ঘরেই ঢুকে মারধোর ও ছিনতাই করেছিল। এসব রিপোর্ট দেখবার এস, পির দরকারই ছিল না। প্রধানমন্ত্রীকে যা হোক একটা লিখতে হবে—লিখে দিয়েছেন।

শেষ কালে এস পি একটি মোক্ষম কথা বলেছেন—There is no clear indication about the motive of the crime. অর্থাৎ—অপরাধের উদ্দেশ্য বিষয়ে কোনো পরিষ্কার পরিচয় নেই। এর অর্থ এই হয় যে,—এস, পি বলতে চান—তথাকথিত আক্রমণকারী ব'লে যাদের বলা হয়েছে—তাদের অপরাধের কোনো উদ্দেশ্য ছিল কিনা সেটাই পরিষ্কার নয়। মারধোর এবং জিনিষ অপহরণের বিবৃতিও তাহলে আমাদের বানানো আষাঢ়ে গল্প—এস,পি বা তাঁর পক্ষে সরকার কি তাই বলতে চান?

জয়পুর বিধান সভার নির্ব্বাচন

কংগ্রেস সদস্য শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাতর মৃত্যুতে জয়পুর কেন্দ্রের বিধান সভার যে আসন শূন্য হয়—তা' পূরণের জন্য আগামী ২১শে জানুয়ারী ভোট গ্রহণ করা হবে। নিম্নলিখিত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

১। চক্রধর মাহাত—জনতা
২। কেশবচন্দ্র মাহাত—ফঃ ব্লক (বামফ্রন্ট)
৩। শান্তিরাম মাহাত—কংগ্রেস
৪। শক্তিপদ মাহাত—কংগ্রেস
৫। সুধীন্দ্র মাহাত—কংগ্রেস (ই)
৬। শান্তিরাম মাহাত—এস-ইউ-সি
৭। পদ্মলোচন মাহাত—ঝাড়খণ্ড (মুক্তি মোর্চ্চা)
৮। মহানন্দ মাহাত—ওয়ার্কাস পার্টী
৯। হেলানাথ চ্যাটার্জ্জী—নির্দ্দল
১০। রাধু মাঝি—নির্দ্দল
১১। রাজেন্দ্র গরাস্ত—নির্দ্দল
১২। ওয়াকিল মহম্মদ সুলেমান আনসারী—নির্দ্দল

২৭শে ডিসেম্বর স্ক্রুটিনী এবং ২৯শে ডিসেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন।

Wanted

Wanted three assistant teachers one pure Science graduate, one Bio-Science graduate and an arts graduate with English honours preferably trained for Lakhra Upendranath Proposed High School.

Apply to the Secretary, on or before 10th January 1979.

Secretary
Lakhra Upendranath Proposed High School
Nepal Chandra Datta
P. O. Lakhra, Dist Purulia

Wanted

Wanted Bio-Science graduate (Preferably Trained) for Panjania J. D. R. 4 class Jr. High School P.O. Bagalia, Dist. Purulia. Apply to the Secretary on or before 6-1-79.

Applicants are to attend the interview on 11-1-79 at 11 a. m. in the School premisses. No will T. A. be paid for the journey.

Route—Howrah Chakradharpur Rly. Station Bagalia to 4 K. M. South East.

Sri Upendranath Mahato
Secretary

Wanted

Wanted a B. Sc. preferably trained in work education as an asstt. teacher (in aditional post) for Garaphusra Jr. High School. Apply on and from 29.12.78 and appear before the selection Committee for interview on 3.1.79.

Secretary
Garaphusra Jr. High School
P. O. Garaphusra, Dt. Purulia.

মুখার্জ্জী মেডিক্যাল হল

ঔষধের দোকান

চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া।

এখানে যাবতীয় এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায় এবং রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

বিজ্ঞপ্তি

আশ্রমিক পরিবেশ, কম খরচে (মাসিক ষাট টাকা) হোষ্টেলের সুবিধা, অভিজ্ঞ শিক্ষক, পৃথক কোচিং এর ব্যবস্থা, বাজার বাস যোগাযোগের সুবিধা, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সীমিত আসনে ছেলের ভর্ত্তির জন্য যোগাযোগ করুন।

প্রধান শিক্ষক
কেশরগড় শ্রীকৃষ্ণানন্দ বিদ্যাপীঠ
পোঃ রাকাব, জেলা পুরুলিয়া।

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প—কির্লোস্কার পাম্প

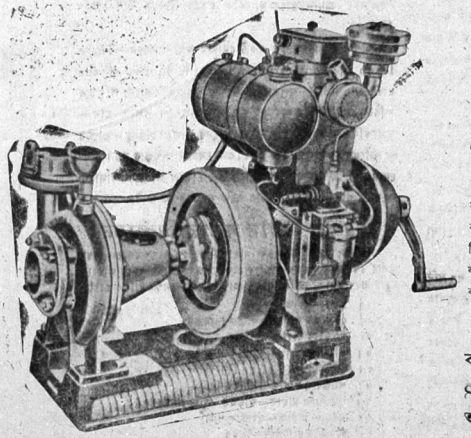

অন্য সব পাম্পের চেয়ে দাম বেশী। তবুও সারা ভারতজুড়ে এর দারুণ চাহিদা। কারণ কম দামী বাজে পাম্প কিনে আজীবন কষ্ট পাবেন। আর কিছু বেশী খরচ ক'রে একবার কির্লোস্কার পাম্প কিনতে পারলে বহু বছর ধরে এই পাম্প শ্রেষ্ঠ সেবা দেবে।

• • • •

যাঁরা সরকারী ঋণ বা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে পাম্প কনতে চান তাঁরা কির্লোস্কার পাম্প যদি কিনতে চান তবে ব্যাঙ্কে বা সরকারে দাবী জানান কর্লোস্কার পাম্প চাই। তাঁরা তা অনুমোদন করতে বাধ্য। লোকব্রতীতে এই পাম্প পাবেন

• • • •

বর্ত্তমানে দাম কমলো। এখন দাম ৪৮০০। ব্যাঙ্ক ও সরকার এই দাম অনুমোদন করেছেন।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ৪৪শ সংখ্যা | সোমবার, ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৯ ১৬ই পৌষ, ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

নিষ্ঠাসনে যে-মানুষ করে অঙ্গীকার—
নির্ব্বাচনে, কি, শাসনে—মূল্য আছে তাঁর।
শাসন-যোগ্যতা যদি কমও থাকে তাঁর—
সে দৈন্য পুরণে যান জ্ঞানীর দুয়ার।

• • •

যাঁর অঙ্গীকার জেনো শুধু প্রতারণা—
কাজের হাঁসিল আর স্বার্থের সাধনা।
জেনো তাঁরা গুনী জনে সযত্নে এড়ান।
সৎ মানুষেরা চান—জ্ঞানীর বিধান॥

জয়পুর বিধানসভা উপনির্বাচন বিষয়ে সংঘ সিদ্ধান্ত

বিগত ২৪শে ডিসেম্বর লোকসেবক সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদে জয়পুর বিধানসভা উপ-নির্ব্বাচনে সংঘের বা সংঘ কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা এই।

এই জয়পুর বিধানসভা উপনির্ব্বাচনে অনেকগুলি দলের প্রার্থী ও নির্দ্দলীয় প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন। ৩০ বছর ধ'রে শাসন অধিকার ক'রে, কংগ্রেস দেশের অপরিমেয় শোষণ ও ক্ষতি করেছেন এবং অবর্ণনীয় অত্যাচার ও অবিচার করেছেন। তার পরিণামে ভারতীয় শাসন থেকে বহিষ্কৃত হবার পরও, কংগ্রেস আবার নানা অবাঞ্ছিতভাবে ধীরে ধীরে ক্ষেত্র করার চেষ্টা করছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, শাসন থেকে বহিষ্কৃত হবার পরও, কংগ্রেস [ই] রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চারিদিকে যে সব সাংঘাতিক হিংসাত্মক উপদ্রব করছেন এবং করার সাহস রাখছেন, তাতে দেশবাসীকে আরো গভীরভাবে সচেতন হতে হবে। কংগ্রেস (আর)কেও কোনো ভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে না। এঁরাও সেই পুরাতন স্বৈরাচারী কংগ্রেসেরই উপদ্রবকারী একশাখা। এবং যে কোনো সময়ে দুকংগ্রেস হাত মিলিয়ে আবার দেশের ধ্বংসের কাজে লাগবে। সুতরাং এই উপনির্ব্বাচনে দেখতে হবে—কোনো কংগ্রেস প্রার্থীই যাতে নির্ব্বাচিত হতে না পারেন।

কংগ্রেসকে বিতাড়িত ক'রে, দেশের জনগণ জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টকে কেন্দ্রে ও এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁদের কাছ থেকে দেশের মানুষ যে দ্রুত সুশাসন ও বাঞ্ছিত অর্থ নৈতিক উন্নয়ন আশা করেছিলেন—তা এখনো পাননি ব'লে, এবং দেশের মানুষের নানা অভাব অভিযোগ বিষয়ে এঁরা জনগণকে আশ্বস্ত করার দিকে ঠিকমতো লক্ষ্য না দেওয়ার ফলে, ইতিমধ্যেই জনগণের মনে চাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থা সত্ত্বেও, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, কংগ্রেসের স্বৈরাচার ও একনায়কত্বের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টের ভেতর দিয়ে অনেকখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এঁদের আজ সামনে রেখেই, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কংগ্রেসকে ফিরিয়ে আনার কথা আর নেই। এঁদের শাসনের ত্রুটি, বিচ্যুতি সমূহকে দূর করার চেষ্টার পথেই, নবতর ভারতবর্ষকে এগিয়ে আনতে হবে। সেজন্য আমরা এই নির্বাচনে এই দুই ক্ষমতাসীন দলের প্রতি সমর্থনের কথাই ভাবছি।

দু'দলের প্রার্থীকে একসঙ্গে সমর্থন করা যায় না। একাধিক দল সমর্থন যোগ্য হলে, বিভিন্ন বিষয় বিচার ক'রে, কাউকে সমর্থন করতে হয়। বিশেষ ক'রে সমর্থনযোগ্য একাধিক দলের মধ্যে মানুষ সেই দলকেই বাছাই করে, যে-দলের কাছ থেকে মানুষ নানাভাবে বেশী ও বিশেষ সহযোগিতা ও সমর্থন প্রভৃতি লাভ করে। বিভিন্ন কৃষি পরিকল্পনার ব্যাপারে বামফ্রন্টের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা আমরা পেলেও, শিল্পাশ্রমে মারাত্মক নৈশ আক্রমণের ঐতিহাসিক যে ব্যাপার ঘটল—সেই ব্যাপারে জনতা পার্টি যে গভীর সহানুভূতি ও সহযোগিতার যে আন্তরিক তৎপরতা দেখিয়েছেন—তার দ্বারা লোকসেবক সংঘের প্রতি তাঁদের যেমন আন্তরিক সম্প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে—তেমনি তার দ্বারা সংঘকর্মীদের অন্তরেও তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আমরা এই নির্বাচনের বিষয়ে এই নৈকট্যের মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হবো না। তার কারণ, কংগ্রেসকে পরাজিত করার দৃষ্টিতেই এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থনের বিষয়টি নির্দ্ধারিত করতে হবে।

দু'কংগ্রেসকেই পরাজিত করার শক্তি ঐ দু'দলের কার হবে—সে কথা এখনই আমরা বুঝতে পারছি না। জয়পুর নির্বাচনক্ষেত্রে শাসন এবং দলীয় কাজের ভেতর দিয়ে, সেবা ও উন্নয়ন কর্ম্মের দ্বারা রাজনৈতিক প্রভাবের ক্ষেত্র কেউ যদি ক'রে রাখতেন,—তা'হলে কার কী শক্তি,—কার প্রতি জনমত কী রকম—তা আগেই বোঝা সহজ হোত। এখন সে অবস্থা যখন নেই তখন আমাদের দেখতে হবে—এই নির্ব্বাচনী প্রচারের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসকে পরাজিত করার মত শক্তি কোন দল অর্জ্জন করছেন। দিনকতকের মধ্যেই এটা বোঝা সম্ভব হতে পারে। সেজন্য জয়পুর নির্ব্বাচনক্ষেত্রে আমাদের কর্ম্মী ও সহায়কদের প্রতি আমাদের পরামর্শ এই যে, তাঁরা দিনকতক পরিস্থিতি অনুধাবন করুন এবং অবস্থা বুঝে এমন প্রার্থীকে ভোট দেবেন—যিনি উভয় কংগ্রেসকে পরাজিত করতে পারবেন।

ঐ দু'শাসনকারী দল নিজেরা নিজ নিজ ক্ষেত্র তৈরী করুন—আমাদের কর্ম্মী ও সহায়করা পরিস্থিতি বুঝে—নিজ নিজ ভোট নির্দ্ধারিত প্রার্থীকে দেবেন। এইভাবে আমাদের কর্মধারা সীমাবদ্ধ থাকবে। ভোট দেওয়ার মধ্যে কর্মধারা সীমাবদ্ধ থাকলেও, কর্ম্মীরা সমবেতভাবে পরামর্শ করতে পারেন।

অরুণচন্দ্র ঘোষ, (সচিব)

বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদ : কান্তি প্রসঙ্গ : ইন্দিরার মুক্তি

মোরারজী পুত্র কান্তি দেশাই প্রসঙ্গ

রাজ্য সভায় জনতা পার্টি বিরোধীরা বিশেষতঃ কংগ্রেস [ই] প্রধান মন্ত্রী মোরারজী দেশাইএর পুত্র শ্রীকান্তি দেশাইয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির নানা অভিযোগ আনেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন—নির্দিষ্ট চার্জ্জ দিলে সেই অভিযোগ সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাষ্টিসকে পাঠানো হবে। রাজ্যসভায় নানা অভিযোগ ওঠে এবং একটি কমিটি গঠনের দাবী করা হয়। এই দাবী অবলম্বন করে নানা ঝড় ওঠে। জনতা পার্টিতেও এ বিষয়কে গুরুত্ব দেবার জন্য দাবী ওঠে। অবশেষে জনতা পার্টির কয়েকজন মন্ত্রীকে নিয়ে এক কমিটি গঠিত হয়েছে। তারা বিষয়টি বিচার করবেন। জনতা পার্টির মন্ত্রী সভা স্থির করেছেন যে, অভিযোগগুলি আপাতঃ দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য কিনা সে সম্পর্কে ভারতের প্রধান বিচারপতির অভিমত নেওয়া হবে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কারামুক্তি

বিগত ২৬শে ডিসেম্বর, তিহার জেল থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। লোকসভার অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁর কারাদণ্ডের মেয়াদ ছিল। শ্রীমতী গান্ধী আর লোকসভার সদস্য নেই।

জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কার্য্যসূচী ও জাতীয় সেবা প্রকল্প

নিরক্ষরতা দূরীকরণ তথা গণশিক্ষা প্রসারে কেন্দ্রীয় সরকার যে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কার্য্যসূচী প্রনয়ণ করেছেন তার গুরুত্ব পর্য্যালোচনা ও রূপায়ণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনাদির জন্য এই জেলার রঘুনাথপুর কলেজ, জগন্নাথ কিশোর কলেজ লৌলাড়ার রামানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ প্রভৃতির এন-এস-এস তথা জাতীয় সেবা প্রকল্প সংস্থার উদ্যোগে আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। সংশ্লিষ্ট কলেজের এন-এস-এস এর প্রোগ্রাম অফিসারদের উদ্যোগে এবং ছাত্রছাত্রী স্বেচ্ছা সেবকদের অংশ গ্রহণে আলোচনাচক্রগুলি প্রাণবন্ত ও সফল হয়। গত ২রা অক্টোবর থেকে আগামী ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এই জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কার্য্যসূচীর প্রস্তুতি বৎসর রূপে চিহ্নিত হয়েছে।

রঘুনাথপুর কলেজ

এইরূপ আলোচনাচক্রের আয়োজনে এই জেলায় রঘুনাথপুর কলেজের এন-এস এস সংস্থা অগ্রণী হন। বিগত সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে কলেজের প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক এন-এন ব্যানার্জ্জীর উদ্যোগে এবং অধ্যক্ষ ডঃ শীতল প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের সহযোগিতায় এই তিনদিন-ব্যাপী আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয় ও দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। রঘুনাথপুরের রেসিডেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবসু এই আলোচনাচক্র উদ্বোধন করেন এবং শ্রীঅশোক চৌধুরী সভাপতিত্ব ও জেলা তথ্যাধিকারিক শ্রীসুফল মণ্ডল প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক ব্যানার্জ্জী ও সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীমান্না জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কার্য্যসূচীর তাৎপর্য্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধারার স্বার্থে ও সাফল্য অর্জ্জনে গণশিক্ষার গুরুত্ব প্রসঙ্গে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়।

জগন্নাথ কিশোর কলেজ

জগন্নাথ কিশোর কলেজের এন-এস-এস এর প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক এম মাহান্তী ও অধ্যাপক বি, সি মিশ্রের উদ্যোগে এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সুবোধ বসু রায়ের সহযোগিতায় গত ২৫শে নভেম্বর জগন্নাথ কিশোর কলেজে "জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কার্য্যসূচী রূপায়ণে শিক্ষক ও ছাত্রের ভূমিকা" বিষয়ক এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুইশত ছাত্রছাত্রী স্বেচ্ছা সেবক এই আলোচনা চক্রে যোগদান ও অংশ গ্রহণ করে। এই আলোচনাচক্র উদ্বোধন করেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুরুলিয়া পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ সলিল কুমার সেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক। প্রোগ্রাম অধ্যাপক মহান্তী ও ভারপ্রাপ্ত জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কার্য্যসূচী ব্যাখ্যা করে বলেন যে আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে ১৫ থেকে ৪০ বয়সের ১৫ কোটি বয়স্ক অশিক্ষিত নর-নারীকে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে এই কার্য্যসূচী প্রণয়ণ করা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে ৭৮ লক্ষ বয়স্ককে শিক্ষাদান করতে হবে এবং সেই অনুপাতে পুরুলিয়া জেলার বয়স্কদের শিক্ষাদানের সংখ্যা হোল প্রায় ৭০ হাজার। এই বিরাট কর্ম্মযজ্ঞকে সাফল্যমণ্ডিত করতে শিক্ষক, ছাত্র, সমাজসেবী প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন।

এই আলোচনা চক্রে শিক্ষকদের ভূমিকা সম্পর্কে অধ্যাপক অপূর্ব্ব সান্যাল, ছাত্রদের ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীমান সুভাষ মাহাত ও সমাজসেবীদের ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীঅসিত বসু বক্তব্য রাখেন।

বিশেষ প্রয়োজনে অধ্যক্ষ শ্রীসেন আলোচনার মধ্যপথে সভা ত্যাগ করায় প্রফেসর ইন-চার্জ্জ শ্রীসুবোধ বসুরায় সভাপতিত্ব করেন।

রামানন্দ সেন্টিনারী কলেজ, লৌলাড়া

পুরুলিয়া থানার লৌলাড়ায় রামানন্দ সেন্টিনারী কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্প সংস্থার উদ্যোগে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কার্য্যসূচী সম্পর্কে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে কলেজের প্রায় একশত ছাত্র যোগদান করে। জাতীয় বয়স্ক কার্য্যসূচী রূপায়ণে শিক্ষক ও ছাত্রদের ভূমিকা সম্পর্কে কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্র আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ পলিটেকনিক টীচার্স ফেডারেশনের অষ্টাদশ বার্ষিক সম্মেলন

গত ২৪শে ডিসেম্বর পুরুলিয়া পলিটেকনিকের অডিটরীয়ামে পশ্চিমবঙ্গ পলিটেকনিক টীচার্স ফেডারেশনের অষ্টাদশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাসক শ্রীকমলকান্তি নস্কর এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন এবং শ্রীতুলসীদাস কর্ম্মকার সভাপতিত্ব করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রজত কুমার চক্রবর্ত্তী এবং খড়্গপুর আই-আই-টীর অধ্যাপক ডঃ গোবিন্দলাল সিংহ যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর আঠারোটি প্রদীপ জ্বালিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শ্রীনস্কর এবং আহ্বায়ক অধ্যাপক শঙ্কর ঘোষ শুভেচ্ছাবাণী সমূহ পাঠ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ শ্রীসলিল কুমার সেন স্বাগত ভাষণ দেন এবং পলিটেকনিকের সিলেবাস, কোর্স পঠন পাঠন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে প্রধান অতিথি ডঃ চক্রবর্ত্তী এবং বিশিষ্ট অতিথি ডঃ সিংহ বিশদ আলোচনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ পলিটেকনিক টীচার্স ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীনারায়ণ রায়, সাধারণ সম্পাদক শ্রীরতন কুমার দত্ত, পশ্চিমবঙ্গ পলিটেকনিক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েসনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅরুণ রায় চৌধুরী, পুরুলিয়া পলিটেকনিক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েসনের সম্পাদক শ্রীনিখিলবন্ধু বিশ্বাস, পুরুলিয়া পলিটেকনিক ষ্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীভাস্কর বিশ্বাস প্রমুখেরাও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

পুরুলিয়া পলিটেকনিকের পরিচালন সমিতির সদস্য শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁর ভাষণে শিল্পোন্নয়ন ও শিল্প প্রসারে পলিটেকনিকগুলির ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন এবং পুরুলিয়া জেলার খনিজ সম্পদ ও শিল্প সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

শ্রীতুলসীদাস কর্ম্মকার তাঁর সভাপতির ভাষণে বর্ত্তমান সরকারের গ্রামীন উন্নয়ন কার্য্যসূচীর আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রামীন বৃত্তিজীবিদের কারীগরী প্রতিভার পূর্ণ সুযোগদানের উপর গুরুত্ব দেন এবং সেই সূত্রে তাঁর স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ

১লা জানুয়ারী থেকে সারা বিশ্বের সঙ্গে এ জেলাতেও শিশু বর্ষের কর্মতালিকা সুরু হল। পরে বিশদ সংবাদ প্রকাশিত হবে।

সাইকেলে পুরুলিয়া হইতে দীঘা অভিযান

জিমন্যাষ্টিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শ্রীদীপক দত্ত জানাচ্ছেন যে, গত ৬ই ডিসেম্বর '৭৮ তারিখে সকাল ৮টার সময় স্থানীয় নতিহা জিমন্যাষ্টিক অ্যাসোসিয়েশনের ৭ জন ও প্রান্তিক ক্লাবের ২ জন অর্থাৎ মোট ৯ জন দুঃসাহসিক যুবক সাইকেলে করিয়া পুরুলিয়া হইতে দীঘার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। গত ২৪শে ডিসেম্বর '৭৮ তারিখে তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে পুরুলিয়া ফিরে আসেন। এই ধরণের অভিযান উভয় সংস্থার পক্ষ থেকে প্রথম। এই অভিযান অন্যান্য সদস্যদের মনে প্রেরণা জুগিয়েছে।

উক্ত অভিযাত্রী দলের নেতৃত্ব দেন শ্রীচন্দন দে [এন. জি. এ] ও সঙ্গে ছিলেন সর্ব্বশ্রী সুনীল পরামাণিক, সুবোধ সিন্‌হা, সোমনাথ পরামাণিক স্বপন কুণ্ডু, মহঃ কুদ্দুস আনসারী, সনাতন রায়, চন্দন ঘোষ ও পবিত্র মিত্র। শেষোক্ত দুইজন প্রান্তিক ক্লাবের সদস্য। আগামী দিনে আরও দুঃসাহসিক তথা দূরবর্ত্তী স্থানে অভিযানের কথা তাঁরা চিন্তা করছেন। এখানে উল্লেখ্য যে গত ২৮শে ডিসেম্বর '৭৮ তারিখে স্থানীয় রোটারী ক্লাব তাদের সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে অভিযাত্রী দলকে অভিনন্দন জানান।

—•—

মুক্তি

১৬ই পৌষ ১৩৮৫, সোমবার

বামফ্রণ্ট শাসকদলের বৈপ্লবিক পদক্ষেপের দেরী কেন?

সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত এক বিপ্লবী গোষ্ঠীর হাতে এই রাজ্যের শাসনের ভার পড়েছে। সে দলের অগ্রণী নেতাদের সম্পর্কে দেশের লোকের ধারণা যে, তাঁরা মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে বিশেষ বিশেষজ্ঞ এবং এই নেতারাও এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে রাজনীতিতে নেমেছেন যে, মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ঠিকমতো প্রবর্ত্তন করতে পারলে, দেশের সার্ব্বজনীন আর্থিক সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হবেই।

এর সঙ্গে বিশেষ দুটি কথা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এর প্রথম কথাটি হচ্ছে—ঐ নেতারা বিশ্বাস করেন যে, দেশের অগণিত মানুষ যাঁরা সর্ব্বহারা—যাঁরা এতদিন সব রকমে বঞ্চিত, শোষিত, উপেক্ষিত এবং নিগৃহীত হয়েছেন—তাঁরাই ঐ মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রবর্ত্তনে সব চেয়ে বেশী উপকৃত এবং সমাদৃত হবেন। এবং সুযোগ সুবিধের ব্যাপারে তাঁদেরই অগ্রাধিকার থাকবে। এবং তা থাকবে—সমগ্র জীবনে তাঁদের যে অপরিমেয় ক্ষতি ঘটেছে—তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে।

আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, মার্ক্সীয় দর্শনকে রূপ দিতে,—সর্ব্বহারাদের ত্রাণ করতে—যাঁরা এগিয়ে এসেছেন, তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, তাঁরা এমন এক দলের অনুগামী, যে দল তার নিজ অনুগামীদের এমনভাবে তৈরী করেছে যে, তার অনুগামীরা আপন আদর্শে অনুপ্রাণিত; সততার সঙ্গে সর্ব্বহারাদের ত্রাণ করতে তাঁরা উৎসর্গীকৃত; তাঁরা বিপ্লবী, তাঁরা সংগ্রামী এবং তাঁরা দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় তদ্গতচিত্ত।

ঐ মার্ক্সীয় দর্শনের অনুগামীরা একথাও দাবী করেন যে, যদি তাঁদের দলের মধ্যে "কালো ভেড়া" ঢোকে—কায়েমী স্বার্থের অনুচরেরা যদি দলে ঢুকে পড়ে—মার্ক্সীয় দর্শনকে নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রত রূপে পালন করার মতলব না থাকে—তবে তাঁদের দল—ঐ সব "অবাঞ্ছিতদের" সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দেয়। এখন দেখতে হবে—মার্ক্সীয় দর্শনকে ভারতের মাটিতে বৈপ্লবিক রূপ দেবার মহান কর্ম্মধারা নিয়ে, আজ যাঁরা একটা রাজ্য শাসনকে সম্পূর্ণ নিজেদের ক্ষমতাগত রূপে লাভ করেছেন এবং নতুন শাসনধারা চালাতে অগ্রসর হয়েছেন—তাঁদের কাজকর্ম্ম সমূহ কতদূর কী হচ্ছে।

মার্ক্সীয় মতবাদের অনুসরণকারীদের দিক থেকে এ বিষয়ে একটা কথা সঙ্গতভাবেই বলার আছে। সেটা হচ্ছে যে, মার্ক্সীয় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক যে-কাঠামো তাঁরা চান—সেটা প্রবর্তন করা সম্ভব হচ্ছে না—ভারতের শাসনযন্ত্র তাঁরা দখল করতে পারেন নি ব'লে। যে-কাঠামো তাঁরা চান, সেটা সমগ্র ভারতের শাসন কাঠামো না হ'লে, সেই ভিন্ন কাঠামোর মধ্যে একটা রাজ্যের শাসন যথাবিধি মার্ক্সীয় দর্শনের অনুযায়ী করা সম্ভব নয়। এটা সত্য কথা। তবে এর মধ্যেও আরেকটা কথা আছে।

মার্কসীয় দর্শনের অনুগামীরা যখন একটা রাজ্যের শাসনে উপবিষ্ট হয়েছেন—তখন তাঁদের দেখতে হবে যে, সীমিত পরিবেশের মধ্যেও তাঁরা যে পদক্ষেপ নিচ্ছেন—তা মার্কসীয় দর্শনের লক্ষ্য মুখে যাবার উপযোগী পরিকল্পনা এবং অভ্রান্ত পদক্ষেপ কিনা এবং এক সীমিত অবস্থার মধ্যেও তাঁরা যে সব ব্যবস্থা করছেন—তা তাঁদের আদর্শবাদ, দৃঢ়তা, সততা ও যোগতার যথার্থ পরিচয় দিচ্ছে কি না।

আমরা আজ এই সমস্ত বিচারটা পুরুলিয়া জেলার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা করব। এই জেলা মার্কসীয় মতবাদীদের অভিধান অনুসারেই সর্ব্বহারা—সমস্ত সময়ে বঞ্চিত এবং উপেক্ষিত;—প্রায়ই যাকে দুর্ভিক্ষের দ্বার প্রান্তে বিপন্ন থাকতে হয়। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সমস্ত কংগ্রেসী শাসনের কার্য্যকাল-ব্যাপী এই পুরুলিয়া জেলা স্বাধীন জীবনের কোনো আস্বাদই পায়নি। পরিবর্তে হয়েছে প্রতিনিয়ত শোষিত, উপেক্ষিত, নির্য্যাতীত ও অবহেলিত।

আমরা আশা করেছিলাম যে, এই রাজ্যে যে নতুন গণতান্ত্রিক শাসন সুরু হল—যে শাসন মার্কসীয় আদর্শের প্রতিশ্রুতিতে সর্ব্বহারার ত্রাণকর্ত্তারূপে অভিহিত—সেই শাসনের অধীনে এই জেলা সমস্ত সুযোগের অগ্রাধিকার পাবে। কিন্তু আজ দু বছর পার হতে চলল—সর্ব্বহারা পুরুলিয়ার অবস্থা যেখানে ছিল—সেখানেই আছে। সব চেয়ে দরিদ্র জেলা ব'লে, পুরুলিয়ার জন্য যে-অগ্রাধিকারের প্রশ্ন সবচেয়ে বড়ো ছিল—সে প্রশ্ন বিষয়ে আজও পর্য্যন্ত কোনো সাড়াশব্দই দেখা দিল না।

সংবিধানের সীমিত বাধাবন্ধনের মধ্যেও, মার্কসীয় অর্থনীতিকে এই রাজ্যে প্রবর্তনের যে দৃঢ়তা দেখানো উচিত ছিল—দুঃখের বিষয় এখনো তা দেখানো হল না। সমবায়—যা সর্ব্বহারা মানুষেরর অর্থনীতির অপরিহার্য অবলম্বন—সেই সমবায়কে সারা রাজ্যের গ্রামীণ ক্ষেত্রে ও সাধারণ মানুষের জীবনে ছড়িয়ে দেবার জন্য সমবায় আইনের যে সম্পূর্ণ রূপান্তর অবিলম্বে প্রয়োজন ছিল—তা এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে আজও পর্য্যন্ত হল না।

পুঁজির সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদনের উপায় সমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা ও উৎপাদিত জিনিষপত্রের সমবণ্টন—এই তিনটি হচ্ছে মার্কসবাদের সবচেয়ে বড়ো কথা। তার রূপায়নে সমবায়ের ভূমিকা অত্যন্ত জরুরী এবং মহান। সেই সমবায়—সেই গোড়ার কথাটাই—ফ্রণ্টের শাসনে আজও সবচেয়ে উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে কেন? এর বিলম্ব হ'লে মার্কসীয় বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের ভিত্তি কী ভাবে, কোন্ পথে এবং কবে আসবে?

দেখা যাচ্ছে—"পুঁজির নিয়ন্ত্রণ" হচ্ছে বহুলাংশে মার্কসবাদের এক মস্ত বড়ো কর্ম্মধারা। তাছাড়া, আমরাও দেখতে পাচ্ছি—পুঁজির অভাবে দেশের বিশাল উৎপাদন বহু পিছিয়ে আছে। পুঁজির উৎস কয়েকটি। রাজ্য সরকারের নিজস্ব রাজস্ব—সরকারের নিজ আয়ের উপায় সমূহ,—ব্যাঙ্কের সুযোগ, জনগণের সঞ্চিত অর্থ এবং বিশ্বের বহু সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা। এই সব উৎসগুলি থেকে যথাসাধ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা এবং পরিকল্পনা সহকারে এই পুঁজির স্রোত দীনাতিদীন মানুষের মধ্যে দ্রুত সঞ্চারিত করার ব্যবস্থা করা—রাজ্য সরকারের আজ সবচেয়ে বড়ো কাজের অন্যতম। কিন্তু এগুলির বিষয়ে কোনো পরিকল্পনাই আমরা এ জেলায় এখনো দেখতে পাচ্ছি না কেন? অবিলম্বে ঐ প্রত্যেকটি উৎসের সুষ্ঠু পরিকল্পনা এ জেলায় ইতিমধ্যেই করা উচিত। দুঃখের বিষয় এমনও উদাহরণ আছে—যাতে বোঝা যাবে—ঐ সব বিষয়ে জনগণের আপন উদ্যোগগুলিকেও সহায়তা দানের ব্যাপারে সরকার উদাসীন থেকেছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে

সরকারী কর্ম্মধারা ঐ সব প্রচেষ্টার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করার কাজও করেছে।

লোকব্রতী সোসাইটির কাজের মধ্য দিয়ে পুরুলিয়া জেলার অগণিত মানুষ উপলব্ধি করেছিলেন যে, ব্যাঙ্কের যে পুঁজি ধনিক-শ্রেণীর একচেটিয়া ছিল—সেই পুঁজির বহু ভাগ অগণিত সাধারণ মানুষ পেয়েছিলেন। কারণ সেই পুঁজির জন্য লোকব্রতী সোসাইটি জনগণ ও ব্যাঙ্কের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন। এই রকম দায়িত্ব আজ সরকারকেও অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে।

সর্ব্বহারা, বিষয় সম্পত্তিহীন মানুষের ঋণের জন্য সরকার গ্যারেণ্টার দাঁড়িয়ে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে তাদের দিন। সরকারের ব্যবস্থাধীনে ছোট ছোট তদারকবাহিনী সৃষ্টি ক'রে, তাদের মাধ্যমে চাষীদের বা কুটির শিল্পীদের ঋণ দান—চাষীদের উৎপাদনে সহায়তা দান এবং ঋণ আদায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ তাঁদের মধ্য দিয়ে করান। কানাডার সরকার ঋণ গ্রহীতাদের পক্ষে ঋণ দাতাদের কাছে গ্যারেণ্টার হয়ে দাঁড়ান। যেহেতু কানাডার সরকার মনে করেন যে, দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে অর্থনৈতিক শক্তিতে দাঁড় করাতে না পারলে, সে ব্যক্তি রাষ্ট্রের জীবনে ভার স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

এই জেলায় এবং বাঁকুড়ায় (যার অর্থনৈতিক দুর্গতিও প্রায় এই জেলার মতই)—এইজেলা দুটিতে সরকারী তত্ত্বাবধানে অজস্র ফলের বাগান—অজস্র সব্জীর বাগান অজস্র মৌমাছি পালনের ফার্ম্ম—অজস্র খাদ্য সংরক্ষণ শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন। এবং এই জেলা দুটিতে সরকার এমন ব্যাপক ও বিরাট বীজ শিল্প গড়ে তুলতে পারেন—যার দ্বারা সারা রাজ্যের প্রায় সব বীজের চাহিদা মেটাবার মত স্বাবলম্বী হওয়া যেতে পারবে। সারা রাজ্যের জন্য উন্নত জাতের গাভী, বলদ, ছাগল, ভেড়া, মুরগী প্রভৃতি সরবরাহের বৃহৎ বৃহৎ উৎপাদন ক্ষেত্র এবং তার সঙ্গে বড়ো বড়ো পশু খাদ্যের ফার্ম্ম এবং সব রকমের পশু খাদ্য উৎপাদনের শিল্প সৃষ্টি করতে রাজ্য সরকার এখানে পারেন।

অজস্র কুটির শিল্পের "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট" করা যেতে পারে। শিল্পকে সাধারণ মানুষের জীবনে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত, প্রসারিত এবং পরিচালিত করার সবচেয়ে বড়ো পন্থা হোল—ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট। বিশ্বে এর অনেক পরীক্ষা হয়েছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলায় এসব বিষয়ের জন্য অফুরন্ত পোড়ো জায়গাও আছে—অগণিত বেকার মানুষও আছেন,—যাঁরা কাজের অভাবে নিজের ঘরের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে বছরের বহু সময়ই কাজের সন্ধানে জেলার বাইরে ছোটাছুটি ক'রে মরেন। শ্রম ও শ্রমিক আজও অবহেলিত, শোষিত এবং অনিয়ন্ত্রিত কেন থাকবে? বিশেষতঃ এই মার্কসীয় আদর্শের অনুগামীদের শাসনে।

আমরা যে সব পরিকল্পনার কথা এখানে বলেছি—কম বৃষ্টির অঞ্চলে, এসবগুলি সার্থক ভাবে গড়া যেতে পারে—বিশ্বের বহু কর্ম্ম প্রচেষ্টার ইতিহাস থেকে তার দৃষ্টান্ত দেখানো যায়। সরকার যদি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চান—আমরা এই জেলায় সর্ব্বদলীয় কোনো সেমিনারে বন্ধুভাবে দেখাতে পারি যে, মার্কসীয় অর্থনীতির দৃষ্টিতে সর্ব্বাগ্রে যে সব পরিকল্পনা দরকার ছিল—তা এখনো করা হল না। কেন হল না—সে সবের বাধা কোথায় ঘটছে—বাধাগুলি কী—তা কীভাবে যাবে—সরকার তা আমাদের জানান এবং সেগুলি উত্তীর্ণ হবার জন্য আমাদের সকলের সহযোগিতা নিন—আমরা সাদর আহ্বান জানাচ্ছি।

বৈষম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ধারার বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তের জন্য যে দল অঙ্গীকারাবদ্ধ—সেই দলের মধ্যে বহু এমন লোক প্রবেশ করছেন—যাঁরা মার্কসবাদের সমাজতন্ত্রের নৌকোর তলা ফুটো ক'রে পূর্ব্বের কায়েমী ধারা বজায় রাখতে এই দলেও ঢুকে পড়ছেন। বৈপ্লবিক আদর্শবাদী দলের পক্ষ থেকে দৃঢ়হস্তে তাদের উৎপাটিত ক'রে ফেলে দেবার কথা দূরে থাক—আমাদের যেন ধারণা হচ্ছে—তাঁদের অনুপ্রবেশ আপত্তিকর ব'লে দল মনে করছেন না। যে দল মার্কসীয় ভাবধারারই প্রবর্ত্তন করতে চান এবং নিজেদের বৈপ্লবিক দল ব'লেই দাবি করেন—তাঁরা এ বিষয়ে অবিলম্বে সাবধান না হ'লে, একদা কি এই দল বিরোধী মতের ব্যক্তিদের প্রাধান্যের ক্ষেত্র হবে না?

শাসনের প্রথম পর্য্যায় ব'লে যদি এই সব অবস্থা ঘটেছে—বা বাঞ্ছিত পরিকল্পনা সমূহ গ্রহণে দেরী হয়েছে—কিন্তু এখন আর দেরী হওয়া উচিত নয়। বৈপ্লবিক আদর্শের অনুসরণকারী সরকার এবার বৈপ্লবিক পরিকল্পনা সমূহ নিয়ে এগিয়ে আসুন। এই জেলার উপযোগী পরিকল্পনা বিষয়ে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সমূহের সহায়তাও যদি সরকার চান—তাও পেতে অসুবিধে নেই। এই জেলায় লোকব্রতী সোসাইটি বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রসারের কাজে বহু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ও সঠিকভাবে বহু কাজ গড়ে তুলে, এক বিরাট সম্ভাবনার পথ উন্মোচন করেছেন। সরকার লোকব্রতীর সহায়তাও নিতে পারেন। লোকব্রতী তার বিরাট বাহিনী সহ সরকারের ঐ অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় আন্তরিকভাবে—গভীর সহযোগিতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, চির-উপেক্ষিত এই জেলার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন—একথা এই জেলার অগণিত লোক উপলব্ধি করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সহ এই রাজ্যের ও এই জেলার বহু বামফ্রণ্ট নেতাও তা' ভালভাবে জানেন।

গান্ধী ভাবধারার প্রখ্যাত চিন্তানায়ক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার পরলোকে

সর্ব্ব সেবা সংঘের প্রাক্তন সভাপতি, মিরাট গান্ধী আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, নিখিল ভারত কাটুনী সংঘের সভাপতি ও মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার ২১শে নভেম্বর কাশীতে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসর।

আদর্শ দেশ প্রেম ও জলন্ত বিশ্বাসের তিনি ছিলেন মূর্ত বিগ্রহ। গান্ধী চিন্তাধারা প্রসূত শান্তিময় ক্রান্তির তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার ও রূপকার। তাঁর জলন্ত দেশপ্রেম, অদম্য আত্মবিশ্বাস ও অকাট্য যুক্তিবন্ধন নিতান্ত অবিশ্বাসী ও হতাশ ব্যক্তিগণের মধ্যেও নবীন প্রেরণা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করত। উত্তর প্রদেশ ও বিহার তাঁর প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র হওয়া সত্বেও সারা ভারতে তিনি গান্ধী দর্শনের ক্রান্তিকারী ভাষ্যকার রূপকার রূপে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হয়েছেন। সেইজন্য সমগ্র ভারতে তাঁর অনুরাগী ও অনুগামীর সংখ্যা অগণিত। সর্বোদয় জগতে তিনি ছিলেন বস্তুনিষ্ঠ তত্ত্বব্যাখ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক।

জন্মসূত্রে বাঙ্গালী (শ্রীমতী সুচেতা কৃপালীর তিনি অগ্রজ) হওয়া সত্বেও জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি বাংলার বাইরেই কাজ করে গেছেন। তাঁর বিপ্লব চিন্তায় ও জীবন সাধনায় কোথাও কোন ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। বিপ্লবের আগুন তাঁর মনে সর্ব্বদা এমন প্রজ্জলিত থাকত যে, যে-কোন ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন তিনিই নতুন জীবনে ও নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতেন। শেষ বয়সে শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তিনি বেশী হাঁটতে পারতেন না। সে অবস্থায়ও তিনি গরুর গাড়ীতে চড়ে গ্রামে গ্রামে সর্ব্বোদয়ের প্রচার করে বেড়িয়েছেন। নূতন সমাজ গঠনে লিখিত চিন্তাধারায় তাঁর 'সমগ্র গ্রাম সেবা' যুগের দাবী' 'স্বাধীনতার সংকট' 'স্বরাজের আসল লড়াই' 'গ্রামদান শঙ্কা সমাধান' 'বিপ্লব ও সংগ্রাম' 'নয়ী তালিম' প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থ তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তিনি বলতেন "পুঁজিবাদ তখনই ধ্বংস হবে যখন পুঁজির কবল থেকে শ্রমকে তথা শ্রমিককে মুক্ত করে তাকে স্বাবলম্বী জীবনের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। বিকেন্দ্রীত সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া তা কোনমতে সম্ভব নয়।" আমরা তাঁর মহনীয় আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

(সর্ব্বোদয় থেকে তথ্যাদি গৃহীত)

সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠক

সংঘ পরিষদের আলোচ্য বিষয়সমূহ যা ছিল

বিগত ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর লোক সেবক সংঘের কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠক হয়। তিনটি খানা ছাড়া সব খানার প্রতিনিধিরা সমবেত হন। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে যা ছিল তা এই। আশ্রমে গভীর রাত্রে উপদ্রবকারীদের দ্বারা যাঁরা আহত হন—তাঁদের সঙ্গে মিলিত হওয়া; আক্রমণ সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির আলোচনা করা; সংঘ কর্ম্মীদের বর্ত্তমান জীবন পরিস্থিতি আলোচনা করা, সাংগঠনিক ও গঠন কর্ম্মের বিষয়ে কর্মীদের কোথায় কী শিথিলতা তার পর্য্যালোচনা করা, এবং এই বিষয়ে কর্ম্মীদের কীভাবে সক্রিয় হওয়া দরকার—তার আলোচনা করা; আসন্ন জয়পুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের বিষয়ে সংঘ কর্মীদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা; জেলার খাদ্য পরিস্থিতি ও অন্যান্য পরিস্থিতি আলোচনা করা।

শিল্পাশ্রমে আক্রমণ বিষয়ে

আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে দু দিন ব্যাপী বিশদ আলোচনা হয়। শিল্পাশ্রমের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে যা ঘটেনি এমন ঘটনা যেভাবে ঘটল, তাতে সংঘ পরিষদ আন্তরিক গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং এই আক্রমণের আসল ব্যাপার উদ্ঘাটনের জন্য উপযুক্ত তদন্তের প্রয়োজনীয়তা সদস্যেরা উপলব্ধি করেন। এবং রাজ্য সরকার পরিচালিত তদন্তের নামে যে সব অবাঞ্ছিত ব্যাপার সমূহ করা হচ্ছে—পরিষদে তার সবিশেষ সমালোচনা করা হয়।

জেলার খাদ্য পরিস্থিতি ও অন্যান্য বিষয় সমূহ

জেলার বর্তমান উদ্বেগজনক খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সংঘ পরিষদে আলোচিত বিষয়গুলি মুক্তির বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি সংঘের যে সমস্ত কর্মী স্বর্গত হয়েছেন তাঁদের নিষ্ঠা, আবদান, দেশপ্রেমের বিষয় আলোচিত হয় এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

স্বর্গত যে কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়

[১] শ্রীমাগারাম মাহাত (৮৫) পিঁড়রা (পুঞ্চা)
[২] শ্রীগুমান মাঝি (৯০) ইনানপুর নিতুরিয়া
[৩] শ্রীঅমরনাথ চৌধুরী (৬৭) পুরুলিয়া সহর
[৪] শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মাহাত (৮১) আঁকরো মানবাজার—২
[৫] শ্রীপদ্ম মাঝি (৪২) তুলসীডি বান্দোয়ান
[৬] শ্রীচুণারাম মাহাত (৫৫) নাথুরডি মানবাজার—১
[৭] শ্রীমতী সুখদা মাহাত (৫৫) মাঝিহিড়া মানবাজার—১
[৮] শ্রীলখিরাম মাহাত (৭৭) শিয়াড়কেটা বরাবাজার
[৯] শ্রীঅমূল্য মাহাত [৪০] ডুমুরডি বরাবাজার

গান্ধীবাদী নেতা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

সর্বত্যাগী গান্ধীবাদী নেতা রূপে সারা ভারতে সুপরিচিত সেবাব্রতী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের পরলোক গমনে সংঘ-পরিষদ আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ও তাঁর স্মরণীয় অবদান সমূহের বিষয়ে কর্মীরা আলোচনা করেন।

সংঘের সাংগঠনিক কর্ম্মধারা বিষয়ে

সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন দলের বহু কর্মীর মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা এবং সুযোগ সন্ধানের প্রবৃত্তি সমূহের যে সব অবস্থা দেখা যাচ্ছে—তারফলে দেশে যে সব পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে—তাতে সংঘ-পরিষদ মনে করেন যে, সংঘ কর্মীদের মধ্যে আত্মগঠন শিক্ষা, স্বাবলম্বন কর্মধারা, বিপন্ন মানুষের জন্য সেবাব্রত এবং অহিংসা মন্ত্রের প্রসার প্রভৃতির ভেতর দিয়ে মানুষ গড়ার যে কাজ গান্ধীজী সবচেয়ে বড়ো কাজ মনে করতেন—সেই কাজের ওপর জোর দিয়ে সংঘের সাংগঠনিক কর্মধারা গড়ে তুলতে হবে। পরিষদে এ বিষয়ে সক্রিয় কর্মধারা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পুরুলিয়া রোটারী ক্লাবের পরিচালনায় ষষ্ঠ দাতব্য চক্ষু চিকিৎসা শিবির

স্থান:—ভজনাশ্রম শিক্ষা সমিতি ভবন, পুরুলিয়া।
অলঙ্গিডাঙ্গা [গোশালার নিকট]

Eye Surgeon – Dr. G,K. SARAF, M.B.B.S. (London) Z. O. (Viena) F.I C S.(U S A)

পুরুলিয়া রোটারী ক্লাবের পরিচালনায় আগামী ২০শে জানুয়ারী হইতে ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৭৯ পর্য্যন্ত পুরুলিয়া ভজনাশ্রম শিক্ষা সমিতির নব ভবনে ষষ্ঠ দাতব্য চক্ষু চিকিৎসা শিবির, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নীচের ঠিকানায় নাম রেজিষ্ট্রী করুন। এই শিবিরের কার্য্যক্রম নিম্নরূপ:—

২০শে ও ২১শে জানুয়ারী '৭৯—সকাল ৯টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত চক্ষু রোগীদের প্রাথমিক বাছাই ও চিকিৎসা।

২১শে জানুয়ারী '৭৯—অস্ত্রোপচার (ছানি অপারেশন) জন্য মনোনীত রোগীদের বেলা ৬টা হইতে ৮টার মধ্যে উপরোক্ত স্থানে উপস্থিত হইতে হইবে এবং তাঁহাদের শিবিরে ভর্ত্তি করা হইবে।

২২শে জানুয়ারী, '৭৯—ডাঃ জি.কে. সরাফ ও অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক দ্বারা অস্ত্রোপচার।

শিবিরে রোগীদের শয্যা, আহার ও পথ্য প্রভৃতি বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। কিন্তু রোগীদের প্রয়োজনীয় বিছানা এবং পরিধেয় বস্ত্র আনিতে হইবে। পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পুরুলিয়া রোটারী ক্লাব ১৯৬৮ সাল হইতে বিবিধ সেবামূলক কাজে ব্রতী হইয়াছে এবং দাতব্য চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের ব্যবস্থাপনা এই ক্লাবের বার্ষিক সেবামূলক কাজের বিশেষ অঙ্গ। এই সেবাকার্য্য সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপন করিবার জন্য সহৃদয় জনসাধারণ, উৎসাহী সমাজকর্মী ও জনকল্যাণমূলক সংস্থাদির আন্তরিক সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনা করি। ইতি—

বীরেন কুণ্ডু—সেক্রেটারী
রোটারী ক্লাব, পুরুলিয়া।
ঊষা ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস, ফোন—২৮২
চাঁইবাসা রোড, পুরুলিয়া।

নাম রেজিষ্ট্রী করিবার স্থান:—

১। বিশুদ্ধ মেডিক্যাল হল, চাঁইবাসা রোড, পুরুলিয়া ফোন—৪২৯।
২। ডাঃ অমিয় কবিরাজ, সতীশ ফার্মেসী, নামোপাড়া, ফোন—৩৬৬।
৩। ডাঃ বি. প্রসাদ রাস ময়দান, পুরুলিয়া, ফোন—৪৩৩।
৪। রোঃ এল.এন.মল, বোম্বে ডাইং শীশমহল, ফোন—৩৩২।

Wanted

Wanted a Bio-Science Graduate (preferably) trained) for M. M. Jr. High School Guniara, P. O Guniara, Dist. Purulia.

The applications should reach the school office on or before 15-1-79.

Apply to the Secretary. Date of Interview on 25-1-79 at 1 P. M.

Secretary,
M. M. Jr. High School.
P. O. Guniara, Dist. Purulia.

আমরা লক্ষ্য করছি

"ফসল তোলার নির্দ্দেশাবলী রূপায়ণের জন্য জেলা প্রশাসনের কর্ম্মকর্তাগণ ইতোমধ্যে নিরপেক্ষভাবে আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে তাঁদের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন, নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতিগুলি সহায়তাদানে এগিয়ে আসছেন, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ছোটখাটো বহু বিরোধ মীমাংসা হয়ে যাচ্ছে। এই প্রয়াসকে সুদৃঢ় এবং প্রসারিত করার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের সাহায্য এবং সহযোগিতা আন্তরিকভাবে কামনা করি।"

১২ ডিসেম্বর ১৯৭৮
মহাকরণ, কলিকাতা-১

জোতি বসু
মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Wanted

Wanted a trained graduate Bengali lady teacher for Perbelia Colliery Hindi School.

Apply to the undersigned on or before 15-1-79.

Administrator,
Perbelia Colliery Hindi School
P. O. Neturia, Dist. Purulia. (W.B)

Wanted

Wanted a qualified life Science teacher in a permanent post for Manguria S. S. B. M. Vidya-Mandir (High School) P. O. Manguria-Lalpur, Dist. Purulia. Appear with application and certificates at 1 P. M. on 20-1-79 at the school premises.

Anil Kumar mahato.
S. S. B. M. Vidyamandir.
Po. Manguria-Lalpur, Dist. Purulia.

Wanted

Wanted a B. Sc. preferably trained in work education as an asstt. teacher (in aditional post) for Garaphusra Jr. High School. Apply on and from 15.1.79.

Secretary
Garaphusra Jr. High School
P. O. Garaphusra, Dt. Purulia.

মুখার্জ্জী মেডিক্যাল হল, পুরুলিয়া

ঔষধের দোকান
চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া।

এখানে যাবতীয় এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায় এবং রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প—কির্লোস্কার পাম্প

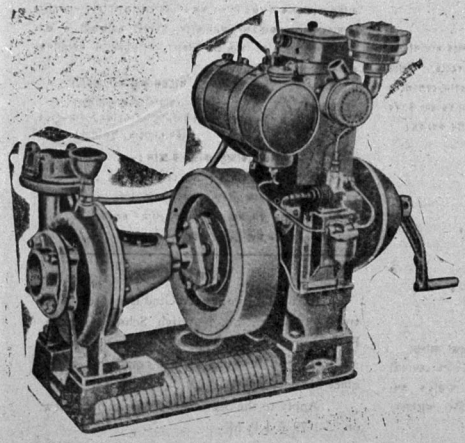

অন্য সব পাম্পের চেয়ে দাম বেশী। তবুও সারা ভারতজুড়ে এর দারুণ চাহিদা। কারণ কম দামী বাজে পাম্প কিনে আজীবন কষ্ট পাবেন। আর কিছু বেশী খরচ ক'রে একবার কির্লোস্কার পাম্প কিনতে পারলে বহু বছর ধরে এই পাম্প শ্রেষ্ঠ সেবা দেবে।

• • • •

যাঁরা সরকারী ঋণ বা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে পাম্প কনতে চান তাঁরা কির্লোস্কার পাম্প যদি কিনতে চান তবে ব্যাঙ্কে বা সরকারে দাবী জানান কর্লোস্কার পাম্প চাই। তাঁরা তা অনুমোদন করতে বাধ্য। লোকব্রতীতে এই পাম্প পাবেন।

• • •

বর্ত্তমানে দাম কমলো। এখন দাম ৪৮০০্। ব্যাঙ্ক ও সরকার এই দাম অনুমোদন করেছেন।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা

সোমবার, ৮ই জানুয়ারী, ১৯৭৯
২৩শে পৌষ, ১৩৮৫

বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০
নগদ—২০ পয়সা

ওরা) গভীর রাতে অস্ত্র হাতে
আঘাত হানে জোরে।
ওদের) বন্ধু বলেন—আঘাত তো নয়—
ভ্রান্তি—মোহের ঘোরে॥

• • •

ওদের) বন্ধু বলেন—দেহে চিহ্ন ?
আঘাত ওতো নয়।
ওযে) ওদের আপন মতবাদের
প্রেমের পরিচয়॥

ভারতীয় বিকাশ লোক কার্য্যক্রম ও এই জেলার কথা

(অরুণচন্দ্র ঘোষ, সচিব, লোকব্রতী সোসাইটি)

জনগণের স্বাবলম্বী প্রচেষ্টার জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল

ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের অধীনে একটি বিভাগ আছে—তার নাম "ভারতীয় বিকাশ লোক কার্য্যক্রম। ইংরাজীতে বলে—People's Action for Development (India). সংক্ষেপে এর নাম PADI (পাডী). কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিভাগের (পাডীর) অধীনে একটা বড়ো তহবিল সর্ব্বদা তৈরী হচ্ছে। এবং সেই তহবিলের মাধ্যমে জনসাধারণের নানাবিধ উন্নয়ন কাজের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এবং এই তহবিলের মাধ্যমে এই সব উন্নয়নের কাজ করানো হচ্ছে—সারা ভারতবর্ষের জনসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে—যাকে ইংরিজীতে বলে Voluntary Organisations.

পশ্চিমবঙ্গে এই তহবিলের মাধ্যমে কাজ করার যে চেষ্টা সুরু হল

ভারতবর্ষের কিছু কিছু জায়গায় জনসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই তহবিলের অর্থে জনগণের উন্নয়ন কাজ চলছিল। পশ্চিম বাংলায় এ বিষয়ে কাজের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়—১৯৭৭ সালের শেষ দিকে। এবং ভারতীয় কৃষি বিভাগ থেকে স্থির করা হয় যে, ব্যাপক এবং উপযুক্তভাবে সেচ পরিকল্পনা তথা কৃষি উন্নয়নের ভার নেবার মত পশ্চিম বাংলায় যে সব সংস্থা আছে—পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেগুলির খোঁজ খবর নিন—তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং তাঁদের এ কাজের যে খাতা থাকলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদন করুন।

অবশেষে ট্যাগোর সোসাইটি ও লোকব্রতী সোসাইটি নির্ব্বাচিত হল

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ এ বিষয়ে রাজ্যের সর্ব্বত্র তথ্যানুসন্ধান সুরু করেন। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে কলকাতা থেকে কৃষি বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী পুরুলিয়া এসে লোকব্রতী সোসাইটির সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা ক'রে এই পরিকল্পনার কাজে লোকব্রতী সোসাইটিকে যুক্ত হতে অনুরোধ করেন। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগ স্থির করেন যে, এই কাজ করার জন্য দুটি সংস্থাকে ভার দেওয়া যেতে পারে—একটি ট্যাগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভলাপমেন্ট যা শ্রীযুক্ত পান্নালাল দাশগুপ্ত মশাইদের দ্বারা পরিচালিত এবং দ্বিতীয়টি লোকব্রতী সোসাইটি। তদনুসারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিভাগকে এই দুটি সংস্থার জন্য অনুমোদন করেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রেডিও মারফত জানানো হয় যে, এই দুই সংস্থার মাধ্যমে বৃহৎ ও ব্যাপক সেচ ও কৃষি পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

দুই সংস্থার সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যের যোগাযোগ ও বৈঠক প্রভৃতি

তারপরে এই দুই সংস্থার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অফিসারদের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান প্রদান চলতে থাকে। যে যে জেলায় নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র আছে—সেই সব জায়গায় বৃহৎ সেচ পরিকল্পনা দেবার জন্য পরামর্শ দিয়ে তাঁরা পত্র দেন। পরিকল্পনা দেওয়ার পর, রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীসহ বিভাগীয় বড়ো অফিসারদের সঙ্গে কলকাতায় ও কেন্দ্রীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান অফিসারদের সঙ্গে আমাদের দুটি সোসাইটির প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিলেন—পরিকল্পনার সমস্ত খরচ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবেন। দরিদ্র শ্রেণীর চাষীদের জন্যই এই সব ব্যবস্থা করা হবে। সোসাইটির মাধ্যমেই সাহায্য পাবার ব্যক্তি ও স্থান নির্বাচন, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যয় প্রভৃতি হবে।

আমরা সাড়ে চার কোটি টাকার এক পরিকল্পনা দিলাম

রাজ্য সরকারের পরামর্শমত ১০ ব্লকের বিবিধ সেচ পরিকল্পনা আমরা তৈরী করলাম। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশমত পরিকল্পনা করতে, পুরুলিয়ার ১০টী ব্লকে সাড়ে চার কোটি টাকার পরিকল্পনা হোল। পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের পরামর্শ নিয়েই তৈরী হোল। ট্যাগোর সোসাইটিও কয়েকটি জেলার জন্য বড়ো পরিকল্পনা দাখিল করলেন। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী সহ বড়ো অফিসারদের সঙ্গে আমাদের দু' সংস্থার প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে (১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ তারিখে) রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগ আমাদের দু' সংস্থার প্রদত্ত পরিকল্পনাগুলিকে পুরোপুরি অনুমোদন ক'রে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠালেন।

পরে যে সব পরিবর্ত্তন করা হোল এবং যে সব প্রশ্ন দেখা দিল

রাজ্য সরকারের পরামর্শে পরে আবার আমরা বাকি দশটি ব্লকের জন্য পরিকল্পনা দিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার (পাডী) নিজেরাই আমাদের দু' সংস্থাকেই জানালেন যে, আমাদের নিজ নিজ সোসাইটির কৃষিক্ষেত্র ও কৃষি কর্ম্মধারাগুলিকে উন্নত করার জন্য পরিকল্পনা দিতে। আমরা তাও দিলাম। তারপরে কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগ "পাডী" আমাদের উভয় সংস্থাকে জানান যে তাঁদের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয়েছে। পরিকল্পনা আপাততঃ অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে করতে হবে এবং আংশিক ব্যাঙ্ক ঋণ নিতে হবে। এই ব্যাপারে আমাদের দিক থেকে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ চলতে থাকে। এই পরিস্থিতির মধ্যে আরেক কর্মধারা দেখা দিল।

একটি বৃহত্তর বৈঠক ও নবতর কর্ম্মধারা

১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে আমাদের কাছে চিঠি এলো যে, কেন্দ্রীয় সরকারের "পাডীর" মেম্বার সেক্রেটারী ও অপর অফিসারেরা আসছেন। ২৪শে জুলাই কলকাতায় বৈঠক হবে—তাতে আমাদের সহ নয়টি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাতে কয়েকটি ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ করা হয়েছে। ভারত সরকারের সাহায্য ও ব্যাঙ্কের ঋণ মিলিত ক'রে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে গ্রাম জীবনে বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য ভার নিতে তাঁরা এই স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানদের ডাকছেন। ঐ বৈঠকে কর্ম্মধারা গৃহীত হয়। স্থির হয় যে, বৃহৎ কূপ খনন, বাঁধ সংস্কার, নতুন বাঁধ তৈরী, জোড়বাঁধ, নদী থেকে সেচ প্রভৃতির পরিকল্পনা—যাতে সম্মিলিতভাবে একাধিক বা বহু ব্যক্তি জড়িত থাকবেন—

সেই সব পরিকল্পনার জন্য অর্দ্ধেক টাকা সরকার অনুদানী হিসাবে দেবেন এবং অর্দ্ধেক দেবেন ব্যাঙ্ক—ঋণ হিসাবে।

সেই মতো পুনরায় আমরা যে আঞ্চলিক পরিকল্পনা দিলাম

আমাদের সীমাবদ্ধ এবং আঞ্চলিক ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পরামর্শ দেওয়া হল। এবং জেলার সবচেয়ে অনগ্রসর অঞ্চল প্রথমে বেছে নেবার কথা হল। তদনুসারে আমরা সবচেয়ে অনগ্রসর উপেক্ষিত ৫টি ব্লকের একটি আঞ্চলিক পরিকল্পনা তৈরী ক'রে দাখিল করলাম। জেলার কৃষি বিভাগের সঙ্গে ও এলাও ডেভলাপমেণ্ট ব্যাঙ্কের সঙ্গে পরামর্শ করেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। তাতে পুরা, বাঁধ, জোড়বাঁধ, নদী প্রভৃতির বিষয় পরিকল্পনা করা হয়েছে। ঐ সবচেয়ে অনগ্রসর অঞ্চলের মধ্যে ব্লক ধরা হয়েছে—বাল্যোরান, মানবাজার (১), মানবাজার (২), বরাবাজার এবং পুরুলিয়া। এই পরিকল্পনা পাঠানো হয়েছে—১৯৫ সেপ্টেম্বর (১৯৭৮) তারিখে। কেন্দ্রীয় সরকারে (পাঁজীতে) পাঠানো ঐসব পরিকল্পনাগুলি কেন্দ্রীয় পাঁজী থেকে বিচার ও অনুমোদন ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সম্প্রতিপাড়ীর রাজ্য কমিটি গঠিত হল

এখন কেন্দ্রীয় সরকার বিকেন্দ্রিকভাবেও 'পাঞ্জী' কাজের ব্যবস্থা করতে অগ্রসর হয়েছেন। তদনুসারে সম্প্রতি পাঞ্জী একটি রাজ্য কমিটি গঠিত হল। এই রাজ্য কমিটির কাজ হবে—এই রাজ্যের যে সব রেজিষ্ট্রিকৃত সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'পাঞ্জী'কে বিভিন্ন সাহায্য চেয়ে পরিকল্পনা দাখিল করবেন—সেই সব অনুমোদনযোগ্য পরিকল্পনাগুলি নিজেদের বিচারসহ এই রাজ্য কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুমোদন করবেন। এবং রাজ্যতে ঐ সব পরিকল্পনাগুলির কাজের যোগাযোগ-ব্যবস্থা করবেন।

রাজ্যের গভর্ণরের আদেশ বলে ২৯শে অক্টোবর যে রাজ্য 'পাঞ্জী' কমিটি (রাজ্যীয় বিকাশ লোক কার্য্যক্রম কমিটি) গঠিত হল তার সদস্য হচ্ছেন—

(১) পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী —চেয়ারম্যান
(২) সেক্রেটারী, কৃষি বিভাগ—জাইস চেয়ারম্যান
(৩) ডিরেক্টার, কৃষি বিভাগ—মেম্বার
(৪) শিশারালাল হালদার মেম্বার
(৫) শ্রীমকরণজ্ঞ ঘোষ—মেম্বার
(৬) শ্রীনিবেদিতা চক্রবর্তী
(নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম) - মেম্বার
(৭) জেয়েট সেক্রেটারী, কৃষি বিভাগ—সেক্রেটারী

জেলার উন্নয়নের জন্য আমাদের বিবিধ চেষ্টার মধ্যে, 'পাঞ্জী' সংক্রান্ত কার্য্যক্রম সম্পর্কে আমাদের যে সব চেষ্টা হচ্ছে—তার বিবরণ এখানে দিলাম। এবার দেখা যাক্ বাস্তবে কাজ কী দাঁড়ায়।

স্থানীয় সংবাদ

জয়পুর বিধানসভার নির্ব্বাচন

জয়পুর বিধানসভার নির্বাচনে নিম্নলিখিত প্রার্থীগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

প্রার্থীদের নাম—

১। চক্রধর মাহাত—জনতা—চক্র হলধর
২। কেশব মাহাত—ফ্রি ব্লক—সিংহ
৩। শান্তিরাম মাহাত—কংগ্রেস—গাই বাছুর
৪। সুখীরু মাহাত - কংগ্রেস (ই)—হাত
৫। পদ্মলোচন মাহাত—স্বতন্ত্র—ডঙ্কা
৬। শান্তিরাম মাহাত—এস-ইউ-সি—বাই সাইকেল
৭। মহানন্দ মাহাত—ওয়ার্কাস পার্টি—হাতী
৮। হাবু মাঝি—নির্দল—তীর ধনুক
৯। রাজেন্দ্র গরাঞ্জ—ঐ—মাছ

শ্রীশ্রীমা সারদা জন্মোৎসব

শ্রীরামকৃষ্ণ তাপক মঠের তত্ত্বমণ্ডলীর উদ্যোগে, মঠের সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের পরিচালনায় অত্যন্ত বছরের মতো এ বছরও, নাঢ়োপাড়া রোডস্থিত দুর্গাবিহার প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমা সারদার জন্মোৎসব গত ৩রা ডিসেম্বর পরিত্রতার মধ্যে উদ্যাপিত হয়। নাঢ়োপাড়ার বহুজনের পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে নরনারায়ণ সেবা অনুষ্ঠিত হয়।

৩রা ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দজীর প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রাসহ সহর প্রদক্ষিণ করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ষোড়শোপচারে পূজা, চোঙ, চণ্ডীপাঠ, সকাল থেকে উৎসব প্রাঙ্গণে একটি প্রত্যুষ পবিত্রমণ্ডল সৃষ্টি করে। শ্রীরামনাম সংকীর্তন, গীতি আলেখ্য "মহাকরুণা মা সারদা" এই ভাবমণ্ডলকে আরও ঘনীভূত করে তোলে। শ্রীগোবিন্দ দাসের অপূর্ব কীর্তন ও ভক্তদের শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ এই ধারাকে অব্যাহত রাখে। সন্ধ্যায় আরতি ও আরাত্রিক ভজনের পর পরম শ্রদ্ধেয় প্রবীন সন্ন্যাসী স্বামী জ্যোতিস্তরানন্দজী (মনীন্দ্র মহারাজ) শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের অধ্যাত্মজীবনের স্মরণে শ্রদ্ধাসমৃদ্ধ মনোজ্ঞ ভাষণ দানে ভক্তমণ্ডলীর অন্তর উদ্ভাসিত করেন।

এরপর, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী অবলম্বনে রচিত "শ্রীশ্রীমাজী মহারাজ" নাটকটি ভক্তমণ্ডলী কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়। রাত্রি সাড়ে এগারটায় নাটকের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

অবিচ্ছিন্ন অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে উষাকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত একটি নিটোল প্রত্যাবনত পবিত্র অধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল রচনা করে এই মহান জন্মোৎসব বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলপথের পুরুলিয়া শাখায় মহিলা সমিতির কার্য্যালয় উদ্বোধন

গত ৭ই জানুয়ারী, '৯৯ দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের পুরুলিয়া শাখায় মহিলা সমিতির কার্য্যালয়ের উদ্বোধন করেন আদ্রা বিভাগের সুপারিনটেনডেণ্ট শ্রীকৈবল সিং সন্ধু। অনুষ্ঠানে সমবেতকণ্ঠে গীত গানের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বোধনী সুতা গ্রথনের কাজ সুরারী শাঙ্খা চট্টোপাধ্যায়। সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী মমতা চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাষণ পাঠ করে শোনান সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা শ্রীমতী জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়। সভানেত্রীর ভাষণ থেকে জানা যায় যে গত ৩০শে নভেম্বর থেকে সমিতির কাজ এখানে আরম্ভ হয়। সঙ্গীত শিক্ষা, সীবনশিল্প শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা, এই নিয়ে সমিতি কার্যক্রম। একটি ঘর ও একটি আলমারি সমিতি পেয়েছেন। একটি ঘর, কয়েক টি সেলাইকল ও কিছু আসবাবপত্রের প্রয়োজন এখনও আছে। সভানেত্রীর বিবৃতি সমর্থন করেন সম্পাদিকা শ্রীমতী মীরা চট্টো-এবং সমিতি কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩৫০ টাকা সুপারিনটেনডেণ্টের হাতে অর্পণ করেন।

শ্রীযুক্ত সন্ধু তাঁর ভাষণে দেশের বর্তমান অবস্থায় শিশু মঙ্গল ও পরিবার কল্যাণ কর্মপদ্ধতির গুরুত্বের কথা বলেন এবং মহিলা সমিতি এ ব্যাপারে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি রেলকর্তৃপক্ষের সহানুভূতির আশ্বাস দেন।

আদ্রা বিভাগের বিভাগীয় স্বাস্থ্যাধিকারিক ডাঃ সত্যরঞ্জন জিপাঠী তাঁর ভাষণে মহিলা সমিতির ক্রমোন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন যে ১৯৭৯ সালটি আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যার বিপুল অংশ অধিকার করে আছে শিশুরা। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে শিশুমঙ্গল কর্মসূচি নিয়ে বর্তমান মহিলা সমিতিও অগ্রসর হবেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভার সমাপ্তি হয়। উদ্যোক্তারা অতিথি অভ্যাগতদের সাদর আপ্যায়ন করেন।

কুষ্ঠ সেবা কর্ম্মীদের বিজ্ঞান ভিত্তিক সম্মেলন

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের আদ্রা শাখা ও দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা চিকিৎসালয় হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে আদ্রায় রেল-

(বাকি পাতায় দেখুন)

মুক্তি

২৭শে পৌষ ১৩৮৫, সোমবার

আমাদের প্রতিনিধিগণ

ব্যাপক অর্থে প্রতিনিধির কথা বলছি না। সংবিধানের ধারা অনুসারে লোক সভায়, বিধান সভায় যাঁরা প্রতিনিধি হয়েছেন—তাঁদের কথাই এখন বলছি। পঞ্চায়েতী ধারায় যাঁরা প্রতিনিধি হয়েছেন—তাঁরাও সংবিধানের ধারা অনুসারে রাজ্য সরকারের রচিত বিধি বিধানে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা এই সবে মাত্র প্রতিনিধি হয়েছেন। তাঁদের কথা এখন তুলছি না।

এই জেলায় এখন যাঁরা লোকসভার বিধানসভার সদস্য আছেন—তাঁরা প্রায় সকলেই ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে প্রার্থীরূপে নির্ব্বাচিত হয়েছেন—জনসাধারণের প্রতি সবিশেষ এক দায়িত্ব পালন করার জন্যই জনসাধারণ তাঁদের নির্ব্বাচিত করেছেন বা করেন। বিশেষ ক'রে তিনি যে নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের প্রতিনিধি—সেই নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের জনগণের অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরা, সাধ্যমত তার প্রতিকারের চেষ্টা করা—সারা দেশের জন্য রচিত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির সুযোগ সুবিধা সমভাবে তাঁরা যাতে পান তার চেষ্টা করা। এবং নিজ নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের মানুষদের প্রতি শাসনের পক্ষ থেকে যদি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয়—উদাসীনতা বা উপেক্ষা দেখা যায় তা হলে, সে বিষয়গুলি দেশের সামনে তুলে ধরা এবং প্রতিকারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। অধিকন্তু, কোনো প্রতিনিধি একটি নির্বাচন ক্ষেত্রের পক্ষ থেকে নির্বাচিত হলেও, সারা জেলার উন্নয়নের সঙ্গে যখন তাঁর নিজ নির্বাচন ক্ষেত্রের উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত—তখন প্রতিনিধির মনে করা উচিত—তিনি তাঁর জেলারও প্রতিনিধি। সেই দৃষ্টিতে নিজ নির্বাচন ক্ষেত্রের জন্য চেষ্টার সঙ্গে, সারা জেলার জন্যও তাঁকে সর্বদা চেষ্টা রাখতে হবে।

২) প্রতিনিধি যদি কোনো শাসনকারী দলের অনুগামী হন—তাহলে তাঁর দায়িত্ব আরো অনেক বেশী বেড়ে যায়। নিজ নির্বাচন ক্ষেত্রের বা জেলার মানুষের অভাব অভিযোগ বা উন্নয়নের প্রশ্ন শুধু তুলে ধরা নয়—সে সবের প্রতিকারের বা প্রবর্তনে সক্রিয়-ভাবে কাজের ব্যবস্থা তাঁকে করতে হবে।

৩) যাঁরা নির্বাচনে দলীয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—সেগুলি কীভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে—সে সবের কাজ কতদূর অগ্রসর হচ্ছে—তা জনসাধারণকে দেখিয়ে দেওয়া বা বুঝিয়ে দেওয়া তাঁদের দায়িত্ব রয়েছে। অথবা যদি ঠিকমতো বা বাঞ্ছিতভাবে বা আশানুরূপভাবে প্রতিশ্রুতিগুলি কার্যকরী হতে না পারছে—তবে কোথায় কী অসুবিধের জন্যে তা হচ্ছে না—তাও তাঁদের জন-গণকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৪) প্রতিনিধিদের এই সব কর্তব্য পালনের সঙ্গে আরেকটি যে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করার আছে—তা হচ্ছে, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার কর্তব্য। জনগণের সঙ্গে সর্ব্বদা নানাভাবে তাঁকে যোগাযোগ রাখতে হবে। তাঁদের প্রতি জনগণের পক্ষ থেকে যে সব অশু আসবে—জেলার সংবাদপত্র-গুলির পক্ষ থেকেই হোক বা কোনো গ্রামের বা ব্যক্তির পক্ষ থেকেই হোক—সেগুলির উত্তর দেবার অপরিহার্য্য দায়িত্ব ঐ প্রতিনিধির রয়েছে। চারিদিক থেকে বহু প্রশ্ন উঠতে থাকলে সব সময় সব কিছুর পৃথক উত্তর দেওয়া—জবাবদিহী করা সম্ভব হতে পারে না। সেজন্য মাঝে মাঝে আলোচনা-সভা ক'রে বিবৃতিপত্র প্রকাশ ক'রে, অথবা সাময়িকপত্রে বিবৃতি দিয়ে জনগণের প্রতি জবাবদিহী করার দায়িত্ব বহন করতে হবে। এ বিষয়ে যদি প্রতিনিধি সম্পূর্ণ নীরব থাকেন—ঐ বিষয়গুলিকে যদি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন—অথবা জবাব দেবার ভান ক'রে, অথবা বাক্‌কাল তৈরী ক'রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন—তা হলে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন বিষয়ে এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ করা হবে।

৫) প্রতিনিধি কোনো দলের হলেও, তাঁকে সর্ব্বদা এই কথা মনে রাখতে হবে যে দেশের শাসনতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধে সকলের জন্য। তিনি যে নির্ব্বাচন ক্ষেত্র থেকে গেছেন—তার প্রত্যেকটি মানুষের তা পাবার অধিকার রয়েছে—এবং তিনি যে দলেরই হোন—তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের বাঞ্ছিত অধিকার, কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কোনো দলের পক্ষ থেকে গেছেন বলে যা কিছু তাঁর করণীয় রয়েছে বা ক্ষমতার মধ্যে এসেছে—তা তাঁর দলীয় লোকদের পাইয়ে দেবার জন্যই—একথা যেন স্বপ্নেও তিনি না ভাবেন। তিনি তাঁর দলের লোকের ভোটেই নির্ব্বাচিত হন নি। এবং নির্ব্বাচনের সময়ে কেউ তাঁর পক্ষেই থাক বা বিপক্ষেই ভোট দিক—দেশের সাংবিধান একজন প্রতিনিধিকে দায়িত্বপূর্ণ পদের অধিকার ও ক্ষমতা দিচ্ছে—এই-জন্য যে, তিনি সেই অধিকার নিয়ে সংবিধান সম্মতভাবে সকলের জন্য কল্যাণের ব্যবস্থা করবেন। সংবিধান বিরোধীভাবে কারো কায়েমী স্বার্থ বা অবাঞ্ছিত কাজকে সমর্থন করার অধিকারও কোনিনির নেই। এবং সাংবিধান সম্মতভাবে যা সকলের জন্য নির্দ্ধারিত সুযোগ সুবিধে তা যেন সকলে পান—তারজন্যই তাঁকে সর্ব্বদা নিরপেক্ষ ভাবে চেষ্টা করে যেতে হবে।

প্রতিনিধিদের এই কর্তব্যগুলি পালনের লক্ষ্যে কাজের যে সব দিকগুলি আছে—তার বিষয়ে এখন কয়েকটি কথা বলি। তা হচ্ছে এই।

১) লোকসভা বা আইনসভায়—যেখানে তিনি গেছেন—সেখানে তাঁকে সর্ব্বদা চেষ্টা করতে হবে—তাঁর নির্ব্বাচনক্ষেত্র বা জেলার কথা উত্থাপন করতে যাতে তিনি যথাসাধ্য সুযোগলাভ করতে পারেন। এবং বলা ছাড়াও নিজের জেলার বা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের বিষয়ে বিধানসভায় বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করার কাজও তাঁকে অনুসরণ করে যেতে হবে।

২) প্রতিনিধি শাসনকারী দলের লোক হোন বা না হোন—তাঁকে শাসকদলের সঙ্গে—অর্থাৎ মন্ত্রীদের সঙ্গে এবং রাজ্যে, জেলায়, ব্লক স্তরে রাজকর্মচারীদের সঙ্গে অবিরত যোগাযোগ ক'রে নিজের নির্ব্বাচন ক্ষেত্র বা জেলার জন্য সুযোগ সুবিধে আদায় করতে হবে। এর জন্য তাঁকে নিজ দলের মধ্যেও প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৩) নিজ নির্বাচন ক্ষেত্রে প্রতিনিধিকে ভালভাবে ঘুরতে হবে—সর্ব্বদা যোগাযোগ রাখতে হবে।

৪) জেলার যে সমস্ত দল বা সংবাদপত্র বা বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যাঁরা প্রতিনিধিদের নানাভাবে চিন্তার খোরাক দিতে পারেন বা যাঁরা জেলার উন্নয়নের নানা কথা ভাবছেন—বা নানা প্রশ্ন তুলছেন—তাঁদের সঙ্গে মাঝে মাঝে একযোগে মিলিত হ'য়ে আলোচনা করা—সেমিনার করা প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) প্রতিনিধির নিজের বিষয়ে বা শাসনকারী দলের বিষয়ে বা রাজকর্মচারীদের বিষয়ে প্রতিনিধির কাছে যে সব অভিযোগ উঠবে—সে সব বিষয়ে প্রতিনিধির উত্তর কী—সে সবের ব্যাপারে তিনি সযুক্ত বা অযুক্ত হয়ে কতদূর কী করেছেন,—তা জনসাধারণকে জানানো তাঁর কর্তব্য রয়েছে।

৬) প্রতিনিধিদের যেমন ঐ সব বিষয়ে দায়িত্ব আছে—তেমনি তাঁরা যে যে দলের সেই সেই দলেরও কর্তব্য রয়েছে—প্রতিনিধিদের ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করানো—প্রতিনিধিদের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগের ধারা সৃষ্টি করা এবং জনগণের অভাব অভিযোগ, প্রশ্ন ও দাবী দাওয়া বিষয়ে প্রতিনিধিদের পক্ষে জবাবদিহী করা। জনগণের পক্ষ থেকে অন্যায় অবাস্তব দাবী বা অভিযোগ হ'লে, প্রতিনিধিদের পক্ষে দলের দিক থেকেও প্রতিবাদ করা।

প্রতিনিধিদের দায়িত্ব বিষয়ে এখানে অনেক আলোচনা আমরা করলাম। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে হচ্ছে যে, সুদীর্ঘ ছ বছরের মধ্যে জনসাধারণ হিসাবে আমরা জানতে পারিনি—প্রতিনিধিরা কে কী চেষ্টা করছেন বা প্রতিনিধিরা কী ভাবে জনসাযোগের কাজ পরিচালনা করছেন। এ বিষয়ে প্রতিনিধিরা আমাদের জানালে আমরা বুঝতে পারবো—তাঁরা কী করছেন। তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজও আমরা জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারবো।

তাছাড়া, আর একটি বিষয়ে যা আমরা উপলব্ধি করেছি, তা এই যে, শাসনকারী দলগুলির প্রতিনিধিরা এই জেলায় অন্যান্য দলের সঙ্গে এখনো পর্যন্ত কোনো যোগাযোগ করেন নি বা যোগাযোগের কোনো ধারা গড়ে তোলেননি। এবং আগে আমরা উপলব্ধি করেছি যে, এখানকার সাময়িক পত্রগুলি বহু বিষয়ে বহু প্রশ্ন তুলেছেন—সে সবের উত্তর দেওয়া বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা বা তাঁদের দলেরা সব সময় নীরব থেকেছেন। এ বিষয়ে কেন এই নীরবতা—আমরা বিনীতভাবেই জানতে চাই।

এই জেলার জনপ্রতিনিধিদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, তাঁদের দায়িত্ব বিষয়ে যে সব কথা আমরা তুলেছি—তা তাঁরা সঠিক মনে করেন কি না। এবং জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে বা জনগণের হয়ে সমুহের উত্তর দেবার বিষয়ে তাঁদের নীরবতা লক্ষ্য ক'রে আমরা যে উৎকণ্ঠা বোধ করছি—তা তাঁরা যথার্থ মনে করেন কি না।

জন-প্রতিনিধির এই টা মস্ত দায়িত্বের বিষয়। দলের শক্তি-সুযোগে ও বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে কেউ প্রতিনিধি হ'য়ে যদি তার গুরুত্ব উপলব্ধি না করেন—তাহলে খুবই দুঃখের হবে। সারা দেশের মানুষ নিজ নিজ প্রতিনিধিদের সজাগ, সম্মানিত, যোগ্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণ দেখতে চান। আমরাও চাই আমাদের প্রতিনিধিরাও জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতীক রূপে সকলের কাছে সম্মানিত ও সমাদৃত হচ্ছেন এবং যোগ্যতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন; এবং তাঁদের নিজ নিজ নির্বাচনক্ষেত্রের বা জেলার উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে, যোগ্যতার সঙ্গে, সফলতার সঙ্গে কাজ করছেন।

আমাদের এই ভাবনা—সব দলের সব প্রতিনিধির জন্যই। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউ কি আমাদের জানাবেন যে, তিনি নিজের দায়িত্ব পালনে এবং জেলার উন্নয়নে কী ভাবে কী কী করেছেন—এবং বিধান সভায় কবে কি বলেছেন বা কী কী প্রশ্ন তুলেছেন এবং কী কী বিষয়ে কতদূর কী সাফল্যলাভ করেছেন? আমরা তাহলে সে সব প্রকাশ করব, আমরা জেলাবাসী আনন্দিত হবো এবং সহযোগিতা দিয়ে তাঁদের হাত আরো শক্ত করতে পারবো।

পরলোকে শ্রীসুবোধ কুমার রায়

লোক সেবায়তনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শ্রীসুবোধ কুমার রায় (গণেশবাবু) বিগত ৬ঠা জানুয়ারী নিমন্ত্রিতে লোক সেবায়তন আশ্রমে বেলা ১২-৪০ মিনিটের সময়, জ্বরোগে আক্রান্ত হয়ে, ৭৪ বৎসর বয়সে, পরলোকে গমন করেছেন। সুদীর্ঘকাল ধ'রে সাধীনতার প্রধর্শিক পথে অক্লান্তভাবে বহুবিধ গঠন কর্মের আয়োজন সৃষ্টি ক'রে, কর্মবহুল অবস্থাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে গেলেন।

১৯০২-৩০ সালে কলকাতায় রাজবন্দীরূপে আটক থাকেন। তারপর প্রথম জীবনে এলাহাবাদে বুনিয়াদী কলিজ কলেজে চাকরিস্থ শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে স্ত্রী নিবারক চন্দ্রের কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী বাসন্তীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তারপর তাঁরা উভয়েই ওয়ার্দ্ধায় (যেখানে গান্ধীজীর সেবাগ্রাম গঠিত হয়) সেখানে গঠন কর্মের ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে ভারতব্যাপী স্বাধীনতার সংগ্রামে, তিনি ও তাঁর স্ত্রী পুরুলিয়া চলে আসেন ও জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে আত্ম নিয়োগ করেন। আন্দোলনের পর ১৯৪৬ সালে তাঁরা ওয়ার্দ্ধার কাজে ফিরে যান। গান্ধীজীর তিরোধানের পর তাঁরা স্থির করেন যে, নিজ জেলায় ফিরে, গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথে গ্রাম সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। এক বক্তি, উদ্যোক্তা, অনগ্রসর মানুষদের মধ্যে সেবার কাজ করবেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁরা বলরামপুর চাত্তিদের মাঝামাঝি নিমন্ত্রি গ্রামে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন—যার নাম হয়—লোক সেবায়তন।

সুদীর্ঘকাল ধরে, অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টা সহকারে লোক সেবায়তনে সুবোধবাবুরা বহু কিছু কাজ গ'ড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। অথর চরখা, তাঁত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত ক'রে, খাদী উৎপাদন হচ্ছে—যার প্রভূত সুনাম হয়েছে। সেণাই শিক্ষা কেন্দ্র, পুতুল শিল্প, চাল্লি ও মাটির আবাবপত্র তৈরীর কেন্দ্র, ঘানী শিল্প প্রভৃতির কাজ তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেন। লোক সেবায়তনের কর্ম পরিচালনায় নিয়মিতে একটি মাধ্যমিক স্কুল ভালভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বামনী হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনে সুবোধবাবু অগ্রণী ছিলেন। শিক্ষাপ্রসারে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

সুবোধ বাবুদের গড়া এই আশ্রমটিতে বহু অনহায় বিধবা, আশ্রয়হীন মেয়েরা আশ্রয় পেয়েছে—কাজ পেয়েছে। বিপন্ন মেয়েদের আশ্রয়ের ও তাদের বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার একটি ভাল কেন্দ্রস্বরূপে লোকসেবায়তন গ'ড়ে ওঠে। এই আশ্রম দেশবিদেশের বহু অতিথির আকর্ষণের জায়গা হয়ে আছে। নৃতত্ত্ব, লোক সংস্কৃতি প্রভৃতির গবেষকদের অবিরত আনাগোনার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। সুবোধবাবু ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বহু জ্ঞানী বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদের যোগাযোগ সর্বদাই আশ্রমটিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করছে।

লোক সেবায়তনের মাটি পাথর কাঁকরময় পাহাড়ের মাটির মত। এই মাটিতে সুবোধবাবু ৩০ বছর ধরে নানা রকম ফল ও বড়ো গাছের এক মনোরম বাগান করেছেন। তারজন্য জলের ফাকা অনটন, প্রায়শই খরা, অনুর্বর মাটির অসহযোগিতা প্রভৃতির সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ধ'রে, অধ্যবসায় সহকারে লড়াই করেছেন। পাহাড়ে ধরণের উঁচু নিচু মাঠকে কঠোর পরিশ্রমে কুঁদেকুদে জমিতে রূপান্তরিত করছেন। এবং তাতে আশ্রমবাসীদের ধান, গম, সব্জী, আখ বাদাম, দুটা প্রভৃতি নানা রকমের ফসল ফলাচ্ছিলেন—সুবোধবাবুর সুযোগ্য পরিচালনা ও প্রেরণায়।

সুবোধবাবু ও তাঁর স্ত্রী— তাঁদের কর্ম ও সেবার মধ্য দিয়ে যে সুনাম অর্জন করেছিলেন—তাতে আকৃষ্ট হয়ে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানেরা যে সহায়তা

দান করেন—তার দ্বারা লোকসেবায়তনের প্রশাসনীয় কর্মপ্রচেষ্টার ঐ অঞ্চলের অনেকগুলি গ্রামে বৃহৎ জনাশয়গুলির জলসংরক্ষণ করা হয় এবং বিবিধ কর্মধারা অনুসৃত হয়। কয়, দুর্জন, বৃদ্ধ অবস্থা সত্ত্বেও সুবোধ বাবু নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঐ সব কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। নিজেই ঐ ধরণ পাকীতিক অবস্থা নজরে রাখতেন। সুদীর্ঘকাল ধ'রে, বিশেষ প্রয়োজনে মাটির কাজ, রুবির কাজ প্রভৃতিও করতেন।

অনাবৃত উৎপিত অঞ্চলের মাঝখানে চিকিৎসার অত্যন্ত অভাব দেখে সুবোধবাবুর উদ্যোগে কোমিও পাথিক চিকিৎসা—উন্নত ধরণের ধাত্রীর কাজ প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। এই বিষয়ে ভালভাবে এক স্থায়ী ব্যবস্থা করার জন্য সুবোধবাবু ও তাঁর স্ত্রী ইদানীং আশ্রমে একটি ভাল হাসপাতাল গড়ার কাজে আপ্রাণ চেষ্টায় লেগেছিলেন। নানাভাবে অর্থসংগ্রহ ক'রে অনেক-গুলি কক্ষ সম্পন্ন হাসপাতাল ভবন তৈরী করা হয়েছে ও চিকিৎসার বিভিন্ন ব্যবস্থাদি, খাট বিছানা প্রভৃতি করা হয়েছে। এবং ইদানিং এঁদের সবিশেষ প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছিল—স্থায়ী ডাক্তার, নার্স নিয়োগের জন্য এবং আরো বেশী বোগীর থাকার ও চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য। হাসপাতালের বিষয়ে টাটার একজন বড়ো ডাক্তারকে আশ্রমে ক'রে আনিয়ে, তাঁর সঙ্গে হাসপাতাল বিষয়ে আলোচনা করার সময়েই, আকস্মিক অসুস্থতা বোধ করেন, এবং সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সুবোধ বাবুরা তাঁদের গঠনকর্মে স্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তি শ্রীবেকুরু মাণ্ডারের বহু সহযোগিতা সর্বদা পেয়েছিলেন। স্বর্গত বরেকুর বাবুর মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত হয়ে এই হাসপাতাল ভালভাবে গ'ড়ে উঠুক—সুবোধবাবুর এক ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল।

সুবোধ বাবু দক্ষ চিকশিল্পী ছিলেন। সুগায়ক ছিলেন। নানা রকম জিনিষ তৈরী করার কল্পনাশক্তি ছিল। তিনি একজন কৃতিত্ববান ব্যক্তি ছিলেন। পিতামাতার গড়া কর্মক্ষেত্রে তাঁদের একমাত্র পুত্র শ্রীমান দীপঙ্কর ও পুত্রবধূ শ্রীমতী আভেই আজনিয়োগ করেছেন। গণেশবাবু লোকসেবক সংঘের পরিচালিকা শ্রীকৃষ্ণা লাবণ্যপ্রভা ঘোষের কনিষ্ঠ ভাই। সুবোধ বাবু স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও দুটি নাতনী ও বহু আত্মীয় স্বজন এবং বহু আশ্রম-কর্মী রেখে গেছেন। তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের ও আশ্রমবাসীদের প্রতি অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

(২য় পাতার পর)

স্থানীয় সংবাদ

ওয়ে হাসপাতালের সভাগৃহে দুই দিবস কর্মীদের বার্ষিক বিজ্ঞানভিত্তিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চীফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ এ-এল-দোষীমাশী মহাশয়ের আগমন ও ডিভিসানাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীইকবাল সিংসহ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে ১২০ জন দুর্জ বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট কুষ্ঠসেবী সমাজ কর্মী সম্মেলনে যোগদান করেন।

হাসপাতালের নিষ্টাংধর এম, নন্দ্য ও জে, মণ্ডল উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশনের পর অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান তথা মেডিক্যাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ডাঃ এস-আর ত্রিপাঠী তাঁর ভাষণে পুরুলিয়া জেলায় কুষ্ঠের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে উ.থ্য প্রকাশ করেন এবং এই রোগ প্রতিরোধে ও নিরাময়ে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেন। সভাপতির ভাষণে ডঃ সোমাশী বলেন যে সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা যুক্ত না হলে দুর্গ্রাধি নির্মূলের বিরাট সমস্যার মোকাবিলা সম্ভব নয়। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে ডি-এম-ও ডাঃ এস এম ব্যানার্জী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর চারটি বিভিন্ন শাখার বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে কুষ্ঠব্যাধি নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলী, প্রচলিত চিকিৎসা ধারা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক নূতন চিকিৎসা পদ্ধতি, প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা লেপ্রসী কণ্ট্রোল ও ফেলশ এডুকেশান রেহাবিলেশন সোসাইটির ডাইরেক্টার ডাঃ ভি-এস চৌধুরী, পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত সি-এম-ও ডাঃ এম এস ঘোষ, পুরুলিয়া নব কুষ্ঠ নিবাসের সেক্রেটারী ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক, ডাঃ এস, আর চক্রবর্তী, আদানসোলের ডাঃ ডি এন বসু প্রমুখ কুষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণ এই আলোচনা চক্রগুলি পরিচালনা করেন।

এই আলোচনা চক্রে পুনর্বাসন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন জাঃ প্রবীণ কুমার মল্লিক, এবং ভবাদ্রি ও পরিশ্রমান ব্যবস্থা সম্পর্কে ডাঃ টি বরাট প্রমুখেরা।

চিঠিপত্র

সবিনয় নিবেদন—

বান্দোয়ান থানার রসুবনি গ্রামের নিম্ন আয়কারী শরবরের অঞ্চলের এই যে, আমরা চিরদিন অংবলিত শোষিত শাসিত সর্বহারার দল। বিগত ৩০ বৎসর ধরে কংগ্রেস শাসনে আমাদের উপর অকথ্য অত্যাচার উৎপীড়ন চলেছে কোথাও চুরি ডাকাতি হলে আর যে কোন লোকই করে আমাদের হাতে হাতকড়া পড়ে জেলে দিয়ে পচতে হয়। আমাদের ছেলেমেয়ে ক্ষুধার আলায় কষ্ট পায়। সাপ, বাঘ ও মরা পশু খায় তাই এনে খেয়ে দিন চালাই। লোকালয়ে যাওয়ার উপায় থাকে না। কারণ আমাদের যে কাজ দিবে সেই ব্যক্তি অপর অপরাধীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে অপরাধী হয়ে পুলিসের নজরে পড়ে। আজ সর্বহারা বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় পড়তে হচ্ছে।

গত বর্ষা অত্যাচারের তারিখে কোথাকার কোন ডাকাতির ব্যাপারে বান্দোয়ান থানার পুলিস আমাদের বাড়ীতে আমাদের অনুপস্থিতিতে হানা দেয়। এবং নিম্ন থাকর্মচারীদের বাড়ীতে জোর করে ঢুকে সর্বহারাদের ঘরের সব জিনিষপত্র নিয়ে পুলিস চলে যায়। থাবারের বাসন, কাঁথাবার উনুন ও হাড়ি কলসী সব ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। এমনকি গরু তৈল ১ হাঁড়ি ছিল তাহাও ফেইয়া যায়। এমন আমাদের ক্ষেতের আইলের ইঁদুর সুড়াবার জন্য ছাড়া জীবনযাত্রার কোন উপায় নাই। সর্বহারার সরকার আমাদের এমন দেখবেন কিনা জানিনা।

আমাদের কার কি জিনিষ পুলিসে নিয়ে গেছে তার তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

১) শ্রীমাহেন সরবরের বাড়ী থেকে ১টী সাইকেল, ১টী কুড়াল, ১টী সাবল।
২) শ্রীমাহিন সংবর ১টী কাঁসার থালা, ১টী কাঁসার ঘটি, ১টী অলতোলা ঘড়ি ও ১টী কুড়াল। (৩) শ্রীবোঙ্গা সবরের বাড়ী থেকে ১টী কাঁসার থালা ২টী ঘটি, ২টী বাটি ও ১টী জল তোলা ঘড়ি, ১টী নূতন ছাতা, ১টী সাবল, ১টী কুড়াল, ১টী টিনিন ডেবিয়ার, কমালে বাঁধা ১০টী টাকা এক ভাঁড় গন্ধ তৈল। (৪) মুগন সবরের বাড়ী থেকে ১টী কুড়াল। (৫) বাসীরাম শবরের বাড়ী থেকে ১টী তিন সেরের টর্চ্চ লাইট ১টী কাঁসার ঘটী, ১টী বড় কুড়াল ও ১টী মুংগী। (৬) জিজন সবরের বাড়ী থেকে ১টী কুড়াল, ১টী সাবল, ঘরের আলা চাবি কেড়ে ফেলে ঘরেতুকে এই সকল জিনিসগুলি নিয়ে পুলিস চলে যায়। শ্রীপূর্ব সবরের বাড়ীতে ঢুকে তাকে বিছানা থেকে ধরে বাইরে এনে গুতো মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। সে বাঁধ ৪ মাস বাঁচেনা ভূগছে। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায় কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরলে সে বিছানায় যায়। এইভাবে পুলিসের অত্যাচার আমাদের উপর চলেছে।

আমাদের বৈনন্দিনের এই নির্যাতন থেকে আমাদের রক্ষা করে সাধারণ জীবনযাপনের সঙ্গে প্রকাশ সুযোগ সুবিধা যাতে আমরা পাই তারজন্য আপনার পত্রিকা মারফত সরকারের কাছে আমাদের আবেদন জানাচ্ছি। ইতি—

রসুবনি গ্রামের সবরগণ

সংশ্রী—সাধেন সবর, মাহিন সবর, ফোডের সবর মুগন সবর, বানিরাম সবর, জিজন সবর, পূর্ব সবর, জ্যোতি সবর, মাতব্বর সবর, কুই সবর, সুবোধ সবর।

মুখার্জী মেডিক্যাল হল, পুরুলিয়া
ঔষধের দোকান
চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া।
এখানে যাবতীয় এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায় এবং রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

No.—2539/57R মুক্তি ২৩শে পৌষ ১৩৭৯ W B/B. K. U 24

স্বল্প সঞ্চয়

আপনার ফসল ঘরে তোলার আনন্দকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করবে। মনে রাখবেন সুসময়ে যিনি সঞ্চয় করেন দুঃসময়কে তিনি জয় করতে পারেন।

১। পোষ্ট অফিস পাশ বই—

করমুক্ত সুদের হার বার্ষিক ৫% টাকা লটারীর সুযোগ আছে যার প্রথম পুরস্কার ১ লাখ টাকা।

২। ক্রমবর্দ্ধমান নির্দ্দিষ্ট মেয়াদী পাশ বই (C. T. D)—

৫ টাকা বা তার গুনিতকে প্রতি মাসে দেয় ১০ বছর মেয়াদী এই জমায় চক্রবৃদ্ধি হারে ৬'২৫% সুদ দেওয়া হয়। মেয়াদ অন্তে সুদে আসলে ফেরত দেওয়া হয়।

৩। পৌনঃপুনিক জমা (Recurring Deposit)—

৫ বছর মেয়াদ অন্তে সুদ সহ টাকা ফেরত পাওয়া যায়। সুদের হার চক্রবৃদ্ধি ৯'২৫% এর বেশী। জীবনবীমার সুযোগ পাওয়া যায়।

৪। মেয়াদী জমা (Time Deposit)—

৫০ টাকা বা তার গুনিতকে ১/২/৩/৫ বছর মেয়াদী হিসাব খোলা যায়। বার্ষিক সুদ শতকরা ৭-১০ টাকা।

৫। ৭ বছর মেয়াদী সঞ্চয় সার্টিফিকেট—

২য়/৩য়/৪র্থ ও ৫ম পর্যায়ের সার্টিফিকেটে বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা থেকে ১৪-২৫ টাকা পর্যন্ত সুদ দেওয়া হয়।

এ ছাড়া আছে জাতীয় এ্যানুইটি সার্টিফিকেট ও জাতীয় উন্নয়ন বণ্ড।

আপনার সুবিধা মত যে কোন প্রকল্পে টাকা খাটিয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হোন। কাছাকাছি ডাকঘর/বিডিও অফিস অথবা পুরুলিয়া জেলা সঞ্চয় আধিকারিক এর কাছে খোঁজ নিন।

পুরুলিয়া জেলা তথ্য আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।

বিজ্ঞপ্তি

দিঘী হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষকের স্থায়ী পদে ভূগোল বিষয় লইয়া স্নাতক হইয়াছেন এইরূপ একজন শিক্ষক আবশ্যক। টেনিং প্রাপ্ত প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। ২০।১।৭৯ তারিখের মধ্যে আবেদন করুন। সাক্ষাৎকারের তারিখ ২৭।১।৭৯ সময় বেলা ১২টা।

সেক্রেটারী,
দিঘী হাই স্কুল
পোঃ দিঘী, জেলা—পুরুলিয়া

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প—কির্লোস্কার পাম্প

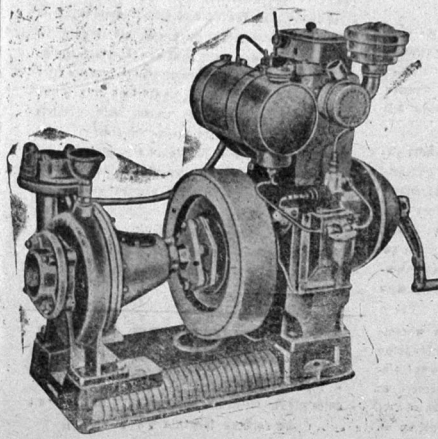

অন্য সব পাম্পের চেয়ে দাম বেশী। তবুও সারা ভারতজুড়ে এর দারুণ চাহিদা। কারণ কম দামী বাজে পাম্প কিনে আজীবন কষ্ট পাবেন। আর কিছু বেশী খরচ ক'রে একবার কির্লোস্কার পাম্প কিনতে পারলে বহু বছর ধরে এই পাম্প শ্রেষ্ঠ সেবা দেবে।

• • • •

যাঁরা সরকারী ঋণ বা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে পাম্প কনতে চান তাঁরা কির্লোস্কার পাম্প যদি কিনতে চান তবে ব্যাঙ্কে বা সরকারে দাবী জানান কর্লোস্কার পাম্প চাই। তাঁরা তা অনুমোদন করতে বাধ্য। লোকতন্ত্রীতে এই পাম্প পাবেন।

• • •

বর্ত্তমানে দাম কমলো। এখন দাম ৮৮০০। ব্যাঙ্ক ও সরকার এই দাম অনুমোদন করেছেন।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র রায় গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উদ্ভিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ৪৬শ সংখ্যা | সোমবার, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৯ ১লা মাঘ, ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ লগদ ২০ পয়সা

মধ্যযুগে রাজতন্ত্রে স্বৈরাচার ছিল স্বাভাবিক। আজও গণতন্ত্রে যদি তাই ঘটে—হবে না বিস্মিত? ছিঁড়েছে পেটের নাড়ী পশু দুর্বৃত্তের পদাঘাত— তবুও পুলিশ কয়—কিছু নয়—মৃদু এ আঘাত !!

• •

আজও গণতন্ত্রে হেন শাসকুলের মিথ্যাচার? আজও তবু মহামন্ত্রী রবেন নীরব নির্বিকার? শাসনের যদি থাকে গণতন্ত্রী জারিত্বের বোধ— তবে হোক মিথ্যাচার উদ্যাটিত—হোক প্রতিরোধ॥

ভারতীয় রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানান পদক্ষেপ

সি, পি, এমের প্লেনামে নূতন সিদ্ধান্ত

সম্প্রতি সি. পি. এমের 'প্লেনাম' অনুষ্ঠিত হল। প্লেনাম হচ্ছে—সি পি. এমের সারা ভারতব্যাপী পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন। বহু বছর পর এই 'প্লেনাম' অনুষ্ঠিত হল এই অধিবেশনের মূল সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, দুই কংগ্রেসেরই রাজনৈতিক ভূমিকা শেষ হয়ে গেল। জনতা পার্টীও ভারতবর্ষের শাসন চালাতে অক্ষম। সেজন্য আজ সি. পি. এমের সারা ভারতব্যাপী সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করতে উপযুক্ত কর্মধারা ও পরিকল্পনা নিতে হবে। এদিকে আবার দেশের বাম শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার দৃষ্টিতে সি. পি. আই-এর প্রতি সি. পি. এমের মনোভাব নরম হয়ে উঠছে। সি. পি. এম সি. পি. আইকে ইন্দিরা কংগ্রেস সম্পর্কে মোহ কাটাতে উপদেশ দিয়েছেন। এবং সি. পি. আই সি. পি. এমকে জনতা পার্টীর পিছনে চলার মোহ কাটাতে উপদেশ দিয়েছেন।

জনতা পার্টীর মিলন প্রচেষ্টা ও সংগঠন

জনতা পার্টীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হবে মার্চ মাসে। তার মধ্যে সারা ভারতের রাজ্যগুলিতে পার্টীর নির্বাচন ও দলের সভাপতির নির্বাচন হয়ে যাবে। দলের মধ্যে শ্রীচরণ সিংএর ব্যাপার নিয়ে এখনো গোলমাল চলেছে। শ্রীচরণ সিং পন্থীরা বলছেন—শ্রীসিংকে পুনরায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে গ্রহণ না করলে, মিলনের সম্ভাবনা নেই। দলের মিলন পন্থীরা ঐক্য সূত্র খুঁজে বার করার চেষ্টা করছেন। তাঁদের অভিমত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এখনো কড়া মনোভাব নিয়ে চললেও, অনমনীয় নন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বলেছেন—দল থেকে শ্রীচরণ সিং বেরিয়ে গেলেও দলের ক্ষতি হবে না। জনতা পার্টীর প্রধানেরা 'দৃঢ়তার সঙ্গে বলছেন—দল ভিতুতেই ভাঙবে না। দলের সারা ভারতব্যাপী নির্বাচনের ভিত্তিতে দলের সংগঠন শক্তিশালী হবে।

দুই কংগ্রেসের মিলনের জন্য চেষ্টা

অবস্থা সুবিধে নয় বুঝে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসকে কংগ্রেস (ই)র সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য অনেক রকম টোপ ফেলছেন। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীস্বর্ণ সিং দুই কংগ্রেসের মিলনের জন্য মরিয়া হয়ে লেগেছেন। কংগ্রেস (ই)র নেতারা বলছেন—মিলিত কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে করা চাই। কংগ্রেসের ভেতরে একদল এই মিলনের বিরুদ্ধে ঘোর বিরোধীতা করছেন। এর বিরোধীতায় কেউ কেউ বিভিন্ন পদ থেকে পদত্যাগ করছেন। মিলনের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস দু টুকরো হয়ে গেল। এই সব বিরোধীতার মধ্যেও দু পক্ষ থেকেই মিলনের জোরদার চেষ্টা চলছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর লক্ষ্য—দু কংগ্রেসকে মিলিত ক'রে, শ্রীচরণ সিংএর দলকে ভাঙিয়ে দলে ভর্তি ক'রে আবার যদি একটা শক্তিশালী ক্ষমতার ক্ষেত্র তৈরী করা যায়।

কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছেন

দেশজুড়ে অত্যাবশ্যক পণ্য বণ্টন প্রকল্প

৪ই জানুয়ারী নয়া দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী সমস্ত রাজ্যের মুখ্য-মন্ত্রীদের জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকার জুলাই থেকে সারা ভারতে অত্যাবশ্যক পণ্য সামগ্রীগুলির উৎপাদন ও বণ্টনের একটি প্রকল্প হাতে নিচ্ছেন। প্রধান মন্ত্রী বলেন দেশে ২ লক্ষ ৪০ হাজার ন্যায্য মূল্যের দোকান আছে। এ সবের বহু জনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ রয়েছে। রাজ্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে বলেন এবং প্রত্যেকটি দোকানের জন্য স্থানীয় লোকজনদের নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন ক'রে, ঐ সব দোকানের কাজ তদারক করতে হবে। প্রধান মন্ত্রী রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রীদের বলেন যে, ভেজালদার, মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা আপনারা নিন।

বিশেষ আদালত গঠনের জন্য আইন

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীদের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠন সংবিধান সম্মত হবে ব'লে সুপ্রীমকোর্টের সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর, সম্প্রতি ভারত সরকার লোকসভায় এ সম্পর্কে আইন তৈরী করতে উদ্যত হয়েছেন। যতদিন না এই বিশেষ আদালত গঠিত হচ্ছে—ততদিন সাধারণ বিচার ধারা অনুসারেই ইন্দিরাজীদের বিচার চলবে।

শিল্পাশ্রমে নৈশ আক্রমণ ও ঘটনার তদন্ত সম্পর্কে

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

দিল্লী ইউনিয়ন অফ জার্নালিষ্টের ভাইস-চেয়ারম্যানের চিঠি

২৫শে ডিসেম্বর তারিখের মুক্তিতে লিখেছিলাম যে, দিল্লী ইউনিয়ন অব জার্নালিষ্টের পক্ষে এই ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী মধুমিতা মজুমদার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে ও শ্রীনাম্বুদ্রী পাদকে শিল্পাশ্রমের ঘটনার বিষয়ে চিঠি লেখেন। মুক্তিতে এই সংবাদ প্রকাশের পর শ্রীমতী মজুমদার আমাদের পত্র দিয়েছেন যে, ঐ ইউনিয়নের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত হয়ে তিনি ঐ চিঠিপত্র লিখেন নি। ঐ ইউনিয়নের তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট। তবে তিনি একজন সংবাদপত্র সেবী হিসাবে, ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মী হিসাবে ব্যক্তিগত ভাবেই ঐ চিঠিপত্র লিখেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, সংবাদপত্রে শিল্পাশ্রমের ঐ নিদারুণ ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পর দিল্লী থেকে দিল্লীর বুদ্ধিজীবী মহলের আরো কিছু ব্যক্তি—যাঁদের মধ্যে খ্যাতিসম্পন্ন সংবাদসেবী আছেন—সংবাদপত্রের দাবী বিষয়ে সক্রিয় আন্দোলনের অগ্রণী সংগঠক আছেন—বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভৃতি আছেন—তাঁরা শিল্পাশ্রমের ঐ ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত যাতে হয়—তজ্জন্য বিভিন্ন সংবাদপত্রে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে চিঠিপত্র লেখেন। শ্রীমতী মজুমদারের কাছ থেকে আমরা এ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পেলাম।

দিল্লীর বিভিন্নজনের পক্ষ থেকে যে সব চিঠিপত্র দেওয়া হয়

দিল্লীর বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি যে সব সংবাদপত্রে এ বিষয়ে লেখেন তা হচ্ছে—ষ্টেটসম্যান (দিল্লী থেকে প্রকাশিত), ষ্টেটসম্যান (কলকাতা থেকে প্রকাশিত), প্যাট্রিয়ট, মেইনষ্ট্রিম প্রভৃতি। যাঁরা লেখেন তাঁদের মধ্যে আছেন—শ্রী পি. দাশগুপ্ত, শ্রীসুব্রত ব্যানার্জ্জী, শ্রী আর, ভি, কৃপালানী, শ্রীরবীন্দ্র নাথ, ডাঃ গীতা ব্যানার্জ্জী, ডাঃ জি, মুখার্জ্জী, শ্রীমতী সারা জোসেফ, শ্রীঋতেন মজুমদার ও শ্রীমতী মধুমিতা মজুমদার।

যে সব মন্ত্রী ও লোকসভা সদস্য এ বিষয়ে চেষ্টা করছেন

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম শিল্পাশ্রমের ঘটনার তদন্ত বিষয়ে ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। জনতা পার্টির পক্ষ থেকে লোক সভা সদস্য শ্রীদিলীপ চক্রবর্ত্তী শিল্পাশ্রমের ঘটনার তদন্ত বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীকে এবং রাজের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন।

ফরোয়ার্ড ব্লক তথা বাকফ্রন্টের পক্ষে লোক সভা সদস্য শ্রীচিত্ত বসু শিল্পাশ্রমের ঘটনা বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে লেখেন এবং তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এই আশ্বাস পান যে, তদন্ত করা হচ্ছে। শ্রীমতী মধুমিতা মজুমদার সি, পি, এমের তথা বামফ্রন্টের লোকসভা সদস্য শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বসুকে এ বিষয়ে তথ্যাদি জানিয়ে চিঠি দেন। তাতে শ্রীবসু শ্রীমতী মজুমদারকে জানিয়েছেন যে, এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা যাতে হয় তিনি দেখছেন।

আরও যে সব যোগাযোগ করা হয়

দিল্লীর ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এ্যাসিষ্টেন্ট এডিটার শ্রীমতী মধুমিতা মজুমদার প্রথমে শিল্পাশ্রমের ঘটনা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইকে ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামকে চিঠি দেন। তিনি আবার ঐ দুজনকে পুরুলিয়ার মুক্তি পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে জানান যে, কলকাতার কয়েকটি সংবাদপত্রে পুরুলিয়া থেকে তাদের সংবাদ দাতাদের প্রেরিত সংবাদ চাপা দিয়ে, ষ্টাফ রিপোর্টারদের দিয়ে তৈরী করা আজগুবি সংবাদ প্রকাশিত করা হয়েছে এবং ভিত্তিহীন সংবাদ পুলিসের প্রেরিত সংবাদ ব'লে বলা হয়েছে। শ্রীমতী মজুমদার ঐ দু' জনকে আরো জানিয়েছেন যে, নিছক ডাকাতি ব'লে প্রচার করার যে অপচেষ্টা চলেছে—তা সঠিক হলে, ঐ জেলার হাজার হাজার মানুষ তদন্তের জন্য—প্রতিবাদের জন্য জেলাব্যাপী আলোড়ন তোলার কোনো প্রয়োজন বোধ করতেন না। শ্রীমতী মজুমদার মুক্তিকে আরো জানিয়েছেন যে, মুক্তিতে লেখা হয়েছে—তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে উত্তর না পেয়ে শ্রীনাম্বুদ্রীপাদকে চিঠি লেখেন—তা ঠিক নয়। তিনি ঐ ঘটনা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন জনকে যেমন চিঠি দেন তেমনি শ্রীনাম্বুদ্রীপাদকেও চিঠি দেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ

দিল্লী থেকে শ্রীমতী মধুমিতা মজুমদার মুখ্যমন্ত্রীকে যে চিঠি দেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক মাধ্যমিকের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপার্থ দেকেও তার কপি পাঠান। সেই কপি পেয়ে শ্রীপার্থ দে শ্রীমতী মজুমদারকে একটি চিঠি দেন—শিল্পাশ্রমের সকলের প্রতি আন্তরিক উদ্বেগ জানিয়ে। তার উত্তরে শ্রীমতী মজুমদার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কি শিল্পাশ্রম ঘটনার ঠিকমতো তদন্ত করার যোগ্যতাসম্পন্ন আপনি মনে করেন? তা যদি না মনে করেন তবে তদন্তের বিকল্প ব্যবস্থা বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী? শ্রীমতী মজুমদারের এই জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর আসে নি।

শিল্পাশ্রমে জনতা নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

সম্প্রতি জনতা নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জয়পুর উপনির্ব্বাচনে প্রচারে পুরুলিয়া জেলা আসেন। ৮ই জানুয়ারী সকালে তিনি আশ্রমে দেখাশুনো করতে আসেন। শিল্পাশ্রমে নৈশ আক্রমণে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ ও অন্যান্যদের উপর যে নৃশংস আক্রমণ করা হয়—সে বিষয়ে সমস্ত বিবরণ জানতে এবং শ্রীযুক্তা ঘোষ ও ও অন্যান্যদের ওপর কী রকম আঘাত হয়েছে দেখতে আসেন।

ডাকাত ধরা পড়েছে !!!

৩০শে নভেম্বর তারিখে বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল—জন পাঁচ ব্যক্তিকে সন্দেহে ধরা হয়েছে। ১৪ই ডিসেম্বরের যুগান্তরের সংবাদে প্রকাশ—মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেছেন—"ঐ ঘটনার ব্যাপারে সি, আই, ডি, তদন্ত চালাচ্ছেন। ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।" প্রধানমন্ত্রী ২০শে ডিসেম্বর পুরুলিয়া প্রেস ক্লাবকে জানাচ্ছেন যে, "রাজ্য সরকারের পুলিস তিনজন সুপরিচিত অপরাধীকে ধরেছেন—যাদের সন্দেহ করা হচ্ছে—এই ঘটনায় জড়িত। আর বাকি অপরাধী কারা জানা যাচ্ছে না।" এখানে প্রশ্ন—একই সরকারের কেউ বলছেন পাঁচজন—কেউ বলছেন—তিন জন—ব্যাপারটা কী? তাছাড়া, আমরা যারা আক্রান্ত হয়েছিলাম—তারা কাউকে চিনতে পারিনি। এখন বিচার্য্য এই যে, সন্দেহ করার মত কোনো সূত্র পাওয়া গেছে, না, লোক দেখাবার জন্য কয়েকটা এ ব্যাপারে নির্দ্দোষী দাগীকে আটকে রাখা হয়েছে।

মুক্তি

১লা মাঘ ১৩৮৫, সোমবার

রেল ব্যবস্থা ও প্রবঞ্চিত পুরুলিয়া

আমাদের জেলার পত্র পত্রিকাগুলির যে প্রেস ক্লাব আছে—সম্প্রতি তার বৈঠক হয়ে গেল। বৈঠকে পত্র পত্রিকাগুলির সমস্যা এবং আগামী পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের পত্র পত্রিকা সম্মেলনের প্রস্তুতি প্রভৃতির আলোচনার সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থির হয় যে, পুরুলিয়া জেলার উন্নয়ন ও সুযোগ সুবিধের জন্য রেল সংক্রান্ত যে কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জরুরী ব্যবস্থার জন্য পুরুলিয়া জেলার পক্ষ থেকে সুদীর্ঘকাল ধ'রে বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও, কোনো কিছু করা হোল না—সেই দাবীগুলি নিয়ে জেলার পত্রপত্রিকাগুলি পুনরায় এ বিষয়ে বিশেষ জোর দিন। অর্থাৎ এই বিষয়ে পুরুলিয়ার জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃই যে নিদারুণ বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছে—পত্র পত্রিকাগুলি সেই বিক্ষোভকে তুলে ধরুন।

আজকে গত প্রায় ২০ বছর ধ'রে রেল সংক্রান্ত যে দাবীগুলি করা হচ্ছে—তা অত্যন্ত জরুরী, অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত, এবং পুরুলিয়া জেলার জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এ বিষয়ে সুদীর্ঘ কংগ্রেসী শাসনে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করা হোল না। পুরুলিয়া জেলাকে বঞ্চিত করার জন্য পুরুলিয়া-কোটশিলার রেল লাইনকে বড় লাইন করা হল না। অপর অংশ বড় লাইন ক'রে বিহারের অন্যান্য জায়গাকে সমৃদ্ধ করা ব্যবস্থা হোল। পুরুলিয়ার আরো কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রেল-ব্যবস্থার আবেদনও পদদলিত করা হোল।

কংগ্রেস আমলে এহেন রেল মন্ত্রী নেই—যাঁর কাছে না পুরুলিয়ার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা দেখা ক'রে দাবীগুলির সবিশেষ গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। একের পর এক রেলমন্ত্রী হচ্ছিলেন—বিহারের লোক। তাঁরা দৃঢ় সংকল্প ক'রে রেখেছিলেন যে, পুরুলিয়া জেলার মানুষ বিহারকে ত্যাগ ক'রে, যেমন পশ্চিম বাংলায় যুক্ত হয়েছে—তেমনি তার প্রতিশোধ নিতে হবে—তাদের কোনো সুযোগ সুবিধে দেওয়া হবে না—বরং সম্ভব হ'লে আরো অসুবিধেজনক ব্যবস্থা করা হবে। এবং তাঁদের সেই সিদ্ধান্ত মতই তাঁরা কাজ ক'রে গেছেন। কংগ্রেস আমলে দু একজন অ-বেহারী রেলমন্ত্রী সাময়িকভাবে হয়েছিলেন। তাঁদেরও ধরা হয়েছিল—কিন্তু তাঁরা মৌখিক আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু কাজ কিছু হয়নি। হয়, তাঁরা কোনো চেষ্টা করেন নি; নয়, তাঁরা চেষ্টা করলেও—বিহারের অফিসার অধ্যুষিত রেল বোর্ডের চক্রান্তে কিছু করতে পারেন নি।

কংগ্রেস আমলে এ বিষয়ে রাজ্য সরকারেরও মস্ত বড়ো দায়িত্ব ছিল। তাঁরাও এ বিষয়ে কোনো চেষ্টাই করেন নি। তাঁরা চেষ্টা করলে, এমন গুরুত্বপূর্ণ, অপরিহার্য্য সামান্য কয়েকটা ব্যবস্থা অবশ্যই হোত। আমাদের দাবী ছিল মাত্র কয়েকটা। মাত্র ২।৩ কোটি টাকার ব্যাপার ছিল। কিন্তু তা' জেলার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী ও প্রয়োজনীয় ব্যাপার ছিল। যেখানে হাজার হাজার কোটি টাকা ধুলোর মত অপচয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মগের আমলের মতো লুঠ করা হয়েছে—সেখানে সারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বঞ্চিত, শোষিত, দরিদ্র, উপেক্ষিত জেলার অত্যন্ত জরুরী কয়েকটা সামান্য ব্যবস্থা—সামান্য ২।৩ কোটি টাকার ব্যবস্থা—করা হল না।

স্বাধীনতার বিগত ৩০ বছরে সারা ভারতবর্ষে সমস্ত জায়গায় রেলের ব্যাপারে নানা রকম উন্নতি হয়েছে। কিন্তু শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হবেন যে, স্বাধীনতা লাভের আগে পুরুলিয়া রেল ষ্টেশনের যে অবস্থা ছিল—তার কিছুমাত্র উন্নতি তো হয়ই নি; বরং ক্ষতি করা হয়েছে।

আমাদের দাবী ছিল কী? ছিল—পুরুলিয়া থেকে কোটশিলা পর্য্যন্ত সামান্য কয়েক মাইল ছোট লাইন বড়ো লাইন করে দাও। যুক্তি ছিল—বিহারের রাঁচি, হাটিয়া মারাফরি, মুরি প্রভৃতি দ্রুত ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পাঞ্চলগুলির সঙ্গে উন্নত যোগাযোগের ফলে, এই জেলায় দ্রুত কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি, ভাল কৃষি দ্রব্য মূল্যের আমদানী ও অন্যান্য ব্যবসার প্রভূত সুযোগ হবে। এবং দরিদ্র এই জেলা আর্থিক দিক দিয়ে এক বড়ো ক্ষেত্র পাবে। তাছাড়া, ভারত সরকারকে তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে ও জাহাজ ঘাঁটিতে কাঁচা মাল, কয়লা উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি লেনদেনের জন্য বর্ত্তমানে যে রেল যোগাযোগের পথ আছে—পুরুলিয়া কোটশিলা বড় রেল লাইন হ'লে, ভারত সরকার ও রেল দপ্তরের বছরে বছরে কোটি কোটি টাকার সাশ্রয় হবে। তাছাড়া, কয়েকটি শিল্পাঞ্চলের মধ্যে বর্ত্তমানে যে রেল যোগাযোগের পথ আছে—তা কোনো জায়গায় বিপন্ন হলে—রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পুরুলিয়া-কোটশিলা রেল লাইন হ'লে, চলাচলের বিকল্প পথ থাকবে। পুরুলিয়ার পক্ষে এহেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা—তার সঙ্গে ভারত সরকার ও রেলের সবিশেষ স্বার্থ—কোনো কিছুই দেখা হল না।

পুরুলিয়া রেল ষ্টেশন একটা জেলার প্রধান সহরের রেল ষ্টেশন। ট্রেন থেকে নামতে এক মানুষ নিচে এর প্ল্যাটফরম যা ছিল—আজো তাই আছে। ভারতের অগণিত গ্রাম্য রেল ষ্টেশনেরও প্ল্যাটফরম উন্নত করা হয়েছে কিন্তু পুরুলিয়া জেলার প্রধান সহরের রেল ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমকে কিছুতেই উন্নত করা হোল না। এই ষ্টেশন থেকে এই জেলার সবচেয়ে বেশী লোকের আনাগোনা। পুরুলিয়ার প্ল্যাটফরমে বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন মানুষদের ট্রেনে চাপার যে কতো কষ্ট—তা সকলেই বোঝেন। স্বাধীন জীবনের ৩০ বছরে এই সামান্য সুযোগটুকুও এই জেলাকে দেওয়া হল না।

পুরুলিয়া রেল ষ্টেশনের ওপর সেই মান্ধাতার আমলের সরু একটা ওভারব্রীজ আছে। বিগত ৩০ বছরে দেশে লোকসংখ্যা বহু বেড়েছে। যাত্রী আনাগোনাও বহু বেড়েছে। পুরুলিয়া ষ্টেশনে ইদানীং একটা ট্রেন এলে—তার লোকজন ওভারব্রীজ দিয়ে ষ্টেশনের বাইরে আসতে আরম্ভ করলে, ট্রেন ধরবার লোকদের ষ্টেশনে ঢোকা দুরূহ হয়ে পড়ে। কতো বলা হয়েছে যে, পাশে আর একটা ব্রীজ ক'রে দাও; কিন্তু এটুকু সুযোগও পুরুলিয়াকে দেওয়া হয়নি।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মানুষ আজ দ্রুতগামী ট্রেনের—এক্সপ্রেস, মেল প্রভৃতির সুযোগ পাচ্ছেন—কেবল পুরুলিয়া ছাড়া। সেই মান্ধাতার আমলের একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন—একটি রাত্রে যায়—একটি সকালে আসে। মাত্র ২০০ মাইলের পথ—কলকাতা যাতায়াত করে—১০ ঘণ্টায়। এবং প্রায়ই বিলম্বের জন্য—খড়্গপুরের পর—অন্য ট্রেনগুলোর জন্য পথ ক'রে দিতে—এই প্যাসেঞ্জারের দুর্গতির অন্ত থাকে না। বিহার আমলে—তখনকার রাজধানী পাটনা যাওয়া যেমন বিড়ম্বনার ছিল—আজও পশ্চিম বাংলায় আসার পরও, রাজ্যের রাজধানী—কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ বিষয়ে বিড়ম্বনা, বঞ্চনা, ক্ষতি ও অসুবিধের শেষ হল না। মানবতাবোধ এবং ইচ্ছে থাকলে, এবং বৈষম্য বুদ্ধি না থাকলে, পুরুলিয়ার জন্যে একটা এক্সপ্রেসের ব্যবস্থা এখুনই অবশ্যই হতে পারে। তার বিবিধ উপায় ও পথ আছে।

পুরুলিয়া সহরে তেলকল পাড়া যাবার পথে—ষ্টেশনের উত্তরে যে রেলওয়ে ক্রসিং আছে—সেই পথ অবিরত বন্ধ থাকে—কারণ এই পথে মালগাড়ীর যাতায়াত প্রচুর। আর প্রতি সময় বহুক্ষণ ধ'রে বন্ধ থাকে। ঐ পথ দিয়ে মাল গোদাম যেতে হয়। ঐ পথে হুড়া, পুঞ্চা, আদ্রা, কাশীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতির বহু বাস চলে। এবং ঐ পথ দিয়ে অজস্র মানুষ যাতায়াত করেন—শ্মশান কালীমন্দিরে। বিশেষতঃ শনি, মঙ্গলবারে। এই ক্রসিংএর ওপর দিয়ে অথবা নীচে দিয়ে একটি ব্রীজ করার এবং বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করার জন্য বহু বলা কওয়া হয়েছে। রেল দপ্তর এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে ক'রে—এ বিষয়ে তদন্ত ও পরিকল্পনা তৈরীর কাজও সুরু করেছিলেন। বোধ হয় কোনো অ-বিহারী মন্ত্রী এই নির্দ্দেশ দিয়ে ফেলেছিলেন। তারপর আড়াল থেকে চেষ্টা ক'রে—সে প্রচেষ্টাও বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়।

ঐ ক্রসিংএর পথ দিয়ে মাল গোদাম যেতে হয়। সেজন্য পুরুলিয়ার পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় যে, পুরুলিয়া ষ্টেশনের ওপরে যে নতুন ওভার ব্রীজ হবে—সেটা যেন মাল গোদাম পর্য্যন্ত ক'রে দেওয়া হয়। তাহলেও বহুভাবে লোকের সুবিধে হবে। কিন্তু কোনো প্রস্তাবই গ্রহনীয় হোল না।

কেন্দ্রে ও এই রাজ্যে কংগ্রেস শাসনের অবসান যখন হোল—এই জেলার মানুষ খুবই আশান্বিত হলেন যে কেন্দ্রে আজ যখন জনতা সরকার, তখন এই বঞ্চিত উপেক্ষিত জেলার এই অত্যন্ত জরুরী, সঙ্গত এবং প্রয়োজনীয়

অবশ্য সামান্য দাবী আন্তরিকতার সঙ্গে শুনবেন এবং ব্যবস্থা করবেন। আর রাজ্য সরকারও এদের বক্তিব্য জেলার ঐ সব অত্যন্ত সঙ্গত, বহুদীর্ঘ দিনের অত্যন্ত জরুরী রাবিডলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরবেন। এর সঙ্গে এই জেলার লোক আশা করেছিলেন যে, জনতা পার্টি ও বামফ্রন্টের স্থানীয় এম, পি, এম, এল, এরা এবং ঐ দলগুলির জেলার নেতৃবৃন্দ জেলার ঐ দীর্ঘ কালের অত্ত সঙ্গত দাবীগুলির জন্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু দেখা গেল—কেউই এই জেলার দাবীগুলিকে গুরুত্ব দিলেন না বা কেউই এ বিষয়ে কিছু করলেন না।

লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় জনতা সরকারের বেলমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লীতে দেখা করে, এই দাবীগুলির গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেন এ স্মারক-লিপি প্রদান করেন। তাতে মন্ত্রী বলেছিলেন বিচার ক'রে, দাবীগুলি, যদি অত্যন্ত জরুরী বলে উপলব্ধি হয়- তবেই করা যেতে পারবে। কিন্তু তাঁরা দাবীগুলি অত্যন্ত জরুরী বলে উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং এখনও কিছু করতে পারেন নি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলে সম্পর্কে অন্যত্র জায়গায় দাবী তুলে ধরা হয়েছে—শোনা গেছে। কিন্তু পুরুলিয়া জেলার দাবীগুলি বিষয়ে রাজ্য সরকার কোনো চিঠি চেষ্টা করলেন ব'লে কোনো সংবাদই নেই।

এদিকে এই জেলায় এ বিষয়গুলি নিয়ে অবিরত জোর দাবী উঠছে। জেলার সংবাদ সংস্থাগুলি মুখর। জেলাবেল ম্যানেজার, ডিভিসন্যাল সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট প্রভৃতির কাছে বিভিন্ন দল ও ব্যক্তি বর্গ। দিচ্ছেন। কোথাও কিছু সাড়া শব্দ নেই।

এখানকার সংবাদ সংস্থাগুলি জেলার মানুষের মনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে বলেছেন যে, জেলার মানুষ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। এই দাবীগুলির বিষয়ে শীঘ্র শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকি না এলে, জেলাবাসী সক্রিয় আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। অনুগতের এই বক্তব্য। ক্ষমতাসীন দলগুলির বক্তব্য কী—তা বলবেন কি?

বিজ্ঞাপন ঃ রাজ্য সরকার ও পুরুলিয়ার সংবাদপত্র

যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করছি—তার সঙ্গে আর্থিক ব্যাপার জড়িত আছে ব'লে কিছু সঙ্কোচের সঙ্গেই আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি। মূল বক্তব্যটা হচ্ছে—সরকারী বিজ্ঞাপন বিষয়ে রাজ্য সরকার এই জেলার পত্রপত্রিকাকে বঞ্চিত করছেন। এখানকার পত্র পত্রিকাগুলি ঐ আর্থিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তবে এই ক্ষোভটাই আসল কথা নয়। এর সঙ্গে কয়েকটি সঙ্গত প্রশ্ন জড়িত আছে। সেই কথাগুলিই বলছি।

বিজ্ঞাপনের আসল উদ্দেশ্যটা কী? কিছু তথ্য সংবাদ জানানো। যেখানের ব্যাপার সেখানকার মানুষ যাতে সেইতথ্য সবাই ভালভাবে জানতে পারেন। যেমন—পুরুলিয়া জেলার কতগুলি রাস্তায় নতুন বাস দেওয়া হবে এবং যাঁরা বাস রুট চান তাঁরা দরখাস্ত করবেন—এই সংবাদ দিতে হবে। পুরুলিয়া জেলায় যদি সাম্য জেলার চাহিদিকে সংবাদপত্র বাবার মতন পরিস্থিতি থাকে—অনেকগুলি সংবাদপত্র থাকে—তাহলে তাতে বিজ্ঞাপন না দিয়ে যদি কলকাতার 'সত্যযুগ' ও 'গণশক্তিতে' বিজ্ঞাপন দিতে কাজ সারাহয়—তাহলে তার ফল কী হবে?

সত্যযুগ গণশক্তি এই জেলার কটা আসে? তাতে যে-জেলার আর, টি এর বিজ্ঞাপনগুলো প্রকাশিত হতে থাকবে—তার খবর সে জেলার কজন পাবেন? কোন কোন রাস্তায়—কটা রাস্তায় বাস হচ্ছে—কবে কোথায় দরখাস্ত করতে হবে—এই জেলার মানুষ জানতে পারবেন না। এই সুযোগ থেকে জেলাবাসী বঞ্চিত হবেন—অথচ অন্য জায়গায় লোক তাঁরা এসব কাগজ পড়েন—তাঁরাই তার সুযোগ নেবেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা দুর্ভিপ্রায়ও, উপেক্ষিত, বঞ্চিত এই জেলার মানুষ বঞ্চিত হবেন। এই ভাবে এই জেলার প্রতি যেমন অবিচার করা হবে—তেমনি বহু বিযোষিত বিকেন্দ্রিত কর্মধারাও বিপরীত কাজ করা হবে।

সম্প্রতি পুরুলিয়া জেলার আর, টি এর বিজ্ঞাপন পুরুলিয়ার সংবাদপত্রগুলিকে দেওয়া হচ্ছে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি—বিভিন্ন জেলার আর, টি এর বিজ্ঞাপন বামফ্রন্টের প্রচারকারী ছুটি কাগজ—গণশক্তি ও সত্যযুগে নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। এটা নিশ্চিতভাবেই অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা হচ্ছে।

এবারে আর্থিক প্রসঙ্গটা তুলি। 'মুক্তি' পরিচালনার ভেতর দিয়ে বুঝছি—মফস্বলের ছোট ছোট পত্রপত্রিকাগুলিকে কী রকম আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। ছাপাতে যা খরচ হয়—সমস্ত সংখ্যা বিক্রি হলেও—পুরো খরচটা ওঠে না। কিন্তু সমস্ত সংখ্যা তো বিক্রিহয় না। কিছু সংবাদপত্রের বিনিময়ে বিনা মূল্যেও তাঁদের পাঠানো হয়। কিছু বিশেষ ব্যক্তিকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এই সেল শতখানেক। বাকির মধ্যে অনেকগুলি অনাদায়। কাগজ চালানো অত্যন্ত লোকসানের ব্যাপার। এই অবস্থায় বিজ্ঞাপন এলে কিছুটা ক্ষতিপূরণ হয়। বেশী বিজ্ঞাপন এলে, খরচটা উঠে যায়। আমরা না হয় অনলেখক। অন্য যাঁরা কাগজ চালান—তাঁদের অনেককে নিজেদের রুজি সংগ্রহও করতে হয়। তাঁদের সংগ্রাম আরো বেশী। অথচ মফস্বলের পত্র পত্রিকাগুলি জেলার লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য নানাবিধ তথ্য সরবরাহের কাজ করছে—জনমত গঠনের কাজ করছে—জেলার দাবী দাওয়া, অভাব অভিযোগ তুলে ধরছে। মফস্বলের পত্র পত্রিকাগুলি গণতান্ত্রিক জীবনের একটা অপরিহার্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

রাজ্য সরকারের সবিশেষভাবে উচিত—মফস্বলের পত্র পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া। এতে মফস্বলের পত্র পত্রিকাগুলি কিছুটা আর্থিক শক্তিতে জনসংযোগের কাজ ভাল করতে পারবেন এবং এর দ্বারা স্থানীয় লোককেও সহজেই সরকারী সুযোগ সুবিধার বিষয়ও জানতে পারবেন।

সরকারী বিজ্ঞাপন বিষয়ে গুরুত্ব অবাহিত দাবা চলেছে। বহু বড় সংবাদপত্রগুলি লাখ লাখ টাকার বিজ্ঞাপন পুরুষেন। বরাবর শাসনকারীদের অনুগতভাজন কাগজেরা বৈষম্যমূলক ভাবে যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভ করেন। মফস্বলের পত্র পত্রিকাগুলির সহজে বিজ্ঞাপন পাওয়ার সংগে অন্যায় বিধি-বিধানসমূহ করা হচ্ছে। স্থানীয় শাসন বিভাগগুলির হাত থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে, অফিস, ডিউটি, অসুবিধাজনক কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হচ্ছে। এবং এগুলি করা হচ্ছে যখন বিকেন্দ্রীকরণ নীতির অংগানে আকাশ মুখরিত করা হচ্ছে। কংগ্রেসী শাসনের অবসানে, সংবাদপত্রের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সত্য। কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যেকে, সংবাদপত্রগুলির সুযোগ সুবিধে বিষয়ে কেন্দ্রে ও রাজ্যে গণতান্ত্রিক সরকারগুলির আরও অনেক কিছু অপরিহার্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করার রয়েছে—তাঁরা যেন সেগুলির প্রতি আন্তরিকভাবে লক্ষ দেন। নতুবা সংবাদপত্রের অধিকার প্রতিষ্ঠার সত্যকার উদ্দেশ্য বহুলাংশে ব্যর্থ হবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পুরুলিয়া সহরে যানবাহনের স্বেচ্ছাচার

পুরুলিয়া সহরের প্রধান রাস্তা—আই নিবারণ চন্দ্র হালদার রোডের কিয়দংশে ট্রাক ও বাসের অবৈধ নিষিদ্ধ করে পুরুলিয়ার পুলিস সাহেবের আদেশ লঙ্ঘিত একটি ফক লোহাচিলিসের মোড়ে এবং আরেকটি ডায়মনী-দের গাঁর সামনে বহুকাল ধরে এখানকার পুলিশ প্রশাসনের শোচনীয় চরিত্র প্রকাশ করছে। কারণ রাস্তার এই অংশেই ট্রাকের ভিড় সবচেয়ে বেশী। বাসগুলিকে অপেক্ষাকৃত জনবিরল রাস্তায় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ রাস্তায় বাস চললে সাধারণ মানুষের উপকার হোত। কিন্তু তাতে পুলিসের কোন উপকার নেই। সুতরাং বাসের ক্ষেত্রে পুলিস সাহেবের আদেশ কার্যকর করা হোল। ট্রাকের সমাবেশ পুলিসের ভাষায়ও আনীর্বাদ—উপরি রোজগারের সহায়ক। তাই পুলিস সাহেবের আদেশ টাহারুলিত করে, সংকীর্ণ জনপথকে সংকীর্ণতর করেও পুলিস উপরি রোজগারের পথটা প্রশস্ত করেছে। তাই রাস্তায় কর্তব্যরত কোন ট্রাফিক পুলিসেরও দেখা পাওয়া যায় না। তাইনে বাঁয়ে, মাঝখানে, যে যেখানে খুশী গাড়ী রেখে যান ওঠানামা করে।

চেরো, ফিয়া, সাইকেল, ভ্যান, কেউই তাই কোন বিষয়কাঞ্চনের পরোয়া করে না। গাড়ীতে মাল বোঝাইয়েরও কোন নীমা নেই। রাস্তার দুপাশের জায়গাও বড় বড় ব্যবসায়ীর দখলে—তাৎপরেও আবার বেড়ে, তক্তা পাতা থাকে।

শহান রাস্তা এড়িয়ে যেতে গেলেও ধনপতি সদাগরদের হাত থেকে রেহাই নেই। দুপাশের অপ্রধান রাস্তা দুটিও যানবাহনের স্বেচ্ছাচার হতে মুক্ত নয়—এগুলিতেও ঐ একই ব্যাপার। অনেক সময় রাস্তার ওপরই গাড়ী মেরামতের অস্থায়ী গ্যারেজও গড়ে ওঠে, রাস্তা কখনও মালগুদামে রূপান্তরিত হয়।

পুলিশ কর্তৃপক্ষ এসব দেখছেন না কেন? সাধারণ মানুষও ঐক্যবদ্ধ হোন এ বিষয়ে। স্থানীয় পুলিস প্রশাসনকে এদিকে নজর দিতে দেওয়ার জন্য চাপ দিতে পারেন স্থানীয় বামফ্রন্ট, বিশেষ করে সি পি এম। তাঁরাও যদি এ ব্যাপারে কিছু না করেন, তবে বুঝতে হবে, বিশৃঙ্খলা দমনের ব্যাপারে সব রাজত্বই সমান।

নে. চ.

প্রেস ক্লাবের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

পুরুলিয়া জেলার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে রেল দপ্তরের অবহেলা, বৈষম্যমূলক আচরণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং অবিলম্বে সুবিচারের দাবী জানিয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী মধ্যে দাবীগুলির স্বীকৃতি ও সন্তোষজনক সমাধানের ব্যবস্থা না হলে সক্রিয় আন্দোলনের প্রস্তুতি চালানো হবে। দাবীগুলি এইরূপ:

১। **পুরুলিয়া কোটশিলা লাইন ব্রডগেজ করা;**

২। **পুরুলিয়া হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেন আঁগামী ১লা এপ্রিল থেকে চালু করা;**

৩। **পুরুলিয়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, শেড, বিশ্রামাগার প্রভৃতির উন্নতি সাধন,**

৪। **বুকিং অফিস থেকে মাল গুদাম পর্যন্ত প্রশস্ত ওভারব্রীজ;**

৫। **ষ্টেশনের উত্তরে (বুচা বাঁধের নিকট) পুরুলিয়া গুড়া-বাঁকুড়া রোডে ওভারব্রীজ।**

রেলমন্ত্রী, রেলওয়ে বোর্ড এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার ও তৎসহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট উপরোক্ত প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত প্রেরণ করা হয়েছে। এই দাবীগুলি আদায়ের জন্য আন্দোলন ও সংগ্রামের সংগঠন জেলাভিত্তিক একটি যাত্রী সংঘ তথা প্যাসেঞ্জার্স এসোসিয়েসনের প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল ইনস্টিটিউটের বন্যাত্রাণে সাহায্য

ইনষ্টিটিউটের সভাপতি শ্রীবিমল কুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন যে, "পি-এম-আই", নামোপাত্তা, পুরুলিয়ার পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বন্যা-ত্রাণ তহবিলে ২৫১ টাকা সাহায্য প্রেরণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এই সংস্থা অনুরূপ সাহায্য প্রেরণের আশা রাখে।"

পুরুলিয়া নিস্তারিণী মহিলা বিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প শিবির

গত ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৭৮ হইতে ১লা জানুয়ারী ১৯৭৯ পর্য্যন্ত পুরুলিয়া নিস্তারিণী কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্প শিবির চেলিয়ামা বিজলী গ্রামে উক্ত বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে প্রায় একশত স্বেচ্ছাসেবিকা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

বক্তাবিলম্ব করণালি, রামডা সগরকা, রামনগর, বাঁড়া, চেলিয়ামা এবং আদিবাসী অধ্যুষিত শেতলপাশ প্রভৃতি গ্রামে স্বেচ্ছাসেবিকাগণ সাক্ষরতা অভিযান, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা, শিশু পরিবার কল্যাণ, প্রাথমিক চিকাদান ও সন্তান-সন্ততা গুঁকর মা ও শিশুদের পুষ্টিমূলক ঔষধ বিতরণ করে। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, স্বেচ্ছাসেবিকাগণ তাহাদের শিবির জীবনের স্বচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করিয়া এবং শিবিরের খরচ নির্বাহ করিয়া সেই অর্থ দ্বারা বস্ত্র ক্রয় করে এবং শিশুদের উপযোগী জামা সংগ্রহ সেলাই করিয়া গ্রামের দরিদ্র শিশুদের দান করে। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবিকাদের উদ্যোগে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আঞ্চলিক লোক সঙ্গীত ও লোকনৃত্য পরিবেশনের মধ্যে ভারতীয় সংহতির সুদৃঢ় ঐক্যের সমৃদ্ধ তুলিয়া ধরা হয়।

স্বেচ্ছাসেবিকাদের আন্তরিকতা ও কর্মোদ্যোগ প্রতিটি গ্রামবাসীর মনে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করে। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবিকাগণ এবং গ্রাম চেলিয়ামার প্রতিটি মানুষের সহযোগীতা শিবিরকে কার্যে বিশেষ সহায়তা করে। শিবির পরিচালনার জাতীয় সেবা-প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত অফিসার অধ্যাপিকা শ্রীমতী মুখিকা চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যম ও উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী পরিবহন সমিতির বার্ষিক সম্মেলন

গত ৭।৭।৭৯ তাং পশ্চিমবঙ্গ সরকারী পরিবহন ও কারিগরি সমিতি পুরুলিয়া জেলা কমিটির দশম বার্ষিক সম্মেলন পুরুলিয়া ক্লাব মধ্যশালায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৬৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতুনাথ বাগচী ও শ্রীপ্রাণতোষ সেনগুপ্ত মহাশয়ে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবী-দাওয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী বরি রায়, পতিতপাবন মণ্ডল, অজিত চাটার্জী, সুশীল রায়, সুধীর বাগচী প্রিয়েশব সিং ও ব্রজহরি মহুমদার প্রভৃতি। স্বাগত জানান শ্রীচণ্ডী চাটার্জী। সর্বসম্মতিক্রমে একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি শ্রীব্রজহরি মহুমদার, সম্পাদক শ্রীমতুনাথ বাগচী, সহসভাপতি ইব্রাহেল আমেদ ও দেখ মুনসির, সহসম্পাদক মহম্মদ ইউসুফ ও শ্রীনরিতেশ বাল তিমার পরিষদ শ্রীঅংশুমান গাইন ও আরও একজন কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হয়। সভাপতির ভাষণে শ্রীমতুনাথ বাগচী উপস্থিত সকল নেতৃবৃন্দ প্রতিনিধি, কর্মীবন্ধু ও সুধীবৃন্দকে অভিনন্দন জানান। সম্মেলন সমাপ্তির পর এক বিরাট মিছিল শুকলিয়া সহর পরিক্রমা করে।

বিবিধ সংবাদ

হুগলী জেলার সংঠগক প্রাথমিক শিক্ষকদের অনশন ও কারাবরণ

তারকেশ্বর, ১২শে ডিসেম্বর—সপ্তাহ ১৬ই থেকে ১৮ই ডিসেম্বর' ৭৮-চুঁচুড়ায় হুগলী জেলা স্কুল বোর্ড প্রাঙ্গনে "অলবেঙ্গল অর্গানাইজার টিচার্স এণ্ড প্রাইমারী টিচার্স এসোসিয়েসন" নিখিল বঙ্গ সংগঠক শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি] হুগলী জেলা শাখার শিক্ষকদের একটি দল তিনদিন ধরে চাকরির দাবিতে অনশন ধর্মঘট করেন। তাঁদের দাবি ছিল পাঁচ-সাত বৎসর যাবৎ যাঁরা বিদ্যালয় সংগঠন করে বিনা বেতনে বিদ্যালয় চালিয়ে এসেছেন তাঁরা নিয়োগ পত্র পাচ্ছেন না। রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার এ সম্পর্কে হাইকোর্টের ইনজাংশনও লঙ্ঘন করেছেন। এ সব অভিযোগ করেন, অল বেঙ্গল অর্গানাজার টিচার্স এণ্ড প্রাইমারী টিচার্স এসোসিয়েসন হুগলী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক, শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

অনশনের পর পর ১৯শে ডিসেম্বর অনশনরত শিক্ষক এবং সংগঠক প্রাথমিক শিক্ষকরা মিছিল করে চুঁচুড়ায় হুগলী জেলা আদালতে গিয়ে আইন অমান্য করে গ্রেপ্তারেই প্রোফতার হন। তাঁদের দাবি, তাঁদের চাকুরিতে নিয়োগ না করে, তাঁদের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করে নূতন অন্য প্রার্থীদের নিয়োগ করে সরকার যদি ভ্রান্ত পথ নেন তবে তাঁরা নিরবিচ্ছিন্ন সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। এই অভিমত হুগলী জেলার কর্মরত (অর্গানাইজার) প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন শাখার জানা যায়। (এ্যাসোসিয়েসন কর্তৃক প্রেরিত সংবাদ)

মুক্তি প্রেস (ছাপাখানা)

আপনাদের ছাপানোর দরকার হ'লে, মুক্তি প্রেসে আসুন। মুক্তি প্রেসের স্থান—কোর্টের পাশে যে মসজিদ—তার কাছেই। কাপড়গলির মোড় থেকে ঋষি নিবারণচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তির দিকে বা পোষ্টাফিসের দিকে যাবার পথে এই প্রেস। কাপড়গলির মোড়ে খুব কাছেই।

এই প্রেস কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। জনসাধারণের সেবা ও স্বার্থে নিয়োজিত। এই প্রেসের শক্তিতেই 'মুক্তি পত্রিকা' সুদীর্ঘকাল ধরে জনগণের সেবা ও সংগ্রামে ব্রতী। এই মুক্তি প্রেসকে সহযোগিতা দেওয়া সকলের কর্তব্য। আমাদের কর্ম্মীদের প্রতি অনুরোধ—তাঁরা মুক্তি প্রেসের জন্য কাজ সংগ্রহে লক্ষ্য রাখুন।

—অরুণচন্দ্র ঘোষ

মুক্তির গ্রাহক হোন

'মুক্তি' আজ সারা জেলার দিকে দিকে প্রসারিত হচ্ছে। জেলার খবরাখবর, অভাব, অভিযোগ, প্রচেষ্টা, পরিকল্পনার সংবাদ সমূহের সঙ্গে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সমূহ মুক্তিতে পরিবেশিত হচ্ছে। আজ জনজাগৃতির দিনে মুক্তি'র প্রসার গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে হোক। আপনিও গ্রাহক হোন।

—মুক্তি সম্পাদক

Wanted

Wanted on M. A. (in Pengali or English) preferably trained and an M. Sc. or B. Sc (Hons) (in Math) preferably trained as an Asst. teacher for Ekduara Proposed High School. Apply within 15 days from the date of publication.

সম্পাদক
একদুয়ারা প্রস্তাবিত হাই স্কুল
পোঃ রোপো, জেলা পুরুলিয়া।

Wanted

Wanted a pass graduate teacher in arts with good teaching ability and missionary ideals for Yogoda Satsanga Khirodamoyee Vidhyapith, Lakhanpur (Purulia) Please apply and join interview on 24-1-79 at 1 p. m.

Headmaster

মুখার্জ্জী মেডিক্যাল হল, পুরুলিয়া
ঔষধের দোকান
চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া।
এখানে যাবতীয় এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায় এবং রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প—কির্লোস্কার পাম্প

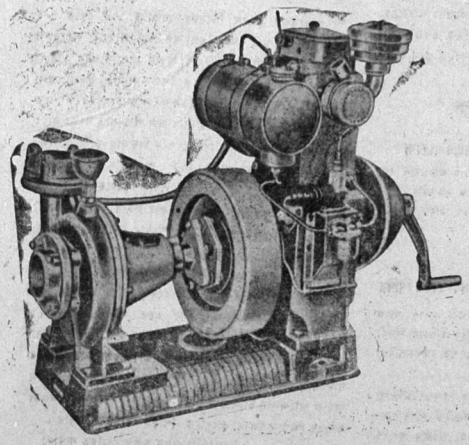

অন্য সব পাম্পের চেয়ে দাম বেশী। তবুও সারা ভারতজুড়ে এর দারুণ চাহিদা। কারণ কম দামী বাজে পাম্প কিনে আজীবন কষ্ট পাবেন। আর কিছু বেশী খরচ ক'রে একবার কির্লোস্কার পাম্প কিনতে পারলে বহু বছর ধরে এই পাম্প শ্রেষ্ঠ সেবা দেবে।

• • • •

যাঁরা সরকারী ঋণ বা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে পাম্প কিনতে চান তাঁরা কির্লোস্কার পাম্প যদি কিনতে চান তবে ব্যাঙ্কে বা সরকারে দাবী জানান কির্লোস্কার পাম্প চাই। তাঁরা তা অনুমোদন করতে বাধ্য। লোকব্রতীতে এই পাম্প পাবেন।

• •

বর্ত্তমানে দাম কমলো। এখন দাম ৪৮০০্। ব্যাঙ্ক ও সরকার এই দাম অনুমোদন করেছেন।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ৪৭শ সংখ্যা | সোমবার, ২২শে জানুয়ারী, ১৯৭৯ ৮ই মাঘ, ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ—২০ পয়সা

যদি) শাসন-আসনে মহারাজ ব'নে—
জনতারে দাও ফাঁকি।
আজ) জেগেছে জনতা—ব্যর্থ ক্ষমতা—
বুঝিতে রবে না বাকি॥

• • •

জেনো) ফাঁকি ও চালাকি, শাসন সুযোগ—
ক্ষমতার পথ নয়।
তাই)) এ গণতন্ত্রে—ক্ষমতা রাখতে
জনমত করো জয়॥

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কবির লড়াই

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর নির্বাচনী সভা

গত ১৩ই জানুয়ারী গড়জয়পুর হাই স্কুল ময়দানে বামফ্রন্টের উদ্যোগে আয়োজিত নির্ব্বাচনী সভায় ভাষণদান প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বলেন যে গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কোনও নির্ব্বাচনে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি এই বারের মত এত বিরাট সাফল্য লাভ করে নি। বিগত দুইবার পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার নানা প্রকার ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ভেঙ্গে যায়—কিন্তু এইবারের বামফ্রন্ট সরকারের নিকট সে রকম কোনও আশঙ্কা বা সম্ভাবনা নেই। ১৯৭৭ সালের নির্ব্বাচনের পর বামফ্রন্ট এক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী নিয়ে সরকার গঠন করেছে এবং সেই কার্য্যসূচী পাঁচ বছরের মেয়াদে রূপায়ণের চেষ্টা করবে।

শ্রীবসু আরও বলেন দিল্লীতে জনতা সরকারের মন্ত্রীরা লজ্জাজনক আত্মকলহে মত্ত। যার জন্য তাঁরা কোনও কাজ করতে পারছেন না বা করছেন না। মাত্র দু চারদিন হোল দিল্লী থেকে মুখ্যমন্ত্রী ফিরেছেন—পশ্চিমবঙ্গের জন্য যা কিছু চেয়েছিলেন তা তিনি পান নি—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের মতের মিল হয় নি। তিনি বলেন যে আগামী ১৯শে জানুয়ারী আবার দিল্লী যাবেন শেষ চেষ্টা করতে। বামফ্রন্ট সরকার চায় গরীবদের স্বার্থে সমগ্র পরিকল্পনা ঢেলে সাজাতে এবং বড় লোকদের জন্য নয় গরীব জনসাধারণের স্বার্থে ব্যাঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করাতে চান। কিন্তু ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকায় রাজ্যের পক্ষে কোনও চাপ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

বিগত পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনেও বামফ্রন্ট প্রার্থীরা বিপুলতর ভাবে জয়ী হয়েছেন। গত ১৬ বৎসরের মধ্যে কংগ্রেস পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন করে নি—কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার শাসনে এসে এক বৎসরের মধ্যেই পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন করলো। এই প্রসঙ্গে জনতা সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে জনতা দল ও সরকার মুখে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ প্রতি পদক্ষেপে তাঁরা ক্ষমতা আরও কেন্দ্রীভূত করতে সচেষ্ট। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েৎগুলির মাধ্যমে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সুরু করেছে এবং পঞ্চায়েৎগুলিকে আরও অধিক ক্ষমতা দেওয়া হবে। পঞ্চায়েতের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা ভারতের সামনে এক নূতন দৃষ্টান্ত বলে মুখ্যমন্ত্রী দাবী করেন। তিনি বলেন যে এমন সার্থক ও সুষ্ঠু পঞ্চায়েৎ ভারতের অন্য কোনও রাজ্যে নেই। এই প্রসঙ্গে শ্রীবসু আশা প্রকাশ করেন যে, বামপন্থীরা বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা এই দুই রাজ্যে সরকার গঠনে সক্ষম হলেও সেদিন হয়ত খুব দূর নয় যখন ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এবং কেন্দ্রেও বামপন্থী সরকার গঠিত হবে।

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র রেলমন্ত্রীর নির্ব্বাচনী সভা

গত ১৯শে জানুয়ারী তারিখে জয়পুর বিধানসভার জনতা প্রার্থী শ্রীচক্রধর মাহাতোর সমর্থনে গড়জয়পুর লক্ষ্মীমেলা প্রাঙ্গণে এক নির্বাচনী সভায় কেন্দ্রীয় রেল দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিউনারায়ণ ভাষণ দান প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের সমালোচনা করে বলেন যে, কেন্দ্রে জনতা সরকার গ্রামের উন্নয়ন তথা গরীব জনসাধারণের স্বার্থে যে অর্থ সাহায্য প্রদান করছেন, বামফ্রন্ট সরকার তা ঠিকভাবে খরচ করছেন না—বা করতে পারছেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তিনি বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে যে সব গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, সেখানে টিউবওয়েল খননের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নয় কোটী টাকা অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন—কিন্তু মাত্র চার কোটী টাকা তাঁরা খরচ করেছেন এবং আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যে বাকী ৫ কোটী টাকা খরচ করতে না পারলে সে টাকা ফেরৎ দিতে হবে। তিনি বলেন পুরুলিয়ার অনেক গ্রাম তিনি ঘুরে দেখেছেন যে সেই সব গ্রামে পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই—আর টিউবওয়েল খনন করাও হয়নি।

রাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন যে "কাজের জন্য খাদ্য" ত্রাণ বাবদ সাহায্য, গ্রামীন রাস্তা তৈরী, প্রভৃতি বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার বামফ্রন্ট সরকারকে কোটী কোটী টাকার গম সরবরাহ করেছেন—কিন্তু পুরুলিয়ার যে সব গ্রামে তিনি ঘুরলেন কোথাও কোনও কাজকর্ম্মের হদিস পাননি—শত শত দুঃস্থ ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন যে তাঁরা কোনও রিলীফ পাননি বা পাচ্ছেন না। এই খুবই গরীব ও পিছিয়ে পড়া জেলা পুরুলিয়ার গরীব জনসাধারণের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকারের কাজের কোনও পরিচয় পাওয়া গেল না—অথচ কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় সাহায্য দিচ্ছেন না বলে তাঁরা সব সময় অভিযোগ করছেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী শিউনারায়ণজী আরও বলেন যে পুরুলিয়ার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সাধন প্রয়োজন। পুরুলিয়া কোটশিলা লাইন ব্রডগেজ করার দাবী দীর্ঘকালের এবং জেলাবাসীর এই দাবী পূরণের তিনি আশ্বাস দেন। তিনি বলেন যে তিনি নিজে হরিজন এবং গরীবের দুঃখ ভালভাবেই বোঝেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই তাঁকে বিশেষভাবে বলেছেন যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য পরিদর্শনের সময় গরীব জনসাধারণের অবস্থার প্রতি যেন বিশেষ লক্ষ্য দেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে পুরুলিয়া জেলায় আবার আসছেন।

এই নির্ব্বাচনী সভায় অন্যতম প্রধান বক্তা ছিলেন অধ্যাপক শ্রীসমর গুহ এম-পি। তিনি লোকসভার অধিকার রক্ষা কমিটীর চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভার কাজকে ব্যাহত ও লোকসভাকে অপমানিত করেন—সেজন্য এই কমিটীর সুপারিশ অনুসারে লোকসভা শ্রীমতী গান্ধীকে কারাদণ্ড প্রদান করেন ও তাঁর লোকসভা-সদস্য পদ খারিজ করেন। তিনি জয়পুর নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিধা বিভক্ত উভয় কংগ্রেসের এবং "সি পি এমের শিখণ্ডীস্বরূপ" ফরোয়ার্ড ব্লকের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতাজীর

আদর্শচ্যুত। সুতরাং সুভাষ চন্দ্রের নামের সঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লককে যুক্ত করার কোনও অধিকার তাঁদের নেই। অধ্যাপক শ্রীগুহ অভিযোগ করেন যে বন্যাত্রাণ, রিলীফ, কাজের জন্য খাদ্য প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রভূত পরিমাণ সাহায্য দান করছেন—বামফ্রন্ট সরকার সেই সাহায্য ও সম্পদ নিয়ে কেবল দলবাজী করছেন এবং গরীবের স্বার্থের পরিবর্তে দলের স্বার্থে এ সাহায্য ব্যয় করছেন।

পুরুলিয়ায় রেল দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিউনারায়ণ

গত ১৯শে জানুয়ারী সকালে হাওড়া-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে রেল দপ্তরের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিউনারায়ণ পুরুলিয়া পৌঁছলে জনতা পার্টির জেলা সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রদ্যোৎ মাহান্তী এম-এল-এ তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। স্টেশনে অবস্থানকালে রেল সম্পর্কে পুরুলিয়ার দীর্ঘকালের দাবী দাওয়া নিয়ে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য রাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

পরে সার্কিট হাউসে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিউনারায়ণজী জনতা পার্টি, বার এ্যাসোসিয়েসন, প্রেস ক্লাব, চেম্বার অফ কমার্স, পুরুলিয়া জেলা মার্চেন্টস এ্যাসোসিয়েসন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রেস ক্লাব এবং চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে স্মারকলিপিও প্রদান করা হয়।

আলাপ আলোচনার সূত্রে রাষ্ট্রমন্ত্রী পুরুলিয়া-কে টশিলা বড় লাইন ও পুরুলিয়া হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন। তিনি আদ্রার ডিভিস্যানাল সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে ঐ দুই বিষয় সুপারিশ করে একটি রিপোর্ট পাঠাবার নির্দ্দেশ দেন। পুরুলিয়া ষ্টেশনের প্লাটফর্ম উঁচু করা; শেড সুপরিসর করা এবং ওভার ব্রীজ প্রশস্ত করা হবে বলে আশ্বাস দেন। বুচা বাঁধের নিকট রেলওয়ে ক্রসিংএ ওভার ব্রীজ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের উপর চাপ দেবার পরামর্শ দেন—কারণ এই প্রকল্পে রাজ্য সরকারের দেয় অর্থ সাহায্য তাঁরা দিতে রাজী হলে রেল দপ্তরের পক্ষে প্রকল্প নেওয়া সম্ভব হবে।

মুখ্য মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর নির্বাচনী সভা

(১ম পাতার পর হইতে)

বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীর সমর্থনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে পুরুলিয়া খুবই দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জেলা। দীর্ঘকাল বিহারে থেকে এই জেলা অবহেলিত হয়েছে। পুরুলিয়ায় শিল্প, কল কারখানা, সেচ রাস্তাঘাট অনেক কিছু হতে পারে। এখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা দরকার। এখানে কিছু কাজ হয়েছে আরও অনেক কিছু হতে পারে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এখানে ৫০০/৭০০ টিউব ওয়েল হয়েছে।

এই সভায় সারাভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষ, রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরাম চ্যাটার্জ্জী, শ্রীচিত্ত মাহাত এম, পি, প্রমুখেরা ভাষণ দেন এবং শ্রীনকুল মাহাত এম, এল, এ সভাপতিত্ব করেন।

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়া প্রেস ক্লাবের সিদ্ধান্ত

১। আগামী ৩রা ও ৪ঠা মার্চ্চ পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর আঞ্চলিক সাংবাদিক সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন রঘুনাথপুরে অনুষ্ঠিত হবে। এই তিন জেলার সাংবাদিক ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদক সদস্যগণ সহ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলার বিশিষ্ট সাংবাদিকগণও এই সম্মেলনে যোগদান করবেন।

২। জেলার সাংবাদিকদের প্রেস কার্ড দেবার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করারও প্রস্তাব করা হয়।

৩। ১৯৭৯ সালের জন্য পুরুলিয়া প্রেস ক্লাবের নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্তা নির্ব্বাচিত হন।

সভাপতি—অশোক চৌধুরী
সহ সভাপতি—বিশ্বনাথ সাও
সাধারণ সম্পাদক—নির্ম্মলপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক : অনাথ মোহান্ত (রঘুনাথপুর)
ঐ অমল ত্রিবেদী (আদ্রা)
ঐ তারকেশ চট্টোপাধ্যায় (পুরুলিয়া)
কোষাধ্যক্ষ – অসিতকুমার বসু

৪। ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকার বিবিধ সমস্যাবলীও আলোচিত হয়।

প্রতিবন্ধী সমিতির জেলা সম্মেলন

গত ৮ই জানুয়ারী মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের ব্যায়ামশালা ভবনে জেলার অন্ধ, বধির, মূক, পঙ্গু প্রমুখ প্রতিবন্ধীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাসক শ্রীকমলকান্তি নস্কর এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন এবং ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীনিতাইদাস গাঙ্গুলী সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন জে, কে, কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ অনাদি চক্রবর্ত্তী। দুইজন প্রতিবন্ধী শ্রীছুটু দাস ও শ্রীদুর্গাচরণ রজক যথাক্রমে উপরোক্ত কার্য্যসূচী প্রস্তাব ও সমর্থন করেন।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শ্রীশিশির কুমার চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে ১৯৭০-১৯৮০ আন্তর্জ্জাতিক পুনর্ব্বাসন দশক ঘোষিত হওয়ায় ঐ দশকের মধ্যে পুরুলিয়া জেলার প্রতিবন্ধীদের উপযুক্ত পুনর্ব্বাসনের প্রচেষ্টায় এই সমিতি গঠনের চিন্তা, প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। পরবর্ত্তী বক্তা শ্রীরঞ্জন রায় সমিতির নামকরণ ব্যাপারে তাঁর প্রস্তাব রাখেন এবং সমবেত সুধীবৃন্দের মতামত আহ্বান করেন। সমিতির সদস্য পদ সম্পর্কে তিনি প্রস্তাব করেন যে যাঁরা সম্পূর্ণ অথবা আংশিক প্রতিবন্ধী; যাঁরা পরামর্শ দেবেন এবং যাঁরা সহানুভূতি সম্পন্ন—তাঁদের মধ্য থেকে সদস্য গ্রহণ করা যেতে পারে। আর শিক্ষা, সমীক্ষা ও পুনর্ব্বাসনের ভিত্তিতে সমিতির কার্যসূচী গ্রহণের সুপারিশ করেন।

সমিতির পক্ষ থেকে ডাঃ প্রদীপকুমার মল্লিক তাঁর বক্তব্যে তিন পর্য্যায়ে পুনর্ব্বাসনের এক সুনির্দ্দিষ্ট ধারা ব্যাখ্যা করেন। যে সকল প্রতিবন্ধী কাজ করতে ইচ্ছুক তাঁদের জন্য—(১) পুনর্বাসন কেন্দ্র, (২) আচ্ছাদন যুক্ত কর্ম্মশালা এবং (৩) আশ্রয়স্থল ও কর্ম্মকেন্দ্র এই ব্যবস্থার প্রয়োজন। প্রতিবন্ধীদের পঙ্গুতা, আর্থিক দুর্দ্দশা প্রভৃতির তারতম্য অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে ডাঃ মল্লিক আরও জানান যে রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী নিরুপমা চ্যাটার্জ্জী ও জেলা পরিষদের উপ-সভাধিপতি শ্রীমণীন্দ্র গোপ সমিতির উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় জানান যে রাজ্য সরকার গ্রাম বাংলাতেও প্রতিবন্ধীদের পুনর্ব্বাসন বিষয়ে বিশেষ আগ্রহশীল। সুতরাং দুঃস্থ প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র বা হস্ত চালিত ট্রাই সাইকেল প্রভৃতি সরকারী সাহায্যদানের যে ব্যবস্থা আছে তার জন্য অবিলম্বে দরখাস্ত দিতে হবে যাতে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে ঐ সাহায্য পেতে পারেন।

সভায় অতিথি অভ্যাগতদের মধ্যে ভারতীয় রেডক্রশের পুরুলিয়া শাখার সম্পাদক ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক, নবকুষ্ঠ নিবাসের সম্পাদক শ্রীঅলক চৌধুরী, জেলা এমপ্লয়মেণ্ট অফিসার, শ্রীপ্রবীর মল্লিক, পুরুলিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি শ্রীঅশোক চৌধুরী প্রমুখেরা বক্তব্য রাখেন। পশ্চিমবঙ্গ কুষ্ঠ কল্যাণ পরিষদের সম্পাদক শ্রীপ্রিয়দাস গৌন ধন্যবাদ প্রদান করেন।

পুরুলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশেষতঃ মানবাজার, পুঞ্চা, রাজনোয়াগড়, আড়ষা থানা থেকে দেড় শতাধিক প্রতিবন্ধী সম্মেলনে যোগদান করেন। পুরুলিয়া বাস ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনও প্রতিবন্ধীদের বিনা ভাড়ায় বাসে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেন।

মুক্তি

৮ই মাঘ ১৩৮৫, সোমবার

কাজের বদলে খাদ্য ও বেকার ভাতা

কিছুদিন আগে মুক্তিতে জি, আর বিষয়ে লিখেছিলাম। স্থির করেছিলাম—পর পর তিনটি প্রবন্ধ লিখবো। জি, আর, লেখার পর টি, আর এবং বেকার ভাতা বিষয়ে লিখবো। জি, আর লেখার পর অন্যান্য অনেক জরুরী ব্যাপার গেল—সেজন্য টি, আর এবং বেকার ভাতা বিষয়ে লেখার কাজ পিছিয়ে গেছল।

জি, আর,—টি, আর—বেকার ভাতা তিনটি অত্যন্ত বিপন্ন মানুষদের সহায়তার ব্যাপার এবং তিনটির কাজই একসূত্রে গাঁথা। একটি হচ্ছে—একেবারে পঙ্গু ও সহায়হীন হয়ে স্থায়ীভাবে অন্নাভাবে যারা হাহাকার করছে—এমন মানুষের জন্য সাহায্য। দ্বিতীয়টি হচ্ছে—সাময়িকভাবে খাদ্যের জন্য যারা বছরে হাহাকার করে বেড়ায়—তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা। আর তৃতীয়টি হচ্ছে—যারা সক্ষম অথচ কর্ম্মহীন—বিশেষতঃ যারা আয় না করলে তাঁদের সংসার একেবারে অচল বা যাদের সংসারে আয়ের অন্য ব্যবস্থা থাকলেও, আয় না বাড়ালে সংকট—তাদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

এই তিন শ্রেণীর ভেতর যারা প্রথম শ্রেণীর—অর্থাৎ পঙ্গু, অক্ষম, সহায়হীন—তাদের সাহায্য দেওয়ার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে কোনো কাজ পাবার কথাই নেই। তাদের কেবল সাহায্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা। আর অপর যে দু' শ্রেণী—অর্থাৎ মজুর বাহিনী (যারা সাময়িক ভাবে কাজ অভাবে বিপন্ন); আর বেকার (যারা কর্ম্মহীন অবস্থায় যথার্থভাবে বিপন্ন) এই দুই শ্রেণীকে সাহায্য দিতে হবে—কিন্তু তা কাজের বিনিময়ে। তাদের কাউকে যে সাহায্যই দেওয়া হোক—তার বিনিময়ে তাদের কাছে কাজ নিতে হলে জাতির কোনো সুস্থ সবল কর্ম্মক্ষম মানুষকে বসিয়ে সাহায্য দেবার পরিকল্পনা—আর যে কারো হতে পারে—কিন্তু তা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে কখনই সঙ্গত নয়।

এখন টি, আরের পরিবর্তে এরই অনুযায়ী এক স্কীম চলেছে—কাজের বদলে খাদ্য। কংগ্রেস আমলের অকেজো টি, আর পরিকল্পনার চেয়ে উন্নততর কোনো আর্থিক পরিকল্পনার ভিত্তি দেওয়া হয়নি—কাজের বদলে খাদ্যের এই পরিকল্পনার মধ্যে। স্থায়ী কোনো আর্থিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নিয়ে এই স্কীম চলছে না। কংগ্রেস আমলের টি, আরের মতই সাময়িক কাজ দেবার উদ্দেশ্যে রাস্তা তৈরী বা মেরামতের কাজ উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে চলছে। কতটা কাজ হল—কী ভাবে খরচপত্র হোল—তার কোনো ব্যবস্থা ধারা বা তদারকী ধারা ঠিকমতো নেই বলেই সারা জেলার লোকের ধারণা হয়েছে। এ বিষয়ে বহু অভিযোগেও শাসন কর্ত্তৃপক্ষ নীরব থাকছেন।

শাসন সুরু হতেই বামফ্রণ্টকে আমরা বলেছিলাম যে, কাজের বদলে খাদ্যের স্কীমকে এই জেলায় পরিকল্পনা সহকারে ভূমি সংস্কারের কাজে লাগান। সমস্ত দরিদ্র চাষীদের জমি বিনা মূল্যে সমতল ক'রে দেবার—ভূমিক্ষয় রোধের জন্য আইল করার এবং পুষ্করিণী সংস্কারের ব্যবস্থা করার জন্য পরিকল্পনা সহকারে অগ্রসর হোন। যাদের নিজেদের কাজ তাদের তত্ত্বাবধানে কাজ করার ব্যবস্থা হোক—তাহলে কাজের বদলে খাদ্যের স্কীমে বহু কাজ হবে।

চীনদেশে ভূমি সংস্কার ও নতুন কৃষি জমি তৈরীর কাজে সারা বছর ধ'রে এক বিরাট বাহিনী কাজে লেগে আছে। কাজের বদলে খাদ্যের স্কীম নিয়ে কংগ্রেস আমলের মত, পরিকল্পনা বিহীন ভাবে গম, অর্থ ও শক্তি অপচয় না ক'রে, এই স্কীমের ভেতর দিয়ে, সারা রাজ্যে সবচেয়ে আর্থিক কষ্টের মানুষদের এক বিরাট বাহিনীকে স্থায়ী কাজ দিয়ে, তাদের শ্রমের মাধ্যমে সত্যকার কার্য্যকরী পরিকল্পনা গ'ড়ে তোলা দরকার। এই জেলার অধিকাংশ চাষীর জন্য বিনা খরচে ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থা না করলে—পুরুলিয়ার চাষীদের অর্থনৈতিক জীবন দাঁড়াতেই পারবে না। অন্য জেলার মত চাষীকে শুধু ব্যাঙ্ক ঋণ দিলে, এ জেলার অগণিত দরিদ্র চাষীর পক্ষে নিজে ক'রে খাবার বা ব্যাঙ্ক ঋণ শোধ করার সঙ্গতি কিছুতেই হবে না।

বেকার ভাতার পরিকল্পনাও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। বেকারকে আংশিক কাজের জন্য মাইনে দেওয়া হোক। বেকার যেন বেকার না থাকে। সে যেন কাজ করে

কেন্দ্রীয় সরকার অক্ষরজ্ঞান প্রসারের জন্য যে বিরাট পরিকল্পনা করেছেন—তাতে একজন শিক্ষকের বেতন ধার্য্য করেছেন ৫০৲ টাকা মাত্র। রাজ্য সরকার যে বেকারকে ৫০৲ দিচ্ছেন তাকে শিক্ষা প্রসারের কাজে লাগান বা কাজের বদলে খাদ্য প্রভৃতি তদারকের কাজে লাগান—অথবা গ্রামের রাস্তা মেরামত প্রভৃতি নানা কাজে তাদের শ্রমদানের ব্যবস্থা করুন। বেকার বসে থাকবার জন্য ভাতা কেন দেবেন?

যে বেকারদের আংশিক কাজের পারিশ্রমিক দেবেন—তাদের কাজ ভাল দেখলে সরকার মাসিক বেতন ১০০৲ ক'রে দিন। অন্যান্য পরিকল্পনার সঙ্গেও এই আর্থিক সাহায্যটা যুক্ত করার ব্যবস্থা করুন। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখানোর ব্যবস্থার ভিত্তিতে বেকার ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে তালিকাভুক্ত অনেক ছেলেরই ঘরে স্বচ্ছল অবস্থা থাকতে পারে—নিজে বেকার থাকলেও সেজন্য সাধ্যমত এখন সেই সব ছেলেদেরই সাহায্য দেওয়া বা আংশিক কাজে লাগানো উচিত যাদের কাজ এখনই পাওয়া খুবই বেশী দরকার।

কংগ্রেস আমলে তৈরী করা অবিবেচনা প্রসূত হাস্যকর যে বার্দ্ধক্য ভাতা করা আছে—বামফ্রণ্ট আমলে আজও তার পরিবর্ত্তন হোল না ৬৫ বছরের যে বৃদ্ধ সম্পূর্ণ অক্ষম এবং যাঁকে সাহায্য করার কেউ নেই—তিনিই মাসিক ২০ (কুড়ি টাকা) বার্দ্ধক্য ভাতা সাহায্য পাবেন!!! অথচ একজন সক্ষম যুবক (তার ঘরের অবস্থা স্বচ্ছলও হতে পারে) সে মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা ক'রে বসে আড্ডা দেওয়ার জন্য হাত খরচ পাবে!!! আইনতঃ জি, আরও দেওয়া হয় তাঁকেই যিনি পঙ্গু, অক্ষম এবং সহায়হীন। তিনিও মাসে সামান্য সাহায্যই পান—বেকার ভাতার চেয়ে অনেক কম!!

সমাজতন্ত্রের ও গণতন্ত্রের আদর্শ উদ্‌যাপন করতে যাঁরা শাসন ভার নিয়েছেন—তাঁরা অবিলম্বে এসমস্ত বৈষম্যপূর্ণ এবং তাদের আদর্শ বিরোধী ব্যবস্থাগুলির প্রতি দৃষ্টি দিন ও সঙ্গত ব্যবস্থা করার জন্য অবিলম্বে এবার লক্ষ্য দিন—তাঁদের প্রতি এই অনুরোধ। অথবা উপরোক্ত যে সমস্ত ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন—যে সমস্ত কংগ্রেসী ধারা টিকিয়ে রেখেছেন—তার সপক্ষে তাঁদের যদি কিছু বলার থাকে—যুক্তি থাকে—তাই আমাদের বুঝিয়ে বলুন।

শিল্পাশ্রম

(অরুণ চন্দ্র ঘোষ)

লোক সেবক সংঘ একটা ছোট দল হ'লেও দলের নানা কর্ম-ইতিহাসের জন্য এবং আদর্শপূর্ণ কর্মধারা অনুসরণের জন্য সারা ভারতের রাজনৈতিক মহলে এই সংঘ একটা সম্মানজনক পরিচিতি লাভ করছে। এবং এই সংঘ এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছে—যা ভারতবর্ষের বহু দলের মধ্যেই তার পরিচয় ঘটেনি। সংঘের এসব বিষয়ে আলোচনা অন্য একদিন করব। আজ 'শিল্পাশ্রম' বিষয়ে কিছু বলছি।

গত ২৫শে অক্টোবর গভীর রাত্রে শিল্পাশ্রমে যে আক্রমণ হয়—সেই ঘটনার সূত্রে সম্প্রতি শিল্পাশ্রমের কথা সারা জেলায় ও নানান সংবাদপত্রে আলোচিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এই ঘটনার সূত্রেই যে আজ শিল্পাশ্রমের কথা লোক ভালভাবে জেনেছেন তা নয়। 'শিল্পাশ্রম' তার নিজস্ব ইতিহাসেই সুদীর্ঘকাল ধরে সুপরিচিত এবং খ্যাতি সম্পন্ন হয়েছে। ভারতবর্ষে এহেন আশ্রমের পরিকল্পনা বিরল। বিরল কেন তা' এই প্রবন্ধে আলোচনা করছি।

১৯২২ সালে ঋষি নিবারণ চন্দ্র এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। একটি আশ্রম গঠনের সঙ্গে শিল্পকে জড়িত করা হল। উদ্দেশ্য ছিল—রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও গঠন কর্মের লক্ষ্য নিয়ে যাঁরা এই আশ্রমে যুক্ত হবেন—তাঁরা নিজেদের কাজের নানাবিধ জীবন ধারা সত্ত্বেও যাতে তাঁরা আর্থিক দৃষ্টিতে স্বাবলম্বী হন এবং যাতে স্বদেশী শিল্পের প্রসার হয় এবং তার সঙ্গে যাতে স্বাধীনতার সংগ্রামের তথা জাতীয় ভাব প্রচারের কাজের সঙ্গে তার পাশাপাশি গান্ধীজী পরিকল্পিত গঠন কাজ—ব্যবহারিক কাজ চলতে থাকে—সেজন্য আশ্রমে শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা হোল। তাই নাম হোল শিল্পাশ্রম।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে—গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত হবার জন্য যাঁরা নিজেদের কাজ কর্ম আয় উপার্জন, ঘর সংসার সব ত্যাগ ক'রে, পূর্ণরূপে দেশের কাজে তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য এগিয়ে এলেন—তাঁরা শিল্পাশ্রমে এক বৃহৎ পরিবার রূপে সংঘবদ্ধ হলেন। ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত এবং স্বর্গত অতুল চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ তাঁদের পুত্র কন্যাদের নিয়ে আশ্রমে যোগ দিলেন। আরো অনেকগুলি মানুষ স্বাধীনতার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে, নিজেদের লেখাপড়া, কাজ কর্ম ছেড়ে আশ্রমে এসে যোগ দিলেন। এক বৃহত্তর পরিবার গঠিত হল। এই বৃহত্তর পরিবারে যোগ দিলেন একে একে—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী (বর্তমানে সংহতি সম্পাদক) শ্রীরমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বর্তমানে স্বর্গত); ঋষির ভ্রাতস্পুত্র শ্রীবিমলেন্দু দাশগুপ্ত, শ্রীসতীশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রমথনাথ দাশগুপ্ত, স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী (তখন শ্রীঅন্নদা কুমার চক্রবর্তী) শ্রীবীররাঘব আচারীয়া (বর্তমানে আর, এস, পি নেতা) শ্রীরেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক চৌধুরী (বর্তমানে সভাপতি পুরুলিয়া প্রেস ক্লাব); একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকতার পদত্যাগ করে এলেন শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী বিপ্লবী শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী, শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য, শ্রীপূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় (বর্তমানে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রী শ্রীঅমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভাই), শ্রীশক্তিপদ দাস, শ্রীকালীপদ রায়, শ্রীমাধব চক্রবর্তী, শ্রীআনন্দ মাহাত এবং আরো অনেকে। এই সব দেশ সেবীরা সুদীর্ঘকাল ধ'রে আশ্রমবাসীরূপে স্বাধীনতালাভের জন্য নানা সংগ্রামে, সংগঠনে, আন্দোলনে বহু কাজে জড়িত হয়ে বিরাট ইতিহাস সৃষ্টি করেন। যে সমস্ত দেশসেবী কর্মীর নাম এখানে দেওয়া হল—তাঁরা ছাড়াও আরো বহু বিশিষ্ট মানুষ বিভিন্ন সময়ে কিছুকাল ধ'রে আশ্রমে থেকে বহু কাজ করে গেছেন।

সেই সময় জেলায় শক্তিশালী কংগ্রেস কমিটি ছিল—কংগ্রেসের দেশবন্ধু প্রেস ছিল—মুক্তি পত্রিকা ছিল—নানা স্থানে ছিল বিভিন্ন গঠন কর্মকেন্দ্র প্রভৃতি। কিন্তু এই শিল্পাশ্রম ছিল সেই সময়কার সংগ্রামের কর্ণধার কংগ্রেসের এবং ঐ সমস্ত প্রেস, পত্রিকা, গঠনকর্ম প্রভৃতির সংগঠক, পরিচালক, অগ্রনী কর্মীদের আবাস স্থল।

এই শিল্পাশ্রমের প্রধানেরা ও অগ্রণী কর্মীরা সারা জেলার দিকে দিগন্তরে, পাহাড়ে জঙ্গলে, গ্রামে নগরে স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী, কংগ্রেসের বাণী, গান্ধীজীর আদর্শময় জীবনের বাণী, বিবিধ গঠন কর্মের বাণী দিনের পর দিন ছড়িয়ে যেতে থাকেন। তাঁদের চেষ্টায় জেলায় অজস্র দেশপ্রেমিক সংগ্রামী কর্মীর অভ্যুদয় হোল—যারা আন্দোলনের পর আন্দোলনে যোগ দিলেন; সত্যাগ্রহের পর সত্যাগ্রহে কারাবরণ ও বহু দুঃখবরণ করলেন। জেলার বহু আদর্শবাদী অগ্রণী কর্মী অবিরত আনাগোনা ক'রে এই আশ্রমকে নিজেদের ঘর ক'রে তুললেন। এক বৃহত্তর রাজনৈতিক কর্মী পরিবার গ'ড়ে উঠল। শিল্পাশ্রম হয়ে উঠল—স্বাধীনতা সংগ্রামের—বহু গঠন কর্মের প্রাণকেন্দ্র।

শিল্পাশ্রম গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও অহিংসামন্ত্রের প্রচার ব্রতের অঙ্গীকার নিয়ে চলছিল—তবু খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত জেল পলাতক বিপ্লবী—ফাঁসীর আসামী জেল পলাতক বিপ্লবী প্রভৃতিরা আত্মগোপন ক'রে থাকতে আশ্রমে এসেছেন—আশ্রমে তাঁদের স্থান দেওয়া হয়েছে। শিল্পাশ্রম ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হ'লে, ঐ সময় তাঁদের স্থান দেওয়া হয়েছিল—শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষের দিদির বাড়ীতে অর্থাৎ শ্রীঅমরনাথ চৌধুরী—শ্রীঅশোক চৌধুরীদের বাড়ীতে। আদর্শগত পার্থক্য থাকলেও, আশ্রমবাসীরা মনে করতেন—বিপ্লবীরা দেশপ্রেমিক—দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ—এঁদের সংকটে সাহায্য করা দরকার। এই সব বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন—শ্রীদীনেশ মজুমদার (পরে অন্যত্র ধরা পড়েন ও ফাঁসী হয়)। ছিলেন—শ্রীশচীন করগুপ্ত, শ্রীনলিনী দাস, শ্রীফণী দাশগুপ্ত, শ্রীতারানাথ লাহিড়ী প্রভৃতি। এঁরা পরে অন্যত্র ধরা পড়েন এবং দীর্ঘকালের জন্য তাঁদের কারাদণ্ড হয়।

শিল্পাশ্রমে সারা ভারতের বহু খ্যাতিমান নেতা এসেছেন ও থেকেছেন। রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল থেকে আরম্ভ ক'রে কেন্দ্রের ও বিভিন্ন রাজ্যের বহু মন্ত্রী ও অন্যান্য বহু ব্যক্তি আশ্রমে এসেছেন—থেকেছেন। স্বাধীনতার সংগ্রাম আমলে বাংলা, বিহার তথা সারা ভারতের বহু কংগ্রেস নেতা আশ্রমে এসেছেন। দেশের বহু বামপন্থী নেতাও এসেছেন; আশ্রমে থেকেছেন। ভারতবর্ষের বহু গঠন-কর্ম প্রতিষ্ঠানের,—বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের—বহু সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ আশ্রমে এসেছেন—থেকেছেন। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ধর্মগুরু, সন্ন্যাসী, সাধক প্রভৃতি শিল্পাশ্রমে এসেছেন—এবং থেকেছেন।

শিল্পাশ্রমের কর্মীদের সঙ্গে মতের মিল নেই—এমন বহু বামপন্থী বা অন্য দলের নেতা ও কর্মী নিজেদের পার্টির বা অন্যান্য কাজে পুরুলিয়া এসে,—নিজেদের পার্টি অফিসে থাকবার সুবিধে নেই ব'লে বা শিল্পাশ্রমের কর্মীদের সঙ্গে হৃদ্যতা ঘনিষ্ঠতা আছে ব'লে, আশ্রমে থেকে নিজেদের কাজ করেছেন—আশ্রমের আন্তরিক আতিথেয়তা লাভ করেছেন। গত ৫০ বছর ধ'রেই এই ধারা চলেছে।

এই জেলার সাংস্কৃতিক জীবনের তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি দেখবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা অবিরত আশ্রমে এসেছেন—অনেকে দীর্ঘদিনও থেকেছেন। তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত আচার্য্যসহ কয়েকশত ছাত্রছাত্রী এসেছেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা,—বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা—নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের গবেষকেরা ও কর্মীরা আশ্রমে এসেছেন—থেকেছেন। বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিক আশ্রমে এসেছেন ও থেকেছেন।

আশ্রমে এই সব কৃতি মানুষদের—কর্মী ও সংগঠকদের আনাগোনা আজও অব্যাহত আছে। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকের এই সব খ্যাতিমান, মনীষী, কৃতি ব্যক্তিরা আশ্রমে যে এসেছেন—আশ্রমবাসীদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে আন্তরিক ও সততাপূর্ণ সহযোগিতা, সহৃদয়তা পেয়েছেন ব'লেই এসেছেন। ঋষি নিবারণচন্দ্রের আমল থেকে কেউ এসেছেন—জ্ঞান নিতে, বিচার বিমর্ষ করতে—কেউ এসেছেন কাজের সহযোগিতা পেতে ও দিতে; কেউ এসেছেন আশ্রমবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বন্ধন সূত্রে।

এই শিল্পাশ্রম এই জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলকেন্দ্র ছিল। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বার বার বাজেয়াপ্ত হয়েছে—তালা পড়েছে। আশ্রমবাসীরা

কারান্তরালে গেছেন—আশ্রম ভেঙ্গে পড়েছে। আবার ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য এক একটা সত্যাগ্রহ সংগ্রামের বিরতির সময়ে, আবার ভাঙ্গা চোরা, ধূলিসাৎ আশ্রম নতুন ক'রে গড়ে তোলা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা মুক্তি ও মুক্তি প্রেস আবার চালু হয়েছে।

শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজ—অসহযোগ আন্দোলনের কাজ—আইনভাঙ্গা, জেল যাওয়ার কাজ প্রভৃতি এমনভাবে সুরু হ'য়ে গেল যে, শিল্পাশ্রমের শিল্প কাজের দিকটা দেখবার লোক বা সময় রইল না। এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত কার্যকাল ধ'রে—শিল্পাশ্রমটা সারা জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের থাকার ও আনাগোনার মূল বা কেন্দ্রীয় শিবির হয়ে পড়ল। শিল্পাশ্রমে শিল্পের কাজ বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লেও, গান্ধীজীর গঠনকর্মের ধারা অনুসরণ ক'রে চলতে—শিল্পাশ্রমের কর্মীদের নেতৃত্বে জেলার অগ্রনী কর্মীদের সহযোগিতায় বিভিন্ন জায়গায় খাদী ও পল্লী শিল্পের এবং অন্যান্য গঠন কর্মের প্রবর্তন ও পরিচালনা করা হয়।

স্বাধীনতার পর হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াইয়ে ৮ বছর কাটলো। তারপরে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের সঙ্গে নানা সংগ্রাম চলল—জেলার জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য। এই সব কিছুর নেতৃত্ব এলো—এই শিল্পাশ্রমের কাছ থেকেই। সুদীর্ঘকাল ধ'রে সংগ্রাম জীবনে থাকার জন্য শিল্পাশ্রমের জীবনে, স্বাধীনতা সংগ্রাম আমলে কংগ্রেস জীবনে, লোকসেবক সংঘের জীবনে, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়নি। সারা জেলার সহর গ্রামের ব্যাপক ও আন্তরিক সমর্থন থাকার জন্য সব সময়ই প্রয়োজনমত অর্থাদি এসে গেছে। কিন্তু আমরা ১৯৫৬ সালের পর থেকে স্থির করি যে, আমাদের শিল্পাশ্রম ও লোকসেবক সংঘ নিজ নিজ ব্যয়ের জন্য স্বাবলম্বী হবে। তারজন্য আমরা নিজেদের শ্রম দিয়ে, নিজেদের কর্মীদের পুঁজি দিয়ে কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি ক'রে লোকসেবক সংঘকে স্বাবলম্বী করার চেষ্টায় অগ্রসর হই। এবং শিল্পাশ্রমকেও পৃথকভাবে অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্বাবলম্বী করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তার অনুযায়ী কর্মধারা গ্রহণ করি। লোকসেবক সংঘের নির্বাচনগুলিও স্বাবলম্বন পন্থায় পরিচালিত করা হল। ঋণ ক'রে নির্বাচনের খরচ তুলে, এম-এল-এ, এম-পি-দের আয় থেকে শোধ করার কর্মধারা চলতে লাগল।

জেলার শোচনীয় অর্থনৈতিক জীবনকে সাহায্য করার জন্য লোকব্রতী সোসাইটি গঠিত হল। লোকসেবক সংঘের স্বাবলম্বন কর্মধারার জন্য সংগৃহীত চার লক্ষ টাকার জমি লোকব্রতীকে দান করা হল—সংঘের ক্ষতি করেও। লোকব্রতীর আয় বা লাভের টাকায় জনসাধারণের কল্যাণ ও উন্নয়নে ব্যয় হবে—গঠনতন্ত্রে স্থির হল। স্থির হল—এর আয় বা লাভ শিল্পাশ্রম বা লোকসেবক সংঘ গ্রহণ করবে না। জমি দান ক'রে ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও, লোকসেবক সংঘ আবার নিজের স্বাবলম্বন শক্তি গ'ড়ে তোলার চেষ্টায় ব্যাপৃত রইল।

শিল্পাশ্রমে স্থায়ীভাবে বেশী লোক না থাকলেও, শিল্পাশ্রমে অবিরত কর্মীদের যোগাযোগ—প্রতিনিয়ত অতিথিদের আনাগোনা, অসুস্থ বা বিপন্ন কর্মীদের এনে রাখা প্রভৃতির জন্য শিল্পাশ্রমের খরচ বেশ ভালই। শিল্পাশ্রমকেও সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী করার জন্য কিছু নিজস্ব কৃষি, কিছু ভাগ চাষ, কিছু গোপালন, কিছু শিল্প ব্যবস্থা ইত্যাদি অনুসরণ করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে আবার সরকারী ও ব্যাঙ্কের চক্রান্তে লোকব্রতী সোসাইটি বহুভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত ও ঋণগ্রস্ত হওয়ায়, ঐ ঋণ পরিশোধের জন্য ও লোকব্রতীর কাজ চালাবার জন্য যোগান দিতে শিল্পাশ্রমকে ও লোকসেবক সংঘকে বা তার কর্মীদের বহু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে।

এই সব নানা ব্যাপারে ও আর্থিক অনটনের জন্য শিল্পাশ্রমের ঘর বাড়ী দেওয়াল প্রভৃতি মেরামত করার দিকে লক্ষ্য না দেওয়ার ফলে, শিল্পাশ্রমের বহু অংশ ধ্বংস প্রায় হতে চলেছে—দেওয়ালের বহু অংশ পড়ে গেছে। ভাঙ্গা দেওয়াল, ভাঙ্গা দরজা জানলা প্রভৃতির জন্য সহজে দুষ্কৃতিকারীরা আশ্রমে ঢুকে ২৫শে অক্টোবর যে অত্যাচার ক'রে গেল—এতে কর্মীদের বেশী লক্ষ্য পড়েছে যে, যে শিল্পাশ্রম তাদের সমস্ত যোগাযোগের কেন্দ্রভূমি এবং বহু রকম কর্ম ও সুযোগ সুবিধের আশ্রয়ক্ষেত্র, এবং জাতীয় জীবনের এক ঐতিহাসিক তীর্থ, তার এগুলি সম্পর্কে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা দরকার। মেরামত প্রভৃতির জন্য কর্মীরা ইদানীং খরচের ব্যবস্থা করতে অগ্রসর হয়েছেন। কিছুদিন আগে থেকেও এ চেষ্টা সুরু হয়েছিল।

আশ্রমের দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ছে—ঘর ফেটে যাচ্ছে—ঘরের অংশ ধ্বসে পড়ছে—ঘরের দরজা জানলা খসে পড়ছে—এসবগুলি সংস্কার সাধন করার দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আশ্রমবাসীরা অবিরত অনুভব করেছেন। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, আন্দোলন বিরোধীতা, প্রতিকূলতা প্রভৃতির ধাক্কা সামলাতেই এত শক্তি ও সময় গেছে যে, এসব দেখেও কিছু করা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া, এ রকম অরক্ষিত অবস্থার জন্য মনের মধ্যে কোনো চিন্তাও হয়নি। শিল্পাশ্রমের কারো নিজস্ব ধন সম্পদ নেই—কোনো কিছু সম্পত্তি নেই—কারো গয়নার্গটি নেই—আশ্রমের অবস্থা দেশ শুদ্ধ মানুষ জানেন। দরজা জানলা দিবারাত্র খোলা—এইভাবেই ৫০ বছর কেটেছে। হঠাৎ সম্প্রতি গভীর রাত্রে এক ঘটনার আবির্ভাব !!

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মীদের চোখে পড়ল যে শুধু নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্যই নই—আশ্রমটাকে টিকিয়ে রাখারও এক দায়িত্ব রয়েছে। তার সঙ্গে সবাই ভাবছেন—সাধারণ নিরাপত্তার দিক থেকেও কিছুটা ব্যবস্থা করা দরকার। থাকবার জায়গায় কিছুটা নিরাপত্তার দরকার হয়েছে—উপলব্ধি করি। তবু একথাও সর্বদাই মনে রেখেছি যে, আমাদের জীবন জনসেবার জীবন—জনস্বার্থ বিপন্নকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জীবন। যাঁদের অন্যায় স্বার্থে আঘাত লাগবে—তাঁরা যদি হিংস্র হয়ে ওঠেন এবং আমাদের ক্ষতি এবং বিনাশ করতে চান—তাহলে শুধু আশ্রমে কেন; যে কোনো জায়গায় সেই আক্রমণ ও ক্ষতি করতে পারেন।

যে ঐতিহাসিক আশ্রমে আমরা বাস করছি—সেই ঐতিহাসিক আশ্রম টিকে থাকুক। তার সঙ্গে কামনা করি—আশ্রমের মাথায় যে ঝড় বৃষ্টিই আসুক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা তথা পথপ্রদর্শকেরা আশ্রমের জীবনধারাকে যেভাবে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন—তা যেন আমরা রাখতে পারি।

Wanted

Wanted an Asst. Teacher, B,Sc, (Pure Science) preferably trained for Gagra Jr. High School P. O. Agaibari, P. S. Raghunathpur, Dist Purulia, on Leave Vacancy. Apply to the Secretary within 10 days from the date of publication of the advertisement. Candidates are requested to be present in the school premises for interview on 4-2-1979 at 10-30 a. m.

Wanted

Applications are invited from the eligible candidates for the post of a clerk to the Belguma Vivekananda Vidyapith, Purulia on a Salary permissible under the rules.

Applications should reach the office on or before 5-2-79.

Date of interview of the applicants 10-2-79 at9 a.m. in the school premises.

Ram Kamal Adhikary. Secretary
Belguma Vivekananda Vidyapith
Wilcox Road (Belguma)
P. O. & Dist. Purulia.

মুখার্জী মেডিক্যাল হল, পুরুলিয়া
ঔষধের দোকান
চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া।
এখানে যাবতীয় এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায় এবং রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

THE LEPROSY MISSION
PURULIA LEPROSY HOME & HOSPITAL
PURULIA, WEST BENGAL.

TENDER SALE NOTICE.

Tender for sale of one Mahindra Jeep Ambulance and one Jeep pick-up van.

Sealed tenders are invited by the Superintendent, The Leprosy Mission Hospital, Purulia for above vehicles in running conditions.

Sl. No.	Description	Minimum Price	Date of opening
1.	Jeep Ambulance, 1967 Model. Mahindra CJ/3B 4WD	5,000/-	1st Feb. 1979 at 10-30 a. m.
2.	Jeep Pick-up Van. 1967 Model, 4 cylinders. 4WD, 15.63 H. P.	6,000/-	—Do—

1) The vehicles can be inspected on all working days except Saturdays and Sundays by the intending tenderers after prior permission of the Superintendent.
2) A sum of Rs. 10/- (Rupees ten) only in cash or postal order (non-refundable) payable to the Superintendent, Purulia Leprosy Home and Hospital should accompany the tender.
3) Tender for one or two vehicles can be sent on or before 31st January, 1979.
4) The Superintendent reserves the right to accept the highest or any other tenter or may reject any without assigning any reason whatsoever,
5) The tenderer whose tender would be accepted (passed) will have to pay ¼ amount of the total amount within one hour of the opening of the tender, and rest of the amount will have to be given when the party takes the vehicle. The party will have to take away the vehicle within a weeks time from the opening of the tender, failing which the advance money (¼ of the total price) will be forfeited.
5) Tenders will be received in the Tender Box placed in the Superintendent's office upto 3-00 p. m. on the 31st January, 1979 and will be opened on the 1st February, 1979, at 10-30 a.m. in the office of the Superintendent in presence of the attending tenderers.

ভারতের শ্রেষ্ঠ পাম্প—কির্লোস্কার পাম্প

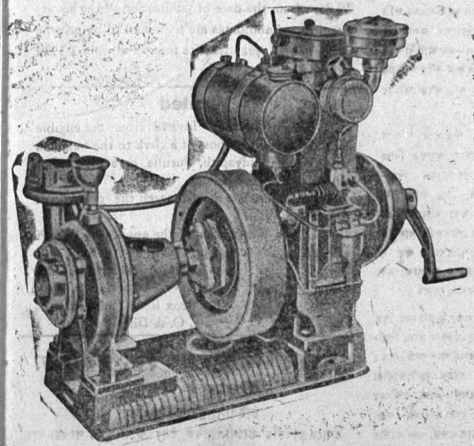

অন্য সব পাম্পের চেয়ে দাম বেশী। তবুও সারা ভারতজুড়ে এর দারুণ চাহিদা। কারণ কম দামী বাজে পাম্প কিনে আজীবন কষ্ট পাবেন। আর কছু বেশী খরচ ক'রে একবার কির্লোস্কার পাম্প কিনতে পারলে বহু বছর ধরে এই পাম্প শ্রেষ্ঠ সেবা দেবে।

• • • •

যাঁরা সরকারী ঋণ বা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে পাম্প কনতে চান তাঁরা কির্লোস্কার পাম্প যদি কিনতে চান তবে ব্যাঙ্কে বা সরকারে দাবী জানান কর্লোস্কার পাম্প চাই। তাঁরা তা অনুমোদন করতে বাধ্য। লোকব্রতীতে এই পাম্প পাবেন।

• •

বর্ত্তমানে দাম কমলো। এখন দাম ৪৮০০। ব্যাঙ্ক ও সরকার এই দাম অনুমোদন করেছেন।

অরুণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ

৩৮ বর্ষ ৪৮শ সংখ্যা | সোমবার, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৭৯ ১৫ই মাঘ, ১৩৮৫ | বার্ষিক ৯-৫০ সডাক ১০-৫০ নগদ ২০ পয়সা

ঐ) বয়সে তরুণ—ওরা কি জেনেছে—
তারুণ্য কারে কয়?
আর) ঐ চেয়ে দেখো—অজেয় সুতাম
চির-তারুণ্যময়॥

• • •

হায়) আড্ডাধারীর স্বানু যৌবনে
তারুণ্য আজি ম্লান!
আজ) নেতাজীর পথে সংগ্রামে ধরো
জীবনের অভিযান॥

ভারতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সমূহ

জনতা পার্টির বিরোধের অবসান

প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচরণ সিংএর মধ্যে যে গভীর বাদ বিসম্বাদ চলছিল—তার অবসান হোল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই শ্রীচরণ সিংকে আবার মন্ত্রী মণ্ডলীতে নিলেন। তাঁকে অর্থ দপ্তর দিলেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরটি আর দিলেন না। অর্থমন্ত্রী শ্রীপ্যাটেল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হলেন। প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীরাজনারায়ণকে মন্ত্রীত্বে নেওয়া হল না। তার বদলে শ্রীচরণ সিংএর মনোনীত শ্রীরবি রায়কে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীরূপে নেওয়া হল। ২৪শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতির কাছে এঁরা শপথ নিলেন। এই বোঝাপড়ার আর একটি সর্ত্ত হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রীর পরেই দুজন ভারতের উপ প্রধানমন্ত্রী থাকছেন—শ্রীচরণ সিং ও শ্রীজগজীবন রাম।

শ্রীচরণ সিং ও শ্রীরাজনারায়ণকে মন্ত্রী পদ থেকে অপসারিত করার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের ৪ জন প্রতিমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। সেই চার জনকেই আবার প্রতিমন্ত্রীরূপে নেওয়া হল। এঁদের নাম হোল—সর্ব্বশ্রী নরসিং যাদব, জগবীর সিং, রামকিঙ্কর, জ্ঞানেশ্বর মিশ্র। এর সঙ্গে আর একজন নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী নেওয়ার যে কথা উঠেছিল তা ঠিক নয়।

অভাবিত সংবাদ—নেতাজী জীবিত

জনতা পার্টির লোকসভা সদস্য অধ্যাপক শ্রীসমর গুহ একটি ফটো এবং একটি সংবাদে সারা ভারতবর্ষে এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তিনি ২২শে জানুয়ারী, নেতাজীর জন্মদিনের আগের দিন এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ দেন যে, নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু জীবিত আছেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। এই সংবাদের সঙ্গে চাঞ্চল্যকর ঐ ফটো প্রকাশ করেন। তিনি বলেন—১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে ভারতবর্ষের কোনো এক মন্দিরে নেতাজীর এই ফটো তোলা হয়েছে। তিনি এখন যোগ সাধনায় রত। মাঝে মাঝে এদেশ থেকে অন্যত্রও যাতায়াত করছেন। কয়েকজন লোক তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। তাঁরাই ঐ ফটো দিয়েছেন। এবং তিনি এখন কোথায়, কীভাবে আছেন—তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। নেতাজী যখন প্রয়োজন বোধ করবেন—তখন জনসমক্ষে প্রকাশিত হবেন। সংবাদ পত্রে ঐ ফটো বেরিয়েছে। এই সংবাদে সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। দেশের অগণিত মানুষ একথা বিশ্বাস করেছেন। কিছু মানুষ এ সংবাদ বিশ্বাস করতে চাইছেন না।

জয়পুর বিধানসভা উপ-নির্বাচনের ফলাফল

পুরুলিয়ার জয়পুর কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনের ফল থেকে দেখা যাচ্ছে নয়জন প্রার্থীর মধ্যে জয়ী হয়েছেন: কংগ্রেসের (স্বর্ণ সিং) শ্রীশান্তিরাম মাহাতো। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বামফ্রন্টের শ্রীকেশব মাহাতো (ফঃ বঃ)।

কংগ্রেসের রামকৃষ্ণ মাহাতোর মৃত্যুতে এই আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয়েছিল। এই উপ নির্বাচনে মোট ভোট পড়ে ৪৮২০৯ এবং বাতিল ভোটের সংখ্যা ১৩৭৭।

নয়জন প্রার্থীর মধ্যে সাতজনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

ভোটের ফলাফল এইরকম:

১। শান্তিরাম মাহাতো (কংগ্রেস)—১৭১৪১
২। কেশব মাহাতো (বামফ্রন্ট)—১৫১২০
৩। চক্রধর মাহাতো (জনতা)—৬২৫৯
৪। সুধীন্দ্র মাহাতো (কং-ইন্দিরা)—২৮৩২
৫। শান্তিরাম মাহাতো (ইস ইউ সি)—১০৭৮
৬। রামনাথ মাহাতো (নির্দ্দল)—৭৪৯
৭। রাজেন্দ্রনাথ গরাঞ্জ (নির্দ্দল)—৬৩৫
৮। পদ্মলোচন মাহাতো (নির্দ্দল)—৩৮৬
৯। রাধামাধব মাহাতো (নির্দ্দল)—১০৮৬

মহেশ তলায় সি, পি, এম জয়ী

চব্বিশ পরগণা জেলায় বিধানসভার মহেশ তলা উপ-নির্বাচনে সি,পি, আই, (এম) প্রার্থী মীর আবদুস সৈয়দ তাঁর নিকটতম প্রার্থী ইন্দিরা কংগ্রেসের শ্রীসুধীর নস্করকে তেইশ হাজার চারশত নিরানব্বই ভোট বেশী পেয়ে পরাজিত করেছেন। এই কেন্দ্রে জনতা, কংগ্রেস এবং নির্দ্দল—এই তিন প্রার্থীরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এই আসনটি সি, পি, এম এরই ছিল। এবারে আরো অনেক বেশী ভোটে জিতেছেন।

সারা দেশব্যাপী মহান নেতাজী জয়ন্তী

২৩শে জানুয়ারী প্রতি বৎসরই সারা ভারতবর্ষে মহান নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী গভীর উদ্দীপনায় উদ্‌যাপিত হয়। এবারে নেতাজী জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভারতের চারিদিক থেকে আরো অনেক বেশী সাড়া পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া, এবারে আরো কয়েকটি কারণে এই জয়ন্তী উৎসব বিশেষ প্রেরণা লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গে অগণিত দলের অগণিত উদ্দীপনাময় অনুষ্ঠানের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিবিধ সাড়ম্বর অনু-

ষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়েছে। দিল্লীতে লালকেল্লায়, বোম্বাইয়ে, ওড়িষ্যায় ও ভারতের বহু স্থানে বিপুল উৎসাহ সহকারে নেতাজী জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এবারে নেতাজী জয়ন্তী অনুষ্ঠানে অনুপ্রেরণার আরো কয়েকটি কারণ ছিল। কংগ্রেস আমলে নেতাজীর সম্পর্কে দুটি তদন্তকারী দল—সরকারে রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু প্রমানিত হয়েছে। জনতা সরকার এই দুটি রিপোর্টকেই উপযুক্ত তথ্য ও যুক্তিসম্মত নয় ব'লে বাতিল ক'রে দিয়েছেন। তার সঙ্গে এ বছরে নেতাজীর জন্মজয়ন্তীর ঠিক পূর্ব্বেই অধ্যাপক শ্রীসমর গুহ, এম, পি নেতাজী সম্পর্কে যে চাঞ্চল্যকর সংবাদ ও ফটো প্রকাশিত করেছেন—তাতে সারা দেশে এক বিরাট সাড়া, কৌতূহল ও প্রেরণা জাগ্রত করেছে এবং নেতাজীর জয়ন্তী অনুষ্ঠানগুলিতে আরো বেশী উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

স্থানীয় সংবাদ

নেতাজী-জয়ন্তী

গত ২৩শে জানুয়ারী পুরুলিয়া সহরে বিভিন্ন সংস্থা ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাণপুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ৮২তম জন্মজয়ন্তী পালন করেন। এই উপলক্ষে পুরুলিয়া মিউজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট ট্রাকে সজ্জিত নেতাজীর একটি বৃহদাকার প্রতিকৃতিসহ সহর পরিক্রমা করেন। "ভেঙ্গেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়" রবীন্দ্র সঙ্গীতটি সমবেত কণ্ঠে গীত হতে থাকে এবং সত্যসত্যই মেঘের আড়াল সরে গিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল দেখা দেয়। পি, এম, আই, এই মহান দিনটিকে তাঁর নিজেরও প্রতিষ্ঠা দিবস-রূপে চিহ্নিত করেছেন। সন্ধ্যায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় পি, এম,আইয়ের নির্মীয়মান মঞ্চে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পি এম আই এবার নেতাজী জয়ন্তীর সঙ্গে সঙ্গে নিজের ৯৪-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উত্থাপন করলেন।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সাংবাদিক শ্রীঅশোক চৌধুরী। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করে কুমারী কাবেরী মণ্ডল। পি এম আই ও জেলার প্রখ্যাত প্রবীন নট শ্রীসন্তোষ কুমার রায় রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির হৃদয়-গ্রাহী পাঠ শোনান। সংস্থার সভাপতি শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি শ্রীরবি রায় সংস্থার ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামে সংস্থার অবদান ও বর্ত্তমানে আধুনিক নাটমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ নির্ম্মাণে সংস্থার প্রয়াসের বিবরণ দান করেন এবং সর্ব্বসাধারণের সহায়তা কামনা করেন।

নেতাজীর জীবনের রূপরেখা সাবলীল ভঙ্গিতে বর্ণনা করে সকলকে চমৎকৃত করে ছোট্ট মেয়ে কুমারী সোনা কবিরাজ। নেতাজীর জীবনাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীনেপাল চট্টোপাধ্যায়।

সভাপতির ভাষণে শ্রীঅশোক চৌধুরী বলেন যে, নেতাজীর জীবনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দান অপরিসীম। দেশবন্ধুর সাহচর্য্য ও নেতৃত্ব নেতাজীর রাজনৈতিক জীবন গঠনে এবং প্রতিভার স্ফুরণে বিশেষ সাহায্য করেছিল। মানভূম জেলা ধন্য হয়েছে দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজীর পাদস্পর্শে। জাতির জীবন গঠনে রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভূমিকাও সমধিক। দেশবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত এই জেলার প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক সংস্থা পি এম আই। এই সংস্থা এবার ৯৪ বছরে পদার্পণ করল। শততম বর্ষটিকে সামনে রেখে পি এম আই যে মঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ, গ্রন্থাগার, ইত্যাদির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তাকে যথাসময়ে সার্থক ও সুন্দর করে তোলার জন্য শ্রীচৌধুরী রাজ্য সরকার ও জেলাবাসী সর্বসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

আলোচনা অনুষ্ঠানের সমাপ্তির পর "নাজী ৭৪" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন পি এম আইয়ের তরুণ শিল্পীরা।

মুখার্জ্জী মেডিক্যাল হল, পুরুলিয়া

ঔষধের দোকান

চাইবাসা রোড, পুরুলিয়া।

এখানে যাবতীয় এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায় এবং রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে।

চিঠিপত্র

এস-ইউ-সি নেতার উপর প্রকাশ্যে পুলিশের উপদ্রব

মহাশয়, গত ১৫।১১।৭৮ তাং মুরি-চাণ্ডিলের মাঝে রেল অবরোধের মামলায় পুরুলিয়ার জুডিশিয়াল ম্যাজেষ্ট্রেট শ্রীবি, আর মজুমদারের এজলাসে আমি আত্ম সমর্পণ (surrender) করি।

ঐ দিন, পুলিশ হাজত হইতে জেল গেট পর্য্যন্ত মোটরে ৫ মিনিটের পথে তিনজন সশস্ত্র পুলিশের প্ররোচনায় ২।৩ জন বিচারাধীন ক্রিমিন্যাল প্রিজন ভ্যানের (পুলিশ গাড়ী) ভিতরে আমাকে দুই দুইবার আক্রমণ করিয়াছিল। প্রথমবারে তাহারা ডান পকেট হইতে ৭০ পয়সা পাইয়া পুলিশরাকে দেখাইয়া দেয়। একজন মোটকা পুলিশ তাহাদিগকে ইসারা করিলে তাহারা দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে। এইবার তাহারা এক টাকার একটি নোট, একটি ফাউন্টেন পেন এবং কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ হইতে এক বাণ্ডিল বিড়ি লুঠ করিয়া ছিনিয়া লয়। মোটকা পুলিশ বলিল, "এস-ইউ-সি নেতাকো জনগণ বে-ভরম করলো।" আমি বলিলাম; "করনে দেও।" একটু পরেই যখন পুরুলিয়া জেল গেটের কাছাকাছি গাড়ী পৌঁছিয়া গিয়াছে, মোটকা বলিল, "আপনি পুলিশের বিরুদ্ধে বড্ড লেখেন।" আমি বলিলাম, "তাই তোমরা পাঁচ মিনিটে দুইবার লুটলে।" দুইবার আক্রমণে পরিহিত জামাটি সম্পূর্ণরূপে ছিঁড়িয়া যায়। গণতান্ত্রিক সরকারের নিয়োজিত পুলিশ প্রকাশ্যে, অবাধে চোর, উপদ্রবকারীদের উস্কাতে সাহস করে কি করিয়া? তাহারা নিজের সরকারকে জানে। এহেন অনাচার চলিলে অপরকে বিচারের বা জেলে দিবার কী অধিকার সরকারের আছে। এহেন সরকার থাকিলে, দেশে কারা বিভাগ ও বিচার বিভাগেরই বা দরকার কী?

সাধু ব্যানার্জী, এস-ইউ-সি, পুরুলিয়া জেলা কমিটি

Advertisement

Applications are invited for the following post.

1) A B. Sc. (Bio.) preferably trained.
2) A Clerk, S. F./H. S. passed.

Pay and D. A. as per G. A. rules.

Apply to Secretary, Surulia Jr. High School, P. O. Kaluhar, Dist. Purulia, on or before 7-1-79. An attested copy of Mark Sheet should be enclosed along with the application

Secretary
Surulia Jr. High School
P. O. Kaluhar, Dist. Purulia

Advertisement

Wanted a B. Sc. (Pure) teacher and a clerk on leave vacancy and a peon on permanent vacancy. Apply to the Secretary, Tunturi Jr. High School- P. O. Tunturi, Dist. Purulia, by 10-2-79.

Date of Interview of the applicants 14-2-79 at 12 a. m. in the school premises.

Wanted

Applications are invited from Graduates (Bio-Science) preferably Trained for the post of an Asst. Teacher in Mudali Raja Nunaram Memorial Jr. High School. Vill. + P.O. Mudali, Purulia.

Apply along with the attested copies of the certificates and Testimonials on or before 15-2-79. Date of interview 18-2-79 Time 12 noon., Place School premises

Secretary.
Mudali Raja Nunaram Memorial Jr. High School
P. O. Mudali, Dist. Purulia.

মুক্তি

১৬ই মাঘ ১৩৮৫, সোমবার

তোমার আসন শূন্য

মহান পুরুষ নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের মহান জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হোল ২৩শে জানুয়ারী। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ জুড়ে, অগণিত মানুষ নিষ্ঠাপূত আগ্রহে তাঁদের অন্তরের প্রিয় মহান নেতাজীকে স্মরণ করেছেন—অন্তরের অন্তঃস্থলের শ্রদ্ধার পুষ্পে তাঁকে বরণ করেছেন—এবং বহু মানুষ তাঁর জীবনের আদর্শকে সাধ্যমত অনুসরণ করার সংকল্প নিয়েছেন।

নেতাজী শুধু বাংলার মানুষের নয়—সারা ভারতের অগণিত মানুষের অত্যন্ত আদরের জন—অন্তহীন শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু তা তিনি হলেন কী করে? আজ ভারতের কোটি কোটি মানুষ তাঁদের নিজেদের সমাজ জীবনে তাঁকে নিজেদের নেতারূপে অনুভব ক'রে কেন গৌরববোধ করছেন? কারণ দেশের মানুষ যখন সংকটে, সংগ্রামে,—দুর্যোগে, দুর্গমে,—অন্ধকারে, স্বৈরাচারে,—সমস্যায় প্রতিকূলতায় আবর্ত্তিত হন তখন তাঁরা এগিয়ে যেতে চান—সার্থক সংগ্রাম দিতে চান। ধ্বংসের মধ্যে বলিষ্ঠ হাতে গড়তে চান। বহু মানুষের সম্মিলিত এই চাওয়া অত্যন্ত নিষ্ঠাপূত হলেও—তা অগ্রসর হতে পারে না—তা সার্থকভাবে রূপ নিতে পারে না, নির্ভারযোগ্য, বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত, যোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া। সেজন্য সর্ব্বকালে সকল দেশ তাদের চলার পথে নেতার মত নেতা চায়। সমস্ত দেশ, সমস্ত সমাজ নানা সমস্যার মধ্যে, অগ্রগতির পথে চলার আহ্বান অন্তরে অবিরত অনুভব করছে। তাদের চলতে হবে। তাই চলার পথে তাদের নেতার মত নেতা না হলে চলবে না। না হলে—চলা বিঘ্ন-সংকুল হবে—চলা সার্থকও হবে না।

যে-যার ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা না ভেবে, সকলের সম্মিলিত স্বার্থের প্রয়োজনে, দেশের মানুষ যখন তাঁদের বড়ো কাজে নেতৃত্ব দেবার জন্য যোগ্য নেতার খোঁজ করেন, তখন তাঁরা এমন সব নেতা চান, যে-নেতারা সকলের এই সম্মিলিত স্বার্থের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, সততার সঙ্গে কাজ করবেন দেশ এই নেতাদের কাছে আশা করেন যে, তাঁরা ফাঁকি বা চালাকি ক'রে, সম্মিলিত স্বার্থকে বিপন্ন করবেন না—বা নিজের অথবা নিজেদের কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিল করার জন্য নানা কলাকৌশল অবলম্বন করবেন না। দেশ এমন নেতা চায়—যিনি নেতা ব'নে জনতার সঙ্গে শঠতা, প্রবঞ্চনার কাজ ক'রে—বাক চাতুরী দিয়ে মানুষকে ভোলাবার চেষ্টা ক'রে, নেতৃত্বের পদ ধরে রাখার চেষ্টা করবেন না। দেশের মানুষ নেতাজীর জীবনে এহেন সৎ, আদর্শবাদী খাঁটি নেতার সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই, নেতাজীর জয়গানে আজ আকাশ মুখরিত।

দেশের মানুষ যাঁরা দেশ গ'ড়ে তুলতে, সকলের স্বার্থ তুলে ধরতে, সম্মিলিত কাজের জন্য ব্যগ্র হন—তাঁদের বহু জনের ভেতরেই কর্ম্মের তাগিদ থাকে—সাহস থাকে—সংগ্রাম শক্তি থাকে—স্বপ্ন ও আদর্শের দৃষ্টি থাকে সত্য। কিন্তু এ সমস্তকে কার্য্যকরী করতে—এসব শক্তিকে সম্মিলিতভাবে চালিত করতে, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, শক্তিসম্পন্ন নেতার দরকার হয়। জনগণের নানা জনের ভেতরে নানা শক্তি থাকলেও, সংকটে, বিপদে, নৈরাশ্যে বিভ্রান্তিতে প্রেরণা দেবার, দুর্জ্জয় সাহস দেবার, সার্থকভাবে পথ-নির্দ্দেশ দেবার মত সামনে যোগ্য পুরুষ নেতৃপদে থাকার প্রয়োজন হয়। সব দেশের সব মানুষেরই এই এক চাহিদা। আজ এদেশ ধন্য যে, নেতাজীর মধ্যে আমরা এমন দুঃসাহসী, নির্ভিক, প্রাণবন্ত, দৃঢ়চেতা নেতাকে পেয়েছি;—এমন শক্তি, প্রেরণা ও অভয়দাতাকে পেয়েছি—এমন দৃঢ়চিত্ত পথ-প্রদর্শককে পেয়েছি।

নেতৃপদে কাউকে বসিয়ে, এমন বহু সময় আসে, যখন দেশের মানুষ মনে করেন—তাঁদের নেতার কার্য্যধারা তাঁরা বুঝতে পারছেন না—অথবা মনে করেন—তাঁর কাজের মধ্যে ভুল ত্রুটি হচ্ছে—অথবা কখনো দেশের মানুষ সন্দেহ করেন যে, তাঁদের নেতা হয়তো বা জেনে বুঝে জনস্বার্থ বিপন্ন করছেন। এই সব অবস্থায় দেশের মানুষ তাঁদের নেতার কাছে প্রশ্ন রাখেন—তাঁর কাছ থেকে উত্তর পেতে চান—তাঁদের ঐ সব প্রশ্নের উত্তর দেবার যে অপরিহার্য্য গণতান্ত্রিক দায়িত্ব তাঁদের নেতার আছে সেই দায়িত্ব তিনি পালন করবেন—জনগণ এই আশা রাখেন।

নেতার মত নেতা যাঁরা হন—তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সুপরিস্ফুট ভাষায় নিজের উত্তর দেশের কাছে রাখেন। জনগণের মনের বিভ্রান্তি দূর করেন অথবা নিজের ভুল ত্রুটি ঘটে থাকলে অকপটে তা স্বীকার করেন। কিন্তু যদি নেতৃপদে আসীন সেই ব্যক্তি যথার্থ নেতা না হন—যদি জনস্বার্থ রক্ষার জন্য দরদীর ভান ক'রে, নানা চালাকি ও অসাধুতার কাজে সত্যই লিপ্ত হতে থাকেন—তবে তিনি জনগণের সমস্ত সঙ্গত প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে থাকবেন—কোনো উত্তর না দিয়ে একেবারে নীরব থাকবেন—অথবা উত্তরের ছলে নানা বিভ্রান্তি বা বাকজাল সৃষ্টি করবেন। অর্থাৎ জনগণের নেতা হিসাবে, দায়িত্ব পদের সম্পর্কে, তাঁর নিজের জবাবদিহী করার যে অপরিহার্য্য দায়িত্ব রয়েছে—তার খেলাপ তিনি করবেন।

নেতৃপদে আসীন থাকলেও এহেন ধূর্ত্ত নেতাদের দেশের মানুষ যোগ্য নেতা, সম্মানিত নেতা ব'লে মনে করেন না। নেতৃপদের সর্বপ্রথম যে সর্ত্ত—জবাবদিহী—দেশের মানুষ তাঁদের নেতাদের কাছ থেকে সেই জবাবদিহী চান। নেতাজীর মত নেতাদের জীবনে এই চালাকির কোনো স্থান বা প্রয়োজনই থাকে না। কারণ তাঁদের জীবন ও কাজ যেমন সমস্ত চালাকির উর্দ্ধে—তেমনি জনগণের প্রশ্নের প্রতি তাঁদের গণতান্ত্রিক দায়িত্ববোধও থাকে সদা জাগ্রত।

জনগণের প্রশ্নের উত্তর দেবার দায়িত্ববোধের সঙ্গে চাই উজ্জ্বল বুদ্ধি। নেতাজীর জীবনে দেশের মানুষ প্রতিনিয়ত দেখেছেন—দেশের সর্ব্বপ্রকার প্রশ্ন ও সমস্যায়, নেতাজীর কী তৎপর, বুদ্ধিদীপ্ত, বলিষ্ঠ আলোচনা। তাঁর কর্ম্মধারা বিষয়ে বা তাঁর বিরুদ্ধে যে কোনো অভিযোগ বিষয়ে—প্রশ্নসমূহের উত্তর দেবার তাঁর নিজ দায়িত্ব পালনে, কোনো ফাঁকি, কোনো জড়তা, কোনো অস্পষ্টতা, কোনো তৎপরতার অভাব ছিল না। যোগ্য নেতার কাছ থেকে মানুষ এই আচরণই পেতে আশা করেন। নেতৃপদে সমাসীন নেতাদের জীবনে, মানুষ যখন তাঁদের প্রশ্নের সামনে যোগ্য উত্তর দেবার সাহস বা দায়িত্ববোধ দেখতে না পান—তখন নেতাজীর জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার দিনে—মানুষ দুঃখবোধ করেন যে, নেতাজীর মত মানুষের উজ্জ্বল আদর্শ ও মহান নাম ভারতের আকাশ এত আলোড়িত হওয়া সত্ত্বেও, দেশের নেতৃসমাজের বহুজনের এই শোচনীয় পরিচয় কেন?

দেশের মানুষ আজ উপলব্ধি করছেন যে, দেশের নেতৃপদে আসীন বহু মানুষ আজ অনুভব করতে পারছেন না যে, সম্মানিত

আসন পাবার সুযোগ পেয়েও, নানা চাতুরী ও অবিচারের পথ অনুসরণ ক'রে, তাঁরা মানুষের কাছে সম্মান হারিয়ে ফেলছেন। তাঁরা উপলব্ধি করতে পারছেন না যে, ঐ সব পথ ধ'রে তাঁরা যতই সম্মান ও ক্ষমতার পদ রাখতে চাইছেন—ততই তাঁদের সম্মান ও ক্ষমতার আসনে টিকে থাকার শক্তি ও প্রভাব নিয়তই সরে যাচ্ছে। তাঁরা আজ নিজেদের যতই সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ করুন না কেন—তাঁদের আচরণের জন্য দেশের মানুষের চোখে একদিন তাঁরা তুচ্ছ মানুষের পর্য্যায়ে বিস্মৃত হবেন কোনো সন্দেহ নেই। অতীত এবং সদ্য ইতিহাসের বহু অধ্যায় জুড়ে এই নির্ম্মম সত্য চোখের সামনে সর্বদা জ্বলন্ত হয়ে থাকলেও, বহু বুদ্ধিমান মানুষ ক্ষমতার মোহে এমন বিভ্রান্ত-বুদ্ধি হয়ে যান যে, ভূতে পাওয়া আত্মবিস্মৃত মানুষের মত সেই চির জানা নিষ্ফলতার পথ—অসম্মানিতের পথ অনুসরণ করেন।

কিন্তু যদি তাঁরা বড়ো বড়ো সম্মানের পদে ব'সে উপলব্ধি করতে পারেন যে, তুচ্ছ ব্যক্তি-স্বার্থ, তুচ্ছ গোষ্ঠী স্বার্থ তুচ্ছ চালাকি, তুচ্ছ ক্ষমতার লোভ ত্যাগ ক'রে, যদি তাঁরা মহান নেতাজীদের আদর্শ অনুসরণ ক'রে, সত্যকার মানব সেবা ও সকলের স্বার্থরক্ষার জন্য সততাপূর্ণ কর্ত্তব্য পালন ক'রে যেতে পারেন—তবে তাঁদের নিজ নিজ ক্ষমতার আসন বেশীদিন থাকুক আর নাই থাকুক—তাঁরা জাতির অন্তর আসনে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

দেশ প্রেমিক তরুণ সুভাষ চন্দ্র—কর্ম্মবীর সর্ব্বত্যাগী দেশনায়ক সুভাষ চন্দ্র—একদিন দেশদুলাল রূপে জাতির অন্তরে স্থান পেয়েছিলেন। কিন্তু তারপর তিনি বিরাট সংগ্রাম জীবনে আরো উঁচু সোপানে উঠে গেলেন। সারা বিশ্বে সমাদৃত হলেন নেতাজী রূপে। সারা ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত হল—নেতাজী নামে। জাতি এই মহান অভিনন্দনের মধ্যে জাতির সবচেয়ে বড়ো আবেদন সেদিন মূর্ত্ত হয়ে উঠলো। তীব্রভাবে অনুভূত হল—ভারতের মহান জাতি মহান নেতা চায়—নেতার মত নেতা চায়—নেতাজীর মত নেতা চায়। সারা দেশ চায়—নেতাজীর মত নির্ভিক, দুঃসাহসী, প্রাণবন্ত, দায়িত্বনিষ্ঠ নেতা। দেশ চায়—অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের মূর্ত্ত প্রতীক—সুভাষচন্দ্রের মত নেতা। দেশ চায় সমস্ত রকম নৈরাশ্যে সংকটে অবিচল দৃঢ়চিত্ত মহান নেতাজীর মত নেতা। দেশ চায়—মহান ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, বুদ্ধি-দীপ্ত, স্থির চিত্ত পরিচালক নেতাজীর মত নেতা। দেশকে এগিয়ে যেতে হবে। সেজন্য সারা দেশ চায়—নেতা চাই। নেতাজীর মহান জীবনের মহান প্রেরণায় দেশের কর্ম্মনিষ্ঠ সৎ মানুষদের মধ্য থেকে নেতার মত নেতার আবির্ভাব হোক। নেতাজীর তেজপূর্ণ উজ্জ্বল ছবির দিকে তাকিয়ে, আজ দেশের অগণিত মানুষ বিশ্বের মহান কবির সঙ্গে অন্তরের আবেদন জানাচ্ছে—

"তোমার আসন শূণ্য আজি—হে বীর! পূর্ণ করো।"

জয়পুর নির্ব্বাচনের শিক্ষা

জয়পুর বিধানসভা উপ-নির্ব্বাচনের ফলাফলে আমরা বেশ খানিকটা আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছি—যদিও নানা ব্যাপার দেখে—এ রকম একটা ফলাফল হতেও পারে মনে আশঙ্কা ছিল। নির্ব্বাচনের ফলাফলের খবর শুনে আমরা খুবই দুঃখিত হলাম।

নির্ব্বাচনের ফলাফলের খবর হচ্ছে—রেড্ডি কংগ্রেসের প্রার্থী জিতেছেন—বামফ্রন্ট প্রার্থী হেরেছেন—জনতা পার্টির প্রার্থীও হেরেছেন। আর ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রার্থীও ভালভাবে হেরেছেন। যা আজ অত্যন্ত দুঃখের—তার কথা বলি। এই কংগ্রেস ৩০ বছর ধ'রে এমন মগের রাজত্ব চালালো যে, মানুষ দুর্ব্বিসহ পরিস্থিতির মধ্যে মরিয়া হ'য়ে এই সেদিন কংগ্রেসকে শাসনক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করল। সেই কংগ্রেসের প্রার্থীই আজ আবার এতশীঘ্র জয়লাভ করলেন! অর্থাৎ জনসমর্থন পেলেন। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, এঁরা পরাজিত করলেন এমন দুই শক্তিকে—যাঁরা কেন্দ্রে ও রাজ্যের ক্ষমতা-ক্ষেত্রে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় শক্তিমান। এবং এঁদের একজনের রাজত্বকাল দু বছর পূর্ণ হতে চলল—আর একজনের রাজত্বকাল দেড় বছর পার হল।

স্বাধীনতার পর থেকে আমরা নির্ব্বাচনী সংগ্রামের সাধারণ ধারা কী দেখেছি? গণতান্ত্রিক জীবনের কোটি কোটি অজ্ঞ, নিরক্ষর, গণচেতনাহীন, বিচার-বুদ্ধি-হীন মানুষকে তার গণতান্ত্রিক দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন করা—তাকে সত্যকার গণতান্ত্রিক ধারায় ভোট দিতে শিক্ষিত করা দূরে থাক—দেশের বহু দল এই গণচেতনাহীন বিশাল জনগণকে ফুটবলের মত ব্যবহার করেছেন। ক্ষমতার চাপ, মিথ্যাস্তোক, অর্থের লোভ, নানা স্বার্থের টোপের অবাধ প্রতিযোগিতায় গণতান্ত্রিক ভোট কদর্য্য, দূষিত হয়ে উঠেছে—সারা ভারতব্যাপী—বরাবর। টাকার স্রোত, অগণিত জীপের অবিরাম দৌড়, অগণিত দালাল বাহিনীর চক্রান্ত এবং বিত্তশালীদের শক্তি-বৈভব প্রভৃতিই এতদিন ধরে নির্ব্বাচনের স্বাভাবিক ধারা রূপে গড়ে উঠেছে। এই প্রতিযোগিতায় কংগ্রেসই ছিল সর্বোচ্চ শক্তি। তাই সুদীর্ঘকাল ধরে ছল, বল, কৌশলের প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রধান শক্তিরূপে বিরাজিত থেকে ৩০ বছর ধরে এই অবাঞ্ছিত কংগ্রেস শাসনের আসন পেয়েছে।

কংগ্রেসী শাসনের মগের মুলুকে প্রতিনিয়ত মানুষ শোষিত হয়েছে অপমানিত হয়েছে—দরিদ্রতর থেকে আরো দরিদ্রতর হয়েছে—মানুষ প্রতিনিয়ত ভেবেছে কবে আমরা এই স্বৈরাচারী শাসনের হাত থেকে মুক্তি পাবো। কিন্তু ভোটের সময়ে ভারতের এই কোটি কোটি অজ্ঞ, ক্ষুধার্ত, দরিদ্র, চেতনাহীন মানুষ, অর্থের লোভে পড়েছে—ক্ষমতার চাপের কাছে ভয়ে নতিস্বীকার করেছে—সাম্প্রদায়িকতার উস্কানী ও উত্তেজনায় প্রবাহিত হয়েছে—বারে বারে একই মিথ্যা স্তোকে আত্মবিস্মৃত হয়েছে। এই ভাবেই কংগ্রেসী রাজত্বের দুষ্ট চক্র আবর্ত্তিত হয়ে চলছিল।

কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যযুগীয় বর্ব্বর শাসনের বিরুদ্ধে একদিন মানুষের মন এমন বিদ্রোহ করল যে, সেদিন ঐ সব কলা কৌশল কোনো কিছুই খাটলো না। ভারতে আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী ক্ষমতার অধিশ্বর কংগ্রেসকে দেশের মানুষ একটানে আবর্জ্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করল।

এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গণতান্ত্রিক মানুষের জয় হোল। গণতান্ত্রিক জীবনের পুরোধারূপে অভিনন্দিত হয়ে, ক্ষমতার আসনে এলেন কেন্দ্রে জনতা—আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট। বহু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় শাসনের সদৃঢ় আসনের সঙ্গে, এই দুই শক্তির জন্য সারা দেশের অকুণ্ঠ সমর্থন এঁদের পিছনে রইল। এই শক্তিরা বিরাট সুযোগ লাভ করলেন। দেশের মানুষের গভীর ধারণা হলো যে, এঁরা এবার এত সুযোগ পেয়ে, বৈষম্যহীন সত্যকার সুশাসন চালিয়ে, নিজ নিজ ক্ষেত্রে সারা দেশের মানুষের চিত্ত জয় করবেন এবং ব্যাপকভাবে সত্যকার জন-চেতনা গ'ড়ে তুলতে, জন-শিক্ষার প্রসারে এমন দারুণভাবে নেমে পড়বেন যে,

বিরাট ব্যাপক জনজীবনে আর কায়েমী স্বার্থের কলাকৌশল বা তাদের কালো টাকার কলুষ হাত বা জনজীবনে তাদের নানা ভেদবুদ্ধি সৃষ্টির চক্রান্তসমূহ কোনো ঠাঁই পাবে না।

কিন্তু পুরুলিয়ার জয়পুর বিধান সভার উপ-নির্বাচনে দেখা গেল—অভাবিত সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও; সুদীর্ঘ দুটি বছরের সময়কাল পাওয়া সত্ত্বেও, জনতা পার্টি বা বামফ্রন্ট জনজীবনে সে জনচেতনার ক্ষেত্র করতে পারলেন না! কায়েমী স্বার্থবাদীদের এক গোষ্ঠী,—সেই কংগ্রেসী যুগের বর্বর শাসনের এক গোষ্ঠী, ক্ষমতাচ্যুত হয়েও, জয়পুর নির্বাচন ক্ষেত্রে, তাদের পুরোনো কলাকৌশল দিয়ে, আজ বিশাল শাসন ক্ষমতা পুষ্ট দুটি দারুণ দলকে ভূপতিত করে ফেললেন! সম্মানিত, শ্রদ্ধেয়, প্রভাবশালী ব্যক্তিরা একের পর এক এসে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েও, জনচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেন না। এমন হল কেন? এর পর্য্যালোচনা প্রয়োজন।

আমরা এই মুক্তির পাতায় বহু আলোচনা করেছি যে, বামফ্রন্ট সরকার জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের নামে যে সব কাজ, যে ভাবে করছেন তার দ্বারা বামফ্রন্ট সরকার নিজেরা আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বহু কাজ ক'রে জনগণকে হাত ক'রে ফেলেছেন ব'লে ধারণা করলেও,—তাঁদের সেই সব কাজের জন্য জনগণের মধ্যে যে সব অসুবিধা দেখা দিচ্ছে—যে সব অভিযোগ উঠছে—এবং তার সঙ্গে জনগণের আরো যে সব অভাব অভিযোগ দারুণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করছে আবেদন নিবেদন ঘটছে—আত্মসন্তুষ্টি বশতঃ বামফ্রন্ট সরকার আজ সে সব উপেক্ষা করে গেলেও, এর পরিণাম ফল ভাল হবে না—এটা অবধারিত। আমরা এ সব বিষয়ে আলোচনার সঙ্গে বন্ধুভাবে বহু কার্য্যকরী পরামর্শ দিয়েছি—তাঁরা গ্রাহ্য করেন নি। ফলে, জনমতের গতি কোন্ দিকে যাচ্ছে—জয়পুরের নির্ব্বাচন তার এক অভ্রান্ত ইঙ্গিত। দেশের আমরা সবাই গণতান্ত্রিক শক্তিরূপে বামফ্রন্টকে অকুণ্ঠ সমর্থন করেছি। বামফ্রন্ট যদি নিজের গণতান্ত্রিক দায়িত্বকে বিস্মৃত হন তবে আবার আমাদের কায়েমী স্বার্থবাদীদের নৈরাজ্যের আবর্ত্তে দুর্ভোগ বহন করবার দিন এগিয়ে আসবে।

জয়পুর নির্ব্বাচনের ফলাফলে, কোনো কোনো বামপন্থী নেতা বলেছেন যে, তাঁরা এবারেও হারলেও, গতবারের নির্বাচনে তাঁরা যত ভোট পেয়েছিলেন—এবারে তাঁরা তার চেয়ে বেশী ভোট পেয়েছেন!! এটা কি কোনো সান্ত্বনার কথা হোল? ৩০ বছরের গলিত, দূষিত, অভিশপ্ত, অধঃপতিত, বর্জ্জিত, বিতাড়িত কংগ্রেসের শূন্য স্থানে, সম্মানিত, সংগঠিত, অগণিত মানুষের দ্বারা সমর্থিত যে-গণতান্ত্রিক শক্তিকে—সমাজ-বিরোধী কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ কংগ্রেসরূপী প্রেতাত্মার শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করার ভার দেওয়া হল তাঁরা সুদীর্ঘ দু'বছরের অবকাশে তা তো করতে পারলেনই না—বরং বিপুল শক্তি, মহান সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও জয়পুর উপ নির্বাচনে শোচনীয় ভাবে তাঁদের হাতে নিজেরা পরাজিত হলেন।

তাঁরা আজ আত্ম-সন্তোষে সান্ত্বনার বাণী দিচ্ছেন যে, এবারের পরাজয় তাঁদের উন্নততর পরাজয় হয়েছে। কিন্তু তাঁদের মনে নেই যে, গতবারে গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে নির্ব্বাচনী সংগ্রামে যেখানে দু হাজারের কম ভোটে কংগ্রেস জয়যুক্ত হয়েছিল—সেখানে আজ বামফ্রন্টের সুদীর্ঘ গণতান্ত্রিক অভিযানের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, কায়েমী স্বার্থবাদী কংগ্রেস আজ ভোট সংখ্যায় আরো উন্নততর পরিস্থিতি অর্জ্জন করেছে। দু হাজার বেশী ভোটে জয়যুক্ত হয়েছে। বামফ্রন্টকে আজ গভীর ভাবে পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে ও আত্মসমালোচনা ক'রে বুঝতে হবে যে, সারা জেলার ক্ষেত্রে, গণতান্ত্রিক জীবনে কোথায় কোন্ কর্ম্মধারার ত্রুটিতে, জনগণের হৃদয় পাবার বাধা ঘটছে। তা যদি তাঁরা অবিলম্বে না দেখেন—তবে সারা জেলায় তাঁদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রভাবের আসন দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে থাকবে একথা অপ্রিয় হলেও সত্য।

জয়পুর বিধানসভার যে ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের পক্ষে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী দাঁড় করানো হয়েছিল, সেক্ষেত্রটি যে-লোকসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের মধ্যে,—সেই লোকসভা নির্বাচন ক্ষেত্রেই, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিনিধি সগৌরবে নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। ফরোয়ার্ড ব্লক সদস্য দীর্ঘ দুবছর সময় পেয়েছিলেন। আজকের এই পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জেলার এম, পি, ফরোয়ার্ড ব্লক ও বামফ্রন্টের আত্মসমালোচনা প্রয়োজন। নতুবা অগ্রগতির পথ পাওয়া সম্ভব নয়।

এবার জনতা পার্টি'র কথা বলি। পার্টির কেন্দ্রীয় স্তরে এমন কলহ চলছিল যে, তার অশুভ প্রভাবও যেমন রাজ্য পার্টিতে এসে পড়েছিল, তেমনি এহেন পরিস্থিতি ঘটায়, রাজ্য স্তরের ও জেলা স্তরের নেতা ও কর্ম্মীরাও যেন মনে করেছিলেন যে, এই অবস্থায় তাঁদের আজ আর সাংগঠনিক কাজকর্ম্ম কোনো কিছু করারই নেই। এই সব নৈরাশ্য, দ্বিধা, অনিশ্চয়তা, কর্ম্মহীনতার ফলে, গত নির্ব্বাচনে জয়পুরে জনতা পার্টির যে ভাল প্রভাবের ক্ষেত্র হয়েছিল আজ সে ক্ষেত্র মাটি হয়ে গেল।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টিতে জয়পুরের সবচেয়ে বড়ো দাবী ছিল—পুরুলিয়া-কোটশিলা ছোট লাইনকে বড় লাইন করা। শুধু জয়পুরের কেন, এটা সারা জেলার একটা অত্যন্ত জরুরী এবং অত্যন্ত আন্তরিক দাবী ছিল। কারণ জেলার অর্থনৈতিক সুযোগের দৃষ্টিতে এটা একটা মস্ত বড়ো ব্যাপার। জনতা পার্টির শাসন জীবন সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে, লোক সেবক সংঘের প্রতিনিধি দিল্লী গিয়ে রেলমন্ত্রীকে এর গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেন। পুরুলিয়া প্রেস ক্লাব ও অন্যান্য সংস্থাও অত্যন্ত জোর দিয়ে এই বিষয়টির জন্য রেল মন্ত্রকের বিভাগগুলিকে চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য যে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—বিশেষতঃ পিছিয়ে পড়া জায়গাগুলিকে উন্নয়ন পরিকল্পনায় সর্ব্বাগ্রাধিকার দেবার জন্য যে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ, তাঁরা এ বিষয়টি বোঝবার চেষ্টা করলেন না—এর প্রতি মনোযোগ দিলেন না।

জনতাপার্টি যদি এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন—কোটশিলা পুরুলিয়া বড় লাইনের কাজ যদি সুরু হয়ে যেতো, তাহলে সারা জয়পুর নির্বাচন ক্ষেত্রের মানুষের মনে জনতা পার্টির সদিচ্ছা সহানুভূতির পরিচয়ে কৃতজ্ঞতা ভরে উঠত এবং জয়পুর ও সারা জেলার জন্য সত্যকার একটা গুরুত্বপূর্ণ বড়ো কাজ করার দৃঢ়তা ও মনোভাবের পরিচয়ে জনতা পার্টির প্রতি গভীর আস্থা গড়ে উঠত। এবং তা আজ নির্বাচনের ভেতর দিয়ে সার্থকভাবে সম্ভবতঃ ফুটে উঠত। ক্ষমতা শুধু হাতে থাকলেই তো হবে না। উপেক্ষিত, বঞ্চিত, বিপন্ন ও অনগ্রসর যাদের জন্য ক্ষমতার প্রয়োগ সবচেয়ে বেশী—তাদের প্রতিই যদি পুনরায় কংগ্রেস আমলের মত উপেক্ষা উদাসীনতা চলতে থাকে—তবে তাঁদের পক্ষে প্রভাবের ক্ষেত্র গড়ে উঠতে থাকবে—এ তাঁরা আশা করতে পারেন কী করে?

২১শে জানুয়ারী ভোটের দিন ছিল। ১৯শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী এসে আশ্বাস দেন যে, কোটশিলা-পুরুলিয়া ছোট লাইন বড় লাইনে রূপান্তর করার ব্যবস্থা হবে। কারণ এর গুরুত্ব তাঁরা

বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর সাধু সংকল্প প্রকাশ করেছেন বড়ো দেরীতে। ভোটের একদিন আগে উচ্চারিত উক্তি কজনই বা জানতে পারবেন? আর সারা নির্বাচনক্ষেত্রে তার প্রভাব বিস্তার করার সময়ই বা কখন হবে? এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের খুবই গাফিলতি ঘটেছে।

এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের যদি গাফিলাতিই ঘটেছে—কিন্তু বামফ্রন্ট রাজ্য সরকার তো রয়েছেন। তাঁদের এম, পি, এম, এল, এরা তো রয়েছেন—তাঁরা জেলার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে, ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত—জেলার সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ সব তাঁরা জানেন। জেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা কী কী আজ করার রয়েছে—তাও তাঁরা জানেন। জয়পুর তথা পুরুলিয়ার এই রেল লাইনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব তাঁদের ছিল। তাঁদের উচিত ছিল—কেন্দ্রীয় সরকারে চাপ সৃষ্টি ক'রে—এই ব্যবস্থাগুলি আদায় করা। রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে আরো অনেক বেশী ক্ষমতা চাইছেন—কিন্তু কেন্দ্রের কাছ থেকে এই রাজ্যের কল্যাণে—অত্যন্ত জরুরী যে সমস্ত দাবী রয়েছে—তার বিষয়ে কেন তাঁরা উদাসীন থাকছেন? এই সব অবস্থা চলতে থাকলে, একথা সহজেই অনুমেয় যে, এই অবস্থায় বামফ্রন্টের প্রতি ধীরে ধীরে জনগণের মনে আস্থা কমতে থাকবে এবং নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে থাকবে।

ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হবার পর কংগ্রেস দু'টুকরো হয়ে যায়। একটি অংশ ইন্দিরা কংগ্রেস, একটি টুকরো রেড্ডি কংগ্রেসরূপে পরিচিত হয়। বর্তমানে সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন নির্বাচনে, বিভিন্ন ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে যেখানে কংগ্রেস আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—সেখানে ইন্দিরা কংগ্রেসই শক্তির পরিচয় দিয়েছে—রেড্ডি কংগ্রেস সর্বত্র শোচনীয় ভাবে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু পুরুলিয়া জেলার জয়পুরে হঠাৎ একক-ভাবে রেড্ডি কংগ্রেস বর্তমানে ক্ষমতাসীন দুটি বৃহৎ দলকে এবং অগাধ অর্থের মালিক ইন্দিরা কংগ্রেসকে কী করে পরাজিত করতে পারল? এ কি পশ্চিম বাংলায় বা পুরুলিয়া জেলায় রেড্ডি কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তির বা পুনরুত্থানের পরিচয়? এ সব কিছুই নয়। কংগ্রেস আমলে নানা সুযোগ সুবিধের দাক্ষিণ্যে, ক্ষমতাবান হয়ে, কংগ্রেস সদস্য স্বর্গত রামকৃষ্ণ মাহাত নিজের নির্বাচন ক্ষেত্রের কায়েমী স্বার্থের ঘাঁটিগুলিকে জোটবদ্ধ করেন এবং এঁথানের ব্যাপকক্ষেত্রের সমস্ত দালাল সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ ক'রে, নিজের প্রভাবের আসর জমিয়ে রেখেছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও নিজেদের কর্মী ও আদর্শগত সংগ্রাম দিয়ে বামফ্রন্ট বা জনতাপার্টি সেই সব কায়েমী স্বার্থের ঘাঁটিগুলিকে ভাঙতে পারেন নি। কাজের বদলে গম প্রভৃতির চালাও ব্যাপার ও শাসন সুযোগের নানা ব্যাপার দিয়ে, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতার ক্ষেত্র রচনা করলেও, তারদ্বারা যে সত্যকার জনশক্তির ক্ষেত্র গ'ড়ে ওঠেনি, এই নির্বাচনে বোঝা গেল।

সারা জেলায় কংগ্রেসের তিনজন নেতা স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ মাহাত, স্বর্গত রামকৃষ্ণ মাহাত এবং শ্রীসীতারাম মাহাত নানা কলাকৌশলে নিজ নিজ ক্ষেত্রকে নিদারুণ শক্ত ঘাটি ক'রে রেখে ছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের পর, বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে সারা দেশে কংগ্রেস বিরোধী বিরাট হাওয়া থাকলেও, সারা ভারতে কংগ্রেসের শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থবাদীদের নিজ নিজ নির্বাচনক্ষেত্রে হারানো অত্যন্ত কঠিন হ'য়ে ছিল। এই জেলায় বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে দেবেনবাবু তখন স্বর্গত হয়েছেন, সেজন্য তাঁর ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে হারানো সম্ভব হোল। সীতারাম বাবুকে হারাবার জন্য সি, পি, এম ভাল-সংগ্রাম দিচ্ছিলেন ব'লে লোক সেবক সংঘ জোর সাহায্য দেওয়ার ফলে সীতারামবাবুর পরাজয় সম্ভব হোল। এই নির্বাচনক্ষেত্রে লোকসেবক সংঘের খুবই ভাল প্রভাবের ক্ষেত্র। জয়পুরে তখন রামকৃষ্ণবাবু বেঁচেছিলেন। জয়পুরে অবশ্য লোক সেবক সংঘের আনিকটা ভাল প্রভাবের ক্ষেত্র ছিল। আগের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের ঐ প্রার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাত বহু কারচুপি সত্ত্বেও মাত্র শতখানেক বেশী ভোটে সংঘের প্রার্থী শ্রীঅশোক চৌধুরীকে হারিয়ে জয়ী হন। তবে গত ১৯৭৭ এর বিধানসভা নির্বাচনে জয়পুরে জনতা ও বামফ্রন্টের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ায়, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মাহাতর ঘাঁটি অত্যন্ত শক্ত থাকায়, এবং প্রথম দিকে জনতা বা বামফ্রন্টের মধ্যে এই নির্বাচনে কোন্ প্রার্থীকে সহায়তা দিলে কংগ্রেস প্রার্থীকে হারানোর সুবিধে হবে—লোক সেবক সংঘের পক্ষে বুঝতে দেরী হওয়ায়, লোক সেবক সংঘের পক্ষ থেকে, এঁদের উভয়ের প্রার্থীর মধ্যে প্রবলতম প্রার্থীকে সময়ে সহায়তা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই সব নানা কারণে কংগ্রেস জয়ী হল—সামান্য ভোটের ব্যবধানে। সারা জেলায় তখন একমাত্র জয়পুরে কংগ্রেস যখন জয়ী হল, তখন তারপর থেকেই বামফ্রন্ট ও জনতা উভয়ের পক্ষ থেকেই জয়পুরের দিকে সতর্কার সাংগঠনিক কাজের প্রসারে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল। জয়পুরের জনগণের সঙ্গত জরুরী অভাব অভিযোগের দিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত ছিল এবং সতর্কার ব্যাপক জনচেতনা গ'ড়ে তোলবার কাজ করা উচিত ছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট বা জনতা উভয়েই এবিষয়ে কিছু তো করলেনই না; বরং উভয়েরই আবার রাজনৈতিক নানা কার্যকলাপে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হল। ফল, রামকৃষ্ণ বাবু পরলোক গমন করলেও, তাঁর ক্ষেত্রের কায়েমী স্বার্থের ঘাঁটি অটুট রইল। এবং অবশেষে তাঁর ক্ষেত্রের সাধারণ কর্মীদের হাতেই শাসনাসীন বিরাট শক্তিশালী দুটি রাজনৈত দলকে পরাজিত হ'তে হল।

এই নির্বাচনের ফলাফল থেকে বামফ্রন্ট ও জনতা পার্টি উভয়েরই শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। এবং বামফ্রন্টের শাসনাধীনে এই জেলায় যে কার্যধারা আমরা দেখছি সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সমূহ সঙ্গত কিনা রাজ্য সরকার বিচার ক'রে দেখুন এবং আলোচনার মধ্যে আসুন। আমরা মনে করি যে, জনগণের অভাব অভিযোগ না দেখে,—জনমত উপেক্ষা ক'রে,—জেলার জনগণের প্রতিনিধি ও আধিকারিক সঙ্গত উন্নয়ন কর্মধারা প্রবর্তন না ক'রে,—উচ্চস্তরে তৈরী কর্মধারাগুলি বিষয়ে জেলাস্তরের স্থানীয় কর্মীরা যা খুশী করবেন তার ছাড়পত্র দিয়ে—সে সবের অভিযোগ বিষয়ে কোনো তদন্ত বা বিচার না ক'রে,—তাদের সেই সমস্ত অবাঞ্ছিত আচরণকে সমগ্র প্রশাসন যন্ত্র—সমগ্র পুলিস যন্ত্র সাহায্য দিয়ে যাবেন—এই ধারা চলতে থাকলে, নতুন এই ক্ষমতাসীন গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিও ধীরে ধীরে জন-সমর্থন হারাতে থাকবেন কোনো সন্দেহ নেই।

বামফ্রন্ট অবিরত অভিযোগ করছেন—যে, জনতা পার্টির অযোগ্যতায় কংগ্রেস শক্তি অর্থাৎ দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীদের শক্তি—ক্রমশঃই ভারববর্ষে আবার দ্রুত প্রভাবের ক্ষেত্র করছে। এই অভিযোগ বিষয়ে বামফ্রন্ট নিজেদের কাজের দিকে তাকান আমাদের বিনীত অনুরোধ। তাছাড়া, কায়েমী স্বার্থবাদীরা আরো শক্তি পাচ্ছে—জনতা-বামফ্রন্ট প্রভৃতি গণতান্ত্রিক শক্তিরা বর্তমানে সর্বক্ষেত্রে-নির্বাচনে, সংগঠনে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ক'রে চলতে পারছেন না ব'লে। জয়পুরও তার এক দৃষ্টান্ত। দেশের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই দেবার জন্য আজ আপনারা বোঝাপড়ার ক্ষেত্র গঠনে লক্ষ্য দিন আমাদের আন্তরিক পরামর্শ।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।